প্রথম অধ্যায়

ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী

এই অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মীমাংসা করেছেন যে, ভগবান সকলের পরমাত্মা, সুহৃদ এবং রক্ষাকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কেন দেবরাজ ইন্দ্রের হিতার্থে দৈত্যদের বধ করেছিলেন। তাঁর এই বর্ণনায়, অজ্ঞ লোকেরা যে এই প্রকার দৈত্যবধাদি কার্যে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করে, তা খণ্ডন করা হয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রমাণ করেছেন যে, বদ্ধ জীবের দেহ প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা কলুষিত বলে শত্রু-মিত্র, রাগ, দ্বেষ আদি দ্বৈতভাবের উদয় হয়। ভগবানের মধ্যে এই প্রকার দ্বৈতভাব নেই। এমন কি অনন্তকালও ভগবানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অনন্তকাল ভগবানেরই সৃষ্টি, এবং তাই তা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বহিরঙ্গা মায়ার ত্রিগুণ থেকেই এই সৃষ্টি-সংহার আদি কার্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবান প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত। আর তাই যে সমস্ত দৈত্যেরা ভগবানের হাতে নিহত হয়, তারা মুক্তি লাভ করে।

পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শিশুপাল তার শৈশব থেকেই কৃষ্ণদ্বেষী ও কৃষ্ণনিন্দুক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর হস্তে নিহত হয়ে কিভাবে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল ভক্তের চরণে অপরাধ করার ফলে, সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জয় ও বিজয় কর্মবশে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করলেও, সর্বদা ভগবানের চিন্তা করার ফলে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। এইভাবে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ভগবানের চিন্তা করার ফলেও মুক্তি লাভ হয়। অতএব যে সমস্ত ভক্তেরা শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত তাদের আর কি কথা?

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **সমঃ**—সমদর্শী; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **সুহৃৎ**—বন্ধু; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী); **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের প্রতি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ইন্দ্রস্য**—ইন্দ্রের; **অর্থে**—হিতার্থে; **কথম্**—কিভাবে; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **বিষমঃ**—পক্ষপাত; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ, ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের প্রতি সমদর্শী, সুহৃদ্ এবং পরম প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কেন দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য অসমদর্শীর মতো ইন্দ্রশত্রু দৈত্যদের বধ করেছিলেন? সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি কিভাবে কারও প্রতি পক্ষপাত এবং অন্য কারও প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করতে পারেন?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*—"আমি সকলের প্রতি সমদর্শী। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং কেউই আমার শত্রু নয়।" কিন্তু পূর্ববর্তী স্কন্ধে আমরা দেখেছি যে, ভগবান ইন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করে দৈত্যদের সংহার করেছিলেন (*হতপুত্রা দিতিঃ শক্র-পার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা*)। অতএব, সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্পষ্টভাবে ইন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। আত্মা সকলেরই পরম প্রিয়, তেমনই পরমাত্মাও সকলের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব পরমাত্মার পক্ষে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ সম্ভব নয়। জীবের রূপ এবং পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভগবান অত্যন্ত কৃপালু, তবুও একজন সাধারণ বন্ধুর মতো তিনি ইন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সেটিই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পক্ষপাতরূপ দোষ থাকতে পারে না, কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের শত্রুরূপে আচরণ করেছিলেন, তখন তাঁর

মনে কিছু সন্দেহ হয়েছিল। তাই সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্য তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন।

ভক্ত কখনও স্বীকার করতে পারে না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রাকৃত গুণ-সমন্বিত। মহারাজ পরীক্ষিৎ খুব ভালভাবেই জানতেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু জড় জগতের অতীত হওয়ার ফলে, প্রাকৃত গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাঁর সেই বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো একজন মহাজনের কাছে তা শুনতে চেয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সমস্য কথং বৈষম্যম্*—ভগবান যেহেতু সকলের প্রতিই সমদর্শী, তাই তিনি কিভাবে পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন? *প্রিয়স্য কথং অসুরেষু প্রীত্যভাবঃ*। ভগবান অন্তর্যামী, তাই তিনি সকলের অত্যন্ত প্রিয়, তাই কিভাবে তাঁর পক্ষে অসুরদের প্রতি প্রতিকূল ভাব প্রদর্শন করা সম্ভব? তা পক্ষপাতহীন কি করে হয়? *সুহৃদশ্চ কথং তেষ্বসৌহার্দম*। ভগবান যেহেতু বলেছেন তিনি *সুহৃদং সর্বভূতানাম্* অর্থাৎ সমস্ত জীবের সুহৃদ, অতএব দৈত্য সংহাররূপ পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ তিনি করেন কি করে? পরীক্ষিৎ মহারাজের হৃদয়ে এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উদয় হয়েছিল, এবং তাই তিনি শুকদেব গোস্বামীকে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ২

ন হ্যস্যার্থঃ সুরগণৈঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ ।
নৈবাসুরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্য হি ॥ ২ ॥

ন—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অস্য**—তাঁর; **অর্থঃ**—স্বার্থ; **সুরগণৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **নিঃশ্রেয়স**—পরম আনন্দ; **আত্মনঃ**—আত্মস্বরূপ; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অসুরেভ্যঃ**—অসুরদের জন্য; **বিদ্বেষঃ**—দ্বেষ; **ন**—না; **উদ্বেগঃ**—ভয়; **চ**—এবং; **অগুণস্য**—মায়িক গুণরহিত; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ পরমানন্দ আত্মস্বরূপ। অতএব দেবতাদের পক্ষপাতিত্ব করে তাঁর কি লাভ? তার ফলে তাঁর কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হবে? ভগবান যেহেতু নির্গুণ, তাই অসুরদের কাছ থেকে তাঁর ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? অতএব অসুরদের প্রতি তিনি বিদ্বেষ-পরায়ণ হলেন কেন?

তাৎপর্য

আমাদের সব সময় পরা প্রকৃতি এবং জড়া প্রকৃতির পার্থক্য স্মরণ রাখা উচিত। জড়া প্রকৃতি জড় গুণের দ্বারা দূষিত, কিন্তু এই সমস্ত গুণগুলি পরা প্রকৃতিকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব, তিনি জড় জগতেই থাকুন অথবা চিৎ-জগতেই থাকুন, তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরতত্ত্ব। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দর্শন করি, সেই দর্শন মায়িক। তা না হলে তাঁর হস্তে নিহত তাঁর শত্রুরা মুক্তিলাভ করে কি করে? যাঁরাই ভগবানের সান্নিধ্যে আসেন, তাঁরাই ক্রমশ ভগবানের গুণাবলী অর্জন করেন। জীব যতই আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত হয়, ততই সে জড়া প্রকৃতির দ্বৈতভাবের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। অতএব ভগবান নিশ্চয়ই এই সমস্ত গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত। তাঁর শত্রুতা অথবা মিত্রতা হচ্ছে মায়া কর্তৃক প্রকাশিত বাহ্যিক রূপ। তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। তিনি অনুগ্রহই করুন অথবা সংহারই করুন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি পরম নিরপেক্ষ।

যিনি অপূর্ণ, রাগ এবং দ্বেষ তারই মধ্যে উদয় হয়। আমাদের শত্রু থেকে আমরা ভয় পাই, কারণ এই জড় জগতে আমাদের সর্বদাই সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভগবান যেহেতু আত্মারাম, তাঁর তাই কারও থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" ভগবান এই কথা কেন বলেছেন? তিনি কি তাঁর ভক্তের নৈবেদ্যের উপর নির্ভর করেন? তিনি প্রকৃতপক্ষে কারুর উপরই নির্ভর করেন না, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তের উপর নির্ভর করতে ভালবাসেন। তেমনই, তিনি অসুরদের ভয় পান না। অতএব ভগবানের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৩

ইতি নঃ সুমহাভাগ নারায়ণগুণান্ প্রতি ।
সংশয়ঃ সুমহান্ জাতস্তদ্ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **নঃ**—আমাদের; **সু-মহাভাগ**—হে মহান; **নারায়ণ-গুণান্**—নারায়ণের গুণাবলী; **প্রতি**—প্রতি; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **সুমহান্**—অত্যন্ত মহান; **জাতঃ**—জন্মেছে; **তৎ**—তা; **ভবান্**—আপনি; **ছেত্তুম্ অর্হতি**—দয়া করে দূর করুন।

অনুবাদ

হে মহাভাগ, ভগবান নারায়ণ পক্ষপাতপূর্ণ না নিরপেক্ষ সেই সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত সংশয় জন্মেছে। দয়া করে, নারায়ণ যে সর্বদা নিরপেক্ষ এবং সকলের প্রতি সমদর্শী তা প্রমাণ করে আমার সেই সংশয় দূর করুন।

তাৎপর্য

ভগবান নারায়ণ যেহেতু পরতত্ত্ব, তাই তাঁর দিব্য গুণাবলী এক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে তাঁর দণ্ড এবং অনুগ্রহ উভয়ই সমান। মূলত তাঁর শত্রুতাপূর্ণ কার্যকলাপ তাঁর তথাকথিত শত্রুদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন নয়, কিন্তু জড় জগতে মানুষ মনে করে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুকূল কিন্তু অভক্তদের প্রতি প্রতিকূল। শ্রীকৃষ্ণ যখন *ভগবদ্‌গীতায়* উপদেশ দিয়েছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—এই উপদেশটি কেবল অর্জুনের জন্যই নয়, এই জগতের সমস্ত জীবদের জন্য।

শ্লোক ৪-৫

শ্রীঋষিরুবাচ

সাধু পৃষ্টং মহারাজ হরেশ্চরিতমদ্ভুতম্ ।
যদ্ ভাগবতমাহাত্ম্যং ভগবদ্ভক্তিবর্ধনম্ ॥ ৪ ॥
গীয়তে পরমং পুণ্যমৃষিভির্নারদাদিভিঃ ।
নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কথয়িষ্যে হরেঃ কথাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সাধু**—অতি উত্তম; **পৃষ্টম্**—প্রশ্ন; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **চরিতম্**—কার্যকলাপ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **যৎ**—যা থেকে; **ভাগবত**—ভগবদ্ভক্তের (প্রহ্লাদের); **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **ভগবদ্ভক্তি**—ভগবানের প্রতি ভক্তি; **বর্ধনম্**—বর্ধন করে; **গীয়তে**—গান করেন; **পরমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা;

নারদ-আদিভিঃ—নারদ মুনি প্রমুখ; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে; **মুনয়ে**—মহামুনি; **কথয়িষ্যে**—আমি বর্ণনা করব; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **কথাম্**—বিষয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনায় তাঁর ভক্তের মহিমাও কীর্তিত হয়, এবং তা ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই অতি অদ্ভুত বিষয়টি সর্বদা সংসার-দুঃখ দূর করে। তাই নারদ আদি মহর্ষিরা সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, কারণ তার ফলে ভগবানের অতি অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ এবং কীর্তন করার সুযোগ লাভ হয়। মহর্ষি ব্যাসদেবকে প্রণাম করে আমি ভগবান শ্রীহরির কার্যকলাপ বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী *কৃষ্ণায় মুনয়ে*, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। প্রথমেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর গুরুদেব হচ্ছেন তাঁর পিতা ব্যাসদেব, এবং তাই তিনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে প্রণতি নিবেদন করে ভগবান শ্রীহরির কথা বর্ণনা করতে শুরু করেছেন।

যখনই ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ শ্রবণ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তখনই তা গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—সর্বদা কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করা উচিত। সেটিই কৃষ্ণভক্তের একমাত্র কর্তব্য।

শ্লোক ৬

নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ ॥ ৬ ॥

নির্গুণঃ—জড় গুণরহিত; **অপি**—যদিও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অব্যক্তঃ**—অপ্রকাশিত; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **স্ব-মায়া**—তাঁর নিজের শক্তির; **গুণম্**—ভৌতিক গুণ; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বাধ্য**—বাধ্য; **বাধকতাম্**—বাধকতা; **গতঃ**—গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, এবং তাই তাঁকে বলা হয় নির্গুণ। যেহেতু তিনি অজ, তাই তাঁর রাগ এবং দ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত জড় শরীর নেই। যদিও ভগবান সর্বদাই জড়াতীত, তবুও তাঁর স্বরূপ শক্তির প্রভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে, আপাতদৃষ্টিতে একজন বদ্ধ জীবের মতো কর্তব্য এবং দায়িত্ব স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

তথাকথিত রাগ, দ্বেষ এবং দায়িত্ব ভগবান থেকে উদ্ভুত জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থেকেই তা করেন। যদিও জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কার্যকলাপ ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু চিন্ময় দৃষ্টিতে তা পরম এবং অভিন্ন। তাই, যদি বলা হয় যে তিনি কারও প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন অথবা কারও প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন, তা হলে ভগবানের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করা হয়।

ভগবদ্গীতায় (৯/১১) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।" এই পৃথিবীতে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপের অথবা চিন্ময় গুণাবলীর কোন রকম পরিবর্তন না করেই আসেন। বস্তুতপক্ষে তিনি কখনও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। তিনি সর্বদাই নির্গুণ, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করছেন। এই ভাবটি আরোপিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*—তিনি যাই করেন তা সর্বদাই চিন্ময়, এবং জড় গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এবং *যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*—তিনি যে কিভাবে কার্য করেন তা কেবল তাঁর ভক্তেরাই বুঝতে পারেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কখনই কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি সর্বদাই সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত কলুষিত দৃষ্টির দ্বারা দর্শনের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের উপর জড় গুণগুলি আরোপ করা হয়। কেউ যখন তা করে, তখন সে একটি মূঢ়তে পরিণত হয়। পরমতত্ত্বকে যথাযথভাবে যখন হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন ভগবদ্ভক্ত হয়ে নির্গুণ হওয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কেবল শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে জড় গুণের অতীত হওয়া যায়, এবং জড়াতীত হওয়া মাত্রই চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হওয়া যায়। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*—যিনি ভগবানের কার্যকলাপ তত্ত্বত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর চিৎ-জগতে ফিরে যান।

শ্লোক ৭

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।
ন তেষাং যুগপদ্ রাজন্ হ্রাস উল্লাস এব বা ॥ ৭ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **ন**—না; **তেষাম্**—তাদের; **যুগপৎ**—একই সময়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **হ্রাস**—হ্রাস; **উল্লাসঃ**—বৃদ্ধি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ জড়া প্রকৃতিজাত, এবং সেগুলি ভগবানকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এই তিনটি গুণ একই সময়ে হ্রাস অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কার্য করতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর মূল স্থিতিতে সমভাব সমন্বিত। তাই তাঁর সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এই সমস্ত জড় গুণগুলি তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। তাই ভগবানকে বলা হয় *পরম ঈশ্বর*। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—তিনিই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তিনিই জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া*)। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে*—জড়া প্রকৃতি তাঁরই আদেশে কার্য করে। তা হলে তিনি প্রকৃতির গুণের অধীন হন কি করে? কৃষ্ণ কখনও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই ভগবানের পক্ষপাতিত্ব করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৮

জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্ ।
তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ ॥ ৮ ॥

জয়-কালে—বৃদ্ধির সময়; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সত্ত্বস্য**—সত্ত্বগুণের; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষীন্**—এবং ঋষিদের; **রজসঃ**—রজোগুণের; **অসুরান্**—অসুরদের; **তমসঃ**—তমোগুণের; **যক্ষ-রক্ষাংসি**—যক্ষ এবং রাক্ষসদের; **তৎ-কাল-অনুগুণঃ**—বিশেষ সময় অনুসারে; **অভজৎ**—ভজনা করে।

অনুবাদ

যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন ঋষি এবং দেবতারা সেই গুণের প্রভাবে প্রাধান্য লাভ করে, এবং তাঁরা ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তেমনই যখন রজোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন অসুরেরা উন্নতি সাধন করে, এবং যখন তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন যক্ষ এবং রাক্ষসেরা উন্নতি সাধন করে। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রতিক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং জড়া প্রকৃতির পিছনে রয়েছেন ভগবান; কিন্তু কারও জয় এবং পরাজয় ভগবানের পক্ষপাতিত্বের ফলে হয় না, তা হয় সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে। *ভগবৎ-সন্দর্ভে* শ্রীল জীব গোস্বামী স্পষ্টভাবে বলেছেন—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীসে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতু ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥

ভগবৎ-সন্দর্ভের এই বর্ণনা অনুসারে ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত থাকেন, এবং কখনও এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীবেরও সেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে, ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি পর্যন্ত বদ্ধ জীবের পক্ষে ক্লেশদায়ক হয়। জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা যে আনন্দ উপভোগ করে, বহু জড়-জাগতিক ক্লেশ সেই আনন্দের অনুবর্তী হয়। যেমন আমরা সম্প্রতি দুটি মহাযুদ্ধ দর্শন করেছি, যা রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে, এবং তার ফলে উভয় পক্ষই ধ্বংস হয়েছে। জার্মানেরা ইংরেজদের ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তার ফলে উভয় পক্ষই ধ্বংস হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, কাগজে-কলমে যদিও মিত্রপক্ষের জয় হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারুরই জয় হয়নি। তাই মীমাংসা করা যায় যে, ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। সকলেই জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে কার্য করে, এবং বিভিন্ন গুণগুলি যখন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তখন তার প্রভাবে কখনও দেবতাদের আবার কখনও অসুরদের জয় হয়েছে বলে মনে হয়।

সকলেই তার গুণগত কর্মের ফল ভোগ করে। সেই কথা ভগবদ্‌গীতায় (১৪/১১-১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥

"জ্ঞানের আলোকে জড় দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারগুলিতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ অনুভূত হয়।

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণের প্রভাব বর্ধিত হলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, উদ্যম ও বিষয়-ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

"হে কুরুনন্দন, তমোগুণের প্রভাব বর্ধিত হলে অজ্ঞানান্ধকার, প্রমাদ এবং মোহ উৎপন্ন হয়।"

সকলের অন্তর্যামী ভগবান কেবল বিভিন্ন গুণের বর্ধিত ফল প্রদান করেন, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ। তিনি জয়-পরাজয়ের সাক্ষী থাকেন, কিন্তু তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন না।

জড়া প্রকৃতির গুণগুলি একত্রে কার্যশীল হয় না। এই সমস্ত গুণের প্রতিক্রিয়া ঠিক ঋতুর পরিবর্তনের মতো। কখনও রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, কখনও তমোগুণের এবং কখনও সত্ত্বগুণের। দেবতারা সাধারণত সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং তাই দেবতা এবং দানবদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের ফলে দেবতাদের জয় হয়। সেটি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নয়।

শ্লোক ৯

জ্যোতিরাদিরিবাভাতি সঙ্ঘাতান্ন বিবিচ্যতে।
বিদন্ত্যাত্মানমাত্মস্থং মথিত্বা কবয়োঽন্ততঃ ॥ ৯ ॥

জ্যোতিঃ—অগ্নি; **আদিঃ**—এবং অন্যান্য উপাদান; **ইব**—ঠিক যেমন; **আভাতি**—প্রকাশিত হয়; **সঙ্ঘাতাৎ**—দেবতা এবং অন্যান্যদের শরীর থেকে; **ন**—না;

বিবিচ্যতে—জ্ঞাত হয়; **বিদন্তি**—অনুভব করে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্মস্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **মথিত্বা**—বিচার করার দ্বারা; **কবয়ঃ**—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা; **অন্ততঃ**—অন্তরে।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে তিনি ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হন। ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে অগ্নি, পাত্রের মধ্যে জল, বা ঘটের মধ্যে আকাশ অনুভব করা যায়, তেমনই জীবের ভক্তিযুক্ত কার্যকলাপের মাত্রা অনুসারে বোঝা যায় কে অসুর এবং কে দেবতা। মানুষের কার্যকলাপ দর্শন করে, চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝতে পারেন কে কতটা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পেরেছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) ভগবান বলেছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার শক্তির অংশ-সম্ভূত বলে জানবে।" আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, এক ব্যক্তি অত্যন্ত অদ্ভুত সমস্ত কার্য করতে সক্ষম কিন্তু অন্যেরা তা পারে না, এমন কি সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যে কাজ করা যায় তা পর্যন্ত তারা করতে পারে না। তাই, ভক্ত কতখানি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন তা তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা বোঝা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।" আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে, কোন ছাত্র যদি শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তা হলে শিক্ষক তাকে আরও বেশি করে শিক্ষা দেন।

আবার অন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষকের শিক্ষা সত্ত্বেও ছাত্র জ্ঞান লাভ করছে না। এতে পক্ষপাতিত্বের কোন প্রশ্ন নেই। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন *তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ / দদামি বুদ্ধিযোগং তম্,* তা ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ভক্তিযোগ প্রদান করতে প্রস্তুত, কিন্তু তা গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে গোপন রহস্য। তাই যখন দেখা যায় কেউ অদ্ভুত ভক্তিকার্য সম্পাদন করছেন, তখন বিবেকবান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে সমর্থ হয়েছেন।

সেটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বীকার করতে চায় না যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন বিশেষ ভক্তকে তাঁর ভক্তির মাত্রা অনুসারে কৃপা করেছেন। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উত্তম ভক্তের কার্যকলাপের মহিমা খর্ব করার চেষ্টা করে। সেটি বৈষ্ণবতা নয়। বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবদের ভগবৎ-সেবার প্রশংসা করেন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বৈষ্ণবকে নির্মৎসর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈষ্ণব কখনও অন্য বৈষ্ণব বা অন্য কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় *নির্মৎসরাণাং সতাম্*।

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে মানুষ কিভাবে অবস্থান করছে, তা *ভগবদ্গীতার* উপদেশ থেকে আমরা জানতে পারি। এখানে প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অগ্নিকে সত্ত্বগুণের দ্যোতক বলা হয়েছে। আগুনের পরিমাণ দেখে কাঠ, পেট্রোল অথবা অন্যান্য দাহ্য পদার্থের মাত্রা বোঝা যায়। তেমনই জল রজোগুণের দ্যোতক। একটি ক্ষুদ্র স্তবক্ আর বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর উভয়েই জল রয়েছে, এবং জলের পরিমাণ দেখে আমরা পাত্রের আয়তন বুঝতে পারি। আকাশ তমোগুণের দ্যোতক। একটি ছোট্ট মাটির পাত্রে আকাশ রয়েছে আবার অন্তরীক্ষেও আকাশ রয়েছে। তেমনই যথাযথ বিচারের দ্বারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের মাত্রা অনুসারে আমরা বুঝতে পারি কে দেবতা, কে অসুর আর কে যক্ষ-রাক্ষস। বাইরের আকৃতি দেখে বিচার করা যায় না কে দেবতা আর কে অসুর, কিন্তু সেই সব ব্যক্তিদের কার্যকলাপ দেখে বিচক্ষণ ব্যক্তি তা বুঝতে পারেন। *পদ্মপুরাণে* তার একটি সাধারণ বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে—*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ*। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হচ্ছেন দেবতা, আর অসুর অথবা যক্ষ-রাক্ষসেরা তার ঠিক বিপরীত। অসুরেরা ভগবানের ভক্ত নয়; পক্ষান্তরে তারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য দেবতা, ভূত, প্রেত ইত্যাদির ভক্ত হয়। এইভাবে, তাদের কার্যকলাপ থেকে বিচার করা যায় কে দেবতা, কে রাক্ষস আর কে অসুর।

এই শ্লোকে *আত্মানম্* শব্দটির অর্থ *পরমাত্মানম্*। পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে

(অন্ততঃ) বিরাজমান। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।* *ঈশ্বর* বা ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুসারে সকলকে পরিচালিত করছেন। *ভগবদ্গীতার* উপদেশ সকলেরই জন্য, কিন্তু কেউ তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, আর অন্যেরা তার অর্থ এমনই বিকৃতভাবে বোঝে যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থ পাঠ করা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে পারে না। *গীতায়* যদিও বলা হয়েছে *শ্রীভগবান্ উবাচ,* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তবু তারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারে না। এটি তাদের দুর্ভাগ্য বা অক্ষমতা, যার কারণ হচ্ছে রজ এবং তমোগুণ। এই সমস্ত গুণের প্রভাবে তারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পর্যন্ত পারে না, কিন্তু অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে বুঝতে পেরে তাঁর মহিমা কীর্তন করে বলেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*—"আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি পরম ধাম এবং আপনি পরম পবিত্র।" শ্রীকৃষ্ণ সকলের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে জানতে হলে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

বাহ্য লক্ষণের দ্বারা বোঝা যায় না কে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন এবং কে করেননি। মানুষের মনোবৃত্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কারও সাক্ষাৎ উপদেষ্টা হন আবার কারও কাছে অজ্ঞাত থাকেন। সেটি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব নয়। সেটি তাঁকে বোঝার যোগ্যতার প্রকাশ। মানুষ তার গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ প্রদর্শনের মাত্রা অনুসারে দেবতা, অসুর, যক্ষ অথবা রাক্ষস হয়। নির্বোধ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি প্রদর্শন করার মাত্রাকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব বলে ভুল করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ধরনের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুসারে জীবের কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আকাশে বহু জ্যোতিষ্ক রয়েছে। রাত্রে অন্ধকারেও চাঁদের অতি উজ্জ্বল আলোকে তাকে দর্শন করা যায়। সূর্যও অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু যখন মেঘে ঢাকা পড়ে যায়, তখন আর সেগুলিকে দেখা যায় না। তেমনই, মানুষ যতই সত্ত্বগুণে উন্নত হয়, ততই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাঁর ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শিত হয়, কিন্তু মানুষ যতই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, ততই তার জ্যোতি দৃষ্টির অগোচর হয়। মানুষের গুণের প্রকাশ ভগবানের পক্ষপাতিত্বের উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে বিভিন্ন আবরণের মাত্রা অনুসারে। এইভাবে বোঝা যায় কে সত্ত্বগুণের প্রভাবে কতটা উন্নত অথবা রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে কতটা আচ্ছাদিত।

শ্লোক ১০

যদা সিসৃক্ষুঃ পুর আত্মনঃ পরো
রজঃ সৃজত্যেষ পৃথক্ স্বমায়য়া ।
সত্ত্বং বিচিত্রাসু রিরংসুরীশ্বরঃ
শয়িষ্যমাণস্তম ঈরয়ত্যসৌ ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **সিসৃক্ষুঃ**—সৃষ্টি করার বাসনায়; **পুরঃ**—জড় দেহ; **আত্মনঃ**—জীবের জন্য; **পরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রজঃ**—রজোগুণ; **সৃজতি**—প্রকাশ করেন; **এষঃ**—তিনি; **পৃথক্**—পৃথকভাবে, মুখ্যরূপে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর সৃজনী শক্তির দ্বারা; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিচিত্রাসু**—বিভিন্ন প্রকার শরীরে; **রিরংসুঃ**—কর্ম করার বাসনায়; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শয়িষ্যমাণঃ**—সংহার করতে উদ্যত হয়ে; **তমঃ**—তমোগুণ; **ঈরয়তি**—প্রকাশ করেন; **অসৌ**—সেই ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান যখন জীবের চরিত্র এবং কর্ম অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর প্রদান করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তারপর পরমাত্মারূপে তিনি প্রতিটি শরীরে প্রবেশ করেন এবং রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন এবং তমোগুণের দ্বারা সংহার করেন।

তাৎপর্য

জড় প্রকৃতি যদিও সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবু প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয়। ভগবান সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১০) বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়।" জড় প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন ত্রিগুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সম্পাদিত হয়, কিন্তু প্রকৃতির ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে রয়েছে তাদের পরিচালক পরমেশ্বর ভগবান। প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার জীব-শরীরে (*যন্ত্রারূঢানি মায়য়া*) হয় সত্ত্ব, নয় রজ বা তমোগুণের প্রাধান্য

দেখা যায়। ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির দ্বারা শরীর উৎপন্ন হয়। তাই এখানে বলা হয়েছে, *যদা সিসৃক্ষুঃ পুর আত্মনঃ পরঃ*, অর্থাৎ শরীর নিশ্চিতভাবে ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ*—জীবের কর্ম অনুসারে, ভগবানের নির্দেশে শরীর নির্মিত হয়। শরীরটি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক হবে, তা নির্ভর করে ভগবানের নির্দেশনার উপর এবং তা বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় (*পৃথক্ স্বমায়য়া*)। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীরে ভগবান পরমাত্মারূপে নির্দেশ দেন, এবং সেই দেহকে বিনাশ করার জন্য তিনি তমোগুণকে নিযুক্ত করেন। এইভাবে জীব বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১১

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং ।
প্রধানপুম্ভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ ॥ ১১ ॥

কালম্—কাল; **চরন্তম্**—গতিশীল; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ঈশঃ**—ভগবান; **আশ্রয়ম্**—আশ্রয়; **প্রধান**—প্রকৃতি; **পুম্ভ্যাম্**—জীব; **নর-দেব**—হে নরপতি; **সত্য**—সত্য; **কৃৎ**—সৃষ্টিকর্তা।

অনুবাদ

হে মহারাজ, জড়া এবং পরা প্রকৃতির নিয়ন্তা ভগবান, যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তিনি জড়া প্রকৃতি এবং জীবকে কালের সীমার মধ্যে সক্রিয় হওয়ার জন্য কালের সৃষ্টি করেন। ভগবানই প্রকৃতি এবং কালের স্রষ্টা, অতএব তিনি কখনও তাদের অধীন নন।

তাৎপর্য

কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান কালের অধীন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার দ্বারা প্রকৃতি কার্য করে এবং বদ্ধ জীবেরা প্রকৃতির অধীনে স্থাপিত হয়। বদ্ধ জীব এবং জড়া প্রকৃতি উভয়ই কালের অধীন, কিন্তু ভগবান কালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন নন, কারণ তিনি কালের স্রষ্টা। সেই কথা আরও স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সৃষ্টি, পালন এবং সংহার সবই ভগবানের পরম ইচ্ছার অধীন।

ভগবদ্গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর নিয়ন্তা, তাই তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড় কালের নিয়ন্ত্রণাধীন হন না (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*)। এই শ্লোকে *কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ম্* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান যদিও কালের অন্তর্গত হয়ে যেন সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণের প্রাধান্য অনুসারে কর্ম করেন বলে মনে হয়, তবু কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান কালের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কারণ কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি কাল সৃষ্টি করেন; তিনি কখনও কালের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করেন না। এই জড় সৃষ্টি ভগবানের একটি লীলা। সব কিছুই পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু রজোগুণের প্রাধান্য যখন হয় তখন সৃষ্টি হয়, তাই ভগবান রজোগুণের সুবিধার্থে কাল সৃষ্টি করেন। তেমনই তিনি পালনকার্য এবং সংহার-কার্যের জন্য উপযুক্ত কাল সৃষ্টি করেন। এইভাবে এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান কালের অধীন নন।

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—শ্রীকৃষ্ণ পরম নিয়ন্তা। *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—তাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য আনন্দময়। *অনাদি*—তিনি কোন কিছুর অধীন নন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে পরতর সত্য কিছু নেই।" ভগবানের থেকে শ্রেষ্ঠ কোন কিছু থাকতে পারে না, কারণ তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা।

মায়াবাদীরা বলে এই জগৎ মিথ্যা, এবং তাই এই মিথ্যা সৃষ্টির বিষয়ে কালক্ষয় করা উচিত নয় (*ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*)। কিন্তু সেই কথা সত্য নয়। এখানে বলা হয়েছে, *সত্যকৃৎ*—ভগবান যা কিছু সৃষ্টি করেন তা সবই *সত্যং পরম্*, তাকে কখনও মিথ্যা বলা যায় না। এই সৃষ্টির কারণ হচ্ছে সত্য, অতএব সেই কারণের কার্য কিভাবে মিথ্যা হতে পারে? এখানে এই *সত্যকৃৎ* শব্দটি প্রতিপন্ন করে যে, ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট সব কিছুই সত্য, কখনও মিথ্যা নয়। সৃষ্টি অনিত্য হতে পারে, কিন্তু তা মিথ্যা নয়।

শ্লোক ১২

য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা
সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যতঃ ।
তৎপ্রত্যনীকানসুরান্ সুরপ্রিয়ো
রজস্তমস্কান্ প্রমিণোত্যুরুশ্রবাঃ ॥ ১২ ॥

যঃ—যা; **এষঃ**—এই; **রাজন্**—হে রাজন্; **অপি**—যদিও; **কালঃ**—কাল; **ঈশিতা**—পরমেশ্বর; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **সুর-অনীকম্**—দেবতাদের; **ইব**—নিশ্চিতভাবে; **এধয়তি**—বর্ধিত করে; **অতঃ**—অতএব; **তৎ-প্রত্যনীকান্**—তাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন; **অসুরান্**—অসুরদের; **সুর-প্রিয়ঃ**—দেবতাদের বন্ধু হওয়ার ফলে; **রজঃ-তমস্কান্**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত; **প্রমিণোতি**—ধ্বংস করে; **উরু-শ্রবাঃ**—যাঁর মহিমা সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই কাল সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করে। এইভাবে যদিও ভগবান পরম নিয়ন্তা, তিনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতাদের অনুগ্রহ করেন, এবং তমোগুণ বিশিষ্ট অসুরদের সংহার করেন। ভগবান কালের দ্বারা বিভিন্নভাবে কার্য সম্পাদন করেন, কিন্তু তিনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না। পক্ষান্তরে তাঁর কার্যকলাপ মহিমান্বিত, তাই তাঁকে বলা হয় উরুশ্রবা।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*—"আমি কারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করি না, অথবা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি না। আমি সকলের প্রতিই সমান।" ভগবান পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না; তিনি সর্বদাই সকলের প্রতি সমান। তাই দেবতারা যখন অনুগৃহীত হয় এবং অসুরেরা নিহত হয়, সেটি তাঁর পক্ষপাতিত্বের ফলে নয়, পক্ষান্তরে কালের প্রভাবে হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি একই বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা তাপ উৎপাদন করতে পারে আবার শীতলতা সৃষ্টি করতে পারে। উষ্ণতা এবং শীতলতার কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োগ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মিস্ত্রির সঙ্গে উষ্ণতা এবং শীতলতার সৃষ্টি এবং তার ফলে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করার কোন সংযোগ নেই।

ভগবানের অসুর বধ করার বহু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত রয়েছে, কিন্তু ভগবানের হাতে নিহত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায় অসুরেরাও ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুতনা। পুতনার উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণকে হত্যা করা। *অহো বকী যং স্তনকালকূটম্*। পুতনা রাক্ষসী তাঁর স্তনে কালকূট বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহে এসেছিল, কিন্তু সে যখন ভগবানের হাতে নিহত হয়, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃগতি প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ এমনই নিরপেক্ষ এবং কৃপালু যে, যেহেতু তিনি পুতনার স্তন পান করেছিলেন, তাই তিনি তাকে তাঁর মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পুতনাকে এইভাবে বধ করার ফলে তাঁর নিরপেক্ষতার ঘাটতি হয়নি। তিনি *সুহৃদং সর্বভূতানাম্*, অর্থাৎ সমস্ত জীবের পরম বন্ধু। তাই সর্বদা পরম নিয়ন্তারূপে অবস্থিত ভগবানের চরিত্রে পক্ষপাতিত্ব দোষ অর্পণ করা যায় না। ভগবান পুতনাকে শত্রুরূপে সংহার করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি পরম নিয়ন্তা, তাই তিনি তাকে তাঁর মাতৃপদ প্রদান করেছিলেন। শ্রীল মধ্ব মুনি তাই মন্তব্য করেছেন, *কালে কালবিষয়েঽপীশিতা। দেহাদিকারণত্বাৎ সুরানীকমিব স্থিতিং সত্ত্বম্।* সাধারণত হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া হয়, এবং *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে রাজা তাকে কৃপা করেন, এবং তার ফলে সে বিভিন্ন প্রকার কষ্টভোগ থেকে উদ্ধার পায়। তার পাপকর্মের ফলে, এই প্রকার হত্যাকারীরা রাজার কৃপায় নিহত হয়। পরম নিয়ন্তা হওয়ার ফলে, শ্রীকৃষ্ণও পরম বিচারকের মতো সেইভাবেই আচরণ করেন। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান সর্বদা নিরপেক্ষ এবং সমস্ত জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু।

শ্লোক ১৩

অত্রৈবোদাহৃতঃ পূর্বমিতিহাসঃ সুরর্ষিণা ।
প্রীত্যা মহাক্রতৌ রাজন্ পৃচ্ছতেঽজাতশত্রবে ॥ ১৩ ॥

অত্র—এই প্রসঙ্গে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদাহৃতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **ইতিহাসঃ**—ইতিহাস; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **প্রীত্যা**—প্রসন্ন হয়ে; **মহা-ক্রতৌ**—মহান রাজসূয় যজ্ঞে; **রাজন্**—হে রাজন্; **পৃচ্ছতে**—প্রশ্নকারী; **অজাত-শত্রবে**—অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের।

অনুবাদ

হে রাজন্, পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে একটি ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করেছিলেন, যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবান সর্বদা নিরপেক্ষ, এমন্ কি যখন তিনি অসুরদের বধ করেন তখনও।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান যখন শিশুপালকে বধ করেন, তখন ভগবান কিভাবে তাঁর নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা এই বর্ণনাটি থেকে বোঝা যায়।

শ্লোক ১৪-১৫

দৃষ্ট্বা মহাদ্ভুতং রাজা রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ।
বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ ॥ ১৪ ॥
তত্রাসীনং সুরঋষিং রাজা পাণ্ডুসুতঃ ক্রতৌ ।
পপ্রচ্ছ বিস্মিতমনা মুনীনাং শৃণ্বতামিদম্ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **মহা-অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত অদ্ভুত; **রাজা**—রাজা; **রাজসূয়ে**—রাজসূয় নামক; **মহা-ক্রতৌ**—মহান যজ্ঞে; **বাসুদেবে**—বাসুদেবে; **ভগবতি**—ভগবান; **সাযুজ্যম্**—সাযুজ্য; **চেদিভূ-ভুজঃ**—চেদিরাজ শিশুপালের; **তত্র**—সেখানে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **সুর-ঋষিম্**—নারদ মুনি; **রাজা**—রাজা; **পাণ্ডু-সুতঃ**—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির; **ক্রতৌ**—যজ্ঞে; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বিস্মিত-মনাঃ**—আশ্চর্য হয়ে; **মুনীনাম্**—ঋষিদের উপস্থিতিতে; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করে; **ইদম্**—এই।

অনুবাদ

হে রাজন্, পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে যেতে দেখেছিলেন। তাই অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, তিনি অন্যান্য ঋষিদের সমক্ষে যজ্ঞসভায় উপবিষ্ট দেবর্ষি নারদকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি ।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **অহো**—আহা; **অতি-অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এতৎ**—এই; **দুর্লভ**—দুর্লভ; **একান্তিনাম্**—ভক্তদের; **অপি**—ও; **বাসুদেবে**—বাসুদেবে; **পরে**—পরম; **তত্ত্বে**—পরমতত্ত্ব; **প্রাপ্তিঃ**—লাভ; **চৈদ্যস্য**—শিশুপালের; **বিদ্বিষঃ**—বিদ্বেষী।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভগবানের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও অসুর শিশুপাল যে ভগবানের দেহে লীন হয়েছিল তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মহান পরমার্থবাদীদের পক্ষেও এই সাযুজ্য মুক্তি দুর্লভ। তা হলে ভগবদ্বিদ্বেষী শিশুপাল তা লাভ করল কি করে?

তাৎপর্য

দুই শ্রেণীর পরমার্থবাদী রয়েছে—জ্ঞানী এবং ভক্ত। ভক্তেরা ভগবানের শরীরে লীন হয়ে যাওয়ার কোন অভিলাষ পোষণ করে না, কিন্তু জ্ঞানীরা করে। শিশুপাল জ্ঞানী অথবা ভক্ত কোনটিই ছিল না, কিন্তু কেবল ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবপরায়ণ হয়ে সে ভগবানের শরীরে লীন হয়ে যাওয়ার অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ঘটনাটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল, এবং তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির শিশুপালের প্রতি ভগবানের এই রহস্যময়ী কৃপার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব এব বয়ং মুনে ।
ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥ ১৭ ॥

এতৎ—এই; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামঃ**—বাসনা করি; **সর্বে**—সকলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **মুনে**—হে মহামুনি; **ভগবৎ-নিন্দয়া**—ভগবানকে নিন্দা করার ফলে; **বেণঃ**—পৃথু মহারাজের পিতা বেণ; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **তমসি**—নরকে; **পাতিতঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহামুনি, ভগবানের এই কৃপার কারণ জানতে আমরা সকলে অত্যন্ত উৎসুক। আমি শুনেছি যে, পূর্বে বেণ নামক এক রাজা ভগবানের নিন্দা করেছিল এবং তার ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাকে নরকে নিক্ষেপ করেছিলেন। শিশুপালেরও নরকে পতন হওয়ার কথা ছিল। তা হলে সে ভগবানের দেহে লীন হল কি করে?

শ্লোক ১৮

দমঘোষসুতঃ পাপ আরভ্য কলভাষণাৎ ।
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ১৮ ॥

দমঘোষ-সুতঃ—দমঘোষের পুত্র শিশুপাল; **পাপঃ**—পাপী; **আরভ্য**—শুরু করে; **কল-ভাষণাৎ**—বাল্যকালের অস্ফুট ভাষণ থেকে; **সম্প্রতি**—এখন পর্যন্ত; **অমর্ষী**—মাৎসর্য; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **চ**—ও; **দুর্মতিঃ**—দুষ্টমতি।

অনুবাদ

দমঘোষের পুত্র পাপী শিশুপাল বাল্যকালের সেই অস্ফুট ভাষণ থেকে শুরু করে তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করে তাঁর নিন্দা করেছে। তেমনই তার ভ্রাতা দুর্মতি দন্তবক্রও চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার দ্বেষ প্রদর্শন করেছে।

শ্লোক ১৯

শপতোরসকৃদ্বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্ ।
শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তমঃ ॥ ১৯ ॥

শপতোঃ—নিন্দুক শিশুপাল এবং দন্তবক্রের, **অসকৃৎ**—বার বার; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম পরম্**—পরম ব্রহ্ম; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **শ্বিত্রঃ**—শ্বেত কুষ্ঠ; **ন**—না; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **জিহ্বায়াম্**—জিহ্বায়; **ন**—না; **অন্ধম্**—অন্ধকার; **বিবিশতুঃ**—প্রবেশ করেছে; **তমঃ**—নরকে।

অনুবাদ

যদিও শিশুপাল এবং দন্তবক্র বার বার অব্যয় পরমব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুর নিন্দা করেছে, তবুও তাদের জিহ্বায় শ্বেত কুষ্ঠ হয়নি এবং তারা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করেনি। তাতে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে অর্জুন বলেছেন, পরং *ব্রহ্ম* পরং *ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*—"আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পাবন।" এখানেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে। *বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্*। পরম বিষ্ণুই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুর কারণ, তার বিপরীত নয়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের কারণ ব্রহ্ম নয়; শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মের কারণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম (*যদ্ ব্রহ্ম পরম্ অব্যয়ম্*)।

শ্লোক ২০

কথং তস্মিন্ ভগবতি দুরবগ্রাহ্যধামনি ।
পশ্যতাং সর্বলোকানাং লয়মীয়তুরঞ্জসা ॥ ২০ ॥

কথম্—কিভাবে; **তস্মিন্**—তা; **ভগবতি**—ভগবানে; **দুরবগ্রাহ্য**—দুর্লভ; **ধামনি**—যাঁর স্বভাব; **পশ্যতাম্**—দর্শনকারী; **সর্ব-লোকানাম্**—সমস্ত ব্যক্তিদের; **লয়ম্ ঈয়তুঃ**—লীন হয়েছিল; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

অত্যন্ত দুর্লভ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে শিশুপাল এবং দন্তবক্র বহু মহান ব্যক্তিদের সমক্ষে অনায়াসে লীন হয়েছিল। তা কি করে সম্ভব হয়েছিল?

তাৎপর্য

শিশুপাল এবং দন্তবক্র তাদের পূর্ব জীবনে জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হয়ে যাওয়া তাদের অন্তিম লক্ষ্য ছিল না। কিছুকালের জন্য তাঁরা লীন হয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁরা সারূপ্য এবং সালোক্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে যে, কেউ যদি ভগবানের নিন্দা করে, তা হলে তাকে ব্রহ্মহত্যা পাপের থেকেও কোটি কোটি বৎসর অধিক

কাল নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। কিন্তু শিশুপাল নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ অনায়াসে সাযূজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। শিশুপাল যে এই বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা নিছক গল্পকথা নয়। সেখানে উপস্থিত সকলেই তা স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন; এবং তার প্রমাণের কোন অভাব নেই। তা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

এতদ্ ভ্রাম্যতি মে বুদ্ধির্দীপার্চিরিব বায়ুনা ।
ব্রূহ্যেতদদ্ভুততমং ভগবান্ হ্যত্র কারণম্ ॥ ২১ ॥

এতৎ—এই সম্পর্কে; **ভ্রাম্যতি**—অস্থির; **মে**—আমার; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **দীপ-অর্চিঃ**—দীপশিখা; **ইব**—সদৃশ; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **ব্রূহি**—দয়া করে আমাকে বলুন; **এতৎ**—এই; **অদ্ভুততমম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **ভগবান্**—সর্বজ্ঞান সমন্বিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অত্র**—এখানে; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। বায়ুর দ্বারা দীপশিখা যেভাবে অস্থির হয়, সেইভাবে আমার বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে। হে নারদ মুনি, আপনি সর্বজ্ঞ, এই আশ্চর্য বিষয়ের কারণ কি? তা আপনি দয়া করে আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—মানুষ যখন জীবনের কঠিন সমস্যার দ্বারা বিচলিত হয়, তখন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য নারদ মুনি বা পরম্পরার ধারায় তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছেন সেই আশ্চর্য ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে।

শ্লোক ২২

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
রাজ্ঞস্তদ্বচ আকর্ণ্য নারদো ভগবানৃষিঃ ।
তুষ্টঃ প্রাহ তমাভাষ্য শৃণ্বত্যাস্তৎসদঃ কথাঃ ॥ ২২ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজ্ঞঃ**—রাজার (যুধিষ্ঠিরের); **তৎ**—সেই; **বচঃ**—বাক্য; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **ভগবান্**—শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে; **শৃণ্বত্যাঃ তৎ-সদঃ**—সভাস্থ ব্যক্তিদের সমক্ষে; **কথাঃ**—বিষয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুরোধ শ্রবণ করে, সর্বজ্ঞ, পরম শক্তিশালী গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকলের সমক্ষে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীনারদ উবাচ

নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং কলেবরম্ ।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **নিন্দন**—নিন্দা; **স্তব**—প্রশংসা; **সৎকার**—সম্মান; **ন্যক্কার**—অসম্মান; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **কলেবরম্**—দেহ; **প্রধান-পরয়োঃ**—প্রকৃতি এবং ভগবানের; **রাজন্**—হে রাজন্; **অবিবেকেন**—ভেদভাব না করে; **কল্পিতম্**—সৃষ্ট হয়েছে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্, নিন্দা এবং প্রশংসা, অপমান এবং সম্মান অজ্ঞানের ফলে অনুভূত হয়। বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার জন্য ভগবান বদ্ধ জীবের শরীর সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি জীবের জড় দেহ

সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রসদৃশ এই দেহে আরোহণ করে বদ্ধ জীব ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছে এবং দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে কেবল দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। নিন্দার কষ্ট এবং প্রশংসার আনন্দ, অভিবাদনের স্বীকৃতি আর কঠোর বাক্যের তিরস্কার—এই সবই দেহাত্মবুদ্ধির ফলে অনুভূত হয়। কিন্তু ভগবানের দেহ যেহেতু জড় নয় বরং *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*, তাই তিনি এই প্রকার অপমান বা সম্মান, নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। অপ্রভাবিত এবং পূর্ণ হওয়ার ফলে, তিনি ভক্তের স্তুতিতে অতিরিক্ত হরষিত হন না। যদিও ভগবানকে স্তব করার ফলে ভক্তেরই লাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর তথাকথিত শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু, কারণ শত্রুভাবে সর্বদা ভগবানের চিন্তা করলেও, এই প্রতিকূল চিন্তার প্রভাবেও লাভ হয়। শত্রুভাবেই হোক আর বন্ধুভাবেই হোক, ভগবানের চিন্তা করার ফলে ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয়, এবং তার ফলে বদ্ধ জীবের মহান লাভ হয়।

শ্লোক ২৪

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা ।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥ ২৪ ॥

হিংসা—হিংসা; **তৎ**—তার; **অভিমানেন**—ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা; **দণ্ড-পারুষ্যয়োঃ**—দণ্ড এবং তারণ; **যথা**—যেমন; **বৈষম্যম্**—ভ্রান্তি; **ইহ**—এখানে (এই শরীরে); **ভূতানাম্**—জীবদের; **মম-অহম্**—আমি এবং আমার; **ইতি**—এই প্রকার; **পার্থিব**—হে পৃথিবীপতি।

অনুবাদ

হে রাজন্, বদ্ধ জীব দেহাভিমানের ফলে তার শরীরকে তার আত্মা বলে মনে করে এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের বলে মনে করে। তার এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে, সে প্রশংসা এবং নিন্দা আদি দ্বৈত-ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তখনই সে নিন্দা অথবা প্রশংসার প্রভাব অনুভব করে। তখন সে এক ব্যক্তিকে তার শত্রু এবং অন্য ব্যক্তিকে তার বন্ধু বলে মনে করে, এবং তার শত্রুকে সে দণ্ড দিতে চায় এবং বন্ধুকে স্বাগত জানাতে চায়। শত্রু এবং মিত্রের এই ধারণা দেহাত্মবুদ্ধির পরিণাম।

শ্লোক ২৫

যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ ।
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ ।
পরস্য দমকর্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ॥ ২৫ ॥

যৎ—যাতে; **নিবদ্ধঃ**—আবদ্ধ; **অভিমানঃ**—ভ্রান্ত ধারণা; **অয়ম্**—এই; **তৎ**—সেই শরীরে; **বধাৎ**—নাশ হলে; **প্রাণিনাম্**—জীবদের; **বধঃ**—বিনাশ; **তথা**—তেমনই; **ন**—না; **যস্য**—যাঁর; **কৈবল্যাৎ**—পরম বা অদ্বিতীয় হওয়ার ফলে; **অভিমানঃ**—ভ্রান্ত ধারণা; **অখিল-আত্মনঃ**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **পরস্য**—ভগবানের; **দম-কর্তুঃ**—পরম নিয়ন্তা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **হিংসা**—ক্ষতি; **কেন**—কিভাবে; **অস্য**—তাঁর; **কল্প্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, দেহের নাশ হলে বদ্ধ জীব মনে করে তারও নাশ হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবের পরমাত্মা। যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তাঁর 'আমি' এবং 'আমার', এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণাও নেই। অতএব তিনি নিন্দা অথবা প্রশংসায় বিষণ্ণ বা হরষিত হবেন বলে মনে করা ভুল। তাঁর পক্ষে এই দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব। তাই কেউ তাঁর শত্রু নন অথবা বন্ধু নন। তিনি যখন অসুরদের দণ্ড দেন তা তাদের মঙ্গলেরই জন্য, এবং যখন তিনি তাঁর ভক্তদের স্তুতি অঙ্গীকার করেন তাও তাঁদের মঙ্গলের জন্য। তিনি স্বয়ং নিন্দা বা প্রশংসার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব, এমন কি বড় বড় পণ্ডিত এবং দাম্ভিক অধ্যাপকেরা পর্যন্ত সকলেই মনে করে যে, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই তাদের এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা। শ্রীকৃষ্ণের সেই রকম কোন দেহাত্মবুদ্ধি নেই, এবং তাঁর দেহ তাঁর আত্মা থেকে ভিন্ন নয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণের দেহাত্মবুদ্ধি না থাকার ফলে, তাঁর পক্ষে প্রশংসা এবং নিন্দার দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণের দেহকে এখানে কৈবল্য বা তাঁর থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীবের মতো শ্রীকৃষ্ণেরও যদি দেহাত্মবুদ্ধি থাকে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ এবং বদ্ধ জীবের

মধ্যে পার্থক্য কোথায়? *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ চরম উপদেশ বলে মনে করা হয়, কারণ তাঁর শরীর জড় নয়। জড় দেহ থাকলেই ভ্রম-প্রমাদ-করণাপটব-বিপ্রলিপ্সা—এই চারটি ত্রুটি থাকবেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যেহেতু জড় শরীর নেই, তাই তাঁর কোন ত্রুটিও নেই। তিনি সর্বদাই চিন্ময় এবং আনন্দময়। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—তাঁর রূপ নিত্য, জ্ঞানময়, এবং আনন্দময়। *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, আনন্দচিন্ময়রস* এবং *কৈবল্য* শব্দগুলির অর্থ একই।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমাত্মারূপে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা—আত্মা অথবা সমস্ত জীবাত্মার অন্তর্যামী। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিচার করা যায় যে, তাঁর কোন ভ্রান্ত দেহাভিমান নেই। যদিও তিনি প্রতিটি দেহে বিরাজমান, তবুও তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি নেই। তিনি সর্ব অবস্থাতেই এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত, এবং তাই জীবের জড় শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কিছুর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে পারেন না।

ভগবদ্গীতায় (১৬/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" ভগবান যখন আসুরিক ব্যক্তিদের দণ্ড দেন, সেই দণ্ড বদ্ধ জীবের মঙ্গলেরই জন্য। বদ্ধ জীব ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়ে বলতে পারে, "কৃষ্ণ খারাপ, কৃষ্ণ চোর" ইত্যাদি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাময় হওয়ার ফলে, এই ধরনের অভিযোগে কর্ণপাত করেন না। পক্ষান্তরে, বদ্ধ জীব যখন কৃষ্ণনাম কীর্তন করে, তখন তিনি তা শোনেন। কখনও তিনি অসুরদের এক জন্ম নিম্নস্তরের যোনিতে নিক্ষেপ করে দণ্ড দেন, কিন্তু তারপর যখন তারা তাঁর নিন্দা থেকে বিরত হয়, তখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম করার জন্য তারা পরবর্তী জীবনে মুক্ত হয়। বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবান অথবা তাঁর ভক্তদের নিন্দা করা মোটেই মঙ্গলজনক নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপাময় হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীবকে এক জীবনে সেই সমস্ত পাপকর্মের জন্য দণ্ডদান করে তাকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বৃত্রাসুর, যিনি পূর্বজন্মে ছিলেন এক মহান ভক্ত মহারাজ চিত্রকেতু। কিন্তু বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবকে উপহাস করার ফলে, তাঁকে বৃত্র নামক এক অসুর শরীর ধারণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তারপর তিনি

ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যখন অসুর বা বদ্ধ জীবকে দণ্ডদান করেন, তখন তিনি সেই জীবের নিন্দা করার প্রবৃত্তি সংশোধন করেন, এবং সেই জীব যখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যান।

শ্লোক ২৬

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা ।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **বৈর-অনুবন্ধেন**—নিরন্তর শত্রুতার দ্বারা; **নির্বৈরেণ**—ভক্তির দ্বারা; **ভয়েন**—ভয়ের দ্বারা; **বা**—অথবা; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **কামেন**—কাম-ভাবের দ্বারা; **বা**—অথবা; **যুঞ্জ্যাৎ**—মনঃসংযোগ করতে হবে; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনও ভাবে; **ন**—না; **ঈক্ষতে**—দর্শন করে; **পৃথক্**—অন্য কিছু।

অনুবাদ

অতএব বৈরীভাব অথবা ভক্তিযোগ, ভয়, স্নেহ অথবা কাম—এর যে কোন একটি উপায়ের দ্বারা কোন না কোনও ভাবে বদ্ধ জীব যদি তার মনকে ভগবানে একাগ্র করে তা হলে তার ফল একই হবে, কারণ ভগবান আনন্দময় হওয়ার ফলে শত্রুতা বা মিত্রতার দ্বারা তিনি কখনও প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু অনুকূল স্তুতি অথবা প্রতিকূল নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হন না, তাই শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে হবে। সেটি বিধি নয়। ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই মানুষের কর্তব্য। সেটিই প্রকৃত নির্দেশ। এখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শত্রুভাবাপন্ন হয়ে কেউ যদি প্রতিকূলভাবেও তাঁর কথা চিন্তা করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই তিনি শিশুপাল আদি বৈরীভাবাপন্ন জীবদেরও সদ্গতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হতে হবে। অনুকূলভাবে ভগবানের সেবার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, জেনে শুনে ভগবানের নিন্দা করার ওপরে নয়। বলা হয়েছে—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥

যে ভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করে তার প্রতিকার করে না অথবা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে না, তাকে নিরন্তর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। শাস্ত্রে এই প্রকার বহু নির্দেশ রয়েছে। তাই শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনও ভগবানের প্রতি প্রতিকূল হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে সর্বদা তাঁর প্রতি অনুকূল হওয়া উচিত।

বিষ্ণুনিন্দা করা সত্ত্বেও শিশুপাল এবং দন্তবক্রের সাযুজ্য মুক্তি লাভের কারণ ছিল ভিন্ন। তাঁরা ছিলেন জয় এবং বিজয় নামক ভগবানের দুই পার্ষদ। তিন জন্ম ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে, অবশেষে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁরা এই জড় জগতে এসেছিলেন। জয় এবং বিজয় অন্তরে জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জেনে শুনে তাঁর প্রতি শত্রুতা করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু বলে মনে করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করলেও তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে শুদ্ধ হয়েছিলেন। এখানে বুঝতে হবে যে, বিষ্ণুনিন্দুকেরাও নিন্দাচ্ছলে ভগবানের পবিত্র নাম করার ফলে তাদের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই, যাঁরা অনুকূলভাবে সর্বদা ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের মুক্তি সুনিশ্চিত। পরবর্তী শ্লোকে তা স্পষ্টীকৃত হবে। কারও চেতনা যদি সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হয়, তা হলে তিনি পবিত্র হবেন এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অতি সুন্দরভাবে *ভয়েন* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রজগোপিকারা যখন গভীর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের নিশ্চয়ই পতি, ভ্রাতা এবং পিতার দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার ভয় হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের গ্রাহ্য না করে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে অবশ্যই ভয় ছিল, কিন্তু সেই ভয় তাঁদের কৃষ্ণভক্তিকে প্রতিহত করতে পারেনি।

কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, শিশুপালের মতো বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে হবে। শাস্ত্রবিধি হচ্ছে *আনুকূল্যস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্*—প্রতিকূল কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ভাব গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত কেউ যদি ভগবানের নিন্দা করে, তা হলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

এই প্রকার বহু নির্দেশ রয়েছে। কখনও প্রতিকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। যদি তা করা হয়, তা হলে পবিত্র হওয়ার জন্য দণ্ডভোগ করতে হবে, অন্তত এক জন্মের জন্য। মানুষ যেমন স্বভাবতই শত্রু, বাঘ অথবা বিষাক্ত সাপকে আলিঙ্গন করে মৃত্যুবরণ করতে চায় না, তেমনই নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর নিন্দা করা উচিত নয়।

এই শ্লোকের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া যে, ভগবানের শত্রুরা পর্যন্ত মুক্তিলাভ করতে পারে, সুতরাং তাঁর বন্ধুদের আর কি কথা। শ্রীল মধ্বাচার্যও নানাভাবে বলেছেন যে, মন, বাক্য অথবা কর্মের দ্বারা কখনও ভগবানের নিন্দা করা উচিত না, কেননা তাঁর ফলে ভগবৎ-নিন্দুকেরা তার পূর্ব পুরুষগণ সহ নরকে পতিত হয়।

কর্মণা মনসা বাচা যো দ্বিষ্যাদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥

ভগবদ্গীতায় (১৬/১৯-২০) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন, অসুরযোনি লাভ করে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।" ভগবৎ-নিন্দুকেরা আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, যার ফলে তাদের ভগবানের সেবা বিস্মৃত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১-১২) আরও বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

ভগবান মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন বলে মূঢ়, পাষণ্ডীরা ভগবানের নিন্দা করে। তারা ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত নয়।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

যারা ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে, তারা যা কিছু করে তা সবই ব্যর্থ হবে (*মোঘাশা*)। এই সমস্ত শত্রুরা যদি মুক্তিকামী হয়ে ব্রহ্মে লীন হতে চায়, তারা যদি সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায় অথবা তারা যদি ভগবদ্ধামেও ফিরে যেতে চায়, তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে।

হিরণ্যকশিপু যদিও ভগবানের প্রতি অত্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন ছিল, তবুও সে সর্বদা তার পুত্রের কথা চিন্তা করত, যিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাই, তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় হিরণ্যকশিপু ভগবানের দ্বারা উদ্ধার লাভ করেছিল।

হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ ।
বিবক্ষুরত্যগাৎ সূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ ॥

অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কখনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করা উচিত নয়। নিজের মঙ্গলের জন্য, কখনও হিরণ্যকশিপু বা শিশুপালের অনুকরণ করা উচিত নয়। এটি সাফল্য লাভের পন্থা নয়।

শ্লোক ২৭

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ২৭ ॥

যথা—যেমন; **বৈর-অনুবন্ধেন**—নিরন্তর শত্রুতাবশত; **মর্ত্য**—মরণশীল ব্যক্তি; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁতে মগ্ন; **ইয়াৎ**—লাভ করতে পারে; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার; **নিশ্চিতা**—নিশ্চিত; **মতিঃ**—মত।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে যেভাবে তাঁর চিন্তায় তন্ময় হওয়া যায়, ভক্তিযোগের দ্বারা তা লাভ করা যায় না। সেটিই আমার নিশ্চিত বিচার।

তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত শ্রীল নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু শিশুপাল আদির প্রশংসা করেছেন, কারণ তাদের মন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকত। কৃষ্ণভাবনায়

মগ্ন হতে তিনি যেন নিজের অক্ষমতা অনুভব করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তদের থেকে মহান। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদি ৫/২০৫) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়বশত নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে মনে করেছেন—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা নিজেকে অন্য সকলের থেকে দীনতর বলে মনে করেন। কোন ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে যান, তখন রাধারাণীও মনে করেন যে, সেই ভক্ত তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তেমনই নারদ মুনি বলেছেন যে, তাঁর বিচারে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে অবস্থিত, কারণ তারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন, ঠিক যেমন অত্যন্ত কামুক ব্যক্তি সর্বদা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে চিন্তা করে।

এই সম্পর্কে মূল কথা হচ্ছে যে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় প্রদর্শিত রাগমার্গের বহু ভক্ত রয়েছেন, তাঁরা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মাধুর্য রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বনে গোচারণ করার সময় বৃন্দাবন থেকে দূরে থাকেন, তখন মাধুর্য রসের ভক্ত গোপীরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে বনে বনে ঘুরছেন সেই চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁরা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের পা এতই কোমল যে, তাঁরা তাঁর সেই চরণকমল তাঁদের কোমল স্তনে স্থাপন করতে ভয় পান। তাঁরা মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের জন্য তাঁদের স্তন যেন অত্যন্ত কঠিন স্থান। অথচ সেই কোমল পদে তিনি কণ্টকাকীর্ণ বনে বনে ভ্রমণ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ দূরে থাকলেও গোপিকারা গৃহে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর সখাদের সঙ্গে খেলা করেন, তখন মা যশোদা কৃষ্ণের চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হন, কারণ সব সময় খেলায় মত্ত থাকার ফলে কৃষ্ণ ঠিকমতো ভোজন করেন না এবং তাঁর ফলে তিনি নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে যাবেন। এগুলি অত্যন্ত উচ্চস্তরের ভাবের দৃষ্টান্ত, যা বৃন্দাবনে কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে দেখা যায়। নারদ মুনি এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে সেই সেবার প্রশংসা করেছেন। নারদ মুনি বিশেষভাবে বদ্ধ জীবদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন যেভাবেই হোক সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকে, কারণ তা হলে তা তাদের সংসারের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় পূর্ণরূপে মগ্ন থাকাই ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ স্তর।

শ্লোক ২৮-২৯

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্ ।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২৮ ॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে ।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ২৯ ॥

কীটঃ—কীট; **পেশস্কৃতা**—ভ্রমরের দ্বারা; **রুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ; **কুড্যায়াম্**—দেয়ালের ছিদ্রে; **তম্**—সেই ভ্রমর; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করতে করতে; **সংরম্ভ-ভয়-যোগেন**—অত্যন্ত ভয় এবং শত্রুতার দ্বারা; **বিন্দতে**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—সেই ভ্রমরের; **স্বরূপতাম্**—স্বরূপত্ব; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—ভগবান; **মায়া-মনুজে**—যিনি তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা তাঁর নররূপী নিত্য স্বরূপে আবির্ভূত হন; **ঈশ্বরে**—পরম ঈশ্বর; **বৈরেণ**—শত্রুতার দ্বারা; **পূত-পাপ্মানঃ**—পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে যারা মুক্ত হয়েছেন; **তম্**—তাঁকে; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হন; **অনুচিন্তয়া**—চিন্তার দ্বারা।

অনুবাদ

ভ্রমর কর্তৃক দেয়ালের গর্তে অবরুদ্ধ হয়ে কীট যেমন ভয় ও দ্বেষবশত কেবল ভ্রমরের স্মরণ করতে করতে ভ্রমর হয়ে যায়, তেমনই, বদ্ধ জীবেরা যদি কোন না কোনও মতে কেবল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তা হলে তাঁরাও তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। আরাধ্য ভগবানরূপেই হোক অথবা শত্রুভাবেই হোক, নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার ফলে তাঁরা তাঁদের চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৪/১০) ভগবান বলেছেন—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥

"আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্তি লাভ করে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্নচিত্ত ও একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে—এবং সেইভাবে সকলেই আমার চিন্ময় প্রীতি লাভ করেছে।" দুইভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা যায়—ভক্তরূপে এবং শত্রুরূপে। ভক্ত

অবশ্য তাঁর জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত হন। তেমনই, শত্রুও বৈরীভাবাপন্ন হয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে শুদ্ধ হন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" ভক্ত অবশ্যই ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হয়ে তাঁর আরাধনা করেন। তেমনই, তাঁর শত্রু (*সুদুরাচারঃ*) যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তা হলে সেও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। দেওয়ালের গর্তে আবদ্ধ কীটের নিরন্তর ভ্রমরকে চিন্তা করার ফলে ভ্রমর হয়ে যাওয়ার যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তা একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। ভগবান এই জড় জগতে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য। সাধু এবং ভক্তেরা অবশ্যই নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু দুষ্কৃতী কংস এবং শিশুপালের মতো অসুরেরাও বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার প্রভাবে অসুর এবং ভক্ত উভয়েই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

এই শ্লোকে *মায়ামনুজে* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর আদি চিন্ময় শক্তিতে আবির্ভূত হন (*সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*), তখন তাঁকে জড়া প্রকৃতির দ্বারা একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় না। তাই ভগবানকে ঈশ্বর বা মায়ার নিয়ন্তা বলে সম্বোধন করা হয়। তিনি মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। একজন অসুর যখন নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেভাবেই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, উপকরণ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা কর্তব্য। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*। শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম শ্রবণ করা অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করার ফলে মানুষ পবিত্র হতে পারে, এবং তাঁর ফলে তিনি তখন ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই এই পন্থাটি প্রচার করার চেষ্টা করছে, যাতে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম শ্রবণ করতে পারে এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে মানুষ ক্রমশ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হবে এবং তার ফলে তার জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৩০

কামাদ্ দ্বেষাদ্‌ভয়াৎ স্নেহাদ্‌যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ ॥ ৩০ ॥

কামাৎ—কাম থেকে; **দ্বেষাৎ**—দ্বেষ থেকে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **স্নেহাৎ**—স্নেহ থেকে; **যথা**—যেমন; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **ঈশ্বরে**—ভগবানে; **মনঃ**—মন; **আবেশ্য**—মনোনিবেশ করে; **তৎ**—সেই; **অঘম্**—পাপ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বহবঃ**—অনেকে; **তৎ**—সেই; **গতিম্**—মুক্তির পথ; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদ

বহু ব্যক্তি পাপকর্ম পরিত্যাগ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করেছেন। এই মনোনিবেশ কাম থেকে, দ্বেষ থেকে, ভয় থেকে, স্নেহ থেকে, ভক্তি থেকে হয়ে থাকতে পারে। কেবল শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার ফলে যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় তা এখন আমি বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

আদর্শ শ্রোতা যদি গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস শ্রবণ করেন, যা আপাতদৃষ্টিতে কামক্রীড়া বলে মনে হয়, তা হলে বদ্ধ জীবের হৃদরোগরূপ কামবাসনা দূর হয়ে যাবে, এবং তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হবেন। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের কামভাবপূর্ণ আচরণের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি সমস্ত কামবাসনা থেকে মুক্ত হন, অতএব যে সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই প্রকার সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তেমনই, শিশুপাল আদি যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা সর্বদা স্নেহের বশে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন।

মন যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকে, তখন জড় প্রভাব অতি শীঘ্র দূর হয়ে যায়, এবং চিন্ময় ভাব—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশিত হয়। তা পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন করে যে, কেউ যদি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েও শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, কেবল এই চিন্তার ফলেই তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন, এবং একজন শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবেন। তাঁর দৃষ্টান্ত পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩১

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **কামাৎ**—কামবশত; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **কংসঃ**—রাজা কংস; **দ্বেষাৎ**—শত্রুতাবশত; **চৈদ্য-আদয়ঃ**—শিশুপাল আদি; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **সম্বন্ধাৎ**—সম্বন্ধবশত; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণি বা যাদবগণ; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **যূয়ম্**—তোমরা (পাণ্ডবেরা); **ভক্ত্যা**—ভক্তিবশত; **বয়ম্**—আমরা; **বিভো**—হে মহারাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, গোপীগণ কামবশত, কংস ভয়বশত, শিশুপাল প্রভৃতি রাজাগণ শত্রুতাবশত, যদুগণ সম্বন্ধবশত, তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহবশত এবং আমরা ভক্তিবশত শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের ঐকান্তিক বাসনা অর্থাৎ ভাব অনুসারে সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি—এই পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভ করেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গোপীরা কামবশত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের সেই বাসনা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের উপর আশ্রিত ছিল। যদিও ব্রজগোপীরা যেন পরকীয় রসে পরপুরুষের সঙ্গে তাঁদের প্রেমের সম্পর্কজনিত কামবাসনা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোন কামবাসনা ছিল না। এটিই আধ্যাত্মিক উন্নতির বৈশিষ্ট্য। তাঁদের বাসনা কাম বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা জড়-জাগতিক কাম ছিল না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে সোনা এবং লোহার সঙ্গে চিন্ময় প্রেম এবং জড় কামের তুলনা করা হয়েছে। সোনা

এবং লোহা উভয়ই ধাতু, কিন্তু তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের কামের তুলনা করা হয়েছে সোনার সঙ্গে, এবং জড় কামের তুলনা করা হয়েছে লোহার সঙ্গে।

কংস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য শত্রুরা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শত্রুদের যে গতি প্রদান করেছেন, তাঁর বন্ধু এবং ভক্তেরা কেন সেই গতি প্রাপ্ত হবেন? শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা বৃন্দাবন অথবা বৈকুণ্ঠে তাঁর নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করে সর্বদা তাঁর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তেমনই, নারদ মুনি যদিও ত্রিলোকে বিচরণ করেন, কিন্তু নারায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তির সম্পর্ক রয়েছে (*ঐশ্বর্যপর*)। বৃষ্ণি ও যদুদের এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণের পিতা-মাতার কৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে; কিন্তু, বসুদেব এবং দেবকীর সম্পর্ক থেকে বৃন্দাবনে নন্দ-যশোদার সম্পর্ক অধিক শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৩২

কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৩২ ॥

কতমঃ অপি—যে কোন একটি; **ন**—না; **বেণঃ**—নাস্তিক রাজা বেণ; **স্যাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **পঞ্চানাম্**—পাঁচটির মধ্যে (পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে); **পুরুষম্**—ভগবানের; **প্রতি**—প্রতি; **তস্মাৎ**—অতএব; **কেনাপি**—কোন একটি; **উপায়েন**—উপায়ের দ্বারা; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **নিবেশয়েৎ**—স্থির করা উচিত।

অনুবাদ

কোন না কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ গভীর নিষ্ঠা সহকারে চিন্তা করতে হবে। তারপর, পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি পন্থার যে কোন একটির দ্বারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব। রাজা বেণের মতো নাস্তিকেরা কিন্তু এই পাঁচটি চিন্তার মধ্যে কোন একটির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে পারেনি, তাই তাদের মুক্তি লাভ হয়নি। অতএব যে কোন উপায়েই হোক, বন্ধুভাবেই হোক অথবা শত্রুভাবেই হোক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী এবং নাস্তিকেরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের রূপকে অস্বীকার করে। এমন কি আধুনিক যুগের বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিকেরা *ভগবদ্‌গীতা* থেকে

শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই মুক্তির পরিবর্তে তারা অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশাই ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা মনে করে, "এই কৃষ্ণ আমার শত্রু। ওকে বধ করতে হবে।" এইভাবে তারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের চিন্তা করে, এবং তার ফলে তারা মুক্তি লাভ করে। অতএব, যে সমস্ত ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের রূপের চিন্তা করেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত। মায়াবাদী নাস্তিকদের একমাত্র কাজ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের রূপকে অস্বীকার করা, এবং তার ফলে তারা কখনও মুক্তি লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে গর্হিত অপরাধের ফলে তারা নিরন্তর দুঃখভোগ করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*তেন শিশুপালাদিভিন্নঃ প্রতিকূলভাবং· দিধীষুর্বেন ইব নরকং যাতীতি ভাবঃ* । শিশুপাল ব্যতীত যারা শাস্ত্রবিধির প্রতিকূল, তারা মুক্তি লাভ করতে পারে না। তারা নিশ্চিতভাবে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। শাস্ত্রের চরম বিধি হচ্ছে বন্ধুভাবেই হোক বা শত্রুভাবেই হোক, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে হবে।

শ্লোক ৩৩

মাতৃষ্বস্রেয়ো বশ্চৈদ্যো দন্তবক্রশ্চ পাণ্ডব ।
পার্ষদপ্রবরৌ বিষ্ণোর্বিপ্রশাপাৎ পদচ্যুতৌ ॥ ৩৩ ॥

মাতৃষস্রেয়ঃ—মাতৃষ্বসার পুত্র (শিশুপাল); **বঃ**—তোমাদের; **চৈদ্যঃ**—চেদিরাজ শিশুপাল; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **চ**—এবং; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডব; **পার্ষদ-প্রবরৌ**—দুইজন প্রধান পার্ষদ; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **পদ**—বৈকুণ্ঠলোকে তাঁদের পদ থেকে; **চ্যুত**—পতিত হয়েছে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তোমার মাতৃষ্বসার দুই পুত্র শিশুপাল এবং দন্তবক্র পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুইজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে তাঁরা বৈকুণ্ঠ থেকে এই জড় জগতে পতিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শিশুপাল এবং দন্তবক্র সাধারণ অসুর ছিলেন না। তাঁরা পূর্বে ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদ ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই জগতে ভগবানকে তাঁর লীলায় সহায়তা করার জন্য এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশঃ কস্য বা শাপো হরিদাসাভিমর্শনঃ ।
অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি হরেরেকান্তিনাং ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **কীদৃশঃ**—কী প্রকার; **কস্য**—কার; **বা**—অথবা; **শাপঃ**—অভিশাপ; **হরি-দাস**—ভগবান শ্রীহরির সেবক; **অভিমর্শনঃ**—পরাভূত করে; **অশ্রদ্ধেয়ঃ**—অসম্ভব; **ইব**—যেন; **আভাতি**—মনে হয়; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **একান্তিনাম্**—শ্রেষ্ঠ পার্ষদরূপী ঐকান্তিক ভক্তের; **ভবঃ**—জন্ম।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রকার সেই মহা অভিশাপ, যা নিত্য মুক্ত বিষ্ণুভক্তদেরও অভিভূত করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং কে সেই শাপ দিয়েছিল? ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের এই জড় জগতে পুনরায় অধঃপতন তো অসম্ভব। তাই, সেই কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, *মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*—যে ব্যক্তি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের এই জড় জগতে পুনরাগমনের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিস্মিত হয়েছিলেন। এটি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

শ্লোক ৩৫

দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্ ।
দেহসম্বন্ধসম্বদ্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৫ ॥

দেহ—জড় দেহের; **ইন্দ্রিয়**—জড় ইন্দ্রিয়সমূহ; **অসু**—প্রাণ; **হীনানাম্**—বিহীন; **বৈকুণ্ঠ-পুর**—বৈকুণ্ঠের; **বাসিনাম্**—অধিবাসীদের; **দেহ-সম্বন্ধ**—জড় দেহে; **সম্বদ্ধম্**—বন্ধন; **এতৎ**—এই; **আখ্যাতুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠবাসীদের দেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাঁদের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় অথবা প্রাণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, তাঁরা কিভাবে অভিশপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো প্রাকৃত দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কথা আপনি দয়া করে বলুন।

তাৎপর্য

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর নারদ মুনির মতো একজন মহাজন ছাড়া অন্য কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, *এতদাখ্যাতুমর্হসি*—"দয়া করে আপনি তার কারণটি আমাদের বলুন।" প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, বৈকুণ্ঠ থেকে যে ভগবৎ-পার্ষদেরা আসেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অধঃপতিত হন না। তাঁরা আসেন ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য, এবং এই জড় জগতে তাঁদের আবির্ভাব ভগবানের অবতরণের মতো। ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা, এবং তেমনই, ভগবানের ভক্ত বা পার্ষদের এই জড় জগতে অবতরণ যোগমায়ার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ভগবানের লীলার আয়োজন করেন যোগমায়া, মহামায়া নয়। তাই বুঝতে হবে যে, জয় এবং বিজয় ভগবানের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে অবতরণ করেছিলেন। অন্যথা বৈকুণ্ঠ থেকে কারও অধঃপতন হয় না।

যে সমস্ত জীব সাযুজ্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্যোতিতে থাকে, যা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের উপর আশ্রিত (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)। এই প্রকার নির্বিশেষবাদী, যারা ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয় অবলম্বন করে, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সেই কথা শাস্ত্রে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

"হে ভগবান, যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে কিন্তু ভক্তিপরায়ণ নয়, তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। যদিও তারা কঠোর তপস্যার প্রভাবে মুক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, তবুও পুনরায় এই জড় জগতে তাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি।" নির্বিশেষবাদীরা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্ষদ হতে পারে না, এবং তাই তাদের বাসনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাদের সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি যেহেতু আংশিক মুক্তি, তাই তাদের পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়। যখন বলা হয় ব্রহ্মলোক থেকে জীবের পতন হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই কথা নির্বিশেষবাদীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, জয় এবং বিজয়কে এই জড় জগতে পাঠানো হয়েছিল ভগবানের যুদ্ধ করার বাসনা পূর্ণ করার জন্য। ভগবানও কখনও কখনও যুদ্ধ করতে চান, কিন্তু ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া তাঁর সেই বাসনা কে পূর্ণ করতে পারে? জয় এবং বিজয় ভগবানের সেই বাসনা পূর্ণ করার জন্য এই জড় জগতে এসেছিলেন। তাই প্রথমে হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু রূপে, দ্বিতীয়বার রাবণ এবং কুম্ভকর্ণরূপে, তৃতীয় বার শিশুপাল এবং দন্তবক্ররূপে, তাঁদের এই তিনটি জন্মেই ভগবান স্বয়ং তাঁদের বধ করেছিলেন। অর্থাৎ, ভগবানের পার্ষদ জয় এবং বিজয় এই জড় জগতে এসেছিলেন ভগবানের যুদ্ধ করার বাসনা পূর্ণ করে তাঁর সেবা করার জন্য। অন্যথায়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বচন অনুসারে, *অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি*—বৈকুণ্ঠলোক থেকে ভগবৎ-পার্ষদের পতন হওয়ার কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। জয় এবং বিজয় কিভাবে এই জড় জগতে এসেছিলেন, সেই কথা নারদ মুনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীনারদ উবাচ

একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিষ্ণুলোকং যদৃচ্ছয়া ।
সনন্দনাদয়ো জগ্মুশ্চরন্তো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **একদা**—এক সময়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **বিষ্ণু**—শ্রীবিষ্ণুর; **লোকম্**—লোকে; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **সনন্দন-আদয়ঃ**—সনন্দন এবং অন্যেরা; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **চরন্তঃ**—ভ্রমণ করতে করতে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—এক সময় ব্রহ্মার চার পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করতে করতে ঘটনাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

পঞ্চষড্‌ঢায়নার্ভাভাঃ পূর্বেষামপি পূর্বজাঃ ।
দিগ্বাসসঃ শিশূন্ মত্বা দ্বাঃস্থৌ তান্ প্রত্যষেধতাম্ ॥ ৩৭ ॥

পঞ্চ-ষট্-ঢা—পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়স্ক; **আয়ন**—প্রায়; **অর্ভ-আভাঃ**—বালকের মতো; **পূর্বেষাম্**—মরীচি আদি ব্রহ্মাণ্ডের প্রবীণগণ; **অপি**—যদিও; **পূর্বজাঃ**—পূর্বজাত; **দিক্-বাসসঃ**—উলঙ্গ হওয়ার ফলে; **শিশূন্**—শিশু; **মত্বা**—মনে করে; **দ্বাঃ-স্থৌ**—দুই দ্বারপাল, জয় এবং বিজয়; **তান্**—তাঁদের; **প্রত্যষেধতাম্**—নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

যদিও সেই চারজন মহর্ষি মরীচি আদি ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রদের থেকেও জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তবু তাঁরা ছিলেন উলঙ্গ ও দেখতে যেন পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের বালকের মতো। জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল যখন দেখলেন যে, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁদের সাধারণ বালক বলে মনে করে, তাঁরা তাঁদের প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য তাঁর *তন্ত্রসারে* বলেছেন—

দ্বাঃস্থাবিত্যনেনাধিকারস্থত্বমুক্তম্
অধিকারস্থিতাশ্চৈব বিমুক্তাশ্চ দ্বিধা জনাঃ ।

বিষ্ণুলোকস্থিতাস্তেষাং বরশাপাদিযোগিনঃ ॥
অধিকারস্থিতাং মুক্তিং নিয়তং প্রাপ্নুবন্তি চ ।
বিমুক্ত্যনন্তরং তেষাং বরশাপাদয়ো ননু ॥
দেহাদ্রিয়াসুযুক্তশ্চ পূর্বং পশ্চান্ন তৈর্যুতাঃ ।
অপ্যভিমানিভিস্তেষাং দেবৈঃ স্বাত্মোত্তমৈর্যুতাঃ ॥

এই শ্লোকগুলির সারমর্ম হচ্ছে যে, বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎ-পার্ষদেরা নিত্যমুক্ত। তাঁদের অভিশাপ দেওয়া হলে বা আশীর্বাদ করা হলেও, তাঁরা সর্বদাই মুক্তই থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। বৈকুণ্ঠলোকে মুক্তিপদ লাভ করার পূর্বে তাঁদের জড় দেহ ছিল, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার পর তাঁদের আর সেই জড় দেহ থাকে না। তাই ভগবানের পার্ষদেরা অভিশপ্ত হয়ে এই জড় জগতে এসেছেন বলে মনে হলেও তাঁরা সর্বদা মুক্তই থাকেন।

শ্লোক ৩৮

অশপন্ কুপিতা এবং যুবাং বাসং ন চার্হথঃ ।
রজস্তমোভ্যাং রহিতে পাদমূলে মধুদ্বিষঃ ।
পাপিষ্ঠামাসুরীং যোনিং বালিশৌ যাতমাশ্বতঃ ॥ ৩৮ ॥

অশপন্—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **যুবাম্**—তোমরা দুজন; **বাসম্**—বাসস্থান; **ন**—না; **চ**—এবং; **অর্হথঃ**—যোগ্য; **রজঃ-তমোভ্যাম্**—রজ এবং তমোগুণ থেকে; **রহিতে**—মুক্ত; **পাদ-মূলে**—শ্রীপাদপদ্মে; **মধু-দ্বিষঃ**—মধুসূদন বিষ্ণুর; **পাপিষ্ঠাম্**—মহাপাপী; **আসুরীম্**—আসুরিক; **যোনিম্**—যোনিতে; **বালিশৌ**—হে মূর্খদ্বয়; **যাতম্**—যাও; **আশু**—শীঘ্র; **অতঃ**—অতএব।

অনুবাদ

এইভাবে জয় এবং বিজয় নামক দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে, সনন্দন আদি মহর্ষিগণ অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে তাঁদের অভিশাপ দিলেন—"হে মূর্খ দ্বারপালদ্বয়, তোমরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাই তোমরা নির্গুণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে থাকার অযোগ্য। তোমরা এক্ষুণি জড় জগতে পাপিষ্ঠা আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।"

শ্লোক ৩৯

এবং শপ্তৌ স্বভবনাৎ পতন্তৌ তৌ কৃপালুভিঃ ।
প্রোক্তৌ পুনর্জন্মভির্বাং ত্রিভির্লোকায় কল্পতাম্ ॥ ৩৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **শপ্তৌ**—অভিশপ্ত হয়ে; **স্ব-ভবনাৎ**—তাঁদের বাসস্থান বৈকুণ্ঠলোক থেকে; **পতন্তৌ**—অধঃপতিত হয়ে; **তৌ**—তাঁরা দুজন (জয় এবং বিজয়); **কৃপালুভিঃ**—সনন্দন আদি কৃপালু ঋষিদের দ্বারা; **প্রোক্তৌ**—বলেছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **জন্মভিঃ**—জন্মের পর; **বাম্**—তোমরা; **ত্রিভিঃ**—তিন; **লোকায়**—পদের জন্য; **কল্পতাম্**—সম্ভব হোক।

অনুবাদ

এইভাবে মহর্ষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জয় এবং বিজয় যখন জড় জগতে পতিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ঋষিরা বলেছিলেন—"হে দ্বারপালগণ, তিন জন্মের পর তোমরা আবার বৈকুণ্ঠলোকে তোমাদের পদে ফিরে আসবে। তখন তোমাদের শাপের কাল সমাপ্ত হবে।"

শ্লোক ৪০

জজ্ঞাতে তৌ দিতেঃ পুত্রৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ ।
হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

যজ্ঞাতে—জন্মগ্রহণ করেছিল; **তৌ**—তাঁরা দুজনে; **দিতেঃ**—দিতির; **পুত্রৌ**—পুত্র দুইজন; **দৈত্য-দানব**—দৈত্য এবং দানবদের দ্বারা; **বন্দিতৌ**—পূজিত হয়েছিল; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

ভগবানের এই দুই পার্ষদ জয় এবং বিজয় দিতির পুত্ররূপে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং হিরণ্যাক্ষ কনিষ্ঠ ছিল। তারা দৈত্য এবং দানবদের দ্বারা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পূজিত ছিল।

শ্লোক ৪১

হতো হিরণ্যকশিপুর্হরিণা সিংহরূপিণা ।
হিরণ্যাক্ষো ধরোদ্ধারে বিভ্রতা শৌকরং বপুঃ ॥ ৪১ ॥

হতঃ—নিহত; হিরণ্যকশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; হরিণা—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; সিংহ-রূপিণা—সিংহরূপে (ভগবান নৃসিংহদেব রূপে); হিরণ্যাক্ষঃ—হিরণ্যাক্ষ; ধরা-উদ্ধারে—পৃথিবীকে উত্তোলন করতে; বিভ্রতা—ধারণ করে; শৌকরম্—শূকরের মতো; বপুঃ—রূপ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। ভগবান যখন বরাহরূপ ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং ভগবান বরাহদেব তখন তাকে সংহার করেন।

শ্লোক ৪২

হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং প্রহ্লাদং কেশবপ্রিয়ম্ ।
জিঘাংসুরকরোন্নানা যাতনা মৃত্যুহেতবে ॥ ৪২ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; পুত্রম্—পুত্র; প্রহ্লাদম্—প্রহ্লাদ মহারাজ; কেশব-প্রিয়ম্—কেশবের প্রিয় ভক্ত; জিঘাংসুঃ—বধ করতে ইচ্ছা করে; অকরোৎ—করেছিল; নানা—বিবিধ; যাতনাঃ—যন্ত্রণা; মৃত্যু—মৃত্যু; হেতবে—কারণে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য তাঁকে নানাভাবে যাতনা দিয়েছিল।

শ্লোক ৪৩

তং সর্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনম্ ।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশক্নোদ্ধন্তুমুদ্যমৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তম্—তাঁকে; **সর্ব-ভূত-আত্ম-ভূতম্**—সর্বভূতের আত্মা; **প্রশান্তম্**—শান্ত এবং বিদ্বেষ আদি বৈরীভাব রহিত; **সম-দর্শনম্**—সকলের প্রতি সমদর্শী; **ভগবৎ-তেজসা**—ভগবানের শক্তিতে; **স্পৃষ্টম্**—সুরক্ষিত; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সমর্থ হয়েছিল; **হন্তুম্**—বধ করতে; **উদ্যমৈঃ**—বিবিধ উপায়ের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান সর্বভূতের পরমাত্মা, প্রশান্ত এবং সমদর্শী। মহান ভক্ত প্রহ্লাদ যেহেতু ভগবানের শক্তির দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই হিরণ্যকশিপু নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে বধ করতে পারেনি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সর্বভূতাত্মভূতম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—ভগবান সকলেরই হৃদয়ে সমভাবে বিরাজমান। তাই তিনি কারও বন্ধু নন বা কারও শত্রু নন। তাঁর কাছে সকলেই সমান। যদিও কখনও কখনও দেখা যায় তিনি কাউকে দণ্ড দিচ্ছেন, তাঁর সেই দণ্ড পুত্রের মঙ্গলের জন্য পিতার দণ্ডদানের মতো। ভগবানের দণ্ডদানও ভগবানের সমদর্শিতারই প্রকাশ। তাই ভগবানকে এখানে *প্রশান্তং সমদর্শনম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ভগবানকে যথাযথভাবে তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করতে হয়, তবু তিনি সমস্ত পরিস্থিতিতেই সমভাবাপন্ন। তিনি সকলেরই প্রতি সমদর্শী।

শ্লোক ৪৪

ততস্তৌ রাক্ষসৌ জাতৌ কেশিন্যাং বিশ্রবঃসুতৌ ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ সর্বলোকোপতাপনৌ ॥ ৪৪ ॥

ততঃ—তারপর; **তৌ**—সেই দুই দ্বারপাল (জয় এবং বিজয়); **রাক্ষসৌ**—রাক্ষসদ্বয়; **জাতৌ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **কেশিন্যাম্**—কেশিনীর গর্ভে; **বিশ্রবঃ-সুতৌ**—বিশ্রবার পুত্র; **রাবণঃ**—রাবণ; **কুম্ভকর্ণঃ**—কুম্ভকর্ণ; **চ**—এবং; **সর্ব-লোক**—সকলকে; **উপতাপনৌ**—কষ্ট দিয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয় কেশিনীর গর্ভে বিশ্রবার পুত্ররূপে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের প্রবল দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছিল।

শ্লোক ৪৫

**তত্রাপি রাঘবো ভূত্বা ন্যহনচ্ছাপমুক্তয়ে ।
রামবীর্যং শ্রোষ্যসি ত্বং মার্কণ্ডেয়মুখাৎ প্রভো ॥ ৪৫ ॥**

তত্র অপি—তখন; **রাঘবঃ**—রামচন্দ্ররূপে; **ভূত্বা**—প্রকট হয়ে; **ন্যহনৎ**—হত্যা করেছিলেন; **শাপ-মুক্তয়ে**—শাপ থেকে মুক্ত করার জন্য; **রাম-বীর্যম্**—শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্য; **শ্রোষ্যসি**—শ্রবণ করবে; **ত্বম্**—তুমি; **মার্কণ্ডেয়-মুখাৎ**—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখ থেকে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্, ব্রাহ্মণদের অভিশাপ থেকে জয় এবং বিজয়কে মুক্ত করতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ এবং কুম্ভকর্ণকে বধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তুমি মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্যের কাহিনী শ্রবণ করবে।

শ্লোক ৪৬

**তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব ।
অধুনা শাপনির্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ ॥ ৪৬ ॥**

তৌ—তারা দুজন; **অত্র**—এখানে, তৃতীয় জন্মে; **ক্ষত্রিয়ৌ**—ক্ষত্রিয় বা রাজা; **জাতু**—জন্মগ্রহণ করেছে; **মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ**—মাতৃষ্বসার পুত্র; **তব**—তোমার; **অধুনা**—এখন; **শাপ-নির্মুক্তৌ**—শাপমুক্ত হয়ে; **কৃষ্ণ-চক্র**—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **অংহসৌ**—যাদের পাপ।

অনুবাদ

জয় এবং বিজয় তাদের তৃতীয় জন্মে তোমার মাতৃষ্বসার পুত্ররূপে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রের আঘাতে তাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় তারা এখন শাপমুক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

জয় এবং বিজয় তাঁদের শেষ জন্মে অসুর বা রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অতি উচ্চ ক্ষত্রিয়কুলে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মাসতুত ভাইরূপে প্রায় তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন-চক্রের দ্বারা স্বয়ং তাঁদের বধ করে, ব্রাহ্মণের অভিশাপজনিত যা কিছু পাপ অবশিষ্ট ছিল তা বিনাশ করেছিলেন। নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে শিশুপাল ভগবানের পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠলোকে পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন। এই ঘটনা সেখানে উপস্থিত সকলেই দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্ ।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥ ৪৭ ॥

বৈর-অনুবন্ধ—শত্রুতার বন্ধন; **তীব্রেণ**—তীব্র; **ধ্যানেন**—ধ্যানের দ্বারা; **অচ্যুত-সাত্মতাম্**—অচ্যুত ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে; **নীতৌ**—প্রাপ্ত হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **পার্শ্বম্**—সান্নিধ্য; **জগ্মতুঃ**—তারা প্রাপ্ত হয়েছিল; **বিষ্ণু-পার্ষদৌ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপাল পার্ষদ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই দুই পার্ষদ জয় এবং বিজয় দীর্ঘকাল ধরে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেছিলেন। এইভাবে নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করার ফলে, তাঁরা পুনরায় ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যে অবস্থায় থাকুন না কেন, জয় এবং বিজয় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতেন। তাই মৌষল-লীলার পর তাঁরা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীর এবং নারায়ণের শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব যদিও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপালরূপে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে, তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মাধ্যমে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

বিদ্বেষো দয়িতে পুত্রে কথমাসীন্মহাত্মনি ।
ব্রূহি মে ভগবন্ যেন প্রহ্লাদস্যাচ্যুতাত্মতা ॥ ৪৮ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **বিদ্বেষঃ**—বিদ্বেষ; **দয়িতে**—তাঁর প্রিয়; **পুত্রে**—পুত্রের প্রতি; **কথম্**—কিভাবে; **আসীৎ**—ছিল; **মহাত্মনি**—মহাত্মা প্রহ্লাদ; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **মে**—আমাকে; **ভগবন্**—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ; **যেন**—যার দ্বারা; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **অচ্যুত**—অচ্যুতের প্রতি; **আত্মতা**—মহান আসক্তি।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু নারদ মুনি, প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপু কেন এই প্রকার বিদ্বেষী ছিল? প্রহ্লাদ মহারাজ কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহান ভক্ত হয়েছিলেন? দয়া করে আপনি তা আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তদের বলা হয় *অচ্যুতাত্মা*, কারণ তাঁরা প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। *অচ্যুত* শব্দে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বোঝায়। ভক্তেরা অচ্যুতের প্রতি আসক্ত বলে তাঁদের বলা হয় *অচ্যুতাত্মা*।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর হিরণ্যাক্ষের পুত্রগণ এবং হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়। হিরণ্যকশিপু জনসাধারণের ধর্মীয় কার্যকলাপ নাশ করার চেষ্টা করে অত্যন্ত পাপাচরণ করছিল। কিন্তু, তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের শোক নিবারণের জন্য সে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করে।

ভগবান যখন বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন, তখন হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হন। ক্রোধান্ধ হয়ে হিরণ্যকশিপু ভগবানকে তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্য নিন্দা করে এবং বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে তার ভ্রাতাকে বধ করার জন্য দোষারোপ করে। সে শান্তিপ্রিয় ঋষি এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের ধর্ম অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করার জন্য দানব এবং রাক্ষসদের উত্তেজিত করে। এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেবতারা পৃথিবীতে অলক্ষিতভাবে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে হিরণ্যকশিপু তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সে বলে, "হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, বীরের পক্ষে শত্রুর সম্মুখে মৃত্যুবরণ করা মহিমামণ্ডিত। জীব তাদের কর্ম অনুসারে এই সংসারে একত্রিত হয় এবং পুনরায় প্রকৃতির নিয়মে তাদের বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু আমাদের সব সময় জানা উচিত যে, দেহ থেকে ভিন্ন আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, সর্বগ এবং সর্বজ্ঞ। জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ আত্মা বিভিন্ন সঙ্গ অনুসারে উচ্চ অথবা নিম্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তার ফলে অনেক প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে দুঃখ অথবা সুখ ভোগ করে। এই সংসারের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই সুখ-দুঃখের কারণ; এ ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই, এবং কর্মের আপাত প্রতিক্রিয়া দর্শন করে শোকসন্তপ্ত হওয়া উচিত নয়।"

হিরণ্যকশিপু তারপর উশীনর দেশের রাজা সুযজ্ঞের ঐতিহাসিক উপাখ্যান বর্ণনা করে। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর মহিষীরা যখন গভীর শোকে আকুল হয়েছিলেন, তখন যমরাজ একটি বালকরূপে সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের যে উপদেশ

দিয়েছিলেন, হিরণ্যকশিপু তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের সেই উপদেশ শোনায়। হিরণ্যকশিপু কুলিঙ্গ পক্ষীর বৃত্তান্ত শুনিয়েছিল, যে তার পত্নীর শোকে আচ্ছন্ন অবস্থায় এক ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হয়। এই কাহিনীগুলি বর্ণনা করে, হিরণ্যকশিপু তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সান্ত্বনা দিয়েছিল। তারপর হিরণ্যকশিপুর মাতা দিতি এবং ভ্রাতৃবধূ রুষাভানু শোক বিসর্জন করে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-উপলব্ধিতে মনোনিবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

ভ্রাতর্যেবং বিনিহতে হরিণা ক্রোড়মূর্তিনা ।
হিরণ্যকশিপূ রাজন্ পর্যতপ্যদ্রুষা শুচা ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ভ্রাতরি**—যখন তার ভ্রাতা (হিরণ্যাক্ষ); **এবম্**—এইভাবে; **বিনিহতে**—নিহত হয়েছিল; **হরিণা**—হরির দ্বারা; **ক্রোড়-মূর্তিনা**—বরাহরূপে; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **রাজন্**—হে রাজন্; **পর্যতপ্যৎ**—পরিতাপ করেছিল; **রুষা**—ক্রোধে; **শুচা**—শোকে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধাভিভূত হয়ে পরিতাপ করেছিল।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজ নারদ মুনিকে প্রশ্ন করেছিলেন হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি কেন এত বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছিল। তাই নারদ মুনি বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিভাবে হিরণ্যকশিপু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ২

আহ চেদং রুষা পূর্ণঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ ।
কোপোজ্জ্বলদ্ভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং নিরীক্ষন্ ধূম্রমম্বরম্ ॥ ২ ॥

আহ—বলেছিল; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **রুষা**—ক্রোধে; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **সন্দষ্ট**—দংশন করে; **দশনচ্ছদঃ**—যার ওষ্ঠ; **কোপ-উজ্জ্বলদ্ভ্যাম্**—ক্রোধে উদ্দীপ্ত; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—চক্ষুদ্বয় দ্বারা; **নিরীক্ষন্**—অবলোকন করে; **ধূম্রম্**—ধূম্রবর্ণ; **অম্বরম্**—আকাশ।

অনুবাদ

ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করতে করতে হিরণ্যকশিপু কোপোদ্দীপ্ত চক্ষুতে রোষাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ আকাশ-মণ্ডল অবলোকন করতে করতে বলল।

তাৎপর্য

অসুরেরা স্বভাবতই ভগবানের প্রতি বিদ্বেষী এবং বৈরীভাবাপন্ন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কিভাবে বধ করবে এবং কিভাবে তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠলোক ধ্বংস করবে, সেই কথা ভেবে হিরণ্যকশিপুর শরীরে এই সমস্ত ভাবগুলি দেখা দিয়েছিল।

শ্লোক ৩

করালদংষ্ট্রোগ্রদৃষ্ট্যা দুষ্প্রেক্ষ্যভ্রুকুটীমুখঃ ।
শূলমুদ্যম্য সদসি দানবানিদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

করাল-দংষ্ট্র—ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট; **উগ্রদৃষ্ট্যা**—অত্যন্ত উগ্র দৃষ্টি; **দুষ্প্রেক্ষ্য**—ভয়ানক দর্শন; **ভ্রুকুটী**—ভ্রুকুটী; **মুখঃ**—মুখ; **শূলম্**—ত্রিশূল; **উদ্যম্য**—উত্তোলন করে; **সদসি**—সভায়; **দানবান্**—দানবদের; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিল।

অনুবাদ

করাল দন্তবিশিষ্ট, উগ্রদৃষ্টি এবং ভয়ানক দর্শন ভ্রুকুটিযুক্ত মুখে তার শূল উত্তোলন করে সমবেত দানবদের বলেছিল।

শ্লোক ৪-৫

ভো ভো দানবদৈতেয়া দ্বিমূর্ধংস্ত্র্যক্ষ শম্বর ।
শতবাহো হয়গ্রীব নমুচে পাক ইল্বল ॥ ৪ ॥
বিপ্রচিত্তে মম বচঃ পুলোমন্ শকুনাদয়ঃ ।
শৃণুতানন্তরং সর্বে ক্রিয়তামাশু মা চিরম্ ॥ ৫ ॥

ভোঃ—হে; **ভোঃ**—হে; **দানব-দৈতেয়াঃ**—দানব এবং দৈত্যগণ; **দ্বিমূর্ধন্**—দ্বিমূর্ধ (দুই মস্তক-বিশিষ্ট); **ত্রি-অক্ষ**—ত্র্যক্ষ (তিন নেত্রবিশিষ্ট); **শম্বর**—শম্বর; **শতবাহো**—শতবাহু (শত হস্তবিশিষ্ট); **হয়গ্রীব**—হয়গ্রীব (অশ্বমুণ্ড-বিশিষ্ট); **নমুচে**—নমুচি; **পাক**—পাক; **ইল্বল**—ইল্বল; **বিপ্রচিত্তে**—বিপ্রচিত্তি; **মম**—আমার; **বচঃ**—বাণী; **পুলোমন্**—পুলোমন; **শকুন**—শকুন; **আদয়ঃ**—এবং অন্যেরা; **শৃণুত**—শ্রবণ কর; **অনন্তরম্**—তারপর; **সর্বে**—সকলে; **ক্রিয়তাম্**—করা হোক; **আশু**—শীঘ্র; **মা**—করো না; **চিরম্**—বিলম্ব।

অনুবাদ

হে দৈত্য এবং দানবেরা! হে দ্বিমূর্ধ, ত্র্যক্ষ, শম্বর, এবং শতবাহু! হে হয়গ্রীব, নমুচি, পাক এবং ইল্বল! হে বিপ্রচিত্তি, পুলোমন, শকুন এবং অন্য সমস্ত অসুরেরা! তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর এবং বিলম্ব না করে সেই অনুসারে কার্য কর।

শ্লোক ৬

সপত্নৈর্ঘাতিতঃ ক্ষুদ্রৈর্ভ্রাতা মে দয়িতঃ সুহৃৎ।
পার্ষ্ণিগ্রাহেণ হরিণা সমেনাপ্যুপধাবনৈঃ ॥ ৬ ॥

সপত্নৈঃ—শত্রুদের দ্বারা*; **ঘাতিতঃ**—নিহত; **ক্ষুদ্রৈঃ**—নগণ্য শক্তিসম্পন্ন; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **মে**—আমার; **দয়িতঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **পার্ষ্ণি-গ্রাহেণ**—পিছন থেকে আক্রমণ করে; **হরিণা**—হরির দ্বারা; **সমেন**—(দেব এবং দানব উভয়ের প্রতিই) সমান; **অপি**—যদিও; **উপধাবনৈঃ**—পূজক বা দেবতাদের দ্বারা।

অনুবাদ

আমার নগণ্য শত্রু দেবতারা আমার পরম প্রিয় এবং অনুগত শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছে। ভগবান বিষ্ণু যদিও দেবতা এবং অসুরদের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু এখন দেবতাদের দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে পূজিত হওয়ার ফলে, তাদের পক্ষ অবলম্বন করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করতে তাদের সহায়তা করেছে।

---

*অসুর এবং দেবতা উভয়েই ভগবানকে পরমেশ্বর বলে জানে, তবে দেবতারা সেই প্রভুকে অনুসরণ করে কিন্তু অসুরেরা তাঁকে অমান্য করে। এইভাবে দেবতা এবং অসুরদের এক পতির দুই সতীনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাই এখানে সপত্নৈঃ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *সমোঽহং সর্বভূতেষু*—ভগবান সমস্ত জীবের প্রতিই সমভাবাপন্ন। যেহেতু দেব এবং দানব উভয়েই জীব, তা হলে ভগবান কেন এক পক্ষের পক্ষপাতিত্ব করলেন এবং অন্য পক্ষের বিরোধিতা করলেন? প্রকৃতপক্ষে ভগবান কারুরই পক্ষপাতিত্ব করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবতারা যেহেতু সর্বদা নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তাই তাঁদের নিষ্ঠার ফলে তাঁরা বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরদের পরাজিত করেন। নিরন্তর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করার ফলে, অসুরেরা সাধারণত মৃত্যুর পর সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। হিরণ্যকশিপু ভগবানকে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট বলে নিন্দা করেছিল কারণ দেবতারা তাঁর পূজা করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে ভগবান রাষ্ট্র-সরকারের মতো নিরপেক্ষ। সরকার কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু যদি কোন নাগরিক রাষ্ট্রের আইন মেনে চলে, তা হলে সে শান্তিপূর্ণভাবে তার প্রকৃত স্বার্থ সাধন করে বসবাস করার প্রচুর সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৭-৮

তস্য ত্যক্তস্বভাবস্য ঘৃণের্মায়াবনৌকসঃ ।
ভজন্তং ভজমানস্য বালস্যেবাস্থিরাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
মচ্ছূলভিন্নগ্রীবস্য ভূরিণা রুধিরেণ বৈ ।
অসৃক্প্রিয়ং তর্পয়িষ্যে ভ্রাতরং মে গতব্যথঃ ॥ ৮ ॥

তস্য—তাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); **ত্যক্ত-স্বভাবস্য**—যে তার (সমদর্শী হওয়ার) স্বভাব পরিত্যাগ করেছে; **ঘৃণেঃ**—অত্যন্ত ঘৃণ্য; **মায়া**—মায়াশক্তির প্রভাবে; **বন-ওকসঃ**—বন্য পশুর মতো আচরণ করে; **ভজন্তম্**—ভক্তিপরায়ণ ভক্তকে; **ভজমানস্য**—পূজিত হয়ে; **বালস্য**—শিশুর; **ইব**—মতো; **অস্থির-আত্মনঃ**—যে সর্বদা অস্থির এবং পরিবর্তনশীল; **মৎ**—আমার; **শূল**—শূলের দ্বারা; **ভিন্ন**—বিচ্ছিন্ন; **গ্রীবস্য**—গ্রীবার; **ভূরিণা**—অত্যন্ত; **রুধিরেণ**—রক্তের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **অসৃক্-প্রিয়ম্**—রুধিরপ্রিয়; **তর্পয়িষ্যে**—আমি প্রসন্ন করব; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতাকে; **মে**—আমার; **গতব্যথঃ**—আমার মনোবেদনা দূর হবে।

অনুবাদ

ভগবান অসুর এবং দেবতাদের প্রতি সমদর্শী হওয়ার স্বভাব পরিত্যাগ করেছে। যদিও সে পরম পুরুষ, তবুও এখন, সে মায়ার বশে একটি অস্থির বালকের

মতো সেবা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে, দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বরাহরূপ ধারণ করেছে। আমি তাই আমার শূলের দ্বারা সেই বিষ্ণুর ধড় থেকে তার মুণ্ড ছিন্ন করে, তার রক্তের দ্বারা আমার রক্তপিপাসু ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করব। তা হলেই আমার শান্তি হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আসুরিক মনোভাবের ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, বিষ্ণু একটি অস্থির বালকের মতো পক্ষপাতিত্ব করে। হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল ভগবান যে কোন সময় তাঁর মন পরিবর্তন করে, এবং তাই তাঁর বাণী এবং কার্যকলাপ একটি শিশুর মতো। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু অসুরেরা সাধারণ জীব, তাই তাদের মনের পরিবর্তন হয়, এবং জড় জগতের প্রভাবে বদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মনে করে যে, ভগবানও তাদেরই মতো বদ্ধ জীব। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১১) ভগবান বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।"

অসুরেরা সব সময় মনে করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বধ করা সম্ভব। তাই, বিষ্ণুকে বধ করার চিন্তায় মগ্ন হওয়ার ফলে, অন্তত তারা প্রতিকূলভাবে হলেও বিষ্ণুকে স্মরণ করার সুযোগ পায়। যদিও তারা ভক্ত নয়, তবুও বিষ্ণুর বিষয়ে চিন্তা করার সুফল লাভ করে তারা সাধারণত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। অসুরেরা যেহেতু ভগবানকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করে, তাই তারা মনে করে যে, একজন সাধারণ ব্যক্তির মতো বিষ্ণুকেও তারা হত্যা করতে পারবে। এখানে অন্য আর একটি তথ্য প্রকাশ পেয়েছে—অসুরেরা রক্ত পান করতে খুব ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই মাংসাশী এবং রুধিরপ্রিয়।

হিরণ্যকশিপু ভগবানকে অস্থির বালকের মতো চঞ্চলচিত্ত বলে অভিযোগ করেছে, যাঁকে একটি বরফি অথবা লাড্ডু দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যায়। পরোক্ষভাবে তার এই উক্তির মাধ্যমে ভগবানের প্রকৃত স্থিতি প্রকাশ পেয়েছে, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৬) বলা হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" ভগবান তাঁর

ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাঁদের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন, তাই তাঁরা ভগবানকে নিবেদন না করে কোন কিছু আহার করেন না। ভগবান একটু ফুল আর ফলের জন্য লালায়িত নন; তাঁর পর্যাপ্ত আহার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জীবদের আহার যোগাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল, তাই তাঁরা প্রেম এবং ভক্তি সহকারে তাঁকে যা নিবেদন করেন, তাই তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর এই গুণটিকে শিশুসুলভ লোভ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে তাঁর ভক্তবাৎসল্য; অর্থাৎ, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই অত্যন্ত কৃপাময়। *মায়া* শব্দটি যখন ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তার অর্থ হয় 'স্নেহ'। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ দোষের নয়, পক্ষান্তরে তা তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের লক্ষণ।

ভগবান বিষ্ণুর রুধির সম্পর্কে বলা যায় যে, যেহেতু তাঁর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই তাঁর রক্তের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর শরীরকে অলঙ্কৃত করে যে ফুলমালা তা রক্তের মতো লাল। অসুরেরা যখন সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে এবং তাদের পাপকর্ম পরিত্যাগ করে, তখন তারা শ্রীবিষ্ণুর সেই রক্তবর্ণ মালার আশীর্বাদ লাভ করে। অসুরেরা কখনও কখনও সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়, যেখানে তারা ভগবানের মালার প্রসাদ লাভ করে।

শ্লোক ৯

তস্মিন্ কূটেঽহিতে নষ্টে কৃত্তমূলে বনস্পতৌ ।
বিটপা ইব শুষ্যন্তি বিষ্ণুপ্রাণা দিবৌকসঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্—যখন সে; **কূটে**—অত্যন্ত কপট; **অহিতে**—শত্রু; **নষ্টে**—শেষ হয়ে যাবে; **কৃত্তমূলে**—ছিন্নমূল; **বনস্পতৌ**—বৃক্ষ; **বিটপাঃ**—শাখা এবং পত্র; **ইব**—সদৃশ; **শুষ্যন্তি**—শুকিয়ে যায়; **বিষ্ণুপ্রাণাঃ**—বিষ্ণু যাদের প্রাণ; **দিব-ওকসঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূল ছেদন করা হলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা আপনা থেকেই শুকিয়ে যায়, তেমনই আমি যখন সেই কপট-স্বভাব বিষ্ণুকে হত্যা করব, তখন বিষ্ণুপ্রাণ দেবতারাও বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

এখানে দেবতা এবং অসুরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। দেবতারা সর্বদাই ভগবানের নির্দেশ পালন করে, আর অসুরেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার অথবা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও কখনও কখনও অসুরেরা দেবতাদের ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতার প্রশংসা করে। এটি অসুরদের পরোক্ষভাবে দেবতাদের মহিমা কীর্তন।

শ্লোক ১০

তাবদ্‌যাত ভুবং যূয়ং ব্রহ্মক্ষত্রসমেধিতাম্ ।
সূদয়ধ্বং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ ॥ ১০ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ (আমি বিষ্ণুর সংহারকার্যে ব্যস্ত থাকব); **যাত**—যাও; **ভুবম্**—পৃথিবীতে; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **ব্রহ্মক্ষত্র**—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের; **সমেধিতাম্**—(ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বৈদিক শাসনের দ্বারা) সমৃদ্ধ; **সূদয়ধ্বম্**—বিনাশ কর; **তপঃ**—তপস্যা; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **স্বাধ্যায়**—বৈদিক জ্ঞানের অধ্যয়ন; **ব্রত**—ব্রত; **দানিনঃ**—এবং দান।

অনুবাদ

যখন আমি বিষ্ণুর সংহারকার্যে যুক্ত থাকব, তখন তোমরা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয়-শাসনের দ্বারা সমৃদ্ধ পৃথিবীতে গিয়ে তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন, ব্রত এবং দান কার্যে যুক্ত মানুষদের সংহার করো।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদের বিচলিত করা। সে-ই প্রথম বিষ্ণুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল, যাতে বিষ্ণুর মৃত্যুতে দেবতারা আপনা থেকে দুর্বল হয়ে মারা যাবে। তার অন্য আর একটি পরিকল্পনা ছিল পৃথিবীর অধিবাসীদের বিচলিত করা। পৃথিবীবাসীদের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বারা। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) ভগবান বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং নির্ধারিত কর্ম অনুসারে মানব-সমাজের চারটি বর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।" বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার অধিবাসী রয়েছে, কিন্তু ভগবান এখানে পৃথিবীর মানুষদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভাগ করার কথা বলেছেন। এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের

আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের দ্বারা পরিচালিত হত। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে *শমঃ* (শান্তি), *দমঃ* (আত্মসংযম); *তিতিক্ষা* (সহিষ্ণুতা), *সত্যম্* (সত্যবাদিতা), *শৌচম্* (শুচিতা), এবং *আর্জবম্* (সরলতা), এই সমস্ত গুণগুলি অনুশীলন করা, এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে কিভাবে এই দেশ অথবা গ্রহটি শাসন করতে হবে। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় এবং বৈদিক বিধি-নিষেধ পালনে প্রবৃত্ত করা। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং মন্দিরকে দান করার ব্যবস্থা করাও তাঁদের কর্তব্য। এটিই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির দৈবী ব্যবস্থাপনা।

মানুষ সাধারণত যজ্ঞ করে কারণ যজ্ঞ না করলে যথেষ্ট বৃষ্টি হবে না *(যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ)*, এবং তার ফলে কৃষিকার্য ব্যাহত হবে *(পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ)*। তাই ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন এবং দান কার্যে অনুপ্রাণিত করা। তার ফলে মানুষ অনায়াসে তাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হবে, এবং তখন আর সমাজে কোন উপদ্রব থাকবে না। এই সম্পর্কে *ভগবদ্গীতায়* (৩/১২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

"যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর।"

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিনিধিরূপে দেবতারা সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করেন। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করা অবশ্য কর্তব্য। বেদে বিভিন্ন দেবতার জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চরমে সমস্ত যজ্ঞের ফল ভগবানকেই নিবেদন করা হয়। যারা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে, বেদে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেবতাদের পূজাও তেমনই বিভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন, যারা মাংসাহারী তাদের প্রকৃতির ভয়ঙ্করী রূপ কালীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং কালীর কাছে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন তাঁদের নির্গুণ বিষ্ণুর উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চরমে, সমস্ত যজ্ঞেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্গুণ

স্তরে উন্নীত হওয়া। সাধারণ মানুষদের জন্য অন্ততপক্ষে পঞ্চ-মহাযজ্ঞ নামক পাঁচটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

মানুষের কিন্তু জানা উচিত যে, মানব-সমাজের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি ভগবানের প্রতিনিধিরূপে দেবতারা সরবরাহ করেন। কেউই কোন কিছু তৈরি করতে পারে না। যেমন মানব-সমাজের সমস্ত আহার্যের মধ্যে—শস্য, ফল, শাক-সবজি, দুধ, চিনি আদি সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের আহার; এমন কি তামসিক মাংসাহারীদের আহারও মানুষ তৈরি করতে পারে না। আর তা ছাড়া তাপ, আলোক, জল, বায়ু আদি জীবনের আবশ্যকতাগুলিও মানুষ তৈরি করতে পারে না। ভগবানের কৃপা ব্যতীত সূর্যের আলোক এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না, বৃষ্টি অথবা বায়ু, যেগুলি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, সেগুলিও লাভ করা যায় না। স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, আমাদের জীবন সর্বতোভাবে ভগবানের দানের উপর নির্ভর করে। এমন কি যে সমস্ত কলকারখানাগুলিতে মানুষের আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তু তৈরি করা হয়, এবং সেই জন্য যে লোহা, তামা, গন্ধক, পারদ, ম্যাংগানীজ ইত্যাদি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেগুলিও ভগবানের প্রতিনিধিরাই সরবরাহ করছেন, যাতে আমরা তার সদ্ব্যবহার করে, আমাদের পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য নিজেদেরকে সুস্থ ও সবল রাখতে পারি, এবং জীবনের চরম লক্ষ্য জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্ত হতে পারি। জীবনের এই লক্ষ্য সাধিত হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে। আমরা যদি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হই এবং কেবলমাত্র ভগবানের প্রতিনিধিদের থেকে সমস্ত দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গ্রহণ করে জড় জগতের বন্ধনে গভীর থেকে গভীরতরভাবে জড়িয়ে পড়ি, যা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, তা হলে অবশ্যই আমরা তস্করে পরিণত হব এবং তাই জড়া প্রকৃতির আইন অনুসারে আমাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। দস্যু-তস্করের সমাজে কেউই সুখী হতে পারে না, কেননা তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। ঘোর বিষয়ী চোরদের জীবনে কোন চরম উদ্দেশ্য নেই। তাঁরা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্যই সব কিছু করে। কিভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞ নামক সব চাইতে সহজ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছেন, যা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে যে কেউ অনুষ্ঠান করতে পারে।

হিরণ্যকশিপু পৃথিবীর অধিবাসীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল যাতে যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে দেবতারা বিচলিত হয়, এবং তারপর যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে বধ করার ফলে তারা আপনা থেকেই মরে যাবে। এটিই ছিল হিরণ্যকশিপুর আসুরিক পরিকল্পনা, যে এই ধরনের নিন্দনীয় কার্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল।

শ্লোক ১১

বিষ্ণুর্দ্বিজক্রিয়ামূলো যজ্ঞো ধর্মময়ঃ পুমান্ ।
দেবর্ষিপিতৃভূতানাং ধর্মস্য চ পরায়ণম্ ॥ ১১ ॥

বিষ্ণুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের; **ক্রিয়ামূলঃ**—যার মূল হচ্ছে যজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞপুরুষ শ্রীবিষ্ণু; **ধর্মময়ঃ**—ধর্মময়; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **দেব-ঋষি**—ব্যাসদেব এবং নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিদের; **পিতৃ**—পিতৃদের; **ভূতানাম্**—এবং অন্য সমস্ত জীবদের; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **চ**—ও; **পরায়ণম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্য সংস্কৃতির মূল হচ্ছে যজ্ঞরূপী ধর্মময় পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান উৎস, এবং তিনি সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ এবং জনসাধারণের পরম আশ্রয়। যখন ব্রাহ্মণদের বধ করা হবে, তখন ক্ষত্রিয়দের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করার জন্য কেউ থাকবে না, এবং তার ফলে দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা প্রসন্ন না হওয়ার ফলে, আপনা থেকেই মরে যাবে।

তাৎপর্য

যেহেতু বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, তাই হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে বধ করার পরিকল্পনা করেছিল। কারণ বিষ্ণু নিহত হলে, স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মাণ্য সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। ব্রহ্মাণ্য সংস্কৃতি নষ্ট হওয়ার ফলে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠান হবে না, এবং যজ্ঞের অভাবে নিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যাবে (*যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*)। এইভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, এবং তখন স্বাভাবিকভাবে দেবতারা পরাজিত হবে। এই শ্লোকটি থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, বৈদিক আর্য-সভ্যতার বিনাশের ফলে এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বৈদিক ধর্ম অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, কিভাবে মানব-সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। *কলৌ শূদ্র সম্ভবঃ*—যেহেতু বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীর মানুষেরা শূদ্রে পরিণত হয়েছে, তাই ব্রহ্মাণ্য সংস্কৃতি আজ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং তা যথাযথভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার ফলে অনায়াসে ব্রহ্মাণ্য সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ হবে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

আসুরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই আর ক্ষত্রিয় রাজাও নেই। তার পরিবর্তে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যাতে যে কোন শূদ্র জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করে সরকারের শাসন ক্ষমতা অধিকার করতে পারে। কলিযুগের এই বিষাক্ত প্রভাবের ফলে শাস্ত্রে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/২/১৩) বলা হয়েছে, *দস্যুপ্রায়েষু রাজসু*—সরকার দস্যুনীতি অবলম্বন করবে। এইভাবে ব্রাহ্মণদের উপদেশ গ্রহণ করা হবে না, এবং ব্রাহ্মণদের উপদেশ থাকলেও, সেই উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করার মতো ক্ষত্রিয় থাকবে না। সত্যযুগ ছাড়া, পূর্বে যখন অসুরদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয় শাসন বিনষ্ট করে সারা পৃথিবী জুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিল। সত্যযুগে যদিও এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, কিন্তু শূদ্র এবং অসুরে পূর্ণ কলিযুগে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে এবং মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারাই কেবল তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করে মানুষ যাতে পরবর্তী জীবনে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রবর্তন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

বিপ্রযজ্ঞাদিমূলং তু হরিরিত্যাসুরং মতম্ ।
হরিরেব হি সর্বস্য মূলং সম্যঙ্ মতো নৃপ ॥

"হে রাজন্, অসুরেরা মনে করে যে, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের জন্যই হরি বা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হরি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ সহ সব কিছুরই কারণ।" তাই হরিকীর্তন বা সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করার মাধ্যমে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয় শাসন আপনা থেকেই ফিরে আসবে, এবং তখন মানুষ অত্যন্ত সুখী হবে।

শ্লোক ১২

যত্র যত্র দ্বিজা গাবো বেদা বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ ।
তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত ॥ ১২ ॥

যত্র যত্র—যেখানে যেখানে; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **গাবঃ**—সুরক্ষিত গাভী; **বেদাঃ**—বৈদিক সংস্কৃতি; **বর্ণাশ্রম**—চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের আর্য-সভ্যতা; **ক্রিয়াঃ**—

কার্যকলাপ; **তম্ তম্**—সেই সেই; **জনপদম্**—নগরে বা শহরে; **যাত**—যাও; **সন্দীপয়ত**—আগুন জ্বালাও; **বৃশ্চত**—(বৃক্ষসমূহ) কেটে ফেল।

অনুবাদ

যেখানে যেখানে গাভী, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান দেখবে, সেই স্থানে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও এবং উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেল।

তাৎপর্য

এখানে পরোক্ষভাবে আদর্শ মানব-সভ্যতার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। আদর্শ মানব-সভ্যতায় ব্রাহ্মণরূপে পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর মানুষ থাকা অত্যাবশ্যক। তেমনই, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত নিপুণভাবে রাষ্ট্র শাসন করার জন্য ক্ষত্রিয় থাকাও অবশ্য প্রয়োজন, এবং গাভীদের রক্ষা করার জন্য বৈশ্য সম্প্রদায় থাকাও বিশেষ আবশ্যক। *গাবঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, গাভীদের রক্ষা করা কর্তব্য। যেহেতু বৈদিক সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই আর গাভীদের রক্ষা করা হচ্ছে না, পক্ষান্তরে তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এগুলি অসুরদের কর্ম। তাই বর্তমান মানব-সভ্যতা হচ্ছে আসুরিক সভ্যতা। এখানে যে বর্ণাশ্রম-ধর্মের উল্লেখ করা হচ্ছে তা মানব-সভ্যতার জন্য অপরিহার্য। পথ প্রদর্শন করার জন্য যদি ব্রাহ্মণেরা না থাকে, আদর্শভাবে শাসন করার জন্য যদি ক্ষত্রিয়েরা না থাকে, এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন ও গোরক্ষা করার জন্য যদি বৈশ্যেরা না থাকে, তা হলে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করবে কি করে? তা অসম্ভব।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাছপালাও রক্ষা করা উচিত। যান্ত্রিক প্রগতির জন্য গাছ কাটা উচিত নয়। কলিযুগে কলকারখানার জন্য, বিশেষ করে আসুরিক প্রচার, অশ্লীল সাহিত্য, অর্থহীন খবরে পূর্ণ খবরের কাগজ ইত্যাদি ছাপাবার জন্য কাগজ তৈরির উদ্দেশ্যে নির্বিচারে এবং অকারণে গাছ কাটা হচ্ছে। এটিই আসুরিক সভ্যতার লক্ষণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবাকার্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গাছ কাটা নিষিদ্ধ। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, তা না হলে সেই কর্ম মানুষকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।" কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, কাগজ তৈরির কারখানাগুলি যদি কাগজ তৈরি করা বন্ধ করে দেয় তা হলে ইসকন বই ছাপাবে কি করে? তার উত্তর হচ্ছে কাগজ তৈরির কারখানাগুলি কেবল ইসকনের গ্রন্থাবলী ছাপাবার জন্যই কাগজ তৈরি করবে, কারণ ইসকনের

গ্রন্থাবলী প্রকাশ হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার জন্য। এই সমস্ত শাস্ত্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, এবং তাই ইসকনের গ্রন্থাবলী মুদ্রণ হচ্ছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*। যজ্ঞ অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হবে, যে সম্বন্ধে পূর্বতন মহাজনেরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অবাঞ্ছিত সাহিত্য প্রকাশের জন্য কাগজ তৈরির উদ্দেশ্যে গাছ কাটা একটি মস্ত বড় অপরাধ।

শ্লোক ১৩

ইতি তে ভর্তৃনির্দেশমাদায় শিরসাদৃতাঃ।
তথা প্রজানাং কদনং বিদধুঃ কদনপ্রিয়াঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **তে**—তারা; **ভর্তৃ**—প্রভুর; **নির্দেশম্**—আদেশ; **আদায়**—প্রাপ্ত হয়ে; **শিরসা**—তাদের মস্তকের দ্বারা; **আদৃতাঃ**—শ্রদ্ধাপূর্বক; **তথা**—তেমনই; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **কদনম্**—নির্যাতন; **বিদধুঃ**—করেছিল; **কদন-প্রিয়াঃ**—হিংসাপ্রিয়।

অনুবাদ

তখন সংহারপ্রিয় দানবেরা হিরণ্যকশিপুর আদেশ শ্রদ্ধা সহকারে শিরোধার্য করে এবং তাকে প্রণাম করে, তার আদেশ অনুসারে জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা আসুরিক মনোভাবাপন্ন তারা জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত হিংসা-পরায়ণ হয়। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক প্রগতি এই হিংসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কারের ফলে জনসাধারণের জন্য এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে অসুরেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। এই প্রসঙ্গে *কদনপ্রিয়াঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যারা বৈদিক সংস্কৃতি বিনাশ করতে চায়, সেই সমস্ত আসুরিক ব্যক্তিরা দুর্বল নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত হিংসা-পরায়ণ, এবং তারা এমনভাবে আচরণ করে যে, তাদের সমস্ত আবিষ্কারগুলি চরমে সারা জগতের পক্ষে অমঙ্গলজনক হবে (*জগতোঽহিতাঃ*)। *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিভাবে অসুরেরা জনসাধারণের বিনাশের জন্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

শ্লোক ১৪

পুরগ্রামব্রজোদ্যানক্ষেত্রারামাশ্রমাকরান্ ।
খেটখর্বটঘোষাংশ্চ দদহুঃ পত্তনানি চ ॥ ১৪ ॥

পুর—নগর; **গ্রাম**—গ্রাম; **ব্রজ**—গোচারণ ক্ষেত্র; **উদ্যান**—বাগান; **ক্ষেত্র**—কৃষিক্ষেত্র; **আরাম**—প্রাকৃতিক অরণ্য; **আশ্রম**—সাধুদের আশ্রম; **আকরান্**—(ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পোষণের জন্য মূল্যবান ধাতু উৎপাদনের) খনি; **খেট**—কৃষকদের গ্রাম; **খর্বট**—উপত্যকাস্থ গ্রাম; **ঘোষান্**—গোপপল্লী; **চ**—এবং; **দদহুঃ**—তারা দগ্ধ করেছিল; **পত্তনানি**—রাজধানী-সমূহ; **চ**—ও।

অনুবাদ

দৈত্যেরা নগর, গ্রাম, গোচারণ ক্ষেত্র, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, প্রাকৃতিক অরণ্য, ঋষিদের আশ্রম, মূল্যবান ধাতুর খনি, কৃষকাবাস, উপত্যকাস্থ গ্রাম এবং গোপপল্লী দগ্ধ করেছিল। তারা রাজধানী-সমূহও দগ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

যেখানে ফুল ও ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে গাছ লাগান হয়, সেই স্থানকে *উদ্যান* বলা হয়। এই ফুল এবং ফল মানব-সভ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" ফুল এবং ফল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কেউ যদি ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে চান, তা হলে তিনি কেবল ভগবানকে ফল এবং ফুল নিবেদন করতে পারেন, এবং তার ফলে ভগবান প্রসন্ন হয়ে তা গ্রহণ করবেন। আমাদের একমাত্র কর্তব্য ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা (*সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*)। আমরা যা কিছু করি এবং আমাদের যা বৃত্তি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। এই শ্লোকে যে সমস্ত উপচারের উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য, আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়। রাষ্ট্র-সরকার, বিশেষ করে সমগ্র সমাজ এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে সকলেই ভগবানের প্রসন্নতা

বিধানের শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে এই যুগে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—মানুষেরা জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। পক্ষান্তরে, অসুরদের মতো, তারা কেবল বিষ্ণুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে।

শ্লোক ১৫

কেচিৎ খনিত্রৈর্বিভিদুঃ সেতুপ্রাকারগোপুরান্ ।
আজীব্যাংশ্চিচ্ছিদুর্বৃক্ষান্ কেচিৎ পরশুপাণয়ঃ ।
প্রাদহঞ্ শরণান্যেকে প্রজানাং জ্বলিতোল্মুকৈঃ ॥ ১৫ ॥

কেচিৎ—কোন দৈত্য; **খনিত্রৈঃ**—খনন করার যন্ত্রের দ্বারা; **বিভিদুঃ**—বিদীর্ণ করেছিল; **সেতু**—সেতু; **প্রাকার**—প্রাচীর; **গোপুরান্**—পুরদ্বার; **আজীব্যান্**—জীবিকার উৎস; **চিচ্ছিদুঃ**—কেটে ফেলেছিল; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষসমূহ; **কেচিৎ**—কোন; **পরশু-পাণয়ঃ**—হাতে কুঠার নিয়ে; **প্রাদহন্**—দগ্ধ করেছিল; **শরণানি**—আবাস; **একে**—অন্য দৈত্যেরা; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **জ্বলিত**—প্রজ্বলিত; **উল্মুকৈঃ**—জ্বলন্ত কাষ্ঠ।

অনুবাদ

কোন কোন দানব খনিত্র দ্বারা সেতু, প্রাচীর, পুরদ্বারসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিল। কেউ কেউ কুঠার হাতে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলেছিল। কোন কোন দৈত্য জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে প্রজাদের বাসস্থান দগ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

সাধারণত গাছ কাটা নিষেধ। বিশেষ করে যে সমস্ত গাছ মানব-সমাজের উপজীব্য সুস্বাদু ফল উৎপাদন করে, সেগুলি কখনই কাটা উচিত নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ফলের গাছ রয়েছে। ভারতবর্ষে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছই মুখ্য। অন্যান্য স্থানে আম, কাঁঠাল, নারকেল, বদরি প্রভৃতি গাছ রয়েছে। যে সমস্ত গাছ মানুষের জীবন ধারণের জন্য সুস্বাদু ফল উৎপন্ন করে, সেগুলি কখনই কাটা উচিত নয়। এটিই শাস্ত্রের নির্দেশ।

শ্লোক ১৬

এবং বিপ্রকৃতে লোকে দৈত্যেন্দ্রানুচরৈর্মুহুঃ ।
দিবং দেবাঃ পরিত্যজ্য ভুবি চেরুরলক্ষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিপ্রকৃতে**—বিচলিত হয়ে; **লোকে**—যখন জনসাধারণ; **দৈত্য-ইন্দ্র-অনুচরৈঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের দ্বারা; **মুহুঃ**—বার বার; **দিবম্**—স্বর্গলোক; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **চেরুঃ**—বিচরণ করেছিলেন (উপদ্রবের পরিধি দর্শন করার জন্য); **অলক্ষিতাঃ**—দৈত্যদের অগোচরে।

অনুবাদ

এইভাবে হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের দ্বারা বার বার অস্বাভাবিকভাবে উপদ্রুত হওয়ায়, মানুষেরা বৈদিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। তার ফলে যজ্ঞভাগ না পেয়ে দেবতারাও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁরা তখন স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে দৈত্যদের অলক্ষিতভাবে, তাদের উপদ্রবের ক্ষয়ক্ষতি দর্শন করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ এবং দেবতা উভয়েরই মঙ্গল হয়। অসুরদের উপদ্রবের ফলে যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, তখন দেবতারা স্বভাবতই যজ্ঞের ফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন না। তাই তাঁরা পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষ কিভাবে উপদ্রুত হয়েছে তা দেখবার জন্য এবং কি করা কর্তব্য তা স্থির করার জন্য।

শ্লোক ১৭

হিরণ্যকশিপুর্ভ্রাতুঃ সম্পরেতস্য দুঃখিতঃ ।
কৃত্বা কটোদকাদীনি ভ্রাতৃপুত্রানসান্ত্বয়ৎ ॥ ১৭ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **সম্পরেতস্য**—মৃত; **দুঃখিতঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **কটোদক-আদীনি**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **ভ্রাতৃপুত্রান্**—ভ্রাতুষ্পুত্রদের; **অসান্ত্বয়ৎ**—সান্ত্বনা দিয়েছিল।

অনুবাদ

ভ্রাতার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, হিরণ্যকশিপু তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান করে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ১৮-১৯

শকুনিং শম্বরং ধৃষ্টিং ভূতসন্তাপনং বৃকম্ ।
কালনাভং মহানাভং হরিশ্মশ্রুমথোৎকচম্ ॥ ১৮ ॥
তন্মাতরং রুষাভানুং দিতিং চ জননীং গিরা ।
শ্লক্ষ্ণয়া দেশকালজ্ঞ ইদমাহ জনেশ্বর ॥ ১৯ ॥

শকুনিম্—শকুনি; **শম্বরম্**—শম্বর; **ধৃষ্টিম্**—ধৃষ্টি; **ভূত-সন্তাপনম্**—ভূতসন্তাপন; **বৃকম্**—বৃক; **কালনাভম্**—কালনাভ; **মহানাভম্**—মহানাভ; **হরিশ্মশ্রুম্**—হরিশ্মশ্রু; **অথ**—এবং; **উৎকচম্**—উৎকচ; **তৎ-মাতরম্**—তাদের মাতা; **রুষাভানুম্**—রুষাভানু; **দিতিম্**—দিতি; **চ**—এবং; **জননীম্**—মাতা; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত মধুর; **দেশ-কালজ্ঞঃ**—কাল এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে বুঝতে যে অত্যন্ত দক্ষ ছিল; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **জন-ঈশ্বর**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে ছিল একজন মস্ত বড় রাজনীতিজ্ঞ, তাই সে জানত কিভাবে স্থান এবং কাল অনুসারে আচরণ করতে হয়। মধুর বাক্যে সে শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু এবং উৎকচ নামক তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের এবং তাদের মাতা, তার ভ্রাতৃবধূ রুষাভানু এবং তার নিজ মাতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল।

শ্লোক ২০

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ
অম্বাম্ব হে বধূঃ পুত্রা বীরং মার্হথ শোচিতুম্ ।
রিপোরভিমুখে শ্লাঘ্যঃ শূরাণাং বধ ঈপ্সিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—হিরণ্যকশিপু বলেছিল; **অম্ব অম্ব**—হে মাতঃ; **হে**—হে; **বধূঃ**—হে ভ্রাতৃবধূ; **পুত্রাঃ**—হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ; **বীরম্**—বীর; **মা**—না; **অর্হথ**—

তোমাদের উপযুক্ত; **শোচিতুম্**—শোক করা; **রিপোঃ**—শত্রুর; **অভিমুখে**—সম্মুখে; **শ্লাঘ্যঃ**—প্রশংসনীয়; **শূরাণাম্**—যারা প্রকৃতপক্ষে মহান; **বধঃ**—বধ; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বলল—হে মাতঃ, হে ভ্রাতৃবধূ, হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, মহান বীরের মৃত্যুতে তোমরা শোক করো না, কারণ শত্রুর সম্মুখে বীরের মৃত্যু অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বাঞ্ছনীয়।

শ্লোক ২১

ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্মভিঃ ॥ ২১ ॥

ভূতানাম্—সমস্ত জীবদের; **ইহ**—এই জড় জগতে; **সংবাসঃ**—একত্রে বাস করে; **প্রপায়াম্**—পানীয় জলের স্থানে; **ইব**—সদৃশ; **সুব্রতে**—হে মাতঃ; **দৈবেন**—দৈবের আয়োজনে; **একত্র**—এক স্থানে; **নীতানাম্**—যাদের আনা হয়েছে; **উন্নীতানাম্**—যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে; **স্ব-কর্মভিঃ**—তাদের কর্মফলের দ্বারা।

অনুবাদ

হে মাতঃ, ভোজনশালায় অথবা পানশালায় যেমন পথিকেরা একত্রে মিলিত হয়, এবং জলপান করার পর তারা তাদের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে, তেমনই জীবেরা কোন পরিবারে একত্রে মিলিত হয়, এবং তারপর তাদের কর্মফল অনুসারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*গীতা* ৩/২৭) **সমস্ত জীবই প্রকৃতির পরিচালনা অনুসারে কর্ম করে, কারণ জড়** জগতে আমরা সকলেই দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীন। সমস্ত জীবেরা এই জড় জগতে

এসেছে কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের মতো উপভোগ করার বাসনা করেছে, এবং তাদের উপভোগের বাসনার মাত্রা অনুসারে তারা এখানে আবদ্ধ হয়েছে। জড় জগতের তথাকথিত পরিবার কয়েকটি ব্যক্তির একটি গৃহে তাদের কারাগারের মেয়াদ ভোগ করারই নামান্তর। অপরাধীদের দণ্ডভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, তারা কারাগারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারপর তারা যে যার নিজের গন্তব্যস্থলের অভিমুখে চলে যায়। তেমনই 'আমরাও আমাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য মিলিত হয়েছি এবং তারপর আমরা আমাদের নিজেদের গন্তব্য অভিমুখে চলে যাব। পরিবারের সদস্যদের মিলনকে নদীর তরঙ্গে ভাসমান খড়কুটার মিলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সমস্ত খড়কুটাগুলি নদীর আবর্তে ক্ষণিকের জন্য মিলিত হয়, তারপর তারা সেই তরঙ্গের আঘাতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনও তাদের আর মিলন হয় না।

হিরণ্যকশিপু যদিও ছিল দৈত্য, তবুও তার বৈদিক জ্ঞান এবং উপলব্ধি ছিল। এইভাবে সে যে তার মাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র আদি পরিবারের সদস্যদের উপদেশ দিয়েছে তা যথাযথ ছিল। শাস্ত্রজ্ঞানে দৈত্যদের অত্যন্ত উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু যেহেতু তারা ভগবানের সেবায় তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে না, তাই তাদের বলা হয় অসুর। কিন্তু দেবতারা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আচরণ করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল।" দেবতা হতে হলে অথবা দেবতাদের মতো হতে হলে, বৃত্তি নির্বিশেষে ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের চেষ্টা করা কর্তব্য।

শ্লোক ২২

নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ ।
ধত্তেঽসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥ ২২ ॥

নিত্যঃ—নিত্য; **আত্মা**—আত্মা; **অব্যয়ঃ**—অক্ষয়; **শুদ্ধঃ**—নির্মল; **সর্বগঃ**—জড় জগৎ অথবা চিৎ-জগতের যে কোন স্থানে যেতে সক্ষম; **সর্ববিৎ**—সর্বজ্ঞ; **পরঃ**—জড়

জগতের অতীত; **ধত্তে**—ধারণ করে; **অসৌ**—সেই আত্মা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **লিঙ্গম্**—দেহ; **মায়য়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **বিসৃজন্**—সৃষ্টি করে; **গুণান্**—বিবিধ জড় গুণ।

অনুবাদ

জীবাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ সে নিত্য এবং অব্যয়। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, সে জড় জগৎ অথবা চিৎ-জগতের যে কোন স্থানে যেতে পারে। সে পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বতোভাবে জড় দেহ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তার ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে, তাকে জড়া প্রকৃতির সৃষ্ট সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয় এবং তার ফলে তাকে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই আত্মার দেহত্যাগে শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে আত্মার স্থিতি বর্ণনা করেছে। আত্মা কখনই শরীর নয়, তা শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিত্য এবং অব্যয় হওয়ার ফলে আত্মার মৃত্যু নেই, কিন্তু সেই শুদ্ধ আত্মা যখন স্বতন্ত্রভাবে জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা করে, তখন তাকে জড়া প্রকৃতির বদ্ধ অবস্থায় স্থাপন করা হয় এবং তখন তাকে কোন একটি বিশেষ শরীর ধারণ করে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতাতেও* (১৩/২২) বর্ণনা করেছেন, *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু*—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে, জীব বিভিন্ন পরিবারে অথবা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জীব যখন জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়, যা ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি তাকে দান করে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) দেহটি ঠিক একটি যন্ত্রের মতো এবং জীব তার কর্ম অনুসারে কোন বিশেষ প্রকার যন্ত্র প্রাপ্ত হয়, যাতে সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইতস্তত ভ্রমণ করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানের শরণাগত হয়, ততক্ষণ তাকে এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হয়। (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। ভগবানের শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত বদ্ধ জীবকে জড়া প্রকৃতির আয়োজনে এক দেহ থেকে আর এক দেহে ভ্রমণ করতে হয়।

শ্লোক ২৩

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব ।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন; **অম্ভসা**—জলের দ্বারা; **প্রচলতা**—চঞ্চল; **তরবঃ**—(নদীর তটস্থিত) বৃক্ষসমূহ; **অপি**—ও; **চলাঃ**—চঞ্চল; **ইব**—যেন; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণেন**—ঘূর্ণিত হলে; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **চলতী**—ঘূর্ণায়মান; **ইব**—যেন; **ভূঃ**—ভূমি।

অনুবাদ

জল চঞ্চল হলে যেমন তীরস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলিও চঞ্চল বলে মনে হয়, তেমনই মানসিক বিকারের ফলে যখন চক্ষু ঘূর্ণিত হয়, তখন ভূমিও ঘুরছে বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মানসিক বিকারের ফলে ভূমি ঘুরছে বলে মনে হয়। মাতাল অথবা হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির এই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে। তেমনই গতিশীল নদীর জলে প্রতিবিম্বিত তীরস্থিত বৃক্ষগুলিকেও গতিশীল বলে মনে হয়। এগুলি মায়ার ক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে জীব অচল এবং স্থির (*স্থাণুরচলোঽয়ম্*)। জীব জন্মগ্রহণ করে না এবং তার মৃত্যু হয় না, কিন্তু নশ্বর সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের ফলে, মনে হয় যেন জীব এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাচ্ছে অথবা তার মৃত্যু হয়েছে এবং চিরকালের জন্য সে চলে গেছে। মহান বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ পণ্ডিত বলেছেন—

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।
মায়গ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

প্রেমবিবর্তের এই উক্তি অনুসারে জীব যখন জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তার অবস্থা ঠিক একটি পিশাচীগ্রস্ত মানুষের মতো হয়। তাই মানুষের বোঝা উচিত যে, আত্মার স্থিতি কিভাবে স্থির এবং জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের দ্বারা শোক ও মোহের প্রভাবে বিভিন্ন শরীরে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে কিভাবে বাহিত হচ্ছে। মানুষ যখন তার আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে জড়া প্রকৃতির দ্বারা (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*) সৃষ্ট বিভিন্ন অবস্থায় অবিচলিত থাকে, তখন তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ২৪

এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণে মনস্যবিকলঃ পুমান্ ।
যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণে**—যখন বিচলিত হয়; **মনসি**—মন; **অবিকলঃ**—পরিবর্তনহীন; **পুমান্**—জীব; **যাতি**—যায়; **তৎ-সাম্যতাম্**—মনের চঞ্চলতার মতো অবস্থা; **ভদ্রে**—হে মাতঃ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অলিঙ্গঃ**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর রহিত; **লিঙ্গবান্**—জড় দেহ সমন্বিত; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

হে মাতঃ, তেমনই মন যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হয়, তখন জীব যদিও সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের বিভিন্ন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তবুও মনে করে যে, সে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ কফ, পিত্ত এবং বায়ুর দ্বারা রচিত দেহটিকে তার আত্মা বলে মনে করে, তার শরীর থেকে উপজাত অন্য শরীরগুলিকে তার আত্মীয়স্বজন বলে মনে করে, তার জন্মস্থানকে পূজনীয় বলে মনে করে এবং যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গ করার পরিবর্তে কেবল স্নান করার জন্য যায়, সে একটি গরু অথবা গাধার মতো।" হিরণ্যকশিপু যদিও ছিল এক মহাদৈত্য, তবুও সে আধুনিক যুগের মানুষদের মতো মূর্খ ছিল না। আত্মা এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর সম্বন্ধে তার স্পষ্ট জ্ঞান ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষেরা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, প্রায় সকলেই, এমন কি বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য নেতাদেরও জড় দেহ এবং আত্মার পার্থক্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। শাস্ত্রে এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত জীবনের নিন্দা করা হয়েছে। *স এব গোখরঃ*—এই প্রকার ব্যক্তিরা গরু অথবা গাধার মতো।

হিরণ্যকশিপু তার আত্মীয়দের উপদেশ দিয়েছে যে, যদিও তার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের স্থূল দেহের মৃত্যু হয়েছে এবং সেই জন্য তারা শোক করছে, তবুও হিরণ্যাক্ষের মহান আত্মার জন্য তাদের শোক করা উচিত নয়, কারণ সে ইতিমধ্যেই তার পরবর্তী গতি প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা সর্বদাই অপরিবর্তনীয় (*অবিকলঃ পুমান্*)। আমরা আত্মা, কিন্তু মানসিক কার্যকলাপের দ্বারা (মনোধর্মের দ্বারা) যখন আমরা পরিচালিত হই, তখন আমাদের জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তা সাধারণত হয় অভক্তদের। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—অভক্তদের অনেক জড় গুণ থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা মূর্খ তাই তাদের কোন ভাল গুণই নেই। জড় জগতে বদ্ধ জীবদের উপাধিগুলি মৃতদেহের অলঙ্কারের মতো। আত্মা সম্বন্ধে এবং এই জড় জগতের প্রভাবের ঊর্ধ্বে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বদ্ধ জীবের কোন জ্ঞান নেই।

শ্লোক ২৫-২৬

এষ আত্মবিপর্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা ।
এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্মসংসৃতিঃ ॥ ২৫ ॥
সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ ।
অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই; **আত্ম-বিপর্যাসঃ**—জীবের মোহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অলিঙ্গে**—যার জড় দেহ নেই; **লিঙ্গভাবনা**—দেহ অভিমান; **এষঃ**—এই; **প্রিয়**—যারা অত্যন্ত প্রিয় তাদের সঙ্গে; **অপ্রিয়ৈঃ**—এবং যারা প্রিয় নয় (শত্রু, অনাত্মীয় ইত্যাদি) তাদের সঙ্গে; **যোগঃ**—সংযোগ; **বিয়োগঃ**—বিচ্ছেদ; **কর্ম**—কর্মফল; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **সম্ভবঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **চ**—এবং; **বিনাশঃ**—এবং মৃত্যুবরণ করে; **চ**—এবং; **শোকঃ**—শোক; **চ**—এবং; **বিবিধঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **স্মৃতঃ**—শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে; **অবিবেকঃ**—বিবেকের অভাব; **চ**—এবং; **চিন্তা**—উদ্বেগ; **চ**—ও; **বিবেক**—যথাযথ বিবেকের; **অস্মৃতিঃ**—বিস্মৃতি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

জীব মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তার দেহ এবং মনকে আত্মা বলে মনে করে, কোন ব্যক্তিকে তার আপন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে পর বলে মনে করে। এই ভ্রান্তির ফলে সে দুঃখভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে তার এই মনোভাবই এই জড় জগতে

তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের কারণ। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন চেতনায় কার্য করতে হয়, এবং তার ফলে নতুন দেহের সৃষ্টি হয়। এই নিরন্তর জড়-জাগতিক জীবনকে বলা হয় সংসার। এই সংসারের ফলেই জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ ও চিন্তার উদয় হয়। এইভাবে কখনও আমাদের বিবেকের উদয় হয় এবং কখনও আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হই।

শ্লোক ২৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত ॥ ২৭ ॥

অত্র—এই সম্পর্কে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **উদাহরন্তি**—দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ইতিহাসের; **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **যমস্য**—যমরাজের, যিনি মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার করেন; **প্রেত-বন্ধূনাম্**—মৃত ব্যক্তির বন্ধুদের; **সংবাদম্**—আলোচনা; **তম্**—তা; **নিবোধত**—বুঝতে চেষ্টা কর।

অনুবাদ

এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এতে যমরাজ এবং মৃত ব্যক্তির বান্ধবদের আলোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দয়া করে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ইতিহাসং পুরাতনম্ শব্দ দুইটির অর্থ 'প্রাচীন ইতিহাস'। পুরাণগুলি কালের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়নি, সেগুলি পুরাকালের বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত *পুরাণের* সার *মহাপুরাণ*। মায়াবাদীরা *পুরাণকে* স্বীকার করে না, কিন্তু শ্রীল মধ্বাচার্য এবং অন্যান্য মহাজনেরা সেগুলিকে পৃথিবীর প্রামাণিক ইতিহাসরূপে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ২৮

উশীনরেষ্বভূদ্‌রাজা সুযজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ ।
সপত্নৈর্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়স্তমুপাসত ॥ ২৮ ॥

উশীনরেষু—উশীনর নামক রাজ্যে; **অভূৎ**—ছিলেন; **রাজা**—এক রাজা; **সুযজ্ঞঃ**—সুযজ্ঞ; **ইতি**—এই প্রকার; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **সপত্নৈঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **নিহতঃ**—নিহত; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন; **তম্**—তাঁকে; **উপাসত**—চারদিক বেষ্টন করে উপবেশন করেছিল।

অনুবাদ

উশীনর নামক রাজ্যে সুযজ্ঞ নামক এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদের হস্তে নিহত হলে, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর মৃতদেহের চারদিকে বেষ্টন করে শোক করছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩১

বিশীর্ণরত্নকবচং বিভ্রষ্টাভরণস্রজম্ ।
শরনির্ভিন্নহৃদয়ং শয়ানমসৃগাবিলম্ ॥ ২৯ ॥
প্রকীর্ণকেশং ধ্বস্তাক্ষং রভসা দষ্টদচ্ছদম্ ।
রজঃকুণ্ঠমুখাম্ভোজং ছিন্নায়ুধভুজং মৃধে ॥ ৩০ ॥
উশীনরেন্দ্রং বিধিনা তথা কৃতং
পতিং মহিষ্যঃ প্রসমীক্ষ্য দুঃখিতাঃ ।
হতাঃ স্ম নাথেতি করৈরুরো ভৃশং
ঘ্নন্ত্যো মুহুস্তৎপদয়োরুপাপতন্ ॥ ৩১ ॥

বিশীর্ণ—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; **রত্ন**—রত্ননির্মিত; **কবচম্**—রক্ষা কবচ; **বিভ্রষ্ট**—ভ্রষ্ট হয়েছে; **আভরণ**—অলঙ্কার; **স্রজম্**—মালা; **শর-নির্ভিন্ন**—বাণের দ্বারা বিদ্ধ; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **শয়ানম্**—শায়িত; **অসৃক্-আবিলম্**—রক্তাক্ত; **প্রকীর্ণ-কেশম্**—বিক্ষিপ্ত কেশপাশ; **ধ্বস্ত-অক্ষম্**—নিষ্প্রভ চক্ষু; **রভসা**—ক্রোধে; **দষ্ট**—দংশিত; **দচ্ছদম্**—অধর; **রজঃকুণ্ঠ**—ধূলিধূসরিত; **মুখাম্ভোজম্**—তার মুখ, যা পূর্বে পদ্মসদৃশ সুন্দর ছিল; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **আয়ুধ-ভুজম্**—তার বাহু এবং অস্ত্র; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **উশীনর-ইন্দ্রম্**—উশীনর রাজ্যের প্রভু; **বিধিনা**—দৈববশত; **তথা**—এইভাবে; **কৃতম্**—এই অবস্থা প্রাপ্ত; **পতিম্**—পতিকে; **মহিষ্যঃ**—মহিষীগণ; **প্রসমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দুঃখিতাঃ**—অত্যন্ত দুঃখিতা; **হতাঃ**—নিহত; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **নাথ**—হে প্রভু; **ইতি**—এইভাবে; **করৈঃ**—হস্তের দ্বারা; **উরঃ**—বক্ষঃস্থল; **ভৃশম্**—নিরন্তর; **ঘ্নন্ত্যঃ**—আঘাত করে; **মুহুঃ**—বার বার; **তৎ-পদয়োঃ**—রাজার পায়ে; **উপাপতন্**—পতিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর রত্নময় কবচ বিশীর্ণ হয়েছিল এবং আভরণ ও মালা স্থানচ্যুত হয়েছিল, তাঁর কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং চক্ষুদ্বয় নিষ্প্রভ হয়েছিল, এইভাবে শত্রুর বাণের দ্বারা হৃদয় নির্ভিন্ন হয়ে নিহত সেই রাজার রুধিরাপ্লুত কলেবর যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ছিল। মৃত্যুর সময় রাজা তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অধর দংশন করেছিলেন এবং তাঁর দাঁত সেইভাবেই ছিল। তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল এখন কালো হয়ে গেছে এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলায় ধূসরিত। তাঁর বাহু এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহারাজ উশীনরের মহিষীরা তাঁদের স্বামীর মৃতদেহ দর্শন করে ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন, "হে নাথ, তুমি নিহত হয়েছ, আমরাও হত হয়েছি।" বার বার এইভাবে আক্ষেপ করে তাঁরা তাঁদের বক্ষে আঘাত করতে করতে তাঁর পায়ে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *রভসা দষ্টদচ্ছদম্* শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, মৃত রাজা যুদ্ধ করার সময় ক্রোধে তাঁর অধর দংশন করে বীর্য প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধির বিধানে (*বিধিনা*) তিনি নিহত হয়েছিলেন। তা প্রমাণ করে যে আমরা দৈবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের নিজেদের শক্তি বা প্রচেষ্টা চরম নয়। তাই ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত স্থিতি আমাদের স্বীকার করা উচিত।

শ্লোক ৩২

রুদত্য উচ্চৈর্দয়িতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
সিঞ্চন্ত্য অস্রৈঃ কুচকুঙ্কুমারুণৈঃ ।
বিস্রস্তকেশাভরণাঃ শুচং নৃণাং
সৃজন্ত্য আক্রন্দনয়া বিলেপিরে ॥ ৩২ ॥

রুদত্যঃ—ক্রন্দন করে; **উচ্চৈঃ**—অতি উচ্চস্বরে; **দয়িত**—তাঁদের প্রিয় পতির; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—পাদপদ্ম; **সিঞ্চন্ত্যঃ**—সিক্ত করে; **অস্রৈঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **কুচ-কুঙ্কুম-অরুণৈঃ**—তাদের বক্ষের কুমকুমের দ্বারা রক্তিম; **বিস্রস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **কেশ**—কেশ; **আভরণাঃ**—এবং অলঙ্কার; **শুচম্**—শোক; **নৃণাম্**—মানুষদের; **সৃজন্ত্যঃ**—সৃষ্টি করে; **আক্রন্দনয়া**—অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করতে করতে; **বিলেপিরে**—বিলাপ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহিষীরা যখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন তাঁদের অশ্রুধারা তাঁদের কুচ-কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে তাঁদের পতির পাদপদ্মে পতিত হয়েছিল। তাঁদের কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং অলঙ্কার খসে পড়েছিল। এইভাবে তাঁরা সকলের অন্তরে শোক উৎপাদন করে তাঁদের পতির মৃত্যুতে বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

অহো বিধাত্রাকরুণেন নঃ প্রভো
ভবান্ প্রণীতো দৃগগোচরাং দশাম্ ।
উশীনরাণামসি বৃত্তিদঃ পুরা
কৃতোঽধুনা যেন শুচাং বিবর্ধনঃ ॥ ৩৩ ॥

অহো—হায়; বিধাত্রা—বিধাতার দ্বারা; অকরুণেন—যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর; নঃ—আমাদের; প্রভু—হে প্রভো; ভবান্—আপনি; প্রণীতঃ—নিয়ে গেছে; দৃক্—দৃষ্টির; অগোচরাম্—সীমার অতীত; দশাম্—অবস্থায়; উশীনরাণাম্—উশীনরবাসীদের; অসি—আপনি ছিলেন; বৃত্তিদঃ—জীবিকা প্রদানকারী; পুরা—পূর্বে; কৃতঃ—সমাপ্ত; অধুনা—এখন; যেন—যার দ্বারা; শুচাম্—শোকে; বিবর্ধনঃ—বর্ধন করে।

অনুবাদ

হে প্রভু, নিষ্ঠুর বিধাতা আপনাকে আমাদের চক্ষুর অগোচরে নিয়ে গেছে। পূর্বে আপনি উশীনরবাসীদের বৃত্তি প্রদান করে পালন করতেন এবং তার ফলে তারা সুখী ছিল, কিন্তু এখন আপনার এই অবস্থা তাদের শোকের কারণ হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

ত্বয়া কৃতজ্ঞেন বয়ং মহীপতে
কথং বিনা স্যাম সুহৃত্তমেন তে ।
তত্রানুযানং তব বীর পাদয়োঃ
শুশ্রূষতীনাং দিশ যত্র যাস্যসি ॥ ৩৪ ॥

ত্বয়া—আপনি; **কৃতজ্ঞেন**—অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; **বয়ম্**—আমরা; **মহীপতে**—হে রাজন্; **কথম্**—কিভাবে; **বিনা**—ব্যতীত; **স্যাম**—বেঁচে থাকব; **সুহৃৎ-তমেন**—আমাদের পরম সুহৃদ; **তে**—আপনার; **তত্র**—সেখানে; **অনুযানম্**—অনুগমন করে; **তব**—আপনার; **বীর**—হে বীর; **পাদয়োঃ**—শ্রীপাদপদ্মের; **শুশ্রূষতীনাম্**—যারা সেবায় যুক্ত; **দিশ**—কৃপা করে আদেশ করুন; **যত্র**—যেখানে; **যাস্যসি**—আপনি যাবেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে বীর, আপনি আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পতি এবং পরম সুহৃৎ ছিলেন। আপনাকে ছাড়া আমরা কিভাবে প্রাণ ধারণ করব? হে বীর, আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমাদেরও সেই স্থানে অনুগমন করতে আদেশ করুন। আমরা সেখানে গিয়ে আপনার পদদ্বয়ের সেবা করব। আমাদেরও আপনি আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন!

তাৎপর্য

পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজারা সাধারণত বহু পত্নীকে বিবাহ করতেন, এবং রাজার মৃত্যুর পর, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে, সমস্ত মহিষীরা তাঁর সহমৃতা হতেন। পাণ্ডবদের পিতা মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের মাতা কুন্তী এবং নকুল ও সহদেবের মাতা মাদ্রী—উভয়েই তাঁর সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন। তারপর তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, শিশু-পুত্রদের লালন-পালনের জন্য কুন্তী জীবিত থাকবেন, এবং মাদ্রী পতির সহমৃতা হবেন। এই সহমরণের প্রথা ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্বকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল, কিন্তু পরে কলিযুগের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায়, ক্রমশ পত্নীদের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়াতে এই প্রথা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গত পঞ্চাশ বছরে আমি দেখেছি যে, একজন ডাক্তারের পত্নী তাঁর পতির মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় সহমৃতা হয়েছিলেন। পতি এবং পত্নী উভয়কেই শোভাযাত্রা সহকারে শোকযানে করে নিয়ে যাওয়া হত। পতির প্রতি পতিব্রতা পত্নীর এই প্রকার গভীর প্রেম একটি বিশেষ আদর্শ।

শ্লোক ৩৫

এবং বিলপতীনাং বৈ পরিগৃহ্য মৃতং পতিম্ ।
অনিচ্ছতীনাং নির্হারমর্কোঽস্তং সংন্যবর্তত ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিলপতীনাম্**—শোকার্তা রানীদের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পরিগৃহ্য**—কোলে করে; **মৃতম্**—মৃত; **পতিম্**—পতিকে; **অনিচ্ছতীনাম্**—ইচ্ছা না করে; **নির্হারম্**—দাহ করার জন্য মৃতদেহ নিয়ে যেতে; **অর্কঃ**—সূর্য; **অস্তম্**—অস্তাচলে; **সংন্যবর্তত**—গমন করলেন।

অনুবাদ

যদিও মৃতদেহ দাহ করার জন্য সময় উপযুক্ত ছিল, কিন্তু মহিষীরা তা নিয়ে যেতে না দিয়ে, তাঁদের মৃত পতিকে কোলে করে বিলাপ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্তাচলে গমন করলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, যদি কারও দিনের বেলা মৃত্যু হয়, তা হলে সেই মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ করা হোক অথবা সমাধিস্থ করা হোক, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই সম্পন্ন করা উচিত, এবং কারও যদি রাত্রিবেলা মৃত্যু হয়, তা হলে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করা উচিত। আপাতদৃষ্টিতে রানীরা মৃত দেহটির জন্য শোক করছিলেন, যা ছিল কেবল জড় পদার্থ, এবং তাঁরা তা দাহ করার জন্য নিয়ে যেতে দিচ্ছিলেন না। এটি মূর্খ ব্যক্তিদের দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত মোহের বন্ধনের প্রকাশ। স্ত্রীদের সাধারণত অল্পবুদ্ধি বলে মনে করা হয়। কেবল অজ্ঞানের ফলেই মহিষীরা মৃত দেহটিকে তাদের পতি বলে মনে করেছিলেন, এবং মনে করেছিলেন যে, যদি দেহটিকে তাঁরা আগলে রাখতে পারেন, তা হলে তাঁদের পতিও তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। এই ধরনের দেহাত্মবুদ্ধি অবশ্যই *গোখর*—গরু এবং গাধাদের মনোবৃত্তি। আমরা দেখেছি যে, কখনও বাছুর মরে গেলে গোয়ালারা সেই বাছুরের ছাল দিয়ে একটি খড়ের দেহ বানিয়ে তা গরুর কাছে নিয়ে এসে গরুটিকে বোকা বানায়। গাভীটি তখন সেই বাছুরের ছাল লাগানো কাঠামোটি চাটতে থাকে এবং সেই বাছুরটিকে নিমিত্ত করে দুধ দেয়, নতুবা সে দুধ দিত না। শাস্ত্রে এই জন্যই দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন মূর্খ মানুষদের একটি গরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেবল মূর্খ স্ত্রী এবং পুরুষেরাই তাদের দেহটিকে আত্মা বলে মনে করে না, আমরা দেখেছি যে তথাকথিত যোগীর মৃত্যুর পর, তার শিষ্যেরা তাদের গুরু সমাধিস্থ হয়েছে বলে মনে করে তার মৃতদেহটি বহুদিন ধরে রেখে দেয়। যখন দেহটি পচতে শুরু করে এবং দুর্ভাগ্যবশত দুর্গন্ধ তার যোগসিদ্ধিকে পরাভূত করে, তখন সেই তথাকথিত যোগীর মৃত দেহটিকে তার শিষ্যেরা দাহ করার অনুমতি দেয়। মূর্খদের মধ্যে এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, যাদের গরু

এবং গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আজকাল বড় বড় সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা মৃতদেহগুলি ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখছে যাতে ভবিষ্যতে সেগুলি আবার বেঁচে উঠতে পারে। হিরণ্যকশিপু যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি বর্ণনা করেছে, তা নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ বছর আগে ঘটেছিল, কারণ হিরণ্যকশিপু লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিল আর এই ঘটনাটি তার কাছে ইতিহাস। অর্থাৎ সেই ঘটনাটি নিশ্চয়ই হিরণ্যকশিপুর জন্মের বহু পূর্বে ঘটেছিল, কিন্তু এখনও সেই একই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত মূর্খতা রয়েছে। কেবল অনভিজ্ঞ জনসাধারণই নয়, বৈজ্ঞানিকেরাও মনে করে যে, হিমায়িত দেহগুলি তারা বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

রানীরা মৃতদেহটি দাহ করার জন্য দিতে চাইছিল না, কারণ তাঁদের পতির সহমৃতা হতে তাঁদের ভয় ছিল।

শ্লোক ৩৬

তত্র হ প্রেতবন্ধূনামাশ্রুত্য পরিদেবিতম্ ।
আহ তান্ বালকো ভূত্বা যমঃ স্বয়মুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেখানে; হ—নিশ্চিতভাবে; প্রেত-বন্ধূনাম্—মৃত রাজার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **পরিদেবিতম্**—উচ্চস্বরে বিলাপ (তা এতই উচ্চ ছিল যে যমালয় থেকে তা শোনা গিয়েছিল); **আহ**—বলেছিলেন; **তান্**—তাঁদের (শোকসন্তপ্ত রানীদের); **বালকঃ**—একটি বালক; **ভূত্বা**—হয়ে; **যমঃ**—যমরাজ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপাগতঃ**—এসে।

অনুবাদ

রানীরা যখন রাজার মৃত শরীরের জন্য বিলাপ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন যমালয় থেকেও যমরাজ তা শুনতে পেয়েছিলেন। একটি বালকের রূপ ধারণ করে, যমরাজ স্বয়ং মৃত রাজার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যমরাজের বিচার অনুসারে জীবকে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য আর এক দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু পূর্বের দেহটি দাহ বা অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বদ্ধ জীবাত্মার অন্য শরীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। জীব

তার পূর্ব শরীরটির প্রতি এত আসক্ত থাকে যে, সেই দেহটি ত্যাগ করার পরেও সে অন্য আর একটি দেহে প্রবেশ করতে চায় না, এবং ততক্ষণ তাকে প্রেত হয়ে থাকতে হয়। মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়, তা হলে যমরাজ তাকে স্বস্তি দান করার জন্য অন্য শরীর প্রদান করেন। যেহেতু রাজার শরীরের সেই জীবাত্মা তার দেহের প্রতি আসক্ত ছিল, তাই সে প্রেতরূপে বিচরণ করছিল, এবং তাই যমরাজ তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তার শোকগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনদের উপদেশ দেওয়ার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। যমরাজ একটি শিশুরূপে তাদের কাছে এসেছিলেন, কারণ শিশুকে কোন স্থানে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় না, এমন কি রাজপ্রাসাদেও নয়। আর তা ছাড়া সেই শিশুটি দার্শনিক উপদেশ দিচ্ছিলেন। কোন শিশু যখন দার্শনিক তত্ত্ব উপদেশ দেয়, মানুষ তা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে।

শ্লোক ৩৭

শ্রীযম উবাচ

অহো অমীষাং বয়সাধিকানাং
বিপশ্যতাং লোকবিধিং বিমোহঃ ।
যত্রাগতস্তত্র গতং মনুষ্যং
স্বয়ং সধর্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-যমঃ উবাচ—শ্রীযমরাজ বললেন; **অহো**—হায়; **অমীষাম্**—এদের; **বয়সা**—বয়স্ক; **অধিকানাম্**—অধিক; **বিপশ্যতাম্**—প্রতিদিন দেখছে; **লোক-বিধিম্**—প্রকৃতির নিয়ম (যে সকলেরই মৃত্যু হয়); **বিমোহঃ**—মোহ; **যত্র**—যেখান থেকে; **আগতঃ**—এসেছে; **তত্র**—সেখানে; **গতম্**—ফিরে যায়; **মনুষ্যম্**—মানুষ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সধর্মাঃ**—সম প্রকৃতি (মরণশীল); **অপি**—যদিও; **শোচন্তি**—তারা শোক করে; **অপার্থম্**—বৃথা।

অনুবাদ

শ্রীযমরাজ বললেন—আহা, কি আশ্চর্য! এরা যদিও আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, এরা ভালভাবেই জানে যে, শত-সহস্র জীবদের জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে। তাই তাদের বোঝা উচিত যে তাদেরও মৃত্যু হবে, কিন্তু তবুও তারা মোহাচ্ছন্ন। বদ্ধ জীবাত্মা এক অজ্ঞাত স্থান থেকে আসে এবং মৃত্যুর পর সেই

অপরিচিত স্থানে পুনরায় ফিরে যায়। প্রকৃতির এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও এরা কেন বৃথা শোক করছে?

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (২/২৮) ভগবান বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

"হে ভারত, সমস্ত সৃষ্ট জীব উৎপন্ন হওয়ার আগে অপ্রকাশিত ছিল, তাদের স্থিতিকালে প্রকাশিত থাকে এবং বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত হয়ে যায়। সুতরাং সেই জন্য শোক করার কি প্রয়োজন?"

দুই শ্রেণীর দার্শনিক রয়েছে, তাদের একদল আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং অন্য দলটি তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শোক করার কোন কারণ নেই। বৈদিক জ্ঞানের অনুগামীরা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের নাস্তিক বলেন। তর্কের খাতিরে যদি নাস্তিক মতবাদকে স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তা হলেও তাতে শোক করার কোন কারণ নেই। আত্মার পৃথক অস্তিত্ব ছাড়াও সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত জড় উপাদানগুলি অব্যক্ত ছিল। সেই সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থা থেকে সব কিছু ব্যক্ত হয়েছে, যেমন আকাশ থেকে বায়ু, এবং ক্রমশ বায়ু থেকে অগ্নির উৎপত্তি হয়েছে, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে মাটি প্রকাশিত হয়েছে। মাটি থেকে বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন একটি বিশাল গগনচুম্বী অট্টালিকা মাটিরই রূপান্তর। তারপর যখন তা ভেঙ্গে ফেলা হবে, তখন তার রূপটি অব্যক্তভাবে এবং তার উপাদানগুলি চরম স্তরে পরমাণুরূপে থাকবে। শক্তির সংরক্ষণের নিয়ম সর্বদাই বর্তমান—শক্তির কখনও ক্ষয় হয় না, কিন্তু কালের প্রভাবে তা ব্যক্ত হয় এবং অব্যক্ত হয়—এটিই কেবল পার্থক্য। অতএব ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত অবস্থায় শোকের কি কারণ রয়েছে? এমন কি অব্যক্ত অবস্থাতেও কোন কিছু হারিয়ে যায় না। সৃষ্টির পূর্বে এবং বিনাশের পর, সমস্ত উপাদানগুলি অব্যক্ত থাকে, এবং তার ফলে জড়-জাগতিক বিচারেও কিছু যায় আসে না।

আমরা যদি *ভগবদ্‌গীতার* বৈদিক সিদ্ধান্ত (*অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ*) স্বীকার করি, তা হলে কালক্রমে সমস্ত জড় দেহগুলি নষ্ট হয়ে যাবে (*নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*), কিন্তু আত্মা নিত্য। তা হলে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, দেহটি একটি বস্ত্রের মতো; অতএব বস্ত্রের পরিবর্তনের জন্য শোক করার কি প্রয়োজন? নিত্য আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে জড় দেহের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।

তা অনেকটা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নে আমরা মনে করতে পারি যে, আমরা আকাশে উড়ছি অথবা রাজার রথে বসে রয়েছি। কিন্তু আমরা যখন জেগে উঠি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, আমরা আকাশে উড়িনি, রাজার রথেও চড়িনি। বৈদিক জ্ঞান জড় দেহের অনিত্যত্বের ভিত্তিতে আত্মজ্ঞান লাভের অনুপ্রেরণা প্রদান করে। তাই, আত্মায় বিশ্বাস করা হোক অথবা না করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই দেহের বিনাশের জন্য শোক করার কোন কারণ নেই।

মহাভারতে বলা হয়েছে, *অদর্শনাদিহায়াতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ*। এই উক্তিটি নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের যে মতবাদ—মাতৃগর্ভে শিশু সজীব নয়, তা জড় পদার্থ মাত্র—সেই মতবাদটিকে সমর্থন করতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে, শল্য চিকিৎসার সময় যদি একটি জড় পদার্থের পিণ্ড কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে কাউকে হত্যা করা হয় না। মাতৃজঠরে শিশু একটি টিউমারের মতো মাংসপিণ্ড, এবং টিউমার কেটে ফেলা হলে যেমন তার ফলে কোন পাপ হয় না, তেমনই ভ্রূণহত্যার ফলেও কোন পাপ হয় না। এই যুক্তিটি রাজা এবং তাঁর পত্নীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাজার দেহটি অব্যক্ত উৎস থেকে ব্যক্ত হয়েছে, এবং পুনরায় তা অব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্ত অবস্থা যেহেতু দুই অব্যক্ত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা, তাই সেই ব্যক্ত দেহটির জন্য ক্রন্দন করার কি প্রয়োজন?

শ্লোক ৩৮

অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র
ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ ।
অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ
স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে ॥ ৩৮ ॥

অহো—আহা; **বয়ম্**—আমরা; **ধন্য-তমাঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **যৎ**—যেহেতু; **অত্র**—এখন; **ত্যক্তাঃ**—অরক্ষিত, একলা; **পিতৃভ্যাম্**—মাতা এবং পিতার দ্বারা; **ন**—না; **বিচিন্তয়ামঃ**—দুশ্চিন্তা করি; **অভক্ষ্যমাণাঃ**—খেয়ে ফেলেনি; **অবলাঃ**—অত্যন্ত দুর্বল; **বৃকাদিভিঃ**—ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তুদের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **রক্ষিতা**—রক্ষা করবেন; **রক্ষতি**—তিনি রক্ষা করেছেন; **যঃ**—যিনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **গর্ভে**—জঠরে।

অনুবাদ

এই বয়স্কা রমণীদের যে আমাদের মতো জ্ঞানও নেই তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমরা অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ আমরা আমাদের পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অসহায় শিশু হলেও ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা আমাদের খেয়ে ফেলেনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, যিনি আমাদের মাতৃগর্ভে রক্ষা করেছিলেন, তিনিই সর্বত্র আমাদের রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সকলকে রক্ষা করেন এবং জীবের ভোগ করার বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করেন। সব কিছুই সাধিত হয় ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। তাই জীবের জন্ম এবং মৃত্যুতে শোক করা উচিত নয়, যার আয়োজন ভগবান নিজেই করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতির উদয় হয়।" অন্তর্যামী ভগবানের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা কর্তব্য, কিন্তু বদ্ধ জীব যেহেতু স্বাধীনভাবে আচরণ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে স্বাধীনভাবে আচরণ করার এবং তার ফলে কি হয় তা বোঝার সুযোগ দেন। ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—'অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" ভগবানের এই আদেশ যে পালন করে না, তাকে এই জড় জগতে জড় সুখভোগের সুযোগ দেওয়া হয়। বদ্ধ জীবকে বাধা না দিয়ে ভগবান তাকে সুখভোগ করার সুযোগ দেন, যাতে বহু বহু জন্মের পর (*বহূনাং জন্মনামন্তে*) সে নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য।

শ্লোক ৩৯

য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরং নিগ্রহসঙ্গ্রহে প্রভুঃ ॥ ৩৯ ॥

যঃ—যে; **ইচ্ছয়া**—তাঁর ইচ্ছার দ্বারা (কারও দ্বারা বাধ্য না হয়ে); **ঈশঃ**—পরম নিয়ন্তা; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ইদম্**—এই (জড় জগৎ); **অব্যয়ঃ**—তিনি যেমন ঠিক তেমনভাবে থেকে (এত সমস্ত জড় সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তাঁর নিজের অস্তিত্ব না হারিয়ে); **যঃ**—যিনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রক্ষতি**—পালন করেন; **অবলুম্পতে**—ধ্বংস করেন; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **তস্য**—তাঁর; **অবলাঃ**—হে দীন স্ত্রীগণ; **ক্রীড়নম্**—খেলা; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন; **ঈশিতুঃ**—ভগবানের; **চর-অচরম্**—চর এবং অচর; **নিগ্রহ**—বিনাশে; **সঙ্গ্রহে**—অথবা রক্ষণে; **প্রভুঃ**—পূর্ণরূপে সমর্থ।

অনুবাদ

বালকটি সেই রমণীদের সম্বোধন করে বললেন—হে অবলাগণ! অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছার দ্বারাই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার হয়। এটিই বেদের বাণী। চরাচরাত্মক এই বিশ্ব ঠিক তাঁর খেলনার মতো। তিনি পরমেশ্বর, তাই সৃষ্টি ও সংহার উভয় কার্যেই তিনি পূর্ণরূপে সমর্থ।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে মহিষীরা যুক্তি উত্থাপন করতে পারতেন, "ভগবান যদি আমাদের পতিকে গর্ভে রক্ষা করে থাকেন, তা হলে তিনি কেন তাকে এখন রক্ষা করেননি?" এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, *য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ।* ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেউ কোন তর্ক করতে পারে না। ভগবান সর্বদাই ইচ্ছাময়, এবং তাই তিনি রক্ষা করতে পারেন এবং সংহারও করতে পারেন। তিনি আমাদের আজ্ঞাকারী দাস নন; তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। কারও অনুরোধে ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন না, এবং তাই তাঁর ইচ্ছার ফলেই তিনি সব কিছু ধ্বংস করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব। কেউ যদি তর্ক উত্থাপন করে, "কেন তিনি এইভাবে আচরণ করেন?" তার উত্তর হচ্ছে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। কেউই তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে পারে না। কেউ যদি তর্ক উত্থাপন করে, "এই পাপময় সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?" তার উত্তর হচ্ছে যে, ভগবান তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রমাণ করার জন্য যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, এবং সেই সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারে না। যদি তাঁকে আমাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় কেন তিনি এভাবে এটা করেন এবং ওভাবে ওটা করেন না, তা হলে তাঁর পরমেশ্বরত্ব খর্ব হত।

শ্লোক ৪০

পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি ।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি ॥ ৪০ ॥

পথি—জনপথে; **চ্যুতম্**—পতিত বস্তু; **তিষ্ঠতি**—থাকে; **দিষ্ট-রক্ষিতম্**—ভাগ্য বা দৈব কর্তৃক রক্ষিত; **গৃহে**—গৃহে; **স্থিতম্**—অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও; **তৎ-বিহতম্**—ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা আহত; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়; **জীবতি**—জীবিত থাকে; **অনাথঃ অপি**—রক্ষকবিহীন হওয়া সত্ত্বেও; **তৎ-ঈক্ষিতঃ**—ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হলে; **বনে**—বনে; **গৃহে**—গৃহে; **অভিগুপ্তঃ**—পূর্ণরূপে সুরক্ষিত; **অস্য**—এটির; **হতঃ**—আহত; **ন**—না; **জীবতি**—জীবিত থাকে।

অনুবাদ

কখনও কখনও মানুষের ধন রাস্তায় যেখানে সকলে দেখতে পায় সেইখানে হারিয়ে গেলেও, ভাগ্যের ফলে রক্ষিত হয় এবং অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। এইভাবে সে তার হারিয়ে যাওয়া ধন ফিরে পায়। পক্ষান্তরে, ভগবান যদি রক্ষা না করেন, তা হলে ঘরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষিত ধনও হারিয়ে যায়। ভগবান যদি রক্ষা করেন, তা হলে বনের মধ্যে অসহায় ব্যক্তিও জীবিত থাকে, আবার গৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয় এবং কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

তাৎপর্য

এগুলি ভগবানের পরমেশ্বরত্বের দৃষ্টান্ত। রক্ষা করা অথবা বিনাশ করার ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হয় না, কিন্তু ভগবান যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। সেই সম্পর্কে এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহারিক। সকলেরই এই ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং এ ছাড়াও অনান্য বহু সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, একটি শিশু অবশ্যই তার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও শিশুটি কতভাবে বিপর্যস্ত হয়। কখনও কখনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভাল ভাল ঔষধ সত্ত্বেও রোগী বাঁচে না। অতএব, সব কিছুই যেহেতু ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁর আশ্রয়ের অন্বেষণ করা।

শ্লোক ৪১

ভূতানি তৈস্তৈর্নিজযোনিকর্মভি-
র্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্বশঃ ।
ন তত্র হাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিত-
স্তস্যা গুণৈরন্যতমো হি বধ্যতে ॥ ৪১ ॥

ভূতানি—সমস্ত জীবদেহ; **তৈঃ তৈঃ**—তাদের নিজেদের; **নিজ-যোনি**—তাদের নিজেদের শরীর উৎপন্ন করে; **কর্মভিঃ**—পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা; **ভবন্তি**—প্রকট হয়; **কালে**—যথাসময়ে; **ন ভবন্তি**—অপ্রকট হয়; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে; **ন**—না; **তত্র**—সেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতৌ**—এই জড় জগতে; **অপি**—যদিও; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **তস্যাঃ**—তাঁর (জড়া প্রকৃতির); **গুণৈঃ**—বিভিন্ন গুণের দ্বারা; **অন্যতমঃ**—অত্যন্ত ভিন্ন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বধ্যতে**—বদ্ধ হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি বদ্ধ জীবই তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম সমাপ্ত হলে তার শরীরও বিনষ্ট হয়। আত্মা ঐ সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত হলেও দেহের ধর্মে যুক্ত হয় না; কারণ আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবের বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণের ব্যাপারে ভগবান দায়ী নন। জীবকে তার কর্ম অনুসারে প্রকৃতির নিয়মে দেহ ধারণ করতে হয়। তাই বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের এমনভাবে নির্দেশ দেওয়া উচিত, যাতে তারা বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাদের কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় প্রয়োগ করে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে (*স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ*)। ভগবান জীবকে পথপ্রদর্শন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* তিনি বিস্তারিতভাবে তাঁর উপদেশ দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর সেই সমস্ত উপদেশের যথাযথ সদ্ব্যবহার করি, তা হলে জড়া প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আমরা মুক্ত হয়ে আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারি (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, ভগবান হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং আমরা যদি তাঁর শরণাগত হই, তা হলে তিনি সর্বতোভাবে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং আমরা কিভাবে

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি, সেই পথ প্রদর্শন করবেন। এইভাবে ভগবানের শরণাগত না হলে, জীবকে তার কর্ম অনুসারে পশু, দেবতা ইত্যাদি নানা প্রকার দেহ ধারণ করতে হবে। যদিও কালক্রমে দেহের প্রাপ্তি হয় এবং বিনাশ হয়, তবুও আত্মা কিন্তু দেহের সঙ্গে মিলিত হয় না, তা জড়া প্রকৃতির বিশেষ গুণের সঙ্গে তার পাপ-পুণ্য সংসর্গের ফলে সেই গুণের অধীন থাকে। আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলে মানুষের চেতনার পরিবর্তন হয় এবং সে তখন ভগবানের আদেশ পালন করতে থাকে, এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৪২

ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং
যথা পৃথগ্‌ভৌতিকমীয়তে গৃহম্ ।
যথৌদকৈঃ পার্থিবতৈজসৈর্জনঃ
কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি ॥ ৪২ ॥

ইদম্—এই; **শরীরম্**—দেহ; **পুরুষস্য**—বদ্ধ জীবের; **মোহজম্**—অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন; **যথা**—যেমন; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ভৌতিকম্**—জড়; **ঈয়তে**—দৃষ্ট হয়; **গৃহম্**—গৃহ; **যথা**—যেমন; **উদকৈঃ**—জল; **পার্থিব**—মাটি; **তৈজসৈঃ**—এবং অগ্নির দ্বারা; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **কালেন**—যথা সময়ে; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **বিকৃতঃ**—রূপান্তরিত; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

গৃহস্বামী যেমন গৃহ থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তার গৃহটিকে তার থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, তেমনই বদ্ধ জীব অজ্ঞানতাবশত তার শরীরটিকে তার আত্মা বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার দেহটি তার আত্মা থেকে ভিন্ন। মাটি, জল এবং আগুনের অংশ থেকে জীব তার দেহ লাভ করে, এবং যখন সেই মাটি, জল এবং আগুন কালক্রমে বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন সেই দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

তাৎপর্য

এক দেহ থেকে আর এক দেহে আমাদের যে দেহান্তর তা অবিদ্যাজাত। চিন্ময় আত্মারূপে আমাদের সর্বদাই জড় বদ্ধ জীবন থেকে ভিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে

গৃহ থেকে গৃহস্বামীর পার্থক্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসক্তিবশত বদ্ধ জীব তার গৃহকে তার থেকে অভিন্ন বলে মনে করে। গৃহ অথবা গাড়ি প্রকৃতপক্ষে জড় উপাদান দিয়ে তৈরি; যতক্ষণ জড় উপাদানগুলি যথাযথভাবে মিশ্রিত থাকে, ততক্ষণ গাড়ি অথবা বাড়ির অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু যখন সেগুলি পৃথক হয়ে যায়, তখন গাড়ি অথবা বাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। আত্মা কিন্তু সর্বদাই অপরিবর্তিতই থাকে।

শ্লোক ৪৩

যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে
যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্ স্থিতঃ ।
যথা নভঃ সর্বগতং ন সজ্জতে
তথা পুমান্ সর্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ ॥ ৪৩ ॥

যথা—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি; **দারুষু**—কাষ্ঠে; **ভিন্নঃ**—ভিন্ন; **ঈয়তে**—বোধ হয়; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ু; **দেহগতঃ**—দেহের অভ্যন্তরে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **যথা**—যেমন; **নভঃ**—আকাশ; **সর্ব-গতম্**—সর্বব্যাপ্ত; **ন**—না; **সজ্জতে**—মিশ্রিত হয়; **তথা**—তেমনই; **পুমান্**—জীব; **সর্ব-গুণাশ্রয়ঃ**—প্রকৃতির গুণের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও; **পরঃ**—জড় কলুষের অতীত।

অনুবাদ

অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে পৃথক্ বলে প্রতীত হয়, বায়ু যেমন মুখ এবং নাসিকার অভ্যন্তরে থাকলেও দেহ থেকে ভিন্ন বলে বোধ হয় এবং আকাশ যেমন সর্বগত হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় না, তেমনই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীব প্রকৃতপক্ষে জড় দেহের উৎস এবং তা থেকে পৃথক।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বিশ্লেষণ করেছেন যে, জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি উভয়েই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়। জড়া প্রকৃতিকে *মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা,* ভগবানের আটটি ভিন্ন শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যদিও মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়া শক্তিকে *ভিন্না* বা ভগবান থেকে ভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভিন্ন নয়। আগুন

যেমন কাঠ থেকে ভিন্ন বলে মনে হয় এবং নাসিকা এবং মুখের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বায়ুকে যেমন দেহ থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়, তেমনই পরমাত্মা বা ভগবানকে আপাতদৃষ্টিতে জীব থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একাধারে ভিন্ন এবং অভিন্ন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। কর্মফল অনুসারে জীবকে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। তাই যদিও মনে হয় যে এখন আমরা ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান সর্বদাই আমাদের কার্যকলাপের প্রতি সচেতন। সর্ব অবস্থাতেই তাই আমাদের ভগবানের পরমেশ্বরত্বের উপর নির্ভর করা উচিত এবং তার ফলে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা উচিত। ভগবানের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের উপর সর্বদা নির্ভর করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ৪৪

সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ ।
যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৪৪ ॥

সুযজ্ঞঃ—সুযজ্ঞ নামক রাজা; **ননু**—বস্তুতপক্ষে; **অয়ম্**—এই; **শেতে**—শায়িত; **মূঢ়াঃ**—হে মূর্খগণ; **যম্**—যাঁর জন্য; **অনুশোচথ**—তোমরা ক্রন্দন করছ; **যঃ**—যিনি; **শ্রোতা**—শ্রোতা; **যঃ**—যিনি; **অনুবক্তা**—বক্তা; **ইহ**—এই জগতে; **সঃ**—তিনি; **ন**—না; **দৃশ্যেত**—দৃষ্ট হয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

যমরাজ বললেন—হে শোকার্তাগণ, তোমরা সকলেই নিতান্ত মূর্খ। সুযজ্ঞ নামক যে ব্যক্তির জন্য তোমরা শোক করছ, তিনি তো তোমাদের সম্মুখেই শায়িত রয়েছেন। অতএব তোমরা শোক করছ কেন? পূর্বে তিনি তোমাদের কথা শুনেছেন এবং তার উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু এখন তাঁকে না পেয়ে তোমরা শোক করছ। এই আচরণ তো অসঙ্গত, কারণ দেহ অভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি তোমাদের কথা শ্রবণ করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন তাঁকে তো তোমরা কখনও দেখনি। অতএব তোমাদের শোক করার তো কোন কারণ নেই। কেননা যে দেহকে তোমরা সর্বদা দেখেছ, সেই দেহ তো এখানেই শায়িত রয়েছে।

তাৎপর্য

বালকরূপী যমরাজের এই উপদেশটি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য। যে ব্যক্তি তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পশুসদৃশ (*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে.........স এব গোখরঃ*)। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে যে, মৃত্যুর পর জীব তার দেহটি ছেড়ে চলে যায়। শরীরটি পড়ে থাকলেও মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা শোক করে যে, সেই ব্যক্তি চলে গেছে, তার কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষ দেহটি দেখতে পায় কিন্তু আত্মাকে দেখতে পায় না। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*—আত্মা বা দেহের দেহী দেহের অভ্যন্তরে থাকে। মৃত্যুর পর যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় যে, দেহাভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি শ্রবণ করত এবং উত্তর দিত, সে চলে গেছে। তাই, তা দেখে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং সেই আত্মা এখন চলে গেছে। এইভাবে একজন সাধারণ মানুষও প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পারে যে, দেহাভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তিটি শ্রবণ করে এবং উত্তর দেয় তাকে কখনও দেখা যায় না। যাকে কখনও দেখা যায়নি, তার জন্য শোক করার কি প্রয়োজন?

শ্লোক ৪৫

ন শ্রোতা নানুবক্তায়ং মুখ্যোঽপ্যত্র মহানসুঃ ।
যস্ত্বিহেন্দ্রিয়বানাত্মা স চান্যঃ প্রাণদেহয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

ন—না; **শ্রোতা**—শ্রোতা; **ন**—না; **অনুবক্তা**—বক্তা; **অয়ম্**—এই; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **অপি**—যদিও; **অত্র**—এই শরীরে; **মহান্**—মহান; **অসুঃ**—প্রাণবায়ু; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই শরীরে; **ইন্দ্রিয়বান্**—সমস্ত ইন্দ্রিয় সমন্বিত; **আত্মা**—আত্মা; **সঃ**—সে; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—ভিন্ন; **প্রাণ-দেহয়োঃ**—প্রাণবায়ু এবং জড় দেহ থেকে।

অনুবাদ

এই দেহে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাণবায়ু, কিন্তু তাও শ্রোতা বা বক্তা নয়। প্রাণ থেকেও শ্রেষ্ঠ যে আত্মা সেও স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারে না, কারণ পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রকৃত নির্দেশক, যিনি আত্মার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। শরীরের কার্যকলাপ পরিচালনাকারী পরমাত্মা দেহ এবং প্রাণ থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

ভগবান *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) স্পষ্টভাবে বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" আত্মা যদিও প্রতিটি দেহের দেহী (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*), তবুও আত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকরী মুখ্য ব্যক্তি নয়। আত্মা কেবল পরমাত্মার সহযোগিতাতেই কার্য করতে পারে, কারণ পরমাত্মাই তাকে নির্দেশ দেন কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কেউই কার্য করতে পারে না। কারণ পরমাত্মা হচ্ছেন *উপদ্রষ্টা* এবং *অনুমন্তা*, অর্থাৎ সাক্ষী এবং অনুমোদনকারী। যিনি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে এই বিষয়ে সাবধানতা সহকারে অধ্যয়ন করেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, ভগবানই প্রকৃতপক্ষে জীবের সমস্ত কার্যকলাপের নিয়ন্তা এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপের ফল-প্রদাতা। জীব যদিও *ইন্দ্রিয়বান্*, তবুও সে প্রকৃত মালিক নয়, কারণ সব কিছুর মালিক হচ্ছেন পরমাত্মা। তাই পরমাত্মাকে বলা হয় হৃষীকেশ, এবং আত্মাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পরমাত্মার শরণাগত হয়ে তাঁরই নির্দেশে সমস্ত কর্ম করে সুখী হতে (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এইভাবে সে অমরত্ব লাভ করতে পারে এবং চিৎ-জগতে ফিরে যেতে পারে, যেখানে সে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করে জীবনের চরম সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই শ্লোকের সারমর্ম হচ্ছে যে, দেহ, ইন্দ্রিয় এবং দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু থেকে আত্মা ভিন্ন, এবং তার ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরমাত্মা, যিনি তাকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। যে জীবাত্মা সব কিছু পরমাত্মার জন্য করে, সে তার শরীরে সুখে বাস করতে পারে।

শ্লোক ৪৬

ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ ।
ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যস্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥ ৪৬ ॥

ভূত—পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—দশেন্দ্রিয়; **মনঃ**—এবং মন; **লিঙ্গান্**—লক্ষণযুক্ত; **দেহান্**—স্থূল জড় দেহ; **উচ্চ-অবচান্**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর; **বিভুঃ**—দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর জীবাত্মা; **ভজতি**—প্রাপ্ত হয়; **উৎসৃজতি**—ত্যাগ করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্যঃ**—পৃথক হওয়ার ফলে; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **স্বেন**—নিজের; **তেজসা**—উন্নত জ্ঞানের বলের দ্বারা।

অনুবাদ

পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয় এবং মনের সমন্বয়ে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বিভিন্ন অংশ গঠিত হয়। জীব উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট তার এই সমস্ত জড় দেহের সংস্পর্শে আসে, এবং পরে তার স্বীয় শক্তিবলে সেগুলিকে ত্যাগ করে। জীবের বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভের ক্ষমতা থেকে এই বল উপলব্ধি করা যায়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের জ্ঞান রয়েছে, এবং সে যদি জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধনের জন্য এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়, তা হলে সে তা করতে পারে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, তার উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা (*স্বেন তেজসা*), যথাযথ সূত্রে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বা আচার্যের কাছ থেকে লব্ধ উন্নত জ্ঞানের দ্বারা সে তার জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থা ত্যাগ করে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সে যদি এই জড় জগতের অজ্ঞানের অন্ধকারেই থাকতে চায়, তা হলে সে তাও করতে পারে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৫) ভগবান বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।"

মনুষ্য শরীর দুর্লভ। এই শরীরের সাহায্যে জীবাত্মা স্বর্গলোকে যেতে পারে, পিতৃলোকে যেতে পারে অথবা এই নিম্ন লোকেই থাকতে পারে, কিন্তু কেউ যদি চেষ্টা করেন তা হলে তিনি তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামেও ফিরে যেতে পারেন। পরমাত্মারূপে ভগবান সেই ক্ষমতা প্রদান করেন। তাই ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" কেউ যদি ভগবানের থেকে প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি বার বার জড় দেহ গ্রহণ করার সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করেন, তা হলে ভগবান তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করতে প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু কেউ যদি মূর্খতাবশত অন্ধকারেই থাকতে চায়, তা হলে সে এই জড় জগতের বন্ধনে থাকতে পারে।

শ্লোক ৪৭

যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্ম নিবন্ধনম্ ।
ততো বিপর্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগোঽনুবর্ততে ॥ ৪৭ ॥

যাবৎ—যে পর্যন্ত; **লিঙ্গ-অন্বিতঃ**—সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—আত্মা; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **কর্ম**—সকাম কর্মের; **নিবন্ধনম্**—বন্ধন; **ততঃ**—তা থেকে; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত ধারণা (ভ্রান্তিবশত দেহকে আত্মা বলে মনে করা); **ক্লেশঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **মায়া-যোগঃ**—বহিরঙ্গা মায়ার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

আত্মা যতক্ষণ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই আবরণের ফলে আত্মা জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং জন্ম-জন্মান্তরে অবিদ্যাবশত বিপর্যয়রূপ ক্লেশ ভোগ করে।

তাৎপর্য

জীব মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই মৃত্যুর সময় মানসিক অবস্থাই তার পরবর্তী শরীরের কারণ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*—মৃত্যুর সময় মন আত্মার অন্য আর একটি শরীরে বাহিত হওয়ার কারণ হয়। জীব যদি মনের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মনকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করে, তা হলে সেই মন তাকে অধঃপতিত করতে পারে না। তাই সমস্ত মানুষের কর্তব্য মনকে সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত রাখা (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। মন যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত থাকে, তখন বুদ্ধি নির্মল হয়, এবং সেই বুদ্ধি পরমাত্মা থেকে প্রেরণা লাভ করে (*দদামি বুদ্ধিযোগং তম্*)। এইভাবে জীব জড় বন্ধন থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। জীবাত্মা কর্মফলের অধীন, কিন্তু পরমাত্মা জীবের কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না। *উপনিষদে* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দুটি পক্ষীর মতো দেহরূপ বৃক্ষে রয়েছেন। জীবাত্মারূপ পক্ষীটি দেহের কার্যকলাপরূপ ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু পরমাত্মা সেই কর্মের ফলের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, এবং তিনি জীবের কর্মের সাক্ষী হন এবং তার বাসনা অনুমোদন করেন।

শ্লোক ৪৮

বিতথাভিনিবেশোঽয়ং যদ্ গুণেষ্বর্থদৃগ্বচঃ ।
যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা ॥ ৪৮ ॥

বিতথ—নিষ্ফল; **অভিনিবেশঃ**—ধারণা; **অয়ম্**—এই; **যৎ**—যা; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণে; **অর্থ**—বাস্তবরূপে; **দৃক্-বচঃ**—দেখার এবং বলার; **যথা**—যেমন; **মনোরথঃ**—মানসিক কল্পনা (দিবাস্বপ্ন); **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **সর্বম্**—সব কিছু; **ঐন্দ্রিয়কম্**—ইন্দ্রিয়জাত; **মৃষা**—মিথ্যা।

অনুবাদ

প্রকৃতির গুণ এবং তা থেকে উৎপন্ন তথাকথিত সুখ এবং দুঃখকে বাস্তব বস্তুরূপে দর্শন করা এবং ব্যাখ্যা করা নিষ্ফল। জাগ্রত অবস্থায় মন যখন বিচরণ করে এবং মানুষ নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, অথবা রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় সে যখন সুন্দরী রমণীকে সম্ভোগ করছে বলে দর্শন করে, তা সবই নিছক স্বপ্ন মাত্র। তেমনই, ইন্দ্রিয়জাত সুখ এবং দুঃখকে অর্থহীন বলে জানা উচিত।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত সুখ ও দুঃখ বাস্তবিক সুখ-দুঃখ নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* সেই সুখের কথা বলা হয়েছে, যা জড়-জাগতিক জীবনের অতীত (*সুখম্ আত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্*)। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়, তখন সেগুলি অতীন্দ্রিয় হয়, এবং সেই দিব্য ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবায় যুক্ত হয়, তখন প্রকৃত দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়। আমাদের সূক্ষ্ম মনের মনোরথের দ্বারা যে সুখ বা দুঃখ আমরা তৈরি করি তা বাস্তব নয়, তা কেবল মনের কল্পনা। তাই মনোরথের দ্বারা তথাকথিত সুখের কল্পনা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মনকে ভগবান হৃষীকেশের সেবায় যুক্ত করা, এবং তার ফলে প্রকৃত আনন্দময় জীবন লাভ করা।

বেদে বলা হয়েছে *অপামসোমম্ অমৃতা অভূম অপ্সরোভির্বিহরাম*। জড় সুখের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ অপ্সরাদের উপভোগ করার জন্য এবং সোমরস পান করার জন্য স্বর্গে যেতে চায়। এই প্রকার কাল্পনিক সুখের কিন্তু কোন মূল্য নেই। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে, এবং তার

ফল সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী।" সকাম কর্মের দ্বারা অথবা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা কেউ যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীতও হয়, *ভগবদ্গীতায়* সেই স্থিতিটিকে অন্তবৎ বা নশ্বর বলে নিন্দা করা হয়েছে। এই সুখ স্বপ্নে সুন্দরী যুবতীকে আলিঙ্গন করার মতো; ক্ষণিকের জন্য তা আনন্দদায়ক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা। এই জড় জগতের মনঃকল্পিত সুখ-দুঃখ স্বপ্নের মতো মিথ্যা। জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখভোগের সমস্ত ধারণা মিথ্যা পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা অর্থহীন।

শ্লোক ৪৯

অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ ।
নান্যথা শক্যতে কর্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি ॥ ৪৯ ॥

অথ—অতএব; **নিত্যম্**—নিত্য আত্মা; **অনিত্যম্**—অনিত্য জড় দেহ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **শোচন্তি**—তারা শোক করে; **তৎ-বিদঃ**—যারা দেহ এবং আত্মার জ্ঞানে উন্নত; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **শক্যতে**—সক্ষম; **কর্তুম্**—করার জন্য; **স্বভাবঃ**—প্রকৃতি; **শোচতাম্**—যারা শোক করে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলে জানার ফলে, কখনও শোকের বশীভূত হন না। কিন্তু যারা স্বরূপ জ্ঞান রহিত, শোক করাই তাদের স্বভাব। তাই মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

মীমাংসক দার্শনিকদের মতে সব কিছুই নিত্য, এবং সাংখ্য দার্শনিকদের মতে সব কিছুই মিথ্যা বা অনিত্য। তা সত্ত্বেও প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাবে, এই সমস্ত দার্শনিকেরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে শূদ্রের মতো শোক করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥

"হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১/২)

জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত সাধারণ মানুষদের জানার বহু বিষয় রয়েছে, কারণ তারা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই আত্ম-উপলব্ধির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাতে জীবনের সর্ব অবস্থাতেই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটুট থাকা যায়।

শ্লোক ৫০

লুব্ধকো বিপিনে কশ্চিৎ পক্ষিণাং নির্মিতোঽন্তকঃ ।
বিতত্য জালং বিদধে তত্র তত্র প্রলোভয়ন্ ॥ ৫০ ॥

লুব্ধকঃ—ব্যাধ; **বিপিনে**—অরণ্যে; **কশ্চিৎ**—কোন; **পক্ষিণাম্**—পক্ষীর; **নির্মিতঃ**—নিযুক্ত; **অন্তকঃ**—হত্যাকারী; **বিতত্য**—বিস্তার করে; **জালম্**—জাল; **বিদধে**—ধরত; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **প্রলোভয়ন্**—খাদ্যের দ্বারা প্রলোভিত করে।

অনুবাদ

এক সময়ে একটি ব্যাধ ছিল যে আহারের প্রলোভন দেখিয়ে পাখিদের তার জাল দিয়ে ধরত। সে যেন মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত পক্ষী-ঘাতকরূপে নিযুক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এটি আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

শ্লোক ৫১

কুলিঙ্গমিথুনং তত্র বিচরৎ সমদৃশ্যত ।
তয়োঃ কুলিঙ্গী সহসা লুব্ধকেন প্রলোভিতা ॥ ৫১ ॥

কুলিঙ্গ-মিথুনম্—কুলিঙ্গ পক্ষীযুগল; **তত্র**—সেখানে (যেখানে ব্যাধ শিকার করছিল); **বিচরৎ**—বিচরণ করতে করতে; **সমদৃশ্যত**—দেখেছিল; **তয়োঃ**—তাদের; **কুলিঙ্গী**—কুলিঙ্গী; **সহসা**—সহসা; **লুব্ধকেন**—ব্যাধের দ্বারা; **প্রলোভিতা**—প্রলুব্ধ হয়ে।

অনুবাদ

বনে বিচরণ করতে করতে সেই ব্যাধ একজোড়া কুলিঙ্গ পক্ষী দেখতে পেল। সেই পক্ষীযুগলের মধ্যে পক্ষিণী সেই ব্যাধ কর্তৃক প্রলুব্ধা হয়ে তার জালে আবদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

সাসজ্জত সিচস্তন্ত্র্যাং মহিষ্যঃ কালযন্ত্রিতা ।
কুলিঙ্গস্তাং তথাপন্নাং নিরীক্ষ্য ভৃশদুঃখিতঃ ।
স্নেহাদকল্পঃ কৃপণঃ কৃপণাং পর্যদেবয়ৎ ॥ ৫২ ॥

সা—সেই পক্ষিণী; **অসজ্জত**—আবদ্ধ; **সিচঃ**—জালে; **তন্ত্র্যাম্**—সূত্রে; **মহিষ্যঃ**—হে মহিষীগণ; **কাল-যন্ত্রিতা**—কালের বশীভূত হয়ে; **কুলিঙ্গঃ**—কুলিঙ্গ পক্ষীটি; **তাম্**—তার; **তথা**—সেই অবস্থায়; **আপন্নাম্**—আবদ্ধ; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ভৃশ-দুঃখিতঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **অকল্পঃ**—কোন কিছু করতে সক্ষম না হয়ে; **কৃপণঃ**—অসহায় পক্ষীটি; **কৃপণাম্**—তার অসহায় পত্নীকে; **পর্যদেবয়ৎ**—বিলাপ করতে শুরু করেছিল।

অনুবাদ

হে সুযজ্ঞের মহিষীগণ, কুলিঙ্গ তার ভার্যাকে বিধিবশে মহা বিপদগ্রস্ত দর্শন করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। সেই অসহায় পক্ষীটি তাকে মুক্ত করতে অসমর্থ হয়ে, স্নেহবশত দীনভাবে বিলাপ করতে লাগল।

শ্লোক ৫৩

অহো অকরুণো দেবঃ স্ত্রিয়াকরুণয়া বিভুঃ ।
কৃপণং মামনুশোচন্ত্যা দীনয়া কিং করিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

অহো—আহা; **অকরুণঃ**—অত্যন্ত নির্দয়; **দেবঃ**—বিধাতা; **স্ত্রিয়া**—আমার পত্নী; **আকরুণয়া**—যিনি অত্যন্ত কৃপাময়; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর; **কৃপণম্**—দীন; **মাম্**—আমাকে; **অনুশোচন্ত্যা**—শোক করে; **দীনয়া**—দীন; **কিম্**—কি; **করিষ্যতি**—করব।

অনুবাদ

হায়, বিধাতা কি নির্দয়! আমার বিপন্না পত্নী অসহায় হয়ে আমার জন্য শোক করছে। এই দীন পক্ষীটিকে নিয়ে বিধাতার কি লাভ হবে? তাঁর কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে?

শ্লোক ৫৪

কামং নয়তু মাং দেবঃ কিমর্ধেনাত্মনো হি মে ।
দীনেন জীবতা দুঃখমনেন বিধুরায়ুষা ॥ ৫৪ ॥

কামম্—তিনি যা ইচ্ছা করেন; **নয়তু**—তিনি গ্রহণ করুন; **মাম্**—আমাকে; **দেবঃ**—ভগবান; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **অর্ধেন**—অর্ধ; **আত্মনঃ**—দেহের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **দীনেন**—দীন; **জীবতা**—জীবিত; **দুঃখম্**—দুঃখে; **অনেন**—এই; **বিধুর-আয়ুষা**—দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবন।

অনুবাদ

নির্দয় বিধাতা যদি আমার অর্ধ দেহরূপ ভার্যাকে নিয়ে যান, তবে তিনি আমাকেও নিয়ে যান না কেন? পত্নীর বিরহে দুঃখ-ভারাক্রান্ত অর্ধ দেহ নিয়ে জীবিত থেকে আমার কি লাভ?

শ্লোক ৫৫

কথং ত্বজাতপক্ষাংস্তান্ মাতৃহীনান্ বিভর্ম্যহম্ ।
মন্দভাগ্যাঃ প্রতীক্ষন্তে নীড়ে মে মাতরং প্রজাঃ ॥ ৫৫ ॥

কথম্—কিভাবে; **তু**—কিন্তু; **অজাত-পক্ষান্**—যাদের এখনও পাখা গজায়নি; **তান্**—তাদের; **মাতৃহীনান্**—মাতৃহীন; **বিভর্মি**—পালন করব; **অহম্**—আমি; **মন্দভাগ্যাঃ**—অত্যন্ত দুর্ভাগা; **প্রতীক্ষন্তে**—তারা প্রতীক্ষা করছে; **নীড়ে**—কুলায়ে; **মে**—আমার; **মাতরম্**—তাদের মাতা; **প্রজাঃ**—পক্ষীশাবকগুলি।

অনুবাদ

দুর্ভাগা মাতৃহীন পক্ষীশাবকগুলি কুলায়ে তাদের মা তাদের খেতে দেবে বলে প্রতীক্ষা করছে। তাদের এখনও পাখা গজায়নি। আমি কিভাবে তাদের পালন করব?

তাৎপর্য

পাখিটি তার শাবকদের মায়ের জন্য শোক করছে, কারণ মা-ই শিশুদের লালন-পালন করে। বালকরূপী যমরাজ কিন্তু ইতিমধ্যেই বলেছেন যে, যদিও তাঁর মা

তাকে অরণ্যে ফেলে চলে গেছেন, তবুও ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা তাঁকে খেয়ে ফেলেনি। আসল কথা হচ্ছে, ভগবান যদি কাউকে রক্ষা করেন, তা হলে তিনি পিতৃমাতৃহীন অনাথ হলেও ভগবানের শুভ ইচ্ছার দ্বারাই পালিত হবেন। কিন্তু ভগবান যদি রক্ষা না করেন, তা হলে পিতামাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, ভাল চিকিৎসক এবং ভাল ঔষধ সত্ত্বেও অনেক সময় রোগী মারা যায়। এইভাবে দেখা যায়, ভগবানের সুরক্ষা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না, তা তার পিতামাতা থাকুক বা না-ই থাকুক।

এই শ্লোকের আর একটি তথ্য হচ্ছে, কেবল মানব-সমাজেই নয়, পশু-পক্ষীদের মধ্যেও শাবকদের জন্য পিতামাতার সুরক্ষার অনুভূতি থাকে। কিন্তু কলিযুগের মানুষেরা এতই অধঃপতিত হয়ে গেছে যে, পিতামাতারা গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করছে। তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অজুহাত দেখিয়ে তারা বলে যে, গর্ভাবস্থায় শিশু জীবন্ত নয়। বড় বড় সমস্ত ডাক্তারেরা এই মতামত প্রকাশ করে, এবং তাই আজ পিতামাতারা তাদের গর্ভস্থ সন্তানদের হত্যা করছে। মানব-সমাজ আজ কত অধঃপতিত হয়ে গেছে! তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আজ এত উন্নত হয়েছে যে, তারা মনে করে ভ্রূণের জীবন নেই। এই সমস্ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা আজ তাদের রাসায়নিক উন্নতির জন্য নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে। কিন্তু রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে যদি জীবনের উদ্ভব হয়ে থাকে, তা হলে বৈজ্ঞানিকেরা কেন তাদের গবেষণাগারে একটি ডিম তৈরি করে সেই ডিমটি ইনকিউবেটরে রাখছে না, যার ফলে তার থেকে একটি মুরগীর ছানা বেরিয়ে আসতে পারে? এ সম্পর্কে তাদের উত্তর কি? তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা একটা ডিম পর্যন্ত তৈরি করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সমস্ত মূর্খদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। এরা জ্ঞানী নয় কিন্তু তারা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক হওয়ার ভান করে, যদিও তাদের তথাকথিত পুঁথিগত জ্ঞান কোন ব্যবহারিক ফল প্রসব করে না।

শ্লোক ৫৬

এবং কুলিঙ্গং বিলপন্তমারাৎ
প্রিয়াবিয়োগাতুরমশ্রুকণ্ঠম্ ।
স এব তং শাকুনিকঃ শরেণ
বিব্যাধ কালপ্রহিতো বিলীনঃ ॥ ৫৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুলিঙ্গম্**—পক্ষীটি; **বিলপন্তম্**—যখন বিলাপ করছিল; **আরাৎ**—দূর থেকে; **প্রিয়া-বিয়োগ**—তার পত্নীর বিয়োগে; **আতুরম্**—অত্যন্ত ব্যাকুল; **অশ্রু-কণ্ঠম্**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **সঃ**—সে (সেই ব্যাধ); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তম্**—তাকে (সেই পুরুষ পক্ষীটিকে); **শাকুনিকঃ**—যে শকুনিকে পর্যন্ত বধ করতে পারে; **শরেণ**—বাণের দ্বারা; **বিব্যাধ**—বিদ্ধ করেছিল; **কাল-প্রহিতঃ**—কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে; **বিলীনঃ**—গুপ্ত থেকে।

অনুবাদ

তার পত্নীর বিয়োগে ব্যাকুল হয়ে কুলিঙ্গ পক্ষীটি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করছিল, তখন সেই কাল প্রেরিত ব্যাধ গোপনে দূর থেকে সেই কুলিঙ্গ পক্ষীটিকে বাণে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল।

শ্লোক ৫৭

এবং যূয়মপশ্যন্ত্য আত্মাপায়মবুদ্ধয়ঃ ।
নৈনং প্রাপ্স্যথ শোচন্ত্যঃ পতিং বর্ষশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **যূয়ম্**—তোমরা; **অপশ্যন্ত্যঃ**—না দেখে; **আত্ম-অপায়ম্**—নিজের মৃত্যু; **অবুদ্ধয়ঃ**—হে মূর্খগণ; **ন**—না; **এনম্**—তাকে; **প্রাপ্স্যথ**—তোমরা লাভ করবে; **শোচন্ত্যঃ**—শোক করে; **পতিম্**—তোমাদের পতিকে; **বর্ষ-শতৈঃ**—শতবর্ষ ধরে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

বালকরূপী যমরাজ মহিষীদের বললেন—তোমরা সকলে এতই মূর্খ যে, তোমরা নিজেদের মৃত্যুকেও দর্শন করতে পারছ না। অজ্ঞানতাবশত তোমরা বুঝতে পারছ না যে, তোমাদের পতির জন্য একশ বছর ধরে শোক করলেও তোমরা আর তাকে ফিরে পাবে না, এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আয়ুও শেষ হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

যমরাজ এক সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সংসারে সব চাইতে আশ্চর্যজনক বস্তু কি?" মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন (*মহাভারত, বনপর্ব* ৩১৩/১১৬)—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্ ।
শেষাঃ স্থাবরম্ ইচ্ছন্তি কিম্ আশ্চর্যম্ অতঃ পরম্ ॥

প্রতিক্ষণ লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জীবেরা নিজেদের মৃত্যুহীন বলে মনে করে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় না। এই সংসারে এটিই সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়। সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয় কারণ সকলেই সর্বতোভাবে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই মনে করে যে, সে স্বাধীন, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, তার কখনও মৃত্যু হবে না এবং সে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম পরিকল্পনা করছে, যার ফলে ভবিষ্যতে মানুষেরা চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে, কিন্তু তারা যখন অন্যদের অমরত্ব প্রদান করার পরিকল্পনা করছে, তখন যমরাজ তাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থেকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

শ্লোক ৫৮

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ
বাল এবং প্রবদতি সর্বে বিস্মিতচেতসঃ ।
জ্ঞাতয়ো মেনিরে সর্বমনিত্যমযথোত্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—শ্রীহিরণ্যকশিপু বলল; **বালে**—বালকরূপী যমরাজ যখন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রবদতি**—অত্যন্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা বলছিলেন; **সর্বে**—সকলে; **বিস্মিত**—বিস্মিত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়-স্বজনগণ; **মেনিরে**—তারা মনে করেছিল; **সর্বম্**—সমস্ত জড় বস্তু; **অনিত্যম্**—অনিত্য; **অযথা-উত্থিতম্**—অনিত্য ঘটনা থেকে উত্থিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বলল—যমরাজ যখন বালকরূপে সুযজ্ঞের মৃতদেহকে ঘিরে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা তার সেই দার্শনিক বাণী শ্রবণ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এই জড় জগতে সব কিছুই অনিত্য, এবং কোন কিছুই চিরকাল থাকবে না।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি ভগবদ্‌গীতাতেও (২/১৮) প্রতিপন্ন হয়েছে, অন্তবন্ত ইমে *দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*—দেহ নশ্বর কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা অবিনশ্বর। তাই

মানব-সমাজে যারা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন তাঁদের কর্তব্য সেই অবিনশ্বর আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা এবং জীবনের প্রকৃত দায়িত্বের কথা বিবেচনা না করে কেবল জড় দেহটির ভরণ-পোষণ করে মানব-জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় না করা। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য আত্মা কিভাবে সুখী হতে পারে এবং কিভাবে সে তার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করা। মানুষের কর্তব্য পরিবর্তনশীল অনিত্য দেহটির চিন্তায় মগ্ন না থেকে, এই সমস্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করা। কেউ যে আবার মনুষ্য-শরীর পাবে সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ মানুষ তার কর্ম অনুসারে যে কোন প্রকার শরীর লাভ করতে পারে। সে দেবতার শরীর লাভ করতে পারে আবার কুকুরের শরীরও লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

অহং মমাভিমানাদিত্বযথোত্থমনিত্যকম্ ।
মহদাদি যথোত্থং চ নিত্যা চাপি যথোত্থিতা ॥
অস্বতন্ত্রৈব প্রকৃতিঃ স্বতন্ত্রো নিত্য এব ।
যথার্থভূতশ্চ পর এক এব জনার্দনঃ ॥

কেবল ভগবান জনার্দনই নিত্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জড় জগৎ অনিত্য। অতএব যারা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে মনে করে, "আমি এই শরীর, এবং এই শরীরের যা কিছু তা সবই আমার" তারা নিতান্তই মোহাচ্ছন্ন। মানুষের কেবল চিন্তা করা উচিত যে, সে জনার্দনের অংশ, এবং এই জড় জগতে বিশেষ করে মনুষ্যজন্ম লাভের পর, সকলের চেষ্টা করা উচিত কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে জনার্দনের সঙ্গ লাভ করা যায়।

শ্লোক ৫৯

যম এতদুপাখ্যায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
জ্ঞাতয়োঽপি সুযজ্ঞস্য চক্রুর্যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ৫৯ ॥

যমঃ—বালকরূপী যমরাজ; **এতৎ**—এই; **উপাখ্যায়**—উপদেশ দিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়-স্বজনগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সুযজ্ঞস্য**—রাজা সুযজ্ঞের; **চক্রুঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **যৎ**—যা; **সাম্পরায়িকম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

অনুবাদ

সুযজ্ঞের মূর্খ আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে বালকরূপী যমরাজ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সুযজ্ঞের আত্মীয়-স্বজনেরা রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিল।

শ্লোক ৬০

অতঃ শোচত মা যূয়ং পরং চাত্মানমেব বা।
ক আত্মা কঃ পরো বাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাজ্ঞানেন দেহিনাম্ ॥ ৬০ ॥

অতঃ—অতএব; **শোচত**—শোক; **মা**—করো না; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **পরম্**—অন্য; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—তোমরা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **কঃ**—কে; **আত্মা**—আত্মা; **কঃ**—কে; **পরঃ**—অন্য; **বা**—অথবা; **অত্র**—এই জড় জগতে; **স্বীয়ঃ**—নিজের; **পারক্যঃ**—অন্যের জন্য; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা; **স্ব-পর-অভিনিবেশেন**—নিজের এবং অন্যের দেহের চিন্তায় মগ্ন থেকে; **বিনা**—ব্যতীত; **অজ্ঞানেন**—জ্ঞানের অভাব; **দেহিনাম্**—সমস্ত জীবের।

অনুবাদ

অতএব তোমাদের দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়—তা সে নিজেরই হোক বা পরেরই হোক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ "আমি কে? অন্যেরা কে? কি আমার? কি অন্যের?" এইভাবে দেহজনিত ভেদভাব সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে আত্ম-সংরক্ষণের ভাবনাটি প্রকৃতির প্রথম নিয়ম। এই ধারণার ফলে মানুষ প্রথমে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, এবং তারপর সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম, জাতীয়তা, সম্প্রদায় ইত্যাদির কথা চিন্তা করে, যেগুলির উদ্ভব হয়েছে আত্মজ্ঞানের অভাবজনিত দেহাত্মবুদ্ধি থেকে। একে বলা হয় অজ্ঞান। মানব-সমাজ যতক্ষণ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির ফলে বিরাট বিরাট সমস্ত আয়োজন করে। তার বর্ণনা করে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন ভরম্। জড় ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক সভ্যতা বড় বড় পথ, বাড়ি,

কলকারখানা তৈরি করছে এবং সেটিকেই সভ্যতার প্রগতি বলে মনে করছে। কিন্তু মানুষ জানে না যে, যে কোন মুহূর্তে তাকে সেখান থেকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া হবে এবং তাকে এমন সমস্ত দেহ ধারণ করতে বাধ্য হতে হবে, যার ফলে এই সমস্ত বিশাল বাড়ি, প্রাসাদ, রাস্তা এবং যানবাহনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তাই অর্জুন যখন তাঁর দেহের আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিশমে সমুপস্থিতম্ অনার্যজুষ্টম্*—"এই দেহাত্মবুদ্ধি অজ্ঞ অনার্যদের উপযুক্ত।" আর্য সভ্যতা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নত সভ্যতা। আর্য বলে দাবি করলেই আর্য হওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে গভীর অন্ধকারে থেকে যদি কেউ নিজেকে আর্য বলে দাবি করে, সে একটি অনার্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মবৈবর্ত 'পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

ক আত্মা কঃ পর ইতি দেহাদ্যপেক্ষয়া।
ন হি দেহাদিরাত্মা স্যান্ন চ শত্রুরুদীরিতঃ।
অতো দৈহিকবৃদ্ধৌ বা ক্ষয়ে বা কিং প্রয়োজনম্ ॥
যস্তু দেহগতো জীবঃ স হি নাশং ন গচ্ছতি।
ততঃ শত্রুবিবৃদ্ধৌ চ স্বনাশে শোচনং কুতঃ ॥
দেহাদিব্যতিরিক্তৌ তু জীবেশৌ প্রতিজানতা।
অত আত্মবিবৃদ্ধিস্তু বাসুদেবে রতিঃ স্থিরা।
শত্রুনাশস্তথাজ্ঞাননাশো নান্যঃ কথঞ্চন ॥

অর্থাৎ, আমরা যতক্ষণ এই মনুষ্য শরীরে থাকি, ততক্ষণ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শরীরের ভিতরের আত্মাকে জানা। দেহ আত্মা নয়; আমরা দেহ থেকে ভিন্ন, এবং তাই দেহাত্মবুদ্ধির ভিত্তিতে বন্ধু, শত্রু অথবা দায়দায়িত্বের কোন প্রশ্ন ওঠে না। শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে বার্ধক্যে এবং অবশেষে আপাত বিনাশরূপে দেহের যে পরিবর্তন, সেই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার বিষয়ে এবং কিভাবে আত্মাকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়, সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। দেহের ভিতরে যে জীবাত্মা রয়েছে তার কখনও বিনাশ হয় না; তাই নিশ্চিতভাবে জানা উচিত কারও যদি বহু বন্ধু অথবা শত্রু থাকে, তা হলে তার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতে পারবে না এবং তার শত্রুরাও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মানুষের জানা উচিত যে, সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) এবং দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মা তার স্বরূপে অপরিবর্তিত থাকে। চিন্ময় আত্মারূপে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সর্ব

অবস্থাতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হওয়া এবং শত্রু বা মিত্রের সঙ্গে কোন রকম দেহের সম্পর্কের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। সকলেরই জানা উচিত যে, আমাদের অথবা আমাদের শত্রুদের দেহাত্মবুদ্ধিতে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হলেও কখনও মৃত্যু হয় না।

শ্লোক ৬১

শ্রীনারদ উবাচ

ইতি দৈত্যপতের্বাক্যং দিতিরাকর্ণ্য সস্নুষা ।
পুত্রশোকং ক্ষণাৎ ত্যক্ত্বা তত্ত্বে চিত্তমধারয়ৎ ॥ ৬১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দৈত্য-পতেঃ**—দৈত্যরাজের; **বাক্যম্**—বাণী; **দিতিঃ**—হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **সস্নুষা**—হিরণ্যাক্ষের পত্নী সহ; **পুত্র-শোকম্**—তাঁর পুত্র হিরণ্যাক্ষের বিয়োগজনিত শোক; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **তত্ত্বে**—জীবনের প্রকৃত দর্শনে; **চিত্তম্**—হৃদয়; **অধারয়ৎ**—যুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতি তাঁর পুত্রবধূ অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষের পত্নী রুষাভানু সহ হিরণ্যকশিপুর সেই উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং জীবনের প্রকৃত দর্শনে মনোনিবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয় তখন মানুষ স্বভাবতই দর্শনে আগ্রহী হয়, কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা আবার জড় বিষয়ে মনোনিবেশ করে। এমন কি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত দৈত্যরাও আত্মীয়ের মৃত্যুতে কখনও কখনও দার্শনিক বিষয় চিন্তা করতে শুরু করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের এই মনোভাবকে বলা হয় *শ্মশান-বৈরাগ্য।* *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, চার প্রকার মানুষেরা আধ্যাত্মিক জীবন এবং ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞানে আগ্রহী হয়—*আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী* এবং *জ্ঞানী।* কেউ যখন জড়-জাগতিক অবস্থায় অত্যন্ত আর্ত হয়, তখন সে ভগবান সম্বন্ধে আগ্রহী হয়। তাই কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন যে, তিনি

সুখ থেকে দুঃখজনক পরিস্থিতিতেই থাকতে চান। জড় জগতে কেউ যখন সুখে থাকে তখন সে শ্রীকৃষ্ণকে বা ভগবানকে ভুলে যায়, কিন্তু যখন দুঃখ-দুর্দশা আসে তখন যথার্থ পুণ্যবান ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন। কুন্তীদেবী তাই দুঃখকেই বরণ করতে চেয়েছেন, কারণ সেটি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার একটি সুযোগ। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার জন্য কুন্তীদেবীর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন কুন্তীদেবী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তিনি যখন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ছিলেন তখনই তিনি ভাল ছিলেন কারণ শ্রীকৃষ্ণ তখন সর্বদা তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এখন পাণ্ডবেরা তাঁদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ এখন চলে যাচ্ছেন। ভক্তের কাছে দুঃখজনক পরিস্থিতি নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করার একটি সুযোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের কারণ। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন চেতনায় কার্য করতে হয়, এবং তার ফলে নতুন দেহের সৃষ্টি হয়। এই নিরন্তর জড়-জাগতিক জীবনকে বলা হয় সংসার। এই সংসারের ফলেই জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ ও চিন্তার উদয় হয়। এইভাবে কখনও আমাদের বিবেকের উদয় হয় এবং কখনও আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হই।

শ্লোক ২৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত ॥ ২৭ ॥

অত্র—এই সম্পর্কে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **উদাহরন্তি**—দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ইতিহাসের; **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **যমস্য**—যমরাজের, যিনি মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার করেন; **প্রেত-বন্ধূনাম্**—মৃত ব্যক্তির বন্ধুদের; **সংবাদম্**—আলোচনা; **তম্**—তা; **নিবোধত**—বুঝতে চেষ্টা কর।

অনুবাদ

এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এতে যমরাজ এবং মৃত ব্যক্তির বান্ধবদের আলোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দয়া করে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ইতিহাসং পুরাতনম্ শব্দ দুইটির অর্থ 'প্রাচীন ইতিহাস'। পুরাণগুলি কালের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়নি, সেগুলি পুরাকালের বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত *পুরাণের* সার *মহাপুরাণ*। মায়াবাদীরা *পুরাণকে* স্বীকার করে না, কিন্তু শ্রীল মধ্বাচার্য এবং অন্যান্য মহাজনেরা সেগুলিকে পৃথিবীর প্রামাণিক ইতিহাসরূপে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ২৮

উশীনরেষ্বভূদ্‌রাজা সুযজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ ।
সপত্নৈর্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়স্তমুপাসত ॥ ২৮ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর অমর হওয়ার পরিকল্পনা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে জড়-জাগতিক লাভের জন্য হিরণ্যকশিপু কিভাবে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কিভাবে প্রবল সন্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ব্রহ্মা পর্যন্ত কিছুটা বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিলেন, এবং কেন হিরণ্যকশিপু এই প্রকার কঠোর তপস্যায় রত তা দর্শন করতে তিনি নিজে গিয়েছিলেন।

হিরণ্যকশিপু অমর হতে চেয়েছিল। সে চেয়েছিল কেউ যেন তাকে পরাজিত করতে না পারে, সে যেন কখনও জরা এবং ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত না হয় এবং তার যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। এই বাসনা নিয়ে সে মন্দর পর্বতের উপত্যকায় অত্যন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছিল। দেবতারা হিরণ্যকশিপুকে তপস্যারত দেখে তাঁদের নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করেছিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু যখন এইভাবে তপস্যা করছিল, তখন তার মস্তক থেকে এক প্রকার অগ্নি উত্থিত হয়ে পশু, পক্ষী, দেবতা আদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীদের উত্তপ্ত করতে লাগল। যখন ঊর্ধ্ব এবং অধঃস্থ সমস্ত লোক অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার ফলে বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল, তখন দেবতারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে স্বর্গলোক পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন সেই অসহ্য তাপ প্রশমিত করেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে বলেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপু অমরত্ব লাভ করে ধ্রুবলোক সহ সমস্ত লোকের অধিপতি হওয়ার অভিসন্ধি করেছে।

ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর তপস্যার উদ্দেশ্য অবগত হয়ে, ভৃগু এবং দক্ষ আদি মহাত্মাগণ সহ তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে হিরণ্যকশিপুর মস্তকে তা সিঞ্চন করেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সম্মুখে বার বার শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর স্তব করতে লাগল। ব্রহ্মা যখন তাকে বর দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তখন সে প্রার্থনা করেছিল সে যেন কোন জীব থেকে, আবৃত অথবা

অনাবৃত কোন স্থানে, দিনে অথবা রাত্রে, কোন অস্ত্রের দ্বারা, ভূমিতে অথবা আকাশে, এবং মানুষ বা পশু, চেতন বা অচেতন কারোর দ্বারা নিহত না হয়। সে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য এবং অণিমা, লঘিমা আদি অষ্টসিদ্ধিও প্রার্থনা করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

হিরণ্যকশিপু রাজন্নজেয়মজরামরম্ ।
আত্মানমপ্রতিদ্বন্দ্বমেকরাজং ব্যধিৎসত ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **হিরণ্যকশিপুঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অজেয়ম্**—কোন শত্রুর দ্বারা অপরাজেয়; **অজর**—বার্ধক্য বা ব্যাধিশূন্য; **অমরম্**—অমর; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অপ্রতিদ্বন্দ্বম্**—প্রতিপক্ষহীন; **এক-রাজম্**—ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি; **ব্যধিৎসত**—হওয়ার বাসনা করেছিল।

অনুবাদ

নারদ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অজেয় এবং জরা ও মৃত্যুরহিত হতে চেয়েছিল। সে অণিমা, লঘিমা আদি সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিল, মৃত্যুহীন হতে চেয়েছিল এবং ব্রহ্মলোক সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিল।

তাৎপর্য

অসুরদের তপস্যার উদ্দেশ্য এই প্রকার। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে বর প্রার্থনা করেছিল, যাতে সে ভবিষ্যতে ব্রহ্মারও ধাম অধিকার করতে পারে। তেমনই, অন্য আর একটি অসুর শিবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়ে, সেই বরের প্রভাবে শিবকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। এই প্রকার স্বার্থপর ব্যক্তিরা তাদের আসুরিক তপস্যার দ্বারা বর লাভ করে বর প্রদাতাকেই হত্যা করতে চায়। কিন্তু বৈষ্ণবেরা সর্বদাই ভগবানের নিত্য দাসরূপে থাকতে চান এবং কখনও ভগবানের পদ অধিকার করার দুর্বাসনা করেন না। অসুরেরা সাধারণত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে চায়; তারা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু তাদের তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত হলেও তারা পুনরায় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ২

স তেপে মন্দরদ্রোণ্যাং তপঃ পরমদারুণম্ ।
ঊর্ধ্ববাহুর্নভোদৃষ্টিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাবনিঃ ॥ ২ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **তেপে**—অনুষ্ঠান করেছিল; **মন্দর-দ্রোণ্যাম্**—মন্দর পর্বতের উপত্যকায়; **তপঃ**—তপস্যা; **পরম**—অত্যন্ত; **দারুণম্**—কঠোর; **ঊর্ধ্ব**—ঊর্ধ্বে উত্তোলিত; **বাহুঃ**—হাত; **নভঃ**—আকাশের দিকে; **দৃষ্টিঃ**—তার দৃষ্টি; **পাদাঙ্গুষ্ঠ**—তার পায়ের অঙ্গুষ্ঠের উপর; **আশ্রিত**—ভর করে; **অবনিঃ**—ভূমি।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু মন্দর পর্বতের উপত্যকায় পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে এবং আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেছিল। এইভাবে থাকা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু সে সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ সেই অবস্থা অবলম্বন করেছিল।

শ্লোক ৩

জটাদীধিতিভী রেজে সংবর্তার্ক ইবাংশুভিঃ ।
তস্মিংস্তপস্তপ্যমানে দেবাঃ স্থানানি ভেজিরে ॥ ৩ ॥

জটা-দীধিতিভিঃ—জটার দীপ্তির দ্বারা; **রেজে**—উজ্জ্বল হয়েছিল; **সংবর্ত-অর্কঃ**—প্রলয়কালীন সূর্য; **ইব**—সদৃশ; **অংশুভিঃ**—কিরণের দ্বারা; **তস্মিন্**—সে (হিরণ্যকশিপু) যখন; **তপঃ**—তপস্যা; **তপ্যমানে**—যুক্ত; **দেবাঃ**—যে সমস্ত দেবতারা হিরণ্যকশিপুর আসুরিক কার্যকলাপ দর্শন করার জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিচরণ করছিলেন; **স্থানানি**—তাদের নিজ নিজ স্থানে; **ভেজিরে**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর জটা থেকে প্রলয়কালীন সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল এবং অসহ্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তাকে এইভাবে কঠোর তপস্যারত দেখে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণকারী দেবতারা তাঁদের নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

তস্য মূর্ধ্নঃ সমুদ্ভূতঃ সধূমোঽগ্নিস্তপোময়ঃ ।
তীর্যগূর্ধ্বমধোলোকান্ প্রাতপদ্বিষ্বগীরিতঃ ॥ ৪ ॥

তস্য—তার; **মূর্ধ্নঃ**—মস্তক থেকে; **সমুদ্ভূতঃ**—উদ্ভূত; **সধূমঃ**—ধূম্র সহ; **অগ্নিঃ**—আগুন; **তপঃ-ময়ঃ**—কঠোর তপস্যার ফলে; **তীর্যক্**—পার্শ্ববর্তী; **ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধ্ব; **অধঃ**—নিম্ন; **লোকান্**—গ্রহলোকসমূহ; **প্রাতপৎ**—উত্তপ্ত; **বিষ্বক্**—সর্বত্র; **ঈরিতঃ**—বিস্তৃত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার ফলে তার মস্তক থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়েছিল, এবং সেই অগ্নি ও তার ধূম সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং তার তাপে সমস্ত গ্রহলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৫

চুক্ষুভুর্নদ্যুদন্বন্তঃ সদ্বীপাদ্রিশ্চচাল ভূঃ ।
নিপেতুঃ সগ্রহাস্তারা জজ্বলুশ্চ দিশো দশ ॥ ৫ ॥

চুক্ষুভুঃ—ক্ষুব্ধ হয়েছিল; **নদী-উদন্বন্তঃ**—নদী এবং সমুদ্র; **সদ্বীপ**—দ্বীপ সহ; **অদ্রিঃ**—এবং পর্বত; **চচাল**—বিচলিত; **ভূঃ**—ভূপৃষ্ঠ; **নিপেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **স-গ্রহাঃ**—গ্রহগণ সহ; **তারাঃ**—নক্ষত্র; **জজ্বলুঃ**—প্রজ্বলিত; **চ**—ও; **দিশঃ দশ**—দশ দিক।

অনুবাদ

তার কঠোর তপস্যার প্রভাবে নদী এবং সমুদ্রগুলি ক্ষুব্ধ হয়েছিল, পর্বত এবং দ্বীপ সহ ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয়েছিল, এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল । দশ দিক প্রজ্বলিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

তেন তপ্তা দিবং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং যযুঃ সুরাঃ ।
ধাত্রে বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবদেব জগৎপতে ।
দৈত্যেন্দ্রতপসা তপ্তা দিবি স্থাতুং ন শক্নুমঃ ॥ ৬ ॥

তেন—সেই (তপস্যার অগ্নির) দ্বারা; **তপ্তাঃ**—উত্তপ্ত; **দিবম্**—স্বর্গলোকে তাঁদের বাসস্থান; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **ব্রহ্ম-লোকম্**—ব্রহ্মলোকে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **সুরাঃ**—দেবতাগণ; **ধাত্রে**—ব্রহ্মাকে; **বিজ্ঞাপয়াম্ আসুঃ**—নিবেদন করেছিলেন; **দেব-দেব**—হে প্রধান দেবতা; **জগৎ-পতে**—হে জগতের পতি; **দৈত্য-ইন্দ্র-তপসা**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার দ্বারা; **তপ্তাঃ**—সন্তপ্ত হয়ে; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **স্থাতুম্**—থাকতে; **ন**—না; **সক্নুমঃ**—আমরা সমর্থ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার ফলে সন্তপ্ত এবং অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, সমস্ত দেবতারা স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিধাতাকে বলেছিলেন—হে দেবদেব, হে জগৎপতে, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তার মস্তক থেকে উদ্গত অগ্নির তাপে আমরা এতই সন্তপ্ত হয়েছি যে, আমরা আর স্বর্গলোকে থাকতে পারছি না। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি।

শ্লোক ৭

তস্য চোপশমং ভূমন্ বিধেহি যদি মন্যসে ।
লোকা ন যাবন্নঙ্ক্ষ্যন্তি বলিহারাস্তবাভিভূঃ ॥ ৭ ॥

তস্য—এর; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **উপশমম্**—নিবারণ; **ভূমন্**—হে মহাপুরুষ; **বিধেহি**—করুন; **যদি**—যদি; **মন্যসে**—আপনি ঠিক বলে মনে করেন; **লোকাঃ**—বিভিন্ন লোকের সমস্ত অধিবাসীরা; **ন**—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **নঙ্ক্ষ্যন্তি**—বিনাশ প্রাপ্ত হবে; **বলিহারাঃ**—যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে; **তব**—আপনার; **অভিভূঃ**—হে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি।

অনুবাদ

হে মহাপুরুষ, হে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে আপনার সমস্ত অনুগত ব্যক্তিদের বিনাশের পূর্বেই এই সর্বলোক-ক্ষয়কারী উপদ্রব নিবারণ করুন।

শ্লোক ৮

তস্যায়ং কিল সঙ্কল্পশ্চরতো দুশ্চরং তপঃ ।
শ্রূয়তাং কিং ন বিদিতস্তবাথাপি নিবেদিতম্ ॥ ৮ ॥

তস্য—তার; **অয়ম্**—এই; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **সঙ্কল্পঃ**—সংকল্প; **চরতঃ**—আচরণকারী; **দুশ্চরম্**—অত্যন্ত কঠিন; **তপঃ**—তপস্যা; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ করুন; **কিম্**—কি; **ন**—না; **বিদিতঃ**—জ্ঞাত; **তব**—আপনার; **অথাপি**—তথাপি; **নিবেদিতম্**—নিবেদিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। যদিও তার পরিকল্পনা আপনার অজ্ঞাত নয়, তবুও আমরা তার অভিপ্রায় বর্ণনা করছি, দয়া করে আপনি তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৯-১০

সৃষ্ট্বা চরাচরমিদং তপোযোগসমাধিনা ।
অধ্যাস্তে সর্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ পরমেষ্ঠী নিজাসনম্ ॥ ৯ ॥
তদহং বর্ধমানেন তপোযোগসমাধিনা ।
কালাত্মনোশ্চ নিত্যত্বাৎ সাধয়িষ্যে তথাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; **চর**—জঙ্গম; **অচরম্**—স্থাবর; **ইদম্**—এই; **তপঃ**—তপস্যার; **যোগ**—এবং যোগশক্তির; **সমাধিনা**—সমাধির অনুশীলনের দ্বারা; **অধ্যাস্তে**—অধিষ্ঠিত; **সর্ব-ধিষ্ণ্যেভ্যঃ**—স্বর্গ আদি সমস্ত লোকের; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মা; **নিজ-আসনম্**—তাঁর নিজের সিংহাসনে; **তৎ**—অতএব; **অহম্**—আমি; **বর্ধমানেন**—বর্ধিত করার দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ**—যোগশক্তি; **সমাধিনা**—এবং সমাধি; **কাল**—কালের; **আত্মনোঃ**—এবং আত্মার; **চ**—এবং; **নিত্যত্বাৎ**—নিত্যত্বের ফলে; **সাধয়িষ্যে**—লাভ করব; **তথা**—ততখানি; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য।

অনুবাদ

"এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম পুরুষ ব্রহ্মা তপস্যা, যোগশক্তি এবং সমাধির দ্বারা তাঁর অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর তিনি সর্বাধিক পূজ্য

দেবতা হয়েছেন। যেহেতু আমি নিত্য এবং কালও নিত্য, তাই আমিও বহু জন্ম তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রভাবে ব্রহ্মার মতো পদ অধিকার করব।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার পদ অধিকার করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল, কিন্তু তার পক্ষে তা অসম্ভব ছিল কারণ ব্রহ্মার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*—সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক দিনের সমান। ব্রহ্মার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ এবং তার ফলে হিরণ্যকশিপুর পক্ষে সেই পদ অধিকার করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্থির করেছিল যে, আত্মা এবং কাল উভয়েই যেহেতু নিত্য, তাই সে যদি এক জীবনে সেই পদ অধিকার করতে না পারে, তা হলে সে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তপস্যা করতে থাকবে, যাতে সে কোন এক সময় সেই পদ প্রাপ্ত হতে পারে।

শ্লোক ১১

অন্যাথেদং বিধাস্যেঽহমযথাপূর্বমোজসা ।
কিমন্যৈঃ কালনির্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

অন্যথা—ঠিক বিপরীত; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **বিধাস্যে**—তৈরি করব; **অহম্**—আমি; **অযথা**—অনুপযুক্ত; **পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **ওজসা**—আমার তপোবলের প্রভাবে; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **অন্যৈঃ**—অন্যদের সঙ্গে; **কাল-নির্ধূতৈঃ**—কালের প্রভাবে যা বিনষ্ট হয়ে যায়; **কল্পান্তে**—যুগান্তে; **বৈষ্ণব-আদিভিঃ**—ধ্রুবলোক বা বৈকুণ্ঠ আদি লোক।

অনুবাদ

"আমার কঠোর তপস্যার প্রভাবে আমি পুণ্য এবং পাপের ফল উল্টে দেব। আমি জগতের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টে দেব। কল্পান্তে ধ্রুবলোকও বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করি।"

তাৎপর্য

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে হিরণ্যকশিপুর আসুরিক সংকল্পের কথা বলেছিলেন। তাঁরা তাঁকে বলেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টে দিতে চায়। এই

জগতে কঠোর তপস্যা করে মানুষ স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু হিরণ্যকশিপু চেয়েছিল তারা যেন স্বর্গলোকেও অসুখী এবং দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হয়, কারণ দেবতারা তার প্রতি কূটনৈতিক মনোভাব পোষণ করেছিল। সে চেয়েছিল বৈষয়িক লেনদেনের প্রভাবে যারা এই জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, সেই কারণে তারা যেন স্বর্গলোকেও অসুখী হয়। প্রকৃতপক্ষে সে এই প্রকার দুঃখ-দুর্দশা সর্বত্র প্রচলিত করতে চেয়েছিল। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা কিভাবে সম্ভব, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের এই ব্যবস্থা তো অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর গর্ব ছিল যে, সে তার তপস্যার প্রভাবে সব কিছু করতে সক্ষম হবে। এমন কি সে বৈষ্ণবের স্থিতিও বিপন্ন করতে চেয়েছিল। এইগুলি আসুরিক সংকল্পের কয়েকটি লক্ষণ।

শ্লোক ১২

ইতি শুশ্রুম নির্বন্ধং তপঃ পরমমাস্থিতঃ ।
বিধৎস্বানন্তরং যুক্তং স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমরা শুনেছি; **নির্বন্ধম্**—দৃঢ়সংকল্প; **তপঃ**—তপস্যা; **পরমম্**—অত্যন্ত কঠোর; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত; **বিধৎস্ব**—দয়া করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন; **অনন্তরম্**—যত শীঘ্র সম্ভব; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **ত্রিভুবনেশ্বর**—হে ত্রিভুবন-পতি।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে, আপনার পদ লাভের উদ্দেশ্যে হিরণ্যকশিপু এখন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, দয়া করে আপনি অচিরেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রভু ভৃত্যের পালন-পোষণ করে, কিন্তু ভৃত্য সর্বদা পরিকল্পনা করে কিভাবে সে তার প্রভুর পদ অধিকার করবে। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্বকালে বহু ভৃত্য ষড়যন্ত্র করে তাদের প্রভুর পদ অধিকার করে নিয়েছিল। চৈতন্য সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, সুবুদ্ধি রায় নামক এক মস্ত বড় জমিদার একটি মুসলমান বালককে তাঁর ভৃত্যরূপে রেখেছিলেন। তিনি সেই বালকটিকে তাঁর নিজের সন্তানের মতো দেখতেন, এবং

কোনও এক সময় সেই বালকটি কিছু চুরি করলে, তিনি তাকে বেত্রাঘাত করে দণ্ড দিয়েছিলেন। তার পিঠে সেই দাগ বসে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই বালকটি কুটিল উপায়ে বাংলার নবাব হুসেন শাহ হয়েছিল। একদিন তার বেগম তার পিঠে সেই দাগ দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। নবাব উত্তর দিয়েছিল যে, তার বাল্যাবস্থায় সে যখন সুবুদ্ধি রায়ের চাকর ছিল, তখন তার কোন দুষ্কার্যের জন্য তিনি তাকে দণ্ড দিয়েছিলেন। সেই কথা শুনে নবাবের পত্নী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তার পতিকে অনুরোধ করে সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করতে। নবাব হুসেন শাহ অবশ্য সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল এবং তাই সে তাকে হত্যা করতে চায়নি, কিন্তু তার পত্নীর অনুরোধে সে-সুবুদ্ধি রায়কে মুসলমানে পরিণত করতে সম্মত হয়েছিল। সে তার জলের পাত্র থেকে সুবুদ্ধি রায়ের উপর জল ছিটিয়ে ঘোষণা করেছিল যে, সুবুদ্ধি রায় এখন মুসলমান হয়ে গেছে। এখানে বক্তব্য হচ্ছে যে, নবাব ছিল সুবুদ্ধি রায়ের একজন সাধারণ চাকর, কিন্তু কোন না কোন উপায়ে সে বাংলার নবাবের পদ অধিকার করেছিল। এই হচ্ছে জড় জগৎ। সকলেই যদিও তাদের ইন্দ্রিয়ের দাস, তবুও তারা সকলেই বিভিন্ন উপায়ে প্রভু হওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রথা অনুসরণ করে, জীব ইন্দ্রিয়ের দাস হওয়া সত্ত্বেও সারা ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হওয়ার চেষ্টা করে। হিরণ্যকশিপু তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, এবং তার অভিপ্রায়ের কথা দেবতারা ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তবাসনং দ্বিজগবাং পারমেষ্ঠ্যং জগৎপতে ।
ভবায় শ্রেয়সে ভূত্যৈ ক্ষেমায় বিজয়ায় চ ॥ ১৩ ॥

তব—আপনার; আসনম্—সিংহাসন; দ্বিজ—ব্রাহ্মণদের অথবা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির; গবাম্—গাভীদের; পারমেষ্ঠ্যম্—পরম; জগৎ-পতে—হে জগদীশ্বর; ভবায়—উন্নতির জন্য; শ্রেয়সে—চরম সুখের জন্য; ভূত্যৈ—ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য; ক্ষেমায়—পালন এবং সৌভাগ্যের জন্য; বিজয়ায়—জয় এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য; চ—এবং।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার পদ সকলের জন্যই পরম কল্যাণকর, বিশেষ করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের জন্য। তার ফলে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গোরক্ষা অধিক থেকে অধিকতর মহিমান্বিত হবে, এবং এইভাবে সর্বপ্রকার সুখ, ঐশ্বর্য

এবং সৌভাগ্য আপনা থেকেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, হিরণ্যকশিপু যদি আপনার পদ অধিকার করে, তা হলে সব কিছু বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দ্বিজগবাং পারমেষ্ঠ্যম্* শব্দ দুটি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গাভীর পরম উৎকৃষ্ট পদ সূচিত করে। বৈদিক সংস্কৃতিতে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের মঙ্গলসাধন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ এবং গাভীদের সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা না করে, তা হলে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার পদ অধিকার করতে পারে বলে আশঙ্কা করে দেবতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু ছিল এক কুখ্যাত দৈত্য এবং দেবতারা জানত যে, রাক্ষস এবং অসুরেরা যদি পরম পদ অধিকার করে বসে, তা হলে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গোরক্ষার ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব কিছুরই পরম অধীশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*)। তাই ভগবান ভালভাবেই জানেন কিভাবে এই জগতে জীবের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে একজন করে ব্রহ্মা রয়েছেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে (*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*)। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি তাঁর শিষ্য এবং পুত্রদের বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন। প্রতিটি লোকের রাজা অথবা সর্বোচ্চ নিয়ন্তার অবশ্য কর্তব্য ব্রহ্মার প্রতিনিধি হওয়া। তাই, যদি রাক্ষস অথবা অসুরেরা ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত হয়, তা হলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যবস্থা, বিশেষ করে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গাভীদের রক্ষা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। সমস্ত দেবতারা এই বিপদের আশঙ্কা করছিলেন, এবং তাই তাঁরা হিরণ্যকশিপুর পরিকল্পনা প্রতিহত করতে অচিরেই যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করতে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন।

সৃষ্টির শুরুতে মধু এবং কৈটভ নামক দুই অসুরের দ্বারা ব্রহ্মা আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে *মধুকৈটভহন্তৃ* বলা হয়। এখন আবার হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার পদ অধিকার করার চেষ্টা করছিল। এই জগৎ এমনই একটি স্থান যেখানে ব্রহ্মার পদ পর্যন্ত নিরাপদ নয়, সুতরাং সাধারণ জীবের আর কি কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপুর সময় পর্যন্ত, কেউই ব্রহ্মার পদ অধিকার করার চেষ্টা করেনি। হিরণ্যকশিপু কিন্তু এমনই এক মহা-দৈত্য ছিল যে, সে তার অতি উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল।

ভূত্যৈ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য", এবং *শ্রেয়সে* শব্দটির অর্থ চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। পারমার্থিক উন্নতির ফলে জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি হয়, সেই সঙ্গে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। কেউ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে ঐশ্বর্যময় পদ প্রাপ্ত হন, তা হলে তাঁর সেই ঐশ্বর্যের কখনও হ্রাস হয় না। তাই এই প্রকার আধ্যাত্মিক আশীর্বাদকে বলা হয় *ভূতি* বা *বিভূতি*। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪১) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন, *যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং...মম তেজোঽংশসম্ভবম্*—ভক্ত যদি আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত হন এবং তার ফলে জড় ঐশ্বর্যও লাভ করেন, তা হলে সেই পদটি তাঁর প্রতি ভগবানের বিশেষ উপহার। এই প্রকার ঐশ্বর্যকে কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে এই পৃথিবীতে ব্রহ্মার প্রভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে, এবং হিরণ্যকশিপুর প্রতিনিধিরা—রাক্ষস এবং অসুরেরা এই পৃথিবীকে অধিকার করে নিয়েছে। তাই সমস্ত সৌভাগ্যের মূলস্বরূপ যে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গাভী তাদের কোন রকম সুরক্ষা করা হচ্ছে না। এই যুগটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ অসুর এবং রাক্ষসেরা সমাজকে পরিচালনা করছে।

শ্লোক ১৪

ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবৈর্ভগবানাত্মভূর্নৃপ ।
পরিতো ভৃগুদক্ষাদ্যৈর্যযৌ দৈত্যেশ্বরাশ্রমম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—নিবেদিত; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **পরিতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **ভৃগু**—ভৃগু; **দক্ষ**—দক্ষ; **আদ্যৈঃ**—এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **দৈত্য-ঈশ্বর**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর; **আশ্রমম্**—তপস্যার স্থলে।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরম শক্তিমান ব্রহ্মা এইভাবে দেবতাদের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়ে ভৃগু, দক্ষ আদি মহর্ষিগণ সহ তৎক্ষণাৎ হিরণ্যকশিপু যেখানে তপস্যা করছিল সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর তপস্যা পূর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন, যাতে তিনি তার কাছে গিয়ে তার বাসনা অনুসারে তাকে বর প্রদান করতে পারেন। এখন, সমস্ত দেবতা এবং মহর্ষিগণ সহ ব্রহ্মা তাকে তার বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

ন দদর্শ প্রতিচ্ছন্নং বল্মীকতৃণকীচকৈঃ ।
পিপীলিকাভিরাচীর্ণং মেদস্ত্বঙ্মাংসশোণিতম্ ॥ ১৫ ॥
তপন্তং তপসা লোকান্ যথাভ্রাপিহিতং রবিম্ ।
বিলক্ষ্য বিস্মিতঃ প্রাহ হসংস্তং হংসবাহনঃ ॥ ১৬ ॥

ন—না; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **প্রতিচ্ছন্নম্**—আবৃত; **বল্মীক**—উইয়ের ঢিপি; **তৃণ**—ঘাস; **কীচকৈঃ**—এবং বাঁশের দ্বারা; **পিপীলিকাভিঃ**—পিপীলিকার দ্বারা; **আচীর্ণম্**—চারদিক থেকে খেয়ে ফেলেছে; **মেদঃ**—মেদ; **ত্বক্**—ত্বক; **মাংস**—মাংস; **শোণিতম্**—এবং রক্ত; **তপন্তম্**—তাপ প্রদান করে; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **লোকান্**—ত্রিভুবন; **যথা**—যেমন; **অভ্র**—মেঘের দ্বারা; **অপিহিতম্**—আচ্ছাদিত; **রবিম্**—সূর্য; **বিলক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **হসন্**—হেসে; **তম্**—তাকে; **হংস-বাহনঃ**—হংসবাহন ব্রহ্মা।

অনুবাদ

হংসবাহন ব্রহ্মা প্রথমে হিরণ্যকশিপুকে দেখতে পাননি, কারণ হিরণ্যকশিপুর দেহ একটি উইয়ের ঢিপি, তৃণ, বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। হিরণ্যকশিপু দীর্ঘকাল সেখানে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিল বলে, অসংখ্য পিপীলিকা তার ত্বক, মেদ, মাংস এবং রক্ত খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ব্রহ্মা এবং দেবতারা তাকে তার তপস্যার দ্বারা সমস্ত জগৎকে তাপ প্রদানকারী মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মতো দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রহ্মা বিস্মিত চিত্তে হাসতে হাসতে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ত্বক, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ইত্যাদি ব্যতীত জীব কেবল তার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বেঁচে থাকতে পারে। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ*—জড় আবরণের

সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। হিরণ্যকশিপু বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিল। বস্তুতপক্ষে বলা হয় যে, সে এক শত দিব্য বছর ধরে তপস্যা করেছিল। যেহেতু আমাদের এক দিন দেবতাদের ছয় মাস, অতএব তা নিঃসন্দেহে অতি দীর্ঘকাল ছিল। প্রকৃতির নিয়মে তার দেহ পিপীলিকা আদি পরজীবী প্রাণীরা প্রায় খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। তাই ব্রহ্মাও প্রথমে তাকে দেখতে পাননি। পরে ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন হিরণ্যকশিপু কোথায় ছিল, এবং হিরণ্যকশিপুর এই অসাধারণ তপস্যা দর্শন করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। অন্য যে কেউ মনে করত যে, হিরণ্যকশিপু মরে গেছে, কারণ তার দেহ নানাভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় উপাদানের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলেও হিরণ্যকশিপু বেঁচে আছে।

এখানে দ্রষ্টব্য যে, হিরণ্যকশিপু যদিও দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করেছিল, তবুও সে একজন দৈত্য বা রাক্ষসরূপে পরিচিত ছিল। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যাবে যে, অনেক বড় বড় মহাত্মারাও এই ধরনের কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করতে পারেন না। তা হলে হিরণ্যকশিপুকে রাক্ষস বা দৈত্য বলা হচ্ছে কেন? তার কারণ হচ্ছে সে যা করেছিল, তা সবই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য। তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিল মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক বালক, এবং প্রহ্লাদের কি করার ক্ষমতা ছিল? কিন্তু নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে অল্প একটু ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলেই প্রহ্লাদ ভগবানের এত প্রিয় হয়েছিলেন যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু তার সমস্ত তপস্যা সত্ত্বেও নিহত হয়েছিল। এটিই ভগবদ্ভক্তির এবং সিদ্ধিলাভের অন্যান্য পন্থার মধ্যে পার্থক্য। যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করে, তারা সারা জগতের কাছে ভয়াবহ, কিন্তু অল্প ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনকারী ভক্ত সকলেরই সুহৃদ (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)। ভগবান যেহেতু সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ্ এবং ভক্ত যেহেতু ভগবানের গুণাবলী অর্জন করেন, তাই ভক্তও ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা সকলের মঙ্গলসাধন করেন। হিরণ্যকশিপু যদিও এইভাবে কঠোর তপস্যা করেছিল, তবুও সে একটি দৈত্য বা রাক্ষসই ছিল, কিন্তু সেই দৈত্যপিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের পরম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং ভগবান স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। ভক্তিকে তাই বলা হয় *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তম্*, অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত এবং *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য স্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ১৭

শ্রীব্রহ্মোবাচ

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে তপঃসিদ্ধোঽসি কাশ্যপ ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **উত্তিষ্ঠ**—ওঠ; **উত্তিষ্ঠ**—ওঠ; **ভদ্রম্**—তোমার মঙ্গল হোক; **তে**—তোমাকে; **তপঃ-সিদ্ধঃ**—তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছ; **অসি**—তুমি; **কাশ্যপ**—হে কশ্যপের পুত্র; **বরদঃ**—বর প্রদানকারী; **অহম্**—আমি; **অনুপ্রাপ্তঃ**—এসেছি; **ব্রিয়তাম্**—প্রার্থনা কর; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **বরঃ**—বর।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে কশ্যপ মুনির পুত্র, তুমি ওঠ, ওঠ। তোমার মঙ্গল হোক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ, এবং তাই আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তুমি তোমার বাসনা অনুসারে বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করতে চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য স্কন্দ *পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হিরণ্যকশিপু হিরণ্যগর্ভ নামে পরিচিত ব্রহ্মার ভক্ত হয়ে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন বলে সে হিরণ্যক নামেও পরিচিত। রাক্ষস এবং অসুরেরা ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের পূজা করে, সেই সমস্ত দেবতাদের পদ অধিকার করার জন্য। সেই কথা আমরা পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছি।

শ্লোক ১৮

অদ্রাক্ষমহমেতং তে হৃৎসারং মহদদ্ভুতম্ ।
দংশভক্ষিতদেহস্য প্রাণা হ্যস্থিষু শেরতে ॥ ১৮ ॥

অদ্রাক্ষম্—স্বয়ং দেখেছি; **অহম্**—আমি; **এতম্**—এই; **তে**—তোমার; **হৃৎ-সারম্**—সহ্যশক্তি; **মহৎ**—অত্যন্ত মহান; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **দংশ-ভক্ষিত**—কীট এবং পিপীলিকারা খেয়ে ফেলেছে; **দেহস্য**—দেহের; **প্রাণাঃ**—প্রাণবায়ু; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্থিষু**—অস্থিতে; **শেরতে**—আশ্রয় করেছে।

অনুবাদ

আমি তোমার সহনশক্তি দর্শন করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। কীট এবং পিপীলিকারা যদিও তোমার সারা শরীর খেয়ে ফেলেছে, তবুও তুমি তোমার অস্থিতে তোমার প্রাণবায়ু ধারণ করে আছ। এটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, আত্মা অস্থির মধ্যেও থাকতে পারে, যা এখানে হিরণ্যকশিপুর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কোন মহাযোগী যখন সমাধিস্থ হন, তখন তাঁর দেহ সমাধিস্থ হলেও এবং তাঁর চামড়া, মাংস, মজ্জা, রক্ত ইত্যাদি খেয়ে ফেললেও, যদি কেবলমাত্র তাঁর অস্থি থাকে, তা হলেও তিনি তাঁর দিব্য স্থিতিতে অবস্থান করতে পারেন। সম্প্রতি একজন পুরাতত্ত্ববিদ তাঁর গবেষণার তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন যে, যিশুখ্রিস্টকে কবর দেওয়া হলেও তিনি কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। যোগীদের সমাধিস্থ অবস্থায় কবর দেওয়ার এবং কয়েক ঘণ্টা পর সুস্থ অবস্থায় তাদের কবর থেকে বেরিয়ে আসার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যোগীকে দিব্য স্থিতিতে সমাধিস্থ করা হলেও তিনি কেবল কয়েক দিনের জন্যই নয়, বহু বছর ধরে বেঁচে থাকতে পারেন।

শ্লোক ১৯

নৈতৎ পূর্বর্ষয়শ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
নিরম্বুর্ধারয়েৎ প্রাণান্ কো বৈ দিব্যসমাঃ শতম্ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **পূর্ব-ঋষয়ঃ**—তোমার পূর্বের ভৃগু আদি ঋষিগণ; **চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ন**—না; **করিষ্যন্তি**—করবে; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যেরা; **নিরম্বুঃ**—জল পান না করে; **ধারয়েৎ**—ধারণ করতে পারে; **প্রাণান্**—প্রাণবায়ু; **কঃ**—কে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দিব্য-সমাঃ**—দিব্য বর্ষ; **শতম্**—এক শত।

অনুবাদ

তোমার পূর্বতন ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরাও এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। এই ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, এক শত দিব্য বর্ষ ধরে জল পান না করে প্রাণ ধারণ করতে পারে?

তাৎপর্য

এখানে প্রতীত হয় যে, যোগী একবিন্দু জল পর্যন্ত পান না করে, যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বহু বছর বেঁচে থাকতে পারেন, এমন কি তাঁর বাহ্য দেহটি কীটপতঙ্গের দ্বারা ভুক্ত হলেও।

শ্লোক ২০

ব্যবসায়েন তেঽনেন দুষ্করেণ মনস্বিনাম্ ।
তপোনিষ্ঠেন ভবতা জিতোঽহং দিতিনন্দন ॥ ২০ ॥

ব্যবসায়েন—সংকল্পের দ্বারা; **তে**—তোমার; **অনেন**—এই; **দুষ্করেণ**—দুষ্কর; **মনস্বিনাম্**—মহর্ষি এবং মহাত্মাদের পক্ষেও; **তপঃ-নিষ্ঠেন**—তপস্যা করার উদ্দেশ্যে; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **জিতঃ**—বিজিত; **অহম্**—আমি; **দিতি-নন্দন**—হে দিতি পুত্র।

অনুবাদ

হে দিতিনন্দন, দৃঢ়সংকল্প সহকারে তুমি যে কঠোর তপস্যা করেছ তা মহান ঋষিদের পক্ষেও অসম্ভব। তোমার এই তপস্যার দ্বারা তুমি আমাকে নিশ্চিতভাবে জয় করেছ।

তাৎপর্য

এই *জিতঃ* শব্দটির সম্পর্কে শ্রীল মধ্ব মুনি *শব্দনির্ণয়* থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রদান করেছেন,*পরাভূতং বশস্থং চ জিতভিদুচ্যতে বুধৈঃ*—"কেউ যদি কারও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে অথবা অন্যের দ্বারা পরাজিত হয়, তা হলে তাকে বলা হয় *জিতঃ*।" হিরণ্যকশিপুর তপস্যা এমনই মহান এবং অদ্ভুত ছিল যে, ব্রহ্মা পর্যন্ত তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ততস্তে আশিষঃ সর্বা দদাম্যসুরপুঙ্গব ।
মর্তস্য তে হ্যমর্তস্য দর্শনং নাফলং মম ॥ ২১ ॥

ততঃ—এই কারণে; **তে**—তোমাকে; **আশিষঃ**—বর; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **দদামি**—আমি দান করব; **অসুর-পুঙ্গব**—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; **মর্তস্য**—মরণশীল ব্যক্তির; **তে**—তোমার

মতো; হি—বস্তুতপক্ষে; **অমর্তস্য**—মৃত্যুহীন ব্যক্তির; **দর্শনম্**—দর্শন; **ন**—না; **অফলম্**—বিফল; মম—আমার।

অনুবাদ

হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই কারণে আমি তোমাকে তোমার বাসনা অনুসারে সমস্ত বর দিতে প্রস্তুত। আমি অমর দেবতা, মানুষের মতো যাঁদের মৃত্যু হয় না। তাই তুমি মরণশীল হলেও আমার দর্শন তোমার বিফল হবে না।

তাৎপর্য

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ এবং অসুরেরা মরণশীল, কিন্তু দেবতাদের মৃত্যু হয় না। যে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে সত্যলোকে বাস করেন, তাঁরা প্রলয়ের পর সশরীরে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। তাই হিরণ্যকশিপু যদিও কঠোর তপস্যা করেছিল, কিন্তু ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, সে অমর হতে পারবে না, অথবা দেবতাদের সমান পদ লাভ করতে পারবে না। সে যে এত বছর ধরে মহাতপস্যা করেছিল, তার ফলে সে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। ব্রহ্মা সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্লোক ২২

শ্রীনারদ উবাচ

ইত্যুক্ত্বাদিভবো দেবো ভক্ষিতাঙ্গং পিপীলিকৈঃ ।
কমণ্ডলুজলেনৌক্ষদ্দিব্যেনামোঘরাধসা ॥ ২২ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **আদিভবঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব ব্রহ্মা; **দেবঃ**—প্রধান দেবতা; **ভক্ষিতাঙ্গম্**—হিরণ্যকশিপুর দেহ, যা প্রায় পূর্ণরূপে ভক্ষিত হয়েছিল; **পিপীলিকৈঃ**—পিপীলিকাদের দ্বারা; **কমণ্ডলু**—ব্রহ্মার হাতের কমণ্ডলু থেকে; **জলেন**—জলের দ্বারা; **ঔক্ষৎ**—সিঞ্চন করেছিলেন; **দিব্যেন**—যা ছিল দিব্য, সাধারণ নয়; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **রাধসা**—যাঁর শক্তি।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে অব্যর্থ দিব্য জল নিয়ে পিপীলিকা কর্তৃক ভক্ষিত

হিরণ্যকশিপুর দেহের উপর সিঞ্চন করেছিলেন। তার ফলে হিরণ্যকশিপুর শরীর পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট এবং ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট প্রথম জীব। *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—আদি দেব বা আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং দিব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার কেউ ছিল না, কিন্তু ভগবান যেহেতু ব্রহ্মার হৃদয়ে বিরাজমান, তাই ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে শিক্ষা দান করেছিলেন। ভগবানের শক্তিতে বিশেষভাবে আবিষ্ট হওয়ার ফলে, ব্রহ্মা যাই করেন তাই অব্যর্থ হয়। এটিই *অমোঘরাধসা* শব্দের অর্থ। তিনি হিরণ্যকশিপুর শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল সিঞ্চন করার ফলে তৎক্ষণাৎ তা হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

স তৎ কীচকবল্মীকাৎ সহওজোবলান্বিতঃ ।
সর্বাবয়বসম্পন্নো বজ্রসংহননো যুবা ।
উত্থিতস্তপ্তহেমাভো বিভাবসুরিবৈধসঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—হিরণ্যকশিপু; **তৎ**—তা; **কীচক-বল্মীকাৎ**—উইয়ের ঢিপি এবং বাঁশের ঝাড় থেকে; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের শক্তি; **বল**—এবং দেহের শক্তি; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত; **সর্ব**—সমস্ত; **অবয়ব**—দেহের অঙ্গসমূহ; **সম্পন্নঃ**—পূর্ণরূপে ফিরে পেয়ে; **বজ্র-সংহননঃ**—বজ্রের মতো দৃঢ় শরীর সমন্বিত; **যুবা**—যুবক; **উত্থিতঃ**—উত্থিত হয়েছিল; **তপ্ত-হেম-আভঃ**—যার দেহের কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিল; **বিভাবসুঃ**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **এধসঃ**—কাঠ থেকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জলে সিক্ত হওয়া মাত্র হিরণ্যকশিপু বজ্রসদৃশ সর্ব অবয়ব সমন্বিত হয়ে উত্থিত হয়েছিল। তার দেহ শক্তিসম্পন্ন এবং অঙ্গের কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিল, এবং কাষ্ঠ থেকে যেভাবে অগ্নি উত্থিত হয়, ঠিক সেইভাবে সে বল্মীকের মধ্যে থেকে পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু এমনইভাবে পুনর্জীবন লাভ করেছিল যে, তার শরীর বজ্রের আঘাত পর্যন্ত সহ্য করতে পারত। এখন সে একজন অতি সুদৃঢ় শরীর সমন্বিত এক যুবক, যার দেহের সৌন্দর্য এবং কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো। তার কঠোর তপস্যার ফলে সে এইভাবে নবজীবন লাভ করেছিল।

শ্লোক ২৪

স নিরীক্ষ্যাম্বরে দেবং হংসবাহমুপস্থিতম্ ।
ননাম শিরসা ভূমৌ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অম্বরে**—আকাশে; **দেবম্**—দেবশ্রেষ্ঠ; **হংস-বাহম্**—হংস যাঁর বাহন; **উপস্থিতম্**—তাঁর সম্মুখে উপস্থিত; **ননাম**—প্রণাম করেছিল; **শিরসা**—তার মস্তকের দ্বারা; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **তৎ-দর্শন**—ব্রহ্মাকে দর্শন করে; **মহা-উৎসবঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

হংসবাহন ব্রহ্মাকে আকাশ-পথে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখে, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে মস্তক অবনত করে ব্রহ্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৩-২৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার-সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।"

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যারা দেবতাদের পূজা করে তারা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়, যদিও এই সমস্ত পূজকেরা পরোক্ষভাবে আমারই পূজা করে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যখন গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে গাছের

ডালপালায় জল দেয়, তখন বুঝতে হবে জ্ঞানের অভাবেই বা জল দেওয়ার প্রথাটি কি রকম তা না জানার ফলেই সে তা করে। গাছে জল দেওয়ার পন্থাটি হচ্ছে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া। তেমনই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সেবা করার উপায় হচ্ছে উদরকে খাদ্য সরবরাহ করা। সেইদিক দিয়ে বলা যায়, বিভিন্ন দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকর্তা। নাগরিকদের রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হয়, বিভিন্ন রাজকর্মচারী বা বিভাগীয় অধিকর্তাদের আইন নয়। তেমনই সকলের কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবানেরই পূজা করা। তার ফলে ভগবানের অধীনস্থ বিভিন্ন কর্মচারী এবং বিভাগীয় অধিকর্তারাও আপনা থেকেই প্রসন্ন হবেন। সমস্ত কর্মচারী এবং বিভাগীয় অধিকর্তারা সরকারেরই প্রতিনিধিরূপে তাদের কার্যে যুক্ত, এবং তাদের ঘুষ দেওয়া অবৈধ। তাই সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *অবিধিপূর্বকম্* । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের অনর্থক পূজা অনুমোদন করেন না।

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বৈদিক শাস্ত্রে নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। যজ্ঞ মানে হচ্ছেন বিষ্ণু। *ভগবদ্গীতায়* তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল যজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই কর্ম করা উচিত। মানব-সভ্যতার আদর্শ স্বরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা কারণ আমিই হচ্ছি পরম ঈশ্বর।" কিন্তু অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে, সাময়িক লাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজা করে। তাই তারা সংসার-আবর্তে পতিত হয় এবং জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য প্রাপ্ত হতে পারে না। কিন্তু কারও যদি জড়-জাগতিক কামনা-বাসনাও থাকে, তা হলেও তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন (যদিও তা শুদ্ধ ভক্তি নয়), এবং তার ফলে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হবেন।

হিরণ্যকশিপু যদিও ব্রহ্মাকে তার প্রণতি নিবেদন করেছে, কিন্তু সে ছিল ঘোর বিষ্ণুবিদ্বেষী। এটিই অসুরের লক্ষণ। অসুরেরা দেবতাদের ভগবান থেকে ভিন্ন জ্ঞানে পূজা করে। তারা জানে না যে, দেবতারা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কারণ তাঁরা ভগবানের সেবক। ভগবান যদি দেবতাদের থেকে তাঁর শক্তি নিয়ে নেন, তা হলে দেবতারা আর তাঁদের পূজকদের বর দান করতে পারবেন না। ভক্ত এবং অভক্ত বা অসুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভক্তেরা জানেন শ্রীবিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবান এবং সকলে তাঁর কাছ থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। ভক্তেরা কোন বিশেষ শক্তির জন্য দেবতাদের পূজা করেন না। তাঁরা জানেন তাঁর যদি কোন বিশেষ শক্তি লাভের বাসনা থাকে, তা হলে বিষ্ণুর ভক্তরূপে আচরণ করার সময় তিনি

সেই শক্তি প্রাপ্ত হবেন। তাই শাস্ত্রে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" কারও যদি জড়-জাগতিক বাসনা থেকেও থাকে, তা হলে দেবতাদের পূজা না করে তার উচিত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, যাতে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অসুর বা অভক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মতর্ক* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

একস্থানৈককার্যত্বাদ্ বিষ্ণোঃ প্রাধান্যতস্তথা ।
জীবস্য তদধীনত্বান্ ন ভিন্নাধিকৃতং বচঃ ॥

যেহেতু বিষ্ণুই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই বিষ্ণুপূজার দ্বারা সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অন্য কোন দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ২৫

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঈক্ষমাণো দৃশা বিভুম্ ।
হর্ষাশ্রুপুলকোদ্ভেদো গিরা গদ্গদয়াগৃণাৎ ॥ ২৫ ॥

উত্থায়—উঠে; **প্রাঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **প্রহ্বঃ**—বিনীতভাবে; **ঈক্ষমাণঃ**—দেখে; **দৃশা**—তার চক্ষুর দ্বারা; **বিভুম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **হর্ষ**—আনন্দের; **অশ্রু**—অশ্রু; **পুলক**—রোমাঞ্চ; **উদ্ভেদঃ**—উন্মেষ; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **গদ্গদয়া**—স্খলিত কণ্ঠে; **অগৃণাৎ**—প্রার্থনা করেছিল।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মাকে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখে, দৈত্যপতি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ব্রহ্মার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সে তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কম্পিত কলেবরে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত বিনীতভাবে গদ্গদ বাক্যে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ২৬-২৭

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ

কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্ ।
অভিব্যনগ্ জগদিদং স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ স্বরোচিষা ॥ ২৬ ॥
আত্মনা ত্রিবৃতা চেদং সৃজত্যবতি লুম্পতি ।
রজঃসত্ত্বতমোধাম্নে পরায় মহতে নমঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—হিরণ্যকশিপু বলল; **কল্প-অন্তে**—ব্রহ্মার দিনান্তে; **কাল-সৃষ্টেন**—কাল কর্তৃক সৃষ্ট; **যঃ**—যিনি; **অন্ধেন**—গভীর অন্ধকারের দ্বারা; **তমসা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **আবৃতম্**—আচ্ছাদিত; **অভিব্যনক্**—প্রকাশিত; **জগৎ**—জগৎ; **ইদম্**—এই; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ংপ্রকাশ; **স্ব-রোচিষা**—তাঁর অঙ্গের কিরণের দ্বারা; **আত্মনা**—স্বয়ং; **ত্রি-বৃতা**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা সম্পাদিত; **চ**—ও; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **লুম্পতি**—বিনাশ করেন; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—এবং তমোগুণের; **ধাম্নে**—পরম আশ্রয়কে; **পরায়**—পরমেশ্বরকে; **মহতে**—মহৎকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বরকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর জীবনের প্রতি দিনের অন্তে এই ব্রহ্মাণ্ড কালের প্রভাবে ঘন অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এবং তার পরের দিন পুনরায় সেই স্বয়ং প্রকাশ প্রভু তাঁর নিজের জ্যোতির দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সমগ্র জগৎ প্রকাশ করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। সেই ব্রহ্মাই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের আশ্রয়।

তাৎপর্য

অভিব্যনগ্ জগদিদম্ শব্দগুলি এই জগতের স্রষ্টাকে ইঙ্গিত করে। আদি স্রষ্টা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*); ব্রহ্মা হচ্ছেন গৌণ স্রষ্টা। ব্রহ্মা যখন এই জগতের নির্মাতারূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তখন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম শক্তিশালীরূপে প্রকাশিত হন। সমগ্র জড়া প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি, এবং যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করেন। ব্রহ্মার দিনান্তে স্বর্গলোক পর্যন্ত সব কিছু প্রলয়বারিতে লয় হয়ে

যায়, এবং তার পরের দিন সকালে, ব্রহ্মাণ্ড যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তখন ব্রহ্মা পুনরায় পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকাশ করেন। তাই তাঁকে এখানে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্রীন্ গুণান্ বৃণোতি—ব্রহ্মা জড়া প্রকৃতির তিন গুণের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রকৃতিকে এখানে *ত্রিবৃতা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এই প্রকৃতি তিন গুণের উৎস। শ্রীল মধ্বাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, *ত্রিবৃতা* মানে হচ্ছে *প্রকৃত্যা*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আদি স্রষ্টা এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন আদি শিল্পী।

শ্লোক ২৮

নম আদ্যায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্তয়ে ।
প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকারৈর্ব্যক্তিমীয়ুষে ॥ ২৮ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **আদ্যায়**—আদি পুরুষকে; **বীজায়**—জগতের বীজ; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **বিজ্ঞান**—এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের; **মূর্তয়ে**—মূর্তি বা রূপকে; **প্রাণ**—প্রাণের; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **মনঃ**—মনের; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির; **বিকারৈঃ**—বিকারের দ্বারা; **ব্যক্তিম্**—প্রকাশ; **ঈয়ুষে**—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

অনুবাদ

আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি জ্ঞানবান এবং যিনি এই বিরাট জগৎ সৃষ্টির কার্যে তাঁর মন ও বুদ্ধির উপযোগ করতে পারেন। তাঁরই কার্যকলাপের ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জগতের কারণ।

তাৎপর্য

বেদান্ত-সূত্রের শুরু হয়েছে এই ঘোষণা করে যে, পরম পুরুষ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*)। কেউ প্রশ্ন করতে পারে ব্রহ্মাই কি সেই পরম পুরুষ। না, পরম পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মা তাঁর মন, বুদ্ধি, সমস্ত জড় উপাদান এবং অন্য সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছেন, এবং তারপর তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনার কার্যে গৌণ স্রষ্টা হয়েছেন। এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা উচিত কোন জড় পিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাক্রমে এই সৃষ্টি হয়নি। এই প্রকার অবান্তর মতবাদ বৈদিক তত্ত্ব অন্বেষণকারীরা কখনও স্বীকার করেন না। প্রথম

সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি ভগবান কর্তৃক পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—ব্রহ্মা যদিও প্রথম সৃষ্ট জীব, তবুও তিনি স্বতন্ত্র নন, কারণ তিনি তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে ভগবানের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তখন সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা ছাড়া আর কেউ ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁর বুদ্ধি সরাসরি তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে ভগবানের থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মাকে এই শ্লোকে সৃষ্টির আদি কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তা তাঁর ক্ষেত্রে জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা যায়। বহু নিয়ন্তা রয়েছেন, এবং তাঁরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৃষ্ট। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতের* একটি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা যখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ব্রহ্মা। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর ভৃত্যের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন কোন্ ব্রহ্মা তাঁর দ্বারে এসেছেন, তখন ব্রহ্মা আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, অবশ্যই চারকুমারের পিতা ব্রহ্মা তাঁর দ্বারে অপেক্ষা করছেন। পরে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন। তখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, কোটি কোটি ব্রহ্মা রয়েছেন, কারণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন সমস্ত ব্রহ্মাদের ডেকেছিলেন, যাঁরা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্মুখ ব্রহ্মা তখন অনুভব করেছিলেন যে, অসংখ্য মস্তক-বিশিষ্ট বহু ব্রহ্মাদের উপস্থিতিতে তিনি হচ্ছেন অতি নগণ্য। এইভাবে যদিও প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের শিল্পীরূপে একজন করে ব্রহ্মা রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁদের সকলের আদি উৎস।

শ্লোক ২৯

ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ
প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্ ।
চিত্তস্য চিত্তৈর্মনইন্দ্রিয়াণাং
পতির্মহান্ ভূতগুণাশয়েশঃ ॥ ২৯ ॥

ত্বম্—আপনি; **ঈশিষে**—প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করেন; **জগতঃ**—জঙ্গম; **তস্থুষঃ**—জড় বা স্থাবর; **চ**—এবং; **প্রাণেন**—প্রাণশক্তির দ্বারা; **মুখ্যেন**—সমস্ত কার্যকলাপের উৎস;

পতিঃ—প্রভু; **প্রজানাম্**—সমস্ত জীবদের; **চিত্তস্য**—মনের; **চিত্তেঃ**—চেতনার দ্বারা; **মনঃ**—মনের; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—এবং কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের; **পতিঃ**—পালক; **মহান্**—মহান; **ভূত**—জড় উপাদানের; **গুণ**—এবং জড় উপাদানের গুণাবলী; **আশয়**—বাসনার; **ঈশঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি এই জড় জগতে জীবনের উৎস, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রভু ও নিয়ন্তা, এবং আপনি তাদের চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেন। আপনি মন, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পালক। অতএব আপনি সমস্ত জড় উপাদান ও তাদের গুণাবলীর পরম নিয়ন্তা, এবং আপনি সমস্ত বাসনারও নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সব কিছুরই আদি উৎস হচ্ছে জীবন। পরম জীবন যাঁর সেই কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*), এবং ব্রহ্মাও পুরুষ, কিন্তু ব্রহ্মার আদি উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*— "হে অর্জুন, আমার থেকে পরতর কোন তত্ত্ব নেই।" শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আদি উৎস এবং ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎস, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণাবলী ও কার্যকলাপের ক্ষমতা ব্রহ্মার মধ্যেও রয়েছে।

শ্লোক ৩০

ত্বং সপ্ততন্তূন্ বিতনোষি তন্বা
ত্রয্যা চতুর্হোত্রকবিদ্যয়া চ ।
ত্বমেক আত্মাত্মবতামনাদি-
রনন্তপারঃ কবিরন্তরাত্মা ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—আপনি; **সপ্ত-তন্তূন্**—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ থেকে শুরু করে সাত প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান; **বিতনোষি**—বিস্তৃত; **তন্বা**—আপনার শরীরের দ্বারা; **ত্রয্যা**—তিন বেদ; **চতুর্হোত্রক**—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্ম এবং উদ্গাতা—এই চার প্রকার বৈদিক

পুরোহিতদের; **বিদ্যয়া**—আবশ্যিক জ্ঞানের দ্বারা; **চ**—ও; **ত্বম্**—আপনি; **একঃ**—এক; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম-বতাম্**—সমস্ত জীবদের; **অনাদিঃ**—উৎপত্তি রহিত; **অনন্ত-পারঃ**—অন্তহীন; **কবিঃ**—পরম অনুপ্রেরণা দানকারী; **অন্তঃ-আত্মা**—হৃদয়াভ্যন্তরস্থ পরমাত্মা।

অনুবাদ

হে প্রভু, মূর্তিমান বেদরূপে এবং সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপের জ্ঞানের দ্বারা আপনি অগ্নিষ্টোম আদি সাত প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান বিস্তার করেন। বস্তুতপক্ষে আপনি তিন বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের অনুপ্রাণিত করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী, আপনি অনাদি, অনন্ত এবং সর্বজ্ঞ। আপনি স্থান এবং কালের সীমার অতীত।

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠান, সেই সম্বন্ধীয় জ্ঞান, এবং যাঁরা তা অনুষ্ঠান করেন, এই সবই পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—ভগবান থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে। পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কেউ যখন বৈদিক জ্ঞানে উন্নত হন, তখন পরমাত্মা তাঁকে পরিচালিত করেন। পরমাত্মারূপে ভগবান উপযুক্ত ব্যক্তিদের বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে প্রেরণা দেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ঋত্বিক নামক চার প্রকার পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। তাদের বলা হয় হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্ম এবং উদ্গাতা।

শ্লোক ৩১

ত্বমেব কালোঽনিমিষো জনানা-
মায়ুর্লবাদ্যবয়বৈঃ ক্ষিণোষি ।
কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠ্যজো মহাং-
স্ত্বং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা ॥ ৩১ ॥

ত্বম্—আপনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **কালঃ**—অন্তহীন কাল; **অনিমিষঃ**—পলকহীন; **জনানাম্**—জীবদের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **লব-আদি**—সেকেন্ড, লব, পল, মুহূর্ত আদি সমন্বিত; **অবয়বৈঃ**—বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা; **ক্ষিণোষিঃ**—ক্ষয় করে; **কূটস্থঃ**—কোন

কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **পরমেষ্ঠী**—পরমেশ্বর; **অজঃ**—জন্মহীন; **মহান্**—মহান; **ত্বম্**—আপনি; **জীব-লোকস্য**—এই জড় জগতের; **চ**—ও; **জীবঃ**—জীবনের কারণ; **আত্মা**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি নিত্য জাগ্রত হয়ে সর্বদ্রষ্টা নিত্য কালরূপে লব, পল, মুহূর্ত আদি বিভিন্ন অংশের দ্বারা আপনি সমস্ত জীবের আয়ু হরণ করেন। অথচ আপনি অপরিবর্তনীয়, পরমাত্মারূপে আপনি কূটস্থ, সাক্ষী, পরম নিয়ন্তা, জন্মরহিত, সর্বব্যাপ্ত, এবং সমস্ত জীবের কারণ এবং নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কূটস্থ* শব্দটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান যদিও সর্বত্রই অবস্থিত, তবুও তিনি সব কিছুর কেন্দ্র এবং তিনি অপরিবর্তনীয়। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—ভগবান তাঁর পূর্ণসত্তা নিয়ে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। *উপনিষদে একত্বম্* শব্দটির মাধ্যমে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে, যদিও কোটি কোটি জীব রয়েছে, তবুও ভগবান পরমাত্মারূপে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অনেকের মধ্যে এক। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—তাঁর বহু রূপ রয়েছে, তবুও তিনি অদ্বৈত—এক এবং অপরিবর্তনীয়। ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি নিত্য কালের মধ্যেও অবস্থিত। জীবদের ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলা হয়, কারণ সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ভগবান সকলের আত্মাস্বরূপ, যে কথা *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনে ঘোষিত হয়েছে। জীব যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তারা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তবুও তারা তাঁর থেকে ভিন্ন। পরমাত্মা, যিনি সমস্ত জীবদের কর্মে অনুপ্রাণিত করেন, তিনি এক এবং অবিকারী। বিভিন্ন প্রকার বিষয়, আশ্রয় এবং কার্যকলাপ রয়েছে, তবুও ভগবান এক।

শ্লোক ৩২

ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ-
দেজচ্চ কিঞ্চিদ্ ব্যতিরিক্তমস্তি ।
বিদ্যাঃ কলাস্তে তনবশ্চ সর্বা
হিরণ্যগর্ভোঽসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ ॥ ৩২ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার থেকে; **পরম্**—পরতর; **ন**—না; **অপরম্**—নিকৃষ্ট; **অপি**—ও; **অনেজৎ**—স্থাবর; **এজৎ**—জঙ্গম; **চ**—এবং; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **ব্যতিরিক্তম্**—ভিন্ন; **অস্তি**—রয়েছে; **বিদ্যাঃ**—জ্ঞান; **কলাঃ**—তাঁর অংশ; **তে**—আপনার; **তনবঃ**—দেহের অবয়ব; **চ**—এবং; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **হিরণ্য-গর্ভঃ**—যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর গর্ভে রাখেন; **অসি**—আপনি হন; **বৃহৎ**—বৃহত্তম থেকে বৃহত্তর; **ত্রি-পৃষ্ঠঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত।

অনুবাদ

আপনার থেকে পৃথক কিছুই নেই, তা সে উৎকৃষ্টই হোক অথবা নিকৃষ্টই হোক, স্থাবর হোক বা জঙ্গম হোক। উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্র এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রের জ্ঞানই হচ্ছে আপনার বাহ্য শরীরের রূপ। আপনি হিরণ্যগর্ভ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধার, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরম নিয়ন্তারূপে আপনি ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির অতীত।

তাৎপর্য

পরম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম কারণ' এবং *অপরম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কার্য'। পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং কার্য হচ্ছে এই জড় জগৎ। স্থাবর ও জঙ্গম, উভয় প্রকার জীবই কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বৈদিক নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং তাই তারা সকলেই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বিস্তার, এবং পরমাত্মারূপে তিনি সব কিছুরই কেন্দ্র। ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ভগবানের একটি নিঃশ্বাসের স্থিতিকাল পর্যন্ত (*যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ*)। এইভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুর গর্ভে রয়েছে। অতএব, কোন কিছুই ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। এটিই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের* দর্শন।

শ্লোক ৩৩

ব্যক্তং বিভো স্থূলমিদং শরীরং
যেনেন্দ্রিয়প্রাণমনোগুণাংস্ত্বম্ ।
ভুঙ্ক্ষে স্থিতো ধামনি পারমেষ্ঠ্যে
অব্যক্ত আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যক্তম্—প্রকাশিত; **বিভো**—হে প্রভু; **স্থূলম্**—জড় জগৎ; **ইদম্**—এই; **শরীরম্**—বাহ্য শরীর; **যেন**—যার দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **প্রাণ**—প্রাণ; **মনঃ**—মন; **গুণান্**—দিব্য গুণাবলী; **ত্বম্**—আপনি; **ভুঙ্ক্ষে**—ভোগ করেন; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **ধামনি**—আপনার নিজের ধামে; **পারমেষ্ঠ্যে**—পরম; **অব্যক্তঃ**—সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত নয়; **আত্মা**—আত্মা; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—প্রাচীনতম।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি অবিকৃতভাবে আপনার ধামে অবস্থিত হয়ে, এই জগতে আপনার বিশ্বরূপ বিস্তার করেন, তার ফলে মনে হয় যেন আপনি জড় জগতের রস আস্বাদন করছেন। আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরাণ পুরুষ ভগবান।

তাৎপর্য

বলা হয় যে পরম সত্য তিন রূপে প্রকাশিত হন—যথা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জড় জগৎ ভগবানের স্থূল শরীর। ভগবান গুণগতভাবে তাঁর থেকে অভিন্ন তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদের বিস্তার করে এই জড় জগতের রস আস্বাদন করেন। ভগবান কিন্তু সর্বদা বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিত, যেখানে তিনি চিন্ময় রস উপভোগ করেন। অতএব পরম সত্য ভগবান তাঁর জড় বিরাটরূপের দ্বারা, ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা এবং পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর স্বীয় সত্তার দ্বারা সর্বব্যাপ্ত।

শ্লোক ৩৪

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্ ।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অনন্ত-অব্যক্ত-রূপেণ—অনন্ত, অব্যক্ত রূপের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **অখিলম্**—সম্পূর্ণ; **ততম্**—বিস্তারিত; **চিৎ**—চিন্ময়; **অচিৎ**—এবং জড়; **শক্তি**—শক্তি; **যুক্তায়**—সমন্বিত; **তস্মৈ**—তাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমি সেই পরম পুরুষকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত এবং অব্যক্তরূপে এই অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত। তিনি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তি নামক মিশ্রা শক্তি সমন্বিত। জীবেরা ভগবানের তটস্থা শক্তি।

তাৎপর্য

ভগবান অনন্ত শক্তি সমন্বিত (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। ভগবানের এই অনন্ত শক্তি বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা এবং তটস্থা—এই তিনটি শক্তিতে মূলত বিভক্ত রয়েছে। বহিরঙ্গা শক্তি জড় জগৎকে প্রকাশ করে, অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে চিৎ-জগৎ, এবং তটস্থা শক্তি হচ্ছে জীবেরা, যারা অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মিশ্রণ। জীবেরা পরব্রহ্মের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে অন্তরঙ্গা শক্তি, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সংসর্গে আসার ফলে, সে জড়া শক্তি এবং পরা শক্তির সমন্বয়-রূপে প্রকাশিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির অতীত এবং তিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় লীলা-বিলাসে মগ্ন। জড়া প্রকৃতি তাঁর লীলার বহিরঙ্গা প্রকাশ মাত্র।

শ্লোক ৩৫

যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্মে বরদোত্তম।
ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো ॥ ৩৫ ॥

যদি—যদি; **দাস্যসি**—আপনি দান করবেন; **অভিমতান্**—অভীষ্ট; **বরান্**—বর; **মে**—আমাকে; **বরদ-উত্তম**—সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **ভূতেভ্যঃ**—জীবদের থেকে; **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **বিসৃষ্টেভ্যঃ**—সৃষ্ট; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মা**—না; **ভূৎ**—হয়; **মম**—আমার; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে শ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তা হলে যেন আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী থেকে আমার মৃত্যু না হয়।

তাৎপর্য

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের আদি জীব ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টির শুরু থেকে সমস্ত জীবেরা এক শ্রেষ্ঠ জীব থেকে উৎপন্ন হয়েছে। চরমে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ, বা সমস্ত জীবের পিতা। *অহং বীজপ্রদঃ পিতা*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের বীজ প্রদানকারী পিতা।

এখানে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাকে ভগবান বলে বন্দনা করেছে, এবং ব্রহ্মার বরে অমর হওয়ার আশা করেছে। কিন্তু ব্রহ্মা অমর নন, কারণ কল্পান্তে ব্রহ্মারও মৃত্যু

হবে, সেই কথা এখন জেনে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করছে, যার ফলে সে প্রায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। তার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, এই জড় জগতে ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন জীব থেকে যেন তার মৃত্যু না হয়।

শ্লোক ৩৬

নান্তর্বহির্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ ।
ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগৈরপি ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **অন্তঃ**—ভিতরে (প্রাসাদে অথবা গৃহে); **বহিঃ**—বাইরে; **দিবা**—দিবাভাগে; **নক্তম্**—রাত্রে; **অন্যস্মাৎ**—ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কারও থেকে; **অপি**—ও; **চ**—ও; **আয়ুধৈঃ**—এই জগতের কোন অস্ত্রের দ্বারা; **ন**—না; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **ন**—না; **অম্বরে**—আকাশে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ন**—না; **নরৈঃ**—কোন মানুষের দ্বারা; **ন**—না; **মৃগৈঃ**—কোন পশুর দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

আপনি আমাকে বর দিন যেন গৃহের অভ্যন্তরে অথবা বাইরে, দিনের বেলা অথবা রাত্রে, ভূমিতে অথবা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আপনার সৃষ্ট জীব ছাড়াও অন্য কারোর দ্বারা, কোন অস্ত্রের দ্বারা, কোন মানুষের দ্বারা অথবা পশুর দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপুর ভয় ছিল যে, বিষ্ণু হয়তো একটি পশুরূপ ধারণ করে তাকে সংহার করবে, কারণ ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে তার ভাইকে বধ করেছিলেন। তাই সে অত্যন্ত সতর্ক ছিল যাতে কোন পশুও তাকে হত্যা করতে না পারে। কিন্তু পশুরূপ পরিগ্রহ না করেও শ্রীবিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাকে হত্যা করতে পারত, যে চক্র ভগবানের দৈহিক উপস্থিতি ব্যতীতই যে কোন স্থানে যেতে পারে। তাই হিরণ্যকশিপু সব রকম অস্ত্র থেকেও যাতে তার মৃত্যু না হয়, সেই সম্পর্কে সতর্ক ছিল। সে নিজেকে এইভাবে সর্বপ্রকার কাল, স্থান এবং দেশ থেকে যাতে তার মৃত্যু না হয় তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিল, কারণ তার ভয় ছিল যে, অন্য কোন দেশের বা স্থানের কেউ তাকে হত্যা করতে পারে।

উচ্চ এবং নিম্ন বহু গ্রহলোক রয়েছে এবং তাই সে প্রার্থনা করেছিল যাতে সেই সমস্ত লোকের কোন অধিবাসীদের দ্বারা তার মৃত্যু না হয়। তিনজন আদি দেবতা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। হিরণ্যকশিপু জানত যে ব্রহ্মা তাকে হত্যা করবে না, কিন্তু সে চেয়েছিল যাতে বিষ্ণু এবং শিবও তাকে হত্যা করতে না পারে। তার ফলে, সে এই প্রকার বর প্রার্থনা করেছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন জীব আর তাকে হত্যা করতে পারবে না। তা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও যাতে তার মৃত্যু না হয়, সেই বিষয়েও সে সাবধানতা অবলম্বন করেছিল। তাই সে বর চেয়েছিল যাতে গৃহের ভিতরে বা বাইরে তার মৃত্যু না হয়।

শ্লোক ৩৭-৩৮

ব্যসুভির্বাসুমদ্ভির্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ ।
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যং চ দেহিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
সর্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাত্মনঃ ।
তপোযোগপ্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥

ব্যসুভিঃ—নির্জীব বস্তুর দ্বারা; **বা**—অথবা; **অসুমদ্ভিঃ**—সজীব প্রাণীর দ্বারা; **বা**—অথবা; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **অসুর**—অসুরদের দ্বারা; **মহা-উরগৈঃ**—অধঃলোকবাসী মহাসর্পদের দ্বারা; **অপ্রতিদ্বন্দ্বতাম্**—প্রতিপক্ষহীন; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **ঐকপত্যম্**—একাধিপত্য; **চ**—এবং; **দেহিনাম্**—যাদের জড় দেহ রয়েছে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **লোক-পালানাম্**—সমস্ত লোকপালদের; **মহিমানম্**—মহিমা; **যথা**—যেমন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তপঃ-যোগ-প্রভাবাণাম্**—তপস্যা এবং যোগের প্রভাবে লব্ধ শক্তিতে যারা শক্তিমান তাদের; **যৎ**—যা; **ন**—কখনই না; **রিষ্যতি**—ধ্বংস হয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে প্রাণী, অপ্রাণী কারও থেকে আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে দেবতা, দৈত্য, অধঃলোকবাসী মহাসর্প থেকে আমার মৃত্যু না হয়। যেহেতু কেউই আপনাকে যুদ্ধে হত্যা করতে পারে না, তাই আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আমারও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। আপনি আমাকে সমস্ত জীবদের ও লোকপালদের

একাধিপত্য প্রদান করুন এবং সেই পদের সমস্ত মহিমা প্রদান করুন। অধিকন্তু, আমাকে তপস্যা এবং যোগ অভ্যাসের ফলে লব্ধ সমস্ত যোগসিদ্ধি প্রদান করুন, যা কখনও বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর তপস্যা, যোগ, সমাধি ইত্যাদির প্রভাবে তাঁর পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুও সেই প্রকার পদ প্রাপ্ত হতে চেয়েছিল। যোগ, তপস্যা এবং অন্যান্য পন্থা অনুশীলনের ফলে যে সাধারণ শক্তি লাভ করা যায় তা কখনও কখনও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যে শক্তি লাভ হয় তা কখনও বিনষ্ট হয় না। তাই হিরণ্যকশিপু এমন বর চেয়েছিল যা কখনও নষ্ট হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'হিরণ্যকশিপুর অমর হওয়ার পরিকল্পনা' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সন্ত্রাস

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়ে তার অপব্যবহার করে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের কিভাবে উৎপীড়িত করেছিল, তার পূর্ণ বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

হিরণ্যকশিপু তার কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং তার অভীষ্ট বর লাভ করেছিল। সেই সমস্ত বর লাভ করার পর তার দেহ যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা পূর্ণ সৌন্দর্য এবং স্বর্ণসদৃশ কান্তি লাভ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু যে তার ভাইকে বধ করেছে সেই কথা ভুলতে না পেরে, সে বিষ্ণুর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু দশ দিক, তিন লোক এবং দেবতা ও অসুরদের বশীভূত করেছিল। স্বর্গলোক সহ সমস্ত লোক অধিকার করে, সে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করেছিল এবং ভোগবিলাসে মত্ত হয়েছিল। শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত সমস্ত দেবতারা তার অধীনস্থ হয়ে তার সেবা করতে শুরু করেছিল। এত ক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও বৈদিক বিধি লঙ্ঘন করার গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে, সে সর্বদা অতৃপ্ত ছিল। ব্রাহ্মণেরা তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে তাকে অভিশাপ দিতেন। অবশেষে সেই দানবের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়ে দেবতা, ঋষি প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেরা হিরণ্যকশিপুর উৎপীড়ন থেকে নিস্তার লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের বলেছিলেন, হিরণ্যকশিপু যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তা থেকে তাঁরা এবং অন্য সমস্ত জীবেরা রক্ষা পাবে। হিরণ্যকশিপু যেহেতু দেবতা, বেদ, গাভী, ব্রাহ্মণ ও ধর্মপরায়ণ সাধুদের উৎপীড়নকারী এবং ভগবদ্বিদ্বেষী, তাই অচিরেই তার বিনাশ হবে। হিরণ্যকশিপু যখন তার পুত্র মহাভাগবত প্রহ্লাদকে নির্যাতন করবে, তখন তার আয়ু সমাপ্ত হবে। ভগবানের দ্বারা এইভাবে আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা সকলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুর নির্যাতন অচিরেই সমাপ্ত হবে, এবং তার ফলে তাঁরা শান্তি লাভ করেছিলেন।

পরিশেষে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র, এবং তাঁর পিতা কিভাবে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিল, সেই কথা নারদ মুনি বর্ণনা করেন। এইভাবে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

এবং বৃতঃ শতধৃতির্হিরণ্যকশিপোরথ ।
প্রাদাৎ তত্তপসা প্রীতো বরাংস্তস্য সুদুর্লভান্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **বৃতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **শত-ধৃতিঃ**—ব্রহ্মা; **হিরণ্যকশিপোঃ**—হিরণ্যকশিপুর; **অথ**—তারপর; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **তৎ**—তার; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বরান্**—বর; **তস্য**—হিরণ্যকশিপুকে; **সু-দুর্লভান্**—অত্যন্ত দুর্লভ।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই হিরণ্যকশিপু যখন তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করেছিল, তা অত্যন্ত দুর্লভ হলেও তখন তিনি তাকে সেই সমস্ত বর প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীব্রহ্মোবাচ

তাতেমে দুর্লভাঃ পুংসাং যান্ বৃণীষে বরান্ মম ।
তথাপি বিতরাম্যঙ্গ বরান্ যদ্যপি দুর্লভান্ ॥ ২ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **তাত**—হে বৎস; **ইমে**—এই সমস্ত; **দুর্লভাঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **পুংসাম্**—পুরুষদের পক্ষে; **যান্**—যা; **বৃণীষে**—তুমি চেয়েছ; **বরান্**—বর; **মম**—আমার থেকে; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **বিতরামি**—আমি তোমাকে দান করব; **অঙ্গ**—হে হিরণ্যকশিপু; **বরান্**—বর; **যদ্যপি**—যদিও; **দুর্লভান্**—দুর্লভ।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে হিরণ্যকশিপু, তুমি যে সমস্ত বর আমার কাছে প্রার্থনা করেছ, তা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে বৎস, আমি তোমাকে তা দান করব।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক বরগুলিকে ঠিক বর বলা যায় না। কেউ যদি অধিক থেকে অধিকতর ভোগ প্রাপ্ত হয়, তা হলে সেই বর অভিশাপে পরিণত হতে পারে, কারণ এই জগতে ঐশ্বর্য লাভের জন্য যেমন অত্যধিক শ্রম এবং প্রয়াসের আবশ্যকতা হয়, তেমনই আবার সেগুলি বজায় রাখার জন্যও অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি তাকে তার ঈপ্সিত বর প্রদান করবেন, তবুও হিরণ্যকশিপুর পক্ষে সেগুলি বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রহ্মা যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাই তিনি প্রার্থিত সমস্ত বর প্রদান করবেন। *দুর্লভান্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এমন বর গ্রহণ করা উচিত নয়, যা শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ করা যায় না।

শ্লোক ৩

ততো জগাম ভগবানমোঘানুগ্রহো বিভুঃ।
পূজিতোঽসুরবর্যেণ স্তূয়মানঃ প্রজেশ্বরৈঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ—তারপর; **জগাম**—প্রস্থান করেছিলেন; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **অনুগ্রহঃ**—যার বর; **বিভুঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম প্রভু; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **অসুর-বর্যেণ**—অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **প্রজা-ঈশ্বরৈঃ**—বিভিন্ন প্রদেশের অধ্যক্ষ দেবতাদের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর ভগবান ব্রহ্মা, যিনি অব্যর্থ বর প্রদান করেন, তিনি অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা পূজিত এবং মহান ঋষি ও মহাত্মাগণ কর্তৃক সংস্তুত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ ।
ভগবত্যকরোদ্ দ্বেষং ভ্রাতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **লব্ধ-বরঃ**—তার অভীষ্ট বর লাভ করে; **দৈত্যঃ**—হিরণ্যকশিপু; **বিভ্রৎ**—প্রাপ্ত হয়ে; **হেম-ময়ম্**—স্বর্ণকান্তি সমন্বিত; **বপুঃ**—দেহ; **ভগবতি**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **অকরোৎ**—পোষণ করেছিল; **দ্বেষম্**—বিদ্বেষ; **ভ্রাতুঃ বধম্**—ভ্রাতৃবধের; **অনুস্মরন্**—সর্বদা স্মরণ করে।

অনুবাদ

দৈত্য হিরণ্যকশিপু এইভাবে ব্রহ্মার বর লাভ করে স্বর্ণের মতো কান্তি সমন্বিত দেহ লাভ করেছিল, এবং তার ভ্রাতৃবধের কথা স্মরণ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগল।

তাৎপর্য

আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করা সত্ত্বেও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে।

শ্লোক ৫-৭

স বিজিত্য দিশঃ সর্বা লোকাংশ্চ ত্রীন্ মহাসুরঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যেন্দ্রগন্ধর্বগরুড়োরগান্ ॥ ৫ ॥
সিদ্ধচারণবিদ্যাধ্রান্ ঋষীন্ পিতৃপতীন্ মনূন্ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচেশান্ প্রেতভূতপতীনপি ॥ ৬ ॥
সর্বসত্ত্বপতীন্ জিত্বা বশমানীয় বিশ্বজিৎ ।
জহার লোকপালানাং স্থানানি সহ তেজসা ॥ ৭ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **বিজিত্য**—জয় করে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **লোকান্**—লোকসমূহ; **চ**—এবং; **ত্রীন্**—তিন (উর্ধ্ব, অধঃ এবং মধ্য); **মহা-অসুরঃ**—মহা অসুর; **দেব**—দেবতাগণ; **অসুর**—অসুরগণ; **মনুষ্য**—মানুষদের;

ইন্দ্র—রাজাগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **গরুড়**—গরুড়গণ; **উরগান্**—মহা-সর্পগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধগণ; **চারণ**—চারণগণ; **বিদ্যাধ্রান্**—বিদ্যাধরগণ; **ঋষীন্**—মহর্ষিগণ; **পিতৃ-পতীন্**—যমরাজ এবং পিতাদের অন্যান্য নেতাগণ; **মনূন্**—বিভিন্ন মনুগণ; **যক্ষ**—যক্ষগণ; **রক্ষঃ**—রাক্ষসগণ; **পিশাচ-ঈশান্**—পিশাচলোকের নেতাগণ; **প্রেত**—প্রেতদের; **ভূত**—এবং ভূতদের; **পতীন্**—প্রভুগণ; **অপি**—ও; **সর্ব-সত্ত্ব-পতীন্**—বিভিন্ন গ্রহলোকের পতিগণ; **জিত্বা**—জয় করে; **বশম্ আনীয়**—বশীভূত করে; **বিশ্বজিৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিজেতা; **জহার**—অপহরণ করেছিল; **লোক-পালানাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের কার্যভার পরিচালনাকারী দেবতাদের; **স্থানানি**—স্থানসমূহ; **সহ**—সহ; **তেজসা**—তাদের সমস্ত বল।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জয় করেছিল। সেই দৈত্য প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোকের (উচ্চ, মধ্য, এবং অধোলোকের) দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব, গরুড়, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, যম আদি পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত আদি সমস্ত প্রাণীদের অধিপতিগণ সহ তাঁদের গ্রহলোকসমূহ জয় করেছিল। এইভাবে সে সমস্ত গ্রহলোকের অধিপতিদের পরাভূত করে তাঁদের তার বশীভূত করেছিল। তাঁদের স্থানসমূহ জয় করে সে তাঁদের শক্তি এবং প্রভাব অপহরণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গরুড়* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, গরুড়ের মতো বিশাল পক্ষীদের বসবাসের জন্য একটি গ্রহলোক রয়েছে। তেমনই, *উরগ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মহাসর্পদেরও গ্রহলোক রয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকের এই বর্ণনা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, যারা বলে যে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণী নেই। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করে যে, তারা চন্দ্রে গিয়েছে, এবং সেখানে তারা কোন জীব দেখতে পায়নি। সেখানে তারা কেবল ধূলি এবং পাথরে পূর্ণ কতগুলি বড় বড় গর্ত দেখেছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র এতই উজ্জ্বল যে, তা সূর্যের মতো সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অবশ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বৈদিক তথ্য বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়, তবে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে পৃথিবীতেই কেবল প্রাণী রয়েছে, অন্যান্য গ্রহগুলি সমস্ত শূন্য, সেই কথা আমাদের কাছে নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হয়।

শ্লোক ৮

দেবোদ্যানশ্রিয়া জুষ্টমধ্যাস্তে স্ম ত্রিপিষ্টপম্ ।
মহেন্দ্রভবনং সাক্ষান্নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যায়তনমধ্যুবাসাখিলর্দ্ধিমৎ ॥ ৮ ॥

দেব-উদ্যান—দেবতাদের বিখ্যাত নন্দনকাননের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **জুষ্টম্**—সমৃদ্ধ; **অধ্যাস্তে স্ম**—অধিষ্ঠিত ছিল; **ত্রিপিষ্টপম্**—স্বর্গলোক, যেখানে দেবতারা বাস করেন; **মহেন্দ্র-ভবনম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **নির্মিতম্**—নির্মিত; **বিশ্বকর্মণা**—দেবতাদের প্রসিদ্ধ শিল্পী বিশ্বকর্মার দ্বারা; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিলোকের; **লক্ষ্মী-আয়তনম্**—লক্ষ্মীদেবীর নিবাস; **অধ্যুবাস**—বাস করত; **অখিল-ঋদ্ধিমৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত।

অনুবাদ

সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত হিরণ্যকশিপু স্বর্গের দেবতাদের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান নন্দনকাননে বাস করতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে সে দেবরাজ ইন্দ্রের মহা ঐশ্বর্য সমন্বিত প্রাসাদে বাস করত। সেই প্রাসাদ স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন, এবং তা এত সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সেখানে বাস করতেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, স্বর্গলোক আমাদের মর্ত্যলোক থেকে হাজার হাজার গুণ অধিক ঐশ্বর্য সমন্বিত। স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্মা স্বর্গে অনেক অদ্ভুত প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন, যেখানে কেবল সুন্দর প্রাসাদই নয়, বহু ঐশ্বর্য সমন্বিত উদ্যান এবং কানন রয়েছে, যা এখানে *নন্দনদেবোদ্যান* অর্থাৎ দেবতাদের উপভোগের উপযোগী উদ্যানসমূহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বর্গলোকের ঐশ্বর্যের বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক সূত্র থেকে জানতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আদি যে সমস্ত যন্ত্রের নির্মাণ করেছে তা দিয়ে স্বর্গলোক দর্শন করা যায় না। যদিও এই প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে কারণ তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি অপূর্ণ, কিন্তু তাদের এই সমস্ত যন্ত্রও অপূর্ণ। তাই মানুষের তৈরি অপূর্ণ যন্ত্রের দ্বারা অপূর্ণ মানুষেরা এই সমস্ত উচ্চতর লোকের অনুমান পর্যন্ত করতে পারে না। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের তথ্য পূর্ণ, এবং তাই বৈদিক শাস্ত্র থেকে এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণরূপে জানা যায়। তাই কেউ যখন বলে যে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোন ঐশ্বর্য সমন্বিত গ্রহলোক নেই, তখন আমরা সেই কথা স্বীকার করতে পারি না।

শ্লোক ৯-১২

যত্র বিদ্রুমসোপানা মহামারকতা ভুবঃ ।
যত্র স্ফাটিককুড্যানি বৈদূর্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ৯ ॥
যত্র চিত্রবিতানানি পদ্মরাগাসনানি চ ।
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা মুক্তাদামপরিচ্ছদাঃ ॥ ১০ ॥
কূজদ্ভির্নূপুরৈর্দেব্যঃ শব্দয়ন্ত্য ইতস্ততঃ ।
রত্নস্থলীষু পশ্যন্তি সুদতীঃ সুন্দরং মুখম্‌ ॥ ১১ ॥
তস্মিন্‌ মহেন্দ্রভবনে মহাবলো
মহামনা নির্জিতলোক একরাট্‌ ।
রেমেঽভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রিযুগঃ সুরাদিভিঃ
প্রতাপিতৈরূর্জিতচণ্ডশাসনঃ ॥ ১২ ॥

যত্র—যেখানে (দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে); **বিদ্রুম-সোপানাঃ**—প্রবালের তৈরি সিঁড়ি; **মহা-মারকতাঃ**—মরকত মণি; **ভুবঃ**—ভূমিতল; **যত্র**—যেখানে; **স্ফটিক**—স্ফটিক; **কুড্যানি**—দেয়াল; **বৈদূর্য**—বৈদূর্য মণি; **স্তম্ভ**—স্তম্ভের; **পঙ্‌ক্তয়ঃ**—পঙ্‌ক্তি; **যত্র**—যেখানে; **চিত্র**—বিচিত্র; **বিতানানি**—চন্দ্রাতপসমূহ; **পদ্মরাগ**—পদ্মরাগ মণি খচিত; **আসনানি**—আসনসমূহ; **চ**—ও; **পয়ঃ**—দুগ্ধের; **ফেন**—ফেনা; **নিভাঃ**—সদৃশ; **শয্যাঃ**—শয্যা; **মুক্তাদাম**—মুক্তার; **পরিচ্ছদাঃ**—মণ্ডিত; **কূজদ্ভিঃ**—ধ্বনিত; **নূপুরৈঃ**—নূপুরের দ্বারা; **দেব্যঃ**—দেবাঙ্গনাগণ; **শব্দ-যন্ত্যঃ**—মধুর শব্দ; **ইতস্ততঃ**—ইতস্তত; **রত্ন-স্থলীষু**—মণিরত্ন খচিত স্থানে; **পশ্যন্তি**—দেখে; **সু-দতীঃ**—সুন্দর দন্ত সমন্বিতা; **সুন্দরম্‌**—অত্যন্ত সুন্দর; **মুখম্‌**—মুখমণ্ডল; **তস্মিন্‌**—তাতে; **মহেন্দ্র-ভবনে**—দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে; **মহা-বলঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মহা-মনাঃ**—অত্যন্ত বিবেকবান; **নির্জিত-লোকঃ**—সকলেই তার নিয়ন্ত্রণাধীন; **এক-রাট্‌**—একাধিপতি; **রেমে**—উপভোগ করেছিল; **অভিবন্দ্য**—পূজিত; **অঙ্ঘ্রি-যুগঃ**—যার দুটি পা; **সুর-আদিভিঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **প্রতাপিতৈঃ**—উদ্বিগ্ন হয়ে; **ঊর্জিত**—আশাতীত; **চণ্ড**—কঠোর; **শাসনঃ**—যার শাসন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের সোপানগুলি প্রবাল দিয়ে তৈরি ছিল। ভূমিতল মহামূল্য মরকত মণিখচিত, ভিত্তিসমূহ স্ফটিক শোভিত এবং স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য মণি ভূষিত

ছিল। উপরের চন্দ্রাতপগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, আসনসমূহ পদ্মরাগ মণি খচিত, এবং দুগ্ধফেননিভ রেশমের শয্যা মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেই প্রাসাদের রমণীরা অত্যন্ত সুন্দর দন্তবিশিষ্ট এবং তাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য অতুলনীয় ছিল। তারা যখন প্রাসাদে ইতস্তত বিচরণ করত, তখন তাদের পায়ের নূপুর অত্যন্ত সুন্দর সুরে ধ্বনিত হত, এবং রত্নে তাদের সৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হত। দেবতারা কিন্তু অত্যন্ত নির্যাতিত হয়েছিল এবং হিরণ্যকশিপুর পদযুগলে মস্তক অবনত করে তাদের প্রণত হতে হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু অকারণে দেবতাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে দণ্ড দিয়েছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু তার কঠোর শাসনের দ্বারা সকলকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই প্রাসাদে বাস করছিল।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকে হিরণ্যকশিপু এতই শক্তিশালী ছিল যে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্য সমস্ত দেবতারা তার সেবায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, তারা যদি তার আদেশ লঙ্ঘন করত, তা হলে তাদের কঠোরভাবে দণ্ডিত হওয়ার ভয় ছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর হিরণ্যকশিপুর তুলনা করেছেন মহারাজ বেণের সঙ্গে, কারণ সেও ছিল নাস্তিক এবং বেদবিদ্বেষী। তবুও মহারাজ বেণ ভৃগু আদি মহর্ষিদের ভয়ে ভীত ছিল, কিন্তু হিরণ্যকশিপু এমনই প্রচণ্ডভাবে শাসন করেছিল যে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত সকলেই তার ভয়ে ভীত ছিল। ভৃগু আদি মহর্ষিদের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ার ব্যাপারে হিরণ্যকশিপু এতই সতর্ক ছিল যে, সে তার তপস্যার বলে তাঁদেরও অতিক্রম করে তাঁদের তার নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছিল। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পুণ্যকর্মের ফলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হলেও হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরদের দ্বারা উপদ্রুত হতে হয়। ত্রিলোকে কেউই নিরুপদ্রবে সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

তমঙ্গ মত্তং মধুনোরুগন্ধিনা
বিবৃত্ততাম্রাক্ষমশেষধিষ্ণ্যপাঃ ।
উপাসতোপায়নপাণিভির্বিনা
ত্রিভিস্তপোযোগবলৌজসাং পদম্ ॥ ১৩ ॥

তম্—তাকে (হিরণ্যকশিপুকে); **অঙ্গ**—হে রাজন্; **মত্তম্**—মত্ত; **মধুনা**—সুরার দ্বারা; **উরু-গন্ধিনা**—উগ্রগন্ধ; **বিবৃত্ত**—ঘূর্ণিত; **তাম্র-অক্ষম্**—তাম্রবর্ণ লোচন; **অশেষ-ধিষ্ণ্যপাঃ**—সমস্ত গ্রহলোকের মুখ্য ব্যক্তিগণ; **উপাসত**—পূজা করেছিল; **উপায়ন**—সমস্ত উপচার সহ; **পাণিভিঃ**—তাঁদের হস্তের দ্বারা; **বিনা**—ব্যতীত; **ত্রিভিঃ**—তিনজন প্রধান দেবতা (বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব); **তপঃ**—তপস্যার; **যোগ**—যোগবল; **বল**—শরীরের বল; **ওজসাম্**—এবং ইন্দ্রিয়ের বল; **পদম্**—পদ।

অনুবাদ

হে রাজন্, হিরণ্যকশিপু সর্বদা উগ্রগন্ধ সুরাপানে মত্ত থাকত, এবং তাই তার তাম্রলোচন সর্বদা ঘূর্ণিত হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু সে কঠোর তপস্যা এবং যোগসাধনার বলে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তাই সে নিতান্ত ঘৃণিত হলেও ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু ব্যতীত সমস্ত দেবতারাই উপহার হস্তে তার উপাসনা করতেন।

তাৎপর্য

স্কন্দপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে—*উপায়নং দদুঃ সর্বে বিনা দেবান্ হিরণ্যকঃ।* হিরণ্যকশিপু এতই শক্তিশালী ছিল যে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু, এই তিনজন মুখ্য দেবতা ব্যতীত সকলেই তার সেবায় যুক্ত ছিল। মধ্বাচার্য বলেছেন, *আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্ত্রিবিধা হি সুরা যতঃ।* আদিত্য, বসু এবং রুদ্র, এই তিন প্রকার দেবতা রয়েছেন, তাঁদের নিচে মরুৎ, সাধ্য আদি দেবতা রয়েছেন (*মরুতশ্চৈব বিশ্বে চ সাধ্যা শ্চৈব চ তদ্গতাঃ*)। তাই সমস্ত দেবতাদের বলা হয় *ত্রিপিষ্টপ*, এবং সেই *ত্রি* শব্দটি এখানে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

জগুর্মহেন্দ্রাসনমোজসা স্থিতং
বিশ্বাবসুস্তুম্বুরুরস্মদাদয়ঃ ।
গন্ধর্বসিদ্ধা ঋষয়োঽস্তুবন্ মুহু-
র্বিদ্যাধরাশ্চাপ্সরসশ্চ পাণ্ডব ॥ ১৪ ॥

জগুঃ—যশোগান করেছিল; **মহেন্দ্র-আসনম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন; **ওজসা**—স্বীয় শক্তির দ্বারা; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **বিশ্বাবসুঃ**—গন্ধর্বদের প্রধান গায়ক; **তুম্বুরুঃ**—আর একজন গন্ধর্ব গায়ক; **অস্মৎ-আদয়ঃ**—আমরা (নারদ মুনি সহ

অন্যেরাও হিরণ্যকশিপুর যশোগান করেছিল); **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অস্তুবন্**—স্তব করেছিল; **মুহুঃ**—বারংবার; **বিদ্যাধরাঃ**—বিদ্যাধরগণ; **চ**—এবং; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **চ**—এবং; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র।

অনুবাদ

হে পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু তার স্বীয় শক্তির দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, অন্য সমস্ত লোকের অধিবাসীদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল। বিশ্বাবসু, তুম্বুরু আদি গন্ধর্বগণ, আমি স্বয়ং এবং বিদ্যাধর, অপ্সরা এবং সমস্ত মহর্ষিরা তার যশোগান করার জন্য বার বার তার স্তব করতাম।

তাৎপর্য

অসুরেরা কখনও কখনও এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তারা নারদ মুনির মতো ভক্তদেরও তাদের সেবায় নিযুক্ত করতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, নারদ মুনি হিরণ্যকশিপুর অধীন ছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও এই জড় জগতে মহান ব্যক্তিরা, এমন কি মহান ভগবদ্ভক্তেরাও অসুরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন।

শ্লোক ১৫

স এব বর্ণাশ্রমিভিঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
ইজ্যমানো হবির্ভাগানগ্রহীৎ স্বেন তেজসা ॥ ১৫ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বর্ণ-আশ্রমিভিঃ**—নিষ্ঠা সহকারে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের অনুসরণকারীদের দ্বারা; **ক্রতুভিঃ**—যোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ভূরি**—প্রচুর; **দক্ষিণৈঃ**—উপহার প্রদান করে; **ইজ্যমানঃ**—পূজিত হয়ে; **হবিঃ-ভাগান্**—যজ্ঞভাগ; **অগ্রহীৎ**—অন্যায়ভাবে গ্রহণ করত; **স্বেন**—তার নিজের; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণকারীরা যে প্রচুর উপহার এবং উপচার দিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সেই যজ্ঞভাগ না দিয়ে স্বয়ং তা গ্রহণ করত।

শ্লোক ১৬

অকৃষ্টপচ্যা তস্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী ।
তথা কামদুঘা গাবো নানাশ্চর্যপদং নভঃ ॥ ১৬ ॥

অকৃষ্ট-পচ্যা—ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ না করলেও শস্য উৎপন্ন হয়েছিল; **তস্য**—হিরণ্যকশিপুর; **আসীৎ**—ছিল; **সপ্ত-দ্বীপ-বতী**—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত; **মহী**—পৃথিবী; **তথা**—তেমনই; **কাম-দুঘাঃ**—অভিলাষ অনুসারে দুধ প্রদানকারী; **গাবঃ**—গাভী; **নানা**—বিবিধ; **আশ্চর্য-পদম্**—আশ্চর্যজনক বস্তু; **নভঃ**—আকাশ।

অনুবাদ

তখন হিরণ্যকশিপুর ভয়েই যেন সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবী বিনা কর্ষণেই চিৎ-জগতের সুরভির মতো অথবা স্বর্গের কামধেনুর মতো বিবিধ শস্য উৎপন্ন করেছিল। পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেছিল, গাভী পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দিয়েছিল, এবং নভোমণ্ডল বিশেষ শোভা প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

রত্নাকরাশ্চ রত্নৌঘাংস্তৎপত্ন্যশ্চোহুরূর্মিভিঃ ।
ক্ষারসীধুঘৃতক্ষৌদ্রদধিক্ষীরামৃতোদকাঃ ॥ ১৭ ॥

রত্নাকরাঃ—সমুদ্র; **চ**—এবং; **রত্ন-ওঘান্**—বিবিধ প্রকার মূল্যবান রত্ন; **তৎ-পত্ন্যঃ**—সমুদ্রের পত্নীগণ অর্থাৎ বিভিন্ন নদীসমূহ; **চ**—ও; **উহুঃ**—বহন করেছিল; **ঊর্মিভিঃ**—তাদের তরঙ্গের দ্বারা; **ক্ষার**—লবণ সমুদ্র; **সীধু**—সুরা সমুদ্র; **ঘৃত**—ঘৃত সমুদ্র; **ক্ষৌদ্র**—ইক্ষুরসের সমুদ্র; **দধি**—দধি সমুদ্র; **ক্ষীর**—ক্ষীর সমুদ্র; **অমৃত**—এবং অমৃতের সমুদ্র; **উদকাঃ**—জল।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ সমুদ্র তাদের পত্নীসদৃশ নদীসমূহের তরঙ্গের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর কাছে বিবিধ মণিরত্ন প্রেরণ করত। এই সমুদ্রগুলি হচ্ছে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং মিষ্টি জলের সমুদ্র।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত সাগর এবং মহাসাগর রয়েছে তা লবণ জলের সমুদ্র, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকে ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ এবং মিষ্টি জলের সমুদ্র রয়েছে। নদীগুলিকে এখানে আলঙ্কারিকভাবে সমুদ্রের পত্নী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তারা প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়, ঠিক যেমন পত্নী তার পতির প্রতি আসক্ত থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে যে কত রকম সমুদ্র রয়েছে, সেই সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না। তারা বলে যে চন্দ্রলোক ধুলায় পূর্ণ, কিন্তু চন্দ্র যে কিভাবে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকেও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ করে তার কোন বিশ্লেষণ তারা করতে পারে না। ব্যাসদেব এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমরা বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করেছি। এই সমস্ত মহাজনদের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের থেকে ভিন্ন, যারা তাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত-করে যে, কেবল এই গ্রহেই প্রাণী রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহগুলি শূন্য ও ধুলায় পূর্ণ।

শ্লোক ১৮

শৈলা দ্রোণীভিরাক্রীড়ং সর্বর্তুষু গুণান্ দ্রুমাঃ ।
দধার লোকপালানামেক এব পৃথগ্‌গুণান্ ॥ ১৮ ॥

শৈলাঃ—পাহাড় এবং পর্বত; **দ্রোণীভিঃ**—পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা; **আক্রীড়ম্**—হিরণ্যকশিপুর ক্রীড়াস্থলী; **সর্ব**—সমস্ত; **ঋতুষু**—ঋতুতে; **গুণান্**—বিবিধ গুণাবলী (ফল এবং ফুল); **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষলতা; **দধার**—সম্পন্ন করেছিল; **লোক-পালানাম্**—প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ দেবতাদের; **একঃ**—কেবল; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **গুণান্**—গুণাবলী।

অনুবাদ

পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি হিরণ্যকশিপুর ক্রীড়াস্থলী হয়েছিল। তার প্রভাবে সমস্ত বৃক্ষ এবং লতা সমস্ত ঋতুতেই প্রচুর ফল এবং ফুলে শোভিত ছিল। বারিবর্ষণ, শোষণ এবং দহনের ক্রিয়া, যেগুলি ব্রহ্মাণ্ডের তিনজন বিভাগীয় অধ্যক্ষ—ইন্দ্র, বায়ু এবং অগ্নির কার্য, সেগুলি হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সহায়তা ব্যতীত একাকীই পরিচালনা করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বলা হয়েছে, *তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ*—এই জড় জগৎ অগ্নি, জল এবং মাটি, এই তিনটি পদার্থের সমন্বয়ের ফলে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃতির তিনটি গুণ (*পৃথগ্ গুণান্*) বিভিন্ন দেবতাদের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। যেমন ইন্দ্র বারিবর্ষণের অধ্যক্ষ, পবনদেব বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জল শোষণ করেন, আর অগ্নিদেব সব কিছু দহন করেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু তার তপস্যা এবং যোগসিদ্ধির প্রভাবে এতই শক্তিশালী হয়েছিল যে, দেবতাদের সহায়তা ব্যতীত সে একাই সব কিছু পরিচালনা করছিল।

শ্লোক ১৯

স ইত্থং নির্জিতককুবেকরাড় বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ।
যথোপজোষং ভুঞ্জানো নাতৃপ্যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **ইত্থম্**—এইভাবে; **নির্জিত**—বিজিত; **ককুব্**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক; **একরাট্**—একচ্ছত্র সম্রাট; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **প্রিয়ান্**—অত্যন্ত প্রিয়; **যথা-উপজোষম্**—যতখানি সম্ভব; **ভুঞ্জানঃ**—উপভোগ করে; **ন**—না; **অতৃপ্যৎ**—সন্তুষ্ট হয়েছিল; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয় জয় করতে না পারার ফলে।

অনুবাদ

সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও এবং যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু তৃপ্ত হতে পারেনি, কারণ তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে সে তার ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এটি আসুরিক জীবনের একটি দৃষ্টান্ত। নাস্তিকেরা জড়-জাগতিক উন্নতি সাধন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অত্যন্ত আরামদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেও, যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে না, তাই তারা কখনও তৃপ্ত হয় না। এটিই আধুনিক সভ্যতার প্রভাব। জড়বাদীরা কামিনী-কাঞ্চন উপভোগে অত্যন্ত উন্নত, তবুও মানব-সমাজ অত্যন্ত অতৃপ্ত, কারণ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত মানব-সমাজ সুখ এবং শান্তি লাভ করতে পারে না। জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের কল্পনার পরিধি পর্যন্ত তা বর্ধিত করতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা

তাদের ইন্দ্রিয়ের দাস, তাই তারা কখনই সন্তুষ্ট হতে পারে না। হিরণ্যকশিপু হচ্ছে মানব-সমাজের এই অতৃপ্ত অবস্থার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ২০

এবমৈশ্বর্যমত্তস্য দৃপ্তস্যোচ্ছাস্ত্রবর্তিনঃ ।
কালো মহান্ ব্যতীয়ায় ব্রহ্মশাপমুপেয়ুষঃ ॥ ২০ ॥

এবম্—এইভাবে; **ঐশ্বর্য-মত্তস্য**—ঐশ্বর্যের প্রভাবে উন্মত্ত ব্যক্তির; **দৃপ্তস্য**—অত্যন্ত দাম্ভিক; **উৎ-শাস্ত্র-বর্তিনঃ**—শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে; **কালঃ**—কাল; **মহান্**—দীর্ঘ; **ব্যতীয়ায়**—অতিবাহিত করেছিল; **ব্রহ্ম-শাপম্**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপ; **উপেয়ুষঃ**—প্রাপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে তার ঐশ্বর্যগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে এবং শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে হিরণ্যকশিপু দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিল। তার ফলে সে সনকাদি মহান ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

জড় ঐশ্বর্য লাভ করে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে অসুরদের শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। হিরণ্যকশিপুও সেইভাবেই আচরণ করেছিল। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যে কামাচারে রত থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করতে পারে না।" *শাস্ত্র* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যা আমাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। শাস্ত্রের বিধি কখনই লঙ্ঘন করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বার বার বলা হয়েছে—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

"অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের স্বরূপ জেনে কর্ম করা উচিত যাতে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা

যায়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/২৪) শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা উচিত। কিন্তু মায়া এতই প্রবল যে, জড় ঐশ্বর্য লাভ করা মাত্রই মানুষ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করতে শুরু করে। মানুষ যখনই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে, তৎক্ষণাৎ সে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে।

শ্লোক ২১

তস্যোগ্রদণ্ডসংবিগ্নাঃ সর্বে লোকাঃ সপালকাঃ ।
অন্যত্রালব্ধশরণাঃ শরণং যযুরচ্যুতম্ ॥ ২১ ॥

তস্য—তার (হিরণ্যকশিপুর); **উগ্রদণ্ড**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শাসনে; **সংবিগ্নাঃ**—বিচলিত; **সর্বে**—সমস্ত; **লোকাঃ**—লোকের; **স-পালকাঃ**—প্রধান শাসকগণ সহ; **অন্যত্র**—অন্য কোনখানে; **অলব্ধ**—না পেয়ে; **শরণাঃ**—আশ্রয়; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যযুঃ**—গিয়েছিল; **অচ্যুতম্**—ভগবানের কাছে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোকের লোকপালগণ সহ সমস্ত অধিবাসীরা হিরণ্যকশিপুর প্রচণ্ড উৎপীড়নে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল। ভীত এবং বিচলিত হয়ে, অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, তারা অবশেষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতপক্ষে সকলের পরম সুহৃদ। বিপদে এবং দুঃখ-দুর্দশায় মানুষ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর শরণাগত হতে চায়। জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, অবশেষে তাদের পরম সুহৃদের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অন্বেষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা যদি প্রথম থেকেই আমাদের পরম সুহৃদের শরণ গ্রহণ করি, তা হলে আর বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। বলা

হয় যে কেউ যদি কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত মূর্খ, তেমনই বিপদের সময় কেউ যদি দেবতাদের শরণাগত হয়, তা হলে সেও নিতান্তই মূর্খ, কারণ তাতে কোন লাভ হবে না। সমস্ত পরিস্থিতিতেই ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। তা হলে আর কোন ভয় থাকবে না।

শ্লোক ২২-২৩

তস্যৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাত্মা হরিরীশ্বরঃ ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ২২ ॥
ইতি তে সংযতাত্মানঃ সমাহিতধিয়োঽমলাঃ ।
উপতস্থুর্হৃষীকেশং বিনিদ্রা বায়ুভোজনাঃ ॥ ২৩ ॥

তস্যৈ—সেই; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার; **অস্তু**—হোক; **কাষ্ঠায়ৈ**—দিককে; **যত্র**—যেখানে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **হরিঃ**—ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যৎ**—যা; **গত্বা**—গিয়ে; **ন**—কখনই না; **নিবর্তন্তে**—ফিরে আসে; **শান্তাঃ**—শান্ত; **সন্ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাসীগণ; **অমলাঃ**—শুদ্ধ; **ইতি**—এইভাবে; **তে**—তারা; **সংযত-আত্মানঃ**—মন বশীভূত করে; **সমাহিত**—স্থির; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি; **অমলাঃ**—নির্মল; **উপতস্থুঃ**—আরাধনা করেন; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরকে; **বিনিদ্রাঃ**—নিদ্রাহীন; **বায়ু-ভোজনাঃ**—কেবলমাত্র বায়ু আহার করে।

অনুবাদ

"যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন, যেখানে অমল আত্মা সন্ন্যাসীগণ গমন করে আর ফিরে আসেন না, সেই দিককে আমরা নমস্কার করি।" এইভাবে ধ্যান করে লোকপালগণ নিদ্রাহীন হয়ে, পূর্ণরূপে তাদের মন সংযত করে, এবং কেবল বায়ুমাত্র আহার করে ভগবান হৃষীকেশের আরাধনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তস্যৈ কাষ্ঠায়ৈ* শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বত্র, সর্বদিকে, সকলের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান অবস্থিত। তা হলে *তস্যৈ কাষ্ঠায়ৈ*—'যেই দিকে ভগবান শ্রীহরি অবস্থিত' বলার কি উদ্দেশ্য? হিরণ্যকশিপুর সময়ে তার প্রভাব সর্বদিকে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু যে সমস্ত স্থানে ভগবান

তাঁর লীলাবিলাস করেছেন, সেইখানে তার প্রভাব সে বিস্তার করতে পারেনি। যেমন এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন, অযোধ্যা আদি স্থান রয়েছে, যে স্থানগুলিকে বলা হয় ধাম। ধামগুলিতে কলিযুগ অথবা কোন অসুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কেউ যদি এই রকম কোন ধামের শরণ গ্রহণ করে, তা হলে ভগবানের আরাধনা করা অত্যন্ত সহজ হয়, এবং তার ফলে অতি শীঘ্রই পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য বৃন্দাবন আদি ধামে বাস করা শ্রেয়।

শ্লোক ২৪

তেষামাবিরভূদ্বাণী অরূপা মেঘনিঃস্বনা ।
সন্নাদয়ন্তী ককুভঃ সাধূনামভয়ঙ্করী ॥ ২৪ ॥

তেষাম্—তাঁদের সকলের সম্মুখে; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **বাণী**—কণ্ঠস্বর; **অরূপা**—অশরীরী; **মেঘ-নিঃস্বনা**—মেঘের ধ্বনির মতো অত্যন্ত গম্ভীর; **সন্নাদয়ন্তী**—প্রতিধ্বনিত হয়ে; **ককুভঃ**—সর্বদিকে; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **অভয়ঙ্করী**—অভয় প্রদানকারী।

অনুবাদ

তখন জড় চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য এক ব্যক্তির দিব্য কণ্ঠস্বর তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন। সেই স্বর মেঘের ধ্বনির মতো গম্ভীর ছিল, এবং তা সমস্ত ভয় দূর করে সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শ্লোক ২৫-২৬

মা ভৈষ্ট বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ ।
মদ্দর্শনং হি ভূতানাং সর্বশ্রেয়োপপত্তয়ে ॥ ২৫ ॥
জ্ঞাতমেতস্য দৌরাত্ম্যং দৈতেয়াপসদস্য যৎ ।
তস্য শান্তিং করিষ্যামি কালং তাবৎ প্রতীক্ষত ॥ ২৬ ॥

মা—করো না; **ভৈষ্ট**—ভয়; **বিবুধ-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞগণ; **সর্বেষাম্**—সকলের; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **অস্তু**—হোক; **বঃ**—তোমাদের; **মৎ-দর্শনম্**—আমার দর্শন (অথবা

আমাকে প্রার্থনা নিবেদন অথবা আমার সম্বন্ধে শ্রবণ, সবই পরম); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সর্বশ্রেয়**—সমস্ত মঙ্গলের; **উপপত্তয়ে**—প্রাপ্তির জন্য; **জ্ঞাতম্**—জ্ঞাত; **এতস্য**—এর; **দৌরাত্ম্যম্**—দুষ্কর্ম; **দৈতেয়-অপসদস্য**—দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপুর; **যৎ**—যা; **তস্য**—তার; **শান্তিম্**—সমাপ্তি; **করিষ্যামি**—করব; **কালম্**—কাল; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **প্রতীক্ষত**—অপেক্ষা কর।

অনুবাদ

ভগবানের সেই বাণী ঘোষণা করেছিল, "হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ, ভয় করো না! তোমাদের মঙ্গল হোক। আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তন করে এবং আমার প্রার্থনা করে তোমরা আমার ভক্ত হও। তার ফলে সমস্ত জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। হিরণ্যকশিপুর সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি অবগত আছি এবং অচিরেই আমি তার সেই সমস্ত দুষ্কর্মের সমাপ্তি সাধন করব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর।

তাৎপর্য

মানুষ কখনও কখনও ভগবানকে দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়। এই শ্লোকে *মদ্দর্শনম্* শব্দটি বিবেচনা করে *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের বাণী, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*, এই উক্তিটির তাৎপর্য বিচার করতে হয়। অর্থাৎ, ভগবানকে জানা, দর্শন করা, অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা নির্ভর করে ভগবদ্ভক্তির উন্নতি সাধনের উপর। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের নয়টি উপায় রয়েছে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্*। যেহেতু ভগবদ্ভক্তির এই সমস্ত কার্যকলাপ পরম, তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন এবং তাঁর মহিমা কীর্তনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে এই সবই তাঁকে দর্শন করার বিধি, কারণ ভগবদ্ভক্তিতে যা কিছু করা হয় তা সবই ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। ভগবানের বাণী তাঁর ভক্তদের সমক্ষে স্পন্দিত হয়েছিল, যদিও ভগবানকে তখন দেখা যায়নি, তবুও তাঁরা তখন ভগবানকে দর্শন করছিলেন অথবা ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, কারণ তাঁরা প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন এবং ভগবান তাঁর বাণীর মাধ্যমে প্রকট ছিলেন। জড় জগতে দর্শন, শ্রবণ, প্রার্থনা নিবেদন ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু চিন্ময় স্তরে ভগবানকে দর্শন করা, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করা এবং তাঁর দিব্য বাণী শ্রবণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ভগবানের

শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন। কীর্তন করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করা প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করা থেকে অভিন্ন। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তা হলেই কেবল ভগবানের কার্যকলাপের পরম ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

শ্লোক ২৭

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু ।
ধর্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ॥ ২৭ ॥

যদা—যখন; **দেবেষু**—দেবতাদের; **বেদেষু**—বৈদিক শাস্ত্রের; **গোষু**—গাভীর; **বিপ্রেষু**—ব্রাহ্মণদের; **সাধুষু**—সাধুদের; **ধর্মে**—ধর্মের; **ময়ি**—আমার প্রতি (ভগবানের প্রতি); **চ**—এবং; **বিদ্বেষঃ**—বিদ্বেষ; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—অবশ্যই; **আশু**—অতি শীঘ্র; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

কেউ যখন ভগবানের প্রতিনিধি দেবতাদের প্রতি, সমস্ত জ্ঞান প্রদানকারী বেদের প্রতি, গাভীদের প্রতি, ব্রাহ্মণদের প্রতি, বৈষ্ণবদের প্রতি, ধর্মের প্রতি এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৮

নির্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে ।
প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জিতম্ ॥ ২৮ ॥

নির্বৈরায়—যার কোন শত্রু নেই; **প্রশান্তায়**—অত্যন্ত শান্ত এবং সংযত; **স্ব-সুতায়**—তার নিজের পুত্রের প্রতি; **মহা-আত্মনে**—মহান ভক্ত; **প্রহ্লাদায়**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **যদা**—যখন; **দ্রুহ্যেৎ**—হিংসা আচরণ করবে; **হনিষ্যে**—আমি হত্যা করব; **অপি**—যদিও; **বর-ঊর্জিতম্**—ব্রহ্মার বরে বর্ধিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন তার নির্বৈর, প্রশান্ত এবং মহাত্মা স্বপুত্র প্রহ্লাদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করবে, তখন ব্রহ্মার বর সত্ত্বেও আমি তাকে সংহার করব।

তাৎপর্য

সমস্ত পাপকর্মের মধ্যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ সব চাইতে গর্হিত পাপ। বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধ এতই ভয়ঙ্কর যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার তুলনা করেছেন একটি মত্ত হস্তীর সঙ্গে। মত্ত হস্তী যেমন বাগানে প্রবেশ করে সমস্ত বৃক্ষলতা তচনচ করে ফেলে, ঠিক তেমনই বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ আমাদের কৃষ্ণভক্তিরূপ উদ্যানে ভক্তিলতাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। কেউ যদি ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করে, তা হলে সেই অপরাধ তার সমস্ত পবিত্র কর্ম সমূলে উৎপাটিত করবে। তাই বৈষ্ণব অপরাধ সম্পর্কে সর্বদা অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। এখানে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, হিরণ্যকশিপু যদিও ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, তবুও তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের চরণকমলে অপরাধ করার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয়ে যাবে। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো বৈষ্ণবকে এখানে *নির্বৈর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তার কোন শত্রু ছিল না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র (৩/২৫/২১) বলা হয়েছে, *অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ*—ভক্তের কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করে চলেন, এবং তাঁর সমস্ত গুণগুলি পরম মহিমান্বিত। ভক্ত কখনও কারও সঙ্গে শত্রুতা করেন না, কিন্তু কেউ যদি তাঁর শত্রু হয়, তা হলে ভগবান তাঁকে সংহার করবেন, তা সে অন্যের কাছ থেকে যে বরই পেয়ে থাকুক না কেন। হিরণ্যকশিপু অবশ্যই তার তপস্যার ফল উপভোগ করছিল, কিন্তু এখানে ভগবান বলেছেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করা মাত্রই তার সর্বনাশ হবে। মানুষের আয়ু, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বিদ্যা আদি পুণ্যকর্ম-জনিত যে ঐশ্বর্যই তার থাকুক না কেন, তা বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। মানুষের যে সম্পদই থাকুক না কেন, সে যদি বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধ করে, তা হলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ২৯

শ্রীনারদ উবাচ

ইত্যুক্তা লোকগুরুণা তং প্রণম্য দিবৌকসঃ ।
ন্যবর্তন্ত গতোদ্বেগা মেনিরে চাসুরং হতম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তাঃ**—বলেছিলেন; **লোক-গুরুণা**—সকলের পরম গুরুর দ্বারা; **তম্**—তাঁকে; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন

করে; **দিবৌকসঃ**—সমস্ত দেবতারা; **ন্যবর্তন্ত**—ফিরে গিয়েছিলেন; **গত-উদ্বেগাঃ**—উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে; **মেনিরে**—তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন; **চ**—ও; **অসুরম্**—অসুর (হিরণ্যকশিপু); **হতম্**—নিহত।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—সকলের পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবান যখন স্বর্গের দেবতাদের এইভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, দৈত্য হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁদের আলয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সর্বদা দেবতাদের পূজায় ব্যস্ত তাদের বিচার করে দেখা উচিত যে, দেবতারা যখন দৈত্যদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন তারা নিস্তার লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। দেবতারা যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন দেবতাদের উপাসকেরাও তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের শরণাগত হয় না কেন? *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগী যদি কোন বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করতে চায়, তা যদি জড় বাসনাও হয়, ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা উচিত, কারণ তা হলে তার সেই বাসনা চরিতার্থ হবে। কোন বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই পৃথকভাবে কোনও দেবতার শরণাগত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ৩০

তস্য দৈত্যপতেঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পরমাদ্ভুতাঃ ।
প্রহ্লাদোঽভূন্মহাংস্তেষাং গুণৈর্মহদুপাসকঃ ॥ ৩০ ॥

তস্য—তার (হিরণ্যকশিপুর); **দৈত্য-পতেঃ**—দৈত্যদের রাজার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **চত্বারঃ**—চারজন; **পরম-অদ্ভুতাঃ**—অত্যন্ত গুণবান এবং অদ্ভুত; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ নামক; **অভূৎ**—ছিল; **মহান্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **গুণৈঃ**—দিব্য গুণাবলীর ফলে; **মহৎ-উপাসকঃ**—ভগবানের অনন্য ভক্ত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর চারজন অত্যন্ত সুযোগ্য পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে, প্রহ্লাদ ছিলেন সমস্ত দিব্য গুণের আধার, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের অনন্য ভক্ত।

তাৎপর্য

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

"যিনি শ্রীকৃষ্ণে অনন্য ভক্তিপরায়ণ, তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এবং দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণ নিরন্তর প্রকাশিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) এখানে প্রহ্লাদ মহারাজের প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ ভগবানের আরাধনা করার ফলে তিনি সমস্ত সদ্‌গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জড় এবং চিন্ময় সর্বপ্রকার সদ্‌গুণ দেখা যায়। কেউ যখন ভগবানের একনিষ্ঠ এবং উদার ভক্ত হন, তখন তাঁর শরীরে সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে, *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—কেউ যদি ভগবানের ভক্ত না হয়, তা হলে তার বহু জড়-জাগতিক গুণাবলী থাকলেও সেগুলির কোন মূল্য নেই। সেটিই বেদের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩১-৩২

ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আত্মবৎ সর্বভূতানামেকপ্রিয়সুহৃত্তমঃ ॥ ৩১ ॥
দাসবৎ সন্নতার্যাঙ্ঘ্রিঃ পিতৃবদ্দীনবৎসলঃ ।
ভ্রাতৃবৎ সদৃশে স্নিগ্ধো গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ ।
বিদ্যার্থরূপজন্মাঢ্যো মানস্তম্ভবিবর্জিতঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মণ্যঃ—সৎ ব্রাহ্মণের মতো সংস্কৃতি-সম্পন্ন; **শীল-সম্পন্নঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত; **সত্য-সন্ধঃ**—পরম সত্যকে জানতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—যাঁর মন

এবং ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত; **আত্মবৎ**—পরমাত্মার মতো; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **এক-প্রিয়**—একমাত্র প্রিয়; **সুহৃত্তমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু; **দাসবৎ**—ভৃত্যের মতো; **সন্নত**—সর্বদা অনুগত; **আর্য-অঙ্ঘ্রিঃ**—মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে; **পিতৃবৎ**—ঠিক পিতার মতো; **দীন-বৎসলঃ**—দীনজনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ; **ভ্রাতৃবৎ**—ঠিক ভ্রাতার মতো; **সদৃশে**—তাঁর সমান ব্যক্তিদের প্রতি; **স্নিগ্ধঃ**—অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত; **গুরুষু**—গুরুদেবের প্রতি; **ঈশ্বর-ভাবনঃ**—ঈশ্বরতুল্য মনে করতেন; **বিদ্যা**—শিক্ষা; **অর্থ**—ধন; **রূপ**—সৌন্দর্য; **জন্ম**—আভিজাত্য; **আঢ্যঃ**—সমন্বিত; **মান**—গর্ব; **স্তম্ভ**—অনম্রতা; **বিবর্জিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

অনুবাদ

(এখানে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।) তিনি ব্রহ্মণ্য গুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র এবং পরম সত্যকে জানতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে সংযত করেছিলেন। পরমাত্মার মতো তিনি সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু এবং সৌহার্দ্য-পরায়ণ ছিলেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ভৃত্যের মতো আচরণ করতেন, দরিদ্রদের প্রতি তিনি পিতার মতো বাৎসল্য প্রকাশ করতেন, সমান ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ভ্রাতার মতো অনুরক্ত ছিলেন, এবং তিনি তাঁর গুরু ও জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাদের ঈশ্বরতুল্য সম্মান করতেন। তিনি বিদ্যা, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও আভিজাত্য জনিত গর্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

এইগুলি বৈষ্ণবের কয়েকটি গুণ। বৈষ্ণব স্বভাবতই ব্রাহ্মণ, কারণ বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণের সমস্ত সদ্‌গুণ বর্তমান।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজ কর্ম।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৪২) এই সমস্ত গুণগুলি বৈষ্ণবের শরীরে প্রকাশিত হয়। তাই আদর্শ বৈষ্ণব আদর্শ ব্রাহ্মণও, যে কথা *ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব সর্বদাই পরম সত্যকে জানতে বদ্ধপরিকর, এবং পরম সত্যকে জানতে হলে সর্বতোভাবে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ এই সমস্ত গুণ সমন্বিত ছিলেন। বৈষ্ণব হচ্ছেন সর্বদাই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ষড়্‌গোস্বামীদের চরিত্র বর্ণনা

করে বলা হয়েছে—*ধীরাধীর-জনপ্রিয়ৌ*। তাঁরা স্নিগ্ধ এবং দুর্বৃত্ত সকলেরই প্রিয় ছিলেন। বৈষ্ণব উপাধি নির্বিশেষে সকলেরই প্রতি সমদর্শী। *আত্মবৎ*—বৈষ্ণবের পরমাত্মার মতো হওয়া উচিত। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*। পরমাত্মা কাউকে ঘৃণা করেন না; প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রাহ্মণের হৃদয়ে রয়েছেন, আবার তিনি একটি শূকরের হৃদয়েও রয়েছেন। চন্দ্র যেমন চণ্ডালের গৃহেও তাঁর স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করে, বৈষ্ণব তেমনই সকলেরই মঙ্গলসাধন করেন। তাই বৈষ্ণব সর্বদাই শ্রীগুরুদেবের (*আর্যের*) অনুগত। *আর্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন। যার জ্ঞানের অভাব তাকে *আর্য* বলা যায় না। বর্তমান সময়ে কিন্তু *আর্য* শব্দটি নাস্তিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেটি কলিযুগের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার প্রকাশ।

গুরু শব্দে যিনি কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শিষ্যকে দীক্ষা দান করেন, তাঁকে বোঝানো হয়েছে, যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন (*শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদেশকে গুরবিত্যর্থঃ*)।

শ্লোক ৩৩

নোদ্বিগ্নচিত্তো ব্যসনেষু নিঃস্পৃহঃ
শ্রুতেষু দৃষ্টেষু গুণেষ্ববস্তুদৃক্ ।
দান্তেন্দ্রিয়প্রাণশরীরধীঃ সদা
প্রশান্তকামো রহিতাসুরোঽসুরঃ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **উদ্বিগ্ন**—বিচলিত; **চিত্তঃ**—যাঁর চেতনা; **ব্যসনেষু**—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে; **নিঃস্পৃহঃ**—বাসনা রহিত; **শ্রুতেষু**—যা শোনা হয়েছে (বিশেষ করে পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নতি); **দৃষ্টেষু**—এবং যে সব পার্থিব বস্তুর দর্শন হয়েছে; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়; **অবস্তুদৃক্**—অবাস্তব বলে দর্শন করে; **দান্ত**—নিয়ন্ত্রণ করে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **প্রাণ**—প্রাণ; **শরীর**—দেহ; **ধীঃ**—এবং বুদ্ধি; **সদা**—সর্বদা; **প্রশান্ত**—শান্ত করা হয়েছে; **কামঃ**—যার কামনা-বাসনা; **রহিত**—সম্পূর্ণরূপে বিহীন; **অসুরঃ**—আসুরিক প্রকৃতি; **অসুরঃ**—আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি আসুরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত। অন্য অসুরদের

মতো তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন না। চরম বিপদেও তিনি উদ্বিগ্ন হতেন না এবং তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈদিক সকাম কর্মে আগ্রহী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জড় বস্তুকে অর্থহীন বলে মনে করতেন, এবং তাই তিনি সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে সংযত করে, স্থির বুদ্ধি এবং দৃঢ়সংকল্প সহকারে তাঁর সমস্ত কামবাসনা দমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ কেবল তার জন্ম অনুসারে যোগ্য বা অযোগ্য হয় না। জন্মসূত্রে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন অসুর, তবুও তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণ সমন্বিত ছিলেন (*ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ*)। সদ্‌গুরুর নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সর্বতোভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণ হতে পারেন। কিভাবে শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করে তাঁর আদেশ প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে হয়, তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ মহারাজ দিয়েছেন।

শ্লোক ৩৪

যস্মিন্ মহদ্‌গুণা রাজন্ গৃহ্যন্তে কবিভির্মুহুঃ ।
ন তেঽধুনাপিধীয়ন্তে যথা ভগবতীশ্বরে ॥ ৩৪ ॥

যস্মিন্—যাঁর; **মহৎ-গুণাঃ**—মহৎ গুণাবলী; **রাজন্**—হে রাজন্; **গৃহ্যন্তে**—কীর্তিত হয়; **কবিভিঃ**—চিন্তাশীল এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিদের দ্বারা; **মুহুঃ**—সর্বদা; **ন**—না; **তে**—এইগুলি; **অধুনা**—আজও; **পিধীয়ন্তে**—ম্লান হয়; **যথা**—যেমন; **ভগবতি**—ভগবানের; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্রহ্লাদ মহারাজের মহৎ গুণাবলী আজও জ্ঞানবান মহাত্মা এবং বৈষ্ণবেরা কীর্তন করে থাকেন। সমস্ত সদ্‌গুণ যেমন ভগবানের মধ্যে সর্বদাই বিরাজমান, তেমনই তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যেও সেইগুলি নিত্য বিরাজমান।

তাৎপর্য

প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, প্রহ্লাদ মহারাজ এখনও বৈকুণ্ঠলোকে এবং এই জড় জগতে সুতললোকে যুগপৎ বিরাজমান। বিভিন্ন স্থানে যুগপৎ বর্তমান থাকার এই দিব্য গুণটি ভগবানেরই একটি গুণ। *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আবার সেই সঙ্গে তিনি তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবনেও বাস করেন। ভগবদ্ভক্ত তাঁর অনন্য ভক্তির ফলে প্রায় ভগবানেরই মতো সমস্ত গুণাবলী অর্জন করেন। সাধারণ জীব এত যোগ্য হতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবানেরই মতো যোগ্য হতে পারে, তবে পূর্ণরূপে নয়, আংশিকভাবে।

শ্লোক ৩৫

যং সাধুগাথাসদসি রিপবোঽপি সুরা নৃপ ।
প্রতিমানং প্রকুর্বন্তি কিমুতান্যে ভবাদৃশাঃ ॥ ৩৫ ॥

যম্—যাঁকে; **সাধু-গাথা-সদসি**—যে সভায় সাধুরা সমবেত হন অথবা উন্নত গুণাবলীর আলোচনা হয়; **রিপবঃ**—যারা প্রহ্লাদ মহারাজের শত্রু ছিল (প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের প্রতিও মানুষেরা শত্রুভাবাপন্ন হয়, এমন কি তাঁর পিতাও); **অপি**—ও; **সুরাঃ**—দেবতাগণ (দেবতারা অসুরদের শত্রু, এবং প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই দেবতাদের তাঁর শত্রু হওয়ার কথা ছিল); **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **প্রতিমানম্**—শ্রেষ্ঠ ভক্তের আদর্শ দৃষ্টান্ত; **প্রকুর্বন্তি**—তারা করে; **কিম্ উত**—আর কি কথা; **অন্যে**—অন্যদের; **ভবাদৃশাঃ**—আপনার মতো মহান ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে সভায় সাধু এবং ভগবদ্ভক্তদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সেখানে অসুরদের শত্রু দেবতারাও মহান ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের তো কথাই নেই।

শ্লোক ৩৬

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে ।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ ৩৬ ॥

গুণৈঃ—চিন্ময় গুণাবলী সহ; **অলম্**—কি প্রয়োজন; **অসংখ্যেয়ৈঃ**—অসংখ্য; **মাহাত্ম্যম্**—মাহাত্ম্য; **তস্য**—তাঁর (প্রহ্লাদ মহারাজের); **সূচ্যতে**—সূচিত হয়; **বাসুদেবে**—বসুদেব তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **যস্য**—যার; **নৈসর্গিকী**—স্বাভাবিক; **রতিঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজের অসংখ্য গুণাবলী কে নির্ণয় করতে পারে? বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং অনন্য ভক্তি ছিল। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তির প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল। যদিও তাঁর সদ্‌গুণগুলির গণনা করা সম্ভব নয়, তবুও তার ফলে সিদ্ধ হয় যে, তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা।

তাৎপর্য

জয়দেব গোস্বামী তাঁর *দশাবতার স্তোত্রে* গেয়েছেন, *কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে*। ভগবান নৃসিংহদেব যিনি কেশব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তাঁরই ভক্ত ছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজ। তাই এই শ্লোকে যখন বলা হয় *বাসুদেবে ভগবতি*, তখন বুঝতে হবে যে, নৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের আসক্তি ছিল বসুদেব-তনয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই আসক্তি। সেই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজকে একজন মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্তই হচ্ছেন মহাত্মা এবং সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের আসক্তি পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। *কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা*। প্রহ্লাদ মহারাজের হৃদয় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই পূর্ণ থাকত। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন আদর্শ কৃষ্ণভক্ত।

শ্লোক ৩৭

ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বৎ তন্মনস্তয়া ।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥ ৩৭ ॥

ন্যস্ত—পরিত্যাগ করে; **ক্রীড়নকঃ**—সব রকম খেলাধুলা বা শিশুসুলভ খেলার প্রবণতা; **বালঃ**—বালক; **জড়বৎ**—জড়ের মতো নিষ্ক্রিয়; **তৎ-মনস্তয়া**—শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **কৃষ্ণগ্রহ**—গ্রহের প্রভাবের মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রবল প্রভাবের দ্বারা; **গৃহীত-আত্মা**—যাঁর মন পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়েছিল; **ন**—না; **বেদ**—বুঝতে পেরেছিলেন; **জগৎ**—সমগ্র জড় জগৎ; **ঈদৃশম্**—এই প্রকার।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শৈশব থেকেই শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বতোভাবে সেগুলি পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর মন সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকত, তাই তিনি বুঝতে পারতেন না কিভাবে এই জগৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন মহাত্মার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ৮/২৭৪) বলা হয়েছে—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি এই জড় জগতে অবস্থান করলেও, সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছু দর্শন করেন না। এটিই মহাভাগবতের লক্ষণ। মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমপরায়ণ হওয়ার ফলে, সর্বত্রই কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে ভক্তেরা সর্বদা যাঁকে দর্শন করেন, ভক্তের হৃদয়ে তাঁর নিত্য শ্যামসুন্দর রূপে যিনি দৃষ্ট হন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" উত্তম ভক্ত বা মহাত্মা, যাঁর দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ, তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থেকে নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করেন। কথিত হয় যে, কারও উপর যদি শনি, রাহু অথবা কেতু আদি অশুভ গ্রহের প্রভাব থাকে,

তা হলে তাদের কোন কার্যে উন্নতি হয় না। তার ঠিক বিপরীতভাবে, প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণরূপ পরম গ্রহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি জড়-জাগতিক বিষয়ে চিন্তা করতে পারতেন না এবং কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবন ধারণ করতে পারতেন না। সেটিই মহাভাগবতের লক্ষণ। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শত্রুও হয়, মহাভাগবত দর্শন করেন যে, সেও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। এই সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, কারও যখন পাণ্ডুরোগ হয়, তখন তার দৃষ্টিতে সব কিছুই হলুদ বলে মনে হয়। তেমনই, মহাভাগবতের কাছে, তিনি নিজে ছাড়া আর সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত বলে প্রতীত হয়।

প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন সর্বজনস্বীকৃত মহাভাগবত। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল (*নৈসর্গিকী রতিঃ*)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার স্বাভাবিক রতির বর্ণনা এই শ্লোকে করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও ছিলেন একটি বালক, তবুও তাঁর খেলাধুলার প্রতি কোন রকম রুচি ছিল না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *বিরক্তিরন্যত্র চ*—আদর্শ কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি বিরক্তি। একটি বালকের পক্ষে খেলাধুলা ত্যাগ করা অসম্ভব, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তম ভক্তির স্তরে অবস্থিত হওয়ার ফলে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যেমন সর্বদাই জড়-জাগতিক লাভের চিন্তায় মগ্ন থাকে, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহাভাগবত তেমনই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

শ্লোক ৩৮

আসীনঃ পর্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্ ।
নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ ॥ ৩৮ ॥

আসীনঃ—উপবেশন করার সময়; **পর্যটন্**—হাঁটার সময়; **অশ্নন্**—আহার করার সময়; **শয়ানঃ**—শয়ন করার সময়; **প্রপিবন্**—পান করার সময়; **ব্রুবন্**—কথা বলার সময়; **ন**—না; **অনুসন্ধত্তে**—জানতেন; **এতানি**—এই সমস্ত কার্যকলাপ; **গোবিন্দ**—ইন্দ্রিয়ের আনন্দ প্রদানকারী ভগবানের দ্বারা; **পরিরম্ভিতঃ**—আলিঙ্গিত হয়ে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এইভাবে ভগবানের দ্বারা সর্বদা আলিঙ্গিত হয়ে, তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না কিভাবে উপবেশন,

পর্যটন, ভোজন, শয়ন, পান, কথোপকথন আদি দৈহিক প্রয়োজনগুলি আপনা থেকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

একটি ছোট শিশু যখন তার মায়ের দ্বারা লালিত-পালিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে না কিভাবে তার খাওয়া, শোওয়া, মল-মূত্রত্যাগ আদি দৈহিক আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হচ্ছে। সে কেবল তার মায়ের কোলে থেকেই সন্তুষ্ট থাকে। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ ঠিক একটি শিশুর মতো গোবিন্দের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। তাঁর দেহের আবশ্যকতাগুলি তাঁর অজ্ঞাতসারেই সম্পাদিত হচ্ছিল। পিতামাতা যেভাবে তাঁদের শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সেইভাবে গোবিন্দ প্রহ্লাদ মহারাজের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, যিনি সর্বদাই গোবিন্দের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত। প্রহ্লাদ মহারাজ কৃষ্ণভাবনামৃতের সিদ্ধির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৩৯

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্‌গায়তি ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **রুদতি**—ক্রন্দন করতেন; **বৈকুণ্ঠ-চিন্তা**—শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়; **শবল-চেতনঃ**—যাঁর চেতনা বিহ্বল; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **হসতি**—হাসতেন; **তৎ-চিন্তা**—তাঁর চিন্তায়; **আহ্লাদঃ**—আনন্দিত হয়ে; **উদ্‌গায়তি**—উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল চিত্তে কখনও তিনি ক্রন্দন করতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং কখনও উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে একটি শিশুর সঙ্গে ভক্তের তুলনা আরও স্পষ্টীকৃত হয়েছে। মা যখন শিশুকে বিছানায় বা দোলনায় রেখে গৃহস্থালীর কার্য করতে চলে যায়, তখন শিশু বুঝতে পারে যে তার মা চলে গেছে, তাই সে কাঁদতে থাকে। কিন্তু মা যখন ফিরে এসে আবার শিশুটির লালন-পালন করতে থাকে, তখন শিশুটি আনন্দে

হাসতে থাকে। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থেকে কখনও কখনও বিরহ অনুভব করে ভাবতেন, "কৃষ্ণ কোথায়?" সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন। *শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে* । উত্তম ভক্ত যখন অনুভব করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ চলে গেছেন বা অদৃশ্য হয়েছেন, তখন তাঁর বিরহে তিনি ক্রন্দন করেন, এবং কখনও কখনও তিনি যখন দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তখন তিনি একটি শিশুর মতো আনন্দে হাসতে থাকেন। এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে বলা হয় *ভাব* । *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে এই সমস্ত *ভাবের* পূর্ণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত *ভাব* শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপে দৃষ্ট হয়।

শ্লোক ৪০

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥ ৪০ ॥

নদতি—"হে কৃষ্ণ" বলে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে আবেগ প্রকাশ করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও; **উৎকণ্ঠঃ**—উৎকণ্ঠিত হয়ে; **বিলজ্জঃ**—লজ্জারহিত হয়ে ; **নৃত্যতি**—তিনি নৃত্য করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্বচিৎ**—কখনও; **তৎ-ভাবনা**—শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়; **যুক্তঃ**—মগ্ন হয়ে; **তৎ-ময়ঃ**—তিনি যেন কৃষ্ণ হয়ে গেছেন বলে মনে করে; **অনুচকার**—অনুকরণ করতেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

কখনও ভগবানকে দর্শন করে, প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্ণ উৎকণ্ঠার বশে উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকতেন। কখনও আনন্দে লজ্জারহিত হয়ে নৃত্য করতেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তন্ময়তা লাভ করতেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে ভগবানের লীলার অনুকরণ করতেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ কখনও কখনও অনুভব করতেন যে, তিনি ভগবানের থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন এবং তাই তিনি উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকতেন। তিনি যখন দেখতেন যে ভগবান তাঁর সম্মুখে রয়েছেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে হরষিত হতেন। কখনও কখনও নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করে ভগবানের লীলার অনুকরণ

করতেন, এবং ভগবানের বিরহে কখনও কখনও উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। ভক্তের এই সমস্ত ভাবনা নির্বিশেষবাদীরা বুঝতে পারে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধির পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রথম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কিন্তু আরও অগ্রসর হয়ে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং অবশেষে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মাধুর্য, এই দিব্য ভাব অবলম্বনে ভগবানের আরাধনা করা যায়। এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বাৎসল্য ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন। মা দূরে চলে গেলে শিশু যেমন ক্রন্দন করে, প্রহ্লাদ মহারাজও তেমনই ক্রন্দন করতেন (*নদতি*)। আবার, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্ত কখনও কখনও দেখতে পান যে, তাঁকে শান্ত করার জন্য ভগবান অনেক দূর থেকে আসছেন, ঠিক মাতা যেমন শিশুকে শান্ত করে বলেন, "আমার খোকা, তুমি আর কেঁদো না। আমি এসে গেছি।" ভক্ত তখন তাঁর পরিবেশ এবং পরিস্থিতির জন্য লজ্জিত না হয়ে, "আমার প্রভু এসে গেছেন! আমার প্রভু এখানে এসেছেন!" বলে মনে করে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেন। এইভাবে ভক্ত পূর্ণ আনন্দে ভগবানের লীলার অনুকরণ করেন, ঠিক যেভাবে গোপবালকেরা বৃন্দাবনের বনে পশুদের আচরণ অনুকরণ করতেন। ভক্ত এইভাবে ভগবানের অনুকরণ করলেও তিনি কখনও সত্যি সত্যি ভগবান হয়ে গেছেন বলে মনে করেন না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রভাবেই এখানে বর্ণিত চিন্ময় আনন্দ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **উৎপুলকঃ**—রোমাঞ্চিত হয়ে; **তূষ্ণীম্**—সম্পূর্ণরূপে মৌন; **আস্তে**—থাকতেন; **সংস্পর্শ-নির্বৃতঃ**—ভগবানের সংস্পর্শে গভীর আনন্দ অনুভব করে; **অস্পন্দ**—স্থির; **প্রণয়-আনন্দ**—ভগবৎ প্রেমজনিত দিব্য আনন্দ; **সলিল**—অশ্রুপূর্ণ; **আমীলিত**—অর্ধনিমীলিত; **ঈক্ষণঃ**—যাঁর চক্ষু।

অনুবাদ

কখনও কখনও ভগবানের করকমলের স্পর্শ অনুভব করে, তিনি আনন্দমগ্ন হয়ে মৌন হয়ে থাকতেন, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হত এবং ভগবৎ প্রেমে তাঁর অর্ধনিমীলিত নেত্র থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন ভগবানের বিরহ অনুভব করেন, তখন তিনি ভগবানকে দর্শন করার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন, এবং যখন তিনি বিরহ-বেদনা অনুভব করেন, তখন তাঁর অর্ধনিমীলিত নেত্র থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন, *যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্*। *চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্* শব্দ দুটি ভক্তের চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ার ইঙ্গিত করছে। শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমানন্দের এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রহ্লাদ মহারাজের শরীরে প্রকট হয়েছিল।

শ্লোক ৪২

স উত্তমশ্লোকপদারবিন্দয়ো-
র্নিষেবয়াকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া ।
তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহু-
র্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ শমং ব্যধাৎ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **উত্তম-শ্লোক-পদারবিন্দয়োঃ**—দিব্য স্তুতির দ্বারা যাঁর আরাধনা করা হয়, সেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **নিষেবয়া**—নিরন্তর সেবার দ্বারা; **অকিঞ্চন**—সেই ভক্তদের, যাঁদের জড় জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; **সঙ্গ**—সান্নিধ্যে; **লব্ধয়া**—লব্ধ; **তন্বন্**—বিস্তার করে; **পরাম্**—সর্বোচ্চ; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ; **আত্মনঃ**—আত্মার; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **দুঃসঙ্গ-দীনস্য**—অসৎ সঙ্গের ফলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দরিদ্র ব্যক্তির; **মনঃ**—মন; **শমম্**—শান্ত; **ব্যধাৎ**—বিধান করতেন।

অনুবাদ

অকিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ আনন্দময় রূপ দর্শন করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দরিদ্র ব্যক্তিরাও পবিত্র হত। অর্থাৎ, প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের দিব্য আনন্দ প্রদান করতেন।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে প্রহ্লাদ মহারাজ এমন একটি পরিস্থিতিতে ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতা সর্বদা তাঁকে নির্যাতন করেছিল। এই পরিস্থিতিতে কারও মন অবিচলিত থাকতে

পারে না, কিন্তু ভক্তি যেহেতু অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা, তাই প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর নির্যাতনেও কখনও বিচলিত হননি। পক্ষান্তরে, তাঁর শরীরের ভগবৎ প্রেমানন্দের লক্ষণগুলি দৈত্যকুলোদ্ভুত তাঁর বন্ধুদের চিত্তের পরিবর্তন সাধন করেছিল। তাঁর পিতার নির্যাতনে বিচলিত হওয়ার পরিবর্তে, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর বন্ধুদের প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাঁদের চিত্ত নির্মল করেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভৌতিক অবস্থার দ্বারা কলুষিত হন না, পক্ষান্তরে শুদ্ধ ভক্তের আচরণ দর্শন করে, ভৌতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে এবং দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে।

শ্লোক ৪৩

তস্মিন্ মহাভাগবতে মহাভাগে মহাত্মনি ।
হিরণ্যকশিপূ রাজন্নকরোদঘমাত্মজে ॥ ৪৩ ॥

তস্মিন্—সেই; **মহা-ভাগবতে**—ভগবানের মহান ভক্ত; **মহাভাগে**—পরম সৌভাগ্যবান; **মহা-আত্মনি**—যাঁর চিত্ত অত্যন্ত উদার; **হিরণ্যকশিপুঃ**—দৈত্য হিরণ্যকশিপু; **রাজন্**—হে রাজন্; **অকরোৎ**—করেছিল; **অঘম্**—মহাপাপ; **আত্মজে**—তার নিজের পুত্রের প্রতি।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু সেই মহাভাগবত, মহাভাগ্যবান প্রহ্লাদকে নির্যাতন করেছিল, যদিও তিনি ছিলেন তার নিজের পুত্র।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপুর মতো অসুর যখন ভক্তকে নির্যাতন করতে শুরু করে, তখন কঠোর তপস্যার প্রভাবে লব্ধ তার উচ্চপদ থেকে অধঃপতন শুরু হয়, এবং তার তপস্যার ফল নষ্ট হয়ে যায়। যারা শুদ্ধ ভক্তদের নির্যাতন করে, তাদের তপস্যা এবং পুণ্যকর্মের সমস্ত ফল নষ্ট হয়ে যায়। হিরণ্যকশিপু যেহেতু তার মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে নির্যাতন করতে শুরু করেছিল, তাই সে তার ঐশ্বর্য হারাতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৪৪

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

দেবর্ষ এতদিচ্ছামো বেদিতুং তব সুব্রত ।
যদাত্মজায় শুদ্ধায় পিতাদাৎ সাধবে হ্যঘম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন; **দেবর্ষে**—হে দেবর্ষি; **এতৎ**—এই; **ইচ্ছামঃ**—আমি ইচ্ছা করি; **বেদিতুম্**—জানতে; **তব**—আপনার কাছ থেকে; **সু-ব্রত**—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে দৃঢ়সংকল্প; **যৎ**—যেহেতু; **আত্মজায়**—তার নিজের পুত্রকে; **শুদ্ধায়**—যিনি ছিলেন অত্যন্ত শুদ্ধ এবং মহান; **পিতা**—পিতা, হিরণ্যকশিপু; **অদাৎ**—দিয়েছিল; **সাধবে**—একজন মহাত্মা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঘম্**—দুঃখ।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে দেবর্ষে, হে সুব্রত, প্রহ্লাদ যদিও ছিল তার পুত্র, তবুও হিরণ্যকশিপু কিভাবে সেই নির্মল হৃদয় মহাত্মাকে দুঃখ দিয়েছিল? এই বিষয়ে আমি আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলী সম্বন্ধে জানতে হলে, দেবর্ষি নারদের মতো মহাজনের কাছে প্রশ্ন করতে হয়। অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ*—ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকেই কেবল যথাযথভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের বিষয়ে জানা যায়। নারদ মুনির মতো ভক্তকে *সুব্রত* বলে সম্বোধন করা হয়। *সু* মানে 'ভাল', এবং *ব্রত* মানে 'প্রতিজ্ঞা'। অতএব *সুব্রত* শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যাঁর এই অসৎ এবং অনিত্য জড় জগতে কিছুই করণীয় নেই। শুষ্ক জ্ঞানের গর্বে গর্বিত জড় বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছ থেকে কখনও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জানা যায় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তির মাধ্যমে এবং ভক্তের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করা উচিত। তাই শ্রীনারদ মুনির কাছে প্রহ্লাদ মহারাজের বিষয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজ যে জানতে চেয়েছিলেন তা যথাযথ ছিল।

শ্লোক ৪৫

পুত্রান্ বিপ্রতিকূলান্ স্বান পিতরঃ পুত্রবৎসলাঃ ।
উপালভন্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো যথা ॥ ৪৫ ॥

পুত্রান্—পুত্রগণ; **বিপ্রতিকূলান্**—পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী; **স্বান্**—তাদের নিজেদের; **পিতরঃ**—পিতাদের; **পুত্র-বৎসলাঃ**—পুত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে; **উপালভন্তে**—তিরস্কার করে; **শিক্ষার্থম্**—শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অঘম্**—দণ্ড; **অপরঃ**—শত্রু; **যথা**—সদৃশ।

অনুবাদ

পিতামাতা সর্বদাই তাঁদের সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হন। সন্তান অবাধ্য হলে পিতামাতা তাদের তিরস্কার করেন। সেই তিরস্কার শত্রুতার বশে নয়, পক্ষান্তরে সন্তানের শিক্ষার জন্য এবং তার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু কিভাবে তার এই প্রকার মহান পুত্রকে উৎপীড়ন করেছিল? সেই কথাই আমি জানতে উৎসুক।

শ্লোক ৪৬

কিমুতানুবশান্ সাধূংস্তাদৃশান্ গুরুদেবতান্ ।
এতৎ কৌতূহলং ব্রহ্মন্নস্মাকং বিধম প্রভো ।
পিতুঃ পুত্রায় যদ্ দ্বেষো মরণায় প্রযোজিতঃ ॥ ৪৬ ॥

কিম্ উত—অনেক কম; **অনুবশান্**—আজ্ঞানুবর্তী আদর্শ পুত্রদের; **সাধূন্**—মহান ভক্তদের; **তাদৃশান্**—সেই প্রকার; **গুরু-দেবতান্**—পিতাকে ভগবানের মতো সম্মান প্রদানকারী; **এতৎ**—এই; **কৌতূহলম্**—সংশয়; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অস্মাকম্**—আমাদের; **বিধম**—দূর করুন; **প্রভো**—হে প্রভু; **পিতুঃ**—পিতার; **পুত্রায়**—পুত্রকে; **যৎ**—যা; **দ্বেষঃ**—দ্বেষ; **মরণায়**—হত্যা করার জন্য; **প্রযোজিতঃ**—নিয়োজিত।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন—এই প্রকার আজ্ঞানুবর্তী, সদাচারী এবং পিতৃভক্ত পুত্রের প্রতি হিংসা আচরণ করা পিতার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? হে ব্রাহ্মণ, হে প্রভু, স্বভাবত স্নেহশীল পিতা তার মহান পুত্রকে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে

তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে, সেই কথা আমি কখনও শুনিনি। দয়া করে আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করুন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের ইতিহাসে স্নেহপরায়ণ পিতার মহান ভগবদ্ভক্ত পুত্রকে দণ্ডদানের দৃষ্টান্ত বিরল। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সন্দেহ দূর করতে নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সন্ত্রাস' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শিক্ষকদের নির্দেশ অমান্য করে সর্বদা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হিরণ্যকশিপু সর্প-দংশনের দ্বারা এবং হস্তীর পদ-পীড়নের দ্বারা প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করার চেষ্টা করেও তাঁকে হত্যা করতে পারেনি।

হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্কের হস্তে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষাভার অর্পণ করা হয়েছিল। যদিও সেই শিক্ষকেরা বালক প্রহ্লাদকে রাজনীতি, অর্থনীতি আদি জড়-জাগতিক বিষয়ে শিক্ষাদান করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ সেই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল হননি। পক্ষান্তরে, তিনি শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করে চলেছিলেন। শত্রু এবং মিত্রের ভেদ দর্শন করতে প্রহ্লাদ মহারাজের ভাল লাগেনি। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবণতার ফলে তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন।

এক সময় হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে তার শিক্ষকদের কাছে সে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন্ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দেন যে, "এটি আমার এবং ওটি আমার শত্রুর," এই প্রকার দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত সংসার-জীবন পরিত্যাগ করে, বনে গিয়ে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করাই মানুষের কর্তব্য।

হিরণ্যকশিপু তার পুত্রের মুখে ভগবদ্ভক্তির কথা শুনে মনে করে যে, তার শিশুপুত্রটি পাঠশালায় তার বন্ধুদের দ্বারা এইভাবে দূষিত হয়েছে। তাই সে অধ্যাপকদের আদেশ দেয় যে, তার পুত্র যাতে কৃষ্ণভক্ত না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে। কিন্তু শিক্ষকেরা যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে তাদের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের বলেন যে, প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি মিথ্যা, এবং তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনন্য ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। শিক্ষকেরা তাঁর এই উত্তর শুনে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করে এবং নানাভাবে ভয় দেখায়। তারা তাঁকে যথাসাধ্য শিক্ষাদান করার চেষ্টা করে এবং তারপর তাঁর পিতার কাছে তাঁকে নিয়ে যায়।

হিরণ্যকশিপু স্নেহভরে তার পুত্র প্রহ্লাদকে তার কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে

তার শিক্ষকদের কাছে সে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন্ শিক্ষা লাভ করেছে। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বের মতোই *শ্রবণম্* ও *কীর্তনম্* আদি নবধা ভক্তির প্রশংসা করতে শুরু করেন। তার ফলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রহ্লাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ককে ভুল শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিরস্কার করতে শুরু করে। তথাকথিত শিক্ষকেরা তখন দৈত্যরাজকে বলে যে, সেই শিক্ষা তারা প্রহ্লাদকে দেয়নি, প্রহ্লাদ স্বভাবতই ভগবদ্ভক্ত। তারা যখন এইভাবে নিজেদের নির্দোষ বলে প্রমাণ করেছিল, তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা লাভ করেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তখন উত্তর দেন যে, যারা সংসার-জীবনের প্রতি আসক্ত তারা এককভাবে অথবা সমবেতভাবে কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তারা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে কেবল নিরন্তর চর্বিত বস্তুই চর্বণ করে। প্রহ্লাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয়ে, কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করা।

তাঁর এই উত্তরে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রহ্লাদ মহারাজকে তার কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেহেতু প্রহ্লাদ তাঁর পিতৃব্য হিরণ্যাক্ষের হত্যাকারী বিষ্ণুর ভক্ত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করতে হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দেয়। হিরণ্যকশিপুর অনুচরেরা প্রহ্লাদকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাতে, হাতির পায়ের নিচে নিক্ষেপ করে, নারকীয় যন্ত্রণা দিয়ে, এবং পর্বত-শিখর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারেনি। হিরণ্যকশিপু তাই তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের ভয়ে ক্রমশ ভীত হয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখে। হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্রেরা তাদের নিজেদের পন্থায় প্রহ্লাদকে শিক্ষা দিতে শুরু করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের সেই শিক্ষা গ্রহণ করেননি। শিক্ষকেরা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সহপাঠীদের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেন, এবং তাঁর উপদেশে সহপাঠী দৈত্যবালকেরা তাঁরই মতো ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে শুরু করে।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

পৌরোহিত্যায় ভগবান্ বৃতঃ কাব্যঃ কিলাসুরৈঃ ।
ষণ্ডামর্কৌ সুতৌ তস্য দৈত্যরাজগৃহান্তিকে ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **পৌরোহিত্যায়**—পৌরোহিত্য করার জন্য; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **বৃতঃ**—মনোনীত করেছিল; **কাব্যঃ**—শুক্রাচার্য; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **ষণ্ড-অমর্কৌ**—ষণ্ড এবং অমর্ক; **সুতৌ**—পুত্রদ্বয়; **তস্য**—তার; **দৈত্য-রাজ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর; **গৃহান্তিকে**—গৃহের নিকটে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হিরণ্যকশিপু আদি অসুরেরা শুক্রাচার্যকে আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য পৌরোহিত্যে বরণ করেছিল। শুক্রচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করত।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদের জীবন-কাহিনীর বর্ণনা এইভাবে শুরু হয়েছে। শুক্রাচার্য অসুরদের, বিশেষ করে হিরণ্যকশিপুর পুরোহিত হয়েছিল, এবং তার দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করত। হিরণ্যকশিপুর পুরোহিত হওয়া শুক্রাচার্যের উচিত হয়নি, কারণ হিরণ্যকশিপু এবং তার অনুচরেরা সকলেই ছিল নাস্তিক। ব্রাহ্মণের কর্তব্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি সাধনে আগ্রহী ব্যক্তির পুরোহিত হওয়া। কিন্তু শুক্রাচার্য নামটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যে কেবল তার পুত্র এবং বংশধরদের লাভের ব্যাপারেই আগ্রহী, তা সেই ধন যেভাবেই অর্জন করা হোক না কেন। আদর্শ ব্রাহ্মণ কখনও নাস্তিকের পুরোহিত হন না।

শ্লোক ২

তৌ রাজ্ঞা প্রাপিতং বালং প্রহ্লাদং নয়কোবিদম্ ।
পাঠয়ামাসতুঃ পাঠ্যানন্যাংশ্চাসুরবালকান্ ॥ ২ ॥

তৌ—সেই দুইজন (ষণ্ড এবং অমর্ক); **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **প্রাপিতম্**—প্রেরিত; **বালম্**—বালক; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ নামক; **নয়-কোবিদম্**—নীতিজ্ঞ; **পাঠয়াম্ আসতুঃ**—পাঠ করাত; **পাঠ্যান্**—জড়-জাগতিক জ্ঞানের গ্রন্থ; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—ও; **অসুর-বালকান্**—অসুর-বালকদের।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই ভগবদ্ভক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা যখন শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে শুক্রাচার্যের দুই পুত্রের কাছে প্রেরণ করলেন, তখন তারা প্রহ্লাদকে তাদের পাঠশালায় অন্য অসুর-বালকদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩

যত্তত্র গুরুণা প্রোক্তং শুশ্রুবেঽনুপপাঠ চ ।
ন সাধু মনসা মেনে স্বপরাসদ্গ্রহাশ্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

যৎ—যা; **তত্র**—সেখানে (পাঠশালায়); **গুরুণা**—শিক্ষকদের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; **শুশ্রুবে**—শ্রবণ করেছিলেন; **অনুপপাঠ**—আবৃত্তি করেছিলেন; **চ**—এবং; **ন**—না; **সাধু**—ভাল; **মনসা**—মনের দ্বারা; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **স্ব**—নিজের; **পর**—এবং অন্যের; **অসদ্গ্রহ**—কুসিদ্ধান্তের দ্বারা; **আশ্রয়ম্**—সমর্থিত।

অনুবাদ

শিক্ষকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে শিক্ষাদান করেছিল, প্রহ্লাদ অবশ্যই তা শ্রবণ করেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতিতে কাউকে বন্ধু এবং কাউকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হয়, এবং তা তিনি ভাল বলে মনে করেননি।

তাৎপর্য

রাজনীতিতে এক শ্রেণীর মানুষকে শত্রু এবং অন্য শ্রেণীর মানুষকে মিত্র বলে মনে করা হয়। রাজনীতিতে সব কিছুই এই দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং সারা পৃথিবী, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, এই ভাবনায় মগ্ন। জনসাধারণ মিত্রদেশ এবং মিত্রগোষ্ঠীর বা শত্রুদেশ এবং শত্রুগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর বিচার করছে, কিন্তু *ভগবদগীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পণ্ডিত ব্যক্তি শত্রু-মিত্রের ভেদ দর্শন করেন না। ভক্তেরা শত্রু অথবা মিত্রের পার্থক্য দর্শন করেন না। ভগবদ্ভক্ত দেখেন যে, সমস্ত জীবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবভূতঃ*)। তাই ভগবদ্ভক্ত বন্ধু এবং শত্রুর প্রতি সমভাবে আচরণ করে তাদের উভয়কেই কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা প্রদান করার চেষ্টা করেন। অবশ্য আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা শুদ্ধ ভক্তের

উপদেশ অনুসরণ না করে, সেই ভক্তকে তাদের শত্রু বলে মনে করে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু কখনও মিত্রতা অথবা শত্রুতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন না। প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও যণ্ড এবং অমর্কের উপদেশ শ্রবণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবুও রাজনীতির ভিত্তি শত্রু-মিত্রের দর্শন তাঁর ভাল লাগেনি। এই দর্শনে তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

শ্লোক ৪

একদাসুররাট্ পুত্রমঙ্কমারোপ্য পাণ্ডব ।
পপ্রচ্ছ কথ্যতাং বৎস মন্যতে সাধু যদ্ভবান্ ॥ ৪ ॥

একদা—এক সময়; **অসুর-রাট্**—অসুর সম্রাট; **পুত্রম্**—তার পুত্রকে; **অঙ্কম্**—কোলে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **পাণ্ডব**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কথ্যতাম্**—বল; **বৎস**—হে প্রিয়পুত্র; **মন্যতে**—মনে কর; **সাধু**—শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যা; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এক সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে করে অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেছিল—হে বৎস, তোমার শিক্ষকদের কাছে তুমি যে সমস্ত বিষয় পাঠ করেছ, তার মধ্যে কোন্ বিষয়টি তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তা আমাকে বল।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু তার বালকপুত্রকে এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেনি যা উত্তর দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হত; পক্ষান্তরে, সে প্রহ্লাদকে যে বিষয়টি তিনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, সেই বিষয়ে বলার সুযোগ দিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ অবশ্য একজন শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে, সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত ছিলেন এবং তাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য যে কি, সেই সম্বন্ধে বলতে পূর্ণরূপে সমর্থ ছিলেন। *বেদে* বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—কেউ যদি যথাযথভাবে ভগবানকে জানতে পারেন, তা হলে সমস্ত বিষয়েই তাঁর খুব ভালভাবে জানা হয়ে যায়। কখনও কখনও বড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের সঙ্গে আমাদের তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা তাদের পরাস্ত করে আমাদের সিদ্ধান্ত

স্থাপন করতে সফল হই। সাধারণ মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিকদের সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে পারে, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভগবদ্ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১১) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তিনি তাঁর বিশেষ কৃপা প্রদর্শনের দ্বারা তাঁর ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত জ্ঞান প্রদান করে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তাঁর পিতা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে সেই জ্ঞান দান করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর উত্তম কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে সব চাইতে কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান করতে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি তাঁর উত্তরে বলেছিলেন—

শ্লোক ৫

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৫ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন; **তৎ**—তা; **সাধু**—অতি উত্তম, অথবা জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অসুরবর্য**—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; **দেহিনাম্**—দেহধারী ব্যক্তিদের; **সদা**—সর্বদা; **সমুদ্বিগ্ন**—উৎকণ্ঠাপূর্ণ; **ধিয়াম্**—যাদের বুদ্ধি; **অসৎ-গ্রহাৎ**—অনিত্য শরীর অথবা শরীরের সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুকে বাস্তব বলে মনে করার ফলে ("আমি এই শরীর, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু আমার" বলে মনে করে); **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **আত্মপাতম্**—যেই স্থানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা আত্ম-উপলব্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়; **গৃহম্**—দেহাত্মবুদ্ধি বা গৃহব্রতের জীবন; **অন্ধ-কূপম্**—অন্ধকূপ (যেখানে জল না থাকলেও মানুষ জলের

অন্বেষণ করে); **বনম্**—বনে; **গতঃ**—গিয়ে; **যৎ**—যা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আশ্রয়েত**—আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—হে অসুরশ্রেষ্ঠ দৈত্যরাজ, আমার গুরুদেবের কাছে আমি জেনেছি যে, যারা তাদের অনিত্য দেহকে কেন্দ্র করে গৃহব্রতের জীবন যাপন করে, তারা জলশূন্য অন্ধকূপে অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে কেবল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। মানুষের কর্তব্য সেই পরিস্থিতি পরিত্যাগ করে বনে গমন করা, বিশেষ করে বৃন্দাবনে, এবং সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদ অভিজ্ঞতাহীন একটি বালক হওয়ার ফলে এমন কোন উত্তর দেবে যা মোটেই ব্যবহারিক জ্ঞান সমন্বিত হবে না, পক্ষান্তরে তা হবে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু এক অতি উত্তম ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, শিক্ষার সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) তথাকথিত শিক্ষিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা যারা কেবল মানসিক স্তরে বিচরণ করে, তারা সৎ এবং অসতের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে *অসতো মা সদ্‌গময়*—সকলেরই কর্তব্য অনিত্য অস্তিত্বের স্তর পরিত্যাগ করে শাশ্বত স্তর

প্রাপ্ত হওয়া। আত্মা নিত্য, এবং নিত্য আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অন্যত্র বলা হয়েছে, *অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্*—যারা দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি আসক্ত এবং যারা গৃহস্থ-জীবনে বা জড় সুখভোগের জীবনে জড়িয়ে থাকে, তারা কখনও নিত্য আত্মার মঙ্গল দর্শন করতে পারে না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, কেউ যদি জীবনে সাফল্য লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত সূত্র থেকে জানতে হবে তার প্রকৃত স্বার্থ কি এবং কিভাবে পারমার্থিক সাফল্যের জন্য তার জীবনকে গড়ে তোলা উচিত। মানুষের জানা উচিত যে, সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তার কর্তব্য সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা, তা হলে তার পারমার্থিক সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এই জড় জগতে সকলেই দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ হয়ে জন্ম-জন্মান্তরে কঠোর জীবন-সংগ্রাম করে চলেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই বলেছেন, বার বার জন্ম-মৃত্যুর এই সংসার-চক্রের নিবৃত্তি সাধনের জন্য বনে গমন করা উচিত।

বর্ণাশ্রম প্রথায় মানুষ প্রথমে ব্রহ্মচারী হয়, তারপর গৃহস্থ, তারপর বানপ্রস্থ এবং অবশেষে সন্ন্যাসী হয়। বনে গমন করার অর্থ হচ্ছে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা, যা গৃহস্থ-জীবন এবং সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থা। *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে*—বর্ণ এবং আশ্রমের প্রথা অবলম্বন করে মানুষ অনায়াসে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার স্তরে উন্নীত হতে পারেন। তা না হলে, মানুষ যদি দেহাত্মবুদ্ধির স্তরেই থাকে, তা হলে তাকে এই জড় জগতে পচতে হবে এবং তার জীবন সর্বতোভাবে ব্যর্থ হবে। মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা অবশ্য কর্তব্য, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষের জীবনকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই চারটি স্তরের মাধ্যমে ক্রমশ বিকশিত করা অবশ্য কর্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করতে বলেছিলেন, কারণ একজন গৃহস্থরূপে তিনি অত্যধিক দেহাসক্তির ফলে ক্রমশ আসুরিক-ভাবাপন্ন হয়ে উঠছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে, গৃহরূপ অন্ধকূপে ক্রমশ অধঃপতিত হওয়ার থেকে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করাই শ্রেয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা পৃথিবীর সমস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাই তাঁরা যেন বৃন্দাবনে এসে তাঁদের অবসর জীবন গ্রহণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধন করেন।

শ্লোক ৬

শ্রীনারদ উবাচ

শ্রুত্বা পুত্রগিরো দৈত্যঃ পরপক্ষসমাহিতাঃ ।
জহাস বুদ্ধির্বালানাং ভিদ্যতে পরবুদ্ধিভিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পুত্র-গিরঃ**—তার পুত্রের উপদেশ-বাণী; **দৈত্যঃ**—হিরণ্যকশিপু; **পরপক্ষ**—শত্রুপক্ষ; **সমাহিতাঃ**—পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল; **জহাস**—হেসেছিলেন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বালানাম্**—বালকদের; **ভিদ্যতে**—কলুষিত; **পর-বুদ্ধিভিঃ**—শত্রুপক্ষের উপদেশের দ্বারা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তিরূপ আত্ম-উপলব্ধির পন্থা সম্বন্ধে বললেন, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে শত্রুপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাক্য শ্রবণ করে হেসে বলেছিলেন, "বালকদের বুদ্ধি এইভাবেই শত্রুর বাণীর দ্বারা বিপর্যস্ত হয়।"

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু ছিল দৈত্য, তাই সে সর্বদাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের তার শত্রু বলে মনে করত। সেই জন্য এখানে *পরপক্ষ* (শত্রুপক্ষ) শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। হিরণ্যকশিপু কখনও বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বাণী গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে, সে বৈষ্ণবের বুদ্ধির প্রতি ক্রোধান্বিত ছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও", কিন্তু হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরেরা কখনও তা স্বীকার করে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ় নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৫) অসুরভাব বা আসুরিক প্রবৃত্তি যে কেমন তা স্পষ্টভাবে হিরণ্যকশিপুর আচরণে দেখা যায়। এই প্রকার মূঢ় এবং নরাধমেরা কখনই বিষ্ণুকে পরমেশ্বর বলে স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হয় না। হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদ

যে শত্রুপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই কথা জানতে পেরে ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়েছিল। তাই সে আদেশ দিয়েছিল নারদ মুনির মতো সাধুদের যেন তার পুত্রের বাসস্থানে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, কারণ তা হলে বৈষ্ণবের উপদেশে প্রহ্লাদ আরও খারাপ হয়ে যাবে।

শ্লোক ৭

সম্যগ্বিধার্যতাং বালো গুরুগেহে দ্বিজাতিভিঃ ।
বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতাস্য ধীর্যথা ॥ ৭ ॥

সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; **বিধার্যতাম্**—রক্ষা করা হোক; **বালঃ**—এই অল্পবয়স্ক বালকটিকে; **গুরুগেহে**—গুরুকুলে, যেখানে গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার জন্য বালকদের প্রেরণ করা হয়; **দ্বি-জাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বিষ্ণু-পক্ষৈঃ**—যাঁরা বিষ্ণুপক্ষীয়; **প্রতিচ্ছন্নৈঃ**—ছদ্মবেশে; **ন ভিদ্যেত**—প্রভাবিত করতে না পারে; **অস্য**—তার; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **যথা**—যাতে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দিয়েছিল—হে দৈত্যগণ, তোমরা এই বালককে গুরুকুলে এমনভাবে রক্ষা কর, যাতে ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে না পারে।

তাৎপর্য

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কখনও কখনও ভক্তদের কর্মীর পোশাক পরতে হয়, কারণ আসুরিক রাজ্যে সকলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। বর্তমান যুগের অসুরেরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে একটুও পছন্দ করে না। গৈরিক বসন পরিহিত, তিলক-মালাধারী বৈষ্ণবদের দেখা মাত্রই তারা উত্ত্যক্ত হয়। তারা হরেকৃষ্ণ বলে বৈষ্ণবদের উপহাস করে। কখনও কখনও কেউ কেউ অবশ্য নিষ্ঠা সহকারে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যেহেতু পরম, তাই উভয়ক্ষেত্রেই, পরিহাস করেই হোক অথবা নিষ্ঠা সহকারেই হোক, নাম কীর্তন করার ফলে তাদের লাভই হয়। অসুরেরা যখন হরেকৃষ্ণ কীর্তন করে, তখন বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, কারণ তার ফলে বোঝা যায় যে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে। হিরণ্যকশিপুর মতো বড় বড় অসুরেরা বৈষ্ণবদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং

তারা সর্বদা চেষ্টা করে যাতে বৈষ্ণবেরা তাঁদের গ্রন্থাবলী বিক্রয় এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার না করতে পারে। এইভাবে বহুকাল পূর্বে হিরণ্যকশিপু যা করেছিল, আজও তা হচ্ছে। এটিই বৈষয়িক জীবনের ধারা। অসুর বা জড়বাদীরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতি একেবারেই পছন্দ করে না, এবং নানাভাবে তারা তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তবুও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের এগিয়ে যেতে হবে—বৈষ্ণববেশেই হোক অথবা অন্য বেশে হোক, তাঁদের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন *শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ*—সৎ ব্যক্তিকে যখন শঠের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, তখন তাকেও শঠের মতো আচরণ করতে হয়, প্রতারণা করার জন্য নয়—তাঁর প্রচারকার্য সফল করার জন্য।

শ্লোক ৮

গৃহমানীতমাহূয় প্রহ্লাদং দৈত্যযাজকাঃ ।
প্রশস্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সমপৃচ্ছন্ত সামভিঃ ॥ ৮ ॥

গৃহম্—শিক্ষকদের (ষণ্ড এবং অমর্কের) গৃহে; **আনীতম্**—নিয়ে আসা হলে; **আহূয়**—ডেকে; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদকে; **দৈত্য-যাজকাঃ**—দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুরোহিতেরা; **প্রশস্য**—প্রশংসাসূচক; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত মৃদুভাবে; **বাচা**—বাক্য; **সমপৃচ্ছন্ত**—তারা জিজ্ঞাসা করেছিল; **সামভিঃ**—মনোরম বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর ভৃত্যেরা যখন প্রহ্লাদকে গুরুকুলে নিয়ে এসেছিল, তখন দৈত্যদের পুরোহিত ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে প্রশংসাসূচক প্রেমময় কোমল বচনে জিজ্ঞাসা করেছিল।

তাৎপর্য

দৈত্যদের পুরোহিত ষণ্ড এবং অমর্ক প্রহ্লাদ মহারাজের কাছ থেকে জানতে আগ্রহান্বিত হয়েছিল, কে সেই বৈষ্ণবরা যাঁরা তাঁকে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ প্রদান করতে এসেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেই বৈষ্ণবদের নামগুলি জেনে নেওয়া। প্রথমে তারা বালককে ভয় দেখায়নি, কারণ ভয় পেলে সে হয়তো প্রকৃত অপরাধীদের নাম বলত না। তাই তারা অত্যন্ত মধুর বচনে শান্তভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

শ্লোক ৯

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে সত্যং কথয় মা মৃষা ।
বালানতি কুতস্তুভ্যমেষ বুদ্ধিবিপর্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

বৎস—হে বৎস; **প্রহ্লাদ**—প্রহ্লাদ; **ভদ্রম্ তে**—তোমার মঙ্গল হোক; **সত্যম্**—সত্য; **কথয়**—বল; **মা**—না; **মৃষা**—মিথ্যা কথা; **বালান্ অতি**—অন্য অসুর-বালকদের অতিক্রম করে; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **তুভ্যম্**—তোমার; **এষঃ**—এই; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির; **বিপর্যয়ঃ**—কলুষিত।

অনুবাদ

হে বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি সত্যি কথা বল, মিথ্যা বল না। এই সমস্ত বালকেরা তোমার মতো নয়, কারণ তারা তোমার মতো বিপরীত বাণী বলছে না। এই শিক্ষা তুমি কিভাবে পেয়েছ? তোমার বুদ্ধি এইভাবে বিপর্যস্ত হল কি করে?

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন তখনও একটি বালক, এবং তাই তাঁর শিক্ষকেরা মনে করেছিল যে, তারা যদি সেই বালকটিকে প্রশংসা বাক্যের দ্বারা ভোলাতে পারে, তা হলে সে সত্য সত্যই তাদের কাছে বলবে, কোন্ বৈষ্ণবেরা সেখানে এসে তাকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দান করেছিল। এটি অবশ্য অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, সেই একই পাঠশালায় অন্য দৈত্য-বালকেরা নষ্ট হয়নি; কেবল প্রহ্লাদ মহারাজই বৈষ্ণবদের উপদেশে যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য ছিল প্রহ্লাদের বুদ্ধি বিপর্যস্তকারী সেই বৈষ্ণবেরা কারা, তা জানা।

শ্লোক ১০

বুদ্ধিভেদঃ পরকৃত উতাহো তে স্বতোঽভবৎ ।
ভণ্যতাং শ্রোতুকামানাং গুরূণাং কুলনন্দন ॥ ১০ ॥

বুদ্ধি-ভেদঃ—বুদ্ধির বিপর্যয়; **পর-কৃতঃ**—শত্রুদের দ্বারা কৃত; **উতাহো**—অথবা; **তে**—তোমার; **স্বতঃ**—নিজের দ্বারা; **অভবৎ**—হয়েছিল; **ভণ্যতাম্**—বল; **শ্রোতু-কামানাম্**—আমাদের, যারা তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী; **গুরূণাম্**—তোমার শিক্ষকদের; **কুল-নন্দন**—হে কুলের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

অনুবাদ

হে কুলশ্রেষ্ঠ, তোমার এই বুদ্ধির বিপর্যয় তোমার নিজের দ্বারা হয়েছে, না শত্রুদের দ্বারা? আমরা তোমার গুরু এবং সেই কথা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। আমাদের কাছে তুমি সত্যি কথা বল।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষকেরা একটি ছোট্ট বালককে এইভাবে অতি উচ্চ বৈষ্ণব-দর্শন বলতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। তাই তারা জানতে চেয়েছিল, গোপনে যারা তাঁকে সেই শিক্ষা দিয়েছিল, সেই বৈষ্ণবেরা কারা। তা হলে তারা সেই বৈষ্ণবদের বন্দী করে প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে হত্যা করতে পারত।

শ্লোক ১১

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্‌গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ ।
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন; **পরঃ**—একজন শত্রু; **স্বঃ**—একজন আত্মীয় বা বন্ধু; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **অসদ্‌গ্রাহঃ**—জীবনের ভৌতিক ধারণা; **পুংসাম্**—পুরুষদের; **যৎ**—যাঁর; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **বিমোহিত**—মোহাচ্ছন্ন; **ধিয়াম্**—যাদের বুদ্ধি; **দৃষ্টঃ**—দেখা যায়; **তস্মৈ**—সেই; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—যাঁর মায়া মানুষের বুদ্ধিকে বিমোহিত করে "আমার বন্ধু" এবং "আমার শত্রু" এই ভেদভাব সৃষ্টি করায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এই বিষয়ে পূর্বে প্রামাণিক সূত্রে শ্রবণ করেছি, কিন্তু এখন আমি তা বাস্তবিক উপলব্ধি করছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত সমদর্শী হন।" *পণ্ডিতাঃ,* যাঁরা প্রকৃতই বিদ্বান, তাঁরা সমদর্শী। পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত শুদ্ধ ভক্ত কোন জীবকে তাঁর বন্ধু অথবা শত্রুরূপে দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে তাঁর উদার দৃষ্টিতে তিনি সকলকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপে দর্শন করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়ার ফলে প্রতিটি জীবের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, ঠিক যেমন দেহের প্রতিটি অঙ্গ পূর্ণ শরীরের সেবা করে।

ভগবানের দাসরূপে সমস্ত জীবই সমান, কিন্তু বৈষ্ণব তাঁর স্বাভাবিক দৈন্যবশত অন্য সমস্ত জীবদের প্রভু বলে সম্বোধন করেন। বৈষ্ণব অন্য সেবকদের এতই উন্নত বলে দর্শন করেন যে, তিনি মনে করেন, তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাই তিনি ভগবানের অন্য সমস্ত ভক্তদের তাঁর প্রভু বলে মনে করেন। যদিও সকলেই ভগবানের সেবক, তবুও একজন বৈষ্ণব সেবক তাঁর দৈন্যবশত অন্য সেবকদের তাঁর প্রভুরূপে দর্শন করেন। এই প্রভুত্বের উপলব্ধি শুরু হয় শ্রীগুরুদেবকে জানার মাধ্যমে।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ॥

"শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কোন রকম আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।"

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতো সম্মান করতে হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের পরম বিশ্বস্ত সেবক। সেই কথা সমস্ত শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে এবং সমস্ত মহাজনেরা

তা অনুসরণ করেছেন। তাই আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি শ্রীহরির (শ্রীকৃষ্ণের) প্রামাণিক প্রতিনিধি।" ভগবানের সেবক শ্রীগুরুদেব ভগবানের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবায় যুক্ত। সেই সেবাটি হচ্ছে সমস্ত বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা। এই মায়ার প্রভাবে মানুষ মনে করে, "এই ব্যক্তি আমার শত্রু, এবং ঐ ব্যক্তিটি আমার বন্ধু।" প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের বন্ধু, এবং সমস্ত জীব ভগবানের নিত্য দাস। এই উপলব্ধির মাধ্যমে একত্ব সম্ভব, কৃত্রিমভাবে আমরা সকলে ভগবান অথবা ভগবানের সমান বলে মনে করার মাধ্যমে নয়। বাস্তব উপলব্ধিই হচ্ছে, ভগবান পরম প্রভু এবং আমরা সকলে তাঁর সেবক, এবং সেই সূত্রে আমরা সকলেই সমান স্তরে রয়েছি। এই শিক্ষা প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বিভ্রান্ত জীবেরা যে কিভাবে এক ব্যক্তিকে তাদের শত্রু এবং অন্য ব্যক্তিকে তাদের বন্ধু বলে মনে করে, তা দেখে প্রহ্লাদ মহারাজ আশ্চর্য হয়েছিলেন।

মানুষ যতক্ষণ ভেদবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একজনকে বন্ধু এবং অপরকে শত্রু বলে মনে করে, ততক্ষণ সে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ বলে বুঝতে হবে। মায়াবাদীরা যে মনে করে সমস্ত জীবই ভগবান এবং তাই সব কিছুই এক, সেই ধারণাটিও ভ্রান্ত। কেউই ভগবানের সমান নয়। ভৃত্য কখনও প্রভুর সমকক্ষ হতে পারে না। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে প্রভু এক এবং ভৃত্যও এক, কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের পার্থক্য মুক্ত হওয়ার পরেও থাকে। বদ্ধ অবস্থায় আমরা মনে করি যে, কোন জীব আমাদের বন্ধু এবং অন্য কোন জীব আমাদের শত্রু, এবং তার ফলে আমরা দ্বৈত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত থাকি। মুক্ত অবস্থায় কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবান হচ্ছেন প্রভু এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর ভৃত্য। তার ফলে দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হয়ে অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়।

শ্লোক ১২

স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে ।
অন্য এষ তথান্যোঽহমিতি ভেদগতাসতী ॥ ১২ ॥

সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **যদা**—যখন; **অনুব্রতঃ**—অনুকূল হন বা প্রসন্ন হন; **পুংসাম্**—বদ্ধ জীবদের; **পশু-বুদ্ধিঃ**—পশুতুল্য বুদ্ধি ("আমি পরমেশ্বর ভগবান এবং

সকলেই ভগবান"); **বিভিদ্যতে**—বিনষ্ট হয়; **অন্যঃ**—অন্য; **এষঃ**—এই; **তথা**—ও; **অন্যঃ**—অন্য; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **ভেদ**—পার্থক্য; **গত**—সমন্বিত; **অসতী**—সর্বনাশা।

অনুবাদ

ভগবান যখন কোন জীবের প্রতি তাঁর ভক্তির ফলে প্রসন্ন হন তখন তিনি পণ্ডিত হন এবং শত্রু, মিত্র ও নিজের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। তখন তিনি বুদ্ধিমত্তা সহকারে মনে করেন, "আমরা সকলেই ভগবানের নিত্যদাস, এবং তাই আমরা পরস্পরের থেকে ভিন্ন নই।"

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক এবং আসুরিক পিতা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর বুদ্ধি কিভাবে কলুষিত হয়েছে, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন, "আমার বুদ্ধি কলুষিত হয়নি। পক্ষান্তরে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে আমি এখন জানতে পেরেছি যে, কেউই আমার শত্রু নয় এবং কেউই আমার বন্ধু নয়। আমরা সকলেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু মায়ার প্রভাবে আমরা মনে করি যে, একে অপরের সঙ্গে বন্ধু এবং শত্রুরূপে আমরা ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমি এখন মুক্ত হয়েছি, এবং তাই সাধারণ মানুষের মতো আমি আর মনে করছি না যে, আমি হচ্ছি ভগবান এবং অন্যেরা আমার বন্ধু অথবা শত্রু। আমি এখন যথাযথভাবে বুঝতে পারছি যে, সকলেই ভগবানের নিত্য দাস এবং আমাদের কর্তব্য সেই পরম প্রভুর সেবা করা, কারণ তখন আমরা ভৃত্যরূপে একত্বের স্তরে স্থিত হব।"

অসুরেরা সকলকেই হয় বন্ধু নয় শত্রু বলে মনে করে, কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন, যেহেতু সকলেই ভগবানের দাস, তাই সকলেই সমস্তরে রয়েছেন। তাই বৈষ্ণব অন্য জীবদের বন্ধু অথবা শত্রু বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার চেষ্টা করেন। তাঁরা সকলকে শিক্ষা দেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের ভৃত্যরূপে আমরা সকলেই সমান, কিন্তু অনর্থক জাতি, সমাজ এবং বন্ধু ও শত্রুর অন্যান্য গোষ্ঠী সৃষ্টি করে আমরা আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছি। সকলেরই কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসা উচিত এবং তার ফলে ভগবানের ভৃত্যরূপে একত্ব অনুভব করা উচিত। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন প্রকার যোনি থাকলেও বৈষ্ণব এই একত্ব অনুভব করেন। *ঈশোপনিষদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *একত্বমনুপশ্যতঃ*। ভক্তের কর্তব্য সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে দর্শন করা

এবং প্রতিটি জীবকে ভগবানের নিত্য দাসরূপে দর্শন করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় *একত্বম্।* যদিও প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্ক রয়েছে, তবুও প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েরই সত্তা চিন্ময় হওয়ার ফলে তাঁরা এক। এটিও *একত্বম্।* এইভাবে বৈষ্ণবদের *একত্বমের* ধারণা মায়াবাদীদের থেকে ভিন্ন।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিভাবে সে তাঁর বংশের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। পরিবারের কেউ যখন কোন শত্রুর দ্বারা নিহত হয়, তখন পরিবারের সকলে স্বাভাবিকভাবেই সেই হত্যাকারীর শত্রুতে পরিণত হয়, কিন্তু হিরণ্যকশিপু দেখেছিল প্রহ্লাদ সেই হত্যাকারীর বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "এই ধরনের বুদ্ধি তোমার মধ্যে কে সৃষ্টি করেছে? তুমি কি নিজে নিজেই এইভাবে ভেবেছ? যেহেতু তুমি একটি ছোট্ট বালক, তাই কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে এইভাবে চিন্তা করতে প্ররোচিত করেছে।" প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিতে চেয়েছিলেন যে, বিষ্ণুর প্রতি অনুকূল মনোভাব তখনই বিকশিত হয়, যখন ভগবান অনুকূল হন (*স যদানুব্রতঃ*)। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি*)। ভগবান কখনই কোটি কোটি জীবের মধ্যে কারোরই শত্রু হন না, পক্ষান্তরে তিনি সকলেরই সুহৃদ। এটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। কেউ যদি মনে করে যে ভগবান তার শত্রু, তা হলে তার বুদ্ধি পশুবুদ্ধি। সে ভ্রান্তভাবে মনে করে, "আমি আমার শত্রু থেকে ভিন্ন, এবং আমার শত্রু আমার থেকে ভিন্ন। আমার শত্রু এটি করেছে এবং তাই আমার কর্তব্য তাকে হত্যা করা।" এই ভ্রান্ত ধারণাকে এই শ্লোকে *ভেদগতাসতী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে সকলেই ভগবানের দাস। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। ভগবানের দাসরূপে আমরা এক, এবং তাই শত্রুতা অথবা মিত্রতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা যদি প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের প্রত্যেকেই ভগবানের দাস, তা হলে শত্রুতা বা মিত্রতার প্রশ্ন কি করে থাকতে পারে?

ভগবানের সেবার জন্য সকলেরই বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত। সকলেরই কর্তব্য অন্যের ভগবৎ সেবার প্রশংসা করা এবং নিজের সেবার জন্য গর্বিত না হওয়া। এটিই বৈষ্ণবের চিন্তাধারা, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠচিন্তা। ভৃত্যদের মধ্যে সেবার ব্যাপারে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে অন্য ভৃত্যের সেবা প্রশংসিত হয়, নিন্দিত হয় না। এটিই বৈকুণ্ঠ প্রতিযোগিতা। ভৃত্যদের মধ্যে শত্রুতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সকলকেই তাদের পূর্ণ সামর্থ্য অনুসারে

ভগবানের সেবা করতে দেওয়া উচিত এবং সকলেরই কর্তব্য অন্যের সেবার প্রশংসা করা। এটিই হচ্ছে বৈকুণ্ঠের কার্যকলাপ। যেহেতু সকলেই ভৃত্য, সকলেই সমস্তরভুক্ত, তাই সকলকেই তার সামর্থ্য অনুসারে সেবা করতে দেওয়া উচিত। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে তাঁর ভৃত্যের মনোভাব অনুসারে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু ভগবান ভক্তদের এবং অভক্তদের ভিন্ন ভিন্নভাবে আদেশ দেন। অভক্তেরা ভগবানের আধিপত্য মানতে চায় না, এবং তাই ভগবান তাদের এমনভাবে নির্দেশ দেন যাতে তারা জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের সেবা করার কথা ভুলে যায়, এবং তাই তারা প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডিত হয়। কিন্তু ভক্ত যখন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করতে চায়, তখন ভগবান তাঁকে ভিন্নভাবে নির্দেশ দেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।" সকলেই প্রকৃতপক্ষে ভৃত্য—কেউ শত্রু বা মিত্র নয়, সকলেই ভগবানের বিভিন্ন নির্দেশ অনুসারে কার্য করছে, এবং ভগবান প্রতিটি জীবকে তার মানসিকতা অনুসারে নির্দেশ দিচ্ছেন।

শ্লোক ১৩

স এষ আত্মা স্বপরেত্যবুদ্ধিভি-
দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে ।
মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো
ব্রহ্মাদয়ো হ্যেষ ভিনত্তি মে মতিম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই; **আত্মা**—সকলের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা; **স্ব-পর**—এটি আমার ব্যাপার এবং ওটি অন্য কারোর; **ইতি**—এইভাবে; **অবুদ্ধিভিঃ**—যাদের এই প্রকার কুবুদ্ধি তাদের দ্বারা; **দুরত্যয়**—অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন; **অনুক্রমণঃ**—যার ভক্তি; **নিরূপ্যতে**—নিরূপিত হয় (শাস্ত্র অথবা গুরুদেবের উপদেশের দ্বারা); **মুহ্যন্তি**—মোহিত হয়; **যৎ**—যাঁর; **বর্ত্মনি**—পথে; **বেদ-বাদিনঃ**—বৈদিক নির্দেশ

অনুসরণকারী; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এষঃ**—এই; **ভিনত্তি**—পরিবর্তন করে; **মে**—আমার; **মতিম্**—বুদ্ধি।

অনুবাদ

যারা সর্বদা 'শত্রু' এবং 'মিত্র' এর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, তারা তাদের অন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কি কথা, এমন কি ব্রহ্মার মতো বৈদিক শাস্ত্রবেত্তা মহান ব্যক্তিও কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই প্রকার পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে ভগবান তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আপনাদের তথাকথিত শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করার বুদ্ধি প্রদান করেছেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ সরলভাবে স্বীকার করেছেন, "হে অধ্যাপকগণ, আপনারা ভ্রান্তভাবে মনে করছেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাদের শত্রু, কিন্তু যেহেতু তিনি আমার প্রতি অনুকূল, তাই আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনি সকলেরই সুহৃদ। আপনারা মনে করতে পারেন যে, আমি আপনাদের শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার প্রতি তাঁর মহৎ কৃপা বর্ষণ করেছেন।"

শ্লোক ১৪

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **ভ্রাম্যতি**—ভ্রমণ করে; **অয়ঃ**—লোহা; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **স্বয়ম্**—নিজে নিজেই; **আকর্ষ**—চুম্বকের; **সন্নিধৌ**—নিকটে; **তথা**—তেমনই; **মে**—আমার; **ভিদ্যতে**—পরিবর্তিত হয়; **চেতঃ**—চেতনা; **চক্রপাণেঃ**—চক্রধারী ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **যদৃচ্ছয়া**—কেবল তাঁর ইচ্ছার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ (অধ্যাপকগণ), লোহা যেমন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনা থেকেই চুম্বকের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনই আমার চেতনা ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চক্রপাণির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই আমার আর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

তাৎপর্য

চুম্বকের প্রতি লোহার আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমস্ত জীবের আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, এবং তাই ভগবানের আসল নাম হচ্ছে কৃষ্ণ, অর্থাৎ তিনি সকলকে এবং সব কিছুকে আকর্ষণ করেন। এই আকর্ষণের আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখা যায় বৃন্দাবনে, যেখানে সব কিছুই এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। নন্দ মহারাজ, মা যশোদা আদি গুরুজনেরা, শ্রীদাম, সুদাম আদি গোপসখারা, শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁর সহচরী গোপবালিকারা, এমন কি পশু, পক্ষী, গাভী, গোবৎস আদি সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। এমন কি উদ্যানের ফুল এবং ফলও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, যমুনার তরঙ্গ, ভূমি, আকাশ, বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষী এবং অন্য সমস্ত জীবেরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট। সেটিই বৃন্দাবনে সব কিছুর স্বাভাবিক স্থিতি।

বৃন্দাবনের ঠিক বিপরীত অবস্থা এই জড় জগতের, যেখানে কেউই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট নয়, পক্ষান্তরে সকলেই মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট। এটিই চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের পার্থক্য। এই জড় জগতের হিরণ্যকশিপু কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর স্বাভাবিক স্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজকে হিরণ্যকশিপু যখন প্রশ্ন করেছিল কেন তিনি বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, তার উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিরুদ্ধ নয়, কারণ সকলেরই স্বাভাবিক স্থিতি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া। হিরণ্যকশিপু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরুদ্ধ বলে মনে করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন যে, তার কারণ হচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। হিরণ্যকশিপুর তাই পরিশুদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা ছিল।

জীব যখনই জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয় (*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের কলুষের দ্বারা কলুষিত, এবং তাই তারা বিভিন্ন উপাধি অনুসারে আচরণ করে। কখনও মানুষরূপে, কখনও পশুরূপে, কখনও দেবতারূপে অথবা কখনও বৃক্ষরূপে তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আচরণ করে। এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তখন জীব স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ভক্তির পন্থা জীবকে সমস্ত অস্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে পবিত্র করে। কেউ যখন পবিত্র হয়, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মায়ার সেবা করার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে শুরু করে। সেটিই তার স্বাভাবিক স্থিতি। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু অভক্ত জড় সুখভোগের কলুষের দ্বারা

কলুষিত হওয়ার ফলে, আকৃষ্ট হয় না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) ভগবান বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" জড় অস্তিত্বের সমস্ত পাপের কলুষ থেকে মানুষকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। এই জড় জগতে সকলেই জড় বাসনার দ্বারা কলুষিত। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত না হয় (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*), ততক্ষণ সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে না।

শ্লোক ১৫

শ্রীনারদ উবাচ

এতাবদ্ব্রাহ্মণায়োক্ত্বা বিররাম মহামতিঃ ।
তং সন্নিভর্ৎস্য কুপিতঃ সুদীনো রাজসেবকঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এতাবৎ**—এতখানি; **ব্রাহ্মণায়**—ব্রাহ্মণদের, শুক্রাচার্যের পুত্রদের; **উক্ত্বা**—বলে; **বিররাম**—নীরব হয়েছিলেন; **মহা-মতিঃ**—মহা বুদ্ধিমান প্রহ্লাদ মহারাজ; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **সন্নিভর্ৎস্য**—কঠোরভাবে তিরস্কার করে; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **সুদীনঃ**—যার চিন্তাধারা অত্যন্ত নগণ্য, অথবা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **রাজ-সেবকঃ**—রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবক।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ককে এই কথা বলে মহাত্মা প্রহ্লাদ মহারাজ নীরব হলেন। সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু তারা ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সেবক, তাই তারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল, এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে তিরস্কার করে তারা বলেছিল।

তাৎপর্য

শুক্র শব্দটির অর্থ 'বীর্য'। শুক্রাচার্যের পুত্রেরা ছিল শৌক্র-ব্রাহ্মণ বা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী রয়েছে। শুক্রাচার্যের শৌক্র-সন্তান বলেই ষণ্ড এবং অমর্ক প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ছিল না, কারণ তারা হিরণ্যকশিপুর দাসত্ব বরণ করেছিল। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যখন দেখেন যে, কেবল তাঁর শিষ্যরাই নয়, যে কোন ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা পরম প্রভুর প্রসন্নতা বিধান করেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে ভগবান ব্যতীত অন্য কারও দাসত্ব বরণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কারণ সেটি হচ্ছে কুকুর এবং শূদ্রের বৃত্তি। একটি কুকুর সর্বদা তার প্রভুর প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে কারও প্রসন্নতা বিধান করতে হয় না; তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*)। সেটিই ব্রাহ্মণের আদর্শ গুণ। ষণ্ড এবং অমর্ক যেহেতু ছিল শৌক্র-ব্রাহ্মণ এবং তারা হিরণ্যকশিপুর মতো প্রভুর দাসত্ব বরণ করেছিল, তাই তারা অনর্থক প্রহ্লাদ মহারাজকে দণ্ড দিতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১৬

আনীয়তামরে বেত্রমস্মাকমযশস্করঃ ।
কুলাঙ্গারস্য দুর্বুদ্ধেশ্চতুর্থোঽস্যোদিতো দমঃ ॥ ১৬ ॥

আনীয়তাম্—নিয়ে এস; **অরে**—ওরে; **বেত্রম্**—প্রহার করার যষ্টি; **অস্মাকম্**—আমাদের; **অযশস্করঃ**—অপযশ আনয়নকারী; **কুল-অঙ্গারস্য**—কুলের অঙ্গার সদৃশ; **দুর্বুদ্ধেঃ**—দুষ্টবুদ্ধি সমন্বিত; **চতুর্থঃ**—চতুর্থ; **অস্য**—তার জন্য; **উদিতঃ**—ঘোষিত; **দমঃ**—দণ্ড (দণ্ডনীতি)।

অনুবাদ

ওরে, বেত নিয়ে আয়! এই প্রহ্লাদ আমাদের অপযশের কারণ। তার দুর্বুদ্ধির ফলে সে দৈত্যকুলের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। এখন রাজনীতির চারটি নীতির চতুর্থটির দ্বারা একে শায়েস্তা করতে হবে।

তাৎপর্য

রাজনৈতিক ব্যাপারে কেউ যখন সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন তাকে দমন করার চারটি উপায় হচ্ছে—আইনের নির্দেশ গ্রহণ করা, দান উপহার ইত্যাদির

দ্বারা শান্ত করা, উচ্চপদ প্রদান করা, অথবা অবশেষে দণ্ডদান করা। যখন কোন উপায় কার্যকরী হয় না, তখন তাকে দণ্ডদান করতে হয়। নীতিশাস্ত্রে একে বলা হয় দণ্ডনীতি। দুই শৌক্র-ব্রাহ্মণ ষণ্ড এবং অমর্ক যখন প্রহ্লাদ মহারাজের তাঁর পিতার থেকে ভিন্ন মত হওয়ার কারণ বার করতে পারল না, তখন তারা তাদের প্রভু হিরণ্যকশিপুর প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রহ্লাদকে দণ্ডদান করার জন্য বেত্র আনয়ন করতে বলেছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু ভগবানের ভক্ত হয়েছিলেন, তাই তারা মনে করেছিল যে, সে তার দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা কলুষিত হয়েছে এবং অসুরকুলের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। কথিত আছে, যেখানে অজ্ঞান হচ্ছে আনন্দ, সেখানে জ্ঞানবান হওয়া মূর্খতা। যে সমাজে অথবা পরিবারে সকলেই অসুর, সেখানে কারও বৈষ্ণব হওয়া নিশ্চয়ই মূর্খতা। এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তাঁর বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে কারণ তাঁর চারপাশে সকলেই, এমন কি তাঁর তথাকথিত ব্রাহ্মণ-শিক্ষকেরাও ছিল অসুর।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের অবস্থা অনেকটা প্রহ্লাদ মহারাজেরই মতো। সারা পৃথিবীর প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই ভগবদ্‌বিমুখ অসুর, এবং তাই প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা সর্বদা ব্যাহত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে আমেরিকার ছেলেরা ভগবানের ভক্ত হওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, তারা সি. আই. এ সদস্য। অধিকন্তু, ভারতবর্ষের শৌক্র-ব্রাহ্মণেরা, যারা বলে যে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলেই কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, আমরা হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করছি। আসল কথা অবশ্য, গুণ অনুসারেই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়। যেহেতু আমরা ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানদের ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করার শিক্ষা দিচ্ছি এবং তাদের ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিচ্ছি, তাই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, আমরা হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করছি। কিন্তু এই সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রহ্লাদ মহারাজের মতো দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করে যেতে হবে। হিরণ্যকশিপুর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রহ্লাদ এক আসুরিক পিতার শৌক্র-ব্রাহ্মণ পুত্রদের প্রহারের ভয়ে ভীত হননি।

শ্লোক ১৭

দৈতেয়চন্দনবনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ ।
যন্মূলোন্মূলপরশোর্বিষ্ণোর্নালায়িতোঽর্ভকঃ ॥ ১৭ ॥

দৈতেয়—দৈত্যবংশের; **চন্দন-বনে**—চন্দনবনে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছে; **অয়ম্**—এই; **কণ্টক-দ্রুমঃ**—কণ্টক বৃক্ষ; **যৎ**—যার; **মূল**—শিকড়ের; **উন্মূল**—কাটার জন্য; **পরশোঃ**—যে কুঠারের মতো; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **নালায়িতঃ**—হাতল; **অর্ভকঃ**—বালক।

অনুবাদ

এই দুষ্ট প্রহ্লাদ দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনে কণ্টক বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। চন্দন বৃক্ষ ছেদন করার জন্য কুঠারের প্রয়োজন হয়, এবং কণ্টক বৃক্ষের কাঠ কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ডের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। দৈত্যবংশরূপ চন্দনবৃক্ষ ছেদনকারী কুঠার হচ্ছেন বিষ্ণু, আর এই প্রহ্লাদ হচ্ছে সেই কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড।

তাৎপর্য

কণ্টক বৃক্ষ সাধারণত জন্মায় অনুর্বর ক্ষেত্রে, চন্দন বনে নয়; কিন্তু শৌক্র-ব্রাহ্মণ ষণ্ড এবং অমর্ক দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বংশকে চন্দনবনের সঙ্গে তুলনা করেছিল এবং প্রহ্লাদ মহারাজের তুলনা করেছিল শক্ত, কঠোর কণ্টক বৃক্ষের সঙ্গে যার কাঠ দিয়ে কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড তৈরি হয়। তারা বিষ্ণুর তুলনা করেছিল কুঠারের সঙ্গে। শুধু কুঠার কণ্টক বৃক্ষ কাটতে পারে না; সেই জন্য সংশ্লিষ্ট দণ্ডের প্রয়োজন হয়, যা কণ্টক বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এইভাবে বিষ্ণুভক্তি রূপ কুঠারের দ্বারা আসুরিক সভ্যতারূপ কণ্টক বৃক্ষ ছেদন করা যায়। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো আসুরিক বংশের ছেলেরা ভগবান বিষ্ণুর সহায়তা করার জন্য কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড হতে পারে, এবং তার ফলে আসুরিক সভ্যতার অরণ্য খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা যেতে পারে।

শ্লোক ১৮

ইতি তং বিবিধোপায়ৈর্ভীষয়ংস্তর্জনাদিভিঃ ।
প্রহ্রাদং গ্রাহয়ামাস ত্রিবর্গস্যোপপাদনম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **বিবিধ-উপায়ৈঃ**—নানা উপায়ের দ্বারা; **ভীষয়ন্**—তিরস্কার করে; **তর্জন-আদিভিঃ**—তর্জন আদির দ্বারা; **প্রহ্রাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **গ্রাহয়ামাস**—শিক্ষা দিয়েছিল; **ত্রি-বর্গস্য**—জীবনের তিনটি বর্গ (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **উপপাদনম্**—যে শাস্ত্র তা প্রতিপাদন করে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তর্জন, তিরস্কার ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগল। এইভাবে তারা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রহ্লাদং গ্রাহয়ামাস* শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ। *গ্রাহয়ামাস* শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, তারা প্রহ্লাদ মহারাজকে ধর্ম অর্থ এবং কামের পথ গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেছিল। মানুষ সাধারণত এই তিনটি বিষয় নিয়েই মগ্ন থাকে, মুক্তির পন্থার প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই। প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু কেবল স্বর্ণ এবং বিষয়ভোগের প্রতিই আগ্রহী ছিল। *হিরণ্য* মানে স্বর্ণ এবং *কশিপু* শব্দটির অর্থ কোমল শয্যা যাতে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করে। *প্রহ্লাদ* শব্দটি কিন্তু ইঙ্গিত করে যিনি সর্বদা ব্রহ্ম-উপলব্ধির ফলে আনন্দময় *(ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা)*। প্রহ্লাদ মানে প্রসন্নাত্মা, সর্বদা আনন্দময়। প্রহ্লাদ ভগবানের আরাধনা করে সর্বদা আনন্দময় ছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নির্দেশ অনুসারে তাঁর শিক্ষকেরা তাঁকে জড়-জাগতিক বিষয়ে শিক্ষাদানের সংকল্প করেছিলেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা মনে করে যে, ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বর লাভের উদ্দেশ্যে মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তারা সাধু বা তথাকথিত স্বামীর কাছে যায় সহজেই জড় ঐশ্বর্য লাভের উপায় খুঁজে পাওয়ার জন্য। ধর্মের নামে তথাকথিত সাধুরা জড় ঐশ্বর্য লাভের সহজ উপায় প্রদর্শন করে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও তারা তাদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু বা বর দান করে। কখনও কখনও তারা সোনা তৈরি করে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে। তারপর তারা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে, আর মূর্খ মানুষেরা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রতারণার ফলে অন্য মানুষেরা ধর্মের পথ গ্রহণ করতে চায় না, এবং তারা জনসাধারণকে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম করার উপদেশ দেয়। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ তাই চলছে। কেবল বর্তমান সময়েই নয়, অনাদি কাল ধরে কেউই মোক্ষ বা মুক্তির প্রতি আগ্রহী নয়। চতুর্বর্গ হচ্ছে—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। মানুষ জড় ঐশ্বর্য লাভের জন্য ধর্মের পথ অবলম্বন করে। আর জড় ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্য কি? ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ। তাই মানুষ

এই তিনটি মার্গের প্রতি আসক্ত, অর্থাৎ জড়-জাগতিক জীবনের তিনটি পন্থা। মুক্তির প্রতি কেউই আগ্রহী নয়। আর ভগবদ্ভক্তি মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজ পরে বিশ্লেষণ করবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে জড়বাদী জীবনের পন্থা অবলম্বন করাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তত এনং গুরুর্জ্ঞাত্বা জ্ঞাতজ্ঞেয়চতুষ্টয়ম্ ।
দৈত্যেন্দ্রং দর্শয়ামাস মাতৃমৃষ্টমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৯ ॥

ততঃ—তারপর; **এনম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **গুরুঃ**—তাঁর শিক্ষকেরা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **জ্ঞাত**—জানা হয়েছে; **জ্ঞেয়**—যা জ্ঞাতব্য; **চতুষ্টয়ম্**—চারটি রাজনীতি (*সাম*—শান্ত করার পন্থা; *দান*—ধন আদি উপহার দান করার পন্থা; *ভেদ*—বিভেদ সৃষ্টি করা; এবং *দণ্ড*—দণ্ড দেওয়ার পন্থা); **দৈত্য-ইন্দ্রম্**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে; **দর্শয়ামাস**—নিয়ে গিয়েছিল; **মাতৃমৃষ্টম্**—তাঁর মায়ের দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে; **অলঙ্কৃতম্**—অলঙ্কারে বিভূষিত করে।

অনুবাদ

কিছুকাল পর প্রহ্লাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদ মহারাজ সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডনীতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তারা একদিন প্রহ্লাদের মায়ের দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাঁর পিতার কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

যে শিক্ষার্থী শাসক বা রাজা হবে তার পক্ষে এই চারটি রাজনীতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। রাজা এবং প্রজাদের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ হয়। তাই কোনও নাগরিক যখন জনসাধারণকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তখন রাজার কর্তব্য তাকে ডেকে এনে বলা যে, "আপনি রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আপনি কেন জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবেন?" এই প্রকার মধুর বাক্যের দ্বারা শান্ত করা। সেই নাগরিক যদি তাতে শান্ত না হয়, তা হলে রাজার কর্তব্য তাকে রাজ্যপাল, মন্ত্রী আদি উচ্চপদ প্রদান করা, যাতে সে মোটা বেতন

লাভ করার লোভে রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। শত্রু যদি তা সত্ত্বেও প্রজাদের উত্তেজিত করতে থাকে, তা হলে রাজার কর্তব্য শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয়, তা হলে রাজার কর্তব্য কঠোর দণ্ড দান করা— তাকে কারারুদ্ধ করা, অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা। হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষকেরা প্রহ্লাদ মহারাজকে শিক্ষা দিয়েছিল, কিভাবে প্রজাদের উপর খুব ভালভাবে আধিপত্য করার জন্য রাজনীতিবিদ হতে হয়।

শ্লোক ২০

পাদয়োঃ পতিতং বালং প্রতিনন্দ্যাশিষাসুরঃ ।
পরিষ্বজ্য চিরং দোর্ভ্যাং পরমামাপ নির্বৃতিম্ ॥ ২০ ॥

পাদয়োঃ—চরণে; **পতিতম্**—পতিত; **বালম্**—বালককে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **প্রতিনন্দ্য**—অনুপ্রাণিত করে; **আশিষা**—আশীর্বাদের দ্বারা ("হে বৎস, তুমি দীর্ঘায়ু হও এবং সুখী হও" ইত্যাদি); **অসুরঃ**—অসুর হিরণ্যকশিপু; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **চিরম্**—স্নেহবশত দীর্ঘকাল ধরে; **দোর্ভ্যাম্**—তার দুই বাহুর দ্বারা; **পরমাম্**—মহান; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে তার চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করতে দেখে স্নেহভরে আশীর্বাদ করেছিল এবং তাঁকে তার দুই বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করেছিল। পিতা স্বভাবতই পুত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দ অনুভব করে। হিরণ্যকশিপুও তার ফলে পরম আনন্দ অনুভব করেছিল।

শ্লোক ২১

আরোপ্যাঙ্কমবঘ্রায় মূর্ধন্যশ্রুকলাম্বুভিঃ ।
আসিঞ্চন্ বিকসদ্বক্ত্রমিদমাহ যুধিষ্ঠির ॥ ২১ ॥

আরোপ্য—স্থাপন করে; **অঙ্কম্**—কোলে; **অবঘ্রায় মূর্ধনি**—তার মস্তক আঘ্রাণ করে; **অশ্রু**—অশ্রু; **কলাম্বুভিঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **আসিঞ্চন্**—সিক্ত করে; **বিকসৎ-বক্ত্রম্**—প্রসন্ন বদনে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিল; **যুধিষ্ঠির**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে তার কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করেছিল। তার স্নেহাশ্রু তার পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলকে সিক্ত করেছিল। সে তার পুত্রকে এই প্রকার বলেছিল।

তাৎপর্য

পুত্র বা শিষ্য যখন পিতা বা গুরুদেবের চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করে, তখন গুরুজন তার মস্তক আঘ্রাণ করে তাকে আশীর্বাদ করেন।

শ্লোক ২২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ

প্রহ্রাদানূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্ ।
কালেনৈতাবতায়ুষ্মন্ যদশিক্ষদ্গুরোর্ভবান্ ॥ ২২

হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—রাজা হিরণ্যকশিপু বললেন; **প্রহ্রাদ**—হে প্রিয় প্রহ্লাদ; **অনূচ্যতাম্**—বল; **তাত**—হে বৎস; **স্বধীতম্**—ভালভাবে শিখেছ; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **উত্তমম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **কালেন এতাবতা**—এতকাল; **আয়ুষ্মন্**—হে দীর্ঘায়ু-সম্পন্ন; **যৎ**—যা; **অশিক্ষৎ**—শিখেছ; **গুরোঃ**—তোমার শিক্ষকদের কাছে; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বললেন—হে প্রিয় প্রহ্লাদ, হে বৎস, হে আয়ুষ্মান্, তুমি এতকাল তোমার গুরুর কাছে যা কিছু শিখেছ, তার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে তুমি মনে কর তা আমাকে বল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছে তিনি তাঁর গুরুর কাছে কি শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের গুরু ছিলেন দুই প্রকার—শুক্রাচার্যের দুই পুত্র, ষণ্ড এবং অমর্ক, যারা শৌক্র-পরম্পরায় প্রহ্লাদের পিতা কর্তৃক নিযুক্ত গুরু, কিন্তু তাঁর অন্য গুরু ছিলেন মহান নারদ মুনি, যিনি প্রহ্লাদকে উপদেশ দিয়েছিলেন যখন প্রহ্লাদ তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁর পিতার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির কাছ থেকে যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন,

সেই কথা বলেছিলেন। তার ফলে পুনরায় মত-বিভেদ হয়েছিল, কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেবের কাছে যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সেই কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু ষণ্ড এবং অমর্কের কাছে প্রহ্লাদ যে রাজনীতি এবং কূটনীতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির কাছে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই কথা বলতে শুরু করায় পিতা-পুত্রের বিরোধ ক্রমশ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ২৩-২৪

শ্রীপ্রহ্রাদ উবাচ

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৩ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীপ্রহ্রাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **শ্রবণম্**—শ্রবণ; **কীর্তনম্**—কীর্তন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (অন্য কারও নয়); **স্মরণম্**—স্মরণ; **পাদ-সেবনম্**—শ্রীপাদপদ্মের সেবা; **অর্চনম্**—ষোড়শোপচারে ভগবানের পূজা; **বন্দনম্**—প্রার্থনা নিবেদন; **দাস্যম্**—দাস হওয়া; **সখ্যম্**—প্রিয়তম বন্ধু হওয়া; **আত্ম-নিবেদনম্**—নিজের সর্বস্ব নিবেদন করা; **ইতি**—এইভাবে; **পুংসার্পিতা**—ভক্তের দ্বারা অর্পিত; **বিষ্ণৌ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে (অন্য কাউকে নয়); **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **চেৎ**—যদি; **নব-লক্ষণা**—নয়টি বিভিন্ন পন্থা সমন্বিত; **ক্রিয়েত**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে অথবা পূর্ণরূপে; **তৎ**—তা; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অধীতম্**—অধ্যয়ন; **উত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ শ্রবণ এবং কীর্তন, তাদের স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া, ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা এবং ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থাৎ,

কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধ ভক্তির নয়টি পন্থা। যিনি এই নবধা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর জীবন অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, কারণ তিনি পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা যখন তাঁকে তিনি কি শিক্ষা লাভ করেছেন সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেন, তখন তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা-ই সর্বোত্তম শিক্ষা। আর তাঁর জাগতিক শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্কের কাছ থেকে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে যা শিখেছিলেন তা ছিল অর্থহীন। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*ভাগবত* ১১/২/৪২)। এটিই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবদ্ভক্তিরই অনুরাগী, জড়-জাগতিক বিষয়ে নয়। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বা বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত থাকতে হয়। মন্দিরে ভগবানের পূজা করার পদ্ধতিকে বলা হয় অর্চন। অর্চন কিভাবে করতে হয় তা এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* তিনি বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর একমাত্র বন্ধু বলে মনে করেন। তাকে বলা হয় *সখ্যম্*। *পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ*। *পুংসা* শব্দটির অর্থ 'সমস্ত জীবের দ্বারা'। এমন নয় যে কেবল একজন মানুষ অথবা কেবল ব্রাহ্মণেরাই ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করতে পারে। সকলেই তা করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*—যদিও স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কম বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে করা হয়, তবু তারাও ভগবানের ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর, কখনও কখনও সকাম কর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাদের যজ্ঞের ফল বিষ্ণুকে অর্পণ করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, *ভগবত্যদ্ধা*—সব কিছুই সরাসরিভাবে ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য। একেই বলা হয় *সন্ন্যাস* (কেবল *ন্যাস* নয়)। ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসী যে ত্রিদণ্ড বহন করেন তা কায়, মন এবং বাক্যের প্রতীক। এই সবই বিষ্ণুকে নিবেদন করা কর্তব্য, এবং তখন ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। সকাম কর্মীরা প্রথমে পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে অথবা প্রথাগতভাবে তাদের কর্মের ফল বিষ্ণুকে নিবেদন করে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত তাঁর দেহ, মন এবং বাক্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর

শরণাগত হয় এবং তারপর তাঁর দেহ, মন এবং বাক্য শ্রীকৃষ্ণের বাসনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর '*তথ্যে*' নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন—

"এস্থলে 'শ্রবণ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ পরিকর এবং লীলাময় শব্দসমূহের কর্ণ-স্পর্শ; এইরূপ 'কীর্ত্তন' এবং 'স্মরণ'—শব্দেরও ক্রম জানিতে হইবে। 'স্মরণ'-শব্দে মন-দ্বারা উপরি-উক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের অনুসন্ধান। 'পাদ-সেবন'-শব্দে দেশকালাদি অনুসারে পরিচর্য্যা; 'অর্চন'-শব্দে বিষ্ণুপূজা; 'বন্দন'-শব্দে নমস্কার; 'দাস্য'-শব্দে 'আমি—তাঁহার দাস', এইরূপ ধারণা; 'সখ্য'-শব্দে বন্ধুভাবে তাঁহার হিতসাধন-কামনা (মনন-কথনাদি); 'আত্মনিবেদন'-শব্দে তাঁহাতে দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সর্বতোভাবে অর্পণ।

এই নবলক্ষণাত্মিকা ভগবদ্বিষয়িণী চেষ্টাই 'ভক্তি'। 'অদ্ধা'-শব্দে সাক্ষাদ্‌ভক্তি,—ইহা কর্ম্মাদির অর্পণরূপ পরম্পরা অর্থাৎ চেষ্টা-সাধন ও অর্পণমাত্র নহে। তাহাও আবার অর্পণকারীর স্ব-স্বার্থ ধর্ম্ম ও অর্থ প্রভৃতি পুরুষার্থের উদ্দেশ্যে অর্পিতা না হইয়া শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিতা হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ 'শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই এই সেবন-কর্ম অনুষ্ঠিত'—এইরূপ ভাবনা কর্ত্তব্য। উক্তপ্রকারে যদি ঐ ভক্তি করা হয়, তাহা হইলে সেই ভক্ত্যনুষ্ঠানকারি-ব্যক্তি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই 'উত্তম'* বলিয়া আমি (প্রহ্লাদ) মনে করি,—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্‌ও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—'ভক্তি'-শব্দে ইঁহার (ভজনীয় শ্রীহরির) ভজন অর্থাৎ ঐহিক এবং পারলৌকিক উপাধি নিরসনপূর্ব্বক বা কোনরূপ ফলের আশা না করিয়া, কেবলমাত্র সেই ভগবানেই যে মনোনিবেশ, তাহাই 'নৈষ্কর্ম্য'-নামে অভিহিত।

ভক্তির এই নয়টী অঙ্গের সমুচ্চয় অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গের একযোগে সাধন আবশ্যক হয় না, কারণ এই নয়টী অঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গ হইতেই অব্যভিচারিভাবে সাধ্যবস্তুর সিদ্ধি শুনা যায়। কোনও স্থলে, যদিও অন্য অঙ্গের মিশ্রণ দেখা যায়, তথাপি উহা বিভিন্ন শ্রদ্ধাবান্ ও বিভিন্নরুচি-ব্যক্তির জন্যই উপদিষ্ট। অতএব সমানভাবে উক্তি-নিবন্ধন, 'নবলক্ষণা'-শব্দে কেবলমাত্র নব অঙ্গেরই যে অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই নববিধা ভক্তিমধ্যেই অন্যান্য অঙ্গগুলিও অন্তর্ভূত (সন্নিবিষ্ট) হওয়ায় ভক্তি যে নবলক্ষণময়ী, তাহা কথিত

**অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।*
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ১/১১)

হইল। তথাপি, বিশেষভাবে এই নয়টী ভক্ত্যঙ্গের কথাই কিছু কিছু লিখিত হইতেছে—

(১) **নামাদিশ্রবণরূপ** ভক্তির অঙ্গসমূহের এইরূপ ক্রম, যথা—যদিও ক্রম-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও নবধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটী হইতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে, তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম-শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপবিষয়ক কথা-শ্রবণদ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে, শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধপরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর, এই সমুদায়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও যে সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে। এই নামশ্রবণ যদি মহতের (বৈষ্ণবের) মুখ হইতে লব্ধ হয়, তাহা হইলেই উহার মাহাত্ম্য জাতরুচি ভক্তগণের পরম সুখদায়ক হইয়া থাকে। উহা আবার মহৎকর্ত্তৃক প্রকটিত এবং মহৎকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত,—এই দুইভাগে বিভক্ত।

সেই শ্রবণের মধ্যে আবার শ্রীভাগবত-শ্রবণই সর্বাপেক্ষা উত্তম; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত—পরমৈশ্বর্য্যময় নামাত্মক ও পরমরসময়। এস্থলে, (স্বরূপগতরুচিক্রমে) "স্বীয় অভিমত-মূর্ত্তি দ্বারা" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় নিজাভীষ্ট নামাদিরই পুনঃ পুনঃ শ্রবণানুশীলন বিধেয়। তন্মধ্যে আবার সমান-বাসনা-বিশিষ্ট (শ্রীকৃষ্ণানুরাগী) মহানুভব ব্যক্তির মুখ হইতে সকলের শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ পরম ভাগ্যবলেই ঘটিয়া থাকে; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। সঙ্কীর্ত্তনাদি বিষয়েও এইরূপ অনুসন্ধান করিবে অর্থাৎ মহানুভব বৈষ্ণবের শ্রীমুখে পূর্ণ ভগবদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনই অন্বেষণ করিবে। আবার, সম্প্রতি স্বয়ং যাহা কীর্ত্তন করা যাইতেছে, তাহাও শ্রীশুকদেব প্রভৃতি মহাজনগণ কর্ত্তৃক পূর্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে শ্রবণের বিষয় বিবৃত করা হইল। শ্রবণ ভিন্ন কীর্ত্তনাদি অর্থাৎ কোন্ বস্তু কিরূপভাবে কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য, তাহা জানা যায় না বলিয়াই কীর্ত্তনাদি সর্ববিধ ভক্ত্যঙ্গের পূর্বে শ্রবণের বিধি বা ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রবণের আদিভক্ত্যঙ্গত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, যদি সাক্ষাদ্ভাবেই মহাজন-কৃত কীর্ত্তনের শ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলেই তখন শ্রীনামের নিজের পৃথক্ কীর্ত্তন সম্ভব হয়, এজন্য ভক্তিসাধনে শ্রবণেরই প্রাধান্য কথিত হইল।

"যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের মহিমা-বিশিষ্ট শ্রীনামসমূহ বর্ত্তমান, উহার প্রতিপদে অপ-শব্দাদি থাকিলেও, সেই বাগ্‌বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে;

সাধুগণ সেই নাম সর্বদা শ্রবণ, উচ্চারণ এবং কীর্ত্তন করিয়া থকেন।"[১] এই শ্রীভাগবত-শ্লোকে টীকাকার শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"(সাধুগণ) শ্রীনামের বক্তা বা কীর্ত্তনকারী উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকট হইতেই ভগবন্নামসমূহ শ্রবণ করেন, শ্রোতা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকটই ভগবন্নাম উচ্চারণ (কীর্ত্তন) করেন, আর কেহ উপস্থিত না থাকিলে স্বয়ংই একাকী নাম গান করেন।

(২) অতঃপর **কীর্ত্তনাখ্য**-ভক্তিবিষয়ে বলা যাইতেছে;—এ স্থলেও পূর্বের ন্যায় নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-ক্রম জানিতে হইবে। এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত। "আমি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ও লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—"যিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে সম্মান-প্রদানকারী, তিনিই সর্বক্ষণ শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন।"[২] এই কীর্ত্তনাখ্যা ভগবদ্ভক্তি যে দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং কর্ম্ম-বিষয়ে যিনি অতি দীনহীন বা দরিদ্র, তাঁহার পক্ষেই একমাত্র আশ্রয়ভূতা ও অপার-দয়াময়ী, ইহা ("জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকমুখে) শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায়, কলিযুগে (স্বাভাবিক অভাবমূলে) সাধারণতঃ লোকের দারিদ্র্য—সিদ্ধ, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—"অতএব কলিযুগে তপ, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিচক্ষণ দেহধারী পুরুষ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও, পূর্ণতা লাভ করে না।"; অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি-দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি[৩] স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে পূর্ব-পূর্ব-যুগোচিত মহামহা-সাধনলভ্য সমস্ত ফলই

---

[১] *তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো*
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/১১)

[২] *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।*
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
(শিক্ষাষ্টক ৩)

[৩] *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।*
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ-গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবিষয়েই কালদেশাদি-নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয়প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে,—ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া) দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।" তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ় প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

এই হরিনামকীর্ত্তন-বিষয়ে পদ্মপুরাণোক্ত **দশ অপরাধ অবশ্যই পরিত্যাজ্য**; যথা সনৎকুমার-বাক্যে উক্ত হইয়াছে—"সকল অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রিত হইলে মুক্ত হয়; যে দ্বিপদ মানবাধম এবম্বিধ শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ করে, সেই ব্যক্তিরও যদি কদাচিৎ কখনও হরি নামাশ্রয় ঘটে, তাহা হইলে সে শ্রীনামবলেই ভীষণ অপরাধ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু সর্ব্ব-জীব-সুহৃৎ শ্রীনামের নিকট অপরাধ-ফলে অপরাধী নিশ্চয়ই অধঃপাতিত হয়।" এক্ষণে সংক্ষেপে দশ অপরাধের বিষয় লিখিত হইতেছে;—(ক) সাধুগণের নিন্দা, (খ) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্য-চিন্তন অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলায় মায়িক ভেদ না থাকায় শিবাদি সকল দেবতা যে বিষ্ণুরই অধীন, ইহা বিস্মৃত হইয়া শিবাদি দেবতার ন্যায় নিত্যমঙ্গলময় বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও পরস্পর ভিন্ন,—এরূপ চিন্তন, (গ) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (ঘ) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দন, (ঙ) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ বা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে প্রশংসা-বাক্য বলিয়া চিন্তন, (চ) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অন্য প্রকার অর্থ কল্পন, (ছ) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (জ) অন্য শুভ ক্রিয়া-সমূহের সহিত শ্রীনামগ্রহণকে সমজ্ঞান, (ঝ) শ্রদ্ধাহীন বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নাম-গুণ শ্রবণে অনিচ্ছুক তদ্‌বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ,

(ঞ) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও শ্রীনামের অপ্রীতি। এই সমস্ত অপরাধের যে অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহাও সেস্থলেই উক্ত হইয়াছে, যথা—"যাঁহারা শ্রীনামের নিকট অপরাধী, (পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত অপরাধানুষ্ঠান-বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিয়া অপ্রমত্ত অবস্থায়) নিরন্তর গৃহীত নামই তাঁহাদের সেইসকল অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত (অর্থাৎ অব্যবহিত) ভাবে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে তাদৃশ নামোচ্চারণ-ফলেই অভীষ্ট-সিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যাবস্থায় নামাভাস-ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি এবং তদনন্তর শুদ্ধনামোদয় ফলে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হয়।"

অপরাধ থাকিলেও ভগবানের সন্তোষার্থ সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। একমাত্র শ্রীনামই যে 'নামাপরাধ' ক্ষমা করিতে পারেন, তাহা শ্রীঅম্বরীষ-চরিত প্রভৃতিতে দেখা গিয়াছে। নাম-কৌমুদীতেও উক্ত হইয়াছে যে, "ফলভোগ, অথবা যে মহাজনের নিকট অপরাধ করা হইয়াছে, তাঁহারই অনুগ্রহলাভ,—কেবলমাত্র এই দুইটী উপায়েই মহাজনের (বৈষ্ণবের) নিকট অপরাধ নিবৃত্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীশিবের প্রতি দক্ষের উক্তিও এইরূপ, যথা—"আমি আপনার তত্ত্ব জ্ঞাত নহি বলিয়াই সভাস্থলে আপনার প্রতি দুর্ব্বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি আমার ঐ অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু আমি যখন পূজ্যব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনারই নিন্দা-ফলে অধঃপতিত হইতেছিলাম, তখন আপনিই কৃপার্দ্র দৃষ্টিপাতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এতাদৃশ মহান্ আপনি আপনার নিজগুণেই আপনি পরিতুষ্ট হউন।"

নিজ-দৈন্য, নিজ-অভীষ্ট-নিবেদন এবং স্তবপাঠও এই কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-স্থিত নামাদির কীর্ত্তনই অন্যান্য শাস্ত্রোদিত নামাদির কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

(৩) অনন্তর কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত অকুতোভয়াভিলাষী যোগিব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন"* ইত্যাদি বচনানুসারে নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই **স্মরণ** কর্ত্তব্য। নামাদি-সম্বন্ধ-ভেদে সেই স্মরণাঙ্গ অনেক প্রকার দেখা যায়; তন্মধ্যে পঞ্চবিধ স্মরণাঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যথা—(ক) যৎ-কিঞ্চিৎ বস্তু-অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ', (খ) সর্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ পূর্বক সাধারণভাবে একবিষয়ে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা'; (গ) বিশেষভাবে রূপাদি-চিন্তনের নাম 'ধ্যান'; (ঘ) অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলে

**এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।*
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/১১)

সেই স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি'; আর (৬) কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্ত্তির নামই 'সমাধি'। কোন কোন স্থলে লীলাবিশেষে নিযুক্ত (স্মরণরত) জনের অন্য লীলার স্ফূর্ত্তি, অথবা তদিতর অন্য-বস্তুর অস্ফূর্ত্তিও 'সমাধি' বাচ্য হইতে পারে। দাস-সখাদি ভক্তগণেরই এইরূপ সমাধি হয়। শান্তভক্তগণের প্রায়ই পূর্ব্ববিধ সমাধি হইয়া থাকে।

(৪) রুচি এবং শক্তি থাকিলে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ত্যাগ না করিয়াই **পাদসেবন** কর্ত্তব্য। স্মরণের সিদ্ধির জন্য কেহ কেহ পাদসেবা করিয়া থাকেন। (সেব্যবিগ্রহের অন্য অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র) 'পাদ'-শব্দটী শ্রীপাদ-সেবকের অত্যন্ত সেবা-প্রবৃত্তি-নিবন্ধনই উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর পাদ-সেবা-বিষয়ে সমাদর (যত্ন ও নৈরন্তর্য্য) বিধান কথিত হইতেছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে (স্থানে) গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে; যেহেতু গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থসমূহ ভগবানেরই পরিকর-স্বরূপ। গঙ্গাদির পরম-ভাগবতত্ব বলিয়া তাঁহাদের সেবাদি মহতের (তদীয় অর্থাৎ বৈষ্ণব বা সাধুর) সেবাতেই পর্য্যবসিত হয়। তুলসী-সেবাও তদীয় অর্থাৎ মহৎ বা বৈষ্ণব-সেবারই অন্তর্গত। অতএব মহতের (বৈষ্ণব বা ভক্তের) সেবনের ন্যায় গঙ্গাদির সেবাও ভক্তির কারণ।

(৫) অতঃপর **অর্চ্চনের** কথা ব্যাখ্যাত হইতেছে;—অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্ত্রগুরুকে আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। যদিও শ্রীভাগবত-মতে পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, কেননা অর্চ্চন ব্যতীত শ্রবণাদি যে কোনও একটী দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, যেমন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এই উক্তি ("হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ, হরিকীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব, হরিস্মরণ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ, হরির পাদসেবন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী, হরির অর্চ্চন করিয়া শ্রীপৃথুমহারাজ, সর্বতোভাবে হরির বন্দনা করিয়া শ্রীঅক্রূর, হরির দাস্য করিয়া শ্রীহনূমান্, হরির সখ্যসেবা করিয়া অর্জ্জুন এবং হরির প্রতি সর্বস্ব নিবেদন করিয়া শ্রীবলি,—ইঁহাদের প্রত্যেকের নববিধা ভক্তির এক এক প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধনেই সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে"* ইত্যাদি) দেখা যায়, তথাপি নারদাদি মহাজনগণের পথানুসরণকারী যে-সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব-কর্তৃক

---

*শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৬৫)

পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাবিধান-দ্বারা সম্পাদিত ভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ-সংস্থাপনে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষার পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যে সকল গৃহস্থ— সম্পত্তিশালী, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। যদি তাঁহারা অর্চ্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তের (পরমহংসের) ন্যায় কেবল স্মরণাদি-বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সম্পত্তিবিশিষ্ট গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশাঠ্যরূপ দোষ প্রতিপন্ন হয়। পরের দ্বারা অর্থাৎ পূজারি রাখিয়া শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্পাদন নিজ-বিষয়াসক্তির বা অলসতারই পরিচায়ক; সেইজন্য শুদ্ধভাবে অর্চ্চনে অশ্রদ্ধা-যুক্ত বলিয়া তাদৃশ কৃত্রিম অর্চ্চন নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ, গৃহস্থগণের স্বস্ব-শুশ্রূষাদি ব্যবহার-বিষয়ে নানাদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা-নিবন্ধন উহা সেই অর্চ্চনমার্গের তুল্য দেখাইলেও তাঁহাদিগের অর্চ্চনমার্গই প্রধান বা প্রশস্ত (অথবা, অর্চ্চনে দ্রব্যাদি আবশ্যক ও একমাত্র গৃহস্থগণের পক্ষেই উহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য বলিয়া তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যে নববিধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনমার্গেরই প্রাধান্য বিহিত); যেহেতু (গৃহস্থ-জীবনে কৃষ্ণানুশীলনের প্রচুর অন্তরায় বিদ্যমান বলিয়া) গৃহস্থগণ সাধারণতঃ অতিশয় বিধি-সাপেক্ষ। আবার, দেবযজন প্রভৃতি শাখাপল্লবাদি-সেচনরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পক্ষে ভগবদর্চ্চনই মূলসেচন-স্বরূপ (অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মবিহিত দেব-যজনাদি কর্ম্মের সহিত যদি শাখাপল্লবাদিতে জলসেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভগবদর্চ্চনের সহিতও মূল-সেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যাইতে পারে), অতএব অর্চ্চন না করিলে, গৃহস্থগণের মহাদোষ উপস্থিত হয়ই অধিকন্তু সমস্ত দীক্ষিত গৃহস্থ ব্যক্তির নরকে পতনও শুনা যায়। অর্চ্চনে নিতান্ত অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে এইরূপে কথিত হইয়াছে,—"যিনি (স্বয়ং পূজা করিতে না পারিয়া) ভক্তিসহকারে অর্চ্চিত অর্চ্চন-কালীন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং যিনি দৃঢ়বিশ্বাস-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনে সুখ অনুভব করেন, তিনিও যোগফল লাভ করেন।" এস্থলে যোগ-শব্দে পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রোক্ত অর্চ্চন-ক্রিয়া-যোগকেই বুঝাইতেছে। বিশেষতঃ, এই অর্চ্চন-মার্গে বিধিপালন অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এবিষয়ে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ই উদাহরণ। ভগবন্মন্ত্রসমূহ—ভগবন্নামাত্মক; তাহাতে আবার, ঐগুলি বিশেষভাবে নমঃ-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত (অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্রসমূহে ভগবন্নাম অবস্থিত, এবং সেই মন্ত্রসমূহের বিশেষত্ব এই যে, ঐগুলি আবার নমঃশব্দাদি-দ্বারা বিভূষিত); অধিকন্তু ভগবন্মন্ত্রসমূহে শ্রীভগবান্ ও ভাগবত মহর্ষিগণকর্ত্তৃক বিশেষ শক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং ঐগুলি ভগবানের সহিত মন্ত্রগ্রহণকারীর নিজের সম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদক। তাহা হইলেও, মন্ত্রের ন্যায় নমঃশব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ-সংযোগ ব্যতিরেকে (অর্থাৎ যাবতীয় মন্ত্র বা নমঃশব্দাদি, কাহারও অপেক্ষা না

করিয়া) একমাত্র ভগবন্নামই পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ; সুতরাং যদি বলা যায় যে, শ্রীনামেই যখন অধিক সামর্থ্য দেখিতে পাওয়া যায় (অর্থাৎ শ্রীনামই অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট বলিয়া শ্রীনাম হইতেই যখন প্রেমা-পর্য্যন্ত-লাভ ঘটে), তখন অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট শ্রীনাম থাকিতে অল্প-সামর্থ্যবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহে দীক্ষা গ্রহণাদির প্রয়োজন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে যদিও নাম দ্বারাই প্রেমা-পর্য্যন্ত-লাভ ঘটে বলিয়া স্বরূপতঃ অর্থাৎ বস্তুতঃ মন্ত্রাদি-দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি সংসর্গবশতঃ কদর্য্যস্বভাব-বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবগণের ঐ সকল বৃত্তির সঙ্কোচীকরণের নিমিত্তই মহর্ষি শ্রীনারদ প্রভৃতি মহাজনগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কোন বিশেষ মর্য্যাদা (বিধি বা নিয়ম) বন্ধন করিয়াছেন, সুতরাং উহা উল্লঙ্ঘিত হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও উদ্ভাবিত করিয়াছেন। অতএব মহামন্ত্র শ্রীনামদীক্ষা এবং মন্ত্রদীক্ষা, উভয় অনুষ্ঠানই সঙ্গত।

উক্ত অর্চ্চন দ্বিবিধ—শুদ্ধ এবং কর্ম্মমিশ্র। তন্মধ্যে স্বফলভোগ-নিরপেক্ষ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ অর্চ্চনই বিহিত; আর ব্যবহারিক-কর্ম্মাচরণে অতিশয় চেষ্টাশীল এবং যাদৃচ্ছিকভাবে (অর্থাৎ প্রীতিরাহিত্য-হেতু খামখেয়ালিভাবে ক্বচিৎ কখনও) ভক্ত্যনুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে শেষোক্ত-প্রকার অর্চ্চনই বিহিত; বিশেষতঃ, তদ্‌বিপরীত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া পরিলক্ষিত, লোকসংগ্রহোদ্দেশ্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ প্রলোভনাদি প্রদানদ্বারা সম্প্রদায়-সংরক্ষণপর সুপ্রসিদ্ধ গৃহস্থ ব্যক্তিগণও ভক্তিব্যাপারে অনভিজ্ঞমতি জনগণের পক্ষে বিহিত সাধারণ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানাদি যাহাতে লুপ্ত না হয়, তজ্জন্য কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন, দেখা যায়, (অর্থাৎ নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থগণও কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনানুষ্ঠান দেখাইয়া থাকেন)। এই অর্চ্চনের অঙ্গসমূহ আগমাদি শাস্ত্র হইতেই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকাদি ব্রত,. একাদশী-ব্রত, প্রভৃতিও এই অর্চ্চনেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে। এই পাদসেবন ও অর্চ্চনমার্গে অপরাধসমূহ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এক্ষণে আগমানুসারে সেই সকল অপরাধ লিখিত হইতেছে,—

(ক) যান বা পাদুকারোহণে ভগবদ্‌বিগ্রহ-গৃহে (মন্দিরে) গমন, (খ) তদীয় উৎসবাদি-কার্য্যের অননুষ্ঠান (অনুষ্ঠান-পরিত্যাগ), (গ) বিগ্রহ-সম্মুখে প্রণাম-পরিত্যাগ, (ঘ) উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় তাঁহার বন্দনাদি, (ঙ) একহস্তে তাঁহাকে প্রণাম, (চ) বিগ্রহের ঠিক সম্মুখেই প্রদক্ষিণ, তৎসম্মুখে, (ছ) পাদপ্রসারণ, (জ) পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ হস্ত দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (ঝ) শয়ন, (ঞ) ভক্ষণ, (ট) মিথ্যাভাষণ, (ঠ) উচ্চৈঃস্বরে সম্ভাষণ, (ড) পরস্পর বৃথা কথোপকথন,

(ঢ) রোদন, (ণ) বিবাদ, (ত ও থ) কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ, (দ) কটুবাক্য-প্রয়োগ, (ধ) কম্বলাবরণ-ধারণ, (ন) পরনিন্দা, (প) পরস্তুতি, (ফ) অশ্লীলবাক্য-প্রয়োগ, (ব) অধোবায়ু-ত্যাগ, (ভ) সামর্থ্য সত্ত্বেও সামান্য উপচারে পূজন, (ম) অনিবেদিত বস্তুভোজন, (য) যে-কালে যে-সকল ফলমূলাদি জন্মে, তৎকালে তদর্পণ-পরিত্যাগ, (র) সংগৃহীত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যকে প্রদানানন্তর অবশিষ্টাংশ ভগবদ্ভোগরন্ধনকালে ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান, (ল) বিগ্রহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদান করিয়া উপবেশন, (ব) তৎসম্মুখে অন্যের প্রতি অভিবাদন, (শ) গুরুপূজায় মৌনাবলম্বন অর্থাৎ তাঁহার স্তব পরিত্যাগ, (ষ) নিজস্তুতি, (স) অন্যদেবতা-নিন্দা,—বিষ্ণুর অর্চ্চনমার্গে এই দ্বাত্রিংশৎ-প্রকার অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বরাহপুরাণে অন্যান্য যে সকল অপরাধ উক্ত হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে,—

(ক) রাজার অন্নভক্ষণ, (খ) অন্ধকার-গৃহে শ্রীহরিবিগ্রহ-স্পর্শন, (গ) বিধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদীয় অর্চ্চন, (ঘ) শয়ন হইতে উত্থাপনার্থ বাদ্য পরিত্যাগ করিয়া মন্দির-দ্বারোদ্ঘাটন, (ঙ) কুক্কুরদৃষ্ট পক্বনৈবেদ্য-সংগ্রহ, (চ) অর্চ্চনকালে স্বীয় মৌনব্রত-ভঙ্গ, (ছ) পূজন-কালে মলত্যাগার্থ গমন, (জ) গন্ধ-মাল্যাদি অর্পণ না করিয়া ধূপদান, (ঝ) নিষিদ্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, (ঞ) দন্তধাবন পরিত্যাগ করিয়া, (ট) মৈথুনান্তে, (ঠ) রজঃস্বলা স্ত্রী, (ড) প্রদীপ বা (ঢ) শব স্পর্শ করিয়া, (ণ) রক্ত, (ত) নীল, (থ) অধৌত, (দ) পর-বসন বা (ধ) মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, (ন) শব দর্শন করিয়া, (প) অপান-বায়ু পরিত্যাগ করিয়া, (ফ) ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, (ব) শ্মশানে গমন করিয়া, (ভ) ভোজনান্তে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে, (ম) কুসুম্ভ (নাটাকরঞ্জা) ও (য) পিণ্যাক (হিঙ্গু) ভক্ষণ করিয়া, এবং (র) তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহ স্পর্শ বা তদীয় কোন অর্চ্চন-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা পাপজনক হইয়া থাকে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—(ক) সাত্বত শাস্ত্র-বিরোধ বা অন্তরে ভাগবত-শাস্ত্রের অনাদর-পূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে বাহ্যতঃ শাস্ত্রাঙ্গীকার, (খ) অন্য-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন, (গ) বিগ্রহ সম্মুখে তাম্বূল-চর্ব্বণ। (ঘ) এরণ্ড-পত্রস্থিত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, (ঙ) আসুরীবেলায় পূজা, (চ) পীঠে বা ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক পূজন, (ছ) বিগ্রহের স্নপনকালে বামহস্তে স্পর্শন, (জ) পর্য্যুষিত বা যাচিত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, (ঝ) পূজন-কালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ (থুথু ফেলা), (ঞ) পূজন-কালে আত্মগৌরব-প্রতিপাদন, (ট) তির্য্যক্ (বক্র) ভাবে পুণ্ড্রধারণ, (ঠ) অপ্রক্ষালিত-পদে মন্দিরে প্রবেশ, (ড) অবৈষ্ণবপক্বান্ন-নিবেদন, (ঢ) অবৈষ্ণবের দৃষ্টি সম্মুখে বা সেবাবিমুখী দৃষ্টিতে পূজন, (ণ) বিঘ্ন বিনাশনের (বৈকুণ্ঠস্থিত গণেশাদি

ভগবদাবরণের) পূজা না করিয়া, বা (ত) তান্ত্রিক নরকপালধারি-সাধককে দর্শন করিয়া অর্চ্চন, (থ) নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা বিগ্রহ-স্নপন, (দ) ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় পূজন ইত্যাদি অপরাধজনক। অন্যত্রও (ক) তদীয় নির্ম্মাল্য-অগ্রহণ বা অসম্মান ও (খ) নামগ্রহণপূর্ব্বক শপথকরণ ইত্যাদি বহু অপরাধ কথিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ভগবানে প্রমাদাদিকৃত অপরাধ ঘটিলে পুনরায় শ্রীবিগ্রহেরেই সন্তোষ-বিধান-কর্ত্তব্য; যথা, স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসবাক্য—"যে মানব প্রত্যহ ভগবদ্গীতার এক অধ্যায় মাত্র পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।" ঐ স্কন্দপুরাণে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে, যথা—"যিনি শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, সহস্র সহস্র অপরাধে তিনি কখনও লিপ্ত হন না।" ঐ স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে, যথা—"শ্রীহরির উত্থানকালে দ্বাদশী তিথিতে যিনি তুলসী-স্তব পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।" সেই রেবাখণ্ডেই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—"বিশেষভাবে মাহাত্ম্যশ্রবণপূর্ব্বক তুলসী রোপণ করিলে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম তৎকৃত সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।" সেই রেবাখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে,—"যিনি তুলসী-দ্বারা শ্রীশালগ্রাম-শিলার অর্চ্চন করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।" ব্রহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—"যিনি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খচক্রগদাদি শঙ্খচিহ্নধারণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত সহস্র সহস্র অপরাধ মোচন করেন।" আদিবরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—"অপরাধিব্যক্তি সংবৎসর-মধ্যে মদীয় 'শৌকরব'-তীর্থে উপবাস-পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে শুদ্ধি লাভ করে; আবার মথুরাতেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অপরাধী ব্যক্তি শুদ্ধ হয়। যে সুকৃতী ব্যক্তি এই উভয় তীর্থের যে-কোন একটির সেবা করেন, তিনি সহস্র জন্মার্জ্জিত অপরাধ হইতে মুক্ত হন।" 'শৌকরব'-অর্থে 'শূকরক্ষেত্র'-নামক তীর্থস্থান।

অর্চ্চনমার্গে কোনও স্থলে মানসপূজারও বিধান আছে , যথা পদ্মপুরাণে উত্তর-খণ্ডে,—"সামান্যতঃ সমস্ত লোকেরই মানসপূজা প্রিয়।" গৌতমীয়েও কথিত আছে,—"সন্ন্যাসী মুমুক্ষু (নিঃশ্রেয়সার্থী) ব্যক্তির মানসপূজাই উত্তম।" শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীনারায়ণের বাক্যে মানসপূজারই মহিমা এরূপ বর্ণিত আছে,— "এই যে মানস-যোগ, উহা জরা-ব্যাধি ভয় হরণ করে" ইত্যাদি শ্লোকে "হে মহামতে মুনিবর, যিনি পরম-ভক্তি-সহকারে ও ক্রমবিধি-অনুসারে একবার মাত্রও মানসপূজা করেন, আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।" এই মানসপূজা কোনওস্থলে আবার স্বতন্ত্রভাবেও হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম আবির্হোত্র-মুনির বচনেও—"আসন প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথালব্ধ

উপচারসমূহ-দ্বারা একাগ্রচিত্তে শ্রীমূর্ত্তিতে বা হৃদয়ে ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবে" ইত্যাদি শ্লোকে 'বা'-শব্দদ্বারা অষ্টবিধা প্রতিমার অন্যতমা মনোময়ী মূর্ত্তিই অষ্টমমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার পূজা স্বতন্ত্রভাবেই বিহিত হইয়াছে। এবিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে একটি উপাখ্যানও রহিয়াছে, যথা—

'প্রতিষ্ঠানপুরে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও নিজেকে কর্ম্মবাধ্য মনে করিয়া শান্তচিত্তই ছিলেন। একদিন সেই সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসভায় অর্চ্চনমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাসমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ধর্ম্ম মনের দ্বারাও অনুষ্ঠান করা যায় শুনিয়া, ব্রাহ্মণ তদবধি উহা মনে মনে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী জলে স্নান এবং নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্বক শান্তচিত্ত হইয়া নির্জ্জনে আসন-প্রাণায়ামাদি করিয়া স্থির হইয়া মনে মনে স্বাভিমত শ্রীহরির মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেন। অনন্তর নিজেই মনে মনে বসন-পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণপূর্বক সেই ভগবন্মন্দির মার্জ্জন ও প্রণাম করিয়া রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ, নানাবিধ সেবোপকরণ আনয়ন, স্নানাদি ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আরাত্রিক-সমাপন পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহারাজোপচারে সমাধান করিয়া প্রতিদিন অতিশয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইলে একদিন মনে মনে ঘৃতাক্ত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্বক স্বীয় মনোময়ী মূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন, কিন্তু উহা অত্যন্ত তপ্ত বলিয়া স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট স্বীয় অঙ্গুষ্ঠযুগল দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া "হায়, কি দুর্দ্দৈব ঘটিল!" দুঃখিত-চিত্তে এই বলিতে বলিতে সমাধিভঙ্গ হইলে, বাহিরেও অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধীভূত হওয়ায় পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহা জানিয়া বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট শ্রীনারায়ণ হাস্য করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি তত্রত্য সকলেই তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ভগবান্ বিমান-দ্বারা তাঁহাকে নিকটে আনয়ন এবং তদবস্থাতেই তাঁহাকে প্রদর্শন-পূর্বক স্বসমীপে বাসযোগ্য-জ্ঞানে নিজধামে স্থাপন করিলেন (অর্থাৎ সামীপ্যমুক্তি প্রদান করিলেন)।

(৬) অনন্তর **বন্দন** কথিত হইতেছে,—যদিও উহা অর্চ্চনাঙ্গরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে পৃথগ্‌ভাবে বিহিত হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে ভগবানের অনন্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্য-শ্রবণ-হেতু সেই সকল গুণানুসন্ধান ও পাদ-সেবাদি ক্রিয়ায় যে-সকল দৈন্যাক্রান্ত ব্যক্তি কেবলমাত্র নমস্কারেই প্রযত্নশীল বা উৎসাহান্বিত, তাঁহাদের নিমিত্তই বন্দনের পৃথগ্‌বিধান আছে। তাঁহাদের পক্ষে সেই নমস্কারই ভগবানের অর্চ্চনরূপে আরোপিত হইয়াছে। এই নমস্কার-ক্রিয়ায় বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি

শাস্ত্রদৃষ্ট্যনুসারে এই সকল অপরাধ পরিহরণীয়, যথা—(ক) একহস্তে, (খ) বস্ত্রাবৃত-দেহে, (গ) ভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে, (ঘ) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, (ঙ) বিগ্রহের বামভাগে, (চ) পার্শ্বভাগে, (ছ) অতি নিকটে বা (জ) গর্ভমন্দিরে প্রবেশপূর্বক নমস্কার ইত্যাদি অনুষ্ঠান—অপরাধজনক।

(৭) অতঃপর **দাস্যের** লক্ষণ এই ইতিহাস-সমুচ্চয়-বাক্যে কথিত হইতেছে,—"সহস্র জন্মমধ্যেও যাঁহার 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস' এরূপ বুদ্ধি হয়, তিনি সকল লোক উদ্ধার করিতে পারেন।" ভগবদ্‌ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল তাদৃশ ভগবদ্দাসাভিমানেই যে সিদ্ধিলাভ ঘটে, এই অভিপ্রায়েই দাস্য-ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্ত্যঙ্গের শেষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরিচর্য্যাদি এই দাস্যেরই কার্য্যস্বরূপ, সুতরাং কেবল পরিচর্য্যা (পাদ-সেবন বা অর্চ্চন) স্বরূপে ইহার সহিত কোন ভেদ হইতে পারে না।

(৮) অতঃপর **'সখ্য'** কথিত হইতেছে,—যথা অগস্ত্যসংহিতায়—"পরিচর্য্যা-পরায়ণ কোন কোন ভক্ত মনুষ্যের ন্যায় ভগবান্‌কে দর্শন ও বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্যই ভগবৎপ্রাসাদসমূহে শয়ন করেন।" এই জন্যই "অহো, পূর্ণ সনাতন ও সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ব্রহ্ম আপনি—যাঁহাদের মিত্র সেই নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!" এই বাক্যে 'মিত্র'-পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রেমময়ও বিশ্রম্ভ-ভাবনাময়-স্বরূপ বলিয়া সখ্য—দাস্য হইতে উৎকৃষ্ট, এই বিবেচনা হেতু দাস্যের পরেই সখ্য উল্লিখিত হইয়াছে বিশেষতঃ, শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রতি যে সখ্য বিহিত হইয়াছে তাহা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে, যেহেতু "অদেব অবস্থায় (অর্থাৎ দেবত্ব বা সমজাতীয়ত্ব অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ না করিয়া) দেবকে (শ্রীবিষ্ণুকে) পূজা করিবে না" এই ন্যায়ানুসারে শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্যভাবেরও বিধান শুনা যায়; কিন্তু ঐ ঐশ্বর্যভাব শুদ্ধা (রাগময়ী) সেবার বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ-(রাগানুগ) ভক্তগণ তাহা উপেক্ষা করেন, পরন্তু শুদ্ধসেবার পরম অনুকূল বলিয়াই উৎকৃষ্ট-জ্ঞানে সখ্যভাবটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সাক্ষাদ্ভজনাত্মক দাস্য ও সখ্য-সেবা শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাতেও এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,—যথা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-দর্শনে শ্রীদাম-বিপ্রের এই স্বগতোক্তি—"জন্মে জন্মে আমার যেন পুনর্বার তাঁহারই সহিত সৌহৃদ্য, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্যভাব-লাভ ঘটে।" শ্রীস্বামিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া শ্রীদাম বিপ্র এই শ্লোকে তৎপ্রতি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন।" 'সৌহৃদ্য'-শব্দে প্রেম, 'সখ্য'-শব্দে তদীয় হিতকামনা, 'মৈত্রী'-শব্দে উপকারকের ভাব, 'দাস্য'-শব্দে সেবকত্ব; পরস্পরের সমাহার-দ্বিগু-সমাসে সৌহৃদাদি-পদটির একবচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সেই' অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে

সম্বন্ধযুক্ত আমার ঐ সমস্ত প্রেমই উদিত হউক, কিন্তু বিভূতির প্রয়োজন নাই।" অতএব দাস্য ও সখ্য-ভক্ত্যঙ্গদ্বয় ব্যাখ্যাত হওয়ায় কর্ম্মার্পণ ও বিশ্বাস ব্যাখ্যাত হইল না, যেহেতু এই শেষোক্ত দুইটীতে সাক্ষাদ্ ভক্তির অভাব আছে। কর্ম্মার্পণের ফল—'ভক্তি', এবং বিশ্বাস—ভক্তির অভিনিবেশ কারণ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। "শ্রবণ, কীর্ত্তন" ইত্যাদি বর্ত্তমান শ্লোকে 'বিষ্ণুরই শ্রবণ', 'বিষ্ণুরই কীর্ত্তন' বুঝিতে হইবে।

(৯) অতঃপর **'আত্মনিবেদন'**-কার্য্যে স্বার্থ (নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত) চেষ্টার অভাব, স্বীয় সাধন ও সাধ্য, ভগবানে উভয়ই অর্পণ এবং একমাত্র তাহারই উদ্দেশে যাবতীয় চেষ্টাপরতা,—এই তিনটী ভাব সূচিত। গো বিক্রীত হইবার পর বিক্রীত গরুর জীবন-রক্ষার্থ বিক্রেতার যেরূপ কোন চেষ্টা করিতে হয় না, ক্রেতাই তাহার যাবতীয় মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত থাকে এবং সেই গরুটিও যেরূপ ক্রেতারই কর্ম্ম সম্পাদন করে, বিক্রেতার কার্য্য করে না, এই 'আত্মসমর্পণ' কার্য্যটীও তদ্রূপ জ্ঞাতব্য। এস্থলে, কেহ কেহ দেহার্পণকেই 'অর্পণ' বলিয়া মনে করেন; যথা 'ভক্তিবিবেক' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে,—"যেমন বিক্রীত পশুর রক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়া উহার রক্ষণ (চিন্তা) হইতে বিরত হওয়াই কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার অর্পণকেই 'অর্পণ' বলিয়া মনে করেন, যথা শ্রীআলবন্দারু ঋষি (শ্রীযামুনার্য্য)-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' শরণাগত ভক্তের এই স্তবটি লিখিত আছে,—"এই শরীরাদির অভ্যন্তরে যে-কোন স্বরূপে যে-কেহ হইয়া আমি অবস্থান করি না কেন, আমি আমার সেই স্বরূপভূত আত্মাকেও অদ্য তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।" এস্থলে 'যে-কেহ হই' এই বিচারে বক্তৃভেদে স্বরূপতঃ বা গুণতঃ দেবমনুষ্যাদি রূপী যে কেহ হই না কেন, এইরূপ অর্থ; (এস্থলে কামাচারে লোট্-বিভক্তি); 'তদয়ম্' এই পদে 'সেই' ও 'এই' এই সমাসবাক্যে 'তাদৃশ এই আত্মা',—এইরূপ অর্থ হইবে। এস্থলে কেবল 'আত্ম-নিবেদন'—ক্রিয়াটী বলিরাজে দানকালেই দেখা যায়। ভাবান্তর মিশ্রিত হইলে দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন-ক্রিয়াটী—"শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের এবং দাস্যের সহিত প্রেয়সী ভাবটী শ্রীরুক্মিণী-দেবীতে দেখা যায়। সখ্য-প্রভৃতির যোগেও এইরূপ জ্ঞাতব্য।" (শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ') ॥

শ্লোক ২৫

নিশম্যৈতৎ সুতবচো হিরণ্যকশিপুস্তদা ।
গুরুপুত্রমুবাচেদং রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ২৫ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **সুত-বচঃ**—পুত্রের বাণী; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **তদা**—তখন; **গুরু-পুত্রম্**—তার গুরু শুক্রাচার্যের পুত্রকে; **উবাচ**—বলেছিল; **ইদম্**—এই; **রুষা**—ক্রোধে; **প্রস্ফুরিত**—কম্পিত; **অধরঃ**—ঠোঁট।

অনুবাদ

পুত্র প্রহ্লাদের মুখে ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তার অধরোষ্ঠ কম্পিত হয়েছিল এবং সে তার গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ডকে এই কথাগুলি বলেছিল।

শ্লোক ২৬

ব্রহ্মবন্ধো কিমেতত্তে বিপক্ষং শ্রয়তাসতা ।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামনাদৃত্য দুর্মতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্ম-বন্ধো—হে ব্রাহ্মণের অযোগ্য পুত্র; **কিম্ এতৎ**—একি; **তে**—তোমার দ্বারা; **বিপক্ষম্**—আমার শত্রুপক্ষ; **শ্রয়তা**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **অসতা**—অত্যন্ত দুষ্ট; **অসারম্**—সারহীন; **গ্রাহিতঃ**—শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; **বালঃ**—বালককে; **মাম্**—আমাকে; **অনাদৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **দুর্মতে**—হে মূর্খ শিক্ষক।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত অযোগ্য এবং ঘৃণ্য পুত্র, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছ। তুমি এই অবোধ বালককে অসার বিষ্ণুভক্তির শিক্ষা দিয়েছ! এ তুমি কি করেছ?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অসারম্* শব্দটির অর্থ 'অসার', এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসুরদের কাছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অসার, কিন্তু ভক্তের কাছে ভগবদ্ভক্তিই জীবনের পরম পুরুষার্থ। হিরণ্যকশিপু যেহেতু জীবনের সারাতিসার এই ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ছিল না, তাই সে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষকদের কঠোর বাক্যে তিরস্কার করেছিল।

শ্লোক ২৭

সন্তি হ্যসাধবো লোকে দুর্মৈত্রাশ্ছদ্মবেশিণঃ ।
তেষামুদেত্যঘং কালে রোগঃ পাতকিনামিব ॥ ২৭ ॥

সন্তি—হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসাধবঃ**—অসাধু ব্যক্তি; **লোকে**—এই সংসারে; **দুর্মৈত্রাঃ**—প্রতারক বন্ধু; **ছদ্ম-বেশিণঃ**—ছদ্মবেশ ধারণ করে; **তেষাম্**—তাদের সকলের; **উদেতি**—উদিত হয়; **অঘম্**—পাপময় জীবনের ফল; **কালে**—যথাসময়ে; **রোগঃ**—রোগ; **পাতকিনাম্**—পাপীদের; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

কালক্রমে যেমন পাপীদের রোগ প্রকাশ পায়, তেমনই এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী প্রতারক বন্ধু হয়, কিন্তু কালক্রমে তাদের কপট আচরণের মাধ্যমে তাদের শত্রুতা প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষার ব্যাপারে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অসন্তুষ্ট হয়েছিল। প্রহ্লাদ যখন ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করে, তখন হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদের শিক্ষকেরা তার বন্ধুবেশী শত্রু। এই শ্লোকে *রোগঃ পাতকিনাম্ ইব* শব্দগুলি সেই রোগটিকে ইঙ্গিত করে, যা সব চাইতে পাপময় এবং বদ্ধ জীবনের সব চাইতে কষ্টদায়ক রোগ—জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি। রোগ হচ্ছে পাপের লক্ষণ। *স্মৃতিশাস্ত্রে* বলা হয়েছে—

ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ ।
স্বর্ণহারী তু কুনখী দুশ্চর্ম গুরুতল্পগঃ ॥

ব্রহ্মঘাতী ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়, মদ্যপ দন্তহীন হয়, স্বর্ণ অপহারকের নখের রোগ হয়, এবং গুরুজনের পত্নীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির শ্বেতকুষ্ঠ আদি চর্মরোগ হয়।

শ্লোক ২৮

শ্রীগুরুপুত্র উবাচ

ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং
সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো ।
নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্
নিযচ্ছ মন্যুং কদদাঃ স্ম মা নঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-গুরু-পুত্রঃ উবাচ—হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র বললেন; **ন**—না; **মৎ-প্রণীতম্**—আমার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া; **ন**—না; **পর-প্রণীতম্**—অন্য কারো দ্বারা শিক্ষা দেওয়া; **সুতঃ**—পুত্র (প্রহ্লাদ); **বদতি**—বলছে; **এষঃ**—এই; **তব**—আপনার; **ইন্দ্র-শত্রো**—হে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু; **নৈসর্গিকী**—স্বাভাবিক; **ইয়ম্**—এই; **মতিঃ**—প্রবণতা; **অস্য**—তার; **রাজন্**—হে রাজন্; **নিযচ্ছ**—পরিত্যাগ করুন; **মন্যুম্**—আপনার ক্রোধ; **কদ্**—দোষ; **অদাঃ**—আরোপ; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মা**—করবেন না; **নঃ**—আমাদের প্রতি।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র বললেন—হে ইন্দ্রশত্রু, হে রাজন্, আপনার পুত্র প্রহ্লাদ যা বলেছে তা আমরা তাকে শিক্ষা দিইনি এবং অন্য কেউও দেয়নি। তার এই বিষ্ণুভক্তি স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। অতএব, আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন এবং অনর্থক আমাদের প্রতি দোষারোপ করবেন না। এইভাবে ব্রাহ্মণকে অপমান করা ভাল নয়।

শ্লোক ২৯

শ্রীনারদ উবাচ

গুরুণৈবং প্রতিপ্রোক্তো ভূয় আহাসুরঃ সুতম্ ।
ন চেদ্‌গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাসতী মতিঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **গুরুণা**—শিক্ষকের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **প্রতিপ্রোক্তঃ**—প্রত্যুত্তর লাভ করে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **আহ**—বলেছিল; **অসুরঃ**—মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপু; **সুতম্**—তার পুত্রকে; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **গুরু-মুখী**—গুরুর মুখনিঃসৃত; **ইয়ম্**—এই; **তে**—তোমার; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **অভদ্র**—হে অশুভ; **অসতী**—অত্যন্ত খারাপ; **মতিঃ**—প্রবৃত্তি।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—শিক্ষকের এই উত্তর শুনে হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে বলেছিল, "ওরে অভদ্র, ওরে কুলনাশক, তুই যদি এই শিক্ষা তোর গুরুর কাছ থেকে না পেয়ে থাকিস, তা হলে কোথা থেকে তা তুই পেয়েছিস?"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি প্রকৃতপক্ষে *ভদ্রা সতী*—*অভদ্র অসতী* নয়। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান অশুভ নয় অথবা সদাচারের বিরোধী নয়। ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই কর্তব্য। তাই প্রহ্লাদ মহারাজের স্বাভাবিক শিক্ষা ছিল শুভ এবং পূর্ণ।

শ্লোক ৩০

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **মতিঃ**—প্রবৃত্তি; **ন**—কখনই না; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **পরতঃ**—অন্যের উপদেশে; **স্বতঃ**—তাদের নিজেদের উপলব্ধি থেকে; **বা**—অথবা; **মিথঃ**—যৌথ প্রচেষ্টায়; **অভিপদ্যেত**—বিকশিত হয়; **গৃহ-ব্রতানাম্**—দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত বিষয়ী ব্যক্তিদের; **অদান্ত**—অসংযত; **গোভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **বিশতাম্**—প্রবেশ করে; **তমিস্রম্**—নারকীয় জীবনে; **পুনঃ**—পুনরায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **চর্বিত**—চর্বিত বস্তু; **চর্বণানাম্**—চর্বণকারী।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে বার বার চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। তাদের মতি কখনও অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মতির্ন কৃষ্ণে* পদটির দ্বারা কৃষ্ণভক্তি বোঝানো হয়েছে। তথাকথিত রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করে তাদের জড় উদ্দেশ্যের অনুকূল বিকৃত অর্থ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাদের বিকৃত ধারণার ফলে তাদের কোন লাভ হয় না। যেহেতু এই সমস্ত মানুষেরা তাদের জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য *ভগবদ্‌গীতাকে* ব্যবহার করতে চায়, তাই তাদের পক্ষে নিরন্তর

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা অথবা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়া অসম্ভব (*মতির্ন কৃষ্ণে*)। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তির মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানা যায়। তথাকথিত রাজনীতিবিদ এবং পণ্ডিতেরা কৃষ্ণকে একজন কল্পিত পুরুষ বলে মনে করে। রাজনীতিবিদেরা বলে যে, *ভগবদ্‌গীতায়* চিত্রিত হয়েছে যে কৃষ্ণ, তাঁর থেকে প্রকৃত কৃষ্ণ ভিন্ন। যদিও তারা কৃষ্ণ এবং রামকে পরম বলে স্বীকার করে, তবুও তারা মনে করে রাম এবং কৃষ্ণ নির্বিশেষ, কারণ কৃষ্ণভক্তির সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তাই তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*—বার বার চর্বিত বস্তুকেই চর্বণ করা। এই ধরনের রাজনীতিবিদ এবং পণ্ডিতদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যতদূর সম্ভব এই জড় জগৎকে উপভোগ করা। তাই এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা গৃহব্রত, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগতে তাদের দেহটিকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করা, তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকেই জানতে পারে না। *গৃহব্রত* এবং *চর্বিতচর্বণানাম্* এই দুটি অভিব্যক্তি ইঙ্গিত করে যে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা জন্ম-জমান্তরে বিভিন্ন শরীরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা করে, কিন্তু তারা কখনই তৃপ্ত হয় না। সবিশেষবাদ তথা বিভিন্ন মতবাদের নামে এই সমস্ত মানুষেরা সর্বদা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৪৪) বলা হয়েছে—

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

"যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেক-বর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।" যারা জড়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তারা কখনও ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হতে পারে না। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর বাণী *ভগবদ্‌গীতার* মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। *অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্*—তাদের পথ প্রকৃতপক্ষে নারকীয় জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

ঋষভদেব বলেছেন, *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*—মানুষের কর্তব্য ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করা। মহৎ শব্দটির অর্থ ভগবদ্ভক্ত।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী-প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/১৩) তিনি হচ্ছেন মহাত্মা, যিনি নিরন্তর দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা

ভগবানের সেবায় যুক্ত। পরবর্তী শ্লোকগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এই প্রকার মহান ব্যক্তির অনুগত না হলে কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। হিরণ্যকশিপু জানতে চেয়েছিল প্রহ্লাদ তার কৃষ্ণভক্তি কোথায় লাভ করেছিল। কে তাকে এই শিক্ষা দিয়েছিল? প্রহ্লাদ ব্যঙ্গোক্তি করে উত্তর দিয়েছিল, "হে পিতা, আপনার মতো ব্যক্তিরা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। মহতের সেবা করার মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। যারা জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় চর্বিত চর্বণকারী। জড়-জাগতিক পরিস্থিতির সামঞ্জস্য সাধনে কেউই কখনও সক্ষম হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে, বংশানুক্রমে চেষ্টা করে চলে এবং বার বার ব্যর্থ হয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মহৎ বা মহাত্মা বা ভগবানের অনন্য ভক্তের দ্বারা যথাযথভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৩১

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **তে**—তারা; **বিদুঃ**—জানে; **স্বার্থ-গতিম্**—জীবনের চরম লক্ষ্য, বা তাদের প্রকৃত স্বার্থ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ধাম; **দুরাশয়াঃ**—এই জড় জগৎকে ভোগ করার অভিলাষী হয়ে; **যে**—যে; **বহিঃ**—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **অর্থ-মানিনঃ**—মূল্যবান বলে মনে করে; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **যথা**—যেমন; **অন্ধৈঃ**—অন্য অন্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা; **উপনীয়মানাঃ**—পরিচালিত হয়ে; **তে**—তারা; **অপি**—যদিও; **ঈশ-তন্ত্র্যাম্**—জড়া প্রকৃতির নিয়মরূপ রজ্জুর দ্বারা; **উরু**—অত্যন্ত প্রবল; **দাম্নি**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ।

অনুবাদ

যারা জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার দ্বারা আবদ্ধ, এবং তাই যারা তাদেরই মতো বিষয়াসক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে তাদের নেতা বা গুরুরূপে বরণ করেছে, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হওয়া। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধরা যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না জেনে অন্ধকূপে পতিত হয়, তেমনই জড় বিষয়াসক্ত

ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং সংসার-চক্রে বার বার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

যেহেতু অসুর এবং ভক্তের মধ্যে সর্বদাই মতবিরোধ রয়েছে, তাই প্রহ্লাদ মহারাজ যখন হিরণ্যকশিপুর সমালোচনা করেছিল, তখন প্রহ্লাদ মহারাজের ভিন্ন জীবনাদর্শে হিরণ্যকশিপুর আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং মহান আচার্য শুক্রাচার্যের বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-শিক্ষক বা গুরুকে অবজ্ঞা করায় সে তার পুত্রকে তিরস্কার করতে চেয়েছিল। *শুক্র* শব্দটির অর্থ 'বীর্য', এবং *আচার্য* শব্দটির অর্থ শিক্ষক বা গুরু। অনাদি কাল ধরে সর্বত্র কুলগুরু গ্রহণের প্রথা চলে আসছে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ এই প্রকার শৌক্র-গুরু গ্রহণ করতে অথবা তার উপদেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রকৃত গুরু হচ্ছেন শ্রোত্রিয় গুরু, অর্থাৎ যিনি পরম্পরার মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ শৌক্র-গুরু স্বীকার করেননি। এই প্রকার গুরুরা বিষ্ণুভক্তিতে মোটেই আগ্রহী নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা জড়-জাগতিক সাফল্যের প্রতি আশাবাদী (*বহিরর্থমানিনঃ*)। অর্থাৎ তারা বাহ্য বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সাধারণত প্রায় সকলেই চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান এই জড় জগতের চারশো কোটি মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা সৃষ্টির অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান; তারা জানে না যে, এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছে চিৎ-জগৎ। ভগবদ্ভক্ত না হলে চিৎ-জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। যে সমস্ত গুরুরা জড় জগতের বিষয়েই আগ্রহশীল, তাদের এই শ্লোকে অন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার অন্ধ ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানবিহীন অন্ধ অনুগামীদের পরিচালিত করতে পারে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তেরা কখনই তাদের স্বীকার করেন না। এই প্রকার অন্ধ গুরুরা কেবল বাহ্য জড় জগতের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অত্যন্ত সুদৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ৩২

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **এষাম্**—এদের; **মতিঃ**—চেতনা; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **উরুক্রম-অঙ্ঘ্রিম্**—অসাধারণ কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার জন্য বিখ্যাত ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **স্পৃশতি**—স্পর্শ করে; **অনর্থ**—অবাঞ্ছিত বস্তুর; **অপগমঃ**—অপসারণ; **যৎ**—যার; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **মহীয়সাম্**—মহাত্মা বা ভক্তদের; **পাদ-রজঃ**—শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা; **অভিষেকম্**—পবিত্রীকরণ; **নিষ্কিঞ্চনানাম্**—যে ভক্তদের এই জড় জগতের প্রতি কোন আসক্তি নেই; **ন**—না; **বৃণীত**—গ্রহণ করতে পারে; **যাবৎ**—যতক্ষণ।

অনুবাদ

জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিতে অবগাহন না করা পর্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও ভগবান উরুক্রমের (যিনি তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপের জন্য যশস্বী তাঁর) শ্রীপাদপদ্মে আসক্ত হতে পারে না। কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে এইভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির ফলেই *অনর্থ-অপগম* হয়, অর্থাৎ অকারণে আমরা যে এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা বরণ করেছি, তার নিবৃত্তি হয়। আমাদের এই জড় শরীরটিই এই অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার মূল কারণ। সমগ্র বৈদিক সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিসাধন করা, কিন্তু যারা জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ, তারা জানে না জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি। সেই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—*ঈশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ*—তাঁরা প্রকৃতির তিনটি গুণের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যে শিক্ষা বদ্ধ জীবকে জন্ম-জন্মান্তরে জড়-জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখে, তাকে বলা হয় জড় বিদ্যা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জড় বিদ্যা হচ্ছে মায়ার বৈভব। এই প্রকার শিক্ষা বদ্ধ জীবকে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের মার্গ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা কেন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে না? তার কারণ এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অধ্যাপক, পণ্ডিত এবং বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা যদিও লক্ষ লক্ষ মানুষদের দ্বারা পূজিত হয়, তবুও তারা জানে না জীবনের লক্ষ্য কি, এবং তারা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারে না, কারণ তারা সদ্‌গুরু

এবং বেদের শরণ গ্রহণ করেনি। তাই *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/২/৩) বলা হয়েছে, *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন*—কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করার দ্বারা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ প্রদানের দ্বারা (*প্রবচনেন লভ্যঃ*), অথবা বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে অনেক অদ্ভুত বস্তু আবিষ্কার করার দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। ভগবানের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। প্রথমে জানতে হবে কিভাবে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত হওয়া। আর অনায়াসে কৃষ্ণভক্ত হতে হলে, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহৎ বা মহাত্মার শরণ গ্রহণ করতে হয়, যাঁর একমাত্র বাসনা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/১৩) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী-প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।" অতএব জীবনের অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া।

যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥

"যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এবং দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি প্রকাশিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ তাঁদের কাছে বৈদিক জ্ঞানের নিগূঢ় অর্থ আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।"

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/২৩)

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

"ভগবান স্বয়ং যাকে মনোনীত করেন, তিনিই কেবল ভগবানকে লাভ করেন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে ভগবান তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

(মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩/২/৩)

এইগুলি হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ। আত্ম-তত্ত্ববিদ্ সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য, জড় পণ্ডিত বা রাজনীতিবিদদের নয়। যিনি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং ভগবানের সেবাপরায়ণ, সেই ভক্তেরই শরণ গ্রহণ করা কর্তব্য। সেটিই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা।

শ্লোক ৩৩

ইত্যুক্ত্বোপরতং পুত্রং হিরণ্যকশিপূ রুষা ।
অন্ধীকৃতাত্মা স্বোৎসঙ্গান্নিরস্যত মহীতলে ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **উপরতম্**—নিবৃত্ত হয়েছিল; **পুত্রম্**—পুত্র; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **রুষা**—মহাক্রোধে; **অন্ধীকৃত-আত্মা**—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধ; **স্ব-উৎসঙ্গাৎ**—তার কোল থেকে; **নিরস্যত**—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল; **মহী-তলে**—ভূতলে।

অনুবাদ

এইভাবে বলে প্রহ্লাদ মহারাজ যখন নীরব হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হয়ে তার কোল থেকে তাঁকে ভূতলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

আহামর্ষরুষাবিষ্টঃ কষায়ীভূতলোচনঃ ।
বধ্যতামাশ্বয়ং বধ্যো নিঃসারয়ত নৈর্ঋতাঃ ॥ ৩৪ ॥

আহ—তিনি বলেছিলেন; **অমর্ষ**—ঘৃণা; **রুষা**—এবং প্রচণ্ড ক্রোধে; **আবিষ্টঃ**—অভিভূত; **কষায়ী-ভূত**—তপ্ত তামার মতো আরক্তিম; **লোচনঃ**—যার চক্ষু; **বধ্যতাম্**—তাকে বধ করা হোক; **আশু**—এক্ষুণি; **অয়ম্**—এই; **বধ্যঃ**—বধের যোগ্য; **নিঃসারয়ত**—নিয়ে যাও; **নৈর্ঋতাঃ**—হে অসুরগণ।

অনুবাদ

ঘৃণা এবং ক্রোধে আরক্ত লোচন হয়ে হিরণ্যকশিপু তার ভৃত্যদের বলল—হে অসুরগণ, এই বালককে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ বধের যোগ্য, সুতরাং এক্ষুণি একে বধ কর!

শ্লোক ৩৫

অয়ং মে ভ্রাতৃহা সোঽয়ং হিত্বা স্বান্ সুহৃদোঽধমঃ।
পিতৃব্যহন্তঃ পাদৌ যো বিষ্ণোর্দাসবদর্চতি ॥ ৩৫ ॥

অয়ম্—এই; **মে**—আমার; **ভ্রাতৃ-হা**—ভ্রাতৃঘাতী; **সঃ**—সে; **অয়ম্**—এই; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **স্বান্**—নিজের; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষীদের; **অধমঃ**—অত্যন্ত নিচ; **পিতৃব্য-হন্তঃ**—যে তার পিতৃব্য হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করেছে; **পাদৌ**—পদযুগল; **যঃ**—যে; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **দাসবৎ**—ভৃত্যের মতো; **অর্চতি**—সেবা করে।

অনুবাদ

এই প্রহ্লাদই আমার ভ্রাতৃঘাতী, কারণ সে তার সুহৃদ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে ভৃত্যের মতো আমার শত্রু বিষ্ণুর পদযুগলের সেবায় যুক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে তার ভ্রাতৃঘাতী বলে বিবেচনা করেছিল কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, প্রহ্লাদ মহারাজ সারূপ্য মুক্তি লাভ করবেন বলে তিনি বিষ্ণুরই সমান ছিলেন। তাই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে চেয়েছিল। বৈষ্ণব ভক্তেরা সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য মুক্তি লাভ করেন, কিন্তু মায়াবাদীরা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। সাযুজ্য মুক্তি কিন্তু খুব একটা নিরাপদ নয়, কিন্তু সারূপ্য মুক্তি, সালোক্য মুক্তি, সার্ষ্টি মুক্তি এবং সামীপ্য মুক্তি অত্যন্ত নিরাপদ। যদিও বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণের সেবকেরা ভগবানের সঙ্গে সমান স্তরে অবস্থিত, তবুও সেখানকার ভক্তেরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, ভগবান হচ্ছেন প্রভু আর তাঁরা সকলে তাঁর ভৃত্য।

শ্লোক ৩৬

বিষ্ণোর্বা সাধ্বসৌ কিং নু করিষ্যত্যসমঞ্জসঃ ।
সৌহৃদং দুস্ত্যজং পিত্রোরহাদ্যঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৩৬ ॥

বিষ্ণোঃ—বিষ্ণুকে; **বা**—অথবা; **সাধু**—ভাল; **অসৌ**—এই; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **করিষ্যতি**—করবে; **অসমঞ্জসঃ**—বিশ্বাসযোগ্য নয়; **সৌহৃদম্**—স্নেহের সম্পর্ক; **দুস্ত্যজম্**—ত্যাগ করা কঠিন; **পিত্রোঃ**—পিতামাতার; **অহাৎ**—পরিত্যাগ করেছিল; **যঃ**—যে; **পঞ্চ-হায়নঃ**—কেবল পাঁচ বছর বয়স্ক।

অনুবাদ

পাঁচ বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও সে তার পিতামাতার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী। সে যে বিষ্ণুর প্রতিও সাধু ব্যবহার করবে, তাতেই বা বিশ্বাস কি?

শ্লোক ৩৭

পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্যথৌষধং
স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ ।
ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং
শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জনাৎ ॥ ৩৭ ॥

পরঃ—এক পরিবারভুক্ত নয়; **অপি**—যদিও; **অপত্যম্**—সন্তান; **হিত-কৃৎ**—হিতকারী; **যথা**—যেমন; **ঔষধম্**—ঔষধ; **স্ব-দেহজঃ**—স্বীয় দেহজাত; **অপি**—যদিও; **আময়বৎ**—রোগের মতো; **সুতঃ**—পুত্র; **অহিতঃ**—যে হিতকারী নয়; **ছিন্দ্যাৎ**—ছিন্ন করা উচিত; **তৎ**—তা; **অঙ্গম্**—দেহের অংশ; **যৎ**—যা; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মনঃ**—দেহের জন্য; **অহিতম্**—অহিতকর; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **সুখম্**—সুখে; **জীবতি**—জীবিত থাকে; **যৎ**—যার; **বিবর্জনাৎ**—কেটে বাদ দেওয়ার ফলে।

অনুবাদ

ঔষধ যদি হিতকারী হয় তা হলে বনে জাত হলেও যেমন তাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়, তেমনই যদি পরও হিতকারী হয়, তা হলে তাকে পুত্রের মতো পালন করা যায়। পক্ষান্তরে, দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগের ফলে বিষাক্ত হয়ে

যায়, তা হলে অবশিষ্ট শরীরকে রক্ষা করার জন্য তা কেটে ফেলা হয়। তেমনই, নিজের পুত্রও যদি প্রতিকূল হয়, তা হলে স্বীয় দেহজাত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তদের তৃণ থেকে দীনতর এবং তরুর থেকে সহিষ্ণু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; তা না হলে তার ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অসুবিধা হবে। ভগবদ্ভক্তেরা যে কিভাবে অভক্তদের দ্বারা উপদ্রুত হয়, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। অভক্ত যদি স্নেহময় পিতাও হয়, তা হলেও সে তার ভক্ত পুত্রকে নির্যাতন করে। জড় জগৎ এমনই যে, অভক্ত পিতা ভক্ত পুত্রের শত্রুতে পরিণত হয়। দেহের কোন অঙ্গ বিষাক্ত হয়ে গেলে তা সমস্ত শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তাই সেই অংশটি দেহ থেকে কেটে বাদ দিতে হয়। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছিল। সেই একই দৃষ্টান্ত অবশ্য অভক্তদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন, *ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্* । ভক্তেরা স্বভাবতই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাই তাদের কর্তব্য অভক্তদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সর্বদা ভক্তসঙ্গ করা। জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়া অজ্ঞান, কারণ জড় অস্তিত্ব অনিত্য এবং দুঃখময়। তাই যে ভক্তেরা আত্ম-উপলব্ধির জন্য তপস্যা করতে বদ্ধপরিকর এবং যারা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধনে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে নাস্তিক অভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করা। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর বিচারধারার প্রতি এক অসহযোগের মনোভাব বজায় রেখেছিলেন, তবুও তিনি সহিষ্ণু এবং বিনম্র ছিলেন। হিরণ্যকশিপু কিন্তু অভক্ত হওয়ার ফলে এতই কলুষিত ছিল যে, সে তার নিজের পুত্রকে হত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়েছিল। সে তার আচরণের সমর্থনে দেহের অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়ার যুক্তি প্রদর্শন করেছিল।

শ্লোক ৩৮

সর্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাসনৈঃ ।
সুহৃল্লিঙ্গধরঃ শত্রুর্মুনের্দুষ্টমিবেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

সর্বৈঃ—সমস্ত; **উপায়ৈঃ**—উপায়ের দ্বারা; **হন্তব্যঃ**—বধ করা কর্তব্য; **সম্ভোজ**—আহার; **শয়ন**—শয়ন; **আসনৈঃ**—আসনের দ্বারা; **সুহৃৎ-লিঙ্গ-ধরঃ**—বন্ধুর বেশধারী; **শত্রুঃ**—শত্রু; **মুনেঃ**—মুনির; **দুষ্টম্**—অসংযত; **ইব**—সদৃশ; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

অসংযত ইন্দ্রিয় যেমন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের প্রয়াসী যোগীদের শত্রু, সুহৃদের বেশধারী এই প্রহ্লাদও আমার শত্রু, কারণ আমি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই এই শত্রুকে ভোজন, আসন অথবা শয়নে, যে কোন উপায়েই হোক হত্যা করতে হবে।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করার জন্য এক সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা করেছিল। সে তাঁকে তার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, তপ্ত তেলের মধ্যে বসিয়ে, অথবা তাঁর শায়িত অবস্থায় তাঁকে মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু পাঁচ বছর বয়স্ক অবোধ বালককে হত্যা করতে চেয়েছিল, কারণ সেই বালকটি ছিল ভগবানের ভক্ত। ভক্তদের প্রতি অভক্তদের মনোভাবই এই রকম।

শ্লোক ৩৯-৪০

নৈর্ঋতাস্তে সমাদিষ্টা ভর্ত্রা বৈ শূলপাণয়ঃ ।
তিগ্মদংষ্ট্রকরালাস্যাস্তাম্রশ্মশ্রুশিরোরুহাঃ ॥ ৩৯ ॥
নদন্তো ভৈরবং নাদং ছিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিনঃ ।
আসীনং চাহনঞ্ শূলৈঃ প্রহ্লাদং সর্বমর্মসু ॥ ৪০ ॥

নৈর্ঋতাঃ—অসুরেরা; **তে**—তারা; **সমাদিষ্টাঃ**—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **ভর্ত্রা**—তাদের প্রভুর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শূল-পাণয়ঃ**—ত্রিশূল হস্তে; **তিগ্ম**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার; **দংষ্ট্র**—দাঁত; **করাল**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **আস্যাঃ**—মুখ; **তাম্র-শ্মশ্রু**—তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু; **শিরোরুহাঃ**—এবং কেশ; **নদন্তঃ**—শব্দ করে; **ভৈরবম্**—ধ্বনি; **নাদম্**—শব্দ; **ছিন্ধি**—কেটে ফেল; **ভিন্ধি**—টুকরো টুকরো করে; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনঃ**—বলে; **আসীনম্**—মৌনভাবে উপবিষ্ট; **চ**—এবং; **অহনন্**—আক্রমণ করেছিল; **শূলৈঃ**—তাদের ত্রিশূলের দ্বারা; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **সর্বমর্মসু**—শরীরের কোমল অংশে।

অনুবাদ

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর দন্ত ও বদন-বিশিষ্ট এবং তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা যারা ছিল হিরণ্যকশিপুর অনুচর, তারা "একে টুকরো টুকরো

করে কেটে ফেল!" বলে ভয়ঙ্করভাবে শব্দ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন প্রহ্লাদ মহারাজকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

শ্লোক ৪১

পরে ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে ভগবত্যখিলাত্মনি ।
যুক্তাত্মন্যফলা আসন্নপুণ্যস্যেব সৎক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

পরে—পরম; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **অনির্দেশ্যে**—ইন্দ্রিয়ের অগোচর; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অখিল-আত্মনি**—সকলের পরমাত্মা; **যুক্ত-আত্মনি**—যাঁর মন সংযুক্ত, সেই প্রহ্লাদের; **অফলাঃ**—নিষ্ফল; **আসন্**—হয়েছিল; **অপুণ্যস্য**—পুণ্যহীন; **ইব**—সদৃশ; **সৎ-ক্রিয়াঃ**—যজ্ঞ, তপস্যা আদি সৎকর্ম।

অনুবাদ

পুণ্যহীন ব্যক্তি সৎকর্ম করলেও যেমন তা নিষ্ফল হয়, তেমনই রাক্ষসদের অস্ত্রশস্ত্র প্রহ্লাদ মহারাজের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, কারণ তিনি নির্বিকার, অনির্দেশ্য, জগতাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সেবার ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ঐকান্তিক ভক্ত।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। পূর্বে বলা হয়েছে *গোবিন্দ-পরিরম্ভিতঃ,* অর্থাৎ প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদা ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, এবং তাই গোবিন্দ সর্বদা তাঁকে রক্ষা করতেন। একটি শিশু যেমন তার পিতা বা মাতার কোলে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে, ঠিক তেমনই ভগবানের ভক্ত সমস্ত অবস্থাতেই ভগবান কর্তৃক রক্ষিত হন। তার অর্থ কি প্রহ্লাদ মহারাজ যখন রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তখন গোবিন্দও রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল? না, তা সম্ভব নয়। রাক্ষসেরা ভগবানকে আঘাত বা হত্যা করার বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন জড় উপায়েই তাঁকে আঘাত করা যায় না, কারণ তিনি সর্বদাই চিন্ময়। তাই এখানে *পরে ব্রহ্মণি* শব্দ দুইটি ব্যবহার করা হয়েছে। রাক্ষসেরা ভগবানকে দর্শন করতে পারে না অথবা স্পর্শ করতে পারে না, যদিও তারা মনে করতে পারে যে, তারা তাদের জড় অস্ত্রের দ্বারা ভগবানের দিব্য শরীরে আঘাত করছে, কিন্তু কখনই তা সম্ভব নয়। তাই এই শ্লোকে ভগবানকে *অনির্দেশ্যে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই আমরা তাঁকে কোন এক বিশেষ স্থানে

জানতে পারি না। অধিকন্তু, তিনি হচ্ছেন *অখিলাত্মা,* সব কিছুরই সক্রিয় হওয়ার মূলতত্ত্ব। এমন কি জড় অস্ত্রেরও। যারা ভগবানের উপস্থিতি বুঝতে পারে না, তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। তারা মনে করতে পারে যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের তারা হত্যা করতে পারে, কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাদের সঙ্গে কিভাবে বোঝাপড়া করতে হয় তা ভগবান জানেন।

শ্লোক ৪২

প্রয়াসেঽপহতে তস্মিন্ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিশঙ্কিতঃ ।
চকার তদ্বধোপায়ান্নির্বন্ধেন যুধিষ্ঠির ॥ ৪২ ॥

প্রয়াসে—তার প্রচেষ্টা যখন; **অপহতে**—ব্যর্থ হয়েছিল; **তস্মিন্**—সেই; **দৈত্য-ইন্দ্রঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু; **পরিশঙ্কিতঃ**—অত্যন্ত ভীত হয়ে (বালকটিকে কে রক্ষা করছে সেই কথা ভেবে); **চকার**—করেছিল; **তৎ-বধ-উপায়ান্**—তাঁকে হত্যা করার অন্যান্য বিবিধ উপায়; **নির্বন্ধেন**—দৃঢ়সংকল্প সহকারে; **যুধিষ্ঠির**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে দৈত্যদের সমস্ত প্রয়াস যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁকে বধ করার অন্যান্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৪৩-৪৪

দিগ্গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি ।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্ ।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্তুং নাভ্যপদ্যত ॥ ৪৪ ॥

দিক্-গজৈঃ—যে সমস্ত বিশালকায় হস্তীদের তাদের পায়ের নিচে সব কিছু দলিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের দ্বারা; **দন্দ-শূক-ইন্দ্রৈঃ**—বিশালকায় বিষাক্ত সর্পের

দংশনের দ্বারা; **অভিচার**—ধ্বংসকারী যাদুবিদ্যার দ্বারা; **অবপাতনৈঃ**—পর্বতশৃঙ্গ থেকে পতনের দ্বারা; **মায়াভিঃ**—মায়ার দ্বারা; **সন্নিরোধৈঃ**—অবরুদ্ধ করার দ্বারা; **চ**—এবং; **গরদানৈঃ**—বিষ প্রদানের দ্বারা; **অভোজনৈঃ**—উপবাসের দ্বারা; **হিম**—হিম; **বায়ু**—বায়ু; **অগ্নি**—অগ্নি; **সলিলৈঃ**—এবং জলের দ্বারা; **পর্বত-আক্রমণৈঃ**—বিশাল পাথর এবং পর্বতের দ্বারা পেষণ করার দ্বারা; **অপি**—ও; **ন শশাক**—সক্ষম হয়নি; **যদা**—যখন; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **অপাপম্**—নিষ্পাপ; **অসুরঃ**—অসুর (হিরণ্যকশিপু); **সুতম্**—তার পুত্রকে; **চিন্তাম্**—উৎকণ্ঠা; **দীর্ঘতমাম্**—দীর্ঘকাল; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **তৎ-কর্তুম্**—তা করতে; **ন**—না; **অভ্যপদ্যত**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে বিশাল হস্তীর পায়ের নিচে ফেলে, বিশালকায় ভয়ঙ্কর সর্পদের মধ্যে নিক্ষেপ করে, ধ্বংসাত্মক যাদু প্রয়োগ করে, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, মায়াগর্তে নিরোধ করে, বিষ প্রদান করে, উপবাস করিয়ে, প্রচণ্ড হিম, বায়ু, অগ্নি এবং জলের দ্বারা অথবা বিশাল পাথরের নিচে তাঁকে পেষণ করেও বধ করতে পারেনি। হিরণ্যকশিপু যখন দেখল যে সে কোন মতেই নিষ্পাপ প্রহ্লাদের অনিষ্ট করতে পারছে না, তখন সে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগল তারপর সে কি করবে।

শ্লোক ৪৫

**এষ মে বহ্বসাধ্বুক্তো বধোপায়াশ্চ নির্মিতাঃ ।
তৈস্তৈর্দ্রোহৈরসদ্ধর্মৈর্মুক্তঃ স্বেনৈব তেজসা ॥ ৪৫ ॥**

এষঃ—এই; **মে**—আমার; **বহু**—বহু; **অসাধু-উক্তঃ**—তিরস্কার; **বধ-উপায়াঃ**—তাকে হত্যা করার বিবিধ উপায়; **চ**—এবং; **নির্মিতাঃ**—উদ্ভাবিত; **তৈঃ**—সেই সমস্ত; **তৈঃ**—সেই সমস্ত; **দ্রোহৈঃ**—বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা; **অসৎ-ধর্মৈঃ**—ঘৃণ্য কর্মের দ্বারা; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **স্বেন**—তার নিজের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তেজসা**—তেজের দ্বারা।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু ভাবতে লাগল—আমি বালক প্রহ্লাদের প্রতি বহু কটুবাক্য প্রয়োগ করে তিরস্কার করেছি, এবং তাকে হত্যা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছি,

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আমি বধ করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে সে এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা এবং ঘৃণ্য কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার নিজের তেজের দ্বারাই নিজেকে রক্ষা করেছে।

শ্লোক ৪৬

বর্তমানোঽবিদূরে বৈ বালোঽপ্যজড়ধীরয়ম্ ।
ন বিস্মরতি মেঽনার্যং শুনঃশেপ ইব প্রভুঃ ॥ ৪৬ ॥

বর্তমানঃ—স্থিত হয়ে; **অবিদূরে**—অধিক দূরে নয়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বালঃ**—নিতান্ত শিশু; **অপি**—যদিও; **অজড়ধীঃ**—সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **বিস্মরতি**—বিস্মৃত হয়; **মে**—আমার; **অনার্যম্**—দুর্ব্যবহার; **শুনঃ শেপঃ**—কুকুরের বাঁকা লেজ; **ইব**—ঠিক যেমন; **প্রভুঃ**—সমর্থ হয়ে।

অনুবাদ

যদিও সে আমার অতি নিকটে রয়েছে এবং সে একটি নিতান্ত শিশু, তবুও সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক। কুকুরের লেজ যেমন তার স্বাভাবিক বক্রত্ব পরিত্যাগ করে না, এও তেমন আমার অন্যায় আচরণ এবং তার প্রভু বিষ্ণুকে কখনই বিস্মৃত হবে না।

তাৎপর্য

শুনঃ শব্দটির অর্থ 'কুকুরের' এবং *শেপঃ* শব্দটির অর্থ 'লেজ'। এটি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। কুকুরের লেজকে সোজা করার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তা কখনই সোজা হয় না। *শুনঃ শেপঃ* কথাটি অজীগর্তের দ্বিতীয় পুত্রের নামকেও বোঝায়। তাকে হরিশ্চন্দ্রের কাছে বিক্রী করা হয়েছিল, কিন্তু পরে সে হরিশ্চন্দ্রের শত্রু বিশ্বামিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং কখনও তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেনি।

শ্লোক ৪৭

অপ্রমেয়ানুভাবোঽয়মকুতশ্চিদ্ভয়োঽমরঃ ।
নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা ন বা ॥ ৪৭ ॥

অপ্রমেয়—অসীম; **অনুভাবঃ**—মহিমা; **অয়ম্**—এই; **অকুতশ্চিৎ-ভয়ঃ**—কোন কিছু থেকেই এর ভয় হয় না; **অমরঃ**—অমর; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **এতৎ-বিরোধেন**—এর বিরোধিতা করার ফলে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মে**—আমার; **ভবিতা**—হতে পারে; **ন**—না; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

আমি দেখছি যে এই বালকের শক্তি অসীম, কারণ আমার কোন দণ্ডেই এর ভয় হয়নি। মনে হয় যেন সে অমর। তাই, তার প্রতি শত্রুতার ফলে আমার মৃত্যু হবে অথবা নাও হতে পারে।

শ্লোক ৪৮

ইতি তচ্চিন্তয়া কিঞ্চিন্ম্লানশ্রিয়মধোমুখম্ ।
শণ্ডামর্কাবৌশনসৌ বিবিক্ত ইতি হোচতুঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **তৎ-চিন্তয়া**—প্রহ্লাদ মহারাজের স্থিতির ফলে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ম্লান**—হারিয়ে; **শ্রিয়ম্**—শরীরের কান্তি; **অধঃ-মুখম্**—নতমুখে; **শণ্ড-অমর্ক**—ষণ্ড এবং অমর্ক; **ঔশনসৌ**—শুক্রাচার্যের পুত্রদ্বয়; **বিবিক্তে**—নির্জন স্থানে; **ইতি**—এইভাবে; **হঃ**—বস্তুতপক্ষে; **উচতুঃ**—বলেছিল।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্তা করে দৈত্যরাজ বিষণ্ণ এবং কান্তিহীন হয়ে, মুখ নিচু করে মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। তখন শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক তাকে গোপনে এই কথাগুলি বলেছিল।

শ্লোক ৪৯

জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্রয়ং ভ্রুবো-
র্বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপম্ ।
ন তস্য চিন্ত্যং তব নাথ চক্ষ্মহে
ন বৈ শিশূনাং গুণদোষয়োঃ পদম্ ॥ ৪৯ ॥

জিতম্—বিজিত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **একেন**—একা; **জগৎ-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূর; **বিজৃম্ভণ**—বিস্তারের দ্বারা; **ত্রস্ত**—ভীত হয়; **সমস্ত**—সমস্ত; **ধিষ্ণ্যপম্**—লোকপালগণ; **ন**—না; **তস্য**—তার থেকে; **চিন্ত্যম্**—চিন্তিত হওয়া; **তব**—আপনার; **নাথ**—হে প্রভু; **চক্ষ্মহে**—আমরা দেখছি; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শিশূনাম্**—শিশুদের; **গুণ-দোষয়োঃ**—গুণ অথবা দোষের; **পদম্**—বিষয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমরা জানি যে আপনার ভ্রূভঙ্গি মাত্র সমস্ত লোকপালেরা ভীত হয়। কারও সহায়তা ছাড়াই আপনি একলা ত্রিভুবন জয় করেছেন। অতএব আমরা আপনার বিষণ্ণ হওয়ার অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ দেখছি না। প্রহ্লাদ একটি শিশুমাত্র, অতএব সে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে না। বালকের ব্যবহার কোন দোষ অথবা গুণের বিষয় হতে পারে না।

শ্লোক ৫০

ইমং তু পাশৈর্বরুণস্য বদ্ধা
নিধেহি ভীতো ন পলায়তে যথা ।
বুদ্ধিশ্চ পুংসো বয়সার্যসেবয়া
যাবদ্ গুরুর্ভার্গব আগমিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

ইমম্—এই; **তু**—কিন্তু; **পাশৈঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **বরুণস্য**—বরুণদেবের; **বদ্ধা**—আবদ্ধ; **নিধেহি**—রাখুন; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **ন**—না; **পলায়তে**—পলায়ন করে; **যথা**—যাতে; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **চ**—ও; **পুংসঃ**—মানুষের; **বয়সা**—বয়স বৃদ্ধির ফলে; **আর্য**—অভিজ্ঞ, উন্নত ব্যক্তির; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **গুরুঃ**—আমাদের গুরুদেব; **ভার্গবঃ**—শুক্রাচার্য; **আগমিষ্যতি**—আসবেন।

অনুবাদ

আমাদের গুরু শুক্রাচার্য ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি এই শিশুকে বরুণপাশে আবদ্ধ করে রাখুন যাতে সে ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়। তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যখন আমাদের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করবে অথবা আমাদের গুরুদেবের সেবা করবে, তখন আপনা থেকেই তার বুদ্ধির পরিবর্তন হবে। তাই চিন্তা করার কোন কারণ নেই।

শ্লোক ৫১

তথেতি গুরুপুত্রোক্তমনুজ্ঞায়েদমব্রবীৎ ।
ধর্মো হ্যস্যোপদেষ্টব্যো রাজ্ঞাং যো গৃহমেধিনাম্ ॥ ৫১ ॥

তথা—এইভাবে; **ইতি**—এই প্রকার; **গুরু-পুত্র-উক্তম্**—শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্কের উপদেশ; **অনুজ্ঞায়**—গ্রহণ করে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিল; **ধর্মঃ**—কর্তব্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—প্রহ্লাদকে; **উপদেষ্টব্যঃ**—উপদেশ দেওয়া উচিত; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **যঃ**—যা; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহস্থ-জীবনে আগ্রহী।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার গুরুর পুত্র ষণ্ড এবং অমর্কের পরামর্শে সম্মত হয়েছিল এবং গৃহস্থ রাজাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রহ্লাদকে উপদেশ দিতে অনুরোধ করেছিল।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু চেয়েছিল প্রহ্লাদ মহারাজ যেন দেশ বা পৃথিবী শাসন করার জন্য রাজনীতি শিক্ষা লাভ করে। সে চায়নি প্রহ্লাদ সন্ন্যাস-জীবনের বা সন্ন্যাস-আশ্রমের শিক্ষা লাভ করে। এখানে *ধর্ম* শব্দে কোন ধর্ম-বিশ্বাসের কথা বোঝানো হয়েছে। সেই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মো হ্যস্যোপদেষ্টব্যো রাজ্ঞাং যো গৃহমেধিনাম্*। দুই প্রকার রাজ পরিবার রয়েছে—এক হচ্ছে যারা কেবল গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত এবং অন্যটি হচ্ছে রাজর্ষিদের পরিবার, যারা রাজা হলেও মহর্ষিসদৃশ ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ রাজর্ষি হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু চেয়েছিল তিনি যেন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত রাজা হন (*গৃহমেধিনাম্*)। তাই আর্য প্রথায় বর্ণাশ্রম-ধর্মের পদ্ধতি রয়েছে, যার দ্বারা সকলেই সমাজের বর্ণবিভাগ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) এবং আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) অনুসারে শিক্ষালাভ করে।

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পবিত্র ভক্ত সর্বদাই জড়-জাগতিক গুণের অতীত। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এবং হিরণ্যকশিপুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত ছিলেন। মানুষ যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, ততক্ষণ তার ধর্ম এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের অধীন থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের ধর্ম থেকে ভিন্ন। প্রকৃত ধর্মের বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতে* করা হয়েছে (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*)। ধর্মরাজ

বা যমরাজ তাঁর দূতদের বলেছিলেন যে, জীব চিন্ময় এবং তার ধর্মও চিন্ময়। বাস্তবিক ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার উপদেশ *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। মানুষের কর্তব্য জড়-জাগতিক ধর্ম পরিত্যাগ করা, ঠিক যেমন জড় দেহটি পরিত্যাগ করা তার কর্তব্য। এমন কি বর্ণাশ্রম-ধর্মও পরিত্যাগ করে চিন্ময় বৃত্তিতে যুক্ত হওয়া কর্তব্য। জীবের প্রকৃত ধর্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*—প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। সেটিই জীবের প্রকৃত ধর্ম।

শ্লোক ৫২

ধর্মমর্থং চ কামং চ নিতরাং চানুপূর্বশঃ ।
প্রহ্রাদায়োচতু রাজন্ প্রশ্রিতাবনতায় চ ॥ ৫২ ॥

ধর্মম্—জড়-জাগতিক কর্তব্য; **অর্থম্**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **চ**—এবং; **কামম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **চ**—এবং; **নিতরাম্**—সর্বদা; **চ**—এবং; **অনুপূর্বশঃ**—ক্রমানুসারে অথবা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত; **প্রহ্রাদায়ঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **উচতুঃ**—তারা বলেছিল; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রশ্রিত**—বিনীত; **অবনতায়**—এবং অবনত; **চ**—ও।

অনুবাদ

তারপর ষণ্ড এবং অমর্ক অত্যন্ত বিনীত এবং নম্র প্রহ্লাদ মহারাজকে নিরন্তর ধর্ম, অর্থ, ও কাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে লাগল।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের চারটি বর্গ হচ্ছে—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এবং তাদের চরম পরিণতি হচ্ছে মুক্তি। মানব-সমাজের প্রগতির জন্য ধর্মনীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, এবং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করা উচিত যাতে সে ধর্মের বিধান অনুসারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারে। তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হবে। সেটিই হচ্ছে বৈদিক পন্থা। কেউ যখন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের স্তর অতিক্রম করেন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্ত হন। তখন তিনি সেই স্তর প্রাপ্ত হন, যেখান থেকে আর জড়-জাগতিক অস্তিত্বে ফিরে আসতে হয় না (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*)। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি এই চতুর্বর্গকে অতিক্রম করেন এবং

বাস্তবিকপক্ষে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। তখন আর তাঁর এই জড় জগতে পুনরায় অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৫৩

যথা ত্রিবর্গং গুরুভিরাত্মনে উপশিক্ষিতম্ ।
ন সাধু মেনে তচ্ছিক্ষাং দ্বন্দ্বারামোপবর্ণিতাম্ ॥ ৫৩ ॥

যথা—যেমন; **ত্রি-বর্গম্**—তিনটি পন্থা (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **গুরুভিঃ**—শিক্ষকদের দ্বারা; **আত্মনে**—নিজেকে (প্রহ্লাদ মহারাজ); **উপশিক্ষিতম্**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **ন**—না; **সাধু**—যথার্থই উত্তম; **মেনে**—তিনি বিবেচনা করেছিলেন; **তৎ-শিক্ষাম্**—সেই শিক্ষাকে; **দ্বন্দ্ব-আরাম**—(শত্রু-মিত্রের) দ্বৈতভাবের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগকারী ব্যক্তিদের দ্বারা; **উপবর্ণিতাম্**—উপবিষ্ট।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সেই উপদেশের অতীত ছিলেন, তাই তাঁর তা ভাল লাগেনি, কারণ সেই সমস্ত উপদেশ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ভিত্তিক সংসারের দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাৎপর্য

সমগ্র জগৎ বৈষয়িক জীবনের প্রতি আগ্রহশীল। প্রকৃতপক্ষে, ত্রিলোকের শতকরা ৯৯.৯ জন ব্যক্তিই মুক্তি অথবা আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ, নারদ মুনি প্রমুখ মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভগবদ্ভক্তরাই কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের আসল শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল। জড়-জাগতিক স্তরে থেকে ধর্মতত্ত্ব বোঝা যায় না। তাই এই ধরনের মহাপুরুষদের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৩/২০) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

মানুষের কর্তব্য ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল, মনু, কুমার, প্রহ্লাদ মহারাজ, ভীষ্ম, জনক, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং যমরাজের মতো মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ

করা। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহশীল, তাঁদের কর্তব্য প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধর্ম, অর্থ এবং কাম সম্বন্ধীয় শিক্ষা পরিত্যাগ করা। আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হওয়া উচিত। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জড়-জাগতিক শিক্ষা একেবারেই পছন্দ করেননি, তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করছে।

শ্লোক ৫৪

যদাচার্যঃ পরাবৃত্তো গৃহমেধীয়কর্মসু ।
বয়স্যৈর্বালকৈস্তত্র সোপহূতঃ কৃতক্ষণৈঃ ॥ ৫৪ ॥

যদা—যখন; **আচার্যঃ**—শিক্ষক; **পরাবৃত্তঃ**—প্রবৃত্ত হতেন; **গৃহ-মেধীয়**—গার্হস্থ্য-জীবনের; **কর্মসু**—কার্যে; **বয়স্যৈঃ**—তাঁর সমবয়স্ক বন্ধুদের; **বালকৈঃ**—বালকদের দ্বারা; **তত্র**—সেখানে; **সঃ**—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **অপহূতঃ**—ডাকত; **কৃতক্ষণৈঃ**—উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

শিক্ষকেরা যখন তাদের গৃহস্থালির কার্যে তাদের গৃহে চলে যেত, তখন সেই উপযুক্ত অবসরে প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর সমবয়স্ক ছাত্রেরা খেলা করার জন্য ডাকত।

তাৎপর্য

শিক্ষকেরা বিরতির সময়ে যখন পাঠশালা থেকে অনুপস্থিত থাকত, তখন অন্য ছাত্রেরা প্রহ্লাদ মহারাজকে তাদের সঙ্গে খেলা করার জন্য ডাকত। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যাবে যে, প্রহ্লাদ মহারাজ খেলাধুলার প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে চাইতেন। তাই এই শ্লোকে *কৃতক্ষণৈঃ* শব্দের দ্বারা সূচিত হয়েছে যে, কৃষ্ণভক্তির প্রচার করার সুযোগ পেলেই প্রহ্লাদ মহারাজ নিম্নলিখিতভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন।

শ্লোক ৫৫

অথ তাঞ্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যাহূয় মহাবুধঃ ।
উবাচ বিদ্বাংস্তন্নিষ্ঠাং কৃপয়া প্রহসন্নিব ॥ ৫৫ ॥

অথ—তখন; **তান্**—সহপাঠীদের; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত মধুর; **বাচা**—বাণীর দ্বারা; **প্রত্যাহূয়**—সম্বোধন করে; **মহা-বুধঃ**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত প্রহ্লাদ মহারাজ (*মহা* শব্দের অর্থ 'মহান' এবং *বুধ* শব্দটির অর্থ 'পণ্ডিত'); **উবাচ**—বলেছিলেন; **বিদ্বান্**—অত্যন্ত বিজ্ঞ; **তৎ-নিষ্ঠাম্**—ভগবৎ উপলব্ধির মার্গ; **কৃপয়া**—কৃপাপরবশ হয়ে; **প্রহসন্**—হেসে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি ছিলেন যথার্থই মহা জ্ঞানী, তিনি তাঁর সহপাঠীদের অত্যন্ত মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করে, হেসে জড়-জাগতিক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, তিনি তাদের নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের হাসিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য ছাত্রেরা ধর্ম, অর্থ এবং কামের মাধ্যমে জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করার বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের প্রতি হেসেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন তা বাস্তবিক সুখ নয়। বাস্তবিক সুখ কেবল কৃষ্ণভক্তির প্রগতির মাধ্যমেই লাভ হয়। যাঁরা প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁদের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে কিভাবে প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়, সেই সম্বন্ধে সারা জগৎকে শিক্ষা দেওয়া। বিষয়াসক্ত মানুষেরা তথাকথিত আশীর্বাদ লাভ করার জন্য তথাকথিত ধর্মের পন্থা অবলম্বন করে, যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে ইন্দ্রিয়-সুখের মাধ্যমে জড় জগৎকে ভোগ করতে পারে। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তেরা তাদের দেখে হাসেন, কারণ এই প্রকার মানুষেরা এতই মূর্খ যে, আত্মার দেহান্তরের তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে তারা অনিত্য জীবন যাপনে ব্যস্ত থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অনিত্য লাভের চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আগ্রহশীল নন। পক্ষান্তরে, তাঁরা নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনে উন্নীত হতে চান। তাই কৃষ্ণ যেমন সমস্ত অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, তাঁর সেবক বা ভক্তেরাও তেমন পৃথিবীর

সমস্ত মানুষদের কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দান করতে অত্যন্ত আগ্রহশীল। ভক্তেরা সংসার-জীবনের ভ্রান্তি সম্বন্ধে অবগত, এবং তাই তা তুচ্ছ বলে মনে করে তার প্রতি হাসেন। কিন্তু করুণাবশত এই প্রকার ভক্তেরা *ভগবদ্গীতার* উপদেশ সারা বিশ্বে প্রচার করেন।

শ্লোক ৫৬-৫৭

তে তু তদ্গৌরবাৎ সর্বে ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ ।
বালা অদূষিতধিয়ো দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ ॥ ৫৬ ॥
পর্যুপাসত রাজেন্দ্র তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণাঃ ।
তানাহ করুণো মৈত্রো মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥ ৫৭ ॥

তে—তারা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-গৌরবাৎ**—প্রহ্লাদ মহারাজের বাণীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়ার ফলে (তিনি ভক্ত বলে); **সর্বে**—তারা সকলে; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **ক্রীড়া-পরিচ্ছদাঃ**—খেলার উপকরণ; **বালাঃ**—বালকেরা; **অদূষিত-ধিয়ঃ**—যাদের বুদ্ধি তাদের পিতাদের মতো কলুষিত হয়নি; **দ্বন্দ্ব**—দ্বৈতভাবে; **আরাম**—যারা আনন্দ উপভোগ করে (যেমন ষণ্ড এবং অমর্কের মতো শিক্ষকেরা); **ঈরিত**—উপদেশের দ্বারা; **ঈহিতৈঃ**—এবং কার্যের দ্বারা; **পর্যুপাসত**—চারদিকে ঘিরে বসেছিল; **রাজ-ইন্দ্র**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **তৎ**—তাঁকে; **ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করে; **হৃদয়-ঈক্ষণাঃ**—তাদের হৃদয় এবং নেত্র; **তান্**—তাদের; **আহ**—বলেছিলেন; **করুণঃ**—অত্যন্ত দয়ালু; **মৈত্রঃ**—প্রকৃত বন্ধু; **মহা-ভাগবতঃ**—সর্বোত্তম ভক্ত; **অসুরঃ**—অসুর-কুলে উৎপন্ন প্রহ্লাদ মহারাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সমস্ত বালকেরা প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাদের অল্প বয়সের ফলে, দ্বৈতভাব এবং দেহসুখের প্রতি আসক্ত শিক্ষকদের উপদেশের দ্বারা তাদের অন্তঃকরণ দূষিত হয়নি। তারা তাদের খেলার সমস্ত উপকরণ পরিত্যাগ করে, প্রহ্লাদ মহারাজের কথা শ্রবণ করার জন্য তাঁকে ঘিরে বসেছিল। তাদের হৃদয় এবং নেত্র তাঁর উপর নিবদ্ধ ছিল এবং গভীর নিষ্ঠা সহকারে তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা শুনছিল। অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাভাগবত, এবং তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। তার ফলে তিনি তাদের জড়-জাগতিক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

বালা অদূষিতধিয়ঃ পদটি ইঙ্গিত করে যে, সেই বালকেরা অল্পবয়স্ক হওয়ার ফলে, তাদের পিতাদের বৈষয়িক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই তাঁর সরল হৃদয় সহপাঠীদের আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্ব এবং বৈষয়িক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও ষণ্ড এবং অমর্ক সমস্ত বালকদের ধর্ম, অর্থ এবং কাম সমন্বিত জড়-জাগতিক জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু বালকেরা তার সেই শিক্ষার দ্বারা ততটা কলুষিত হয়নি। তাই, গভীর মনোযোগ সহকারে তারা প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে কৃষ্ণভক্তির তত্ত্ব শুনতে চেয়েছিল। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যকলাপে গুরুকুলের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ গুরুকুলে বালকেরা তাদের শৈশব থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রতি তাদের অন্তঃকরণ নিষ্ঠাপরায়ণ হয়, এবং তাই তারা বড় হলে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরাভূত হওয়ার খুব কমই সম্ভাবনা থাকে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দৈত্যবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

এই অধ্যায়ে সহপাঠীদের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর দৈত্যবালক বন্ধুদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বিশেষ করে মানব-সমাজের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জীবনের শুরু থেকেই ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয়ে আগ্রহশীল হওয়া। শৈশব থেকে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, ভগবানই হচ্ছেন সকলের আরাধ্য। জড়-জাগতিক সুখভোগের ব্যাপারে অধিক আগ্রহশীল হওয়া উচিত নয়; পক্ষান্তরে, অনায়াসে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং যেহেতু মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, তাই পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা উচিত। ভ্রান্তিবশত কেউ মনে করতে পারে, "জীবনের শুরুতে আমরা জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করব, এবং বৃদ্ধ বয়সে আমরা কৃষ্ণভক্ত হতে পারি।" এই প্রকার বৈষয়িক চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, কারণ বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই, জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া উচিত (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*)। এটিই প্রতিটি জীবের কর্তব্য। জড়-জাগতিক শিক্ষা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষা গুণাতীত চিন্ময়। মানব-সমাজে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রহ্লাদ মহারাজ নারদ মুনির কাছ থেকে কিভাবে এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই রহস্য তিনি প্রকাশ করেছেন। পরম্পরার ধারায় প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম গ্রহণ করার ফলে, আধ্যাত্মিক জীবনের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই পন্থা অবলম্বন করার জন্য কোন জড়-জাগতিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না।

প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীরা তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিভাবে তিনি এত জ্ঞান এবং পারমার্থিক উন্নতি লাভ করেছেন। এইভাবে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **কৌমারঃ**—বাল্যকালে; **আচরেৎ**—অভ্যাস করা উচিত; **প্রাজ্ঞঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **ধর্মান্**—ধর্ম; **ভাগবতান্**—ভগবদ্ভক্তি; **ইহ**—এই জীবনে; **দুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **মানুষম্**—মনুষ্য; **জন্ম**—জন্ম; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **অধ্রুবম্**—নশ্বর; **অর্থদম্**—অর্থপূর্ণ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই, অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, এবং অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিৎ মাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করলেও মানুষ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা এবং বেদ অধ্যয়ন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদ্ভক্তির আদর্শ স্তরে উন্নীত করা। তাই বৈদিক প্রথায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শৈশব থেকে, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়স থেকেই মানুষ এমনভাবে আচরণ করতে শেখে, যার ফলে সে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪০) বলা হয়েছে, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—"ভগবদ্ভক্তির পথে স্বল্প উন্নতি সাধন করতে পারলেও মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" আধুনিক সভ্যতা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করছে না বলে তা মানুষকে এতই নিষ্ঠুরভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে, শিশুদের ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার অজুহাতে, মাকে তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করার শিক্ষা দিচ্ছে। আর ভাগ্যক্রমে কোন সন্তান যদি রক্ষা পেয়ে যায়, তা হলে তাকে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে ক্রমশ সারা পৃথিবী জুড়ে মানব-সমাজ জীবনের প্রকৃত সাফল্যের প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষেরা তাদের দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের

অপব্যবহার করে কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন যাপন করছে। তার ফলে তারা চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির নিম্নতম যোনিতে পুনরায় দেহান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা প্রদান করে মানব-সমাজের সেবা করার জন্য আগ্রহী, যা মানুষকে পুনরায় পশুজীবনে অধঃপতিত হওয়ার থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই উল্লেখ করেছেন যে, ভাগবত-ধর্মে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্* নিহিত রয়েছে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গৃহে সমস্ত শিশু এবং যুবকদের ভগবানের কথা শ্রবণ করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে *ভগবদ্গীতার* উপদেশ শ্রবণ করতে হয়, সেই উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে হয় এবং তার ফলে পশুজীবনে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হতে হয়। এই কলিযুগে ভাগবত-ধর্ম অনুশীলন করা অত্যন্ত সহজ করে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার প্রয়োজন। যাঁরা এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন, তাঁদের অন্তর সর্বতোভাবে নির্মল হবে, এবং তার ফলে তাঁরা সংসার-চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করবেন।

শ্লোক ২

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্ ।
যদেষ সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥ ২ ॥

যথা—যেহেতু; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষস্য**—জীবের; **ইহ**—এখানে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পাদ-উপসর্পণম্**—শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা; **যৎ**—যার ফলে; **এষঃ**—এই; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **আত্ম-ঈশ্বরঃ**—আত্মার ঈশ্বর, পরমাত্মা; **সুহৃৎ**—সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু।

অনুবাদ

মনুষ্য-জীবন ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। তাই প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া। এই ভগবদ্ভক্তি স্বাভাবিক, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলেরই পরম প্রিয়, পরমাত্মা এবং পরম সুহৃদ্।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) তাই ভগবান বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে, এবং সর্বলোকের মহেশ্বর ও সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" কেবল এই তিনটি তত্ত্ব—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমগ্র সৃষ্টির পরম ঈশ্বর, তিনি সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ এবং তিনি সব কিছুর পরম ভোক্তা—অবগত হওয়ার ফলে যথার্থ সুখ এবং শান্তি লাভ করা যায়। এই চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীব সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নরূপে ভ্রমণ করেছে, কিন্তু যেহেতু সে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, অতএব সে জন্ম-জন্মান্তরে কেবল দুঃখ-কষ্টই ভোগ করেছে। অতত্রব মানব-সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, ভগবানের সঙ্গে বা বিষ্ণুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। প্রতিটি জীবেরই ভগবানের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। তাই মানুষের কর্তব্য শান্তরসে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে অথবা দাস্যরসে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করে, সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, বাৎসল্যরসে পিতামাতার মতো শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন করে অথবা মাধুর্যরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিড় প্রেমপরায়ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করা। এই সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে প্রেম। সকলেরই প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু, এবং তাই সকলেরই কর্তব্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/৩৮) ভগবান বলেছেন—*যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্*। জীব যে শরীরেই থাকুক না কেন, সে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম প্রিয়, পরমাত্মা, পুত্র, বন্ধু এবং গুরু। মনুষ্য-জীবনেই কেবল ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব, এবং সেটিই শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। বস্তুতপক্ষে, সেটিই জীবনের পরম সিদ্ধি এবং শিক্ষার পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৩

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্ ।
সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥ ৩ ॥

সুখম্—সুখ; **ঐন্দ্রিয়কম্**—জড় ইন্দ্রিয় বিষয়ক; **দৈত্যাঃ**—হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ; **দেহ-যোগেন**—বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করার ফলে; **দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **সর্বত্র**—সর্বত্র (যে কোন যোনিতে); **লভ্যতে**—লাভ হয়; **দৈবাৎ**—দৈবের আয়োজনে; **যথা**—যেমন; **দুঃখম্**—দুঃখ; **অযত্নতঃ**—প্রযত্ন ব্যতীত।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ, দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগবশত যে ইন্দ্রিয় সুখ তা যে কোন যোনিতেই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। এই প্রকার সুখ আপনা থেকেই কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই লাভ হয়, ঠিক যেমন বিনা প্রয়াসে দুঃখলাভ হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতে যে কোন প্রকার জীবনেই, তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ হয়। কেউই দুঃখ চায় না, তবুও তা আসে। তেমনই, আমরা যদি জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নাও করি, তা হলেও তা আপনা থেকেই আসবে। এই সুখ এবং দুঃখ কোন রকম প্রচেষ্টা ব্যতীতই, যে কোন যোনিতেই লাভ হয়। তাই দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সুখ লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। মনুষ্য-জীবনে আমাদের একমাত্র কর্তব্য ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। জড় শরীর গ্রহণ করা মাত্রই সুখ এবং দুঃখ আসে, তা সে যে প্রকার শরীরই হোক না কেন। কোন অবস্থাতেই আমরা এই সুখ এবং দুঃখ এড়াতে পারি না। তাই মনুষ্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

শ্লোক ৪

তৎপ্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্ ।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই (ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের) জন্য; **প্রয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **ন**—না; **কর্তব্যঃ**—করণীয়; **যতঃ**—যা থেকে; **আয়ুঃ-ব্যয়ঃ**—আয়ুর অপচয়

ততঃ—অতএব; **যতেত**—যত্ন করা উচিত; **কুশলঃ**—জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি যত্নশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **ক্ষেমায়**—জীবনের প্রকৃত লাভের জন্য, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **ভবম্ আশ্রিতঃ**—সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ; **শরীরম্**—দেহ; **পৌরুষম্**—মনুষ্য; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ন**—না; **বিপদ্যেত**—অকৃতকার্য হয়; **পুষ্কলম্**—পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ।

অনুবাদ

অতএব জড় জগতে অবস্থানকালে (ভবমাশ্রিতঃ), পূর্ণরূপে সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য সৎ এবং অসতের পার্থক্য নিরূপণ করে, যে পর্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব-শরীরটি রয়েছে, ততক্ষণ ভীত না হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শুরুতেই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ*। *প্রাজ্ঞ* শব্দটির অর্থ যিনি অভিজ্ঞ এবং ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। এই প্রকার ব্যক্তির নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কুকুর-বিড়ালের মতো পরিশ্রম করে তাঁর দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের এবং নিজের শক্তির অপচয় করা উচিত নয়।

এই শ্লোকে একটি শব্দের দুইভাবে পাঠ হয়ে থাকে। *ভবম্ আশ্রিতঃ* এবং *ভয়ম্ আশ্রিতঃ*—তবে এই দুইটি শব্দেরই একই অর্থ হয়। *ভয়ম্ আশ্রিতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জড়-জাগতিক জীবন সর্বদা ভয়াবহ, কারণ তার প্রতি পদেই বিপদ। জড়-জাগতিক জীবন ভয় এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। তেমনই, *ভবম্ আশ্রিতঃ* শব্দটিও অনর্থক দুঃখ-দুর্দশা এবং সমস্যাকে ইঙ্গিত করে। কৃষ্ণভক্তির অভাবে মানুষ এই ভবসাগরে পতিত হয়ে নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দ্বারা বিচলিত হয়। তার ফলে মানুষ নিশ্চিতভাবে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়।

মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা উচিত, কিন্তু প্রত্যেকেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি-বিহীন হয়, তা হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে তার স্থিতির অবশ্যই কোন অর্থ হয় না। বলা হয়েছে, *স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ*—উচ্চ বর্ণেই হোক অথবা নিম্ন বর্ণেই হোক, যে স্তরেই সে থাকুক না কেন, কৃষ্ণভক্তির অভাবে মানুষের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি তাই সর্বদাই অধঃপতিত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকেন। এটিই হচ্ছে বিধি। মানুষের পক্ষে উচ্চপদ থেকে

অধঃপতিত হওয়া উচিত নয়। যখন দেহ সুস্থ এবং সবল থাকে, তখন জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমাদের এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত যাতে আমাদের মন এবং বুদ্ধি সর্বদা সুস্থ এবং সবল থাকে, যার ফলে আমরা সমস্যা জর্জরিত জীবন থেকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি। চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্তব্য এইভাবে আচরণ করা, ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং তার ফলে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া।

শ্লোক ৬

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্ধং চাজিতাত্মনঃ ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ॥ ৬ ॥

পুংসঃ—প্রতিটি মানুষের; **বর্ষ-শতম্**—একশ বছর; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আয়ুঃ**—আয়ু; **তৎ**—তার; **অর্ধম্**—অর্ধ; **চ**—এবং; **অজিত-আত্মনঃ**—যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের দাস; **নিষ্ফলম্**—বিনা লাভে, অনর্থক; **যৎ**—যেহেতু; **অসৌ**—সেই ব্যক্তির; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **শেতে**—শয়ন করে; **অন্ধম্**—অজ্ঞান (তার দেহ এবং আত্মাকে ভুলে গিয়ে); **প্রাপিতঃ**—পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর। কিন্তু যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তার সেই একশ বছরের অর্ধেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়, কারণ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে, রাত্রিবেলায় সে বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকে। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির আয়ুষ্কাল মাত্র পঞ্চাশ বছর।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, মানুষ এবং একটি পিপীলিকা—সকলেরই আয়ু একশ বছর, কিন্তু তাদের একশ বছর আয়ু পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই জগৎ আপেক্ষিক, অতএব আপেক্ষিক কালও ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন। তাই ব্রহ্মার একশ বছর মানুষের একশ বছরের সমান নয়। *ভগবদ্‌গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি, ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা মানুষের ৪৩,০০,০০০ = ১০০০ বছর (*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*)। এইভাবে *বর্ষশতম্* বা একশ বছর স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে আপেক্ষিকভাবে ভিন্ন। মানুষদের সম্বন্ধে এখানে যে গণনা দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ মানুষদের পক্ষে

যথার্থ। যদিও মানুষের আয়ুষ্কাল বড় জোর একশ বছর, কিন্তু তার মধ্যে পঞ্চাশ বছরের অপচয় হয় নিদ্রার ফলে। দেহের চারটি আবশ্যকতা হচ্ছে—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই সমস্ত আবশ্যকতাগুলি হ্রাস করা অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে তিনি তাঁর আয়ুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

শ্লোক ৭

মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ ॥ ৭ ॥

মুগ্ধস্য—মোহগ্রস্ত অথবা অজ্ঞান ব্যক্তির; **বাল্যে**—বাল্যকালে; **কৈশোরে**—কিশোর বয়সে; **ক্রীড়তঃ**—খেলা করে; **যাতি**—অতিবাহিত হয়; **বিংশতিঃ**—কুড়ি বছর; **জরয়া**—বৃদ্ধাবস্থার দ্বারা; **গ্রস্তদেহস্য**—গ্রস্ত ব্যক্তির; **যাতি**—অতিবাহিত হয়; **অকল্পস্য**—সংকল্প-বিহীন, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সম্পাদনেও অক্ষম হয়ে; **বিংশতিঃ**—আরও কুড়ি বছর।

অনুবাদ

বাল্যকালে মোহগ্রস্ত অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত হয়। তেমনই, কৈশোরে খেলাধুলায় মগ্ন থেকে আরও দশ বছর অতিবাহিত হয়। এইভাবে কুড়ি বছর বিফলে যায়। তেমনই, বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত হয়ে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে অক্ষম হওয়ার ফলে, আরও কুড়ি বছর বৃথা অতিবাহিত হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনা-বিহীন মানুষের বাল্য এবং কৈশোরের কুড়ি বছর বৃথা নষ্ট হয়, এবং বৃদ্ধ অবস্থায় কোন রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে অক্ষম হয়ে এবং তার পুত্র ও পৌত্রদের জন্য কি করবে এবং কিভাবে তার সম্পত্তি রক্ষা করবে এই দুশ্চিন্তায় আরও কুড়ি বছর নষ্ট হয়। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে অর্ধেক সময় নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অধিকন্তু, তার বাকি জীবনের আরও ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। এইভাবে যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয় এবং কিভাবে মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার করতে হয় তা জানে না, তার একশ বছরের মধ্যে সত্তর বছর বৃথা অতিবাহিত হয়।

শ্লোক ৮

দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা ।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি ॥ ৮ ॥

দুরাপূরেণ—যা কখনও পূর্ণ হয় না; **কামেন**—জড় জগৎকে ভোগ করার তীব্র বাসনার দ্বারা; **মোহেন**—মোহের দ্বারা; **চ**—ও; **বলীয়সা**—যা অত্যন্ত প্রবল ও ভয়ঙ্কর; **শেষম্**—জীবনের অবশিষ্ট কাল; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **সক্তস্য**—অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তির; **প্রমত্তস্য**—উন্মাদ; **অপযাতি**—বৃথা অতিবাহিত হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

যার মন এবং ইন্দ্রিয় অসংযত, তার অতৃপ্ত কামনা এবং প্রবল মোহের ফলে, পারিবারিক জীবনের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার উন্মত্ত ব্যক্তির বাকি জীবনও বিফলে যায়, কারণ সেই কয়টি বছরেও সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

এটিই মানুষের জীবনের একশ বছরের হিসাব। যদিও এই যুগে মানুষের পক্ষে একশ বছর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু সে যদি একশ বছর বাঁচেও, তা হলে সেই একশ বছরের হিসাব হচ্ছে যে, পঞ্চাশ বছর নিদ্রায় বৃথা অতিবাহিত হয়, বাল্য এবং কৈশোরের-কুড়ি বছর এবং জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় কুড়ি বছর অতিবাহিত হয়। তারপর আর যে কয়েকটি বছর বাকি থাকে, সেই সময়ও পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে অতিবাহিত হয়। তাই জীবনের শুরু থেকেই আদর্শ ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করলেও, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুশীলন করে পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়ের জীবন যাপন করা যায়। গৃহস্থ-জীবনের পর বনে গিয়ে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা এবং তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেটিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। যারা অজিতেন্দ্রিয়, যারা তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে পারে না, তাদের জীবনের শুরু থেকেই কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের শিক্ষা দেওয়া হয়, যা আমরা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে দেখেছি। তার ফলে মানুষের আয়ুর পূর্ণ একশ বছরও বৃথা অপচয় ও অপব্যবহার হয়,

এবং মৃত্যুর পর তাকে অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হতে হয়, যে দেহটি মানুষের দেহ নাও হতে পারে। যে ব্যক্তি তপস্যা অনুষ্ঠান করে মানুষের মতো আচরণ করেনি, তার জীবনের একশ বছরের পর তাকে নিশ্চিতভাবে কুকুর, বিড়াল অথবা শূকরের দেহ ধারণ করতে হবে। তাই কাম-বাসনাপূর্ণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জীবন অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শ্লোক ৯

কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্ ॥ ৯ ॥

কঃ—কি; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **পুমান্**—মানুষ; **সক্তম্**—অত্যন্ত আসক্ত; **আত্মানম্**—নিজের; **অজিতেন্দ্রিয়ঃ**—যে তার ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেনি; **স্নেহ-পাশৈঃ**—স্নেহের বন্ধনের দ্বারা; **দৃঢ়ৈঃ**—অত্যন্ত বলবান; **বদ্ধম্**—হাত পা বাঁধা অবস্থায়; **উৎসহেত**—সমর্থ; **বিমোচিতুম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মুক্ত হতে সমর্থ হয়? গৃহাসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী-পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহরূপ রজ্জুর দ্বারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের প্রথম প্রস্তাব ছিল *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ*—"বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা।" *ধর্মান্ ভাগবতান্* শব্দ দুইটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ধর্ম। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" জড় জগতে অবস্থানকালে আমরা তথাকথিত সমস্ত ধর্মের নামে কত মতবাদ সৃষ্টি করি, কিন্তু আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্র থেকে নিজেদের মুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথমে মানুষকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কর্তব্য, বিশেষ করে গৃহস্থ-জীবন থেকে। গৃহস্থ-আশ্রম প্রকৃতপক্ষে বিষয়াসক্ত

ব্যক্তিদের জন্য বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থেকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনুমোদন। তা ছাড়া গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করার কোন আবশ্যকতাই নেই।

গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে, গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে গুরুকুলে ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা লাভ করা উচিত। *ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১২/১)। জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচারীকে শ্রীগুরুদেবের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারীকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়, সমস্ত স্ত্রীদের মা বলে সম্বোধন করতে হয়, এবং সে যা সংগ্রহ করে তা সবই গুরুদেবকে নিবেদন করতে হয়। এইভাবে সে ইন্দ্রিয়সংযম এবং গুরুদেবের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করার শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, সে যদি চায় তা হলে সে বিবাহ করতে পারে। তখন সে আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরায়ণ একজন সাধারণ গৃহস্থ হয় না। যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত গৃহস্থ ক্রমশ তাঁর গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য বনে গমন করেন এবং অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে বলেছেন যে, সমস্ত জড়-জাগতিক উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বনে গমন করা প্রয়োজন। *হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্*। মানুষের কর্তব্য গৃহরূপ অন্ধকূপ পরিত্যাগ করা। তাই প্রথম উপদেশ হচ্ছে গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা (*গৃহমন্ধকূপম্*)। কিন্তু, কেউ যদি অজিতেন্দ্রিয় হওয়ার ফলে গৃহরূপ অন্ধকূপেই থাকতে চায়, তা হলে সে স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, অর্থ ইত্যাদির প্রতি স্নেহরূপ রজ্জুর বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হয়। এই প্রকার ব্যক্তি কখনও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ শৈশব কাল থেকেই প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তা হলে তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে।

ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে মানুষকে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হয়। তাই, ভক্তিযোগ মানে বৈরাগ্যবিদ্যা, জড়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হওয়ার বিদ্যা।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭) কেউ যদি জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়, তা হলে সে অনায়াসেই বৈরাগ্যবিদ্যা বা অনাসক্তি লাভ করতে পারে, এবং জিতেন্দ্রিয় হতে

পারে। যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী বা ইন্দ্রিয়ের স্বামী। ইন্দ্রিয়ের স্বামী না হলে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করা যায় না। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি প্রবল প্রবণতাই জড় দেহের কারণ। পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত জড়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হয় না।

শ্লোক ১০

কো ন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥ ১০ ॥

কঃ—কে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থ-তৃষ্ণাম্**—ধন অর্জন করার প্রবল বাসনা; **বিসৃজেৎ**—ত্যাগ করতে পারে; **প্রাণেভ্যঃ**—প্রাণ থেকেও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **যঃ**—যা; **ঈপ্সিতঃ**—অধিক বাঞ্ছিত; **যম্**—যা; **ক্রীণাতি**—প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে; **অসুভিঃ**—তার নিজের জীবন দিয়ে; **প্রেষ্ঠৈঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **তস্করঃ**—চোর; **সেবকঃ**—ভৃত্য; **বণিক**—ব্যবসায়ী।

অনুবাদ

ধন মানুষের এতই প্রিয় যে, সে ধনকে মধু থেকেও মধুরতর বলে মনে করে। তাই, সেই ধন সংগ্রহের বাসনা কে ত্যাগ করতে পারে, বিশেষ করে গৃহস্থ-জীবনে? তস্কর, পেশাদারী ভৃত্য (সৈনিক) এবং বণিক—এরা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করেও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

ধন যে কিভাবে প্রাণের থেকেও প্রিয়তর হতে পারে, তার ইঙ্গিত এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। চোর তার জীবন বিপন্ন করে ধন-সম্পদ চুরি করার জন্য ধনীর গৃহে প্রবেশ করে। এইভাবে অনধিকার প্রবেশের জন্য বন্দুকের গুলিতে অথবা দ্বারপাল এবং কুকুরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে প্রাণ হারাতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চুরি করতে চেষ্টা করে। এইভাবে কেন সে তার জীবন বিপন্ন করে? কেবল কিছু ধন লাভের জন্য। তেমনই, পেশাদারী সৈন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, এবং কিছু ধন লাভের জন্য সে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করার ঝুঁকি নেয়। তেমনই, বণিক তার জীবন বিপন্ন করে নৌকায় সাগর পাড়ি দিয়ে দূর দেশে গমন করে, অথবা মুক্তা আদি মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করার জন্য গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করে।

এইভাবে প্রমাণিত হয় এবং সকলেই মনে করে যে, ধন মধু থেকেও মধুরতর। এই ধন সংগ্রহের জন্য মানুষ যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকে। গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ধনীদের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য। পূর্বে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য (শূদ্র ব্যতীত সকলেই)—এই উচ্চতর বর্ণের মানুষেরা গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য এবং যোগ অভ্যাসের দ্বারা বৈরাগ্য এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের শিক্ষা লাভ করতেন। তারপর তাঁরা গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি প্রাপ্ত হতেন। তার ফলে ভারতের ইতিহাসে বহু মহান রাজা এবং সম্রাটদের গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যদিও তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান এবং বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর, তবুও তাঁরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন, কারণ তাঁদের জীবনের শুরুতে তাঁরা ব্রহ্মচর্যের শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের এই উপদেশ তাই অত্যন্ত উপযুক্ত—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, এবং অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। এমন কি নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিৎ মাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করা হলেও মানুষ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে পারে।" মানব-সমাজের কর্তব্য এই উপদেশের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা।

শ্লোক ১১-১৩

কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ
সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্ ।
সুহৃৎসু তৎস্নেহসিতঃ শিশূনাং
কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ ॥ ১১ ॥
পুত্রান্ স্মরংস্তা দুহিতৄর্হৃদয্যা
ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্বা পিতরৌ চ দীনৌ ।
গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ
বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্ ॥ ১২ ॥

ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ
কর্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ ।
ঔপস্থ্যজৈহ্বং বহুমন্যমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥ ১৩ ॥

কথম্—কিভাবে; **প্রিয়ায়াঃ**—পরম প্রিয় পত্নীর; **অনুকম্পিতায়াঃ**—সর্বদা স্নেহ ও অনুকম্পা পরায়ণা; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **রহস্যম্**—নির্জন; **রুচিরান্**—অত্যন্ত মনোরম এবং বাঞ্ছনীয়; **চ**—এবং; **মন্ত্রান্**—উপদেশ; **সুহৃৎসু**—স্ত্রী এবং পুত্রের; **তৎ-স্নেহসিতঃ**—তাদের স্নেহের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে; **শিশূনাম্**—শিশুকে; **কল-অক্ষরাণাম্**—কলভাষী; **অনুরক্তচিত্তঃ**—আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তির; **পুত্রান্**—পুত্র; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **তাঃ**—তাদের; **দুহিতৄঃ**—কন্যাদের (বিবাহিত এবং পতিগৃহে নিবাসকারী); **হৃদয্যাঃ**—সর্বদা হৃদয়ের অন্তস্থলে অবস্থিত; **ভ্রাতৄন্**—ভ্রাতাগণ; **স্বসৄঃ বা**—অথবা ভগ্নীগণ; **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **চ**—এবং; **দীনৌ**—যারা বৃদ্ধ অবস্থায় জরাগ্রস্ত; **গৃহান্**—গৃহস্থালির কার্য; **মনোজ্ঞ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **উরু**—অত্যন্ত; **পরিচ্ছদান্**—আসবাবপত্র; **চ**—এবং; **বৃত্তীঃ**—অর্থ উপার্জনের বিশাল উৎস (উদ্যোগ, ব্যবসায়); **চ**—এবং; **কুল্যাঃ**—পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; **পশু**—পশুদের (গাভী, হস্তী আদি গৃহপালিত পশু); **ভৃত্য**—দাস-দাসী; **বর্গান্**—সমূহ; **ত্যজেত**—ত্যাগ করতে পারে; **কোশঃ-কৃৎ**—রেশমগুটি; **ইব**—সদৃশ; **ঈহমানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **কর্মাণি**—বিবিধ কার্যকলাপ; **লোভাৎ**—অতৃপ্ত বাসনার ফলে; **অবিতৃপ্ত-কামঃ**—যার ক্রমবর্ধমান বাসনা কখনই তৃপ্ত হয় না; **ঔপস্থ্য**—জননেন্দ্রিয়; **জৈহ্বম্**—এবং জিহ্বার সুখ; **বহুমন্যমানঃ**—অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ বলে মনে করে; **কথম্**—কিভাবে; **বিরজ্যেত**—পরিত্যাগ করতে পারে; **দুরন্ত-মোহঃ**—অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, যার অন্তরের অন্তঃস্তল সর্বদা তাদের চিত্রে পূর্ণ, সে কিভাবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে? বিশেষত, স্নেহশীলা এবং সহানুভূতিশীলা পত্নীর নির্জন সঙ্গ স্মরণ করলে, কে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে? শিশুদের মধুর আধো আধো বুলি স্মরণ করলে কোন্ স্নেহশীল পিতা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারে? বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা এরা সকলেই অত্যন্ত প্রিয়। কন্যা বিশেষ করে পিতার অত্যন্ত প্রিয় হয়, এবং

যখন সে তার পতিগৃহে চলে যায়, তখন তার কথা পিতার সব সময় মনে হয়। সেই সঙ্গ কে পরিত্যাগ করতে পারে? আর তা ছাড়া গৃহে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে, গৃহপালিত পশু এবং ভৃত্য থাকে। সেই সুখ কে পরিত্যাগ করতে পারে? গৃহাসক্ত ব্যক্তির অবস্থা ঠিক রেশমকীটের মতো, যে কোষ সে তৈরি করে, সেই কোষে বন্দী হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কেবল জিহ্বা এবং উপস্থ—এই দুটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিভাবে সে তা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে?

তাৎপর্য

গৃহস্থ জীবনের প্রথম আকর্ষণ হচ্ছে সুন্দরী এবং স্নেহশীলা পত্নী, যার আকর্ষণে গৃহের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। মানুষ তার পত্নীর সঙ্গ দুটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করে—জিহ্বা এবং উপস্থ। স্ত্রী অত্যন্ত মধুর স্বরে আলাপ করে। সেটি অবশ্যই একটি আকর্ষণ। তারপর সে জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু আহার তৈরি করে, এবং জিহ্বা যখন তৃপ্ত হয়, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি বলবান হয়ে ওঠে, বিশেষ করে জননেন্দ্রিয়। তখন পত্নী মৈথুনের মাধ্যমে আনন্দ দান করে। গৃহমেধীর জীবন মানেই মৈথুন জীবন (*যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*)। এই প্রবৃত্তি জিহ্বার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তারপর সন্তানের জন্ম হয়। আধো আধো স্বরে কথা বলে শিশু আনন্দ দান করে, এবং পুত্র-কন্যারা যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন পিতাকে তাদের শিক্ষা এবং বিবাহের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়। তারপর নিজের পিতা-মাতার দেখাশোনা করতে হয়। সামাজিক পরিবেশ এবং ভাইবোনের প্রসন্নতা বিধানের ব্যাপারেও জড়িয়ে পড়তে হয়। এইভাবে মানুষ এমনভাবে গৃহস্থালির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়। তাই গৃহকে অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—*গৃহমন্ধকূপম্*। এই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে কোন বলবান ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সাহায্য ব্যতীত গৃহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। শ্রীগুরুদেব আধ্যাত্মিক উপদেশরূপ রজ্জুর সাহায্যে এই অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার লাভ করতে সাহায্য করেন। অধঃপতিত ব্যক্তির এই রজ্জুর সদ্ব্যবহার করা উচিত, তখন শ্রীগুরুদেব বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করবেন।

শ্লোক ১৪

কুটুম্বপোষায় বিয়ন্ নিজায়ু-
র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ ।
সর্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা
নির্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ ॥ ১৪ ॥

কুটুম্ব—পরিবারের সদস্যদের; **পোষায়**—ভরণ-পোষণের জন্য; **বিয়ৎ**—অসম্মত হয়ে; **নিজ-আয়ুঃ**—নিজের আয়ু; **ন**—না; **বুধ্যতে**—বুঝতে পারে; **অর্থম্**—জীবনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন; **বিহতম্**—বিনষ্ট; **প্রমত্তঃ**—জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে উন্মত্ত হয়ে; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে; **তাপত্রয়**—(আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক) এই ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা; **দুঃখিত**—ক্লিষ্ট হয়ে; **আত্মা**—স্বয়ং; **নির্বিদ্যতে**—অনুতপ্ত হয়; **ন**—না; **স্ব-কুটুম্বরামঃ**—কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত সে বুঝতে পারে না যে, তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণে সে তার জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছে। সে এও বুঝতে পারে না যে, পরম সত্যকে উপলব্ধি করার অত্যন্ত অনুকূল এই মনুষ্যজীবন সে অনর্থক নষ্ট করছে। কিন্তু, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সাবধানতার সঙ্গে দেখে যে, একটি পয়সাও যেন অনর্থক নষ্ট না হয়। এইভাবে জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিরন্তর ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও তার জড় অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে না।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা মনুষ্য-জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তারা বুঝতে পারে না কিভাবে তাদের মূল্যবান জীবন কেবল কুটুম্ব ভরণ-পোষণেই বৃথা নষ্ট করছে। সে টাকা-পয়সার লাভ-ক্ষতির বিচারে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু সে এতই মূর্খ যে, সে বুঝতে পারে না জড়-জাগতিক বিচারেও সে কত ধন হারাচ্ছে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, জীবনের এক মুহূর্তও কোটি কোটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না। মূর্খ মানুষেরা কিন্তু এই মূল্যবান জীবন, এমন কি অর্থনৈতিক বিচারেও বৃথা নষ্ট করছে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদিও হিসাব নিকাশ করে ব্যবসা করতে অত্যন্ত পটু, তবুও তারা বুঝতে পারে না যে, জ্ঞানের অভাবে তারা কিভাবে তাদের মূল্যবান

জীবনের অপব্যবহার করছে। যদিও এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সর্বদা ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছে, তবুও তারা সংসার-জীবনের নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা
বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্তুঃ ।
প্রেত্যেহ বাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত-
দশান্তকামো হরতে কুটুম্বী ॥ ১৫ ॥

বিত্তেষু—ধন-সম্পত্তিতে; **নিত্য-অভিনিবিষ্টচেতাঃ**—যার মন সর্বদা মগ্ন; **বিদ্বান্**—জ্ঞান অর্জন করে; **চ**—ও; **দোষম্**—দোষ; **পরবিত্তহর্তুঃ**—প্রতারণার দ্বারা যে পরের ধন হরণ করে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **ইহ**—এই জড় জগতে; **বা**—অথবা; **অথাপি**—তা সত্ত্বেও; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়-দমন করতে সক্ষম না হওয়ার ফলে; **তৎ**—তা; **অশান্ত-কামঃ**—যার কামনা কখনও তৃপ্ত হয় না; **হরতে**—হরণ করে; **কুটুম্বী**—তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত।

অনুবাদ

যদি কোন ব্যক্তি তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে সে তার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করতে পারে না এবং তার মন সর্বদাই ধন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও সে জানে যে পরের ধন অপহরণ করার ফলে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হবে এবং মৃত্যুর পর যমরাজের আইনে দণ্ডভোগ করবে, তবুও সে ধন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রতারণা করতে থাকে।

তাৎপর্য

বর্তমান সময়ে মানুষেরা পরবর্তী জীবন অথবা যমরাজের আদালত এবং পাপ-কর্মের ফলে বিভিন্ন প্রকার দণ্ডভোগের কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু, মানুষের অন্তত এই কথা জানা উচিত যে, কেউ যদি ধন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রতারণা করে, তা হলে সরকারের আইনে অন্তত তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ইহলোকের আইন অথবা পরলোকের আইনের পরোয়া করে না। মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন, সে যদি তার ইন্দ্রিয়-সংযম না করতে পারে, তা হলে সে পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না।

শ্লোক ১৬

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং
পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ ।
যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাব-
স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্বান্—(জড়-জাগতিক জীবনের, বিশেষ করে গৃহস্থ জীবনের অসুবিধা)জেনে; **অপি**—যদিও; **ইত্থম্**—এইভাবে; **দনুজাঃ**—হে দানবগণ; **কুটুম্বম্**—পরিবারের সদস্যগণ অথবা স্বজনগণ (যেমন নিজের জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যগণ); **পুষ্ণন্**—জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রদান করে; **স্ব-লোকায়**—নিজেকে বুঝতে; **ন**—না; **কল্পতে**—সমর্থ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যঃ**—যে; **স্বীয়**—আমার নিজের; **পারক্য**—অন্যের; **বিভিন্ন**—পৃথক; **ভাবঃ**—ধারণা সমন্বিত; **তমঃ**—কেবল অন্ধকার; **প্রপদ্যেত**—প্রবেশ করে; **যথা**—যেমন; **বিমূঢ়ঃ**—অজ্ঞান ব্যক্তি অথবা পশুসদৃশ ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে বন্ধু, দানব-নন্দনগণ! এই জড় জগতে আপাতদৃষ্টিতে বিদ্বান ব্যক্তিরাও মনে করে, "এটি আমার এবং ওটি অন্যের।" তার ফলে তারা সর্বদাই অশিক্ষিত কুকুর-বিড়ালের মতো তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা অজ্ঞানের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

তাৎপর্য

মনুষ্য-সমাজে মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পশু-সমাজে সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেই, এবং পশুদের পক্ষে জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব নয়। তাই পশু এবং মূর্খ উভয়কেই বলা হয় বিমূঢ় এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলা হয় বিদ্বান। প্রকৃত বিদ্বান হচ্ছেন তিনি, যিনি এই জড় জগতে তাঁর নিজের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন। যেমন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, *'কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'*। অর্থাৎ, তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন এবং তিনি জানতে চেয়েছিলেন কেন তিনি জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছেন। এটিই জ্ঞান অর্জনের পন্থা। কেউ যদি প্রশ্ন না করে, "আমি কে?

আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?" পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালের মতো কতকগুলি পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়, তা হলে তার শিক্ষার কি প্রয়োজন? পূর্ববর্তী শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে যে, জীব ঠিক একটি রেশম পোকার মতো তার সকাম কর্মের বন্ধনে বন্দী হয়েছে। মূর্খ মানুষেরা সাধারণত জড় জগৎকে ভোগ করার তীব্র বাসনার ফলে তাদের কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাদের সময়ের অপচয় করে, এবং মনুষ্য-জীবন লাভ করার যথার্থ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ করে এই কলিযুগে বড় বড় নেতা, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা, "এটি আমার এবং ওটি তোমার" এই ধারণার বশীভূত হয়ে নানা রকম মূর্খ কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে এবং তাদের নিজেদের দেশ ও সমাজের রক্ষার স্বার্থে বড় বড় নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের তথাকথিত জ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও, তাদের মনোভাব ঠিক কতকগুলি কুকুর এবং বিড়ালের মতো। কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য পশুরা তাদের জীবনের প্রকৃত স্বার্থ না জেনে ক্রমশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তিরা যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয় অথবা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মের নীতি অনুসরণ করতে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য জীবনের কোন এক সময় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করার জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করে জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭-১৮

যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্ বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥ ১৭ ॥
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু ।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥ ১৮ ॥

যতঃ—যেহেতু; **ন**—কখনই না; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ক্ব**—কোন স্থানে; **চ**—ও; **কুত্রচিৎ**—কোন সময়ে; **বা**—অথবা; **দীনঃ**—জ্ঞানহীন ব্যক্তি; **স্বম্**—নিজের; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অলম্**—অত্যন্ত; **সমর্থঃ**—সক্ষম; **বিমোচিতুম্**—মুক্ত করার জন্য; **কাম-দৃশাম্**—কামপরায়ণা রমণীদের; **বিহার**—মৈথুনসুখে; **ক্রীড়া-মৃগঃ**—লম্পট; **যৎ**—যা; **নিগড়ঃ**—জড় বন্ধনের শৃঙ্খল; **বিসর্গঃ**—পারিবারিক সম্পর্কের বিস্তার; **ততঃ**—সেই পরিস্থিতিতে; **বিদূরাৎ**—দূর থেকে; **পরিহৃত্য**—পরিত্যাগ করে; **দৈত্যাঃ**—হে দৈত্যনন্দন আমার বন্ধুগণ; **দৈত্যেষু**—দৈত্যদের মধ্যে; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **বিষয়-আত্মকেষু**—যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **উপেত**—শরণ গ্রহণ কর; **নারায়ণম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণের; **আদিদেবম্**—সমস্ত দেবতাদের যিনি উৎস; **সঃ**—তিনি; **মুক্ত-সঙ্গৈঃ**—মুক্ত ব্যক্তির সঙ্গের দ্বারা; **ইষিতঃ**—বাঞ্ছিত; **অপবর্গঃ**—মুক্তির পথ।

অনুবাদ

হে আমার বন্ধু দৈত্যনন্দনগণ, কোন দেশে অথবা কোন কালে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তি নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিরা জড়া প্রকৃতির নিয়মে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য স্ত্রীসম্ভোগ। বস্তুতপক্ষে তারা সুন্দরী রমণীর হস্তে ক্রীড়ামৃগতুল্য। এই প্রকার জীবনের শিকার হয়ে তারা পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, এবং এইভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যারা এই প্রকার জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের বলা হয় অসুর। অতএব, যদিও তোমরা দৈত্যনন্দন, সেই প্রকার ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাক এবং আদিদেব ভগবান শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। কারণ নারায়ণের ভক্তদের চরম লক্ষ্য জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের দর্শন হচ্ছে যে, গৃহরূপ অন্ধকূপ পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা (*হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*)। এই শ্লোকেও তিনি সেই তত্ত্বই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, মানব-সমাজের ইতিহাসে কোন দেশে অথবা কোন কালে কেউই মুক্ত হতে পারেনি। এমন কি যারা আপাতদৃষ্টিতে বিদ্বান, তাদেরও সেই একই পারিবারিক আসক্তি রয়েছে। এমন কি বৃদ্ধ বয়সে

জরাগ্রস্ত হয়েও তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না, কারণ তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত। আমরা পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি, *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*—তথাকথিত গৃহস্থরা কেবল মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত। তাই তারা পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, এবং তারা চায় যে তাদের সন্তান-সন্ততিরাও যেন সেইভাবেই আবদ্ধ থাকে। রমণীর হস্তে ক্রীড়ামৃগ হয়ে তারা জড় অস্তিত্বের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে অধঃপতিত হয়। *অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*। যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাই তারা চর্বিত বস্তুই চর্বণ করতে থাকে এবং তার ফলে জড় জগতের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে অধঃপতিত হয়। এই প্রকার অসুরদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করা উচিত। তার ফলে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

শ্লোক ১৯

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত ভগবান; **প্রীণয়তঃ**—তুষ্ট করে; **বহু**—অত্যন্ত; **আয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **অসুর-আত্মজাঃ**—হে অসুর-নন্দনগণ; **আত্মত্বাৎ**—পরমাত্মারূপে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সিদ্ধত্বাৎ**—অবস্থিত হওয়ার ফলে; **ইহ**—এই জগতে; **সর্বতঃ**—সর্বদিকে, সর্বকালে এবং সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

হে অসুর-নন্দনগণ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই সমস্ত জীবের মূল পরমাত্মা এবং পরম পিতা। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে অথবা তাঁর আরাধনা করতে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারুরই কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সর্বদাই বাস্তব, এবং তাই অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "মানুষ অবশ্যই পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য পারিবারিক জীবন ত্যাগ

করে, তা হলে তাকে তেমনই প্রচেষ্টা করতে হবে এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। অতএব ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে কি লাভ?" এটি কোন বৈধ আপত্তি নয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) ভগবান বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ সমস্ত জীবের বীজ প্রদানকারী পিতা, কারণ সমস্ত জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*)। পিতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে যেমন কোন অসুবিধা থাকে না, তেমনই নারায়ণের সঙ্গে জীবের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কোন অসুবিধা হয় না। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। কেউ যদি স্বল্পমাত্রাতেও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে, তা হলে নারায়ণ তাকে সব চাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকেও উদ্ধার করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। তার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে অজামিল। অজামিল বহু পাপকর্ম করে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং যমরাজের বিচারে সে কঠোরভাবে দণ্ডনীয় ছিল, কিন্তু মৃত্যুর সময় নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, যদিও সে ভগবান নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে ডাকেনি, নারায়ণ নামক তার পুত্রকে ডেকেছিল, তবুও সে যমরাজের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাই, নারায়ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পরিবার, জাতি, এবং রাষ্ট্রের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত যে প্রকার প্রচেষ্টা করতে হয়, সেই ধরনের কোন প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখেছি কত বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাদের আচরণের অল্প ত্রুটির জন্য নিহত হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় সমাজ, পরিবার, জাতি এবং রাষ্ট্রের প্রসন্নতা বিধান করা কত কঠিন। কিন্তু নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করা মোটেই কঠিন নয়; তা অত্যন্ত সহজ।

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নারায়ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সেই জন্য স্বল্পমাত্রায় প্রয়াস করলেই সেই প্রচেষ্টা সফল হয়; কিন্তু তথাকথিত পরিবার, সমাজ এবং জাতির প্রসন্নতা বিধানে কেউ কখনও সফল হয় না, এমন কি সে যদি তার নিজের জীবন উৎসর্গ করেও সেই প্রচেষ্টা করে, তবুও সে কখনও সফল হতে পারে না। ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, কেউ যদি স্বল্পমাত্রায়ও প্রচেষ্টা করে, তা হলে সে পরমেশ্বর ভগবানের

প্রসন্নতা বিধান করতে সফল হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করে বলেছেন, *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্*—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!' কেউ যদি এই মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে হবে।

শ্লোক ২০-২৩

পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু ।
ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ ॥ ২০ ॥
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা ।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ॥ ২১ ॥
প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্ ।
ব্যাপ্যব্যাপকনির্দেশ্যো হ্যনির্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ ॥ ২২ ॥
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥ ২৩ ॥

পর-অবরেষু—জীবনের শ্রেষ্ঠ অথবা নারকীয় স্থিতিতে; **ভূতেষু**—জীবসমূহে; **ব্রহ্ম-অন্ত**—ব্রহ্মা পর্যন্ত; **স্থাবর-আদিষু**—বৃক্ষ-লতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে; **ভৌতিকেষু**—জড় উপাদানের; **বিকারেষু**—রূপান্তরে; **ভূতেষু**—পঞ্চ-মহাভূতে; **অথ**—অধিকন্তু; **মহৎসু**—মহত্তত্ত্বে; **চ**—ও; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণে; **গুণ-সাম্যে**—জড় গুণের সাম্য অবস্থায়; **চ**—এবং; **গুণ-ব্যতিকরে**—জড়া প্রকৃতির গুণের বিষম প্রকাশে; **তথা**—এবং; **একঃ**—এক; **এব**—কেবল; **পরঃ**—চিন্ময়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—মূল উৎস; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **অব্যয়ঃ**—ক্ষয়রহিত; **প্রত্যক্**—আভ্যন্তরীণ; **আত্ম-স্বরূপেণ**—পরমাত্মারূপে তাঁর আদি স্বরূপে; **দৃশ্য-রূপেণ**—তাঁর দৃশ্য রূপের দ্বারা; **চ**—ও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ব্যাপ্য**—ব্যাপ্ত; **ব্যাপক**—সর্বব্যাপ্ত; **নির্দেশ্যঃ**—বর্ণনীয়; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনির্দেশ্যঃ**—অবর্ণনীয় (সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ফলে); **অবিকল্পিতঃ**—ভেদভাব রহিত; **কেবল**—কেবল; **অনুভব-আনন্দ-স্বরূপঃ**—যাঁর রূপ আনন্দময় এবং জ্ঞানময়; **পরম-ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অন্তর্হিত**—আবৃত; **ঐশ্বর্যঃ**—যাঁর অসীম ঐশ্বর্য; **ঈয়তে**—ভুল করা হয়; **গুণ-সর্গয়া**—জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়া।

অনুবাদ

পরম ঈশ্বর ভগবান যিনি অচ্যুত এবং অব্যয়, তিনি বৃক্ষলতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান। তিনি নানা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, জড় উপাদানে, মহত্তত্ত্বে, প্রকৃতির গুণে (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ), অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং অহংকারেও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবুও তিনি সর্বত্র বিরাজমান, এবং তিনি চিন্ময় পরমাত্মা এবং সর্বকারণের পরম কারণ, যিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। তাঁকে ব্যাপ্য এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ণনাতীত। তিনি অবিকারী এবং অবিভাজ্য। তাঁকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দরূপে অনুভব করা যায়। নাস্তিকদের কাছে মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে, তারা মনে করে যে তাঁর অস্তিত্ব নেই।

তাৎপর্য

ভগবান কেবল পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের মধ্যেই বিরাজমান নন, তিনি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি সমস্ত পরিস্থিতিতে সর্বকালে বিরাজমান। তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিরাজমান, আবার কুকুর, শূকর, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি হৃদয়েও বিরাজমান। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি কেবল জীবের হৃদয়েই বিরাজমান নন, তিনি সমস্ত জড় বস্তুতে, এমন কি অণু-পরমাণুতেও বিরাজমান। জড় বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রোটন, ইলেকট্রন আদির অন্বেষণ করছে, তিনি তার মধ্যেও বিরাজমান।

ভগবান তিনরূপে বিরাজ করেন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তাঁকে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর অস্তিত্ব ব্রহ্মেরও অতীত। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রহ্মরূপের দ্বারা সর্বব্যাপ্ত (*ময়া ততমিদং সর্বম্*), কিন্তু ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্মের বা পরমাত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি। যদি তিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তবুও ব্যক্তিগতরূপে অথবা সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে তিনি এক।

পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁর শরণাগত ভক্তেরা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং পরমাণুর অন্তরে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। এই উপলব্ধি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত ভক্তের পক্ষেই সম্ভব; অন্যদের পক্ষে তা অসম্ভব। সেই

কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৪) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

ভাগ্যবান জীব ভক্তিময়ী প্রবৃত্তিতে শরণাগতির পন্থা স্বীকার করেন। বিভিন্ন শরীরে, বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করার পর, জীব যখন ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পরম সত্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন, যে কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*)।

দৈত্য কুলোদ্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীরা মনে করেছিল যে, পরম তত্ত্বের উপলব্ধি অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, আমরাও দেখেছি যে অনেকেই সেই কথা বলে। কিন্তু আসলে তা নয়। পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাই কেউ যদি বৈষ্ণব-দর্শন বুঝতে পারে, যাতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান কিভাবে সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি কিভাবে সর্বত্র কর্ম করেন, তখন তার পক্ষে ভগবানের আরাধনা করা অথবা ভগবানকে উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু ভগবৎ উপলব্ধি ভক্তসঙ্গেই কেবল সম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

বদ্ধ জীব জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভ্রমণ করছে, কিন্তু সে যদি শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে আসে এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তের উপদেশ গ্রহণ করে, তা হলে সে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার উৎস ভগবানকে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা ব্যাপ্তঃ কালো হরিঃ স্মৃতঃ ।
প্রকৃত্যা তমসাবৃতত্বাৎ হরেরৈশ্বর্যং ন জ্ঞায়তে ॥

ভগবান অন্তর্যামীরূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান এবং শরীরের দ্বারা আবৃত আত্মায় তাঁকে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্ব-পরিস্থিতিতে বর্তমান, কিন্তু যেহেতু তিনি মায়ার যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান নেই।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্ ।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবের প্রতি; **দয়াম্**—দয়া; **কুরুত**—প্রদর্শন কর; **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব; **ভাবম্**—মনোভাব; **আসুরম্**—অসুরদের (যারা শত্রু এবং মিত্রকে পৃথক করে); **উন্মুচ্য**—পরিত্যাগ করে; **যয়া**—যার দ্বারা; **তুষ্যতি**—তুষ্ট হয়; **অধোক্ষজঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত ভগবান।

অনুবাদ

অতএব দৈত্য কুলোদ্ভূত আমার বালক বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এমনভাবে আচরণ কর যাতে অধোক্ষজ ভগবান তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তোমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে শত্রুতা এবং দ্বৈতভাব রহিত হয়ে কর্ম কর। ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান প্রদান করে সমস্ত জীবের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শন কর, এবং এইভাবে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হও।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" প্রহ্লাদ মহারাজ পরিশেষে তার সহপাঠী দৈত্যবালকদের সকলের কাছে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান প্রচার করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবানের বাণী প্রচার করাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৯) বলেছেন—*ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*—"এই জগতে তাঁর থেকে প্রিয় সেবক আর কেউ নেই, এবং হবেও না।" কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের মহিমা এবং ভগবানের পরমেশ্বরত্ব প্রচার করার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির বিস্তার করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি যদি অশিক্ষিতও হন, তবুও তিনি ভগবানের প্রিয়তম সেবক হন। এটিই ভক্তি। কেউ যখন শত্রু এবং বন্ধুর পার্থক্য না করে সমগ্র মানব-সমাজের জন্য এই সেবা সম্পাদন করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তাঁর মানবজন্ম সার্থক হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই সকলকে গুরু হয়ে

কৃষ্ণভক্তির প্রচার করতে উপদেশ দিয়েছেন (*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*)। সেটিই ভগবানকে উপলব্ধি করার সব চাইতে সহজ পন্থা। এইভাবে প্রচার করার ফলে প্রচারক নিজে সন্তুষ্ট হন এবং যাঁদের কাছে তিনি প্রচার করছেন তাঁরাও সন্তুষ্ট হন। এটিই সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পন্থা।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য ভগবান সম্বন্ধে এই তিনটি সূত্র হৃদয়ঙ্গম করা—তিনি হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনিই সব কিছুর অধীশ্বর, এবং তিনিই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। প্রচারকের কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে সকলের কাছে তা প্রচার করা। তা হলেই সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হবে।

এই শ্লোকে *সৌহৃদম্* ('বন্ধুত্ব') শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সাধারণত কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং তাই তাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হতে হলে, কোন রকম ভেদাভেদের বিচার না করে তাদের কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা প্রদান করা উচিত। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, তাই প্রতিটি শরীরই শ্রীবিষ্ণুর মন্দির। এই তত্ত্বের অজুহাতে দরিদ্র-নারায়ণ আদি মনগড়া কতকগুলি ভ্রান্ত মতবাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। নারায়ণ যদি কোন দরিদ্রের গৃহে বাস করেন, তার অর্থ এই নয় যে নারায়ণ দরিদ্র হয়ে গেছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন—দরিদ্রের গৃহে এবং ধনীর গৃহেও—কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই তিনি নারায়ণই থাকেন; তিনি দরিদ্র হয়েছেন অথবা ধনী হয়েছেন বলে মনে করাটি একটি জড়-জাগতিক বিচার। তিনি সর্বদাই, সমস্ত পরিস্থিতিতেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

শ্লোক ২৫

তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ ।
ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥ ২৫ ॥

তুষ্টে—সন্তুষ্ট হলে; **চ**—ও; **তত্র**—তা; **কিম্**—কি; **অলভ্যম্**—অপ্রাপ্য; **অনন্তে**—পরমেশ্বর ভগবান; **আদ্যে**—সব কিছুর আদি উৎস, সর্বকারণের পরম কারণ; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **তৈঃ**—তাদের; **গুণ-ব্যতিকরাৎ**—জড়া প্রকৃতির গুণের ক্রিয়ার ফলে;

ইহ—এই জগতে; **যে**—যা; **স্বসিদ্ধাঃ**—আপনা থেকেই লাভ হয়; **ধর্ম-আদয়ঃ**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটি পুরুষার্থ; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **অগুণেন**—সাযুজ্য মুক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **কাঙ্ক্ষিতেন**—বাঞ্ছিত; **সারম্**—সার; **জুষাম্**—আস্বাদন করে; **চরণয়োঃ**—ভগবানের পাদপদ্ম যুগলের; **উপগায়তাম্**—ভগবানের গুণগানকারী; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

সর্বকারণের পরম কারণ, সব কিছুর আদি উৎস ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছেন যে সমস্ত ভক্তেরা, তাঁদের পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য নয়। ভগবান অন্তহীন চিন্ময় গুণের উৎস। তাই, গুণাতীত ভক্তদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তির প্রচেষ্টা করার কি প্রয়োজন—যা প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়? আমরা ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করি, এবং তাই আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদির বাসনা করার কোন প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

উন্নত সভ্যতায় মানুষ ধার্মিক হতে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে, সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে এবং চরমে মুক্তিলাভ করতে আগ্রহী থাকে। কিন্তু, সেগুলিকেই কাম্য বলে মনে করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তের এগুলি অনায়াসেই লাভ হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, *মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ*। মুক্তি সর্বদা ভগবদ্ভক্তের দ্বারে তাঁর আদেশ পালন করার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সুযোগ পাওয়া মাত্রই ভক্তের সেবা করার প্রতীক্ষা করে। ভক্ত আপনা থেকেই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন; তাঁকে আর মুক্তির জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ত্রিগুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার অতীত।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *অগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন*—কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তাকে আর ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষের জন্য কোন রকম প্রয়াস করতে হয় না। তাই দিব্যগ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই বলা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র*—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ হচ্ছে কৈতব

কার্যকলাপে মাৎসর্যের স্তর সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেছেন, যাঁরা কখনও "আমার" এবং "তোমার" এর ভেদ দর্শন করেন না, পক্ষান্তরে যাঁরা কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে ভাগবত-ধর্ম অবলম্বন করার উপযুক্ত (*ধর্মান্ ভাগবতানিহ*)। যেহেতু তাঁরা নির্মৎসর অর্থাৎ কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, তাই তাঁরা অন্যদেরও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে চান, এমন কি তাঁদের শত্রুদেরও। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—*কাঙ্ক্ষতে মোক্ষগমপি সুখং নাকাঙ্ক্ষতো যথা।* ভগবদ্ভক্তেরা কোন রকম জড়-জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। এমন কি তাঁরা মুক্তির সুখও কামনা করেন না। একেই বলা হয় *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। কর্মীরা জড় সুখের আকাঙ্ক্ষা করে এবং জ্ঞানীরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি কেবল ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে এবং তাঁর মহিমা সর্বত্র প্রচার করে সন্তুষ্ট থাকেন। এই সেবাই তাঁর জীবনস্বরূপ।

শ্লোক ২৬

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা ।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ২৬ ॥

ধর্ম—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কামঃ**—নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন; **ইতি**—এই প্রকার; **যঃ**—যা; **অভিহিতঃ**—নির্দিষ্ট; **ত্রি-বর্গঃ**—তিনটি শ্রেণী; **ঈক্ষা**—অধ্যাত্ম উপলব্ধি; **ত্রয়ী**—বৈদিক অনুষ্ঠান; **নয়**—তর্কশাস্ত্র; **দমৌ**—এবং দণ্ডনীতি; **বিবিধা**—বিবিধ প্রকার; **চ**—ও; **বার্তা**—বৃত্তি বা জীবিকা; **মন্যে**—আমি মনে করি; **তৎ**—তাদের; **এতৎ**—এই সমস্ত; **অখিলম্**—সমস্ত; **নিগমস্য**—বেদের; **সত্যম্**—সত্য; **স্ব-আত্ম-অর্পণম্**—সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ; **স্ব-সুহৃদঃ**—পরম সুহৃদের কাছে; **পরমস্য**—পরম; **পুংসঃ**—পুরুষ।

অনুবাদ

ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটিকে বেদে ত্রিবর্গ বা মোক্ষ লাভের তিনটি উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি বর্গের মধ্যেই আত্ম-উপলব্ধির বিদ্যা, বৈদিক

নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠানের পন্থা, তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন বৃত্তি নিহিত রয়েছে। এগুলি বেদ অধ্যয়নের বাহ্য বিষয়, এবং তাই আমি এগুলিকে জড়-জাগতিক বলে মনে করি। কিন্তু, পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদনের পন্থাকে আমি দিব্য বলে মনে করি।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের এই উপদেশগুলি ভগবদ্ভক্তির চিন্ময়ত্ব প্রতিপাদন করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, যাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত স্তর। যে শিক্ষা বা কার্য ব্রহ্মভূত বা আত্ম-উপলব্ধির স্তরে অনুষ্ঠিত হয় না তা জড়-জাগতিক, এবং প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, জড়-জাগতিক কোন কিছুই পরম সত্য হতে পারে না, কারণ পরম সত্য চিন্ময় স্তরের বস্তু। সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) প্রতিপন্ন করে বলেছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*—"*বেদে* প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিন গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে, হে অর্জুন, তুমি সেই ত্রিগুণের স্তর অতিক্রম করে, নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও।" জড়-জাগতিক স্তরের কার্যকলাপ যদি *বেদ*-বিহিতও হয়, তবুও তা জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরম পুরুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত হয়ে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়া। সেটিই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। সারমর্ম হচ্ছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান এবং নির্দেশ হেয় বলে মনে করা উচিত নয়; সেগুলি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার উপায়। কিন্তু কেউ যদি চিন্ময় স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা

বৃথা শ্রম মাত্র।" কেউ যদি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম অনুষ্ঠান করে কিন্তু চরমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়ার স্তরে না আসে, তা হলে তার মুক্তি লাভের বা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রচেষ্টা কেবল সময় এবং শক্তির অপচয় মাত্র।

শ্লোক ২৭

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায় ।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **তৎ**—তা; **এতৎ**—এই; **অমলম্**—নির্মল; **দুরবাপম্**—(ভগবদ্ভক্তের কৃপা ব্যতীত) হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন; **আহ**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **নরসখঃ**—সমস্ত জীবের (বিশেষ করে মানুষদের) বন্ধু; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **নারদায়**—দেবর্ষি নারদকে; **একান্তিনাম্**—যাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **তৎ**—সেই (জ্ঞান); **অকিঞ্চনানাম্**—যারা কোন জড়-জাগতিক সম্পদ চায় না; **পাদ-অরবিন্দ**—ভগবানের চরণ-কমলের; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **আপ্লুত**—স্নাত; **দেহিনাম্**—যাদের দেহ; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃদ ভগবান প্রথমে এই দিব্য জ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নারদ মুনির মতো মহাত্মার কৃপা ব্যতীত এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যিনি শ্রীনারদ মুনির পরম্পরার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত সহজ। এই গুহ্য জ্ঞান *ভগবদ্গীতার* শেষেও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ*—"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" এই জ্ঞান অত্যন্ত গোপনীয়, কিন্তু ভগবানের

প্রতিনিধি নারদ মুনির পরম্পরার অন্তর্গত গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য-বালকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই জ্ঞান যদিও কেবল নারদ মুনির মতো মহাত্মারই বোধগম্য, তবুও তাদের বিফল মনোরথ হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা কেউ যদি জড়-জাগতিক শিক্ষকের পরিবর্তে নারদ মুনির শরণাগত হন, তা হলে তাঁর পক্ষে এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এই জ্ঞানের উপলব্ধি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণের উপর নির্ভর করে না। চিন্ময় স্তরে জীব নিঃসন্দেহে শুদ্ধ, এবং তাই যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তিনি এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

শ্রুতমেতন্ময়া পূর্বং জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্ ।
ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং নারদাদ্ দেবদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রুতম্—শ্রুত হয়েছে; **এতৎ**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **পূর্বম্**—পূর্বে; **জ্ঞানম্**—গুহ্য জ্ঞান; **বিজ্ঞান-সংযুতম্**—ব্যবহারিক প্রয়োগ সমন্বিত; **ধর্মম্**—সনাতন ধর্ম; **ভাগবতম্**—ভগবান সম্পর্কিত; **শুদ্ধম্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই; **নারদাৎ**—দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **দর্শনাৎ**—যিনি সর্বদা দর্শন করেন।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—এই জ্ঞান আমি দেবর্ষি নারদ মুনির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, যিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত। এই জ্ঞান, যাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম, তা সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত। তা ন্যায় এবং দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৯-৩০

শ্রীদৈত্যপুত্রা ঊচুঃ
প্রহ্লাদ ত্বং বয়ং চাপি নর্তেঽন্যং বিদ্মহে গুরুম্ ।
এতাভ্যাং গুরুপুত্রাভ্যাং বালানামপি হীশ্বরৌ ॥ ২৯ ॥

বালস্যান্তঃপুরস্থস্য মহৎসঙ্গো দুরন্বয়ঃ ।
ছিন্ধি নঃ সংশয়ং সৌম্য স্যাচ্চেদ্বিস্রম্ভকারণম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-দৈত্যপুত্রাঃ উচুঃ—দৈত্যনন্দনেরা বলল; **প্রহ্লাদ**—হে প্রিয় সখা প্রহ্লাদ; **ত্বম্**—তুমি; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **ন**—না; **ঋতে**—বিনা; **অন্যম্**—অন্য কোন; **বিদ্মহে**—জানি; **গুরুম্**—গুরুদেব; **এতাভ্যাম্**—এই দুজন; **গুরু-পুত্রাভ্যাম্**—শুক্রাচার্যের পুত্র; **বালানাম্**—শিশুদের; **অপি**—যদিও; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ঈশ্বরৌ**—দুইজন নিয়ন্তা; **বালস্য**—শিশুদের; **অন্তঃপুরস্থস্য**—গৃহ বা প্রাসাদের অভ্যন্তরে থেকে; **মহৎ-সঙ্গঃ**—নারদ মুনির মতো মহাত্মার সঙ্গ; **দুরন্বয়ঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **ছিন্ধি**—কৃপা করে দূর কর; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ম্**—সংশয়; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **স্যাৎ**—হতে পারে; **চেৎ**—যদি; **বিস্রম্ভ-কারণম্**—(তোমার বাণীতে) বিশ্বাসের কারণ।

অনুবাদ

দৈত্যনন্দনেরা বলল—হে প্রহ্লাদ, তুমি অথবা আমরা শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক ব্যতীত অন্য কোন গুরুকে জানি না। আমরা শিশু এবং তারা আমাদের নিয়ন্তা। বিশেষ করে তোমার পক্ষে, যে সর্বদা প্রাসাদে থাকে, তার মহাত্মার সঙ্গ করা অত্যন্ত কঠিন। হে সৌম্য, দয়া করে আমাদের বল কিভাবে তুমি নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করেছিলে? দয়া করে আমাদের এই সংশয় দূর কর।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'দৈত্যবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল

এই অধ্যায়ে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সহপাঠী দৈত্যবালকদের সংশয় দূর করার জন্য তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তিনি শ্রীনারদ মুনির শ্রীমুখ থেকে ভাগবত-ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন।

হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যা করার জন্য মন্দরাচলে গমন করেছিল, তখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দৈত্যদের পরাজয় হয় এবং তারা চতুর্দিকে পলায়ন করে। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু তখন গর্ভবতী ছিল, এবং দেবতারা ভ্রান্তিবশত তার গর্ভস্থ সন্তানকে আরেকটি দৈত্য বলে মনে করে তাকে বন্দী করেছিলেন। দেবতাদের পরিকল্পনা ছিল যে, গর্ভস্থ শিশুটির জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে তাঁরা হত্যা করবেন। তাঁরা যখন কয়াধুকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নারদ মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। নারদ মুনি তাঁদের কয়াধুকে এইভাবে নিয়ে যেতে বাধা দেন এবং হিরণ্যকশিপু ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে তাঁর আশ্রমে স্থান দেন। নারদ মুনির আশ্রমে কয়াধু তার গর্ভস্থ শিশুর সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করে। নারদ মুনি তাকে আশ্বাস প্রদান করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপদেশ দেন। প্রহ্লাদ মহারাজ গর্ভস্থ শিশু হওয়া সত্ত্বেও, নারদ মুনির সেই উপদেশ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছিলেন। চিন্ময় আত্মা সর্বদাই জড় দেহ থেকে ভিন্ন। জীবের চিন্ময় স্বরূপের কখনও পরিবর্তন হয় না। যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত তিনি শুদ্ধ, এবং তিনি দিব্যজ্ঞান লাভের যোগ্য। এই দিব্যজ্ঞান হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, এবং প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে নারদ মুনির কাছে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন, এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সমস্ত অবিদ্যা ও জড় বাসনা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। সকলেরই কর্তব্য ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তার ফলে সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। জড়-জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে যে কোন মানুষই এই সিদ্ধি লাভ করতে পারে। তপস্যা, যোগ, পুণ্যকর্ম আদি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের উপর ভগবদ্ভক্তি নির্ভরশীল নয়। এই সমস্ত সম্পদ ব্যতীতই যে কোন ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্তের কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

এবং দৈত্যসুতৈঃ পৃষ্টো মহাভাগবতোঽসুরঃ ।
উবাচ তান্ স্ময়মানঃ স্মরন্ মদনুভাষিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **দৈত-সুতৈঃ**—দৈত্য-বালকদের দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভগবদ্ভক্ত; **অসুরঃ**—অসুর কুলোদ্ভূত; **উবাচ**—বলেছিলেন; **তান্**—তাদের (দৈত্যবালকদের); **স্ময়মানঃ**—হেসে; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **মৎ-অনুভাষিতম্**—আমি যে কথা বলেছিলাম।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সহপাঠী অসুর-বালকদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি আমার কথিত উপদেশসমূহ হেসে তাদের বলেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তিনি নারদ মুনির বাণী শ্রবণ করেছিলেন। গর্ভস্থ শিশু যে কিভাবে নারদ মুনির বাণী শ্রবণ করেছিলেন তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, কিন্তু এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক প্রগতি কোন প্রকার জড় অবস্থার দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না। তাকে বলা হয় *অহৈতুকী অপ্রতিহতা*। দিব্য জ্ঞান গ্রহণ কখনই কোন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শৈশব কাল থেকেই তাঁর সহপাঠীদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং তারা সকলেই যদিও ছিল শিশু, তবুও তা নিঃসন্দেহে তাদের প্রভাবিত করেছিল।

শ্লোক ২

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

পিতরি প্রস্থিতেঽস্মাকং তপসে মন্দরাচলম্ ।
যুদ্ধোদ্যমং পরং চক্রুর্বিবুধা দানবান্ প্রতি ॥ ২ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **পিতরি**—পিতা হিরণ্যকশিপু; **প্রস্থিতে**—যখন গিয়েছিলেন; **অস্মাকম্**—আমাদের; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **মন্দর-অচলম্**—মন্দর নামক পর্বতে; **যুদ্ধ-উদ্যমম্**—যুদ্ধ করার উদ্যোগ; **পরম্**—ভীষণ; **চক্রুঃ**—সম্পন্ন করেছিল; **বিবুধাঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ; **দানবান্**—দানবদের; **প্রতি**—প্রতি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যা করার জন্য মন্দর পর্বতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র আদি দেবতারা দানবদের দমন করার জন্য এক ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

পিপীলিকৈরহিরিব দিষ্ট্যা লোকোপতাপনঃ ।
পাপেন পাপোঽভক্ষীতি বদন্তো বাসবাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

পিপীলিকৈঃ—পিপীলিকার দ্বারা; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **দিষ্ট্যা**—আহা; **লোক-উপতাপনঃ**—সর্বদা সকলের উৎপীড়নকারী; **পাপেন**—তার পাপকর্মের ফলে; **পাপঃ**—পাপী হিরণ্যকশিপু; **অভক্ষি**—বিনষ্ট হয়েছে; **ইতি**—এইভাবে; **বদন্তঃ**—বলে; **বাসবাদয়ঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ।

অনুবাদ

"আহা! পিপীলিকা যেমন সর্পকে ভক্ষণ করে, তেমনই সর্বদা সকলের সন্তাপ প্রদানকারী হিরণ্যকশিপুও তার পাপকর্মের ফলে বিনষ্ট হয়েছে।" এই বলে ইন্দ্র আদি দেবতারা দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ৪-৫

তেষামতিবলোদ্‌যোগং নিশম্যাসুরযূথপাঃ ।
বধ্যমানাঃ সুরৈর্ভীতা দুদ্রুবুঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ৪ ॥
কলত্রপুত্রবিত্তাপ্তান্ গৃহান্ পশুপরিচ্ছদান্ ।
নাবেক্ষ্যমাণাস্ত্বরিতাঃ সর্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥ ৫ ॥

তেষাম্—ইন্দ্র আদি দেবতাদের; **অতিবল-উদ্‌যোগম্**—অত্যন্ত উদ্যোগ এবং বল; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অসুর-যূথপাঃ**—অসুরদের মহান নেতাগণ; **বধ্যমানাঃ**—একে একে নিহত হয়ে; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ভীতাঃ**—ভয়ভীত; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **সর্বতঃ**—সর্ব; **দিশম্**—দিকে; **কলত্র**—পত্নীগণ; **পুত্র-বিত্ত**—সন্তান এবং সম্পত্তি; **আপ্তান্**—আত্মীয়স্বজন; **গৃহান্**—গৃহ; **পশু-পরিচ্ছদান্**—পশু এবং গৃহস্থালির সামগ্রী; **ন**—না; **অবেক্ষ্যমাণাঃ**—দৃষ্টিপাত; **ত্বরিতাঃ**—অত্যন্ত দ্রুত; **সর্বে**—তারা সকলে; **প্রাণ-পরীপ্সবঃ**—প্রাণ রক্ষার জন্য।

অনুবাদ

অসুর যূথপতিরা যখন যুদ্ধে একে একে দেবতাদের হস্তে নিহত হতে লাগল, তখন অন্য অসুরেরা নানাদিকে পলায়ন করতে শুরু করল। তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তারা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা তাদের গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, পশু এবং গৃহের উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারেনি।

শ্লোক ৬

ব্যলুম্পন্ রাজশিবিরমমরা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ।
ইন্দ্রস্তু রাজমহিষীং মাতরং মম চাগ্রহীৎ ॥ ৬ ॥

ব্যলুম্পন্—অপহরণ করেছিল; **রাজ-শিবিরম্**—আমার পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ; **অমরাঃ**—দেবতাগণ; **জয়-কাঙ্ক্ষিণঃ**—জয় লাভের আকাঙ্ক্ষায়; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **তু**—কিন্তু; **রাজ-মহিষীম্**—রাজমহিষী; **মাতরম্**—মাতাকে; **মম**—আমার; **চ**—ও; **অগ্রহীৎ**—বন্দী করেছিলেন।

অনুবাদ

বিজয়ী দেবতারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সেখানকার সব কিছু বিনষ্ট করেছিলেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতা দৈত্য-রাজমহিষীকে বন্দী করেছিলেন।

শ্লোক ৭

নীয়মানাং ভয়োদ্বিগ্নাং রুদতীং কুররীমিব ।
যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি ॥ ৭ ॥

নীয়মানাম্—নিয়ে যাচ্ছিলেন; **ভয়-উদ্বিগ্নাম্**—উদ্বিগ্ন এবং ভয়ে ভীত; **রুদতীম্**—ক্রন্দন করে; **কুররীম্ ইব**—কুররী পক্ষীর মতো; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **আগতঃ**—উপস্থিত; **তত্র**—সেই স্থানে; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **পথি**—পথে।

অনুবাদ

শকুনের কবলগ্রস্ত কুররী পক্ষীর মতো ক্রন্দন-পরায়ণা আমার মাকে যখন তাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমার মাকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

প্রাহ নৈনাং সুরপতে নেতুমর্হস্যনাগসম্ ।
মুঞ্চ মুঞ্চ মহাভাগ সতীং পরপরিগ্রহম্ ॥ ৮ ॥

প্রাহ—তিনি বলেছিলেন; **ন**—না; **এনাম্**—এই; **সুরপতে**—হে দেবরাজ; **নেতুম্**—টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া; **অর্হসি**—উচিত; **অনাগসম্**—নিষ্পাপ; **মুঞ্চ মুঞ্চ**—মুক্ত কর, মুক্ত কর; **মহাভাগ**—হে পরম ভাগ্যবান; **সতীম্**—সতী; **পর-পরিগ্রহম্**—পর-পুরুষের পত্নীকে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই নিষ্পাপ রমণীকে এই রকম নিষ্ঠুরভাবে নিয়ে যাওয়া তোমার উচিত নয়। হে মহাভাগ্যবান, এই সতী অন্যের স্ত্রী, একে তুমি এখনই মুক্ত কর, মুক্ত কর।

শ্লোক ৯

শ্রীইন্দ্র উবাচ

আস্তেঽস্যা জঠরে বীর্যমবিষহ্যং সুরদ্বিষঃ ।
আস্যতাং যাবৎ প্রসবং মোক্ষ্যেঽর্থপদবীং গতঃ ॥ ৯ ॥

শ্রী-ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র বললেন; **আস্তে**—আছে; **অস্যাঃ**—তার; **জঠরে**—গর্ভে; **বীর্যম্**—বীজ; **অবিষহ্যম্**—দুঃসহ; **সুর-দ্বিষঃ**—দেবতাদের শত্রুর; **আস্যতাম্**—

সে থাকুক (আমাদের কারাগারে); **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **প্রসবম্**—শিশুটির প্রসব; **মোক্ষ্যে**—মুক্ত করব; **অর্থ-পদবীম্**—আমার উদ্দেশ্য; **গতঃ**—লাভ হলে।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—এই দানবপত্নীর গর্ভে সেই মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুর বীজ রয়েছে। তাই যতদিন না প্রসব হয়, ততদিন আমি একে আমার তত্ত্বাবধানে রাখব, তারপর পুত্রের জন্ম হলে একে মুক্ত করব।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র প্রহ্লাদ মহারাজের মাতাকে বন্দী করতে মনস্থ করেছিলেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তার গর্ভে হিরণ্যকশিপুর মতো আরেকটি দৈত্য রয়েছে। তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, শিশুটির জন্মের পর তাকে হত্যা করে তারপর অসুরপত্নীকে মুক্ত করাই সমীচীন হবে।

শ্লোক ১০

শ্রীনারদ উবাচ

অয়ং নিষ্কিল্বিষঃ সাক্ষান্মহাভাগবতো মহান্ ।
ত্বয়া ন প্রাপ্স্যতে সংস্থামনন্তানুচরো বলী ॥ ১০ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ মুনি বললেন; **অয়ম্**—এই (গর্ভস্থ শিশুটি); **নিষ্কিল্বিষঃ**—সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **মহা-ভাগবতঃ**—একজন মহাভাগবত; **মহান্**—মহান; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ন**—না; **প্রাপ্স্যতে**—প্রাপ্ত হবে; **সংস্থাম্**—তার মৃত্যু; **অনন্ত**—ভগবানের; **অনুচরঃ**—সেবক; **বলী**—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—এই রমণীর গর্ভস্থ শিশুটি নির্দোষ এবং নিষ্পাপ। প্রকৃতপক্ষে সে একজন মহাভাগবত, ভগবানের এক মহা প্রভাবসম্পন্ন অনুচর। তাই তুমি একে বধ করতে পারবে না।

তাৎপর্য

অনেক সময় অসুর অথবা অভক্তদের ভক্তকে হত্যা করার চেষ্টা করতে দেখা গেছে, কিন্তু মহান ভগবদ্ভক্তকে তারা বিনাশ করতে সক্ষম হয়নি। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩১) ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*। এইভাবে ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, অসুরেরা কখনই তাঁর ভক্তকে হত্যা করতে পারবে না। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের এই প্রতিজ্ঞার সত্যতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নারদ মুনি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, "তোমরা দেবতা হলেও এই শিশুটিকে হত্যা করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব, এবং অন্যদের পক্ষেও তা অবশ্যই অসম্ভব।"

শ্লোক ১১

ইত্যুক্তস্তাং বিহায়েন্দ্রো দেবর্ষের্মানয়ন্ বচঃ ।
অনন্তপ্রিয়ভক্ত্যৈনাং পরিক্রম্য দিবং যযৌ ॥ ১১ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **তাম্**—তাকে; **বিহায়**—মুক্ত করে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **দেবর্ষেঃ**—নারদ মুনির; **মানয়ন্**—সম্মান করে; **বচঃ**—বাণী; **অনন্ত-প্রিয়**—ভগবানের প্রিয়; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **এনাম্**—এই (স্ত্রীকে); **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **যযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ এইভাবে বললে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বাক্য অনুসারে তৎক্ষণাৎ আমার মাতাকে মুক্ত করেছিলেন। আমি ভগবানের ভক্ত বলে সমস্ত দেবতারা তখন আমার মাকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন, এবং তারপর তাঁরা স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা যদিও এক একজন মহাপুরুষ, তবুও তাঁরা নারদ মুনির এত বাধ্য ছিলেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজের সম্বন্ধে নারদ মুনির উক্তি শ্রবণ করা মাত্রই ইন্দ্র তা স্বীকার করেছিলেন। একেই বলে পরম্পরার ধারায় জ্ঞান লাভ করা। ইন্দ্র এবং দেবতারা জানতেন না যে, হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুর গর্ভে এক মহান ভক্ত রয়েছেন, কিন্তু নারদ মুনির উক্তি শ্রবণ করা মাত্রই তাঁরা তা মেনে নিয়েছিলেন এবং যে মাতার গর্ভে তিনি বাস করছিলেন, তাঁকে প্রদক্ষিণ

করে, তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। পরম্পরার মাধ্যমে ভগবান এবং তাঁর ভক্তকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান লাভের পন্থা। ভগবান এবং তাঁর ভক্ত সম্বন্ধে কোন রকম জল্পনা-কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। মানুষের কর্তব্য শুদ্ধ ভক্তের বাণী স্বীকার করা এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা।

শ্লোক ১২

তততো মে মাতরমৃষিঃ সমানীয় নিজাশ্রমে ।
আশ্বাস্যেহোষ্যতাং বৎসে যাবৎ তে ভর্তুরাগমঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **মে**—আমার; **মাতরম্**—মাতাকে; **ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **সমানীয়**—নিয়ে এসে; **নিজ-আশ্রমে**—তাঁর আশ্রমে; **আশ্বাস্য**—তাকে আশ্বাস প্রদান করে; **ইহ**—এখানে; **উষ্যতাম্**—থাক; **বৎসে**—হে প্রিয় কন্যা; **যাবৎ**—যতদিন; **তে**—তোমার; **ভর্তুঃ**—পতির; **আগমঃ**—ফিরে আসে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—দেবর্ষি নারদ আমার মাতাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, "হে বৎসে, তোমার পতি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমে থাক।"

শ্লোক ১৩

তথেত্যবাৎসীদ্ দেবর্ষেরন্তিকে সাকুতোভয়া ।
যাবদ্ দৈত্যপতির্ঘোরাৎ তপসো ন ন্যবর্তত ॥ ১৩ ॥

তথা—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **দেবর্ষেঃ**—দেবর্ষি নারদের; **অন্তিকে**—নিকটে; **সা**—তিনি (আমার মাতা); **অকুতোভয়া**—সর্বতোভাবে নির্ভয় হয়ে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দৈত্যপতিঃ**—আমার পিতা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু; **ঘোরাৎ**—কঠোর; **তপসঃ**—তপস্যা থেকে; **ন**—না; **ন্যবর্তত**—নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদের উপদেশ অঙ্গীকার করে আমার মাতা সর্বতোভাবে ভয়মুক্ত হয়ে, আমার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁর কঠোর তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত, তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন।

শ্লোক ১৪

ঋষিং পর্যচরৎ তত্র ভক্ত্যা পরময়া সতী ।
অন্তর্বত্নী স্বগর্ভস্য ক্ষেমায়েচ্ছাপ্রসূতয়ে ॥ ১৪ ॥

ঋষিম্—নারদ মুনিকে; **পর্যচরৎ**—সেবা করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে (নারদ মুনির আশ্রমে); **ভক্ত্যা**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **পরময়া**—পরম; **সতী**—সতী; **অন্তর্বত্নী**—গর্ভবতী; **স্ব-গর্ভস্য**—তাঁর গর্ভের; **ক্ষেমায়**—মঙ্গলের জন্য; **ইচ্ছা**—ইচ্ছা অনুসারে; **প্রসূতয়ে**—সন্তান প্রসব করার জন্য।

অনুবাদ

গর্ভবতী সতী আমার মাতা তাঁর গর্ভের মঙ্গল কামনা করে তাঁর পতির আগমনের পর প্রসব করার বাসনা করেছিলেন। এইভাবে তিনি পরম ভক্তি সহকারে নারদ মুনির সেবা করে তাঁর আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/১৯/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে, এমন কি নিজের মা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গেও থাকা উচিত নয়। যদিও নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তবুও নারদ মুনি প্রহ্লাদ মহারাজের যুবতী মাতাকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন, যিনি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে নারদ মুনির সেবা করেছিলেন। তার অর্থ কি এই যে নারদ মুনি বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিলেন? অবশ্যই নয়। এই প্রকার নির্দেশ বদ্ধ জীবদের জন্য, কিন্তু নারদ মুনি হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ। নারদ মুনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত একজন মহান ঋষি। তাই, যদিও তিনি ছিলেন

একজন যুবক পুরুষ, তবুও তিনি একজন যুবতী রমণীকে আশ্রয় প্রদান করে তাঁর সেবা গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও এক পরমা সুন্দরী বেশ্যার সঙ্গে গভীর রাত্রে কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই রমণী তাঁর চিত্ত বিচলিত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশীর্বাদে এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবীতে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের কিন্তু এই প্রকার মহা-ভাগবতদের আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। সাধারণ মানুষের কর্তব্য স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থেকে শাস্ত্রের নির্দেশ কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। নারদ মুনি অথবা হরিদাস ঠাকুরের আচরণ অনুকরণ করা কখনই উচিত নয়। বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।* যে কোন ব্যক্তি নির্ভয়ে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *দেবর্ষেরন্তিকে সাকুতোভয়া*— প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা কয়াধু সর্বতোভাবে ভয়মুক্ত হয়ে নারদ মুনির রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। তেমনই, নারদ মুনি তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে, নির্ভয়ে একজন যুবতী রমণীর সঙ্গে ছিলেন। নারদ মুনি, হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরা, যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট, তাঁরা কখনও জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হন না। তাই আচার্যকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে (*গুরুষু নরমতিঃ*)।

শ্লোক ১৫

ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানং চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্মলম্ ॥ ১৫ ॥

ঋষিঃ—দেবর্ষি নারদ; **কারুণিকঃ**—স্বভাবতই অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং কৃপালু; **তস্যাঃ**—তাঁকে; **প্রাদাৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **উভয়ম্**—উভয়; **ঈশ্বরঃ**—ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করতে সমর্থ ব্যক্তি (নারদ মুনি); **ধর্মস্য**—ধর্মের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **মাম্**—আমাকে; **অপি**—বিশেষ করে; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ করে; **নির্মলম্**—জড় কলুষবিহীন।

অনুবাদ

নারদ মুনি গর্ভস্থ আমি এবং পরিচর্যারত আমার মাতা উভয়কেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি স্বভাবতই অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু,

তাই তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত হয়ে তিনি ধর্মতত্ত্ব এবং দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে, *ধর্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানং চ........নির্মলম্।* *নির্মলম্* শব্দের অর্থ অমল ধর্ম বা ভাগবত-ধর্ম। সাধারণ ধর্ম অনুষ্ঠান সমল ধর্ম, যার ফলে জড়-জাগতিক ধন-সম্পদ এবং উন্নতি সাধন হয়, কিন্তু নির্মল বিশুদ্ধ ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেই অনুসারে আচরণ করা। তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, জীবনের শুরু থেকেই ভাগবত-ধর্মের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত (*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ*)। ভগবান স্বয়ং সেই নির্মল ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"বিভিন্ন প্রকার সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৬৬) মানুষের কর্তব্য ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে সেই অনুসারে আচরণ করা। সেটিই ভাগবত-ধর্ম। ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভক্তিযোগ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭) বিশুদ্ধ ধর্মের স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ভক্তিযোগের অনুশীলন করতে হয়।

শ্লোক ১৬

তত্তু কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বান্মাতুস্তিরোদধে ।
ঋষিণানুগৃহীতং মাং নাধুনাপ্যজহাৎ স্মৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

তৎ—সেই (ধর্ম এবং জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কালস্য**—কালের; **দীর্ঘত্বাৎ**—দীর্ঘত্বহেতু; **স্ত্রীত্বাৎ**—স্ত্রীজাতি বলে; **মাতুঃ**—আমার মাতা; **তিরোদধে**—লুপ্ত হয়েছে; **ঋষিণা**—ঋষির দ্বারা; **অনুগৃহীতম্**—অনুগৃহীত হওয়ার ফলে; **মাম্**—আমাকে; **ন**—না; **অধুনা**—আজ; **অপি**—ও; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছে; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি (নারদ মুনির উপদেশের)।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল গত হওয়ায় এবং স্ত্রীজাতি বলে আমার মা সেই সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হয়েছেন; কিন্তু দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমি তা ভুলিনি।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচ বর্ণস্থ মানুষেরাও আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" *পাপযোনি* শব্দে তাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা শূদ্রদের থেকেও নিচ। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা পাপযোনি না হলেও, অল্পবুদ্ধি হওয়ার ফলে কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ বিস্মৃত হয়। কিন্তু যারা যথেষ্ট শক্তিশালিনী, তাদের ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, এবং তার ফলে তাদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরাও যদি নিষ্ঠাপূর্বক শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুসরণ করে, তা হলে ভগবান বলেছেন যে, তারাও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে (*তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*), এবং তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মানুষের কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা। তা হলে, তিনি যেই হোন না কেন, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা তাঁর গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর পতির প্রত্যাবর্তনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি নারদ মুনির জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গভীরভাবে বিচার করতে পারেননি।

শ্লোক ১৭

ভবতামপি ভূয়ান্মে যদি শ্রদ্দধতে বচঃ ।
বৈশারদী ধীঃ শ্রদ্ধাতঃ স্ত্রীবালানাং চ মে যথা ॥ ১৭ ॥

ভবতাম্—তোমাদের; **অপি**—ও; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **মে**—আমার; **যদি**—যদি; **শ্রদ্দধতে**—বিশ্বাস কর; **বচঃ**—বাক্যে; **বৈশারদী**—অত্যন্ত দক্ষ, অথবা ভগবান

সম্পর্কে; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **শ্রদ্ধাতঃ**—দৃঢ় শ্রদ্ধার ফলে; **স্ত্রী**—স্ত্রীলোকদের; **বালানাম্**—বালকদের; **চ**—ও; **মে**—আমার; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে বন্ধুগণ, তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হও, তা হলে কেবল সেই শ্রদ্ধার ফলে তোমরাও ছোট্ট বালক হওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো এই দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। তেমনই, স্ত্রীলোকেরাও এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে জানতে পারবেন আত্মা কি এবং জড় পদার্থ কি।

তাৎপর্য

পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত জ্ঞানের প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজের এই বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর জন্মের পূর্বে মায়ের গর্ভে অবস্থান কালেই নারদ মুনির বীর্যবতী উপদেশের ফলে পরম শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমে কিভাবে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে হয় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি।

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে সমস্ত মহাত্মাগণ ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, সমস্ত বৈদিক জ্ঞান তাঁদের কাছে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"কেউই তার স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারে না। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর ভক্তের প্রেমময়ী সেবার ফলে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তাঁর কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"কেবল ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৫৫)

এইগুলি বৈদিক নির্দেশ। মানুষের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের বাণীতে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া এবং ভগবানের প্রতিও এইভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া। তখন আত্মা ও পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান, এবং জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হবে। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহাজনের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেন বলে, ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে এই আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

এই শ্লোকে *ভূয়াৎ* শব্দটির অর্থ 'হোক'। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সহপাঠীদের তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করে বলেছিলেন, "তোমরাও আমার মতো শ্রদ্ধাবান হও। যথার্থ বৈষ্ণব হও।" ভগবদ্ভক্ত চান যে সকলেই যেন কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, মানুষেরা প্রায়ই গুরু পরম্পরার ধারায় আগত শ্রীগুরুদেবের বাণীতে দৃঢ় শ্রদ্ধাপরায়ণ হয় না, এবং তার ফলে তারা দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সদ্‌গুরুকে অবশ্যই প্রামাণিক গুরু-পরম্পরার অন্তর্গত হতে হবে, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ নারদ মুনির কাছে এই দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠী অসুর-বালকেরা যদি প্রহ্লাদ মহারাজের কাছ থেকে সেই সত্য গ্রহণ করত, তা হলে তারাও নিশ্চিতভাবে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারত।

বৈশারদী ধীঃ শব্দ দুটি পরম দক্ষ পরমেশ্বর ভগবান বিষয়ক বুদ্ধি বোঝায়। ভগবান তাঁর অত্যন্ত দক্ষ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা এই অপূর্ব সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। অত্যন্ত দক্ষ না হলে, পরম দক্ষের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু কেউ যখন তাঁর পরম সৌভাগ্যের ফলে ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী অথবা কুমারদের পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন, তখন তিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই চারটি সম্প্রদায়কে বলা হয় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায়, শ্রী-সম্প্রদায় এবং কুমার-সম্প্রদায়। *সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।* এই সম্প্রদায়গুলির কোন একটির মাধ্যমে পরম্পরার ধারায় ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের ফলে চিন্ময় দর্শন লাভ হয়। পরম্পরার ধারা অনুসরণ না করলে ভগবানকে জানা সম্ভব হয় না। কেউ যদি পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে জানতে পারেন এবং ভগবদ্ভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে থাকেন, তা হলে তাঁর স্বাভাবিক ভগবৎ-প্রেম জাগরিত হবে, এবং তার ফলে তাঁর জীবন নিঃসন্দেহে সার্থক হবে।

শ্লোক ১৮

জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্তিনা ॥ ১৮ ॥

জন্ম-আদ্যাঃ—জন্ম থেকে শুরু করে; **ষট্**—ছয় (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং চরমে মৃত্যু); **ইমে**—এই সমস্ত; **ভাবাঃ**—শরীরের বিভিন্ন অবস্থা; **দৃষ্টাঃ**—দর্শন করে; **দেহস্য**—দেহের; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ফলানাম্**—ফলের; **ইব**—সদৃশ; **বৃক্ষস্য**—বৃক্ষের; **কালেন**—যথাসময়ে; **ঈশ্বর-মূর্তিনা**—যাঁর রূপ হচ্ছে শরীরের কার্যকলাপের রূপান্তর করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

অনুবাদ

বৃক্ষের ফল এবং ফুলের যেমন কালবশত ছয় প্রকার বিকার (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং মৃত্যু) হয়, তেমনই জীবাত্মার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত জড় দেহেরও এই প্রকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না।

তাৎপর্য

চিন্ময় আত্মা এবং জড় দেহের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গমের বিষয়ে এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আত্মা নিত্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

"আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না; আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখন বিনষ্ট হয় না।" ক্ষয় এবং পরিবর্তন থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আত্মা নিত্য । এই ক্ষয় এবং পরিবর্তন হয় জড় দেহের। এই সম্পর্কে বৃক্ষ, তার ফল এবং ফুলের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সহজ এবং স্পষ্ট। একটি বৃক্ষ বহু বহু বছর দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু ঋতুর পরিবর্তনে তার ফল এবং ফুলের ছয়টি পরিবর্তন হয়। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করছে যে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা জীবনের সৃষ্টি করবে, কিন্তু তাদের এই মতবাদটি নিতান্তই বোকামি এবং একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের জড় দেহের জন্ম হয় ভ্রূণকোষ এবং বীর্যের মিশ্রণের ফলে, কিন্তু জন্মের ইতিহাস হচ্ছে যে, মৈথুনের পর ভ্রূণকোষ এবং বীর্যের মিশ্রণ হলেও সব সময় গর্ভ ধারণ হয় না। সেই মিশ্রণে যদি আত্মা প্রবেশ না করে, তা হলে গর্ভ ধারণের কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যখন আত্মা সেই মিশ্রণে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দেহের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর ও ক্ষয় হয়, এবং

অবশেষে দেহের বিনাশ হয়। ঋতু অনুসারে বৃক্ষের ফল এবং ফুল আসে যায়, কিন্তু বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনই, দেহান্তরশীল আত্মা বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে, যেগুলির ছয় প্রকার বিকার হয়, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়রূপে চিরকাল থাকে (*অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*)। আত্মা নিত্য এবং চিরস্থায়ী, কিন্তু আত্মা যে দেহটি ধারণ করে তার পরিবর্তন হয়।

আত্মা দুই প্রকার—পরমাত্মা এবং জীবাত্মা। জীবাত্মার দেহে যেমন নানা প্রকার রূপান্তর হয়, তেমনই পরমাত্মাতে সৃষ্টির বিভিন্ন কল্প সংঘটিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

ষড় বিকারাঃ শরীরস্য ন বিষ্ণোস্তদ্গতস্য চ ।
তদধীনং শরীরং চ জ্ঞাত্বা তন্ মমতাং ত্যজেৎ ॥

যেহেতু শরীর আত্মার বাহ্যরূপ, তাই আত্মা শরীরের উপর নির্ভরশীল নয়; পক্ষান্তরে শরীর আত্মার উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তাঁর দেহ ধারণের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। চিরকাল দেহ ধারণের কোন সম্ভাবনা নেই। *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*। এটিই *ভগবদ্গীতার* (২/১৮) বাণী। জড় দেহটি অন্তবৎ (বিনাশশীল), কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা নিত্য (*নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*)। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবাত্মা উভয়েই নিত্য। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম আত্মা, আর জীবেরা শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর থেকে শুরু করে একটি অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত শরীরই বিনাশশীল, কিন্তু পরমাত্মা এবং আত্মা গুণগতভাবে এক হওয়ার ফলে উভয়েই নিত্য। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯-২০

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ১৯ ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥ ২০ ॥

আত্মা—ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবাত্মা; **নিত্যঃ**—জন্ম অথবা মৃত্যুরহিত; **অব্যয়ঃ**—ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা রহিত; **শুদ্ধঃ**—আসক্তি এবং বিরক্তির জড় কলুষ

রহিত; **একঃ**—স্বতন্ত্র; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—জ্ঞাতা এবং তাই জড় দেহ থেকে ভিন্ন; **আশ্রয়ঃ**—মূল ভিত্তি;[১] **অবিক্রিয়ঃ**—দেহের পরিবর্তনের মতো যাঁর পরিবর্তন হয় না;[২] **স্বদৃক্**—স্বয়ং প্রকাশিত;[৩] **হেতুঃ**—সর্বকারণের কারণ; **ব্যাপকঃ**—চেতনারূপে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত; **অসঙ্গী**—দেহের উপর নির্ভরশীল নয় (এক শরীর থেকে আর এক শরীরে দেহান্তরিত হওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে); **অনাবৃতঃ**—জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়; **এতৈঃ**—এই সবের দ্বারা; **দ্বাদশভিঃ**—বারোটি; **বিদ্বান্**—যে ব্যক্তি মূর্খ নয়, পক্ষান্তরে বস্তু সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত; **আত্মনঃ**—আত্মার; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণ; **পরৈঃ**—চিন্ময়; **অহম্**—আমি ("আমার এই শরীরটিই আমি"); **মম**—আমার ("এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার"); **ইতি**—এইভাবে; **অসৎ-ভাবম্**—ভ্রান্ত ধারণা; **দেহাদৌ**—জড় দেহ এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সমাজ, জাতি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করা; **মোহজম্**—মোহ থেকে উৎপন্ন; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য।

অনুবাদ

'আত্মা' শব্দে ভগবান অথবা জীবকে বোঝায়। তাঁরা উভয়েই চিন্ময়, জন্ম-মৃত্যু রহিত, অব্যয়, জড় কলুষ থেকে মুক্ত, স্বতন্ত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, সব কিছুর আশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্বকারণ, সর্বব্যাপ্ত, জড় দেহের উপর নির্ভরশীল নয়, এবং তাই সর্বদা অনাবৃত। যে ব্যক্তি আত্মার এই বারোটি গুণ সম্বন্ধে অবগত, তিনি যথার্থ বিদ্বান্, এবং তাঁর কর্তব্য "এই জড় শরীরটি আমি, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু আমার" মোহজনিত এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করা।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৫/৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*—"সমস্ত জীবেরাই আমার বিভিন্ন অংশ।" তাই জীবেরা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। ভগবান হচ্ছেন নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবদের মধ্যে পরম। বেদে বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবান

---

[১]আত্মার আশ্রয় ব্যতীত জড় দেহের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

[২]পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে বৃক্ষের ফল এবং ফুলের জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং মৃত্যু, এই সমস্ত পরিবর্তন হলেও বৃক্ষ একইভাবে থাকে। তেমনই আত্মা সর্বতোভাবে বিকার রহিত।

[৩]আত্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না; তা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। সহজেই বোঝা যায় যে জীবের শরীরে আত্মা রয়েছে।

হচ্ছেন পরম, এবং অধীনস্থ সমস্ত জীবদের নিয়ন্তা। যেহেতু জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই গুণগতভাবে তারা ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। এক বিন্দু জলের রাসায়নিক গঠন যেমন বিশাল সমুদ্র থেকে অভিন্ন, ঠিক তেমনই জীবের গুণও ভগবান থেকে অভিন্ন। তার ফলে জীব ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক কিন্তু আয়তনগতভাবে ভিন্ন। ভগবানের প্রতিরূপ জীবকে জানার মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায়, কারণ ভগবানের সমস্ত গুণগুলি অত্যন্ত অল্প মাত্রায় জীবের মধ্যে বর্তমান। এই সূত্রে জীব এবং ভগবানের মধ্যে একত্ব রয়েছে, কিন্তু ভগবান বিভু আর জীব অণু। *অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্* (*কঠোপনিষদ্* ১/২/২০)। জীব পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র, কিন্তু ভগবান মহত্তম থেকেও মহত্তর। মহত্তম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আকাশ হতে পারে, কারণ আমরা মনে করি যে আকাশ অসীম, কিন্তু ভগবান আকাশের থেকেও বড়। তেমনই, আমরা জানি যে, কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান হওয়ার ফলে, জীব পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র, তবুও সর্বকারণের পরম কারণ হওয়ার গুণ ভগবান এবং জীব উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীবের উপস্থিতির ফলেই দেহের অস্তিত্ব এবং দেহের পরিবর্তন হয়। তেমনই, এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের অস্তিত্বের ফলেই প্রকৃতির পরিবর্তন হয়।

এই শ্লোকে *একঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।* মাটি, জল, বায়ু, আগুন, আকাশ, জীব আদি জড় এবং চেতন সব কিছুর অস্তিত্ব আত্মার উপর নির্ভরশীল। যদিও সব কিছুই ভগবানের প্রকাশ, তা বলে ভগবানকে কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা উচিত নয়।

ভগবান এবং জীব উভয়েই পূর্ণ চেতন। জীবরূপে আমরা আমাদের দৈহিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতন। তেমনই, ভগবান সমগ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে চেতন। সেই কথা বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে। *যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্। বিজ্ঞাতারম্ অধিকেন বিজানীয়াৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মজ্যোতিঃ সম্রাড়িহোবাচ। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।* এই সমস্ত বৈদিক নির্দেশগুলি প্রমাণ করে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং অণুসদৃশ জীব উভয়েরই অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। একজন মহান এবং অন্যজন ক্ষুদ্র, কিন্তু উভয়েই সর্বকারণের কারণ—শারীরিকভাবে সীমিত এবং সর্বব্যাপ্তরূপে অসীম।

আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, যদিও আমরা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তবুও আয়তনগতভাবে আমরা কখনই তাঁর সমান নই। নির্বোধ মানুষেরা, গুণগতভাবে নিজেদের ভগবানের সঙ্গে এক বলে দর্শন করে, মূর্খের

মতো মনে করে যে তারা ভগবানের সমান। তাদের বুদ্ধিকে বলা হয় *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*—অমার্জিত বা কলুষিত বুদ্ধি। এই প্রকার ব্যক্তিরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের কঠোর প্রচেষ্টার পর যখন পরম কারণকে জানতে পারেন, তখন অবশেষে তাঁরা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পেরে তাঁর শরণাগত হন (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। এইভাবে তাঁরা মহাত্মায় পরিণত হন। কেউ যদি ভগবানকে বিভু এবং জীবকে অণুরূপে জেনে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। জীব যখন তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার সম্পত্তি বলে মনে করে, তখন সে অজ্ঞানের অন্ধকারে অবস্থান করে। একে বলা হয় *অহং মম* (*জনস্য মোহোঽয়ম্ অহং মমেতি*)। এটিই হচ্ছে মোহ। মানুষের কর্তব্য এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করে সব কিছু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া।

শ্লোক ২১

স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ
ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈ-
রধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত ॥ ২১ ॥

স্বর্ণম্—সোনা; **যথা**—যেমন; **গ্রাবসু**—স্বর্ণখনিজ পাথরে; **হেম-কারঃ**—স্বর্ণবিশেষজ্ঞ; **ক্ষেত্রেষু**—স্বর্ণখনিতে; **যোগৈঃ**—বিভিন্ন পন্থার দ্বারা; **তৎ-অভিজ্ঞঃ**—যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে; **আপ্নুয়াৎ**—অনায়াসে প্রাপ্ত হয়; **ক্ষেত্রেষু**—জড় ক্ষেত্রে; **দেহেষু**—মনুষ্য আদি চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন দেহে; **তথা**—তেমনই; **আত্ম-যোগৈঃ**—আধ্যাত্মিক পন্থার দ্বারা; **অধ্যাত্মবিৎ**—জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম অধ্যাত্মবিদ; **ব্রহ্ম-গতিম্**—আধ্যাত্মিক জীবনের সিদ্ধি; **লভেত**—লাভ করতে পারেন।

অনুবাদ

দক্ষ ভূতত্ত্ববিদ্ যেমন বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে, এবং বিভিন্ন পন্থার দ্বারা স্বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তর থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারেন, তেমনই অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবিদ বুঝতে পারেন কিভাবে জড় দেহের মধ্যে চিন্ময় আত্মা রয়েছে, এবং

এইভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কিন্তু, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বুঝতে পারে না কোথায় সোনা রয়েছে, তেমনই যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করেনি সে কখনই বুঝতে পারে না কিভাবে দেহের ভিতর আত্মা রয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মূর্খ ব্যক্তিরা, এমন কি তথাকথিত জ্ঞানী, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা দেহের ভিতরে আত্মার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—আধ্যাত্মিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের শিক্ষা যথাযথভাবে লাভ না করলে যেমন কোন্ পাথরে সোনা রয়েছে তা বোঝা যায় না, তেমনই সদ্‌গুরুর কাছে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ না করলে বোঝা যায় না কোন্‌টি চিন্ময় আত্মা এবং কোন্‌টি জড় পদার্থ। এখানে বলা হয়েছে, *যোগৈস্তদভিজ্ঞঃ*। অর্থাৎ, যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত তিনি দেহের অভ্যন্তরে চিন্ময় আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু, যে ব্যক্তি পাশবিক চেতনা সমন্বিত এবং যার কোন রকম আধ্যাত্মিক সংস্কার নেই, তার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। একজন দক্ষ খনিজবিদ বা ভূতত্ত্ববিদ যেমন বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে এবং তারপর তার অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা সেই খনি খনন করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা থেকে স্বর্ণ প্রাপ্ত হন, তেমনই একজন অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবিদ বুঝতে পারেন জড়ের মধ্যে কোথায় আত্মা রয়েছে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করেনি, সে যেমন সোনা এবং পাথরের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না, তেমনই মূর্খ দুরাচারীরা, যারা সুদক্ষ গুরুদেবের কাছে আত্মা এবং জড় পদার্থ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়নি, তারা দেহের অভ্যন্তরে আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই প্রকার জ্ঞান লাভ করতে হলে, যোগের পন্থায় শিক্ষিত হতে হয়, এবং অবশেষে ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করতে হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন না করলে, দেহের অভ্যন্তরে আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। তাই *ভগবদ্‌গীতার* শুরুতেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না। (*ভগবদ্‌গীতা* ২/১৩) এইভাবে প্রথম উপদেশ হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা রয়েছে এবং তা যে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে তা হৃদয়ঙ্গম করা। এটিই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সূচনা। যে ব্যক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নয় অথবা তা জানতে অনিচ্ছুক, সে দেহাত্মবুদ্ধিতেই অথবা পাশবিক চেতনাতেই থাকে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে........স এব গোখরঃ*। মানব-সমাজের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য স্পষ্টরূপে *ভগবদ্‌গীতার* উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা, কারণ তা হলেই কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে এবং আপনা থেকেই মোহের অন্ধকার দূর হবে, যার দ্বারা মানুষ মনে করে, "এই শরীরটিই আমি, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তা সবই আমার (*অহং মমেতি*)।" এই প্রকার পাশবিক চেতনা অচিরেই পরিত্যাগ করা উচিত। আত্মা এবং যে ভগবানের সঙ্গে আমরা নিত্য সম্পর্কযুক্ত, সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে মানুষের জানতে চেষ্টা করা উচিত। তার ফলে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ২২

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রয় এব হি তদ্‌গুণাঃ ।
বিকারাঃ ষোড়শাচার্যৈঃ পুমানেকঃ সমন্বয়াৎ ॥ ২২ ॥

অষ্টৌ—আট; **প্রকৃতয়ঃ**—প্রকৃতি; **প্রোক্তাঃ**—বলা হয়; **ত্রয়ঃ**—তিন; **এব**—নিঃসন্দেহে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-গুণাঃ**—জড় প্রকৃতির গুণ; **বিকারাঃ**—বিকার; **ষোড়শ**—ষোল; **আচার্যৈঃ**—আচার্যদের দ্বারা; **পুমান্**—জীব; **একঃ**—এক; **সমন্বয়াৎ**—সমন্বয়ের ফলে।

অনুবাদ

ভগবানের আটটি ভিন্ন জড় শক্তি, তিনটি গুণ এবং ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মাটি, জল আদি পঞ্চ মহাভূত)—এই সবের মধ্যে এক আত্মা সাক্ষীরূপে বিরাজমান। তাই সমস্ত মহান আচার্যেরা উল্লেখ করেছেন যে, আত্মা এই সমস্ত জড় উপাদানের দ্বারা আবদ্ধ।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে *ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈরধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত*—"আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন চিন্ময় আত্মা কিভাবে জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করে, এবং এইভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলন করার দ্বারা তিনি পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।" দেহের মধ্যে আত্মার অনুসন্ধানে পারদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তির আটটি বহিরঙ্গা শক্তি হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য, যাদের সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৪) বলা হয়েছে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।" ভূমিতে ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ নিহিত রয়েছে। ভূমিতে গোলাপ ফুলের সুগন্ধ, মিষ্ট ফলের স্বাদ এবং আমরা যা কিছু চাই তা সবই রয়েছে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১০/৪) বলা হয়েছে, *সর্বকামদুঘা মহী*—পৃথিবীতে (মহী) আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি রয়েছে। তার ফলে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সমস্ত বিষয়গুলি ভূমি বা পৃথিবীতে রয়েছে। স্থূল জড় উপাদান এবং সূক্ষ্ম জড় উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) দিয়ে সমগ্র জড়া প্রকৃতি রচিত।

জড়া প্রকৃতিতে রয়েছে তিনটি গুণ—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। এই গুণগুলি আত্মার নয়, জড়া প্রকৃতির। এই তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, এবং তাদের নিয়ন্তা মনের প্রকাশ হয়। তারপর এই গুণ অনুসারে জীব বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান, চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা সহকারে বিভিন্ন প্রকার কর্ম অনুষ্ঠান করার সুযোগ লাভ করে। এইভাবে দেহরূপ যন্ত্রটি কার্য করতে শুরু করে।

এগুলি যথাযথভাবে সাংখ্যযোগের মহান আচার্যগণ, বিশেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার দেবহূতি-পুত্র কপিল বিশ্লেষণ করেছেন। সেই কথা এখানে *আচার্যৈঃ* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রামাণিক আচার্য ব্যতীত অন্য কাউকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*—কেউ যখন দক্ষ আচার্যের শরণ গ্রহণ করেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

জীবের স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, কিন্তু শরীর বিভিন্ন জড় উপাদানের সমন্বয়। তার প্রমাণ দেখা যায় যখন জীব সেই জড় উপাদানের মিশ্রণটি ত্যাগ করে, তখন তা

একটি জড় পিণ্ডে পরিণত হয়। এই জড় পদার্থ জড় জগতের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, এবং চিন্ময় আত্মা ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, এবং জীবাত্মাও এক, কিন্তু স্বতন্ত্র আত্মা জড় শক্তির সমন্বয়ের ফলে গঠিত দেহের ঈশ্বর, কিন্তু ভগবান সমগ্র জড় জগতের ঈশ্বর। জীব তার বিশেষ শরীরের ঈশ্বর, এবং তার কার্যকলাপ অনুসারে সে বিভিন্ন প্রকার সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু, পরম পুরুষ পরমাত্মা এক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে সমস্ত শরীরে বিরাজমান।

জড়া প্রকৃতিকে চব্বিশটি উপাদানে প্রকৃতপক্ষে বিভক্ত করা হয়। জড় দেহের দেহী জীবাত্মা হচ্ছে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, এবং সর্বোপরি রয়েছেন পরমাত্মারূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং সেই পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব। কেউ যখন এই ছাব্বিশটি তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি অধ্যাত্মবিদ্ হন, অর্থাৎ জড় পদার্থ এবং চেতন আত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গমে দক্ষ হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলা হয়েছে, *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানম্*—ক্ষেত্র (শরীর), আত্মা এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যতক্ষণ মানুষ আত্মার সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, ততক্ষণ তার জ্ঞান অপূর্ণ। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব-কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" জড় এবং চেতন সব কিছুই বাসুদেবের বিভিন্ন শক্তি। সেই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় অংশ জীব তাঁর অধীন তত্ত্ব। এই পূর্ণজ্ঞান যখন লাভ হয়, তখন জীব পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয় (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)।

শ্লোক ২৩

দেহস্তু সর্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা ।
অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতৎ ত্যজন্ ॥ ২৩ ॥

দেহঃ—শরীর; **তু**—কিন্তু; **সর্ব-সংঘাতঃ**—চব্বিশটি তত্ত্বের সমন্বয়; **জগৎ**—গতিশীল; **তস্থুঃ**—এবং স্থাবর; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বিধা**—দুই প্রকার; **অত্র এব**—এই বিষয়ে;

মৃগ্যঃ—অন্বেষণীয়; **পুরুষঃ**—জীব, আত্মা; **ন**—না; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—না; **ইতি**—এইভাবে; **ইতি**—এইভাবে; **অতৎ**—যা আত্মা নয়; **ত্যজন্**—পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

প্রতিটি জীবের দুই প্রকার শরীর রয়েছে—পঞ্চ-ভূতাত্মক স্থূল শরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীর। এই শরীরের মধ্যে রয়েছে চিন্ময় আত্মা। মানুষের কর্তব্য "এটি নয়, এটি নয়," এইভাবে বিচার করে আত্মার অনুসন্ধান করা এবং এইভাবে চিন্ময় আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ*। অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন মাটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন কোথায় স্বর্ণ রয়েছে এবং তারপর সেই স্থান খনন করতে শুরু করেন, তারপর তিনি নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে সেই পাথর বিশ্লেষণ করে স্বর্ণ পরীক্ষা করেন, তেমনই আত্মার অন্বেষণ করার জন্য সারা শরীরের বিশ্লেষণ করা মানুষের কর্তব্য। নিজের শরীর বিশ্লেষণ করার সময় মানুষের প্রশ্ন করা উচিত তার মাথাটি কি তার আত্মা, তার আঙ্গুলগুলি কি তার আত্মা, তার হাতটি কি তার আত্মা, ইত্যাদি। এইভাবে একে একে সমস্ত জড় তত্ত্ব এবং জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত শরীরটিকে অতিক্রম করতে হয়। তারপর, কেউ যদি সত্য সত্যই দক্ষ হন এবং আচার্যকে অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান চিন্ময় আত্মা। সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* তাঁর উপদেশের শুরুতেই বলেছেন—

> *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।*
> *তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥*

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) আত্মা দেহের মালিক এবং সে দেহের ভিতরে রয়েছে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্লেষণ। আত্মা কখনও শরীরের উপাদানগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হয় না। আত্মা যদিও দেহের ভিতরে রয়েছে, তবুও সে পৃথক এবং সর্বদাই শুদ্ধ।

মানুষের কর্তব্য এইভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আত্মাকে উপলব্ধি করা। সেটিই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান। *নেতি নেতি* হচ্ছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জড় পদার্থগুলি পরিত্যাগ করার পন্থা। দক্ষতাপূর্বক এইভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বোঝা যায় আত্মা কোথায় রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি দক্ষ নয়, সে সোনা এবং মাটির অথবা আত্মা এবং জড় শরীরের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না।

শ্লোক ২৪

অন্বয়ব্যতিরেকেণ বিবেকেনোশতাত্মনা ।
স্বর্গস্থানসমাম্নায়ৈর্বিমৃশদ্ভিরসত্বরৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্যতিরেকেণ**—এবং পরোক্ষভাবে; **বিবেকেন**—পরিপক্ক বিচারের দ্বারা; **উশতা**—শুদ্ধ; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **স্বর্গ**—সৃষ্টি; **স্থান**—পালন; **সমাম্নায়ৈঃ**—এবং বিনাশের দ্বারা; **বিমৃশদ্ভিঃ**—যারা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের দ্বারা; **অসত্বরৈঃ**—অত্যন্ত ধীর।

অনুবাদ

ধীর এবং দক্ষ ব্যক্তিদের কর্তব্য, বিশ্লেষণের দ্বারা পবিত্র মনের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশধর্মী সমস্ত বস্তুর সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এবং পার্থক্য নিরূপণ করা।

তাৎপর্য

ধীর ব্যক্তি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে দেহ ও আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। যেমন, কেউ যখন মাথা, হাত, পা ইত্যাদি সমন্বিত তার দেহের কথা বিচার করে, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার দেহের সঙ্গে তার আত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কেউ বলে না, "আমি মাথা", সকলেই বলে "আমার মাথা"। অতএব দুটি বস্তু রয়েছে—মাথা এবং 'আমি'। যদিও তারা একত্রীভূত বলে মনে হয় তবুও তারা এক নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "আমরা যখন দেহের বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে মাথা, হাত, পা, উদর, রক্ত, অস্থি, মল, মূত্র ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু এই সব কিছু বিচার করার পরেও আত্মার অস্তিত্ব কোথায়?" কিন্তু ধীর ব্যক্তি বৈদিক উপদেশের সুযোগ নিয়ে সেই কথা জানতে পারেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন যাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩/১/১)।

এইভাবে তিনি জানতে পারেন যে মাথা, হাত, পা, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শরীরটি আত্মার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। আত্মার উপস্থিতির ফলেই দেহ, মাথা, হাত, পা ইত্যাদির বৃদ্ধি হয়, তা না হলে হয় না। একটি মৃত শিশুর বৃদ্ধি হয় না, কারণ তার শরীরে আত্মার উপস্থিতি নেই। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেহের বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি আত্মার উপস্থিতি অনুভব না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে তার কারণ হচ্ছে তার অজ্ঞতা। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে, কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ আয়তন বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম আত্মাকে উপলব্ধি করা কি করে সম্ভব? এই প্রকার মানুষেরা মূর্খের মতো মনে করে যে, রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে জড় দেহের সৃষ্টি হয়েছে, যদিও সেই সমস্ত রাসায়নিক তত্ত্বগুলি তারা কখনও খুঁজে পায় না। *বেদ* কিন্তু বলছে যে, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে জীবনের উদ্ভব হয় না; জীবন আসে আত্মা এবং পরমাত্মা থেকে, এই জীবনী শক্তির ভিত্তিতেই দেহের বৃদ্ধি হয়। গাছের উপস্থিতির ফলেই সেই গাছের ফলের ছয় প্রকার পরিবর্তন হয়। যদি গাছ না থাকে, তা হলে ফলের বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই দেহের অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে আত্মা এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব রয়েছে। এটিই *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি—*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে* । ভগবান এবং তাঁর ভিন্ন অংশ জীবের উপস্থিতির ফলেই দেহের অস্তিত্ব রয়েছে। তার বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজমান। বেদে বলা হয়েছে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—সব কিছুই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তির বিস্তার। *সূত্রে মণিগণা ইব*—মুক্তামালায় মুক্তাগুলি যেমন সূত্রের দ্বারা একত্রে গাঁথা থাকে, তেমনই সব কিছুই ভগবানের উপর আশ্রিত। এই সূত্র হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। তিনি পরম কারণ, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর উপর সব কিছু আশ্রিত (*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*)। এইভাবে আমাদের আত্মা এবং পরমাত্মার অধ্যয়ন করতে হয়, যাঁদের উপর সমগ্র জড় জগৎ আশ্রিত। *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি*— এই বৈদিক উক্তিতে তার বিশ্লেষণ হয়েছে।

শ্লোক ২৫

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির; **জাগরণম্**—স্থূল ইন্দ্রিয়ের জাগ্রত বা সক্রিয় অবস্থা; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন (স্থূল শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় অবস্থা); **সুষুপ্তিঃ**—গভীর নিদ্রা বা সমস্ত কার্যকলাপের নিবৃত্তি (যদিও জীব দ্রষ্টা); **ইতি**—এইভাবে; **বৃত্তয়ঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপ; **তাঃ**—তারা; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অনুভূয়ন্তে**—অনুভূত হয়; **সঃ**—তার; **অধ্যক্ষঃ**—পর্যবেক্ষক (যিনি কার্যকলাপ থেকে ভিন্ন); **পুরুষঃ**—ভোক্তা; **পরঃ**—চিন্ময়।

অনুবাদ

বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। যিনি এই তিনটি বৃত্তিকেই অনুভব করেন, তিনিই আদি নিয়ন্তা, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

বুদ্ধি ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এমন কি স্বপ্ন অথবা সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম কার্যকলাপের নিবৃত্তিও উপলব্ধি করা যায় না। উপদ্রষ্টা এবং নিয়ন্তা হচ্ছেন ভগবান বা পরমাত্মা, যাঁর নির্দেশনায় জীবাত্মা বুঝতে পারে কখন সে জাগ্রত, কখন সে নিদ্রিত এবং কখন সে সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" সমস্ত জীবেরা তাদের বুদ্ধির মাধ্যমে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। প্রতিটি জীবের সঙ্গে সব সময় সখারূপে থাকেন যে ভগবান, তিনিই বুদ্ধি প্রদান করেন। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, জীবের বুদ্ধি যখন কর্মের ঊর্ধ্বে সুখ এবং দুঃখকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে, তখন জীবকে বলা হয় সত্ত্ববুদ্ধি। স্বপ্নের অবস্থায় উপলব্ধি আসে ভগবান থেকে (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। ভগবান বা পরমাত্মা হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং তাঁর পরিচালনায় জীবেরা হচ্ছে উপনিয়ন্তা। মানুষের কর্তব্য তার বুদ্ধির সাহায্যে ভগবানকে জানা।

শ্লোক ২৬

এভিস্ত্রিবর্ণৈঃ পর্যস্তৈর্বুদ্ধিভেদৈঃ ক্রিয়োদ্ভবৈঃ ।
স্বরূপমাত্মনো বুধ্যেদ্ গন্ধৈর্বায়ুমিবান্বয়াৎ ॥ ২৬ ॥

এভিঃ—এগুলির দ্বারা; **ত্রিবর্ণৈঃ**—তিন গুণের দ্বারা রচিত; **পর্যস্তৈঃ**—পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে (জীবনী শক্তিকে স্পর্শ না করার ফলে); **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ভেদৈঃ**—পার্থক্য; **ক্রিয়া-উদ্ভবৈঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **আত্মনঃ**—আত্মার; **বুধ্যেৎ**—বোঝা উচিত; **গন্ধৈঃ**—গন্ধের দ্বারা; **বায়ুম্**—বায়ু; **ইব**—সদৃশ; **অন্বয়াৎ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে।

অনুবাদ

সৌরভের দ্বারা যেমন বায়ুর উপস্থিতি অনুভব করা যায়, তেমনই ভগবানের পরিচালনায় বুদ্ধির এই তিন বিভাগের দ্বারা আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই তিনটি বিভাগ কিন্তু আত্মা নয়; সেগুলি তিন গুণ সমন্বিত এবং ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন।

তাৎপর্য

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আমাদের অস্তিত্বের তিনটি অবস্থা রয়েছে—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। এই তিনটি অবস্থাতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুভব করি। এইভাবে আত্মা এই তিনটি অবস্থার দ্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, দেহের কার্যকলাপ আত্মার কার্যকলাপ নয়। আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। ঠিক যেমন সৌরভ তার বাহক বায়ু থেকে ভিন্ন, তেমনই আত্মাও জড় কার্যকলাপ থেকে অনাসক্ত থাকে। এই বিশ্লেষণ তিনিই করতে পারেন, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। *বেদে* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। কেউ যদি ভগবানকে জানতে পারে, তা হলে আপনা থেকেই তার অন্য সব কিছুই জানা হয়ে যায়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করার ফলে, বড় বড় পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং ধর্মনেতারাও সর্বদাই মোহাচ্ছন্ন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

কেউ যদি কৃত্রিমভাবে নিজেকে জড় কলুষ থেকে মুক্ত বলে মনে করে, তবুও সে যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে তার বুদ্ধি কলুষিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৩/৪২) বলা হয়েছে—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে রয়েছে মন, মনের ঊর্ধ্বে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আত্মা। চরমে, বুদ্ধি যখন ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নির্মল হয়, তখন জীব বুদ্ধিযোগের স্তর প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধেও *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*। ভগবদ্ভক্তি যখন বিকশিত হয় তখন বুদ্ধি নির্মল হয়, এবং তখন ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই বুদ্ধি ব্যবহার করা যায়।

শ্লোক ২৭

এতদ্দ্বারো হি সংসারো গুণকর্মনিবন্ধনঃ ।
অজ্ঞানমূলোঽপার্থোঽপি পুংসঃ স্বপ্ন ইবার্প্যতে ॥ ২৭ ॥

এতৎ—এই; **দ্বারঃ**—যার দ্বার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সংসারঃ**—জড় জগৎ, যেখানে জীব ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে; **গুণ-কর্ম-নিবন্ধনঃ**—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ; **অজ্ঞান-মূলঃ**—অজ্ঞান যার মূল; **অপার্থঃ**—অবাস্তব; **অপি**—যদিও; **পুংসঃ**—জীবের; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **ইব**—সদৃশ; **অর্প্যতে**—স্থাপন করা হয়।

অনুবাদ

কলুষিত বুদ্ধির ফলে মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়, এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বপ্নে যেমন মানুষ অলীক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তেমনই অজ্ঞানজনিত সংসার অবাঞ্ছিত এবং নশ্বর।

তাৎপর্য

নশ্বর জীবনের অবাঞ্ছিত অবস্থাকে বলা হয় অজ্ঞান। মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, জড় দেহ নশ্বর, কারণ এক বিশেষ সময়ে তার উৎপত্তি হয়, এবং জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, স্থিতি, রূপান্তর এবং ক্ষয়—এই ছয়টি অবস্থা পার করে এক নিশ্চিত সময়ে তার বিনাশ হয়। নিত্য আত্মার এই অবস্থার কারণ অজ্ঞান, এবং যদিও তা ক্ষণস্থায়ী, তা অবাঞ্ছিত। অজ্ঞানের ফলে জীব একটি অনিত্য দেহের পর আর

একটি অনিত্য দেহ ধারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জীবাত্মার এই ধরনের অনিত্য দেহে প্রবেশ করার কোন আবশ্যকতা নেই। তার অজ্ঞানের ফলে অথবা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে য়াওয়ার ফলে তাকে তা করতে হয়। তাই মনুষ্য-জীবনে যখন বিকশিত বুদ্ধি লাভ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করার মাধ্যমে চেতনার পরিবর্তন সাধন করা উচিত। তার ফলে মুক্ত হওয়া যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" শ্রীকৃষ্ণকে জেনে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে, জড় জগতের বন্ধনেই আবদ্ধ থাকতে হয়। এই বদ্ধ অবস্থার নিবৃত্তি সাধনের জন্য ভগবানের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে ভগবান তা দাবি করেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*।

মহারাজ ঋষভদেব সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন—*ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ* । মানুষের কর্তব্য যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ঙ্গম করা যে, দেহটি অনিত্য এবং তা চিরকাল থাকবে না, এবং যতক্ষণ দেহটি রয়েছে ততক্ষণ জড় জগতের দুঃখকষ্ট ভোগ করতেই হবে। তাই, সাধুসঙ্গের প্রভাবে, সদ্গুরুর উপদেশে, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে এই জড় জগতে তাঁর বদ্ধ অবস্থার সমাপ্তি হবে, এবং তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃতরূপ মূল চেতনা পুনর্জাগরিত হবে। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, জড় অস্তিত্ব, তা জাগ্রত অবস্থাতেই হোক বা স্বপ্নাবস্থাতেই হোক তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার কোন প্রকৃত মূল্য নেই। এই উপলব্ধি ভগবানের কৃপার ফলেই সম্ভব। ভগবানের এই কৃপাও *ভগবদ্গীতার* উপদেশরূপে বর্তমান। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত মূর্খ জীবদের, বিশেষ করে মানুষদের জাগরিত করার পরোপকারের ধর্ম গ্রহণ করতে, যাতে সকলে কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসতে পারে এবং বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত শ্লোক দুটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

দুঃখরূপোঽপি সংসারো বুদ্ধিপূর্বমবাপ্যতে ।
যথা স্বপ্নে শিরশ্ছেদং স্বয়ং কৃত্বাত্মনো বশঃ ॥

ততো দুঃখমাবাপ্যেত তথা জাগরিতোঽপি তু ।
জানন্নপ্যাত্মনো দুঃখমবশস্তু প্রবর্ততে ॥

মানুষের বোঝা উচিত যে, জড়-জাগতিক জীবন দুঃখময়। বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তা উপলব্ধি করা যায়। বুদ্ধি যখন নির্মল হয় তখন মানুষ বুঝতে পারে যে অবাঞ্ছিত, অনিত্য জড়-জাগতিক জীবন ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। ঠিক যেমন স্বপ্নে মাথা কাটা গেলে বেদনা অনুভব হয়, কিন্তু অজ্ঞানবশত কেবল স্বপ্ন দেখার সময়ই দুঃখকষ্ট ভোগ হয় না, জাগ্রত অবস্থাতেও হয়। ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীব অজ্ঞানেই পড়ে থাকে এবং নানাভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

শ্লোক ২৮

তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কর্তব্যং কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ।
বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভবদ্ভিঃ**—তোমাদের দ্বারা; **কর্তব্যম্**—করণীয়; **কর্মণাম্**—সমস্ত কর্মের; **ত্রিগুণ-আত্মনাম্**—ত্রিগুণাত্মক; **বীজ-নির্হরণম্**—বীজ দগ্ধ করে; **যোগঃ**—ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থা; **প্রবাহ**—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির নিরন্তর ধারা; **উপরমঃ**—নিবৃত্তি; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি।

অনুবাদ

অতএব, হে বন্ধু দৈত্যবালকগণ, তোমাদের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা, যার ফলে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন সকাম কর্মের বীজ দগ্ধ হবে এবং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির প্রবাহ নিবৃত্ত হবে। অর্থাৎ, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তাঁর অজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায়

উন্নীত হয়েছেন।" ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে, তৎক্ষণাৎ প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার অতীত চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। অজ্ঞানের মূল হচ্ছে জড় চেতনা, যা আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণভাবনার দ্বারা বিনাশ করা অবশ্য কর্তব্য। *বীজনির্হরণম্* শব্দটির অর্থ জড়-জাগতিক জীবনের মূল কারণ ভস্মীভূত করা। মেদিনী অভিধানে, *যোগ* শব্দটির অর্থ তার ফল রূপে প্রদান করা হয়েছে—*যোগেঃ পূর্বার্থসম্প্রাপ্তৌ সঙ্গতিধ্যানযুক্তিষু*। অজ্ঞানবশত বিষম পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়কে বলা হয় যোগ। তাকে মুক্তিও বলা হয়। *মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*। *মুক্তি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, অজ্ঞান বা মোহজনিত স্থিতির ফলে জীব যে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়, সেই অবস্থা পরিত্যাগ করা। স্বীয় স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের নামই হচ্ছে মুক্তি, এবং যে পন্থার দ্বারা তা লাভ করা হয় তাকে বলা হয় যোগ। এইভাবে যোগ হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান এবং সাংখ্যেরও ঊর্ধ্বে। বাস্তবিকপক্ষে, যোগ হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন (*তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন*)। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* আরও বলেছেন যে, যিনি ভগবদ্ভক্তির পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪৭) এইভাবে যিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা অনুশীলনের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৯

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র—সেই সম্পর্কে (ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার); **উপায়**—পন্থা; **সহস্রাণাম্**—হাজার হাজার; **অয়ম্**—এই; **ভগবতা উদিতঃ**—ভগবান প্রদত্ত; **যৎ**—যা; **ঈশ্বরে**—ভগবানে; **ভগবতি**—ভগবান; **যথা**—যতখানি; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **অঞ্জসা**—শীঘ্র; **রতিঃ**—প্রীতি।

অনুবাদ

ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পন্থাটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানতে হবে। সেই পন্থাটি হচ্ছে ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান।

তাৎপর্য

যে সমস্ত যোগের পন্থা মানুষকে জড় জগতের কলুষের বন্ধন থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করে, তাদের মধ্যে যে পন্থাটি ভগবান স্বয়ং প্রদান করেছেন, সেটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করতে হবে। সেই পন্থা স্পষ্টভাবে *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা কারণ ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*—"আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না।" ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তকে রক্ষা করবেন এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন, তাই দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পাপের ফলেই জীবের ভব-বন্ধন। তাই, ভগবান যেহেতু আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন, সেই জন্য দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। অতএব আত্মারূপে নিজের স্বরূপ অবগত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার পন্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত বৈদিক কার্যক্রম এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং বেদের নির্দেশ থেকে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"ভগবান এবং শ্রীগুরুদেব উভয়ের প্রতি যে মহাত্মা ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, তাঁর কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/২৩) ভগবানের প্রতিনিধি শুদ্ধ ভক্তকে গুরুরূপে বরণ করতে হয় এবং তাঁকে ভগবানেরই মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। যিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁর কাছে সিদ্ধিলাভের উপায় আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকে *যৈরঞ্জসা রতিঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করার ফলে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের প্রতি আসক্ত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি এই আসক্তির ফলে ভগবানকে জানা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায়

যে, ভগবান কে, আমরা কে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, এই সমস্ত জ্ঞান অনায়াসে ভক্তিযোগের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভক্তিযোগের স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই ভব-বন্ধন এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই কথা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা সাফল্যের রহস্য ব্যক্ত করে।

শ্লোক ৩০-৩১

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলব্ধার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ ৩০ ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াং চ কীর্তনৈর্গুণকর্মণাম্ ।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

গুরু-শুশ্রূষয়া—সদ্‌গুরুর সেবা করার দ্বারা; **ভক্ত্যা**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **সর্ব**—সমস্ত; **লব্ধ**—জড়-জাগতিক লাভ; **অর্পণেন**—অর্পণ করার দ্বারা (শ্রীগুরুদেবকে অথবা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে); **চ**—এবং; **সঙ্গেন**—সঙ্গের দ্বারা; **সাধু-ভক্তানাম্**—ভক্ত এবং সাধুদের; **ঈশ্বর**—ভগবানের; **আরাধনেন**—আরাধনার দ্বারা; **চ**—এবং; **শ্রদ্ধয়া**—ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সহকারে; **তৎ-কথায়াম্**—ভগবানের কথা আলোচনায়; **চ**—এবং; **কীর্তনৈঃ**—মহিমা কীর্তনের দ্বারা; **গুণ-কর্মণাম্**—ভগবানের দিব্যগুণ এবং কার্যকলাপের; **তৎ**—তাঁর; **পাদ-অম্বুরুহ**—শ্রীপাদপদ্মের; **ধ্যানাৎ**—ধ্যানের দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **লিঙ্গ**—রূপ (বিগ্রহ); **ঈক্ষ**—দর্শন করে; **অর্হণ-আদিভিঃ**—এবং পূজার দ্বারা।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য সদ্‌গুরু গ্রহণ করে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করা। নিজের যা কিছু রয়েছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা উচিত, এবং সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা, শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা, ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করা, সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা এবং শাস্ত্র ও গুরুর নির্দেশ অনুসারে গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, যে পন্থা অচিরেই ভগবানের প্রতি প্রেম এবং অনুরাগ বর্ধিত করে, হাজার হাজার পন্থার মধ্যে সেটিই ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। আরও বলা হয়েছে, *ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্*—প্রকৃতপক্ষে ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের পন্থা গ্রহণ করার ফলে অনায়াসেই তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যেমন বলা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*—ধর্মের তত্ত্ব ভগবানই প্রণয়ন করেছেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকেও *ভগবতোদিতঃ* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। ভগবানের নির্দেশ অভ্রান্ত, এবং তাঁর ফলও সর্বতোভাবে নিশ্চিত। তাঁর নির্দেশ অনুসারে ধর্মের আদর্শ রূপ হচ্ছে ভক্তিযোগ, যা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হলে প্রথমেই সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/৭৪-৭৫) উপদেশ দিয়েছেন—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্ ।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্ ॥
সদ্ধর্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে ।

মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরু গ্রহণ করা। শিষ্যের কর্তব্য ঐকান্তিভাবে জিজ্ঞাসু হওয়া; তার কর্তব্য সনাতন ধর্মের বিষয়ে জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া। *গুরুশুশ্রূষয়া* পদটির অর্থ হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা, অর্থাৎ তাঁকে স্নান করতে, বস্ত্র পরিধান করতে, আহার করতে, নিদ্রা যেতে, এবং তাঁর অন্যান্য কার্যে সাহায্য করা উচিত। একে বলা হয় *গুরুশুশ্রূষণম্।* শিষ্যের কর্তব্য ভৃত্যের মতো শ্রীগুরুদেবের সেবা করা এবং তার কাছে যা কিছু রয়েছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা। *প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা*। সকলেরই প্রাণ রয়েছে, ধন রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে, এবং বাণী রয়েছে, এবং এই সবই শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানকে নিবেদন করতে হয়। কর্তব্যরূপে শ্রীগুরুদেবকে সব কিছু নিবেদন করতে হয়, এবং শ্রীগুরুদেবকে সেই নিবেদন সর্বান্তঃকরণে করা উচিত—কৃত্রিমভাবে জড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নয়। এই নিবেদনকে বলা হয় অর্পণ। অধিকন্তু, ভগবদ্ভক্তির যথাযথ আচার-আচরণ শিক্ষার জন্য ভক্ত এবং সাধুদের সঙ্গে বাস করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীগুরুদেবকে যা কিছু নিবেদন করা হয়

তা প্রেম এবং অনুরাগ সহকারে করা উচিত, জড় প্রশংসা লাভের জন্য নয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই সম্বন্ধে বিচার করাও অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, সাধুর আচরণ সাধুসদৃশ হওয়া কর্তব্য (*সাধবঃ সদাচারাঃ)।* আদর্শ আচরণে আগ্রহশীল না হলে, তিনি সাধু পদের উপযুক্ত হন না। তাই বৈষ্ণবকে বা সাধুকে আদর্শ সদাচার সর্বতোভাবে অবলম্বন করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য, অর্থাৎ তাঁর সেবা করা এবং তাঁর বন্দনা করা কর্তব্য। কিন্তু যদি কেউ সঙ্গ করার উপযুক্ত না হয়, তা হলে তার সঙ্গ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥ ৩২ ॥

হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবের; **ভগবান্**—পরম পুরুষ; **আস্তে**—অবস্থিত; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **ইতি**—এইভাবে; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **মনসা**—সেই কথা জেনে; **কামৈঃ**—বাসনার দ্বারা; **তৈঃ**—সেই; **সাধু মানয়েৎ**—প্রচুর সম্মান করা উচিত।

অনুবাদ

প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা উচিত। এইভাবে প্রতিটি জীবকে তার স্থিতি অনুসারে সম্মান করা উচিত।

তাৎপর্য

হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু। এই উক্তিটির কদর্থ করে অসৎ ব্যক্তিরা কখনও কখনও বলে যে, ভগবান শ্রীহরি যেহেতু প্রতিটি জীবের মধ্যে অবস্থিত, তাই প্রতিটি জীবই শ্রীহরি। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা আত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য অবগত নয়। আত্মা হচ্ছে জীব, এবং পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান। জীবাত্মা সর্ব অবস্থাতেই পরমাত্মা ভগবান থেকে ভিন্ন। তাই *হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু* পদটির অর্থ হচ্ছে যে, শ্রীহরি প্রতিটি জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজমান—জীবাত্মারূপে নন। যদিও আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। প্রতিটি জীবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। কখনও প্রতিটি জীবকে

পরমাত্মা বলে ভুল করা উচিত নয়। কখনও কখনও অসৎ ব্যক্তিরা কোন জীবকে দরিদ্র-নারায়ণ, স্বামী-নারায়ণ, অমুক নারায়ণ অথবা তমুক নারায়ণরূপে আখ্যা দেয়। কিন্তু মানুষের স্পষ্টভাবে জানা উচিত যে, নারায়ণ যদিও প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তবুও জীব কখনও নারায়ণ হয় না।

শ্লোক ৩৩

এবং নির্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে ।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **নির্জিত**—দমন করে; **ষড়্বর্গৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের ছয়টি লক্ষণ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য) দ্বারা; **ক্রিয়তে**—করা হয়; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ঈশ্বরে**—পরম নিয়ন্তা; **বাসুদেবে**—শ্রীবাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবান; **যয়া**—যার দ্বারা; **সংলভ্যতে**—লাভ হয়; **রতিঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য—এই ষড়্রিপুকে জয় করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি নিশ্চিতরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তর প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ত্রিশ এবং একত্রিশ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করা। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ শৈশব অবস্থা থেকেই গুরুকুলে বাস করে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার শিক্ষা লাভ করা উচিত (*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ*)। *ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১২/১)। এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম স্তর। *গুরুপাদাশ্রয়ঃ সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্, সদ্ধর্মপৃচ্ছা*। শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করে শিষ্য ভগবদ্ভক্তির স্তর লাভ করেন এবং তাঁর জড়-জাগতিক সম্পদের প্রতি অনাসক্ত হন। তাঁর যা কিছু সম্পদ সেই সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করেন, যিনি তাঁকে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* এই পন্থায় যুক্ত করেন। শিষ্য নিষ্ঠা সহকারে তা অনুসরণ করেন এবং এইভাবে তিনি ইন্দ্রিয় দমন করতে শেখেন। তারপর, তাঁর বিশুদ্ধ

বুদ্ধির সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে ভগবানের প্রেমিকে পরিণত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ*। এইভাবে মানুষ পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আসক্তি প্রকট হয়। তখন তিনি *ভাব* এবং *অনুভাব* অনুভব করে দিব্য আনন্দের স্তর প্রাপ্ত হন। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

নিশম্য কর্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি ।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥ ৩৪ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **কর্মাণি**—দিব্য কার্যকলাপ; **গুণান্**—চিন্ময় গুণাবলী; **অতুল্যান্**—অসাধারণ (যা সাধারণ মানুষে দেখা যায় না); **বীর্যাণি**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **লীলা-তনুভিঃ**—তাঁর লীলা-বিলাসের বিভিন্ন রূপের দ্বারা; **কৃতানি**—অনুষ্ঠিত; **যদা**—যখন; **অতিহর্ষ**—অত্যন্ত আনন্দের ফলে; **উৎপুলক**—রোমাঞ্চ; **অশ্রু**—চোখের জল; **গদ্গাদম্**—অবরুদ্ধ কণ্ঠ; **প্রোৎকণ্ঠঃ**—মুক্ত কণ্ঠে; **উদ্গায়তি**—উচ্চস্বরে কীর্তন করে; **রৌতি**—ক্রন্দন করে; **নৃত্যতি**—নৃত্য করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন, এবং তার ফলে তিনি মুক্ত পুরুষ। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ, বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যখন লীলাবিলাস পরায়ণ ভগবানের বিবিধ অবতারের দিব্য গুণাবলী এবং অসাধারণ বীর্যবতী কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, অত্যন্ত আনন্দবশত তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। কখনও কখনও তিনি মুক্ত কণ্ঠে গান করেন, নৃত্য করেন এবং কখনও কখনও তিনি ক্রন্দন করেন। এইভাবে তিনি তাঁর দিব্য আনন্দ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের কার্যকলাপ অসাধারণ। যেমন, তিনি যখন শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধনের মতো অসাধারণ কার্যকলাপ সম্পাদন

করেছিলেন। তেমনই, তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি গিরিগোবর্ধন ধারণ করেন, যদিও তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এগুলি অসাধারণ কার্যকলাপ। মূর্খ এবং অসৎ ব্যক্তিরা ভগবানের এই সমস্ত অসাধারণ কার্যকলাপকে কাল্পনিক বলে মনে করে, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা মুক্ত পুরুষ যখন ভগবানের এই সমস্ত অসাধারণ কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন, তখন তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন এবং মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করে, নৃত্য করে এবং উচ্চস্বরে রোদন করে দিব্য আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ করেন। এটিই ভগবদ্ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্ ।
মুহুঃ শ্বসন্বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥ ৩৫ ॥

যদা—যখন; **গ্রহ-গ্রস্তঃ**—পিশাচগ্রস্ত; **ইব**—মতো; **ক্বচিৎ**—কখনও; **হসতি**—হাসেন; **আক্রন্দতে**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে (ভগবানের দিব্য গুণাবলী স্মরণ করেন); **ধ্যায়তি**—ধ্যান করেন, **বন্দতে**—শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; **জনম্**—সমস্ত জীবদের (ভগবানের সেবায় যুক্ত বলে মনে করে); **মুহুঃ**—নিরন্তর; **শ্বসন্**—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে; **বক্তি**—বলেন; **হরে**—হে ভগবান; **জগৎপতে**—হে জগৎপতি; **নারায়ণ**—হে নারায়ণ; **ইতি**—এইভাবে; **আত্মমতিঃ**—ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **গত-ত্রপঃ**—নির্লজ্জ।

অনুবাদ

ভক্ত যখন গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির মতো হয়ে যান, তখন তিনি হাসেন, উচ্চস্বরে ভগবানের গুণাবলী কীর্তন করেন, কখনও তিনি ধ্যান করেন, প্রতিটি জীবকে ভগবানের সেবায় যুক্ত বলে মনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, সামাজিক শিষ্টাচার গ্রাহ্য না করে পাগলের মতো উচ্চস্বরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ! হে ভগবান, হে জগৎপতে!" এইভাবে বলতে থাকেন।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন আনন্দে মগ্ন হয়ে, সামাজিক শিষ্টাচারের অপেক্ষা না করে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি *আত্মমতি* হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর চেতনা ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্ ॥ ৩৬ ॥

তদা—তখন; **পুমান্**—জীব; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত-বন্ধনঃ**—ভক্তিপথের সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে; **তদ্ভাব**—ভগবানের কার্যকলাপের স্থিতির; **ভাব**—চিন্তার দ্বারা; **অনুকৃত**—সেই রকম করে; **আশয়-আকৃতিঃ**—যাঁর মন এবং দেহ; **নির্দগ্ধ**—সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ; **বীজ**—জড় অস্তিত্বের মূল কারণ বা বীজ; **অনুশয়ঃ**—বাসনা; **মহীয়সা**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তির; **প্রয়োগেণ**—প্রয়োগের দ্বারা; **সমেতি**—প্রাপ্ত হন; **অধোক্ষজম্**—জড় মন এবং জ্ঞানের অতীত ভগবানকে।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবানের লীলা স্মরণ করার ফলে, ভক্তের মন এবং শরীর তখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির ফলে তাঁর অজ্ঞান, জড় চেতনা এবং সর্বপ্রকার জড় বাসনা ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই স্তরে মানুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হন, তখন তিনি *অন্যাভিলাষিতাশূন্য* হন, অর্থাৎ তখন তাঁর সমস্ত জড় বাসনা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়, এবং তিনি তখন ভগবানের দাস, সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে অবস্থিত হন। নিরন্তর এইভাবে চিন্তা করার ফলে তাঁর জড় শরীর এবং মন সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং জড় শরীরের আবশ্যকতাগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। অগ্নির সংযোগে লৌহশলাকা

যেমন তপ্ত হতে হতে লাল হয়ে যায় এবং তখন আর সেটি লোহা থাকে না, আগুনে পরিণত হয়, তেমনই ভক্ত যখন তাঁর মূল কৃষ্ণভাবনায় নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন এবং ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তখন তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সমাপ্ত হয়ে যায়, কারণ তাঁর শরীর তখন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রগতি অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তাই সেই প্রকার ভক্ত তাঁর জীবদ্দশাতেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তের এই দিব্য আনন্দময় স্থিতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য লিখেছেন—

তদ্ভাবভাবঃ তদ্‌যথা স্বরূপং ভক্তিঃ ।
কেচিদ্‌ভক্তা বিনৃত্যন্তি গায়ন্তি চ যথেপ্সিতম্‌ ।
কেচিত্তুষ্ণীং জপন্ত্যেব কেচিৎ শোভয়কারিণঃ ॥

ভগবদ্ভক্তের এই আনন্দময় স্থিতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি কখনও নাচতেন, কখনও ক্রন্দন করতেন, কখনও গান করতেন, কখনও মৌন হয়ে থাকতেন, এবং কখনও ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতেন। সেটিই চিন্ময় অস্তিত্বের পূর্ণতম অবস্থা।

শ্লোক ৩৭

অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্‌ ।
তদ্‌ ব্রহ্মনির্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্‌ ॥ ৩৭ ॥

অধোক্ষজ—জড় মন অথবা ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত ভগবানের; **আলম্ভম্‌**—নিরন্তর সম্পর্কযুক্ত হয়ে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অশুভ-আত্মনঃ**—যার মন জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত; **শরীরিণঃ**—দেহধারী জীবের; **সংসৃতি**—সংসারের; **চক্র**—চক্র; **শাতনম্‌**—নিবৃত্ত করে; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম-নির্বাণ**—পরম সত্য পরম ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; **সুখম্‌**—চিন্ময় আনন্দ; **বিদুঃ**—জানতে পারে; **বুধাঃ**—আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত ব্যক্তিগণ; **ততঃ**—অতএব; **ভজধ্বম্‌**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত; **হৃদয়ে**—অন্তরের অন্তস্তলে; **হৃদীশ্বরম্‌**—অন্তর্যামী ভগবানকে।

অনুবাদ

জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। কিন্তু জীব যখন ভগবানের সংস্পর্শে আসে, তখন এই চক্রের গতি সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর মগ্ন থাকার ফলে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয়, তার ফলে জীব এই সংসার থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়। সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই কথা জানেন। অতএব, হে বন্ধুগণ, হে দৈত্যনন্দনগণ, তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের ধ্যান করে তাঁর আরাধনা কর।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষেরা মনে করে যে, পরম সত্যের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে পূর্ণরূপে সুখী হওয়া যায়। *ব্রহ্ম-নির্বাণ* শব্দ দুটি পরম সত্যকে ইঙ্গিত করে, যিনি তিনরূপে উপলব্ধ হন—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*। ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে ব্রহ্মসুখ অনুভব করা যায়, কারণ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*। *যস্য প্রভা,* অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহের জ্যোতি। তাই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে যে চিন্ময় আনন্দ অনুভব হয়, তার কারণ শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কই পূর্ণ ব্রহ্মসুখ। মন যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মের সংস্পর্শে থাকে তখন জীব প্রসন্ন হয়, কিন্তু তাঁকে আরও উন্নতি সাধন করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হয়, কারণ ব্রহ্মজ্যোতিতে মগ্ন হয়ে থাকার নিশ্চয়তা নেই। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*। কেউ পরম সত্যের ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অধোক্ষজ বা বাসুদেবের সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার ফলে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ব্রহ্মসুখ অবশ্য নিঃসন্দেহে জড় সুখের নিবৃত্তি সাধন করে, কিন্তু কেউ যখন নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা উপলব্ধির স্তর অতিক্রম করে ভগবানের সঙ্গে দাস, সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে সম্পর্কযুক্ত হন, তখন তাঁর সুখ সর্বব্যাপ্ত হয়। তখন চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণ দর্শন করার মতো আপনা থেকেই দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়। চন্দ্র দর্শন করলে স্বাভাবিকভাবে সুখের অনুভব হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলে যে দিব্য আনন্দ অনুভব হয়, সেই আনন্দ পূর্ণচন্দ্র দর্শনের আনন্দ থেকে শত-সহস্রগুণ অধিক। কেউ যখন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন, তখন তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। *যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাম্*। সমস্ত জড় সুখের নিবৃত্তিকে বলা হয় *নির্বৃতি* বা *নির্বাণ*।

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/১/৩৮) বলেছেন—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥

"ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব হয়, তার অর্বুদ অর্বুদগুণ অধিক আনন্দও ভগবদ্ভক্তির আনন্দের এক কণিকার তুল্যও নয়।"

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪) কেউ যদি ব্রহ্ম-নির্বাণের স্তর থেকে আরও অগ্রসর হন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির স্তরে প্রবেশ করবেন (*মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)। *অধোক্ষজালম্ভম্* শব্দটির অর্থ মন এবং মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার অতীত পরম সত্যের সঙ্গে সর্বদা মনকে যুক্ত রাখা। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* । এটিই শ্রীবিগ্রহ আরাধনার ফল। সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা ধ্যান করার ফলে, আপনা থেকেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই *ব্রহ্মনির্বাণসুখম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যখন পরম সত্যের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁর জড় সুখভোগের সমস্ত বাসনা সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৩৮

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৩৮ ॥

কঃ—কি; **অতিপ্রয়াসঃ**—কঠিন প্রচেষ্টা; **অসুর-বালকাঃ**—হে দৈত্যনন্দনগণ; **হরেঃ**—ভগবানের; **উপাসনে**—প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে; **স্বে**—নিজের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ছিদ্রবৎ**—আকাশের মতো; **সতঃ**—বর্তমান; **স্বস্য**—নিজের অথবা জীবের; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **সখ্যুঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর; **অশেষ**—অসীম; **দেহিনাম্**—

দেহধারী জীবদের; **সামান্যতঃ**—সাধারণত; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **বিষয়-উপপাদনৈঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কার্যকলাপের।

অনুবাদ

হে বন্ধুগণ! হে অসুর বালকগণ! পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদাই সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু, এবং তাঁর উপাসনায় কোন অসুবিধা নেই। তা হলে লোকেরা কেন তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় না? কেন তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কৃত্রিম আয়োজনের চেষ্টায় অনর্থক আসক্ত হয়?

তাৎপর্য

ভগবান যেহেতু পরম, তাই কেউ তাঁর সমান নয় এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু তা হলেও কেউ যদি ভগবানের ভক্ত হন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানকে লাভ করতে পারেন। ভগবানকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ আকাশ বিশাল হলেও সকলেরই, কেবল মানুষদেরই নয়, পশুদেরও আয়ত্তের মধ্যে। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃদরূপে বিরাজ করেন। *বেদে* বলা হয়েছে *সযুজৌ সখায়ৌ*। পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ভগবান জীবের এমনই বন্ধু যে, তিনি তাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন যাতে তারা সর্বদা তাঁর সঙ্গে অনায়াসে যোগাযোগ রাখতে পারে। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তা সহজেই সম্ভব (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*)। ভগবানের কথা (*কৃষ্ণকীর্তন*) শ্রবণ করা মাত্রই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তির যে কোন একটি অথবা সব কয়টি অঙ্গের দ্বারা ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভগবানের সংস্পর্শে আসতে পারেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

তাই ভগবানের সংস্পর্শে আসা একেবারেই কঠিন নয় (*কোঽতিপ্রয়াসঃ*)। পক্ষান্তরে, নরকে যাওয়ার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করতে হয়। কেউ যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপান করার মাধ্যমে নরকে যেতে চায়, তা হলে তাকে কত আয়োজন করতে হয়। অবৈধ যৌনসঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বেশ্যালয়ে যাওয়ার জন্য তাকে অর্থের আয়োজন করতে হয়, আমিষ আহারের জন্য তাকে কসাইখানার বন্দোবস্ত করতে হয়। জুয়া খেলার জন্য তাকে ক্যাসিনো এবং হোটেলের ব্যবস্থা

করতে হয়, এবং আসব পানের জন্য তাকে চোলাই মদের কারখানা খুলতে হয়। তাই, স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, কেউ যদি নরকে যেতে চায়, তা হলে তাকে কত রকম প্রচেষ্টা করতে হয়, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে কোন রকম কঠিন প্রয়াস করার আবশ্যকতা হয় না। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি একাকী যে কোন স্থানে, যে কোনও অবস্থায়, বসবাস করতে পারেন, এবং কেবলমাত্র আসনে উপবিষ্ট হয়ে পরমাত্মার ধ্যান করে ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণ করতে পারেন। এইভাবে ভগবানের সমীপবর্তী হতে কোনই অসুবিধা হয় না। *অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্*। জীব তার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে না পারার ফলে নরকে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত কঠোর প্রচেষ্টা করে, কিন্তু কেউ যদি বিচক্ষণ হন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। কারণ ভগবান সর্বদা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, এই অতি সরল পন্থার দ্বারা ভগবান প্রসন্ন হন। বস্তুতপক্ষে ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/২৬) মানুষ যে কোন স্থানে ভগবানের ধ্যান করতে পারে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর বন্ধু দৈত্যনন্দনদেরকে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার অতি সরল পন্থাটি অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন ।

শ্লোক ৩৯

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জরকোশভূতয়ঃ ।
সর্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্বন্তি মর্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥ ৩৯ ॥

রায়ঃ—ধন সম্পদ; **কলত্রম্**—পত্নী এবং বান্ধবী; **পশবঃ**—গরু, ঘোড়া, গর্দভ, বিড়াল, কুকুর আদি গৃহপালিত পশু; **সুত-আদয়ঃ**—সন্তান ইত্যাদি; **গৃহাঃ**—বড় বড় বাড়ি এবং বাসগৃহ; **মহী**—ভূমি; **কুঞ্জর**—হস্তী; **কোশ**—ধনাগার; **ভূতয়ঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং ভোগবিলাসের অন্যান্য সামগ্রী; **সর্বে**—সমস্ত; **অর্থ**—অর্থনৈতিক

উন্নতি; **কামাঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **ক্ষণ-ভঙ্গুর**—যে কোন মুহূর্তে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে; **আয়ুষঃ**—আয়ুর; **কুর্বন্তি**—করে অথবা নিয়ে আসে; **মর্ত্যস্য**—মরণশীল ব্যক্তির; **কিয়ৎ**—কতখানি; **প্রিয়ম্**—আনন্দ; **চলাঃ**—অস্থির এবং ক্ষণস্থায়ী।

অনুবাদ

মানুষের ধন, সুন্দরী স্ত্রী এবং বান্ধবী, পুত্র-কন্যা, গৃহ, ভূমি, গাভী, হস্তী, অশ্ব আদি গৃহপালিত পশু, ধনাগার, অর্থ এবং কাম, এমন কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পরমায়ু সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর এবং অস্থির। যেহেতু মনুষ্য-জীবন অনিত্য, অতএব যে ব্যক্তি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি নিত্য, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য সুখ প্রদান করতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সমর্থকেরা কিভাবে প্রকৃতির নিয়মে নিরাশ হয়। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, *কিং বিষয়োপপাদনৈঃ*—তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফলে কি লাভ হয়? পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে, জড় সভ্যতার উন্নতির মাধ্যমে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অনিবার্য সমস্যার কোন সমাধান হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সকলেই দেখতে পায় যে, রোম সাম্রাজ্য, মোঘল সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইত্যাদি পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই ব্যস্ত ছিল (*সর্বেঽর্থকামাঃ*), কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দ্বারা প্রকৃতির নিয়মে সেগুলি একে একে ধ্বংস হয়ে গেছে। এইভাবে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ক্ষণভঙ্গুর। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *কুর্বন্তি মর্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ*—কেউ বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করার গর্বে গর্বিত হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত সাম্রাজ্য অনিত্য; একশ-দুশো বছর পর সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। এই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন যদিও কঠোর পরিশ্রমের ফলে লাভ হয়, কিন্তু তা অতি শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেগুলিকে *চলাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধিমান মানুষের তাই বোঝা উচিত যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন মোটেই সুখদায়ক নয়। *ভগবদ্গীতায়* এই জড় জগৎকে *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তা দুঃখময় এবং অনিত্য। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন কিছুকালের জন্য সুখকর হতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। তার ফলে এখন বড় বড় সমস্ত ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত

বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে, কারণ ধন অপহরণকারী সরকারগুলি তাদের উত্ত্যক্ত করছে। অতএব যা চিরস্থায়ী নয় এবং আত্মার জন্য সুখকর নয়, সেই তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষ কেন তার সময় নষ্ট করবে?

পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য। *নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম*। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ আত্মার প্রেম নিত্য, এবং দাস, সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে এই নিত্য প্রেম পুনর্জাগরিত করা মোটেই কঠিন নয়। বিশেষ করে এই যুগে এক অপূর্ব সুন্দর সুযোগ দেওয়া হয়েছে—মানুষ কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র (*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*) কীর্তন করার ফলে, ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করতে পারে, এবং তার ফলে সে এত সুখী হতে পারে যে, তখন সে আর এই জড় জগতের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে*। অতি উন্নত স্তরের কৃষ্ণভক্ত কখনও ধন-সম্পদ, অনুগামী অথবা প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না। *রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো গৃহা মহী কুঞ্জরকোশভূতয়ঃ*। যে সমস্ত কুকুর এবং শূকরেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করতে পারে না, তাদেরও জড় ঐশ্বর্যজাত সুখ লাভ হয়, যদিও তা ভিন্ন মানের। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সুপ্ত, শাশ্বত সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করা সম্ভব। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এই জীবনকে *অর্থদম্* বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব আমরা যদি অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের অর্থহীন প্রচেষ্টায় আমাদের সময়ের অপচয় করার পরিবর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করার চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের জীবন সফল হবে।

শ্লোক ৪০

এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্মলাঃ ।
তস্মাদদৃষ্টশ্রুতদূষণং পরং
ভক্ত্যোক্তয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে ॥ ৪০ ॥

এবম্—তেমনই (জাগতিক ধন-সম্পদ যেমন অনিত্য); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **লোকাঃ**—স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, ব্রহ্মালোক আদি উচ্চতর লোক; **ক্রতুভিঃ**—মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **কৃতাঃ**—প্রাপ্ত; **অমী**—সেই সব; **ক্ষয়িষ্ণবঃ**—নশ্বর, অনিত্য; **সাতিশয়াঃ**—যদিও অধিক আরামদায়ক এবং সুখকর;

ন—না; **নির্মলাঃ**—শুদ্ধ (উপদ্রব রহিত); **তস্মাৎ**—অতএব; **অদৃষ্ট-শ্রুত**—যা কখনও দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি; **দূষণম্**—যার ত্রুটি; **পরম্**—পরম; **ভক্ত্যা**—অত্যন্ত ভক্তি সহকারে; **উক্তয়া**—বৈদিক শাস্ত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে (জ্ঞান অথবা কর্ম মিশ্রিত নয়); **ঈশম্**—ভগবানকে; **ভজত**—আরাধনা কর; **আত্ম-লব্ধয়ে**—আত্ম-উপলব্ধির জন্য।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, স্বর্গলোকের জীবন যদিও এই পৃথিবীর জীবন থেকে শত-সহস্রগুণ অধিক সুখকর, তবুও স্বর্গলোক শুদ্ধ (নির্মলম্) অথবা জড় অস্তিত্বের ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। স্বর্গলোকও অনিত্য, এবং তাই সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভগবানের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। তাই, তোমাদের কর্তব্য তোমাদের প্রকৃত লাভের জন্য এবং আত্ম উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি* । কেউ যদি মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীতও হন, তাঁর সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান এমনিতেই পশুবলির ফলে পাপপূর্ণ, এবং তা ছাড়া স্বর্গলোকের সুখও নিরঙ্কুশ নয়। দেবরাজ ইন্দ্রকেও জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। তাই স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েও বিশেষ কোন লাভ হয় না। আর তা ছাড়া, পুণ্যফল শেষ হয়ে গেলে স্বর্গলোক থেকে আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। *বেদে* বলা হয়েছে, *তদ্‌যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত*। এই পৃথিবীতে যেমন কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত উচ্চপদ কালক্রমে সমাপ্ত হয়ে যায়, তেমনই স্বর্গলোকে বাসের মেয়াদও কালক্রমে সমাপ্ত হয়ে যায়। জীব তার পুণ্যকর্মের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের জীবন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তার কোনটিই চিরস্থায়ী নয়, এবং তাই সেগুলি অশুদ্ধ। তাই, পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য অথবা আরও নিম্নস্তরের নরকে অধঃপতিত হওয়ার জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। এইভাবে ওপরে ওঠার এবং নিচে নামার চক্রাকারে আবর্তনের নিবৃত্তি সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

জীব সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়ে কখনও উচ্চলোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নলোকে অধঃপতিত হয়, কিন্তু উপর্যধঃ ভ্রমণের ফলে জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করেন, তা হলে আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটিই প্রকৃতপক্ষে বাঞ্ছনীয়। *ভজতাত্মলব্ধয়ে*—আত্ম-উপলব্ধির জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪১

যদর্থ ইহ কর্মাণি বিদ্বন্মান্যসকৃন্নরঃ ।
করোত্যতো বিপর্যাসমমোঘং বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪১ ॥

যৎ—যার; **অর্থে**—উদ্দেশ্যে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কর্মাণি**—বহু কার্যকলাপ (কলকারখানা, উদ্যোগ, মানসিক জল্পনা-কল্পনা ইত্যাদিতে); **বিদ্বৎ**—উন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন; **মানী**—নিজেকে মনে করে; **অসকৃৎ**—বার বার; **নরঃ**—ব্যক্তি; **করোতি**—অনুষ্ঠান করে; **অতঃ**—এর থেকে; **বিপর্যাসম্**—বিপরীত; **অমোঘম্**—অব্যর্থ; **বিন্দতে**—প্রাপ্ত হয়; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, নিরন্তর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম করে। কিন্তু বার বার বেদবিহিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে সে ইহলোকে অথবা পরলোকে নিরাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ না করে তার বিপরীত ফল লাভ করে।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা কেউ কখনও তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, সকলেই বার বার নিরাশ হয়েছে। তাই, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সময়ের অপচয়

করা উচিত নয়। কত জাতীয়তাবাদী, অর্থনীতিবিদ এবং অন্য উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা এককভাবে বা সমবেতভাবে সুখভোগের চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তারা সকলেই নিরাশ হয়েছে। আধুনিক যুগের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কত রাজনৈতিক নেতারা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কত কঠোর পরিশ্রম করেছে, কিন্তু তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম, যা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২

সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্পঃ ইহ কর্মিণঃ ।
সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ ॥ ৪২ ॥

সুখায়—তথাকথিত উচ্চতর স্তরের জীবনের মাধ্যমে সুখ লাভের জন্য; **দুঃখ-মোক্ষায়**—দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **সঙ্কল্পঃ**—সংকল্প; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মিণঃ**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যত্নশীল জীবদের; **সদা**—সর্বদা; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **ঈহয়া**—কর্ম বা উচ্চাভিলাষের দ্বারা; **দুঃখম্**—কেবল দুঃখ; **অনীহায়াঃ**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের বাসনা না করে; **সুখ**—সুখের দ্বারা; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

এই জড় জগতে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সুখ লাভের এবং দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা করে, এবং সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ তখনই সুখী হয়, যখন সে সুখের জন্য কোন রকম চেষ্টা করে না। মানুষ যখনই সুখের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে, তখনই তার দুঃখভোগ শুরু হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি বদ্ধ জীবই জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে এক বিশেষ প্রকার জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং যখনই জীব বাসনা করে, তখনই ভগবান তাকে বিভিন্ন প্রকার শরীরের মাধ্যমে তার অভিলাষ অনুসারে কর্ম করার সুযোগ দেন। দেহটি ঠিক একটি যন্ত্রের মতো, যার দ্বারা জীব তার সুখভোগের ভ্রান্ত বাসনা অনুসারে ভ্রমণ করে, এবং তার ফলে জীবন ধারণের বিভিন্ন মান অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখ ভোগ করতে থাকে। সকলেই কোন বিশেষ পরিকল্পনা এবং অভিলাষ নিয়ে তার কার্যকলাপ শুরু করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই পরিকল্পনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে কোন রকম সুখ লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তার পরিকল্পনা অনুসারে কার্য করতে শুরু করা মাত্রই তার দুঃখময় জীবনের শুরু হয়। তাই, দুঃখময় জীবনের নিবৃত্তি সাধনের জন্য উৎসুক হওয়া উচিত নয়, কারণ সেই জন্য কেউই কিছু করতে পারে না। *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।* মানুষ যদিও তার ভ্রান্ত উচ্চ অভিলাষ অনুসারে কর্ম করে, তবু সে মনে করে যে, সে তার কার্যকলাপের দ্বারা তার জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সুখ বৃদ্ধির অথবা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ তা অর্থহীন। *তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদঃ।* মানুষের আত্ম-উপলব্ধির জন্য কর্ম করা উচিত, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য নয়, যে উন্নতি সাধন অসম্ভব। কোন প্রচেষ্টা ব্যতীতই মানুষ তার ভাগ্যে যতখানি সুখ এবং দুঃখ লেখা রয়েছে তা লাভ করবে, এবং তার পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য। তার মূল্যবান মনুষ্য-জীবনের সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। তথাকথিত সুখের উচ্চাভিলাষ না করে, কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতি সাধনের জন্য এই জীবনের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেয়।

শ্লোক ৪৩

কামান্ কাময়তে কাম্যৈর্যদর্থমিহ পূরুষঃ ।
স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥ ৪৩ ॥

কামান্—ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়; **কাময়তে**—মানুষ বাসনা করে; **কাম্যৈঃ**—বিবিধ কাম্য কর্মের দ্বারা; **যৎ**—যার; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **পূরুষঃ**—জীব; **সঃ**—সেই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দেহঃ**—দেহ; **তু**—কিন্তু; **পারক্যঃ**—অন্যদের (কুকুর,

শকুনি ইত্যাদি); **ভঙ্গুরঃ**—নশ্বর; **যাতি**—চলে যায়; **উপৈতি**—আত্মাকে আলিঙ্গন করে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

জীব তার দেহসুখ কামনা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহটি অন্যের সম্পত্তি। প্রকৃতপক্ষে, নশ্বর দেহটি জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করে এবং তারপর তাকে ছেড়ে চলে যায়।

তাৎপর্য

সকলেই তার দেহসুখের কামনা করে এবং দেহটি যে শৃগাল, কুকুর অথবা কীটদের ভক্ষ্য এবং চরমে তা বিষ্ঠা, ভস্ম অথবা মাটিতে পরিণত হবে, সেই কথা ভুলে গিয়ে জীব তার দেহসুখের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য কত চেষ্টা করে। জীব প্রত্যেক জন্মে একের পর এক শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জড় সম্পদ লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তার সময়ের অপচয় করে।

শ্লোক ৪৪

কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ ।
রাজ্যকোশগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ॥ ৪৪ ॥

কিম্ উ—কি বলার আছে; **ব্যবহিত**—পৃথক; **অপত্য**—সন্তান; **দার**—পত্নী; **অগার**—বাসস্থান; **ধন**—সম্পদ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **রাজ্য**—রাজ্য; **কোশ**—ধনভাণ্ডার; **গজ**—হাতি-ঘোড়া; **অমাত্য**—মন্ত্রী; **ভৃত্য**—সেবক; **আপ্তাঃ**—আত্মীয়স্বজন; **মমতা-আস্পদাঃ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ('মমতার') ভ্রান্ত আসন বা আলয়।

অনুবাদ

যেহেতু দেহটি চরমে বিষ্ঠা অথবা মাটিতে পরিণত হবে, তখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, গৃহ, ধন, সন্তান, আত্মীয়, ভৃত্য, বন্ধু, রাজ্য, কোষাগার, পশু, মন্ত্রী ইত্যাদির কি প্রয়োজন? সেই সবই অনিত্য। সেই সম্বন্ধে অধিক কি বলার আছে?

শ্লোক ৪৫

কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ ॥ ৪৫ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; **এতৈঃ**—এই সবের; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তুচ্ছৈঃ**—যা নিতান্তই নগণ্য; **সহ**—সঙ্গে; **দেহেন**—দেহ; **নশ্বরৈঃ**—বিনাশশীল; **অনর্থৈঃ**—অবাঞ্ছিত; **অর্থ-সংকাশৈঃ**—আবশ্যক বলে মনে হলেও; **নিত্য-আনন্দ**—নিত্য আনন্দের; **রস**—অমৃতের; **উদধেঃ**—সমুদ্রের জন্য।

অনুবাদ

যতক্ষণ দেহের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই এই সমস্ত বস্তু অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া মাত্রই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমস্ত বস্তুগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। তাই, প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু অবিদ্যার ফলে সেগুলি অনর্থ হলেও অর্থের মতো প্রতীত হয়। নিত্য আনন্দ-রসের সমুদ্রের তুলনায় সেগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ। নিত্য আত্মার এই প্রকার তুচ্ছ সম্পর্কের কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি এক নিত্য আনন্দের সমুদ্র। সেই নিত্য আনন্দের তুলনায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে যে তথাকথিত সুখ, তা নিতান্তই অর্থহীন এবং নগণ্য। তাই মানুষের কর্তব্য এই সমস্ত অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে নিত্য আনন্দ লাভ করা।

শ্লোক ৪৬

নিরূপ্যতামিহ স্বার্থঃ কিয়ান্ দেহভৃতোঽসুরাঃ ।
নিষেকাদিষ্ববস্থাসু ক্লিশ্যমানস্য কর্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

নিরূপ্যতাম্—নিরূপিত হোক; **ইহ**—এই জগতে; **স্ব-অর্থঃ**—স্বীয় লাভ; **কিয়ান্**—কতখানি; **দেহ-ভৃতঃ**—জড় দেহধারী জীবের; **অসুরাঃ**—হে অসুর-বালকগণ; **নিষেক-আদিষু**—মৈথুন আদি সুখ থেকে; **অবস্থাসু**—অনিত্য অবস্থায়; **ক্লিশ্যমানস্য**—কঠোর দুঃখ-দুর্দশায় ক্লিষ্ট; **কর্মভিঃ**—পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। তার ফলে গর্ভে প্রবেশ থেকে শুরু করে তার বিশেষ শরীরের সমস্ত অবস্থাতেই তাকে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই, পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তোমরাই বল, যে সকাম কর্ম চরমে কেবল দুঃখ-দুর্দশাই প্রদান করে, তা অনুষ্ঠান করে কি লাভ?

তাৎপর্য

কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে। জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর লাভ করে। এই জড় জগতে বিশেষ শরীরের মাধ্যমে যে জড়সুখ ভোগ হয় তার ভিত্তি হচ্ছে মৈথুন—*যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্।* এই মৈথুনসুখের জন্যই কেবল সমগ্র জগৎ কঠোর পরিশ্রম করছে। মৈথুনসুখের জন্য এবং জড়-জাগতিক জীবনের পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্য মানুষকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এবং এই প্রকার কার্যকলাপের ফলে তাকে আর একটি জড় শরীরের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর অসুর-বন্ধুদের সেই কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। অসুরেরা সাধারণত বুঝতে পারে না যে, তথাকথিত মৈথুনসুখ কঠোর পরিশ্রমের ভিত্তিতে লাভ হয়।

শ্লোক ৪৭

কর্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্তিনা ।
কর্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ ॥ ৪৭ ॥

কর্মাণি—সকাম কর্ম; **আরভতে**—শুরু হয়; **দেহী**—দেহধারী জীব; **দেহেন**—সেই দেহের দ্বারা; **আত্ম-অনুবর্তিনা**—তার বাসনা এবং পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে যা লাভ হয়; **কর্মভিঃ**—এই প্রকার কর্মের দ্বারা; **তনুতে**—বিস্তার করে; **দেহম্**—আর একটি শরীর; **উভয়ম্**—উভয়েই; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অবিবেকতঃ**—অজ্ঞানবশত।

অনুবাদ

দেহধারী জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল এই জীবনে সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং সেই শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত

কর্মের প্রভাবে সে আর একটি শরীর তৈরি করে। এইভাবে সে তার অজ্ঞানের ফলে, জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়।

তাৎপর্য

মনুষ্য শরীর ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীরের মাধ্যমে জীবের বিবর্তন প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা আপনা থেকেই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, প্রকৃতির নিয়মে (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*) জীব নিম্নস্তরের যোনি থেকে ক্রমশ উচ্চতর যোনিতে উন্নীত হয়ে অবশেষে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয়। তাই, বিকশিত চেতনা লাভ করার ফলে, মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং কেন যে জীবকে জড় দেহ ধারণ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া। প্রকৃতি তাকে সেই সুযোগটি দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যদি একটি পশুর মতো আচরণ করে, তা হলে মনুষ্য-জীবন পেয়ে কি লাভ? তাই মানুষের কর্তব্য, এই জীবনেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সেই অনুসারে আচরণ করা। শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে হবে। মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর আর মূর্খ এবং অজ্ঞান থাকা উচিত নয়, পক্ষান্তরে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত। এই প্রশ্নকে বলা হয় *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। মানুষের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়, এবং বিভিন্ন দার্শনিকেরা তাদের মনোধর্মের ভিত্তিতে সেগুলি বিবেচনা করেছে এবং উত্তর দিয়েছে। কিন্তু এটিই মুক্তি লাভের পন্থা নয়। বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে মানুষকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করতে হবে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সমস্যার সমাধান করতে যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তা হলে তাকে সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রশ্ন করতে হবে।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/৩৪) ঐকান্তিকভাবে নিজেকে সদ্‌গুরুর চরণে সমর্পণ করে (*প্রণিপাতেন*) এবং তাঁর সেবা করে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হতে হয়। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য সদ্‌গুরুর কাছে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। সদ্‌গুরু এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, কারণ

তিনি বাস্তব সত্য দর্শন করেছেন। এমন কি আমাদের সাধারণ কার্যকলাপেও আমরা প্রথমে লাভক্ষতির বিচার করে তারপর কার্য করি। তেমনই, বুদ্ধিমান মানুষ জড় জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়ার বিচার করে তারপর সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে বুদ্ধিমত্তা সহকারে কর্ম করবেন।

শ্লোক ৪৮

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অর্থাঃ**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের উচ্চাভিলাষ; **চ**—এবং; **কামাঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **চ**—ও; **ধর্মাঃ**—ধর্মের কর্তব্য; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁর উপর; **অপাশ্রয়াঃ**—আশ্রিত; **ভজত**—আরাধনা কর; **অনীহয়া**—সেই সম্বন্ধে বাসনা রহিত হয়ে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **অনীহম্**—উদাসীন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

পারমার্থিক উন্নতির চারটি বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের উপর আশ্রিত। তাই হে বন্ধুগণ, ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কোন রকম কামনা না করে, ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে, ভক্তি সহকারে সেই পরম আত্মা ভগবানের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

এটিই বুদ্ধিমানের বাণী। সকলেরই জানা উচিত যে, জীবনের প্রতিটি অবস্থাতেই আমরা ভগবানের উপর নির্ভরশীল। তাই ধর্ম বলতে আমাদের সেই ধর্মই গ্রহণ করা উচিত যা প্রহ্লাদ মহারাজ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন, এবং তা হচ্ছে—ভাগবত-ধর্ম। এটিই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার অর্থ ভাগবত-ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধ অনুসারে আচরণ করা। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে, আমাদের নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত, কিন্তু সেই কর্মের ফলের জন্য সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের উপর নির্ভর করা উচিত। *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*—"তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু

সেই কর্মের ফলের উপর কোন অধিকার তোমার নেই।" মানুষের উচিত তার স্থিতি অনুসারে তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা, কিন্তু সেই কর্মের ফলের জন্য সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা উচিত। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন যে, কৃষ্ণভক্তির কর্তব্য অনুষ্ঠান করাই আমাদের একমাত্র বাসনা হওয়া উচিত। *কর্মমীমাংসা* দর্শনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, নিষ্ঠা সহকারে কর্ম করলে তার ফল আপনা থেকেই আসবে, এই ধরনের অপসিদ্ধান্তের দ্বারা আমাদের কখনই বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এই সিদ্ধান্ত সত্য নয়। কর্মের ফল চরমে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। তাই ভগবদ্ভক্তিতে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করেন এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর বন্ধুদের উপদেশ দিয়েছেন, সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করতে এবং ভক্তি সহকারে তাঁর আরাধনা করতে।

শ্লোক ৪৯

সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ ।
ভূতৈর্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪৯ ॥

সর্বেষাম্—সমস্ত; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূতানাম্**—জীবের; **হরিঃ**—জীবের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি সাধনকারী ভগবান; **আত্মা**—জীবনের আদি উৎস; **ঈশ্বরঃ**—পূর্ণ নিয়ন্তা; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **ভূতৈঃ**—পঞ্চভূতের দ্বারা; **মহদ্ভিঃ**—মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত; **স্বকৃতৈঃ**—যিনি নিজের থেকেই প্রকাশিত হন; **কৃতানাম্**—সৃষ্ট; **জীব-সংজ্ঞিতঃ**—যেহেতু সমস্ত জীবেরা তাঁর তটস্থা শক্তি থেকে উদ্ভূত, তাই তিনিও জীব নামে পরিচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ এবং অন্তর্যামী। সমস্ত জীবই চিন্ময় আত্মা এবং জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান পরম প্রিয় এবং পরম নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড়া শক্তি, চিৎ-শক্তি এবং তটস্থা শক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হন। তিনি এই জড় জগতে সমস্ত জীবের আদি উৎস, এবং সকলের হৃদয়ে

পরমাত্মারূপে বিরাজমান। যদিও জীব তার বিভিন্ন প্রকার শরীরের কারণ, তবুও সেই শরীর ভগবানের আদেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি প্রদান করে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) জীবের শরীর ঠিক একটি যন্ত্র বা গাড়ির মতো, যাতে আরোহণ করে জীব তার বাসনা অনুসারে ভ্রমণ করার সুযোগ পায়। ভগবান হচ্ছেন জড় শরীর এবং তাঁর তটস্থা শক্তির বিস্তার আত্মার আদি কারণ। ভগবান সমস্ত জীবের প্রিয়তম। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই তাঁর সহপাঠী দৈত্যনন্দনদের পুনরায় ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৫০

দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব এব বা ।
ভজন্ মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্ যথা বয়ম্ ॥ ৫০ ॥

দেবঃ—দেবতা; **অসুরঃ**—অসুর; **মনুষ্যঃ**—মানুষ; **বা**—অথবা; **যক্ষঃ**—যক্ষ; **গন্ধর্বঃ**—গন্ধর্ব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা; **ভজন্**—সেবা করে; **মুকুন্দ-চরণম্**—মুক্তিদাতা মুকুন্দ বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের; **স্বস্তিমান্**—সর্ব-মঙ্গলময়; **স্যাৎ**—হয়; **যথা**—যেমন; **বয়ম্**—আমরা (প্রহ্লাদ মহারাজ)।

অনুবাদ

দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব অথবা এই জগতের যে কেউই যদি মুক্তিদাতা মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তিনি ঠিক আমাদেরই মতো (প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের মতো) পরম মঙ্গলময় স্থিতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর বন্ধুদের ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব নির্বিশেষে প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে পরম সৌভাগ্য লাভ করা।

শ্লোক ৫১-৫২

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ ৫১ ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনম্ ॥ ৫২ ॥

ন—না; **অলম্**—যথেষ্ট; **দ্বিজত্বম্**—সর্বতোভাবে যোগ্যতা অর্জন করে যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়ে; **দেবত্বম্**—দেবতা হয়ে; **ঋষিত্বম্**—ঋষি হয়ে; **বা**—অথবা; **অসুরাত্মজাঃ**—হে অসুরনন্দনগণ; **প্রীণনায়**—প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **মুকুন্দস্য**—ভগবান শ্রীমুকুন্দের; **ন বৃত্তম্**—ভাল আচরণ নয়; **ন**—না; **বহুজ্ঞতা**—পাণ্ডিত্য; **ন**—নয়; **দানম্**—দান; **ন তপঃ**—তপস্যা নয়; **ন**—না; **ইজ্যা**—পূজা; **ন**—না; **শৌচম্**—শুচিতা; **ন ব্রতানি**—ব্রত আচরণ নয়; **চ**—ও; **প্রীয়তে**—প্রসন্ন হয়; **অমলয়া**—নির্মল; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অন্যৎ**—অন্য বস্তু; **বিড়ম্বনম্**—কেবল লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

অনুবাদ

হে অসুরনন্দনগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। এই সমস্ত গুণগুলি ভগবানকে আনন্দ দান করে না। এমন কি দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত ইত্যাদির দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল অবিচল, ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। একনিষ্ঠ ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই কেবল লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সর্বতোভাবে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করার দ্বারা জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব ইত্যাদির দ্বারা ভগবৎ প্রেম বিকশিত করা যায় না, কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তাঁর কৃষ্ণভক্তি পূর্ণ হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করে, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম বিকশিত করাই জীবনের পরম সিদ্ধি। অন্যান্য পন্থাগুলি সেই সিদ্ধি লাভের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম যদি বিকশিত না হয়, তা হলে সেই সমস্ত পন্থাগুলি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৮) সাফল্যের পরীক্ষা হচ্ছে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি।

শ্লোক ৫৩

ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ ।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥ ৫৩ ॥

ততঃ—অতএব; **হরৌ**—ভগবান শ্রীহরি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **কুরুত**—অনুষ্ঠান কর; **দানবাঃ**—হে দৈত্যনন্দনগণ; **আত্ম-ঔপম্যেন**—নিজের মতো; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সর্ব-ভূত-আত্মনি**—যিনি সমস্ত জীবের আত্মা এবং পরমাত্মারূপে অবস্থিত; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, যেভাবে তোমরা নিজেদের ভালবাস এবং নিজেদের দেখাশোনা কর, ঠিক সেইভাবে, সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান, সেই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর সেবা কর।

তাৎপর্য

আত্মৌপম্যেন শব্দটির অর্থ আত্মসদৃশ অন্যদের দর্শন করা। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে মানুষ স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি বিনা, কৃষ্ণভাবনামৃত বিনা কখনও সুখী হওয়া যায় না। তাই সমস্ত ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত সমস্ত জীব এই জড় জগতে

দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। কৃষ্ণভক্তির প্রচারই সর্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণ কার্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই কৃষ্ণভক্তিকে পরোপকার বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের উপর এই পরোপকারের দায়িত্ব বিশেষভাবে অর্পণ করা হয়েছে।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(*চৈঃ চঃ আদি* ৯/৪১)

কৃষ্ণভক্তির অভাবে সারা জগৎ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন তাঁদের সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করে তাঁদের জীবন সার্থক করতে এবং তারপর এই কৃষ্ণভাবনার অমৃত সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করতে, যাতে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে অন্যেরাও সুখী হতে পারে।

শ্লোক ৫৪

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ ॥ ৫৪ ॥

দৈতেয়াঃ—হে দৈত্যগণ; **যক্ষ-রক্ষাংসি**—যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **শূদ্রাঃ**—শ্রমিক শ্রেণী; **ব্রজ-ওকসঃ**—গ্রামের গোপগণ; **খগাঃ**—পক্ষীগণ; **মৃগাঃ**—পশুগণ; **পাপজীবাঃ**—পাপী জীব; **সন্তি**—হতে পারে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অচ্যুততাম্**—অচ্যুত ভগবানের গুণাবলী; **গতাঃ**—প্রাপ্ত।

অনুবাদ

হে দৈত্যনন্দন বন্ধুগণ! যক্ষ, রাক্ষস, নির্বোধ স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পক্ষী, পশু এবং পাপী জীবেরাও কেবলমাত্র ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

ভক্তদের অচ্যুতগোত্র বা ভগবানের বংশোদ্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়। ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত, যেমন *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়*

মেঽচ্যুত। ভগবান এই জড় জগতে অচ্যুত, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম চিন্ময় পুরুষ। তেমনই, ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরাও অচ্যুত হতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা যদিও ছিলেন একজন বদ্ধ জীব এবং এক দৈত্যের পত্নী, তবুও তিনি অচ্যুতগোত্রে উন্নীত হয়েছিলেন। এমন কি যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, পক্ষী এবং নিম্নস্তরের অন্যান্য পশুরাও অচ্যুত গোত্রে উন্নীত হতে পারে—ভগবানের পরিবারভুক্ত হতে পারে। সেটিই হচ্ছে পরম সিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের যেমন কখনও অধঃপতন হয় না, তেমনই আমরা যখন আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণ-ভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করি, তখন আমাদেরও আর এই জড় জগতে অধঃপতন হয় না। পরম অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যিনি *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" আমাদের বোঝা উচিত পরম অচ্যুত কে, কিভাবে তাঁর সঙ্গে আমরা সম্পর্কযুক্ত হতে পারি এবং কিভাবে আমরা তাঁর সেবা করতে পারি। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *অচ্যুততাং চ্যুতিবর্জনম্*। *অচ্যুততাম্* শব্দটির প্রয়োগ তাঁদের সম্পর্কেই হয়ে থাকে, যাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে সর্বদা বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন এবং এই জড় জগতে যাঁদের কখনও অধঃপতন হয় না।

শ্লোক ৫৫

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

এতাবান্—এতখানি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **লোকে অস্মিন্**—এই জড় জগতে; **পুংসঃ**—জীবের; **স্ব-অর্থঃ**—প্রকৃত স্বার্থ; **পরঃ**—চিন্ময়; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়; **একান্ত-ভক্তিঃ**—ঐকান্তিক ভক্তি; **গোবিন্দে**—গোবিন্দের প্রতি; **যৎ**—যা; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **তৎ-ঈক্ষণম্**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক দর্শন করে।

অনুবাদ

এই জগতে সর্বকারণের পরম কারণ গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা এবং সর্বত্র তাঁকে দর্শন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এটিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, যা সমস্ত শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সর্বত্র তদীক্ষণম্* পদটি ভগবদ্ভক্তির পরম সিদ্ধির বর্ণনা করেছে, যে স্তরে গোবিন্দের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু দর্শন হয়। এই অতি উন্নত স্তরের মহাভাগবত কখনও গোবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কোন কিছু দর্শন করেন না।

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

"মহা ভাগবত অবশ্যই স্থাবর এবং জঙ্গম দর্শন করেন, কিন্তু তিনি তাদের রূপ দর্শন করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বত্র ভগবানেরই রূপের প্রকাশ দর্শন করেন।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৮/২৭৪) এই জড় জগতেও ভগবদ্ভক্ত বস্তুর জড় প্রকাশ দর্শন করেন না; পক্ষান্তরে তিনি সর্বত্রই গোবিন্দকে দর্শন করেন। তিনি যখন একটি বৃক্ষ বা একজন মানুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি গোবিন্দের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দর্শন করেন। *গোবিন্দমাদিপুরুষম্*—গোবিন্দ হচ্ছেন সব কিছুর আদি উৎস।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর আর এক নাম গোবিন্দ, তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তিনি সব কিছুর আদি উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১) শুদ্ধ ভক্তের পরীক্ষা হচ্ছে যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র গোবিন্দকে দর্শন করেন, এমন কি প্রতিটি পরমাণুতেও তিনি গোবিন্দকে দর্শন করেন (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং*)। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দর্শন। তাই বলা হয়েছে—

নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ ।
জগদ্ ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্ ॥

ভগবদ্ভক্ত সব কিছুই নারায়ণের সম্পর্কে দর্শন করেন (*নারায়ণময়ম্*)। সব কিছুই নারায়ণের শক্তির বিস্তার। ধনলোলুপ ব্যক্তি যেমন সারা জগৎকে ধনময় দর্শন

করে এবং কামুক যেমন সারা জগৎকে কামিনীময় দর্শন করে, তেমনই শুদ্ধ ভক্ত সব কিছুই নারায়ণময় দর্শন করেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত পাথরের স্তম্ভেও নারায়ণকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কতকগুলি মূর্খ লোক দরিদ্র-নারায়ণ নামক যে একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচার করেছে তা আমাদের স্বীকার করতে হবে। যিনি বস্তুতপক্ষে সর্বত্র নারায়ণকে দর্শন করেন, তিনি ধনী-দরিদ্রের ভেদ দর্শন করেন না। তিনি দরিদ্র-নারায়ণকে গ্রহণ করে ধনী নারায়ণকে বর্জন করেন না। সেটি ভগবদ্ভক্তের দর্শন নয়, পক্ষান্তরে সেটি বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ভ্রান্ত দর্শন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ভগবান নৃ-কেশরী রূপে সেই দৈত্যের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাকে সংহার করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশে সমস্ত দৈত্যনন্দনেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এই অনুরাগ যখন প্রকট হয়, তখন তাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক অত্যন্ত ভীত হয়, কারণ এইভাবে ছেলেরা ভগবানের প্রতি ক্রমশ আরও অনুরক্ত হয়ে উঠছে। নিতান্ত অসহায় হয়ে তারা হিরণ্যকশিপুর কাছে প্রহ্লাদের প্রচারের প্রভাব সবিস্তারে বর্ণনা করে। সেই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে বধ করতে মনস্থ করে। হিরণ্যকশিপু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর আসুরিক পিতার চরণে নিপতিত হয়ে, নানাভাবে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কৃতকার্য হননি। হিরণ্যকশিপু ছিল এক মহা-অসুর এবং সে নিজেকে ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে শুরু করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ভীকভাবে তাকে জানান যে, সে ভগবান নয়, এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করে তিনি বলতে থাকেন যে, ভগবান সর্বব্যাপক, সব কিছুই তাঁর অধীন এবং কেউই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহৎ নন। এইভাবে তিনি তাঁর পিতাকে সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাগত হতে অনুরোধ করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ যতই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন, সেই দৈত্য ততই ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হতে থাকে। হিরণ্যকশিপু তার বৈষ্ণব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর ভগবান প্রাসাদের স্তম্ভের মধ্যে রয়েছেন কিনা, প্রহ্লাদ মহারাজ তৎক্ষণাৎ তার উত্তরে বলেন যে, ভগবান যেহেতু সর্বত্রই বিরাজমান, তাই তিনি সেই স্তম্ভের মধ্যেও রয়েছেন। সেই বালকের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তাচ্ছিল্যভরে সবেগে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করে।

হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে আঘাত করা মাত্রই সেখান থেকে এক ভয়ঙ্কর শব্দ নির্গত হয়। প্রথমে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু স্তম্ভটি ছাড়া আর অন্য কিছুই দেখতে পায়নি, কিন্তু প্রহ্লাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য ভগবান সেই স্তম্ভ থেকে এক

অদ্ভুত নরসিংহমূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসেন। হিরণ্যকশিপু তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে, ভগবানের সেই অতি অদ্ভুত রূপ তার মৃত্যুর কারণরূপে প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাই সেই নরসিংহমূর্তির সঙ্গে সে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। ভগবান কিছু কাল ধরে সেই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধলীলা-বিলাস করেন, এবং সন্ধ্যাকালে দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে ভগবান সেই দৈত্যকে তাঁর অঙ্কে স্থাপনপূর্বক তাঁর নখের দ্বারা তার উদর বিদীর্ণ করে তাকে সংহার করেন। ভগবান কেবল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকেই সংহার করেননি, তিনি তার বহু অনুচরদেরও সংহার করেন। যখন যুদ্ধ করার মতো আর কেউ ছিল না, তখন ভগবান ক্রোধে গর্জন করতে করতে হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন।

এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হিরণ্যকশিপুর উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তখন ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ, মনু, প্রজাপতি, গন্ধর্ব, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতালিক, কিন্নর আদি বিভিন্ন মনুষ্যরূপী জীবগণ ভগবানের কাছে আসেন। তাঁরা সকলে ভগবানের অনতিদূরে দণ্ডায়মান হয়ে, সিংহাসনে সমাসীন চিন্ময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

অথ দৈত্যসুতাঃ সর্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্ ।
জগৃহুর্নিরবদ্যত্বান্নৈব গুর্বনুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **অথ**—তারপর; **দৈত্য-সুতাঃ**—দৈত্যনন্দনগণ (প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীগণ); **সর্বে**—সকলে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তাঁর দ্বারা (প্রহ্লাদ); **অনুবর্ণিতম্**—ভগবদ্ভক্তির বর্ণনা; **জগৃহুঃ**—স্বীকার করেছিল; **নিরবদ্যত্বাৎ**—সেই উপদেশের শ্রেষ্ঠ উপযোগের ফলে; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **গুরুঃ-অনুশিক্ষিতম্**—যা তাদের শিক্ষকেরা শিখিয়েছিল।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন, সমস্ত দৈত্যনন্দনেরা প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছিল, এবং তারা তাদের শিক্ষক ষণ্ড ও অমর্কের বৈষয়িক উপদেশ গ্রহণ করেনি ।

তাৎপর্য

এটিই প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্তের প্রচারের প্রভাব। ভক্ত যদি যোগ্য, নিষ্ঠাবান, ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ এবং সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসরণকারী হন, যেভাবে নারদ মুনির উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ তা প্রচার করেছিলেন, তা হলে তাঁর প্রচার ফলপ্রসূ হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

কেউ যদি সৎ বা শুদ্ধ ভক্তের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তা হলে সেই উপদেশ তাঁর কর্ণের আনন্দ এবং হৃদয়ের অনুরাগ প্রদান করবে। এইভাবে কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত হন এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন করেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় তাঁর সহপাঠী দৈত্যনন্দনেরা বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিল। তারা তাদের তথাকথিত শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্কের উপদেশ শ্রবণ করতে চায়নি, যারা কেবল তাদের কূটনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি আদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিল।

শ্লোক ২

অথাচার্যসুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্ ।
আলক্ষ্য ভীতস্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্ যথা ॥ ২ ॥

অথ—তারপর; **আচার্য-সুতঃ**—শুক্রাচার্যের পুত্র; **তেষাম্**—তাদের (দৈত্য-বালকদের); **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **একান্ত-সংস্থিতাম্**—কেবল একটি বিষয় ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে স্থির; **আলক্ষ্য**—দেখে; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **ত্বরিতঃ**—শীঘ্র; **রাজ্ঞে**—রাজা হিরণ্যকশিপুর কাছে; **আবেদয়ৎ**—নিবেদন করেছিল; **যথা**—উপযুক্তভাবে।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক যখন দেখল যে, প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ প্রভাবে অসুর-বালকেরা কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠছে, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে, দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছিল।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্ পদটি ইঙ্গিত করে যে, প্রহ্লাদ মহারাজের প্রচারের ফলে, তাঁর সহপাঠীরা কৃষ্ণভক্তিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তিই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করেন এবং তাঁর উপদেশ অনুসরণ করেন, তিনিই কৃষ্ণভক্তিতে অবিচলিতভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ হন এবং জড় চেতনার দ্বারা আর বিচলিত হন না। শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রদের মধ্যে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিল, এবং তাই তারা ভীত হয়েছিল যে, সমস্ত শিক্ষার্থীরাই হয়তো ক্রমশ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হবে।

শ্লোক ৩-৪

কোপাবেশচলদ্গাত্রঃ পুত্রং হন্তুং মনো দধে ।
ক্ষিপ্ত্বা পরুষয়া বাচা প্রহ্লাদমতদর্হণম্ ॥ ৩ ॥
আহেক্ষমাণঃ পাপেন তিরশ্চীনেন চক্ষুষা ।
প্রশ্রয়াবনতং দান্তং বদ্ধাঞ্জলিমবস্থিতম্ ।
সর্পঃ পদাহত ইব শ্বসন্ প্রকৃতিদারুণঃ ॥ ৪ ॥

কোপ-আবেশ—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে; **চলৎ**—কম্পিত; **গাত্রঃ**—সমস্ত শরীর; **পুত্রম্**—তার পুত্রকে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **মনঃ**—মন; **দধে**—স্থির করে; **ক্ষিপ্ত্বা**—তিরস্কার করতে করতে; **পরুষয়া**—অত্যন্ত কঠোর; **বাচা**—বাক্যে; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **অতৎ-অর্হণম্**—(তাঁর মহান চরিত্র এবং কোমল বয়সের জন্য) যে তিরস্কারের উপযুক্ত ছিলেন না; **আহ**—বলেছিল; **ঈক্ষমাণঃ**—ক্রোধান্বিতভাবে তাঁকে দেখে; **পাপেন**—তার পাপের ফলে; **তিরশ্চীনেন**—বক্র; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **প্রশ্রয়-অবনতম্**—অত্যন্ত বিনীত; **দান্তম্**—অত্যন্ত সংযত; **বদ্ধ-অঞ্জলিম্**—করজোড়ে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **সর্পঃ**—সর্প; **পদ-আহতঃ**—পদদলিত; **ইব**—সদৃশ; **শ্বসন্**—নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; **প্রকৃতি**—স্বভাবত; **দারুণঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

অনুবাদ

সেই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল। তখন সে স্থির করেছিল তার পুত্র প্রহ্লাদকে

সে বধ করবে। হিরণ্যকশিপু স্বভাবতই ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এবং এইভাবে অপমানিত বোধ করে, সে পদাহত সর্পের মতো নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন শান্ত, বিনীত এবং নম্র, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত ছিল, এবং তিনি করজোড়ে হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের কোমল বয়স এবং মহান আচরণের জন্য তিনি তিরস্কারের উপযুক্ত ছিলেন না, তবুও হিরণ্যকশিপু বক্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কঠোর বাক্যে তাঁকে তিরস্কার করেছিল।

তাৎপর্য

কেউ যখন অতি উন্নত ভক্তের প্রতি উদ্ধত আচরণ করে, তখন প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। তার ফলে তার আয়ু, গুরুজনদের আশীর্বাদ এবং পুণ্যকর্মের ফল নষ্ট হয়ে যায়। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে দেখতে পাই যে, হিরণ্যকশিপু যদিও এমন শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল যে, স্বর্গলোক সহ সে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক পরাভূত করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো বৈষ্ণবের প্রতি দুর্ব্যবহার করার ফলে, তাঁর তপস্যার সমস্ত ফল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৪/৪৬) বলা হয়েছে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষএব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

"কেউ যখন কোন মহাত্মার প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তখন তার আয়ু, ঐশ্বর্য, যশ, ধর্ম, সম্পত্তি এবং সৌভাগ্য, সব নষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ৫

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ
হে দুর্বিনীত মন্দাত্মন্ কুলভেদকরাধম ।
স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং নেষ্যে ত্বাদ্য যমক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—শ্রীহিরণ্যকশিপু বললেন; **হে**—হে; **দুর্বিনীত**—অত্যন্ত উদ্ধত; **মন্দ-আত্মন্**—হে মূর্খ; **কুল-ভেদ-কর**—কুলের বিভেদ সৃষ্টিকারী; **অধম**—হে নরাধম; **স্তব্ধম্**—অত্যন্ত জেদী; **মৎ-শাসন**—আমার আদেশ; **উদ্বৃত্তম্**—লঙ্ঘন করে; **নেষ্যে**—প্রেরণ করব; **ত্বা**—তোকে; **অদ্য**—আজ; **যমক্ষয়ম্**—যমালয়ে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বলল—হে দুর্বিনীত, হে মন্দবুদ্ধি, হে কুলভেদকারক, হে অধম, তুই আমার শাসন লঙ্ঘন করেছিস্, তাই তুই এক জেদী মূর্খ। আজ আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করব।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু তার বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদকে *দুর্বিনীত* বলে তিরস্কার করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সরস্বতী দেবীর কৃপায় এই শব্দটির অর্থ নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, *দুঃ* শব্দাংশটির অর্থ 'জড় জগৎ'। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* এই জড় জগৎকে *দুঃখালয়ম্* বলে বর্ণনা করেছেন। *বি* শব্দাংশটির অর্থ 'বিশেষ', এবং *নীত* শব্দাংশটির অর্থ 'নিয়ে আসা হয়েছে'। ভগবানের কৃপায় প্রহ্লাদ মহারাজ বিশেষভাবে এই জড় জগতে নীত হয়েছিলেন, মানুষকে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*—যখন সমগ্র মানব-সমাজ অথবা তার অংশ তাদের কর্তব্য বিস্মৃত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ আসেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকেন না, তখন তাঁর ভক্ত থাকেন, কিন্তু উদ্দেশ্যটি একই—দুর্দশাক্লিষ্ট বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেছেন যে, *মন্দাত্মন্* শব্দটির অর্থ মন্দ—অত্যন্ত খারাপ অথবা যার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অত্যন্ত মন্থর। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১০) বলা হয়েছে—*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা*। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন সমস্ত মন্দ বা মায়াবদ্ধ জীবদের পথপ্রদর্শক। তিনি এই জড় জগতের মন্দ এবং দুষ্ট জীবদেরও উপকারী বন্ধু। *কুলভেদকরাধম*—প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ এমনই মহিমান্বিত ছিল যে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মহান কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরাও নিতান্তই নগণ্য বলে প্রতিভাত হত। সকলেই তাদের পরিবার এবং বংশকে বিখ্যাত করতে চায়, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ এতই উদার ছিলেন যে, তিনি এক জীবের সঙ্গে আর এক জীবের কোন ভেদ দর্শন করতেন না। তাই তিনি রাজবংশ প্রতিষ্ঠাকারী মহান প্রজাপতিদের থেকেও মহৎ ছিলেন। *স্তব্ধম্* শব্দটির অর্থ জেদী। ভগবদ্ভক্ত অসুরদের নির্দেশের পরোয়া করেন না। তারা যখন নির্দেশ দেয়, তখন তিনি স্তব্ধ থাকেন। ভক্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশই শিরোধার্য করেন, তিনি অসুর বা অভক্তদের উপদেশের পরোয়া করেন না। তিনি অসুরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না, এমন কি সেই অসুর যদি তাঁর পিতাও হন।

মচ্ছাসনোদ্‌বৃত্তম্—প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর অসুর পিতার আদেশ অমান্য করেছিলেন। *যমক্ষয়ম্*—প্রতিটি বদ্ধ জীবই যমরাজের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন যে, তিনি প্রহ্লাদ মহারাজকে তার মুক্তিদাতা বলে মনে করেন, কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করবেন। কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ একজন মহাভাগবত হওয়ার ফলে, যে কোন যোগীর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি হিরণ্যকশিপুকে ভক্তিযোগীর সমাজে উন্নীত করবেন। এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সমস্ত শব্দগুলির অর্থ সরস্বতী দেবীর পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৬

ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ ।
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ় শাসনং কিং বলোঽত্যগাঃ ॥ ৬ ॥

ক্রুদ্ধস্য—ক্রুদ্ধ হলে; **যস্য**—যে; **কম্পন্তে**—কম্পিত হয়; **ত্রয়ঃ লোকাঃ**—ত্রিভুবন; **সহ-ঈশ্বরাঃ**—তাদের নেতাগণ সহ; **তস্য**—তার; **মে**—আমার (হিরণ্যকশিপু); **অভীতবৎ**—নির্ভয়; **মূঢ়**—দুষ্ট; **শাসনম্**—শাসন; **কিম্**—কি; **বলঃ**—বল; **অত্যগাঃ**—অতিক্রম করেছিস।

অনুবাদ

ওরে মূঢ় প্রহ্লাদ, তুই জানিস যে আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালগণ সহ ত্রিভুবন কম্পিত হয়। কিন্তু তুই কার বলে ভয়শূন্য হয়ে আমার শাসন অতিক্রম করছিস?

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। ভক্ত কখনও নিজেকে বলবান বলে দাবি করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, এবং তিনি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে সমস্ত বিপদে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩১) বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, তুমি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" ভগবান সেই কথা নিজে ঘোষণা না করে অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং তাই মানুষ তাঁর কথায় বিশ্বাস নাও করতে পারে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না। কারণ ভগবদ্ভক্তের বাণী কখনও ব্যর্থ হয় না।

হিরণ্যকশিপু তার পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্রকে নির্ভীকভাবে তার অত্যন্ত পরাক্রমশালী পিতার আদেশ অমান্য করতে দেখে হতবুদ্ধি হয়েছিল। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের আদেশ ছাড়া অন্য কারও আদেশ পালন করতে পারেন না। সেটিই হচ্ছে ভক্তের স্থিতি। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে তার আদেশ অমান্য করতে দেখে বুঝতে পেরেছিল যে, সে শিশু হলেও অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই হিরণ্যকশিপু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, *কিং বলঃ*—"কিভাবে তুই আমার আদেশ অমান্য করেছিস? কার বলে তুই তা করেছিস?"

শ্লোক ৭

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্
স বৈ বলং বলিনাং চাপরেষাম্ ।
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে
ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন; **ন**—না; **কেবলম্**—কেবল; **মে**—আমার; **ভবতঃ**—আপনার; **চ**—এবং; **রাজন্**—হে মহারাজ; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বলম্**—বল; **বলিনাম্**—বলবানের; **চ**—এবং; **অপরেষাম্**—অন্যদের; **পরে**—উৎকৃষ্ট; **অবরে**—নিকৃষ্ট; **অমী**—তারা; **স্থির-জঙ্গমাঃ**—স্থাবর অথবা জঙ্গম জীবদের; **যে**—যিনি; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **বশম্**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **প্রণীতাঃ**—নিয়ে আসা হয়েছে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে রাজন্, আমার যে বলের উৎসের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি আপনারও উৎস। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বলের আদি উৎস একজন। তিনি কেবল আমার অথবা আপনার বলেরই নয়, তিনি সকলেরই বলের উৎস। তাঁরই বলে সকলেই বলীয়ান। স্থাবর-জঙ্গম, উচ্চ-নিচ, সকলেই, এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই পরমেশ্বর ভগবানের বলের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪১) বলেছেন—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সেই সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।" সেই সত্যই এখানে প্রহ্লাদ মহরাজের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। যেখানে অসাধারণ শক্তি দেখা যায় তখনই বুঝতে হবে যে, তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নানা স্তরের অগ্নি রয়েছে, কিন্তু সেই সবই তাদের তাপ এবং কিরণ গ্রহণ করছে সূর্য থেকে। তেমনই, ছোট বড় সমস্ত জীবই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। জীবের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া, কারণ জীব ভৃত্য এবং সে কখনই স্বতন্ত্রভাবে প্রভুর পদ লাভ করতে পারে না। প্রভুর কৃপার ফলেই কেবল প্রভুর পদ লাভ করা যায়, স্বতন্ত্রভাবে নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা না যায়, ততক্ষণ সে মূঢ় থাকে; অর্থাৎ, সে মোটেই বুদ্ধিমান নয়। নির্বোধ গর্দভতুল্য মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই ভগবানের শরণাগত হতে পারে না।

জীবের অধীন অবস্থা বুঝতে কোটি কোটি জন্ম লাগে, কিন্তু কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান হন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) ভগবান বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাত্মা, এবং তাই তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সমস্ত পরিস্থিতিতে রক্ষা করবেন।

শ্লোক ৮

স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-
বোজঃসহঃসত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা ।
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ
সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **কালঃ**—কাল; **উরুক্রমঃ**—ভগবান, যাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অসাধারণ; **অসৌ**—তিনিই; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **সহঃ**—মনের বল; **সত্ত্ব**—স্থৈর্য; **বল**—দৈহিক শক্তি; **ইন্দ্রিয়**—এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের; **আত্মা**—আত্মা; **সঃ**—তিনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **পরমঃ**—পরম; **স্ব-শক্তিভিঃ**—তাঁর বিবিধ দিব্য শক্তির দ্বারা; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **অত্তি**—সংহার করেন; **গুণ-ত্রয়-ঈশঃ**—প্রকৃতির তিনটি গুণের ঈশ্বর।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরম নিয়ন্তা এবং কালস্বরূপ, তিনিই ইন্দ্রিয়ের বল, মনের বল, দেহের শক্তি, এবং ইন্দ্রিয়ের আত্মা। তাঁর পরাক্রম অসীম। তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনিই জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অধীশ্বর। তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং সংহার করেন।

তাৎপর্য

যেহেতু জড় জগৎ তিন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং ভগবান হচ্ছেন সেই সমস্ত গুণের অধীশ্বর, তাই চরমে ভগবানই এই জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা।

শ্লোক ৯

জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ
সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ ।
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ
তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্ ॥ ৯ ॥

জহি—ত্যাগ করুন; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—প্রবৃত্তি; **ইমম্**—এই; **ত্বম্**—আপনি (হে পিতৃদেব); **আত্মনঃ**—আপনার; **সমম্**—সমান; **মনঃ**—মন; **ধৎস্ব**—তৈরি করুন; **ন**—না; **সন্তি**—হয়; **বিদ্বিষঃ**—শত্রু; **ঋতে**—বিনা; **অজিতাৎ**—অনিয়ন্ত্রিত; **আত্মনঃ**—মন; **উৎপথে**—অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির ভ্রান্ত মার্গে; **স্থিতাৎ**—অবস্থিত হয়ে; **তৎ হি**—সেই (মনোবৃত্তি); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনন্তস্য**—অন্তহীন ভগবানের; **মহৎ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **সমর্হণম্**—পূজার বিধি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে পিতৃদেব, দয়া করে আপনি আপনার আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। আপনার হৃদয়ে শত্রু এবং মিত্রের ভেদ না করে সকলের প্রতি সমভাব পোষণ করুন। অসংযত এবং বিপথগামী মন ব্যতীত এই জগতে অন্য কোন শত্রু নেই। সর্বভূতে সমদর্শনের ফলেই পূর্ণরূপে ভগবানের আরাধনার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে না পারলে কখনই মনঃসংযম করা সম্ভব হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩৪) অর্জুন বলেছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

"হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক, তাকে বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন, তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও কঠিন বলে আমি মনে করি।" মনকে সংযত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মনকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা। মনের প্ররোচনার ফলেই আমরা শত্রু এবং মিত্র সৃষ্টি করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই আমাদের শত্রু নয় বা মিত্র নয়। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।* সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করাই ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করার প্রাথমিক শর্ত।

শ্লোক ১০

দস্যূন্ পুরা ষণ্ ন বিজিত্য লুম্পতো
মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ ।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং
সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥ ১০ ॥

দস্যূন্—দস্যু; **পুরা**—প্রথমে; **ষট্**—ছয়; **ন**—না; **বিজিত্য**—জয় করে; **লুম্পতঃ**—সমস্ত ধনসম্পদ অপহরণ করে; **মন্যন্তে**—মনে করে; **একে**—কিছু; **স্বজিতাঃ**—বিজিত; **দিশঃ দশ**—দশদিক; **জিত-আত্মনঃ**—জিতেন্দ্রিয়; **জ্ঞস্য**—বিজ্ঞ; **সমস্য**—সমদর্শী; **দেহিনাম্**—সমস্ত জীবদের প্রতি; **সাধোঃ**—এই প্রকার সাধু ব্যক্তির; **স্ব-মোহ-প্রভবাঃ**—নিজের মোহ থেকে সৃষ্ট; **কুতঃ**—কোথায়; **পরে**—শত্রু বা বিরোধী।

অনুবাদ

পূর্বে আপনার মতো বহু মূর্খ ব্যক্তি তাদের দেহের সর্বস্ব অপহরণকারী ছয়টি শত্রুকে জয় না করে গর্বভরে মনে করেছে, "আমি দশ দিকস্থ আমার সমস্ত শত্রুদের জয় করেছি।" কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর ষড়রিপু জয় করেছেন এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, তাঁর কোন শত্রু নেই। অজ্ঞানের ফলেই শত্রুর কল্পনা হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে, সকলেই মনে করে যে, সে তার শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে, তার প্রকৃত শত্রু হচ্ছে তার অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয় (*মনঃ ষষ্ঠাণীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*)। এই জড় জগতে সকলেই তার ইন্দ্রিয়ের দাস। প্রকৃতপক্ষে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত সেই কথা ভুলে গিয়ে মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের ফলে মায়ার সেবায় যুক্ত হয়। সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে এবং মনে করে যে, সে দশদিক জয় করেছে। মূল কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মনে করে তার বহু শত্রু রয়েছে, সে একটি মূর্খ, কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ তিনি জানেন যে, মানুষের ভিতরের শত্রু—অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন শত্রু নেই।

শ্লোক ১১

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ

ব্যক্তং ত্বং মর্তুকামোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে ।
মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ ননু স্যুর্বিক্লবা গিরঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—শ্রীহিরণ্যকশিপু বলল; **ব্যক্তম্**—স্পষ্টরূপে; **ত্বম্**—তুমি; **মর্তু-কামঃ**—মরতে ইচ্ছুক; **অসি**—হও; **যঃ**—যে; **অতিমাত্রম্**—মাত্রাতিরিক্ত; **বিকত্থসে**—গর্ব করছ (যেন তুমি তোমার ইন্দ্রিয় জয় করেছ কিন্তু তোমার পিতা তা করতে পারেনি); **মুমূর্ষূণাম্**—মরণাপন্ন ব্যক্তিরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মন্দ-আত্মন্**—হে নির্বোধ কুলাঙ্গার; **ননু**—নিশ্চিতভাবে; **স্যুঃ**—হয়; **বিক্লবাঃ**—বিভ্রান্তিকর; **গিরঃ**—বাণী।

অনুবাদ

শ্রীহিরণ্যকশিপু বলল—ওরে মূর্খ, তুই আমার মহিমা খর্ব করে, নিজেকে জিতেন্দ্রিয় বলে গর্ব করছিস। এটি তোর অতি বুদ্ধিমত্তা। তাই আমি বুঝতে পারছি যে, আমার হাতে তোর মরবার ইচ্ছা হয়েছে, কারণ মরণাপন্ন ব্যক্তিরাই এইভাবে অর্থহীন কথা বলে।

তাৎপর্য

হিতোপদেশে বলা হয়েছে, *উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রোকোপায় ন শান্তয়ে*—মূর্খ ব্যক্তিকে সৎ উপদেশ দিলে সে তার সদ্ব্যবহার না করে পক্ষান্তরে ক্রুদ্ধ হয়। প্রহ্লাদ মহারাজের মহাজনোচিত উপদেশ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু গ্রহণ করতে পারেনি; পক্ষান্তরে সে তার মহান শুদ্ধ ভক্ত পুত্রের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছিল। ভগবদ্ভক্ত যখন হিরণ্যকশিপুর মতো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ব্যক্তিদের কাছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করেন, তখন তাঁকে এই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। (*হিরণ্য* শব্দটির অর্থ 'সোনা', এবং *কশিপু* শব্দটির অর্থ 'সুন্দর বিছানা বা গদি'।) অধিকন্তু, পিতা কখনও চায় না যে, তার পুত্র তাকে উপদেশ দিক, বিশেষ করে সেই পিতা যদি অসুর হয়। তাঁর আসুরিক পিতার প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের বৈষ্ণব উপদেশ পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়েছিল, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যধিক বিদ্বেষের ফলে, তিনি শ্রীনৃসিংহদেবকে আমন্ত্রণ করছিলেন তাকে শীঘ্রই সংহার করার জন্য। হিরণ্যকশিপু যদিও ছিল একটি অসুর, তবুও এখানে তার নামের পূর্বে *শ্রী* শব্দটি যোগ করা হয়েছে। কেন? তার কারণ হচ্ছে যে, সৌভাগ্যক্রমে তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাভাগবত। তাই সে অসুর হলেও মুক্তি লাভ করে সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

শ্লোক ১২

যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ ।
ক্বাসৌ যদি স সর্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

যঃ—যে; **ত্বয়া**—তোর দ্বারা; **মন্দ-ভাগ্য**—ওরে দুর্ভাগা; **উক্তঃ**—বর্ণিত; **মদন্যঃ**—আমি ভিন্ন; **জগদীশ্বরঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তা; **ক্ব**—কোথায়; **অসৌ**—তিনি;

যদি—যদি; **সঃ**—তিনি; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে (সর্বব্যাপ্ত); **কস্মাৎ**—কেন; **স্তম্ভে**—আমার সম্মুখস্থ স্তম্ভে; **ন দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয় না।

অনুবাদ

ওরে হতভাগা প্রহ্লাদ, তুই সব সময় বলিস যে আমি ছাড়া অন্য কোন জগদীশ্বর রয়েছেন, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, যিনি সকলের নিয়ন্তা এবং যিনি সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু তিনি কোথায়? তিনি যদি সর্বত্রই থাকেন, তা হলে কেন তিনি আমার সম্মুখস্থ এই স্তম্ভে উপস্থিত নন?

তাৎপর্য

অসুরেরা কখনও কখনও বলে যে, তারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু অসুরেরা যে কেন সেই কথা জানে না, তা *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) ভগবান স্বয়ং উল্লেখ করেছেন, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*—"আমি মূর্খ এবং নির্বোধদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। কারণ তাদের কাছে আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আবৃত।" ভক্তেরাই কেবল ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। অভক্তেরা কখনও তাঁকে দেখতে পায় না। ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বর্ণিত হয়েছে—*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*। যে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকৃতই প্রেমাসক্ত হয়েছেন, তিনি সর্বদাই সর্বত্র তাঁকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু অসুরেরা স্পষ্টভাবে ভগবানকে না জানার ফলে, তাঁকে দর্শন করতে পারে না। হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর এবং তাঁর পিতার সম্মুখস্থ স্তম্ভে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি দেখেছিলেন যে, ভগবান তাঁকে তাঁর আসুরিক পিতার বাক্যে ভীত না হতে অনুপ্রাণিত করছেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য ভগবান উপস্থিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজের এই দর্শন লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোর ভগবান কোথায়?" প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, "তিনি সর্বত্রই রয়েছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তা হলে তিনি আমার সম্মুখস্থ এই স্তম্ভে নেই কেন?" এইভাবে ভক্ত সর্বত্রই সর্বদা ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু অভক্ত তা পারে না।

প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা তাঁকে এখানে 'মন্দভাগ্য' বলে সম্বোধন করেছেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সম্পদ অধিকার করার ফলে, নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করেছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন তাঁর পুত্র, এবং তিনি

উত্তরাধিকার সূত্রে তার সেই বিশাল সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অনমনীয়, তাই তাঁর পিতা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সেই জন্যই প্রহ্লাদ মহারাজের আসুরিক পিতা তাঁকে সব চাইতে হতভাগ্য বলে মনে করেছিল, কারণ তিনি তাঁর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারবেন না। হিরণ্যকশিপু জানত না যে, এই ত্রিভুবনে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন সব চাইতে সৌভাগ্যবান, কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে রক্ষা করছিলেন। অসুরেরা এইভাবেই ভুল বোঝে। তারা জানে না যে, ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভক্তকে রক্ষা করেন (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)।

শ্লোক ১৩

সোঽহং বিকত্থমানস্য শিরঃ কায়াদ্ধরামি তে।
গোপায়েত হরিস্ত্বাদ্য যস্তে শরণমীপ্সিতম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি; **বিকত্থমানস্য**—এই প্রকার অর্থহীন প্রলাপকারী; **শিরঃ**—মস্তক; **কায়াৎ**—শরীর থেকে; **হরামি**—ছিন্ন করব; **তে**—তোর; **গোপায়েত**—রক্ষা করুক; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ত্বা**—তুই; **অদ্য**—এখন; **যঃ**—যে; **তে**—তোর; **শরণম্**—রক্ষক; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত।

অনুবাদ

তোর এই অকথ্য কথনের জন্য আমি এখন তোর শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করব। তোর পরম আরাধ্য ভগবান এসে এখন তোকে রক্ষা করুক। আমি তা দেখতে চাই।

তাৎপর্য

অসুরেরা সব সময় মনে করে যে, ভগবান ভক্তের কল্পনা মাত্র। তারা মনে করে ভগবান নেই এবং ভগবানের প্রতি তথাকথিত ধার্মিক ভাবনা আফিম বা এল-এস-ডির মতো মাদকদ্রব্য, যা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন বলেছিলেন যে, তাঁর ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর সেই কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ অসুর হিরণ্যকশিপুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান নেই এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। তাই সে তার পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। ভগবান যে সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন, সেই ধারণাকে সে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১৪

এবং দুরুক্তৈর্মুহুরর্দয়ন্ রুষা
সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ ।
খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ
স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ স্বমুষ্টিনা ॥ ১৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **দুরুক্তৈঃ**—কঠোর বাক্যের দ্বারা; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অর্দয়ন্**—তিরস্কার করে; **রুষা**—অনর্থক ক্রোধে; **সুতম্**—তার পুত্রকে; **মহা-ভাগবতম্**—যিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত; **মহা-অসুরঃ**—মহা অসুর হিরণ্যকশিপু; **খড়্গম্**—খড়্গ; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **উৎপতিতঃ**—উঠে; **বর-আসনাৎ**—তার শ্রেষ্ঠ সিংহাসন থেকে; **স্তম্ভম্**—স্তম্ভে; **ততাড়**—আঘাত করেছিল; **অতিবলঃ**—অত্যন্ত বলবান; **স্ব-মুষ্টিনা**—তার মুষ্টির দ্বারা।

অনুবাদ

ক্রোধান্ধ হয়ে মহাবলবান হিরণ্যকশিপু এইভাবে তার মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করেছিল। তাঁর প্রতি বার বার তর্জন করে হিরণ্যকশিপু তার খড়্গ গ্রহণপূর্বক তার রাজসিংহাসন থেকে উত্থিত হয়ে মহাক্রোধে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করেছিল।

শ্লোক ১৫

তদৈব তস্মিন্ নিনদোঽতিভীষণো
বভূব যেনাণ্ডকটাহমস্ফুটৎ ।
যং বৈ স্বধিষ্ণ্যোপগতং ত্বজাদয়ঃ
শ্রুত্বা স্বধামাত্যয়মঙ্গ মেনিরে ॥ ১৫ ॥

তদা—তখন; **এব**—ঠিক; **তস্মিন্**—সেই স্তম্ভের ভিতর; **নিনদঃ**—ধ্বনি; **অতি-ভীষণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বভূব**—হয়েছিল; **যেন**—যার দ্বারা; **অণ্ড-কটাহম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ; **অস্ফুটৎ**—বিদীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়েছিল; **যম্**—যা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্বধিষ্ণ্য-উপগতম্**—স্বস্থানে উপনীত হয়ে; **তু**—কিন্তু; **অজ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **স্ব-ধাম-অত্যয়ম্**—তাঁদের ধাম ধ্বংস হয়েছে; **অঙ্গ**—হে যুধিষ্ঠির; **মেনিরে**—মনে করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন সেই স্তম্ভ থেকে এক ভয়ঙ্কর ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল, যার ফলে মনে হয়েছিল যেন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয়েছে। হে যুধিষ্ঠির, সেই শব্দ ব্রহ্মা আদি দেবতাদের ধামে পৌঁছেছিল, এবং তা শুনে তাঁরা মনে করেছিলেন, "হায়, আমাদের গ্রহলোক বুঝি বিনষ্ট হয়ে গেল!"

তাৎপর্য

আমরা যেমন কখনও কখনও বাজ পড়ার শব্দ শুনে ভয়ভীত হয়ে মনে করি যে, আমাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনই হিরণ্যকশিপুর সম্মুখস্থ স্তম্ভ থেকে নির্গত বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করে ব্রহ্মা আদি দেবতারা ভয়ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

স বিক্রমন্ পুত্রবধেপ্সুরোজসা
নিশম্য নির্হ্রাদমপূর্বমদ্ভুতম্ ।
অন্তঃসভায়াং ন দদর্শ তৎপদং
বিতত্রসুর্যেন সুরারিযূথপাঃ ॥ ১৬ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **বিক্রমন্**—তার বিক্রম প্রদর্শন করে; **পুত্রবধ-ঈপ্সুঃ**—তার পুত্রকে বধ করতে অভিলাষী; **ওজসা**—প্রচণ্ড বলের দ্বারা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নির্হ্রাদম্**—ভয়ঙ্কর ধ্বনি; **অপূর্বম্**—অশ্রুতপূর্ব; **অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **অন্তঃসভায়াম্**—তার সভার ভিতর; **ন**—না; **দদর্শ**—দর্শন করেছিল; **তৎ-পদম্**—সেই ভয়ঙ্কর শব্দের উৎস; **বিতত্রসুঃ**—ভীত হয়ে; **যেন**—যেই শব্দের দ্বারা; **সুর-অরি-যূথপাঃ**—অন্য অসুর-নায়কেরা (কেবল হিরণ্যকশিপুই নয়)।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন তার পুত্রকে বধ করতে অভিলাষী হয়ে তার অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করছিল, তখন সে সেই অতি অদ্ভুত প্রচণ্ড ধ্বনি শ্রবণ করেছিল, যা পূর্বে কখনও শোনা যায়নি। সেই শব্দ শুনে অন্যান্য অসুর-নায়কেরাও ভীত হয়েছিল। সেই সভায় কেউই বুঝতে পারেনি সেই শব্দের উৎস কোথায় ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

"হে কৌন্তেয়, আমি জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ব বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।" এখানে ভগবান আকাশে ভীষণ শব্দের দ্বারা (*শব্দঃ খে*) সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি প্রদর্শন করেছেন। সেই প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষ ছিল ভগবানের উপস্থিতির প্রমাণ। হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরেরা এখন ভগবানের পরম শাসনকারী শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, এবং তার ফলে হিরণ্যকশিপু ভীত হয়েছিল। মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বজ্রপাতের শব্দে তার ভয় হয়। তেমনই হিরণ্যকশিপু এবং তার পার্ষদ অসুরেরা শব্দরূপে ভগবানের উপস্থিতিতে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল, যদিও তারা সেই শব্দের উৎস খুঁজে পায়নি।

শ্লোক ১৭

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিং চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥ ১৭ ॥

সত্যম্—সত্য; **বিধাতুম্**—প্রমাণ করতে; **নিজভৃত্য-ভাষিতম্**—তাঁর ভৃত্যের বাণী (প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি বলেছিলেন তাঁর প্রভু সর্বত্রই বিরাজমান); **ব্যাপ্তিম্**—ব্যাপ্ত; **চ**—এবং; **ভূতেষু**—জীব এবং জড় তত্ত্বে; **অখিলেষু**—সমস্ত; **চ**—ও; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **অদৃশ্যত**—প্রকট হয়েছিলেন; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **রূপম্**—রূপ; **উদ্বহন্**—ধারণ করে; **স্তম্ভেঃ**—স্তম্ভে; **সভায়াম্**—সভার মধ্যে; **ন**—না; **মৃগম্**—পশু; **ন**—না; **মানুষম্**—মানুষ।

অনুবাদ

তাঁর ভৃত্য প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ ভগবান যে সর্বত্র বিরাজমান, এমন কি সভাগৃহের স্তম্ভের মধ্যেও বিরাজমান, সেই কথা প্রমাণ করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এক অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন

করেছিলেন। সেই রূপটি ছিল না মানুষের না সিংহের। এইভাবে ভগবান এক অদ্ভুত মূর্তিতে সভাগৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার ভগবান কোথায়? তিনি কি এই স্তম্ভেও রয়েছেন?" প্রহ্লাদ মহারাজ তখন নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, আমার প্রভু সর্বত্র বিরাজমান।" তাই প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি যে অভ্রান্ত, সেই কথা হিরণ্যকশিপুর কাছে প্রমাণ করার জন্য ভগবান স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান অর্ধ নর এবং অর্ধ সিংহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাতে হিরণ্যকশিপু বুঝতে না পারে যে, সেই বিশাল রূপটি কি মানুষের না সিংহের। প্রহ্লাদ মহারাজের বাণীর সত্যতা নিরূপণ করে ভগবান প্রমাণ করেছেন যে, *ভগবদ্গীতার* ঘোষণা অনুসারে তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। প্রহ্লাদ মহারাজের আসুরিক পিতা বার বার প্রহ্লাদকে হত্যা করার ভয় দেখিয়েছিল, তবুও প্রহ্লাদ মহারাজের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সে তাঁকে বধ করতে পারবে না, কারণ ভগবান তাঁকে সর্ব অবস্থাতেই রক্ষা করবেন। স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়ে ভগবান তাঁর ভক্তকে কার্যত আশ্বাস দিয়েছিলেন, "কোন ভয় করো না। আমি এখানে উপস্থিত রয়েছি।" নৃসিংহদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপু কোন মানুষ অথবা পশুর দ্বারা নিহত হবে না। ভগবান এমন এক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেই রূপে তিনি মানুষ নন অথবা সিংহ নন।

শ্লোক ১৮

স সত্ত্বমেনং পরিতো বিপশ্যন্
স্তম্ভস্য মধ্যাদনুনির্জিহানম্ ।
নায়ং মৃগো নাপি নরো বিচিত্র-
মহো কিমেতন্নৃমৃগেন্দ্ররূপম্ ॥ ১৮ ॥

সঃ—সে (দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু); **সত্ত্বম্**—প্রাণী; **এনম্**—সেই; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **বিপশ্যন্**—দর্শন করে; **স্তম্ভস্য**—স্তম্ভের; **মধ্যাৎ**—মধ্য থেকে; **অনুনির্জিহানম্**—বহির্গত হয়ে; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **মৃগঃ**—পশু; **ন**—না; **অপি**—বস্তুতপক্ষে;

নরঃ—মানুষ; **বিচিত্রম্**—অত্যন্ত অদ্ভুত; **অহো**—হায়; **কিম্**—কি; **এতৎ**—এই; **নৃ-মৃগ-ইন্দ্র-রূপম্**—নর এবং পশুরাজ সিংহ উভয়েরই রূপ বিশিষ্ট।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন সেই শব্দের উৎস অন্বেষণ করে চতুর্দিকে দেখছিল, তখন সে স্তম্ভের মধ্যে থেকে ভগবানের সেই অদ্ভুত রূপ বহির্গত হতে দেখেছিল, যা মানুষও নয়, সিংহও নয়। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে হিরণ্যকশিপু ভেবেছিল, "এই প্রাণীটি কি অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক সিংহ?"

তাৎপর্য

অসুর কখনও ভগবানের অসীম শক্তি অনুমান করতে পারে না। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*—ভগবানের বিভিন্ন শক্তি তাঁর জ্ঞানের স্বাভাবিক প্রদর্শনরূপে সর্বদা ক্রিয়া করে। অসুরেরা যেহেতু ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তাদের কাছে নর এবং সিংহের মিলিত রূপ অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অসুরেরা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা কেবল তাদের নিজেদের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের তুলনা করে (*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। মূঢ়, নাস্তিকেরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ, যিনি অন্য মানুষদের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন। *পরং ভাবমজানন্তঃ*—মূর্খ নাস্তিকেরা এবং অসুরেরা ভগবানের পরম শক্তিমত্তা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যা চান তাই তিনি করতে পারেন। হিরণ্যকশিপু যখন ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করেছিল, তখন সে মনে করেছিল যে, সে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, যেহেতু সে বর লাভ করেছিল যে, কোন মানুষ অথবা পশু তাকে হত্যা করতে পারবে না। সে কখনও ভাবতে পারেনি যে, পশু এবং মানুষ মিলিত হয়ে এমন একটি রূপ প্রকাশিত হতে পারে, যার ফলে তার মতো অসুরেরা সেই রূপ দর্শন করে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়। এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার অর্থ।

শ্লোক ১৯-২২

মীমাংসমানস্য সমুত্থিতোঽগ্রতো ।
নৃসিংহরূপস্তদলং ভয়ানকম্ ॥ ১৯ ॥

প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং
স্ফুরৎসটাকেশরজৃম্ভিতাননম্ ।
করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চল-
ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রূকুটীমুখোল্বণম্ ॥ ২০ ॥
স্তব্ধোর্ধ্বকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুত-
ব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণম্ ।
দিবিস্পৃশৎকায়মদীর্ঘপীবর-
গ্রীবোরুবক্ষঃস্থলমল্পমধ্যমম্ ॥ ২১ ॥
চন্দ্রাংশুগৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈ-
র্বিষ্বগ্‌ভুজানীকশতং নখায়ুধম্ ।
দুরাসদং সর্বনিজেতরায়ুধ-
প্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবম্ ॥ ২২ ॥

মীমাংসমানস্য—ভগবানের অদ্ভুত রূপের চিন্তায় মগ্ন হিরণ্যকশিপুর; **সমুত্থিতঃ**—আবির্ভূত; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **নৃসিংহ-রূপঃ**—নরসিংহ রূপ; **তৎ**—তা; **অলম্**—অসাধারণ; **ভয়ানকম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **প্রতপ্ত**—উত্তপ্ত; **চামীকর**—স্বর্ণ; **চণ্ড-লোচনম্**—ভয়ঙ্কর চক্ষু সমন্বিত; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **সটা-কেশর**—তাঁর কেশরের দ্বারা; **জৃম্ভিত-আননম্**—যাঁর মুখমণ্ডল বিস্তৃত হয়েছে; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্রম্**—দন্তরাজি; **করবাল-চঞ্চল**—তীক্ষ্ণধার খড়্গের মতো চঞ্চল; **ক্ষুর-অন্ত**—ক্ষুরধার; **জিহ্বম্**—জিহ্বা; **ভ্রূকুটীমুখ**—ভ্রূকুটিত মুখ; **উল্বণম্**—ভয়ানক; **স্তব্ধ**—স্থির; **ঊর্ধ্ব**—উন্নত; **কর্ণম্**—কর্ণ; **গিরি-কন্দর**—পর্বতের গুহাসদৃশ; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **ব্যাত্তাস্য**—বিস্তৃত মুখ; **নাসম্**—এবং নাক; **হনুভেদ-ভীষণম্**—ভীষণ বিদীর্ণ হনুদেশ; **দিবিস্পৃশৎ**—গগনস্পর্শী; **কায়ম্**—যাঁর শরীর; **অদীর্ঘ**—হ্রস্ব; **পীবর**—স্থূল; **গ্রীব**—গ্রীবা; **উরু**—প্রশস্ত; **বক্ষঃ-স্থলম্**—বক্ষ; **অল্প**—ছোট; **মধ্যমম্**—দেহের মধ্যভাগ; **চন্দ্র-অংশু**—চন্দ্রকিরণের মতো; **গৌরৈঃ**—গৌরবর্ণ; **ছুরিতম্**—আবৃত; **তনূরুহৈঃ**—কেশের দ্বারা; **বিষ্বক্**—সর্বদিকে; **ভুজ**—বাহুর; **অনীক-শতম্**—শত শত; **নখ**—নখ সমন্বিত; **আয়ুধম্**—ভয়ানক অস্ত্রসদৃশ; **দুরাসদম্**—দুর্জয়; **সর্ব**—সমস্ত; **নিজ**—নিজের; **ইতর**—এবং অন্যের; **আয়ুধ**—অস্ত্রের; **প্রবেক**—শ্রেষ্ঠ প্রয়োগের দ্বারা; **বিদ্রাবিত**—পলায়ন রত; **দৈত্য**—দৈত্য; **দানবম্**—এবং দানবদের (নাস্তিকদের)।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার সম্মুখে দণ্ডায়মান নরসিংহরূপী ভগবানকে দর্শন করে বিচার করার চেষ্টা করে তিনি কে। তাঁর সেই রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর—তাঁর ক্রোধান্বিত নয়নযুগল উত্তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল; তাঁর দীপ্ত কেশর তাঁর ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলকে বিস্তার করেছে; তাঁর দন্তপঙ্ক্তি ভয়ানক; এবং তাঁর ক্ষুরধার জিহ্বা খড়্গের মতো চঞ্চল। তাঁর উন্নত কর্ণযুগল নিশ্চল, এবং তাঁর মুখ ও নাসিকাবিবর পর্বতের গুহার মতো। তাঁর হনুদেশ ভয়ঙ্করভাবে বিদীর্ণ এবং তাঁর শরীর আকাশকে স্পর্শ করছে। তাঁর গ্রীবা হ্রস্ব এবং স্থূল, বক্ষ বিশাল, উদর কৃশ, এবং তাঁর দেহের লোম চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র। তাঁর অসংখ্য বাহু সেনাবাহিনীর মতো চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং অন্যান্য স্বাভাবিক অস্ত্রের দ্বারা দৈত্য, দানব এবং নাস্তিকদের বিনাশ করে।

শ্লোক ২৩

প্রায়েণ মেঽয়ং হরিণোরুমায়িনা
বধঃ স্মৃতোঽনেন সমুদ্যতেন কিম্ ।
এবং ব্রুবংস্ত্বভ্যপতদ্ গদায়ুধো
নদন্ নৃসিংহং প্রতি দৈত্যকুঞ্জরঃ ॥ ২৩ ॥

প্রায়েণ—হয়তো; **মে**—আমার; **অয়ম্**—এই; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **উরুমায়িনা**—মহা মায়াবী; **বধঃ**—মৃত্যু; **স্মৃতঃ**—পরিকল্পনা করেছে; **অনেন**—এই; **সমুদ্যতেন**—প্রচেষ্টা; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবন্**—বলে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অভ্যপতৎ**—আক্রমণ করেছিল; **গদা-আয়ুধঃ**—গদা ধারণ করে; **নদন্**—গর্জন করতে করতে; **নৃসিংহম্**—নরসিংহরূপী ভগবানের; **প্রতি**—প্রতি; **দৈত্য-কুঞ্জরঃ**—হস্তীর মতো বিশালকায় দৈত্য হিরণ্যকশিপু।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু মনে মনে বলেছিল, "মহা মায়াবী ভগবান বিষ্ণু আমাকে হত্যা করার এই পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু তাঁর এই চেষ্টায় কি হতে পারে? আমার সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারবে?" এই বলে হস্তীর মতো বিশালকায় হিরণ্যকশিপু গদা ধারণ করে ভগবানকে আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

অরণ্যে কখনও কখনও সিংহ এবং হাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়। এখানে ভগবান সিংহের মতো আবির্ভূত হয়েছেন, এবং হিরণ্যকশিপু নির্ভীক হস্তীর মতো ভগবানকে আক্রমণ করেছে। সাধারণত হস্তী সিংহের দ্বারা পরাস্ত হয়, তাই এই শ্লোকের এই তুলনাটি যথাযথ হয়েছে।

শ্লোক ২৪

অলক্ষিতোঽগ্নৌ পতিতঃ পতঙ্গমো
যথা নৃসিংহৌজসি সোঽসুরস্তদা ।
ন তদ্ বিচিত্রং খলু সত্ত্বধামনি
স্বতেজসা যো নু পুরাপিবৎ তমঃ ॥ ২৪ ॥

অলক্ষিতঃ—অদৃশ্য; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **পতিতঃ**—পতিত; **পতঙ্গমঃ**—পতঙ্গ; **যথা**—যেমন; **নৃসিংহ**—ভগবান নৃসিংহদেবের; **ওজসি**—তেজের মধ্যে; **সঃ**—সে; **অসুরঃ**—হিরণ্যকশিপু; **তদা**—তখন; **ন**—না; **তৎ**—তা; **বিচিত্রম্**—অদ্ভুত; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **সত্ত্ব-ধামনি**—শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত ভগবানে; **স্ব-তেজসা**—তাঁর তেজের দ্বারা; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **নু**—বস্তুতপক্ষে; **পুরা**—পূর্বে; **অপিবৎ**—গ্রাস করেছিলেন; **তমঃ**—এই জড় জগতের অন্ধকার।

অনুবাদ

পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পতিত হলে অদৃশ্য হয়, তেমনই হিরণ্যকশিপু যখন তেজোময় ভগবানকে আক্রমণ করেছিল, তখন সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ ভগবান সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। পূর্বে, সৃষ্টির সময় তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশপূর্বক তাঁর চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা সেই অন্ধকার বিনাশ করে ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। জড় জগৎ সাধারণত তমোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু চিৎ-জগৎ ভগবানের উপস্থিতির ফলে তাঁর জ্যোতির প্রভাবে তম, রজ এবং কলুষিত সত্ত্বগুণের কলুষ থেকে মুক্ত। এই জড় জগতে যদিও ব্রহ্মণ্য গুণরূপে সত্ত্বগুণের আভাস রয়েছে, তবুও সেই গুণ রজ এবং তমোগুণের

তীব্র প্রভাবের ফলে প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান যেহেতু সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই জড় জগতের রজ এবং তমোগুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভগবান যেখানেই উপস্থিত থাকেন, সেখানেই তমোগুণের অন্ধকার থাকতে পারে না। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ২২/৩১) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ—সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

"আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে এই জড় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিন্তু ভক্তিযোগের প্রভাবে এই অজ্ঞান দূর হয়।" প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তিযোগের প্রদর্শনের ফলে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ভগবান আবির্ভূত হওয়া মাত্রই ভগবানের শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রভাবে বা ব্রহ্মজ্যোতির প্রভাবে হিরণ্যকশিপুর রজ এবং তমোগুণ ধ্বংস হয়েছিল। সেই জ্যোতিতে হিরণ্যকশিপু অদৃশ্য হয়েছিল, বা তার প্রভাব অদৃশ্য হয়েছিল। জড় জগতের তমোগুণের প্রভাব যে কিভাবে বিধ্বস্ত হয়, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা সর্বত্রই অন্ধকার দর্শন করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন সব কিছুই স্পষ্ট হয়েছিল, ঠিক যেমন রাত্রির অন্ধকার থেকে সূর্যের কিরণে এলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ আমরা জড়া প্রকৃতির গুণে থাকি, ততক্ষণ আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকি। ভগবানের উপস্থিতি ব্যতীত এই অন্ধকার দূর করা যায় না। আর ভগবানের আবির্ভাব হয় ভক্তিযোগের অনুশীলনের প্রভাবে। ভক্তিযোগের প্রভাবে জড় কলুষবিহীন এক চিন্ময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ২৫

ততোঽভিপদ্যাভ্যহনন্মহাসুরো
রুষা নৃসিংহং গদয়োরুবেগয়া ।
তং বিক্রমন্তং সগদং গদাধরো
মহোরগং তার্ক্ষ্যসুতো যথাগ্রহীৎ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তারপর; **অভিপদ্য**—আক্রমণ করে; **অভ্যহনৎ**—আঘাত করেছিল; **মহা-অসুরঃ**—মহা অসুর (হিরণ্যকশিপু); **রুষা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **নৃসিংহম্**—ভগবান নৃসিংহদেবকে; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **উরু-বেগয়া**—দ্রুতবেগে; **তম্**—তাকে

(হিরণ্যকশিপু); **বিক্রমন্তম্**—তার পরাক্রম প্রদর্শন করে; **স-গদম্**—তার গদার দ্বারা; **গদাধরঃ**—গদাধর ভগবান নৃসিংহদেব; **মহা-উরগম্**—মহাসর্পকে; **তার্ক্ষ্য-সুতঃ**—তার্ক্ষ্যের পুত্র গরুড়; **যথা**—যেমন; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর মহা অসুর হিরণ্যকশিপু ক্রোধপূর্বক দ্রুতবেগে নৃসিংহদেবকে আক্রমণ করে তার গদার দ্বারা তাঁকে আঘাত করেছিল। কিন্তু গরুড় যেভাবে মহাসর্পকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব গদা সহ হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

স তস্য হস্তোৎকলিতস্তদাসুরো
বিক্রীড়তো যদ্বদহির্গরুত্মতঃ ।
অসাধ্বমন্যন্ত হৃতৌকসোঽমরা
ঘনচ্ছদা ভারত সর্বধিষ্ণ্যপাঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **তস্য**—তাঁর (ভগবান নৃসিংহদেবের); **হস্ত**—হাত থেকে; **উৎকলিতঃ**—নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল; **তদা**—তখন; **অসুরঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু; **বিক্রীড়তঃ**—খেলা করে; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **অহিঃ**—সর্প; **গরুত্মতঃ**—গরুড়ের; **অসাধু**—ভাল নয়; **অমন্যন্ত**—বিবেচনা করেছিলেন; **হৃত-ওকসঃ**—যাঁদের ধাম হিরণ্যকশিপু ছিনিয়ে নিয়েছিল; **অমরাঃ**—দেবতাগণ; **ঘনচ্ছদাঃ**—মেঘের আড়ালে অবস্থান করে; **ভারত**—হে ভরত-বংশজ; **সর্ব-ধিষ্ণ্যপাঃ**—সমস্ত স্বর্গলোকের পালকগণ।

অনুবাদ

হে ভরত-বংশজ মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান নৃসিংহদেব যখন তাঁর হাত থেকে হিরণ্যকশিপুকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে গরুড় খেলার ছলে কখনও কখনও সর্পকে তার মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেয়, তখন দৈত্যভয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্থানভ্রষ্ট দেবতারা ভগবানের হাত থেকে দৈত্যের নির্গমনের ব্যাপারটি ভাল বলে মনে করলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান নৃসিংহদেব যখন হিরণ্যকশিপুকে সংহার করতে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান তাঁর হাত থেকে সেই দৈত্যটিকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই ব্যাপারটি দেবতাদের খুব একটা ভাল লাগেনি, কারণ তাঁরা হিরণ্যকশিপুর ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে হিরণ্যকশিপু যদি কোনক্রমে নৃসিংহদেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় এবং দেখতে পায় যে দেবতারা মহা আনন্দে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন, তা হলে সে প্রতিশোধ নেবে। তাই তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

তং মন্যমানো নিজবীর্যশঙ্কিতং
যদ্ধস্তমুক্তো নৃহরিং মহাসুরঃ ।
পুনস্তমাসজ্জত খড়্গচর্মণী
প্রগৃহ্য বেগেন গতশ্রমো মৃধে ॥ ২৭ ॥

তম্—তাঁকে (ভগবান নৃসিংহদেবকে); **মন্যমানঃ**—মনে করে; **নিজ-বীর্য-শঙ্কিতম্**—তার বীরত্বে ভীত; **যৎ**—যেহেতু; **হস্তমুক্তঃ**—ভগবানের হাত থেকে মুক্ত হয়ে; **নৃহরিম্**—ভগবান নৃসিংহদেব; **মহা-অসুরঃ**—মহাদৈত্য; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাঁকে; **আসজ্জত**—আক্রমণ করেছিল; **খড়্গ-চর্মণী**—তার তরবারি এবং ঢাল; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **বেগেন**—মহাবেগে; **গতশ্রমঃ**—শ্রমরহিত; **মৃধে**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন নৃসিংহদেবের হস্ত থেকে মুক্ত হয়েছিল, তখন সে ভ্রান্তভাবে মনে করেছিল যে, ভগবান তার শক্তিতে ভীত হয়েছেন। তাই সে ক্ষণকাল বিশ্রামের পরে, খড়্গ এবং ঢাল গ্রহণ করে পুনরায় মহাবেগে ভগবানকে আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

পাপীদের জাগতিক সুখ-সুবিধা ভোগ করতে দেখে মূর্খ মানুষেরা কখনও কখনও মনে করে, "এই পাপী এত সুখভোগ করছে আর পুণ্যবান মানুষেরা দুঃখভোগ

করছে, কেন এমন হয়?" ভগবানের ইচ্ছায় পাপীরা কখনও কখনও এই জড় জগতে সুখভোগ করার সুযোগ পায়, যেন তারা জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এইভাবে তাদের বোকা বানানো হয়। জড়া প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে যে সমস্ত পাপীরা, তাদের অবশ্যই দণ্ডভোগ করতে হয়, কিন্তু কখনও কখনও তাদের সুখভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়, ঠিক যেভাবে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর কবল থেকে হিরণ্যকশিপুকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। চরমে ভগবানের হাতে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু অবধারিত ছিল, কিন্তু কৌতুক ছলে ভগবান তাকে তাঁর হাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

তং শ্যেনবেগং শতচন্দ্রবর্ত্মভি-
শ্চরন্তমচ্ছিদ্রমুপর্যধো হরিঃ ।
কৃত্বাট্টহাসং খরমুৎস্বনোল্বণং
নিমীলিতাক্ষং জগৃহে মহাজবঃ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাকে (হিরণ্যকশিপুকে); **শ্যেনবেগম্**—বাজপাখির মতো গতিবিশিষ্ট; **শত-চন্দ্র-বর্ত্মভিঃ**—তার খড়্গ এবং শত চন্দ্রের চিহ্ন সমন্বিত ঢালের নিপুণ চালনার দ্বারা; **চরন্তম্**—বিচরণ করে; **অচ্ছিদ্রম্**—নিশ্ছিদ্র; **উপরি-অধঃ**—উপরে এবং নিচে; **হরিঃ**—ভগবান; **কৃত্বা**—করে; **অট্টহাসম্**—অট্টহাস্য; **খরম্**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **উৎস্বন-উল্বণম্**—তাঁর ভীষণ গর্জনে অত্যন্ত ভীত হয়ে; **নিমীলিত**—মুদিত; **অক্ষম্**—চক্ষু; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **মহা-জবঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী ভগবান।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার খড়্গ এবং ঢাল নিয়ে নিশ্ছিদ্রভাবে আবৃত হয়ে নিজেকে রক্ষা করছিল, কিন্তু তখন ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ অট্টহাস্য করে পরম শক্তিমান ভগবান নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করেছিলেন। বাজপাখির মতো তীব্র গতিতে হিরণ্যকশিপু কখনও আকাশে এবং কখনও পৃথিবীতে বিচরণ করছিল, নৃসিংহদেবের অট্টহাস্যের ফলে ভয়ে তার চক্ষু মুদিত ছিল।

শ্লোক ২৯

বিষ্বক্ স্ফুরন্তং গ্রহণাতুরং হরি-
র্ব্যালো যথাখুং কুলিশাক্ষতত্বচম্ ।
দ্বার্যূরুমাপত্য দদার লীলয়া
নখৈর্যথাহিং গরুড়ো মহাবিষম্ ॥ ২৯ ॥

বিষ্বক্—সর্বত্র; **স্ফুরন্তম্**—তার অঙ্গ চালনা করে; **গ্রহণ-আতুরম্**—অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে ব্যথিত; **হরিঃ**—ভগবান নৃসিংহদেব; **ব্যালঃ**—সর্প; **যথা**—যেমন; **আখুম্**—মূষিক; **কুলিশ-অক্ষত**—ইন্দ্রের বজ্রাঘাতেও অক্ষত; **ত্বচম্**—ত্বক; **দ্বারি**—দরজার চৌকাঠে; **ঊরুম্**—তাঁর ঊরুতে; **আপত্য**—স্থাপন করে; **দদার**—বিদীর্ণ করেছিলেন; **লীলয়া**—অনায়াসে; **নখৈঃ**—নখের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **অহিম্**—সর্পকে; **গরুড়ঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়; **মহাবিষম্**—অত্যন্ত বিষধর।

অনুবাদ

সর্প যেভাবে ইঁদুরকে ধরে অথবা গরুড় যেভাবে একটি অত্যন্ত বিষধর সর্পকে ধরে, ঠিক সেইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতেও অক্ষত হিরণ্যকশিপুকে ধরেছিলেন। এইভাবে ধৃত হওয়ার ফলে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে হিরণ্যকশিপু যখন সর্বত্র তার অঙ্গ সঞ্চালন করছিল, তখন ভগবান নৃসিংহদেব সভাগৃহের দ্বারদেশে অসুরটিকে তাঁর ঊরুর উপর স্থাপন করে অনায়াসে তার দেহ নখের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল যে, মাটিতে অথবা আকাশে তার মৃত্যু হবে না। তাই, ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নৃসিংহদেব তাঁর ঊরুর উপর হিরণ্যকশিপুর দেহ স্থাপন করেছিলেন, যা মাটি নয় এবং আকাশও নয়। হিরণ্যকশিপু বর লাভ করেছিল যে, দিনের বেলায় অথবা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। তাই, ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য হিরণ্যকশিপুকে ভগবান সন্ধ্যাবেলা সংহার করেছিলেন, যা দিনের শেষ এবং রাত্রির শুরু—কিন্তু দিনও নয়, রাতও নয়। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল কোন অস্ত্র অথবা জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির দ্বারা তার মৃত্যু হবে না। তাই, ব্রহ্মার বাণী রক্ষা করার জন্য ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর দেহ তাঁর নখের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন, যা

অস্ত্র ছিল না এবং জীবিত বা মৃত নয়। প্রকৃতপক্ষে, নখকে মৃত বলা যায়, আবার তাকে জীবিতও বলা যায়। ব্রহ্মার সমস্ত বর অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত বিষম পরিস্থিতিতে অথচ অনায়াসে সেই মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্যকরাললোচনো
ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্ স্বজিহ্বয়া ।
অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরাননো
যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ ॥ ৩০ ॥

সংরম্ভ—অত্যন্ত ক্রোধের ফলে; **দুষ্প্রেক্ষ্য**—যা দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন; **করাল**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **লোচনঃ**—চক্ষু; **ব্যাত্ত**—বিকশিত; **আনন-অন্তম্**—মুখের প্রান্তভাগ; **বিলিহন্**—অবলেহন করে; **স্ব-জিহ্বয়া**—তাঁর জিহ্বার দ্বারা; **অসৃক্-লব**—রক্তবিন্দু দ্বারা; **আক্ত**—সিক্ত; **অরুণ**—রক্তিম; **কেশর**—কেশর; **আননঃ**—মুখ; **যথা**—যেমন; **অন্ত্রমালী**—অন্ত্রের মালার দ্বারা বিভূষিত; **দ্বিপ-হত্যয়া**—হস্তীকে বধ করার দ্বারা; **হরিঃ**—সিংহ।

অনুবাদ

ভগবান নৃসিংহদেবের মুখ এবং কেশর রক্তবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হয়েছিল, এবং তাঁর ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নের দিকে কেউই তাকাতে পারছিল না। তাঁর জিহ্বার দ্বারা মুখের প্রান্তভাগ অবলেহন করে ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর অন্ত্রের মালায় বিভূষিত হয়েছিলেন। তখন তাঁকে সদ্য একটি হস্তী সংহারকারী সিংহের মতো দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেবের কেশর রক্তবিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করেছিলেন, এবং সেই অসুরের অন্ত্র মালার মতো গলায় জড়ানোর ফলে তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এইভাবে হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধরত সিংহের মতো ভগবান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

নখাঙ্কুরোৎপাটিতহৃৎসরোরুহং
বিসৃজ্য তস্যানুচরানুদায়ুধান্ ।
অহন্ সমস্তান্নখশস্ত্রপাণিভি-
র্দোর্দণ্ডযূথোঽনুপথান্ সহস্রশঃ ॥ ৩১ ॥

নখ-অঙ্কুর—তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা; **উৎপাটিত**—উৎপাটন করে; **হৃৎসরোরুহম্**—পদ্মসদৃশ হৃদয়; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **তস্য**—তার; **অনুচরান্**—অনুচরদের (সৈন্যসামন্ত এবং দেহরক্ষীদের); **উদায়ুধান্**—অস্ত্র উদ্যত করে; **অহন্**—তিনি সংহার করেছিলেন; **সমস্তান্**—সমস্ত; **নখ-শস্ত্র-পাণিভিঃ**—নখ এবং হস্তের অন্যান্য অস্ত্রের দ্বারা; **দোর্দণ্ড-যূথঃ**—অসংখ্য হস্ত সমন্বিত; **অনুপথান্**—হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

বহু হস্ত সমন্বিত ভগবান প্রথমে তাঁর নখাঙ্কুরের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয় উৎপাটনপূর্বক তাকে পরিত্যাগ করে অসুর সৈন্যদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সমস্ত হাজার হাজার অস্ত্রধারী সৈনিকেরা ছিল হিরণ্যকশিপুর অতি বিশ্বস্ত অনুচর, কিন্তু ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর নখাগ্রভাগের দ্বারা তাদের সকলকে সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টির সময় থেকেই দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দেবতা এবং অসুর। দেবতারা সর্বদাই ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, কিন্তু অসুরেরা সর্বদাই নাস্তিক এবং ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে। বর্তমান সময়ে, সারা জগৎ জুড়ে নাস্তিকদের সংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভগবান নেই এবং সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে জড় উপাদানের আকস্মিক সমন্বয়ের ফলে। এইভাবে সারা জগৎ ক্রমশ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে, এবং তার ফলে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তা হলে ভগবান অবশ্যই তার বোঝাপড়া করবেন, ঠিক যেভাবে তিনি হিরণ্যকশিপুর ক্ষেত্রে করেছিলেন। নিমেষের মধ্যে হিরণ্যকশিপু এবং তার অনুচরেরা বিনষ্ট হয়েছিল। তেমনই এই নাস্তিক সভ্যতা ভগবানের অঙ্গুলি হেলনে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অসুরদের তাই সাবধান হওয়া উচিত এবং তাদের ভগবদ্-বিহীন সভ্যতার সমাপ্তি সাধন করা উচিত। তাদের কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়া; তা না হলে তাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হিরণ্যকশিপু যেমন নিমেষের মধ্যে নিহত হয়েছিল, তেমনই এই ঈশ্বরবিহীন সভ্যতাও নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ৩২

সটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্
গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভু-
র্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা বিচুক্রুশুঃ ॥ ৩২ ॥

সটা—ভগবান নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা; **অবধূতাঃ**—কম্পিত; **জলদাঃ**—মেঘ; **পরাপতন্**—বিক্ষিপ্ত হয়েছিল; **গ্রহাঃ**—জ্যোতির্ময় গ্রহগুলি; **চ**—এবং; **তৎ-দৃষ্টি**—তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিমুষ্ট**—অপহৃত; **রোচিষঃ**—জ্যোতি; **অম্ভোধয়ঃ**—সমুদ্রের জল; **শ্বাসহতাঃ**—নৃসিংহদেবের নিঃশ্বাসের দ্বারা আহত হয়ে; **বিচুক্ষুভুঃ**—বিক্ষুব্ধ হয়েছিল; **নির্হ্রাদ-ভীতাঃ**—নৃসিংহদেবের গর্জনে ভীত; **দিগিভাঃ**—দিগ্‌হস্তীগণ; **বিচুক্রুশুঃ**—আর্তনাদ করেছিল।

অনুবাদ

ভগবান নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা মেঘসমূহ কম্পিত এবং বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গ্রহগুলির জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়েছিল, তাঁর নিঃশ্বাসে আহত হয়ে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিল, এবং তাঁর গর্জনে দিগ্‌হস্তীরা ভীত হয়ে আর্তনাদ করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) ভগবান বলেছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সেই সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।" অন্তরীক্ষের গ্রহ-নক্ষত্রের যে জ্যোতি তা

ভগবানেরই জ্যোতির আংশিক প্রকাশ মাত্র। বিভিন্ন জীবের মধ্যে বহু অদ্ভুত গুণাবলী দর্শন করা যায়, কিন্তু যেখানেই কোন অসাধারণ গুণ দর্শন হয় তা ভগবানেরই তেজের অংশ। ভগবান যখন তাঁর বিশেষ রূপে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এবং এই সৃষ্টির অন্যান্য অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় নগণ্য হয়ে যায়। ভগবানের সবিশেষ, সর্বজয়ী, দিব্য গুণাবলীর তুলনায় সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৩

দ্যৌস্তৎসটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা
প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা ।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা
তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে ॥ ৩৩ ॥

দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষ; **তৎ-সটা**—তাঁর জটার দ্বারা; **উৎক্ষিপ্ত**—উৎক্ষিপ্ত; **বিমান-সঙ্কুলা**—বিমানসমূহের দ্বারা পূর্ণ; **প্রোৎসর্পত**—স্থানচ্যুত হয়েছিল; **ক্ষ্মা**—পৃথিবী; **চ**—ও; **পদ-অভিপীড়িতা**—ভগবানের চরণকমলের গুরুভারে পীড়িতা; **শৈলাঃ**—পাহাড়-পর্বতগুলি; **সমুৎপেতুঃ**—উৎপতিত হয়েছিল; **অমুষ্য**—সেই ভগবানের; **রংহসা**—অসহ্য বলের প্রভাবে; **তৎ-তেজসা**—তাঁর জ্যোতির দ্বারা; **খম্**—আকাশ; **ককুভঃ**—দশ-দিক; **ন রেজিরে**—দীপ্তিরহিত হয়েছিল।

অনুবাদ

নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা বিমানসমূহ অন্তরীক্ষে এবং উচ্চলোকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভগবানের চরণ-কমলের গুরুভারে পৃথিবী যেন তাঁর স্ব-স্থান থেকে বিচলিত হয়েছিল, এবং তাঁর অসহ্য বলের প্রভাবে যেন সমস্ত পাহাড়-পর্বতগুলি উৎপতিত হয়েছিল। ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার প্রভাবে আকাশ এবং সমস্ত দিক তাদের স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, বহুকাল পূর্বেও আকাশে বিমান উড়ত। *শ্রীমদ্ভাগবত* বলা হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর আগে, এবং এই শ্লোক থেকে প্রমাণিত

হয় যে, ঊর্ধ্বলোকে এমন কি নিম্নলোকেও অতি উন্নত সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা মূর্খের মতো বলে যে, তিন হাজার বছরের পূর্বে কোন সভ্যতা ছিল না, কিন্তু এই শ্লোকে সেই সমস্ত খামখেয়ালী উক্তি নিরস্ত হয়েছে। বৈদিক সভ্যতা কোটি কোটি বছরের প্রাচীন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময় থেকেই তা রয়েছে, এবং তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র আধুনিক যুগের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, এমন কি তাঁর থেকে অধিক সুযোগ-সুবিধার আয়োজন রয়েছে।

শ্লোক ৩৪

ততঃ সভায়ামুপবিষ্টমুত্তমে
নৃপাসনে সংভৃততেজসং বিভুম্ ।
অলক্ষিতদ্বৈরথমত্যমর্ষণং
প্রচণ্ডবক্ত্রং ন বভাজ কশ্চন ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তারপর; **সভায়াম্**—সভাগৃহে; **উপবিষ্টম্**—উপবেশন করেছিলেন; **উত্তমে**—শ্রেষ্ঠ; **নৃপ-আসনে**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে; **সংভৃত-তেজসম্**—পূর্ণ তেজোময়; **বিভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অলক্ষিত-দ্বৈরথম্**—প্রতিদ্বন্দ্বীহীন; **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষণম্**—তাঁর ক্রোধের ফলে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **প্রচণ্ড**—ভীষণ; **বক্ত্রম্**—মুখ; **ন**—না; **বভাজ**—আরাধনা করেছিলেন; **কশ্চন**—কেউ।

অনুবাদ

পূর্ণ তেজ এবং ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল প্রদর্শন করে ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এবং বীরত্বে ও ঐশ্বর্যে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই দেখে, সভাগৃহে অতি উৎকৃষ্ট রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন। ভয় এবং সম্ভ্রমবশত কেউই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসতে সাহস করেননি।

তাৎপর্য

ভগবান যখন হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তখন কেউই তাঁকে বাধা দিতে আসেনি; কোন শত্রুই হিরণ্যকশিপুর পক্ষ অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেনি। তার অর্থ হচ্ছে অসুরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, হিরণ্যকশিপু যদিও তার চরম শত্রু

বলে ভগবানকে মনে করেছিল, তবুও সে ছিল বৈকুণ্ঠের ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক এবং তাই হিরণ্যকশিপু এত কষ্ট করে যে সিংহাসনটি তৈরি করেছিল তাতে উপবেশন করতে ভগবান একটুও ইতস্তত করেননি। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কখনও কখনও বড় বড় মহাত্মা এবং ঋষিরা বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র সহকারে ভগবানকে মূল্যবান আসন নিবেদন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান সেই সমস্ত সিংহাসনে উপবেশন করেন না। কিন্তু হিরণ্যকশিপু পূর্বে ছিল বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়, এবং যদিও ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে সে অধঃপতিত হয়েছিল এবং আসুরিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং যদিও হিরণ্যকশিপুরূপে সে ভগবানকে কোন কিছু নিবেদন করেনি, তবুও ভগবান এতই ভক্তবৎসল যে, তিনি হিরণ্যকশিপুর সৃষ্ট সিংহাসনে প্রসন্নতাপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে যে, ভগবদ্ভক্ত জীবনের যে কোন অবস্থাতেই সৌভাগ্যবান।

শ্লোক ৩৫

নিশাম্য লোকত্রয়মস্তকজ্বরং
তমাদিদৈত্যং হরিণা হতং মৃধে ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননা মুহুঃ
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

নিশাম্য—শ্রবণ করে; **লোক-ত্রয়**—ত্রিলোকের; **মস্তক-জ্বরম্**—মাথাব্যথা; **তম্**—তাকে; **আদি**—মূল; **দৈত্যম্**—দৈত্য; **হরিণা**—ভগবান কর্তৃক; **হতম্**—নিহত হয়েছে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **প্রহর্ষ-বেগ**—আনন্দের ফলে; **উৎকলিত-আননাঃ**—প্রফুল্লাননা; **মুহুঃ**—বার বার; **প্রসূন-বর্ষৈঃ**—পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা, **ববৃষুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **সুর-স্ত্রিয়ঃ**—দেবপত্নীগণ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু ত্রিলোকের শিরঃপীড়া সদৃশ ছিল। তাই স্বর্গের দেবপত্নীগণ যখন দেখলেন যে, সেই মহা অসুর ভগবানের হস্তে নিহত হয়েছে, তখন তাঁদের মুখমণ্ডল পরম আনন্দে বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা তখন স্বর্গ থেকে নৃসিংহদেবের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তদা বিমানাবলিভির্নভস্তলং
দিদৃক্ষতাং সঙ্কুলমাস নাকিনাম্ ।
সুরানকা দুন্দুভয়োঽথ জঘ্নিরে
গন্ধর্বমুখ্যা ননৃতুর্জগুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

তদা—তখন; **বিমান-আবলিভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিমানে; **নভস্তলম্**—আকাশে; **দিদৃক্ষতাম্**—দর্শনাভিলাষী হয়ে; **সঙ্কুলম্**—দলবদ্ধ; **আস**—হয়েছিলেন; **নাকিনাম্**—দেবতাদের; **সুর-আনকাঃ**—দেবতাদের ঢাক; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **অথ**—ও; **জঘ্নিরে**—বাদিত হয়েছিল; **গন্ধর্ব-মুখ্যাঃ**—মুখ্য গন্ধর্বগণ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন; **জগুঃ**—গান করেছিলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—অপ্সরাগণ।

অনুবাদ

তখন ভগবান নারায়ণের দর্শনাভিলাষী দেবতাদের বিমানে আকাশ ভরে গিয়েছিল। দেবতারা তাঁদের ঢাক এবং দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছিলেন। মুখ্য গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭-৩৯

তত্রোপব্রজ্য বিবুধা ব্রহ্মেন্দ্রগিরিশাদয়ঃ ।
ঋষয়ঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ॥ ৩৭ ॥
মনবঃ প্রজানাং পতয়ো গন্ধর্বাপ্সরচারণাঃ ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাস্তাত বেতালাঃ সহকিন্নরাঃ ॥ ৩৮ ॥
তে বিষ্ণুপার্ষদাঃ সর্বে সুনন্দকুমুদাদয়ঃ ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটা আসীনং তীব্রতেজসম্ ।
ঈড়িরে নরশার্দুলং নাতিদূরচরাঃ পৃথক্ ॥ ৩৯ ॥

তত্র—সেখানে (আকাশে); **উপব্রজ্য**—(তাঁদের বিমানে করে) এসে; **বিবুধাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **ব্রহ্মা-ইন্দ্র-গিরিশ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রমুখ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **মহা-উরগাঃ**—

মহাসর্পগণ; **মনবঃ**—মনুগণ; **প্রজানাম্**—বিভিন্ন লোকের প্রজাদের; **পতয়ঃ**—প্রধানগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **অপ্সর**—অপ্সরাগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **যক্ষাঃ**—যক্ষগণ; **কিম্পুরুষাঃ**—কিম্পুরুষগণ; **তাত**—হে প্রিয়; **বেতালাঃ**—বেতালগণ; **সহকিন্নরাঃ**—কিন্নরগণ সহ; **তে**—তাঁরা; **বিষ্ণু-পার্ষদাঃ**—বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণ; **সর্বে**—সকলে; **সুনন্দ-কুমুদ-আদয়ঃ**—সুনন্দ, কুমুদ আদি; **মূর্ধ্নি**—তাঁদের মস্তকে; **বদ্ধ-অঞ্জলিপুটাঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **আসীনম্**—সিংহাসনে উপবিষ্ট; **তীব্র-তেজসম্**—তাঁর চিন্ময় জ্যোতি বিকিরণ করে; **ঈড়িরে**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **নর-শার্দুলম্**—নরসিংহরূপী ভগবানকে; **ন অতি-দূরচরাঃ**—নিকটে এসে; **পৃথক্**—একে একে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতাগণ, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মহাসর্প, মনু, প্রজাপতি, অপ্সরা, গন্ধর্ব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর, বেতাল, কিম্পুরুষ, এবং সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ ভগবানের নিকটে এসেছিলেন। উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁদের মস্তকে হাত জোড় করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং স্তব করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীব্রহ্মোবাচ

নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে
বিচিত্রবীর্যায় পবিত্রকর্মণে ।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ
স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে ॥ ৪০ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **নতঃ**—প্রণত; **অস্মি**—আমি হই; **অনন্তায়**—অনন্ত ভগবানকে; **দুরন্ত**—যাঁর অন্ত খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন; **শক্তয়ে**—যিনি বিভিন্ন শক্তি সমন্বিত; **বিচিত্র-বীর্যায়**—নানা প্রকার প্রভাব সমন্বিত; **পবিত্র-কর্মণে**—যার কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া নেই (বিপরীত কর্ম করলেও তিনি সর্বদাই জড় কলুষ থেকে মুক্ত); **বিশ্বস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **সর্গ**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযমান্**—এবং বিনাশ; **গুণৈঃ**—জড় গুণের দ্বারা; **স্ব-লীলয়া**—অনায়াসে; **সন্দধতে**—অনুষ্ঠান করেন; **অব্যয়-আত্মনে**—যিনি স্বয়ং অব্যয়।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বললেন—হে প্রভু, আপনি অনন্ত, এবং আপনার শক্তি অসীম। আপনার পরাক্রম এবং অদ্ভুত প্রভাব কেউই অনুমান করতে পারে না, কারণ আপনার কার্যকলাপ কখনও জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হয় না। জড় গুণের দ্বারা আপনি অনায়াসে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, তবুও আপনি অপরিবর্তনীয় এবং অব্যয়ই থাকেন। আমি তাই আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই অদ্ভুত। যদিও জয় বিজয় ছিলেন তাঁর সেবক এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তবুও তাঁরা শাপগ্রস্ত হয়ে অসুর-শরীর ধারণ করেছিলেন। আবার, সেই অসুর-বংশেই প্রহ্লাদ মহারাজের জন্ম হয়েছিল মহাভাগবতের আচরণ প্রদর্শন করার জন্য, এবং তারপর নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান সেই অসুরকে সংহার করেছিলেন, যিনি ভগবানেরই ইচ্ছায় অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই, ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ কে বুঝতে পারে? ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ বোঝা তো দূরের কথা, তাঁর সেবকের কার্যকলাপও কেউই বুঝতে পারে না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ২৩/৩৯) বলা হয়েছে, *তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*—ভগবানের সেবকের কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না। অতএব, ভগবানের কার্যকলাপের আর কি কথা? শ্রীকৃষ্ণ যে কিভাবে সারা জগতের মঙ্গল সাধন করছেন, তা কে বুঝতে পারে? ভগবানকে *দুরন্তশক্তি* বলা হয়েছে, কারণ তাঁর শক্তি এবং কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৪১

শ্রীরুদ্র উবাচ

কোপকালো যুগান্তস্তে হতোঽয়মসুরোঽল্পকঃ ।
তৎসুতং পাহ্যুপসৃতং ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ৪১ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শ্রীরুদ্রদেব তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন; **কোপ-কালঃ**—(ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে) আপনার ক্রোধের উপযুক্ত সময়ে; **যুগ-অন্তঃ**—যুগের অন্তে; **তে**—আপনার দ্বারা; **হতঃ**—নিহত; **অয়ম্**—এই; **অসুরঃ**—মহাদৈত্য; **অল্পকঃ**—অত্যন্ত নগণ্য; **তৎ-সুতম্**—তার পুত্র (প্রহ্লাদ মহারাজ); **পাহি**—রক্ষা করুন;

উপসৃতম্—যে আপনার শরণাগত এবং নিকটেই দণ্ডায়মান; **ভক্তম্**—ভক্ত; **তে**—আপনার; **ভক্ত-বৎসল**—হে ভক্তবৎসল ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীরুদ্রদেব বললেন—যুগের অন্ত হচ্ছে আপনার ক্রোধের সময়। এখন এই নগণ্য অসুর হিরণ্যকশিপু নিহত হয়েছে। হে ভগবান, আপনি স্বভাবতই ভক্তবৎসল, দয়া করে আপনি তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করুন, যে সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত ভক্তরূপে আপনার নিকটেই দণ্ডায়মান।

তাৎপর্য

ভগবান জড় জগতের স্রষ্টা। জড়া প্রকৃতির তিনটি পন্থা হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। যুগান্তে প্রলয়ের সময়ে ভগবান ক্রুদ্ধ হন, এবং এই ক্রুদ্ধ হওয়ার কার্য শিবের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাই তাঁকে বলা হয় রুদ্র। হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার জন্য ভগবান যখন মহা-ক্রোধান্বিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর রূপ দর্শন করে সকলেই অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব ভালভাবেই জানতেন ভগবানের ক্রোধও তাঁর লীলা, এবং তাই তিনি ভীত হননি। রুদ্রদেব জানতেন যে, ভগবানের ক্রোধের ভূমিকা তাঁকে সম্পন্ন করতে হবে। *কাল* শব্দের অর্থ শিব (*ভৈরব*), এবং *কোপ* শব্দটি ভগবানের ক্রোধকে ইঙ্গিত করে। এই শব্দ দুটি *কোপকাল* রূপে সমন্বিত হয়ে যুগান্তকে ইঙ্গিত করে। ভগবানকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বলে মনে হলেও, তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি সর্বদাই স্নেহপরায়ণ। যেহেতু তিনি *অব্যয়াত্মা*—যেহেতু কখনও তাঁর পতন হয় না—এমন কি ক্রুদ্ধ হলেও ভগবান ভক্তবৎসল। তাই দেবাদিদেব মহাদেব ভগবানকে সর্বতোভাবে শরণাগত মহাভাগবত রূপে ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি স্নেহপরায়ণ পিতার মতো আচরণ করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শ্লোক ৪২

শ্রীইন্দ্র উবাচ

প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা
দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং তদ্গৃহং প্রত্যবোধি ।
কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে
মুক্তিস্তেষাং ন হি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র বললেন; **প্রত্যানীতাঃ**—পুনরায় আহরণ করা হয়েছে; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **ত্রায়তা**—ত্রাণকর্তা; **নঃ**—আমাদের; **স্বভাগাঃ**—যজ্ঞের অংশ; **দৈত্য-আক্রান্তম্**—দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে; **হৃদয়-কমলম্**—আমাদের হৃদয়রূপ কমলে; **তৎ-গৃহম্**—যা প্রকৃতপক্ষে আপনার নিবাসস্থল; **প্রত্যবোধি**—আলোকিত হয়েছে; **কাল-গ্রস্তম্**—কাল তাকে গ্রাস করেছে; **কিয়ৎ**—নগণ্য; **ইদম্**—এই (জগৎ); **অহো**—আহা; **নাথ**—হে প্রভু; **শুশ্রূষতাম্**—যারা সর্বদাই আপনার সেবায় যুক্ত; **তে**—আপনার; **মুক্তিঃ**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **তেষাম্**—তাঁদের (শুদ্ধ ভক্তদের); **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বহুমতা**—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে; **নারসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **অপরৈঃ কিম্**—অন্য সম্পদের কি প্রয়োজন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—হে পরমেশ্বর, আপনি আমাদের উদ্ধারকারী রক্ষাকর্তা। আমাদের যজ্ঞভাগ যা প্রকৃতপক্ষে আপনার, তা আপনি দৈত্যের কাছ থেকে পুনরায় আহরণ করেছেন। যেহেতু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিল অত্যন্ত ভয়ানক, তাই আপনার আবাসস্থল আমাদের হৃদয়পদ্ম সে অধিকার করে নিয়েছিল। এখন, আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের হৃদয়ের বিষাদ এবং অন্ধকার দূর হয়েছে। হে ভগবান, যাঁরা সর্বদাই আপনার সেবায় যুক্ত, তাঁদের কাছে সমস্ত জড় ঐশ্বর্য নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ আপনার সেবা মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। তাঁরা মুক্তির বহুমানন করেন না, অতএব কাম, অর্থ, এবং ধর্মের আর কি কথা।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দেবতা এবং অসুর। দেবতারা যদিও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তবুও তাঁরা ভগবানের ভক্ত এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন। হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে কেউই বৈদিক বিধি-নিষেধ পালন করতে পারছিল না। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুতে, হিরণ্যকশিপুর দ্বারা সর্বদা বিচলিত দেবতারা স্বস্তিবোধ করেছিলেন।

যেহেতু কলিযুগের রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি অসুরে পূর্ণ, তাই ভক্তদের জীবন সর্বদাই সঙ্কটাপন্ন থাকে। ভক্তেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন না, এবং তার ফলে তাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞের অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন না। দেবতাদের হৃদয় সর্বদা অসুরদের ভয়ে ভীত থাকে, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারেন না। দেবতাদের কাজ হচ্ছে সর্বদা তাঁদের

হৃদয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করা। *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" দেবতারা সিদ্ধ যোগী হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা ভগবানের ধ্যান করেন, কিন্তু তাঁদের হৃদয় অসুরদের উপস্থিতির ফলে আসুরিক কার্যকলাপে পূর্ণ হয়। তার ফলে দেবতাদের হৃদয় যা ভগবানের নিবাসস্থল, তা অসুরদের দ্বারা অধিকৃত হয়। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুতে সমস্ত দেবতারা স্বস্তি অনুভব করেছিল, কারণ তাঁরা তখন অনায়াসে ভগবানের কথা চিন্তা করতে পুনরায় সক্ষম হয়েছিলেন। তখন তাঁরা যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও সুখী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

শ্রীঋষয় উচুঃ

ত্বং নস্তপঃ পরমমাত্থ যদাত্মতেজো
যেনেদমাদিপুরুষাত্মগতং সসর্ক্থ ।
তদ্ বিপ্রলুপ্তমমুনাদ্য শরণ্যপাল
রক্ষাগৃহীতবপুষা পুনরন্বমংস্থাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-ঋষয়ঃ উচুঃ—মহর্ষিগণ বললেন; **ত্বম্**—আপনি; নঃ—আমাদের; **তপঃ**—তপস্যা; **পরমম্**—সর্বোচ্চ; **আত্থ**—উপদেশ দিয়েছেন; **যৎ**—যা; **আত্ম-তেজঃ**—আপনার চিন্ময় শক্তি; **যেন**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই (জড় জগৎ); **আদি-পুরুষ**—হে আদি পুরুষ ভগবান; **আত্মগতম্**—আপনার মধ্যে লীন হয়ে গেছে; **সসর্ক্থ**—(আপনি) সৃষ্টি করেছেন; **তৎ**—সেই তপস্যার পন্থা; **বিপ্রলুপ্তম্**—অপহৃত হয়েছে; **অমুনা**—দৈত্য (হিরণ্যকশিপুর দ্বারা); **অদ্য**—এখন; **শরণ্য-পাল**—হে শরণাগতদের পরম পালক; **রক্ষা-গৃহীত-বপুষা**—রক্ষা করার জন্য আপনার যে শরীর, তাঁর দ্বারা; **পুনঃ**—পুনরায়; **অন্বমংস্থাঃ**—আপনি অনুমোদন করেছেন।

অনুবাদ

সমস্ত ঋষিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—হে ভগবান, হে শরণাগত পালক, হে আদি পুরুষ, পূর্বে আপনি আমাদের যে তপস্যার বিধির উপদেশ

দিয়েছিলেন তা আপনারই চিন্ময় শক্তি। এই তপস্যার দ্বারাই আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, যা আপনার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই অসুরের কার্যকলাপের দ্বারা এই তপস্যা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন, আমাদের রক্ষা করার জন্য এবং এই অসুরকে সংহার করার জন্য নৃসিংহদেব রূপে আপনার আবির্ভাবের ফলে, তপস্যার পন্থা পুনরায় আপনি অনুমোদন করেছেন।

তাৎপর্য

চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে জীব মনুষ্য-জীবনে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুযোগ পায় এবং ক্রমশ দেব, কিন্নর, চারণ আদি উচ্চস্তরের জীবন লাভ করে, যা পরে বর্ণনা করা হবে। মনুষ্য জীবন থেকে শুরু করে উচ্চস্তরের জীবনের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তপস্যা। ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*। জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সংশোধন করার জন্য তপস্যা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু, সাধারণ মানুষ যখন অসুর অথবা আসুরিক শাসনের অধীন হয়, তখন তারা তপস্যার পন্থা ভুলে যায় এবং ক্রমশ তারাও আসুরিক হয়ে যায়। তপস্যা-পরায়ণ ঋষিরা ভগবান নৃসিংহদেবের হস্তে হিরণ্যকশিপুকে নিহত হতে দেখে স্বস্তিবোধ করেছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, মনুষ্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—আত্ম-উপলব্ধির জন্য তপস্যা—ভগবান পুনরায় প্রতিপন্ন করলেন হিরণ্যকশিপুকে বধ করার মাধ্যমে।

শ্লোক ৪৪

শ্রীপিতর ঊচুঃ

শ্রাদ্ধানি নোঽধিবুভুজে প্রসভং তনূজৈ-
র্দত্তানি তীর্থসময়েঽপ্যপিবৎ তিলাম্বু ।
তস্যোদরান্নখবিদীর্ণবপাদ্ য আর্চ্ছৎ
তস্মৈ নমো নৃহরয়েঽখিলধর্মগোপ্ত্রে ॥ ৪৪ ॥

শ্রী-পিতরঃ ঊচুঃ—পিতৃগণ বললেন; **শ্রাদ্ধানি**—শ্রাদ্ধকর্ম (বিশেষ পন্থায় মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদন); **নঃ**—আমাদের; **অধিবুভুজে**—ভোগ করত; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **তনূজৈঃ**—আমাদের পুত্র এবং পৌত্রদের দ্বারা; **দত্তানি**—প্রদত্ত; **তীর্থ-সময়ে**—তীর্থস্থানে স্নান করার সময়; **অপি**—ও; **অপিবৎ**—পান করত; **তিল-অম্বু**—তিল সহ জল নিবেদন; **তস্য**—দৈত্যের; **উদরাৎ**—উদর থেকে; **নখ-বিদীর্ণ**—

নখের দ্বারা বিদীর্ণ; **বপাৎ**—যার অন্ত্রের চামড়া; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **আৰ্চ্ছৎ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **তস্মৈ**—তাঁকে (ভগবানকে); **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **নৃ-হরয়ে**—যিনি নরহরিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **অখিল**—বিশ্বজনীন; **ধর্ম**—ধর্ম; **গোপ্ত্রে**—যিনি পালন করেন।

অনুবাদ

পিতৃগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—সারা জগতের ধর্মপালক ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যে দৈত্য বলপূর্বক আমাদের পুত্র এবং পৌত্রদের দ্বারা প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড আদি অধিকার করে ভোগ করত, এবং তীর্থস্থানে প্রদত্ত তিলোদক পান করত, সেই হিরণ্যকশিপুকে আপনি সংহার করেছেন। হে ভগবান, সেই দৈত্যের উদর আপনার নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে, আপনি তার উদর থেকে সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু আহরণ করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত গৃহস্থদের কর্তব্য তাদের মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর সময়ে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; কেউই তখন শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদন করতেন না। এইভাবে আসুরিক শাসনে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়, কেউই বৈদিক বিধি অনুসরণ করত না, সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমস্ত সম্পদ আসুরিক সরকার ছিনিয়ে নেয়, সব কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সারা পৃথিবী নরকে পরিণত হয়। নৃসিংহদেবের আবির্ভাবের ফলে যখন অসুরেরা নিহত হয়, তখন সমস্ত লোকের অধিবাসীরাই আশ্বস্ত বোধ করেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীসিদ্ধা উচুঃ

যো নো গতিং যোগসিদ্ধামসাধু-
রহার্ষীদ্ যোগতপোবলেন ।
নানাদর্পং তং নখৈর্বিদদার
তস্মৈ তুভ্যং প্রণতাঃ স্মো নৃসিংহ ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-সিদ্ধাঃ উচুঃ—সিদ্ধগণ বললেন; **যঃ**—যিনি; **নঃ**—আমাদের; **গতিম্**—সিদ্ধি; **যোগ-সিদ্ধাম্**—যোগের দ্বারা প্রাপ্ত; **অসাধুঃ**—অত্যন্ত অসৎ এবং অসভ্য; **অহার্ষীৎ**—চুরি করেছিল; **যোগ**—যোগ; **তপঃ**—এবং তপস্যার; **বলেন**—বলপূর্বক; **নানা দর্পম্**—ঐশ্বর্য, সম্পদ এবং বলের গর্ব; **তম্**—তাকে; **নখৈঃ**—নখের দ্বারা; **বিদদার**—বিদীর্ণ; **তস্মৈ**—তাকে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **প্রণতাঃ**—প্রণত; **স্মঃ**—আমরা; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব।

অনুবাদ

সিদ্ধগণ ভগবানের বন্দনা করে বললেন—হে ভগবান নৃসিংহদেব, আমরা, সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ স্বভাবতই অষ্ট যোগসিদ্ধি সমন্বিত। তবুও হিরণ্যকশিপু এতই অসৎ ছিল যে, সে তার বল এবং তপস্যার প্রভাবে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করে নিয়েছিল। তার ফলে সে তার যোগবলের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা সেই দুর্বৃত্ত নিহত হয়েছে, তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতে বহু যোগী রয়েছে যারা এক টুকরো সোনা তৈরি করে তাদের নগণ্য যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করে, কিন্তু সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা যোগের অষ্টসিদ্ধি আপনা থেকেই লাভ করেন, এবং তাই তাঁরা অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁরা বিমান ছাড়াই এক লোক থেকে আর এক লোকে উড়ে যেতে পারেন। একে বলা হয় লঘিমাসিদ্ধি। তাঁরা অত্যন্ত লঘু হয়ে আকাশে উড়তে পারেন। কিন্তু এক প্রকার কঠোর তপস্যার ফলে হিরণ্যকশিপু সিদ্ধলোকের অধিবাসীদের ক্ষমতাও অতিক্রম করে তাঁদের উৎপীড়ন করেছিল। হিরণ্যকশিপুর বলের কাছে সিদ্ধলোকের অধিবাসীরাও পরাস্ত হয়েছিলেন। এখন, ভগবানের হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত হওয়ায় সিদ্ধলোকের অধিবাসীরাও আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীবিদ্যাধরা উচুঃ

বিদ্যাং পৃথগ্ধারণয়ানুরাদ্ধাং
ন্যষেধদজ্ঞো বলবীর্যদৃপ্তঃ ।
স যেন সংখ্যে পশুবদ্ধতস্তং
মায়ানৃসিংহং প্রণতাঃ স্ম নিত্যম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-বিদ্যাধরাঃ ঊচুঃ—বিদ্যাধরগণ বললেন; **বিদ্যাম্**—যোগবিদ্যা (যার দ্বারা আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান হওয়া যায়); **পৃথক্**—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে; **ধারণয়া**—বিভিন্ন প্রকার মানসিক ধ্যানের দ্বারা; **অনুরাদ্ধাম্**—প্রাপ্ত; **নষেধৎ**—নিবারণ করেছে; **অজ্ঞঃ**—এই মূর্খ; **বল-বীর্য-দৃপ্তঃ**—দেহের শক্তি এবং সকলকে পরাজিত করার সামর্থ্যের গর্বে গর্বিত; **সঃ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **যেন**—যার দ্বারা; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **পশুবৎ**—পশুর মতো; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **তম্**—তাঁকে; **মায়া-নৃসিংহম্**—যিনি তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে ভগবান নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **প্রণতাঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **নিত্যম্**—নিত্য।

অনুবাদ

বিদ্যাধরগণ প্রার্থনা করে বললেন—আমাদের পৃথক পৃথক ধ্যানের প্রভাবে প্রাপ্ত অন্তর্ধান আদি বিদ্যা, যে মূর্খ হিরণ্যকশিপু তার দেহের বল এবং অন্যদের পরাজিত করার ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে নিষেধ করেছিল, পরমেশ্বর ভগবান সেই অসুরকে একটি পশুর মতো বধ করেছেন। সেই পরম লীলাবিগ্রহ ভগবান নৃসিংহদেবকে আমরা নিত্য প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৭

শ্রীনাগা ঊচুঃ

যেন পাপেন রত্নানি স্ত্রীরত্নানি হৃতানি নঃ ।
তদ্বক্ষঃপাটনেনাসাং দত্তানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-নাগাঃ ঊচুঃ—নাগলোকের সর্পসদৃশ অধিবাসীরা বললেন; **যেন**—যেই ব্যক্তির দ্বারা; **পাপেন**—অত্যন্ত পাপী (হিরণ্যকশিপু); **রত্নানি**—আমাদের মস্তকের রত্নসমূহ; **স্ত্রী-রত্নানি**—সুন্দরী পত্নীগণ; **হৃতানি**—অপহরণ করেছিল; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—তার; **বক্ষঃপাটনেন**—তার বক্ষ বিদীর্ণ করে; **আসাম্**—সমস্ত রমণীদের (যারা অপহৃত হয়েছিল); **দত্ত-আনন্দ**—হে ভগবান, আপনি আনন্দের উৎস; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম; **অস্তু**—হোক; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

নাগগণ বললেন—মহাপাপী হিরণ্যকশিপু আমাদের মস্তকের মণি এবং সুন্দরী স্ত্রীদের অপহরণ করেছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা তার বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার

ফলে, আপনি আমাদের পত্নীদের আনন্দ প্রদান করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যদি কারও ধন-সম্পদ এবং পত্নী বলপূর্বক অপহরণ করে নেওয়া হয়, তা হলে সে শান্তিতে থাকতে পারে না। সমস্ত নাগেরা যারা ভূলোকের নিচে নাগলোকে অবস্থান করে, তাদের ধনসম্পদ এবং পত্নীরা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক অপহৃত হওয়ায়, তারা অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল। এখন হিরণ্যকশিপু নিহত হওয়ায়, তারা তাদের ধন-সম্পদ এবং স্ত্রীরত্ন ফিরে পেয়েছে, এবং তাদের পত্নীরা প্রসন্ন হয়েছে। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুতে আশ্বস্ত হওয়ার ফলে, বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। হিরণ্যকশিপু যেভাবে উৎপাত করেছিল, সেই রকম উৎপাত এখন আসুরিক সরকারগুলির প্রভাবে পৃথিবীর সর্বত্র হচ্ছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগের রাজন্যবর্গ বা সরকারগুলি হবে দস্যুতস্কর সদৃশ। তার ফলে জনসাধারণ একদিকে খাদ্যাভাব এবং অন্যদিকে সরকারের প্রবল করভারে উৎপীড়িত হবে। অর্থাৎ, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের মানুষেরাই হিরণ্যকশিপুর প্রভাবের মতো আসুরিক প্রভাবের দ্বারা উৎপীড়িত হবে।

শ্লোক ৪৮

শ্রীমনব উচুঃ

মনবো বয়ং তব নিদেশকারিণো
দিতিজেন দেব পরিভূতসেতবঃ ।
ভবতা খলঃ স উপসংহৃতঃ প্রভো
করবাম তে কিমনুশাধি কিঙ্করান্ ॥ ৪৮ ॥

শ্রী-মনবঃ উচুঃ—সমস্ত মনুগণ এই বলে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন; **মনবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের নেতাগণ (বিশেষভাবে যারা মানব-সমাজকে ভগবানের আইন অনুসারে বসবাস করে ভগবানের সুরক্ষায় থাকার জ্ঞান প্রদান করেন); **বয়ম্**—আমরা; **তব**—আপনার; **নিদেশ-কারিণঃ**—আদেশ পালনকারী; **দিতিজেন**—দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপুর দ্বারা; **দেব**—হে ভগবান; **পরিভূত**—অবহেলা করেছিল; **সেতবঃ**—মানব-সমাজের বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় নীতি-নিয়ম; **ভবতা**—আপনার

দ্বারা; **খলঃ**—অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ দুর্বৃত্ত; **সঃ**—সে; **উপসংহৃতঃ**—নিহত হয়েছে; **প্রভো**—হে ভগবান; **করবাম**—করব; **তে**—আপনার; **কিম্**—কি; **অনুশাধি**—দয়া করে আদেশ করুন; **কিঙ্করান্**—আপনার নিত্য দাস।

অনুবাদ

মনুগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—হে ভগবান, আপনার আজ্ঞাকারী দাসরূপে আমরা মনুগণ মানব-সমাজের আইন প্রদান করি। কিন্তু এই মহা অসুর হিরণ্যকশিপুর সাময়িক শ্রেষ্ঠত্বের ফলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার প্রথা বিনষ্ট হয়েছিল। হে ভগবান, এই মহা অসুরকে সংহার করার ফলে এখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্থিতি লাভ করেছি। আমরা আপনার নিত্যদাস। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন এখন আমরা কি করব।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* অনেক স্থানে বর্ণাশ্রম-ধর্মের উল্লেখ করেছেন। তিনি মানুষদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন যাতে সমগ্র মানব-সমাজ চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের নিয়ম পালনপূর্বক শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে। মনুগণ *মনু-সংহিতা* প্রণয়ন করেছেন। *সংহিতা* শব্দটির অর্থ বৈদিক জ্ঞান, এবং *মনু* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এই জ্ঞান প্রদান করেছেন মনু। মনুগণ কখনও কখনও ভগবানের অবতার এবং কখনও কখনও ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট জীব। বহুকাল পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেবকে এই জ্ঞান প্রদান করেন। মনুগণ সাধারণত সূর্যদেবের পুত্র। তাই, অর্জুনের কাছে *ভগবদ্গীতার* মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ*—"এই জ্ঞান প্রথমে সূর্যদেব বিবস্বানকে দেওয়া হয়েছিল, যিনি তাঁর পুত্র মনুকে তা প্রদান করেন।" মনু যে আইন প্রদান করেছেন তা *মনু-সংহিতা* নামে পরিচিত। তাতে বর্ণ এবং আশ্রমের ভিত্তিতে মানুষদের জীবন-যাপন করার পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি মানব-জীবন যাপনের অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত বিধি, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর মতো আসুরিক শাসন-ব্যবস্থার ফলে, মানব-সমাজ এই সমস্ত আইন ভঙ্গ করে ক্রমশ অধঃপতিত হয়। তার ফলে পৃথিবীর শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। মূল কথা হচ্ছে যে, যদি আমরা মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি এবং শৃঙ্খলা চাই, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদিত *মনু-সংহিতার* বিধি অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে।

শ্লোক ৪৯

শ্রীপ্রজাপতয় ঊচুঃ

প্রজেশা বয়ং তে পরেশাভিসৃষ্টা
ন যেন প্রজা বৈ সৃজামো নিষিদ্ধাঃ ।
স এষ ত্বয়া ভিন্নবক্ষা নু শেতে
জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্তেঽবতারঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রী-প্রজাপতয়ঃ ঊচুঃ—বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টিকারী মহান পুরুষগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন; **প্রজা-ঈশাঃ**—ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রজাপতিগণ, যাঁরা বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—আপনার; **পর-ঈশ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **অভিসৃষ্টাঃ**—জাত; **ন**—না; **যেন**—যার দ্বারা (হিরণ্যকশিপু); **প্রজাঃ**—জীব; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সৃজামঃ**—আমরা সৃষ্টি করি; **নিষিদ্ধাঃ**—নিবারিত হয়ে; **সঃ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **এষঃ**—এই; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভিন্ন-বক্ষাঃ**—যার বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **শেতে**—শয়ন করে; **জগৎ-মঙ্গলম্**—সারা জগতের মঙ্গলের জন্য; **সত্ত্ব-মূর্তে**—শুদ্ধ সত্ত্বগুণের এই দিব্য রূপে; **অবতারঃ**—এই অবতার।

অনুবাদ

প্রজাপতিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—ব্রহ্মা এবং শিবেরও ঈশ্বর হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আদেশ পালন করার জন্য আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নিষেধের ফলে আমরা প্রজা সৃষ্টি করতে পারিনি। এখন সেই অসুর নিহত হয়ে আমাদের সম্মুখে শায়িত। আপনি তার বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। তাই, সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনকারী শুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৫০

শ্রীগন্ধর্বা ঊচুঃ

বয়ং বিভো তে নটনাট্যগায়কা
যেনাত্মসাদ্ বীর্যবলৌজসা কৃতাঃ ।
স এষ নীতো ভবতা দশামিমাং
কিমুৎপথস্থঃ কুশলায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥

শ্রী-গন্ধর্বাঃ ঊচুঃ—গন্ধর্বগণ (যারা সাধারণত স্বর্গলোকের গায়ক) বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **বিভো**—হে ভগবান; **তে**—আপনার; **নট-নাট্য-গায়কাঃ**—নাটকের নর্তক এবং গায়ক; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **আত্মসাৎ**—পরাধীন; **বীর্য**—তাঁর পরাক্রম; **বল**—এবং দৈহিক শক্তি; **ওজসা**—প্রভাবের দ্বারা; **কৃতাঃ**—কৃত (নীত); **সঃ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **এষঃ**—এই; **নীতঃ**—আনীত; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **দশাম্ ইমাম্**—এই অবস্থায়; **কিম্**—কি; **উৎপথস্থঃ**—কুপথগামী; **কুশলায়**—মঙ্গলের জন্য; **কল্পতে**—সমর্থ।

অনুবাদ

গন্ধর্বেরা প্রার্থনা করলেন—হে ভগবান, আমরা নাট্য অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীতের দ্বারা আপনার সেবা করি, কিন্তু এই হিরণ্যকশিপু তার বল এবং বীর্যের দ্বারা আমাদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল। এখন সে আপনার দ্বারা এই অধম দশা প্রাপ্ত হয়েছে। তার মতো কুপথগামীর কার্যকলাপের দ্বারা কি লাভ হতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবানের অত্যন্ত অনুগত সেবক হওয়ার ফলে অসীম বল, বীর্য এবং তেজ লাভ করা যায়, কিন্তু উৎপথগামী অসুরদের চরমে হিরণ্যকশিপুর মতো পতন হয়। হিরণ্যকশিপুর মতো ব্যক্তিরা কিছু সময়ের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু ভগবানের অনুগত সেবকেরা দেবতাদের মতো সর্বদাই শক্তিশালী থাকেন। তাঁরা ভগবানের কৃপায় হিরণ্যকশিপুর প্রভাব অতিক্রম করে বিজয়ী হন।

শ্লোক ৫১

শ্রীচারণা ঊচুঃ

হরে তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ভবাপবর্গমাশ্রিতাঃ ।
যদেষ সাধুহৃচ্ছয়স্ত্বয়াসুরঃ সমাপিতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রী-চারণাঃ ঊচুঃ—চারণগণ বললেন; **হরে**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **ভব-অপবর্গম্**—জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র আশ্রয়; **আশ্রিতাঃ**—শরণাগত; **যৎ**—যেহেতু; **এষঃ**—এই; **সাধু-হৃৎ-শয়ঃ**—সমস্ত সাধু ব্যক্তিদের হৃদয়ে ভয় উৎপাদনকারী; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অসুরঃ**—অসুর (হিরণ্যকশিপু); **সমাপিতঃ**—সমাপ্ত।

অনুবাদ

চারণলোকের অধিবাসীগণ বললেন—হে ভগবান, সাধুদের হৃদয়ে ভয়ের উৎপাদনকারী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে যেহেতু আপনি সংহার করেছেন, তাই আমরা এখন আশ্বস্ত হয়েছি। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করছি, যা বদ্ধ জীবদের জড় কলুষ থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

সাধু ভক্তদের চিত্তে উপদ্রব সৃষ্টিকারী অসুরদের বধ করার জন্য নরহরি বা নৃসিংহদেব রূপে ভগবান সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করতে ভক্তদের বহু বিপদ এবং প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ বিশ্বস্ত সেবকের জানা উচিত যে, ভগবান নৃসিংহদেব সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করবেন।

শ্লোক ৫২

শ্রীযক্ষা উচুঃ

বয়মনুচরমুখ্যাঃ কর্মভিস্তে মনোজ্ঞৈ-
স্ত ইহ দিতিসুতেন প্রাপিতা বাহকত্বম্ ।
স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে
নরহর উপনীতঃ পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ ॥ ৫২ ॥

শ্রী-যক্ষাঃ উচুঃ—যক্ষগণ প্রার্থনা করে বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **অনুচর-মুখ্যাঃ**—আপনার মুখ্য সেবক; **কর্মভিঃ**—সেবার দ্বারা; **তে**—আপনাকে; **মনোজ্ঞৈঃ**—অত্যন্ত মনোহর; **তে**—তারা; **ইহ**—এখন; **দিতি-সুতেন**—দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর দ্বারা; **প্রাপিতাঃ**—বলপূর্বক নিযুক্ত হয়েছিলাম; **বাহকত্বম্**—শিবিকা-বাহক; **সঃ**—সে; **তু**—কিন্তু; **জন-পরিতাপম্**—সকলের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; **তৎ-কৃতম্**—তার দ্বারা অনুষ্ঠিত; **জানতা**—জেনে; **তে**—আপনার দ্বারা; **নরহর**—সেই নৃসিংহরূপী ভগবান; **উপনীতঃ**—প্রাপ্ত; **পঞ্চতাম্**—মৃত্যু; **পঞ্চবিংশ**—হে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (চতুর্বিংশতি তত্ত্বের নিয়ন্তা)।

অনুবাদ

যক্ষগণ প্রার্থনা করে বললেন—হে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের নিয়ন্তা, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমরা আপনার সেবা করি বলে আমাদের আপনার শ্রেষ্ঠ সেবক

বলে মনে করা হয়, তবুও দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর আদেশে আমরা তার শিবিকা-বাহকের কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলাম। হে নৃসিংহদেব, এই অসুর যে কিভাবে সকলকে কষ্ট দিয়েছিল তা আপনি জানেন, কিন্তু এখন আপনি তাকে সংহার করেছেন এবং তার শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবান দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আত্মার নিয়ামক। তাই তাঁকে *পঞ্চবিংশ* বলে সম্বোধন করা হয়। যক্ষদের ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক বলে মনে করা হয়, কিন্তু হিরণ্যকশিপু তাঁদের তার শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করেছিল। হিরণ্যকশিপুর প্রভাবে সারা ব্রহ্মাণ্ড সন্তপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন হিরণ্যকশিপুর দেহ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চভূতে মিশে যাওয়ার ফলে সকলেই স্বস্তি অনুভব করেছিল। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর ফলে যক্ষেরা আবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে তাঁরা ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

শ্রীকিম্পুরুষা ঊচুঃ

বয়ং কিম্পুরুষাস্ত্বং তু মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ।
অয়ং কুপুরুষো নষ্টো ধিক্‌কৃতঃ সাধুভির্যদা ॥ ৫৩ ॥

শ্রী-কিম্পুরুষাঃ ঊচুঃ—কিম্পুরুষেরা বলেছিলেন; **বয়ম্**—আমরা; **কিম্পুরুষাঃ**—কিম্পুরুষলোকের অধিবাসীগণ অথবা নিতান্ত নগণ্য জীবগণ; **ত্বম্**—আপনার; **তু**—কিন্তু; **মহা-পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অয়ম্**—এই; **কু-পুরুষঃ**—অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি, হিরণ্যকশিপু; **নষ্টঃ**—নিহত; **ধিক্-কৃতঃ**—তিরস্কৃত হয়ে; **সাধুভিঃ**—সাধুদের দ্বারা; **যদা**—যখন।

অনুবাদ

কিম্পুরুষেরা বললেন—আমরা অত্যন্ত নগণ্য জীব, এবং আপনি পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা। সুতরাং আমরা কিভাবে আপনার স্তব করব? যখন ভক্তেরা এই অসুরের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে ধিক্কার করেছিল, তখনই আপনার দ্বারা তার মৃত্যু হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭-৮) এই পৃথিবীতে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করে ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" ভগবান দুইটি কার্য সম্পাদন করার জন্য অবতরণ করেন—অসুরদের সংহার এবং ভক্তদের রক্ষা। ভক্তেরা যখন অসুরদের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হন, তখন ভগবান ভক্তদের রক্ষা করার জন্য বিবিধ অবতারে প্রকট হন। প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অভক্তদের আসুরিক কার্যকলাপে ভক্তদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, আসুরিক কার্যকলাপ যে তাঁদের ভগবদ্ভক্তি প্রতিহত করতে পারবে না, সেই সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে ভগবানের ঐকান্তিক সেবকরূপে আদর্শে অবিচলিত থাকা উচিত।

শ্লোক ৫৪

শ্রীবৈতালিকা ঊচুঃ

সভাসু সত্রেষু তবামলং যশো
গীত্বা সপর্যাং মহতীং লভামহে ।
যস্তামনৈষীদ্ বশমেষ দুর্জনো
দ্বিষ্ট্যা হতস্তে ভগবন্ যথাময়ঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-বৈতালিকাঃ ঊচুঃ—বৈতালিকগণ বললেন; **সভাসু**—মহতী সভায়; **সত্রেষু**—যজ্ঞস্থলে; **তবঃ**—আপনার; **অমলম্**—জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **যশঃ**—যশ; **গীত্বা**—গান করে; **সপর্যাম্**—সম্মানিত পদ; **মহতীম্**—মহান; **লভামহে**—আমরা লাভ করেছি; **যঃ**—যে; **তাম্**—সেই (সম্মানীয় পদ);

অনৈষীৎ—করেছিল; **বশম্**—তার নিয়ন্ত্রণাধীন; **এষঃ**—এই; **দুর্জনঃ**—দুষ্ট ব্যক্তি; **দিষ্ট্যা**—মহা সৌভাগ্যের ফলে; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **তে**—আপনার দ্বারা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **যথা**—ঠিক যেমন; **আময়ঃ**—রোগ।

অনুবাদ

বৈতালিকগণ বললেন—হে ভগবান, মহতী সভায় এবং যজ্ঞস্থলে আপনার নির্মল যশ গান করি বলে সকলের কাছে আমরা মহতী পূজা প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই দৈত্য আমাদের সেই পূজা তার আয়ত্ত করে নিয়েছিল। এখন আমাদের মহা সৌভাগ্যের ফলে রোগের মতো সেই দুর্জনকে আপনি বধ করেছেন।

শ্লোক ৫৫

শ্রীকিন্নরা ঊচুঃ

বয়মীশ কিন্নরগণাস্তবানুগা
দিতিজেন বিষ্টিমমুনানুকারিতাঃ ।
ভবতা হরে স বৃজিনোঽবসাদিতো
নরসিংহ নাথ বিভবায় নো ভব ॥ ৫৫ ॥

শ্রী-কিন্নরাঃ ঊচুঃ—কিন্নরগণ বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিন্নরগণাঃ**—কিন্নরগণ; **তব**—আপনার; **অনুগাঃ**—বিশ্বস্ত সেবকগণ; **দিতিজেন**—দিতির পুত্রের দ্বারা; **বিষ্টিম্**—বিনা পারিশ্রমিকে সেবা; **অমুনা**—তার দ্বারা; **অনুকারিতাঃ**—অনুষ্ঠান করাত; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **হরে**—হে ভগবান; **সঃ**—সে; **বৃজিনঃ**—মহাপাপী; **অবসাদিতঃ**—বিনষ্ট; **নরসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **নাথ**—হে প্রভু; **বিভবায়**—সুখ এবং ঐশ্বর্যের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **ভব**—হোন।

অনুবাদ

কিন্নরগণ বললেন—হে পরম ঈশ্বর, আমরা আপনার নিত্যদাস, কিন্তু আপনার সেবা করার পরিবর্তে আমরা বিনা পারিশ্রমিকে এই অসুরের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। এই মহাপাপী এখন আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে। তাই, হে ভগবান নৃসিংহদেব, হে প্রভু, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি আমাদের সংরক্ষক হোন।

শ্লোক ৫৬

শ্রীবিষ্ণুপার্ষদা ঊচুঃ

অদ্যৈতদ্ধরিনররূপমদ্ভুতং তে
দৃষ্টং নঃ শরণদ সর্বলোকশর্ম ।
সোঽয়ং তে বিধিকর ঈশ বিপ্রশপ্ত-
স্তস্যেদং নিধনমনুগ্রহায় বিদ্মঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রী-বিষ্ণু-পার্ষদাঃ ঊচুঃ—বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদেরা বললেন; **অদ্য**—আজ; **এতৎ**—এই; **হরি-নর**—অর্ধ সিংহ এবং অর্ধ নর; **রূপম্**—রূপী; **অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **তে**—আপনার; **দৃষ্টম্**—দর্শন করে; **নঃ**—আমাদের; **শরণদ**—সর্বদা আশ্রয় প্রদানকারী; **সর্ব-লোক-শর্ম**—যা সমস্ত গ্রহলোকে সৌভাগ্য আনয়ন করে; **সঃ**—সে; **অয়ম্**—এই; **তে**—আপনার; **বিধিকরঃ**—আজ্ঞাপালক (দাস); **ঈশ**—হে প্রভু; **বিপ্র-শপ্তঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে; **তস্য**—তার; **ইদম্**—এই; **নিধনম্**—বধ; **অনুগ্রহায়**—বিশেষ অনুগ্রহের জন্য; **বিদ্মঃ**—আমরা বুঝতে পারি।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের বিষ্ণুপার্ষদেরা ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—আমাদের পরম আশ্রয় প্রদানকারী হে ভগবান, আজ আমরা সমস্ত জগতের মঙ্গল প্রদানকারী আপনার এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপ দর্শন করলাম। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই হিরণ্যকশিপু আপনারই সেবক জয়, যে ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে অসুর-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি যে, তাকে বধ করে আপনি তার প্রতি আপনার বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতে হিরণ্যকশিপুর আবির্ভাব এবং ভগবানের শত্রুরূপে তার আচরণ ছিল পূর্বনির্ধারিত। জয় এবং বিজয়কে ব্রাহ্মণ সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন অভিশাপ দিয়েছিলেন, কারণ জয় এবং বিজয় এই চার কুমারদের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন। ভগবান তাঁর সেবকদের প্রতি এই অভিশাপ মেনে নিয়েছিলেন, এবং জড় জগতে তাঁদের সেই অভিশাপের মেয়াদ শেষ হলে, তাঁরা আবার বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে আসবেন বলে সম্মত হয়েছিলেন। জয় এবং বিজয় তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে,

তাঁরা যেন তাঁর প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করেন, তা হলে তাঁরা তিন জন্মের পর তাঁর কাছে ফিরে আসবেন; অন্যথায় তাঁদের সাত জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এই আদেশ অনুসারে জয় এবং বিজয় ভগবানের শত্রুর মতো আচরণ করেছিলেন, এবং এখন তাঁদের দুজনের মৃত্যু হওয়ায় বিষ্ণুদূতেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ভগবান তার প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর ভগবান নৃসিংহদেব যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে শান্ত করেছিলেন।

হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হওয়ায়, ব্রহ্মা আদি দেবগণ, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও নৃসিংহদেবের সামনে যেতে সাহস করেননি। তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবানের ক্রোধ নিবারণের জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর নিজের প্রতি তাঁর প্রভু ভগবান নৃসিংহদেবের বাৎসল্যের বিষয়ে সর্বতোভাবে নিশ্চিত ছিলেন বলে, তিনি একটুও ভয়ভীত হননি। তিনি নির্ভীক চিত্তে ভগবানের পদান্তিকে গমন করে তাঁর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে, তাঁর করকমলের দ্বারা প্রহ্লাদের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন। ভগবানের স্পর্শে প্রহ্লাদ মহারাজ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তখন তিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ভগবৎ প্রেমানন্দে আপ্লুত হয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের এই প্রার্থনারূপ উপদেশ এই প্রকার—

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, "ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে পারি বলে আমি গর্ব করি না। আমি কেবল ভগবানের কৃপার আশ্রয় গ্রহণ করি, কারণ ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কেউ তাঁকে প্রসন্ন করতে পারে না। জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, তপস্যা, যোগবল আদি কোন কিছুর দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা সম্ভব। ব্রাহ্মণোচিত বারোটি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি অভক্ত হয়, তা হলে ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হন না। কিন্তু শ্বপচ বা চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি ভক্ত হন, তা হলে ভগবান তাঁর প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং তাঁর সেবায় প্রসন্ন হন। ভগবান কারও প্রার্থনার অপেক্ষা করেন না, কিন্তু ভক্ত যদি তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তা

হলে ভক্তের মহা লাভ হয়। তাই, নিম্ন কুলোদ্ভূত অজ্ঞান ব্যক্তিরাও ঐকান্তিকভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারেন, এবং ভগবান তা স্বীকার করেন। কেউ যখন ভগবানের প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন।

ভগবান নৃসিংহদেব কেবল প্রহ্লাদ মহারাজের মঙ্গলের জন্যই আবির্ভূত হননি, তিনি সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান নৃসিংহদেবের প্রচণ্ড রূপ অভক্তদের কাছে অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর অন্য রূপের মতোই স্নেহপরায়ণ। জড় জগতে বদ্ধ জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; প্রকৃতপক্ষে ভক্ত অন্য কোন কিছুর ভয়ে ভীত নন। ভব-ভয়ের কারণ অহঙ্কার। তাই প্রতিটি জীবের জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়া। এই জগতে জীবের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার নিবৃত্তি কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবেই সম্ভব। যদিও ব্রহ্মা আদি দেবতা, অথবা নিজের পিতামাতা প্রভৃতি তথাকথিত রক্ষক রয়েছেন, কিন্তু ভগবানের দ্বারা উপেক্ষিত হলে তাঁরা কেউই কিছুই করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তাই প্রতিটি জীবের কর্তব্য তথাকথিত জড় সুখের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মূর্খতা মাত্র। ভগবানের ভক্ত হওয়া বা অভক্ত হওয়া উচ্চ অথবা নিচকুলে জন্মগ্রহণের উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মা, এমন কি লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ করতে পারেন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে এই ভক্তি লাভ করতে পারেন। উচ্চ অথবা নিচকুল নির্বিশেষে ভগবানের কৃপা সকলের উপরই সমানভাবে বর্ষিত হয়। নারদ মুনির আশীর্বাদের প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর ভক্তদের সর্বদাই নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদের থেকে রক্ষা করেন। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে উপস্থিত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন এবং সমস্ত মঙ্গল প্রদান করেন। এইভাবে ভগবান কখনও সংহারকরূপে এবং কখনও রক্ষাকর্তারূপে আচরণ করেন। ভগবানকে কোন ত্রুটির জন্য দোষারোপ করা উচিত নয়। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে আমরা এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার জীব দর্শন করি। এই সবই চরমে তাঁর কৃপা।

যদিও সমগ্র সৃষ্টি ভগবান থেকে অভিন্ন, তবুও চিৎ-জগৎ থেকে জড় জগৎ ভিন্ন। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল উপলব্ধি করা যায় কি আশ্চর্যজনকভাবে এই জড়া প্রকৃতি কার্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্মা যদিও গর্ভোদকশায়ী

বিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত কমলাসনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর কি করা কর্তব্য। তিনি মধু এবং কৈটভ নামক দুই দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তারা তাঁর কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান অপহরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু ভগবান তাদের সংহার করে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এইভাবে ভগবান যুগে যুগে দেবতা, মানুষ, তির্যক, ঋষি, জলচর প্রভৃতির মধ্যে অবতরণ করেন। তাঁর এইভাবে অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তদের রক্ষা করা এবং অসুরদের সংহার করা। কিন্তু তাঁর এই পরিত্রাণ এবং বিনাশ তাঁর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই সমদর্শী। বদ্ধ জীব সর্বদাই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আকৃষ্ট। তাই সে কাম, ক্রোধ আদির বশীভূত হয়ে জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। ভক্তের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যাঁরা ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা কখনই জড় জগতের ভয়ে ভীত হন না। কিন্তু যারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারে না, তারা সর্বদাই শোকাচ্ছন্ন থাকে।

যাঁরা নির্জন স্থানে নীরবে ভগবানের পূজা করার প্রতি আসক্ত, তাঁরা মুক্তিলাভ করলেও করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত অন্যদের কষ্ট দর্শন করে সর্বদাই দুঃখিত হন। তাই তাঁরা নিজেদের মুক্তির চিন্তা না করে, সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে তৎপর হন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই তাঁর সহপাঠীদের ভব-বন্ধন মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং কখনও নীরব থাকেননি। যদিও মৌন, ব্রত, তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, নির্জন স্থানে বাস, জপ এবং ধ্যান হচ্ছে মুক্তির উপায়, তবু সেগুলি অভক্ত অথবা বঞ্চকদের জন্য, যারা অন্যদের উপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করে। শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত বঞ্চনাপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের স্বরূপ দর্শন করতে পারেন।

পরমাণু প্রভৃতি কখনও জড় সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। ভগবানই সর্বকারণের কারণ, এবং তাই তিনি এই সৃষ্টিরও কারণ। অতএব সর্বদা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে, তাঁর স্তব করে, তাঁর উদ্দেশ্যে কর্ম অর্পণ করে, মন্দিরে তাঁর অর্চন করে, তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁর দিব্য কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে তাঁর প্রেমময়ী সেবা করা উচিত। এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না।

প্রহ্লাদ মহারাজ এইভাবে ভগবানের প্রতি স্তব করে প্রতিপদে তাঁর কৃপাভিক্ষা করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের স্তবে ভগবান নৃসিংহদেব শান্ত হয়েছিলেন এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি সব রকম জড়-

জাগতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হতে পারতেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু এই সমস্ত জড়-জাগতিক লাভের লোভে বিভ্রান্ত হননি, পক্ষান্তরে তিনি কেবল সর্বদাই ভগবানের দাসের অনুদাস থাকতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

এবং সুরাদয়ঃ সর্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ ।
নোপৈতুমশকন্মন্যুসংরম্ভং সুদুরাসদম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ মুনি বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সুর-আদয়ঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সকলে; **ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃ সরাঃ**—ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ; **ন**—না; **উপৈতুম্**—ভগবানের সামনে যেতে; **অশকন্**—সমর্থ; **মন্যুসংরম্ভম্**—অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে; **সু-দুরাসদম্**—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য (ভগবান নৃসিংহদেব)।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—ভগবান তখন অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন বলে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রমুখ দেবতারা তাঁর সামনে যেতে সাহস করেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়* গেয়েছেন, *'ক্রোধ' ভক্ত দ্বেষি-জনে*—ভক্তদ্বেষী অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য ক্রোধের প্রয়োগ করা উচিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য ভগবান ও তাঁর ভক্তদের সেবায় যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবান এবং তাঁর ভক্তের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না, এবং ভগবানও কখনও ভক্তের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। ভগবান নৃসিংহদেব এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা, এমন কি ভগবানের নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীও তাঁকে স্তবস্তুতির দ্বারা শান্ত করতে পারেননি। কেউই ভগবানের ক্রোধ প্রশমনে সমর্থ না হলেও, ভগবান যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি তাঁর বাৎসল্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই দেবতারা এবং ভগবানের সম্মুখে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে ভগবানকে শান্ত করার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতম্ ।
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা ॥ ২ ॥

সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **প্রেষিতা**—ভগবানের সামনে যেতে অনুরোধ প্রাপ্ত হয়ে; **দেবৈঃ**—(ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ) সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে (ভগবান নৃসিংহদেবকে); **মহৎ**—অত্যন্ত বিশাল; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **অদৃষ্ট**—যা কখনও দেখা যায়নি; **অশ্রুত**—যা কখনও শোনা যায়নি; **পূর্বত্বাৎ**—পূর্বে; **সা**—লক্ষ্মীদেবী; **ন**—না; **উপেয়ায়**—ভগবানের সামনে গিয়েছিলেন; **শঙ্কিতা**—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীকে ভগবানের সামনে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ভগবানের এই অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত রূপ দর্শন করে ভয়ভীত হওয়ার ফলে তাঁর সামনে যেতে পারেননি।

তাৎপর্য

ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে (*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*)। এই সমস্ত রূপ বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিত, তবুও ভগবানের লীলাশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত লক্ষ্মীদেবীও ভগবানের এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন—

অদৃষ্টাশ্রুতপূর্বত্বাদন্যৈঃ সাধারণৈর্জনৈঃ ।
নৃসিংহং শঙ্কিতেব শ্রীর্লোকমোহায়নো যযৌ ।
প্রহ্লাদে চৈব বাৎসল্যদর্শনায় হরেরপি ।
জ্ঞাত্বা মনস্তথা ব্রহ্মা প্রহ্লাদং প্রেষয়ত্তদা ॥
একত্রৈকস্য বাৎসল্যং বিশেষাদ্ দর্শয়েদ্ধরিঃ ।
অবরস্যাপি মোহায় ক্রমেণৈবাপি বৎসলঃ ॥

অর্থাৎ, সাধারণ মানুষদের কাছে নৃসিংহদেব রূপে ভগবানের রূপ অবশ্যই অদৃষ্টপূর্ব এবং অদ্ভুত। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের কাছে ভগবানের এই ভয়ঙ্কর রূপ মোটেই অদ্ভুত নয়। ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে বুঝতে পারেন যে, ভগবান যে কোন রূপে আবির্ভূত হতে পারেন। তাই ভক্ত তাঁর এই প্রকার

রূপ দর্শনে কখনও ভীত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি বিশেষ কৃপা বর্ষিত হওয়ার ফলে তিনি নীরব এবং নির্ভীক ছিলেন, যদিও সমস্ত দেবতারা, এমন কি লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত ভগবান নৃসিংহদেবের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। *নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নারায়ণের শুদ্ধ ভক্তরা জড়-জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কেবল নির্ভীকই থাকেন না, ভক্তের ভয় দূর করার জন্য ভগবান যদি আবির্ভূত হন, তা হলেও ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই তাঁর নির্ভীক স্থিতি বজায় রাখেন।

শ্লোক ৩

প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিতমন্তিকে ।
তাত প্রশময়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্ ॥ ৩ ॥

প্রহ্লাদম্—প্রহ্লাদ মহারাজ; **প্রেষয়ামাস**—অনুরোধ করেছিলেন; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত হয়ে; **অন্তিকে**—অতি নিকটে; **তাত**—হে পুত্র; **প্রশময়**—প্রসন্ন করার চেষ্টা কর; **উপেহি**—নিকটে যাও; **স্ব-পিত্রে**—কারণ তোমার আসুরিক পিতার কার্যকলাপে; **কুপিতম্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **প্রভুম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মা তাঁর নিকটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন—হে বৎস, ভগবান নৃসিংহদেব তোমার আসুরিক পিতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে শান্ত কর।

শ্লোক ৪

তথেতি শনকৈ রাজন্ মহাভাগবতোঽর্ভকঃ ।
উপেত্য ভুবি কায়েন ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥

তথা—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **রাজন্**—হে মহারাজ (যুধিষ্ঠির); **মহা-ভাগবতঃ**—মহাভাগবত (প্রহ্লাদ মহারাজ); **অর্ভকঃ**—বালক হওয়া সত্ত্বেও; **উপেত্য**—ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে; **ভুবি**—ভূমিতে; **কায়েন**—তাঁর দেহের দ্বারা; **ননাম**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **বিধৃত-অঞ্জলিঃ**—তাঁর হাত জোড় করে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্, মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ একটি ছোট্ট বালক হওয়া সত্ত্বেও, ব্রহ্মার বাণী শিরোধার্য করে ধীরে ধীরে ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে ভূতলে পতিত হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং
বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ ।
উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং
কালাহিবিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্ ॥ ৫ ॥

স্ব-পাদ-মূলে—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **পতিতম্**—পতিত; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **অর্ভকম্**—বালক; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **দেবঃ**—ভগবান নৃসিংহদেব; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **পরিপ্লুতঃ**—আনন্দমগ্ন হয়ে; **উত্থাপ্য**—উঠিয়ে; **তৎ-শীর্ষ্ণি**—তাঁর মস্তকে; **অদধাৎ**—স্থাপন করেছিলেন; **কর-অম্বুজম্**—তাঁর করকমল; **কাল-অহি**—কালরূপী সর্পের (যার প্রভাবে নিমেষের মধ্যে মৃত্যু হয়); **বিত্রস্ত**—ভীত; **ধিয়াম্**—যাদের মন; **কৃত-অভয়ম্**—যা অভয় দান করে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত দেখে ভগবান নৃসিংহদেব করুণার্দ্র হয়ে তাঁকে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের অভয় প্রদানকারী করকমল তাঁর মস্তকে স্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের চারটি প্রয়োজন হচ্ছে—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। এই জড় জগতে সকলেই সর্বদা ভয়ভীত থাকে (*সদা সমুদ্বিগ্নধিয়াম্*), এবং সকলেরই নির্ভয়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। ভগবান নৃসিংহদেব যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন সমস্ত ভক্তেরা নির্ভয় হয়েছিল। ভক্তদের নির্ভয় হওয়ার আশা হচ্ছে ভগবান নৃসিংহদেবের পবিত্র নাম কীর্তন করা। *যতো যতো যামি ততো*

নৃসিংহঃ—যেখানেই আমরা যাই, সর্বদাই আমাদের ভগবান নৃসিংহদেবের কথা চিন্তা করা কর্তব্য। তার ফলে ভগবদ্ভক্তের আর কোন ভয় থাকে না।

শ্লোক ৬

স তৎকরস্পর্শধুতাখিলাশুভঃ
সপদ্যভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ ।
তৎপাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ
হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **তৎ-করস্পর্শ**—তাঁর মস্তকে ভগবান নৃসিংহদেবের করকমলের স্পর্শের ফলে; **ধুত**—পবিত্র হয়ে; **অখিল**—সমস্ত; **অশুভঃ**—অমঙ্গল অথবা জড় বাসনা; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **অভিব্যক্ত**—প্রকাশিত হয়েছিল; **পর-আত্মদর্শনঃ**—পরমাত্মা উপলব্ধি (দিব্যজ্ঞান); **তৎ-পাদপদ্মম্**—ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্ম; **হৃদি**—হৃদয়ে; **নির্বৃতঃ**—দিব্য আনন্দে পূর্ণ; **দধৌ**—ধারণ করেছিলেন; **হৃষ্যৎ-তনুঃ**—তাঁর শরীরে দিব্য আনন্দের প্রকাশ; **ক্লিন্নহৃৎ**—দিব্য আনন্দের প্রভাবে যাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল; **অশ্রু-লোচনঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজের মস্তকে ভগবান নৃসিংহদেবের করকমলের স্পর্শের ফলে, প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত জড় কলুষ এবং বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, যেন তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি তখন চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শরীরে চিন্ময় আনন্দের সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল, এবং তিনি তখন পরম আনন্দে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) আরও বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচ বর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।"

ভগবদ্গীতার এই শ্লোকগুলিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শরীরে যদিও আসুরিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, তবুও ভগবদ্ভক্তির অতি উন্নত পদ প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক মার্গে এই প্রকার প্রতিবন্ধকতাগুলি তাঁর প্রগতি রোধ করতে পারেনি, কারণ তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। নাস্তিকতার প্রভাবে যাদের দেহ এবং মন কলুষিত, তারা কখনই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না, কিন্তু জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই তাঁরা ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত হন।

শ্লোক ৭

অস্তৌষীদ্ধরিমেকাগ্রমনসা সুসমাহিতঃ ।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

অস্তৌষীৎ—তিনি প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **একাগ্র-মনসা**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সর্বতোভাবে স্থির করে; **সুসমাহিতঃ**—অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে (অন্য কোন বিষয়ে বিচলিত না হয়ে); **প্রেম-গদ্গদয়া**—দিব্য আনন্দ অনুভববশত তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার ফলে; **বাচা**—বচনে; **তৎ-ন্যস্ত**—ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করে; **হৃদয়-ঈক্ষণঃ**—হৃদয় এবং দৃষ্টি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ একাগ্র চিত্তে সমাহিত হয়ে, ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি তাঁর মন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রেম-গদ্‌গদ বচনে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

সুসমাহিতঃ শব্দটির অর্থ 'একাগ্র চিত্তে' অথবা 'সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হয়ে'। যোগসিদ্ধির ফলে এইভাবে মনকে একাগ্র করা সম্ভব হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১৩/১) বলা হয়েছে, *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* । মানুষ যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর মন তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্রীভূত হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। প্রহ্লাদ মহারাজ এই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তিনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়েছিলেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন ও চেতনা দিব্য আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল। সেই স্থিতিতে তিনি এইভাবে ভগবানের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ
সত্ত্বৈকতানগতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ
কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা প্রমুখ; **সুর-গণাঃ**—উচ্চতর লোকের অধিবাসীগণ; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অথ**—এবং (চতুঃসন এবং অন্যেরা); **সিদ্ধাঃ**—পূর্ণজ্ঞান অথবা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ; **সত্ত্ব**—আধ্যাত্মিক স্থিতিতে; **একতান-গতয়ঃ**—যাঁরা কোন রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপে পথভ্রষ্ট হননি; **বচসাম্**—বাণী বা বর্ণনার; **প্রবাহৈঃ**—প্রবাহের দ্বারা; **ন**—না; **আরাধিতুম্**—প্রসন্নতা বিধান করতে; **পুরু-গুণৈঃ**—সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও; **অধুনা**—এখন পর্যন্ত; **অপি**—যদিও; **পিপ্রুঃ**—সমর্থ ছিলেন; **কিম্**—কি; **তোষ্টুম্**—প্রসন্ন হতে; **অর্হতি**—সমর্থ; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **মে**—আমার; **হরিঃ**—ভগবান; **উগ্র-জাতেঃ**—অসুর কুলোদ্ভূত আমি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—অসুর কুলোদ্ভূত আমার পক্ষে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করা কি করে সম্ভব? সত্ত্বগুণান্বিত এবং অত্যন্ত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ এবং ঋষিগণ অপূর্ব সুন্দর বাক্য প্রবাহের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে সক্ষম হননি, সুতরাং আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে? আমার তো কোনই যোগ্যতা নেই।

তাৎপর্য

ভগবানের সেবা করতে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য বৈষ্ণব ভগবানের প্রার্থনা করার সময় নিজেকে নিতান্তই অযোগ্য বলে মনে করেন। যেমন, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি* ৫/২০৫)

এইভাবে তিনি জগাই এবং মাধাই থেকেও অধিক পাপী এবং বিষ্ঠার কীট থেকেও লঘিষ্ঠ বলে নিজেকে মনে করে, নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করেছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব প্রকৃতপক্ষে এইভাবেই নিজেকে মনে করেন। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও ছিলেন অতি উচ্চ স্তরের শুদ্ধ বৈষ্ণব, তবুও তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার সময় নিজেকে সব চাইতে অযোগ্য বলে মনে করেছেন। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ* । প্রতিটি শুদ্ধ বৈষ্ণবেরই এইভাবে নিজেকে মনে করা উচিত। নিজের বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীর গর্বে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, এবং নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে অন্যদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এই প্রকার মনোভাব সহকারেই কেবল নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা যায়।" বিনীত না হলে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৯

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৯ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **ধন**—ধন-সম্পদ; **অভিজন**—সম্ভ্রান্ত পরিবার; **রূপ**—দৈহিক সৌন্দর্য; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **শ্রুত**—বেদ অধ্যয়ন জনিত জ্ঞান; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **তেজঃ**—শরীরের তেজ; **প্রভাব**—প্রভাব; **বল**—দৈহিক শক্তি; **পৌরুষ**—উদ্যম; **বুদ্ধি**—প্রজ্ঞা; **যোগাঃ**—যোগশক্তি; **ন**—না; **আরাধনায়**—প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবন্তি**—হয়; **পরস্য**—চিন্ময়; **পুংসঃ**—ভগবানের; **ভক্ত্যা**—কেবল ভক্তির দ্বারা; **তুতোষ**—সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গজ-যূথপায়**—গজেন্দ্রের প্রতি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—আমি মনে করি যে ধন-সম্পদ, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, এবং যোগশক্তি, এই সমস্ত গুণের দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত না হলেও গজেন্দ্র কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন জড়-জাগতিক যোগ্যতার দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে জানা যায় (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*)। ভগবান যদি ভক্তের সেবায় প্রসন্ন না হন, তা হলে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না (*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*)। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা জাগতিক যোগ্যতার দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না অথবা তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।

শ্লোক ১০

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ১০ ॥

বিপ্রাৎ—ব্রাহ্মণ থেকে; **দ্বি-ষট্‌-গুণ-যুতাৎ**—বারোটি ব্রাহ্মণোচিত গুণে গুণান্বিত;* **অরবিন্দনাভ**—কমলনাভ ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **পাদ-অরবিন্দ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **বিমুখাৎ**—ভক্তিবিমুখ; **শ্বপচম্**—নিম্ন কুলোদ্ভূত বা চণ্ডাল; **বরিষ্ঠম্**—শ্রেষ্ঠ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **তৎ-অর্পিত**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত; **মনঃ**—মন; **বচন**—বাণী; **ঈহিত**—প্রতিটি প্রচেষ্টা; **অর্থ**—সম্পদ; **প্রাণম্**—এবং জীবন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **সঃ**—তিনি (ভক্ত); **কুলম্**—তাঁর পরিবার; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ভূরিমানঃ**—যে ব্যক্তি বৃথাই নিজেকে উচ্চপদে অবস্থিত বলে মনে করে।

অনুবাদ

(*সনৎসুজাত গ্রন্থে* বর্ণিত) বারোটি ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত অথচ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-বিমুখ অভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাঁর মন, বাক্য, কর্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ভক্ত সেই রকম ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্ত তাঁর কুল পবিত্র করতে পারে, কিন্তু সেই অতি গর্বান্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না।

তাৎপর্য

এটি কর্মকাণ্ড বা বৈদিক অনুষ্ঠানে পারদর্শী ব্রাহ্মণ এবং ভগবদ্ভক্তের পার্থক্য সম্বন্ধে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি। মানব-সমাজ চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত, কিন্তু বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। *হরিভক্তি-সুধোদয়ে* বলা হয়েছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

---

*আদর্শ ব্রাহ্মণের বারোটি গুণ—ধর্মানুশীলন, সত্যবাদিতা, তপস্যা আদির দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম, নির্মৎসরতা, বুদ্ধিমত্তা, তিতিক্ষা, নির্বৈর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দান, ধৃতি, বেদ অধ্যয়নে পারদর্শিতা এবং ব্রতপালন।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য আদি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবানের ভক্ত না হন, তা হলে তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণগুলি মৃত-দেহের অলঙ্কারের মতো ব্যর্থ।"

এই শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ *বিপ্র* অর্থাৎ বিদ্বান ব্রাহ্মণদের কথা বলেছেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণকে চতুর্বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, কিন্তু চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। অতএব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্যান্যদের আর কি কথা। ভগবদ্ভক্ত সকলের থেকেই শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৪/২৬) *সনৎসুজাত* গ্রন্থে উত্তম ব্রাহ্মণের বারোটি গুণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

জ্ঞানং চ সত্যং চ দমঃ শ্রুতং চ
হ্যমাৎসর্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া ।
যজ্ঞশ্চ দানং চ ধৃতিঃ শমশ্চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ভক্তদের কখনও কখনও ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু তথাকথিত জাতি ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। এই প্রকার ঈর্ষার উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, যারা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু অত্যন্ত গর্বিত হওয়ার ফলে নিজেকে পর্যন্ত পবিত্র করতে পারে না, তাদের পক্ষে তাদের কুলকে পবিত্র করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অতি নিচ কুলোদ্ভূত চণ্ডাল যদি ভগবানের ভক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন, তা হলে তিনি তাঁর সমগ্র কুলকে পবিত্র করতে পারেন। আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ানরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার ফলে তাদের পরিবারকে এমনভাবে পবিত্র করেছে যে, এক ভক্তের মা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অতএব প্রহ্লাদ মহারাজের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং ব্যবহারিকভাবেও প্রমাণিত হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর পরিবার, জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারেন। মূর্খেরা বলতে পারে যে, ভক্তেরা তাঁদের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে পলায়নপর হয়েছে, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে ভক্তেরাই তাঁদের পরিবারের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন, এবং তাই তিনি সর্বদাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ১১

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে ।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—ব্যক্তিগত লাভের জন্য; **প্রভুঃ**—ভগবান; **অয়ম্**—এই; **নিজলাভ-পূর্ণঃ**—যিনি সর্বদা নিজেতেই প্রসন্ন (তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য অন্যের সেবার প্রয়োজন হয় না); **মানম্**—পূজা; **জনাৎ**—কোন ব্যক্তি থেকে; **অবিদুষঃ**—যে ব্যক্তি জানে না যে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা; **করুণঃ**—অজ্ঞানী মূর্খদের প্রতি যিনি অত্যন্ত করুণাময় (ভগবান); **বৃণীতে**—স্বীকার করেন; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **জনঃ**—ব্যক্তি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **বিদধীত**—নিবেদন করতে পারেন; **মানম্**—পূজা; **তৎ**—তা; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মনে**—তার নিজের লাভের জন্য; **প্রতিমুখস্য**—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব; **যথা**—যেমন; **মুখশ্রীঃ**—মুখের সৌন্দর্য।

অনুবাদ

ভগবান সর্বদাই সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত। তাই কেউ যখন তাঁকে কিছু নিবেদন করেন, তখন সেই ভক্তের মঙ্গলের জন্যই ভগবান তা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করেন। ভগবানের কারও সেবার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, নিজের মুখের সৌন্দর্যই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় (অর্থাৎ ভগবানের আরাধনার ফলে নিজেরই মঙ্গল হয়)।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগে ভক্তকে নয়টি অঙ্গ সাধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্*। শ্রবণ, কীর্তন আদির দ্বারা ভগবানের যশোগান ভগবানের লাভের জন্য করা হয় না, এই সেবা ভক্তের মঙ্গলের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। ভগবান সর্বদাই যশস্বী। ভক্ত তাঁর

ভক্ত যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তখন সেই ভক্তই মহিমান্বিত হন। *চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্*। নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তনের ফলে জীবের হৃদয় নির্মল হয়, এবং তার ফলে সে বুঝতে পারে যে, সে এই জড় জগতের বস্তু নয়, সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা এবং কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করাই তাঁর প্রকৃত কর্তব্য, যার ফলে সে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এইভাবে ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয় (*ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্*)। শ্রীকৃষ্ণ যখন আদেশ দেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও," তখন মূর্খ লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। কিছু মূর্খ পণ্ডিত একথাও বলে যে, এটি একটি অসম্ভব দাবি। কিন্তু এই দাবিটি ভগবানের লাভের জন্য নয়, পক্ষান্তরে তা মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য। মানুষ যদি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের কাছে সব কিছু সমর্পণ করে, তা হলে সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল হবে। যে মানুষ ভগবানের কাছে সব কিছু সমর্পণ করে না, তাকে এই শ্লোকে *অবিদুষ* অর্থাৎ মূঢ় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) ভগবানও সেই কথা বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" অজ্ঞতা এবং দুর্ভাগ্যবশত নাস্তিক এবং নরাধমেরা ভগবানের শরণাগত হয় না। তাই ভগবান যদিও স্বয়ং পূর্ণ, তবুও তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে বদ্ধ জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন, যাতে তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মূল কথা হচ্ছে যে, আমরা যতই কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করি, ততই আমাদের মঙ্গল হয়। আমাদের সেবার কোন প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণের নেই।

শ্লোক ১২

তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্ ।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥ ১২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অহম্**—আমি; **বিগত-বিক্লবঃ**—অযোগ্য হওয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করে; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে; **মহি**—যশ; **গৃণামি**—আমি কীর্তন করব অথবা বর্ণনা করব; **যথা-মনীষম্**—আমার বুদ্ধি অনুসারে; **নীচঃ**—নীচ কুলোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও (যেহেতু আমার পিতা সমস্ত সদ্‌গুণ রহিত এক মহা অসুর); **অজয়া**—অবিদ্যার ফলে; **গুণ-বিসর্গম্**—জড় জগৎ (যেখানে জীবেরা জড়া প্রকৃতির কলুষ অনুসারে জন্মগ্রহণ করে); **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **পূয়েত**—পবিত্র হতে পারে; **যেন**—যার দ্বারা (ভগবানের মহিমা); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুমান্**—মানুষ; **অনুবর্ণিতেন**—কীর্তন অথবা পাঠ করার ফলে।

অনুবাদ

অতএব, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমার বুদ্ধি এবং পূর্ণ প্রয়াস অনুসারে আমি শঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের মহিমা বর্ণনা করব। ভগবানের মহিমা শ্রবণ বা পাঠ করলে অবিদ্যাবশত এই জড় জগতে প্রবিষ্ট মানুষও পবিত্র হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত হতে হলে উচ্চকুলে জন্ম, ধনী, সম্ভ্রান্ত অথবা সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই সমস্ত গুণের কোনটিই ভগবদ্ভক্তি প্রদান করে না। ভক্তকে কেবল ভক্তি সহকারে অনুভব করতে হয়, "ভগবান মহান এবং আমি অতি ক্ষুদ্র। তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা।" তারই ভিত্তিতে ভগবানকে জানা যায় এবং তাঁর সেবা করা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর জড়-জাগতিক স্থিতি বিচার না করে ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ স্তব করতে মনস্থ করেছেন।

শ্লোক ১৩

সর্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো
ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ ন চোদ্বিজন্তঃ ।
ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য
বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বে—সমস্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অমী**—এই সমস্ত; **বিধি-করাঃ**—আদেশ পালনকারী; **তব**—আপনার; **সত্ত্ব-ধাম্নঃ**—সর্বদা চিৎ-জগতে স্থিত হয়ে; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **বয়ম্**—আমরা; **ইব**—সদৃশ; **ঈশ**—হে ভগবান; **ন**—না; **চ**—এবং; **উদ্বিজন্তঃ**—(আপনার ভয়ঙ্কর রূপের) ভয়ে ভীত; **ক্ষেমায়**—রক্ষার জন্য; **ভূতয়ে**—বৃদ্ধির জন্য; **উত**—বলা হয়; **আত্ম-সুখায়**—এই প্রকার লীলার দ্বারা নিজের প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **চ**—ও; **অস্য**—এই (জড় জগতের); **বিক্রীড়িতম্**—প্রকাশিত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **অবতারৈঃ**—আপনার অবতারদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত আপনার নিষ্ঠাপরায়ণ সেবক। তাই তাঁরা আমাদের মতো নন (প্রহ্লাদ এবং তাঁর আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু)। এই ভয়ঙ্কর রূপে আপনার আবির্ভাব আপনার নিজের আনন্দ বিধানের জন্য আপনারই লীলাবিলাস। আপনার এই প্রকার অবতার জগতের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ তাঁরা ছিলেন আসুরিক ভাবাপন্ন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই সৌভাগ্যবান, কারণ তাঁরা সর্বদাই ভগবানের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভগবান যখন তাঁর বিভিন্ন অবতারে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি দুটি কার্য সম্পাদন করেন—ভক্তদের রক্ষা এবং অসুরদের বিনাশ (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। নৃসিংহদেবের মতো ভগবানের অবতার অবশ্যই ভক্তদের ভীতি উৎপাদনের জন্য নয়, কিন্তু তা

সত্ত্বেও ভক্তেরা অত্যন্ত সরল এবং অনুগত হওয়ার ফলে, ভগবানের এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে ভীত হয়েছিলেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্তী প্রার্থনায় ভগবানকে অনুরোধ করেছেন তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করার জন্য।

শ্লোক ১৪

তদ্ যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা ।
লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিয়ন্তি সর্বে
রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি ॥ ১৪ ॥

তৎ—অতএব; **যচ্ছ**—দয়া করে পরিত্যাগ করুন; **মন্যুম্**—আপনার ক্রোধ; **অসুরঃ**—আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু; **চ**—ও; **হতঃ**—নিহত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অদ্য**—আজ; **মোদেত**—আনন্দিত হন; **সাধুঃ অপি**—সাধু ব্যক্তিও; **বৃশ্চিক-সর্প-হত্যা**—সর্প অথবা বৃশ্চিককে হত্যা করে; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ; **ইতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **প্রতিয়ন্তি**—অপেক্ষা করছে (আপনার ক্রোধ উপশমের জন্য); **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **রূপম্**—রূপ; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **বিভয়ায়**—তাদের ভয় নিবারণের জন্য; **জনাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকেরা; **স্মরন্তি**—স্মরণ করবে।

অনুবাদ

হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাই, আপনি এখন আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু এখন নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তিও যেমন সর্প অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে আনন্দিত হন, সমগ্র জগৎ এই অসুরের মৃত্যুতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে, এবং ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্মরণ করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সাধু ব্যক্তিরা যদিও কোন জীবকে হত্যা করতে চান না, তবুও তাঁরা সর্প, বৃশ্চিক আদি ঈর্ষাপরায়ণ জীব নিহত হলে প্রসন্ন হন। হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ সে ছিল সর্প অথবা বৃশ্চিকের

থেকেও নিকৃষ্ট, এবং তাই সকলেই সুখী হয়েছিল। তাই তখন আর ভগবানের ক্রুদ্ধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ভক্তেরা বিপদগ্রস্ত হলে ভগবানের নৃসিংহরূপ সর্বদাই স্মরণ করতে পারেন, এবং তাই ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব মোটেই অমঙ্গলজনক ছিল না। ভগবানের আবির্ভাব সমস্ত প্রকৃতিস্থ মানুষ এবং ভক্তদের কাছে সর্বদাই পূজনীয় এবং মঙ্গলজনক।

শ্লোক ১৫

নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্য-
জিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ ।
আন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজকেশরশঙ্কুকর্ণা-
ন্নির্হ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ ॥ ১৫ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বিভেমি**—ভীত; **অজিত**—হে পরম বিজয়ী, যাঁকে কেউ কখনও পরাজিত করতে পারে না; **তে**—আপনার; **অতি**—অত্যন্ত; **ভয়ানক**—ভয়ঙ্কর; **আস্য**—মুখ; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **অর্ক-নেত্র**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল নেত্র; **ভ্রুকুটী**—ভ্রূকুটি; **রভস**—প্রবল; **উগ্র-দংষ্ট্রাৎ**—ভয়ঙ্কর দন্ত; **আন্ত্র-স্রজঃ**—অন্ত্রের মালা পরিহিত; **ক্ষতজ**—রক্তাক্ত; **কেশর**—কেশর; **শঙ্কু-কর্ণাৎ**—উন্নত কর্ণ; **নির্হ্রাদ**—আপনার গর্জনের দ্বারা; **ভীত**—ভয়ভীত; **দিগিভাৎ**—বিশাল দিগ্‌হস্তীগণ পর্যন্ত; **অরিভিৎ**—শত্রু বিদীর্ণকারী; **নখ-অগ্রাৎ**—নখাগ্র থেকে।

অনুবাদ

হে অজিত ভগবান, আপনার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুখ, জিহ্বা, সূর্যের মতো উজ্জ্বল নেত্র অথবা ভ্রূকুটিভঙ্গির ভয়ে আমি ভীত নই। আমি আপনার তীক্ষ্ণ দন্ত, অন্ত্রের মালা, রক্তাক্ত কেশর অথবা উন্নত কর্ণের ভয়ে ভীত নই। এমন কি আপনার যে গর্জনের ফলে দিগ্‌গজেরা পলায়ন করে অথবা যে নখাগ্রের দ্বারা শত্রুরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তার ভয়েও আমি ভীত নই।

তাৎপর্য

ভগবান নৃসিংহদেবের উগ্ররূপ অভক্তদের জন্য নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে এই ভয়ঙ্কর রূপ মোটেই ভীতিজনক ছিল না। সিংহ অন্য পশুদের কাছে অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু তার শাবকের কাছে একটুও ভয়ানক নয়।

সমুদ্রের জল অবশ্যই স্থলচর জীবদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কিন্তু সেই সমুদ্রের একটি ছোট মাছের কাছেও তা ভয়াবহ নয়। কেন? কারণ সেই ছোট মাছটি সেই বিশাল সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বন্যার জলে যদিও বড় বড় হাতিও ভেসে যায়, কিন্তু সেই জলের প্রবাহের বিরুদ্ধে ছোট ছোট মাছেরা সাঁতার কাটে। তাই ভগবান যদিও দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য কখনও কখনও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন, তাঁর ভক্তেরা কিন্তু তাঁর সেই রূপেরই পূজা করেন। *কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।* ভক্তেরা ভগবানের যে কোন রূপের পূজা করে এবং মহিমা কীর্তন করে সর্বদা আনন্দে মগ্ন হন, তাঁর সেই রূপ মনোহরই হোক অথবা ভয়ানক হোক, ভক্ত তাতে বিচলিত হন না।

শ্লোক ১৬

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাদ্ গ্রসতাং প্রণীতঃ ।
বদ্ধঃ স্বকর্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু ॥ ১৬ ॥

ত্রস্তঃ—ভীত; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **কৃপণ-বৎসল**—হে আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত পতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু প্রভু; **দুঃসহ**—অসহ্য; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **সংসার-চক্র**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের; **কদনাৎ**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে; **গ্রসতাম্**—পরস্পরকে গ্রাসকারী বদ্ধ জীবদের মধ্যে; **প্রণীতঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **বদ্ধঃ**—আবদ্ধ; **স্ব-কর্মভিঃ**—আমার কর্মের ফলের দ্বারা; **উশত্তম**—হে দুর্জয়; **তে**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—শ্রীপাদপদ্মের তলদেশ; **প্রীতঃ**—(আমার প্রতি) প্রসন্ন হয়ে; **অপবর্গ-শরণম্**—যা জড় জগতের ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আশ্রয়; **হ্বয়সে**—আপনি আমাকে আহ্বান করবেন; **কদা**—কখন; **নু**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে পরম শক্তিমান, পতিত-বৎসল, দুর্জয় প্রভু, আমার কর্মের ফলে আমি অসুরদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এবং তাই এই দুঃসহ সংসার-চক্রে অত্যন্ত ভীত হয়েছি। কবে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির আশ্রয় আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করবেন?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক, আর অসুর বা নাস্তিকদের সঙ্গে থাকলে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে জীব কেন এই জড় জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। বাস্তবিকই, মূর্খ মানুষেরা কখনও কখনও এই জড় জগতে পতিত হওয়ার জন্য ভগবানকে দোষারোপ করে। প্রকৃতপক্ষে সকলেই তার কর্ম অনুসারে এই বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই সমস্ত বদ্ধ জীবদের হয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ স্বীকার করছেন যে, তার কর্মের ফলে তাকে অসুরদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হতে হয়েছে। ভগবানকে বলা হয় কৃপণ-বৎসল কারণ তিনি বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাই *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় তখন ভগবান আবির্ভূত হন (*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত..........তদাত্মানং সৃজাম্যহম্*)। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য ভগবান সর্বদাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকেন, এবং তাই তিনি আমাদের সকলকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রত্যাশা করেছেন যে, ভগবান কৃপা করে পুনরায় তাঁকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে আহ্বান করবেন। অর্থাৎ, সকলেরই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষালাভ করে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক থাকা উচিত।

শ্লোক ১৭

যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসংযোগজন্ম-
শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং
ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্ ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ—যার ফলে (এই জড় জগতের অস্তিত্বের ফলে); **প্রিয়**—প্রিয়; **অপ্রিয়**—অপ্রিয়; **বিয়োগ**—বিচ্ছেদ; **সংযোগ**—এবং মিলনের দ্বারা; **জন্ম**—যার জন্ম; **শোকাগ্নিনা**—শোকরূপ অগ্নির দ্বারা; **সকল-যোনিষু**—যে কোন প্রকার শরীরে; **দহ্যমানঃ**—দগ্ধ হয়ে; **দুঃখ-ঔষধম্**—দুঃখময় জীবনের উপশমের উপায়; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **দুঃখম্**—কষ্ট; **অতৎ-ধিয়া**—দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে; **অহম্**—আমি; **ভূমন্**—হে মহান; **ভ্রমামি**—(জন্ম-মৃত্যুর চক্রে) আমি ভ্রমণ

করছি; **বদ**—দয়া করে আপনি উপদেশ দিন; **মে**—আমাকে; **তব**—আপনার; **দাস্য-যোগম্**—সেবাকার্য।

অনুবাদ

হে মহান্, হে পরমেশ্বর ভগবান, প্রিয় এবং অপ্রিয় পরিস্থিতির সংযোগের ফলে এবং তার সংযোগ ও বিয়োগের ফলে জীবকে স্বর্গ অথবা নরকের অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়ে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হতে হয়। যদিও এই দুঃখময় জীবনের নিবৃত্তি সাধনের বহু উপায় রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত উপায়গুলি সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি থেকেও অধিক দুঃখজনক। তাই আমি মনে করি যে, তার একমাত্র নিরাময় হচ্ছে আপনার সেবায় যুক্ত হওয়া। দয়া করে আপনি আমাকে সেই সেবার উপদেশ প্রদান করুন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার অভিলাষ করেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী পিতার মৃত্যুর পর, প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা ছিল, এবং সেই সম্পত্তি সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ এই ঐশ্বর্য গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না, কারণ মানুষ স্বর্গেই থাকুক অথবা নরকেই থাকুক, ধনীর পুত্র হোক অথবা দরিদ্রের পুত্র হোক, জড়-জাগতিক অবস্থা সর্বদাই ক্লেশদায়ক। তাই জীবনের কোন অবস্থাই সুখদায়ক নয়। কেউ যদি নিরঙ্কুশ আনন্দময় জীবন ভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে। জড় ঐশ্বর্য কিছুক্ষণের জন্য সুখকর হতে পারে, কিন্তু সেই অনিত্য সুখ লাভের জন্য মানুষকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কোন দরিদ্র ব্যক্তি যখন ধনী হয় তখন তার অবস্থার উন্নতি সাধন হতে পারে, কিন্তু সেই অবস্থা প্রাপ্ত হতে তাকে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ সুখী হোক অথবা দুঃখী হোক, উভয় অবস্থাই ক্লেশকর। কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে চায়, আনন্দময় জীবন লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্ত হতে হবে এবং নিরন্তর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে। সেটিই দুঃখের নিবৃত্তি সাধনের প্রকৃত উপায়। সারা জগৎ মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করছে যে, জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে এবং বদ্ধ জীবনের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করে মানুষ সুখী হবে, কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না।

মানুষকে অবশ্যই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে হবে। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। জড়-জাগতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে কেউই কখনও সুখী হতে পারে না, কারণ জড় জগতের সর্বত্র দুঃখ এবং দুর্দশা বিরাজ করছে।

শ্লোক ১৮

সোহহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **প্রিয়স্য**—প্রিয়তমের; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **পরদেবতায়াঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **লীলাকথাঃ**—লীলার বর্ণনা; **তব**—আপনার; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **বিরিঞ্চ-গীতাঃ**—পরম্পরার ধারায় ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তিতর্মি**—আমি উত্তীর্ণ হব; **অনুগৃণন্**—নিরন্তর বর্ণনা করে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **বিপ্রমুক্তঃ**—বিশেষভাবে মুক্ত হওয়ার ফলে; **দুর্গাণি**—জীবনের সমস্ত দুঃখময় পরিস্থিতি; **তে**—আপনার; **পদযুগ-আলয়**—শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **হংস-সঙ্গঃ**—হংস বা মুক্ত পুরুষদের সঙ্গ প্রভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুক্ত পুরুষদের (হংস) সঙ্গে আপনার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে আমি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হব এবং তার ফলে আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রভু আপনার মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম হব। আমি ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পরম্পরায় আপনার মহিমা কীর্তন করব। এইভাবে আমি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্তের জীবন ও কর্তব্য খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের পবিত্র নাম এবং মহিমা কীর্তন করতে শুরু করা মাত্রই ভক্ত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন। ভগবানের পবিত্র নাম এবং লীলা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবানের মহিমার প্রতি

আসক্ত হওয়ার ফলে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) নিশ্চিতভাবে সেই স্থিতি লাভ করা যায়, যেখানে জড় কলুষ নেই। পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত প্রামাণিক সঙ্গীতই কেবল গাওয়া উচিত। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, পরম্পরার ধারায় মন্ত্র জপ অত্যন্ত শক্তিশালী হয় (*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। মনগড়া মন্ত্র জপের ফলে কোন কাজ হয় না। কিন্তু পূর্বতন আচার্যদের সঙ্গীত অথবা বর্ণনা কীর্তন (*মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*) অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়, এবং এই পন্থা অত্যন্ত সরল। তাই এই শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ *অঞ্জঃ* ('অনায়াসে') শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পরম্পরা ধারায় মহান আচার্যদের চিন্তাধারা গ্রহণ করা মানসিক জল্পনা-কল্পনার পন্থা থেকে অনেক সহজ। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ স্বীকার করে তা অনুসরণ করা। তখন ভগবৎ-উপলব্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এই সহজ পন্থাটি অনুসরণ করার ফলে জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অনায়াসে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জড়-জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হংস অথবা পরমহংসদের সঙ্গ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, আচার্যদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে, জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকা যায়, এবং এইভাবে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়ে জীবন সার্থক করা যায়। জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতেই মানুষ থাকুক না কেন, এই জড় জগৎ দুঃখময়। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। জড়-জাগতিক উপায়ের দ্বারা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না। বাস্তবিকভাবে সুখী হতে হলে মানুষকে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে; অন্যথায় সুখ লাভ অসম্ভব। কেউ বলতে পারে যে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য তপস্যা করতে হয়, স্বেচ্ছায় নানা রকম অসুবিধা বরণ করে নিতে হয়। কিন্তু এই ধরনের অসুবিধাগুলি জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জড় প্রচেষ্টাগুলির মতো বিপজ্জনক নয়।

শ্লোক ১৯

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥ ১৯ ॥

বালস্য—একটি ছোট শিশুর; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **শরণম্**—আশ্রয় (রক্ষা); **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **ন**—না; **আর্তস্য**—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির; **চ**—ও; **অগদম্**—ঔষধ; **উদন্বতি**—সমুদ্রের জলে; **মজ্জতঃ**—নিমজ্জমান ব্যক্তির; **নৌঃ**—নৌকা; **তপ্তস্য**—জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত ব্যক্তির; **তৎ-প্রতিবিধিঃ**—(সংসার ক্লেশ নিবারণের) প্রতিকার; **যঃ**—যা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অঞ্জসা**—অতি সহজে; **ইষ্টঃ**—(প্রতিবিধানরূপে) স্বীকৃত; **তাবৎ**—তেমনই; **বিভো**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **তনুভৃতাম্**—জড় দেহধারী জীবদের; **ত্বৎ-উপেক্ষিতানাম্**—যারা আপনার দ্বারা উপেক্ষিত।

অনুবাদ

হে নৃসিংহদেব, হে বিভো, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আপনার দ্বারা উপেক্ষিত দেহধারী জীবেরা তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য কিছুই করতে পারে না। তারা তাদের দুঃখ নিবারণের যে উপায়ই গ্রহণ করে তা সাময়িকভাবে লাভজনক হলেও, ক্ষণস্থায়ী। যেমন, পিতা এবং মাতা তাদের শিশুকে রক্ষা করতে পারে না, চিকিৎসক এবং ঔষধ রোগীর কষ্ট দূর করতে পারে না, এবং তরণি সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না।

তাৎপর্য

পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণে, বিভিন্ন রোগের ঔষধে, এবং জলে, আকাশে ও স্থলে রক্ষার বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা যদিও জড় জগতের বিবিধ দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের চেষ্টা করা হয়, তবুও তাদের কোন একটির দ্বারাও নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া যায় না। সেগুলি সাময়িকভাবে লাভজনক হতে পারে, কিন্তু সেই লাভ স্থায়ী হয় না। পিতামাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু, রোগ এবং অন্যান্য দুঃখকষ্ট ভোগ হয়। কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না, এমন কি তার পিতা-মাতা পর্যন্ত নয়। চরম আশ্রয় হচ্ছেন ভগবান, এবং যিনি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি রক্ষা পান। তা ধ্রুব সত্য। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) ভগবান বলেছেন *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।" অতএব, ভগবানের কৃপার দ্বারা রক্ষিত না হলে, প্রতিকারের কোন উপায়ই কার্যকরী হবে না। তাই ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপরেই সর্বতোভাবে নির্ভর করতে হয়। যদিও কর্তব্যের খাতিরে প্রতিকারের অন্যান্য উপায়গুলিও অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়, তবুও যে ভগবানের

দ্বারা উপেক্ষিত, তাকে কেউই রক্ষা করতে পারে না। এই জড় জগতে সকলেই জড়া প্রকৃতির আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে সকলেই সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই তথাকথিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা যদিও জড়া প্রকৃতির আক্রমণ পরাস্ত করার চেষ্টা করে, তবুও তারা সফল হতে পারেনি। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, জড় জগতের প্রকৃত দুঃখ চারটি—জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি। পৃথিবীর ইতিহাসে জড়া প্রকৃতির এই চারটি দুঃখকে কেউ জয় করতে পারেনি। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।* প্রকৃতি এতই প্রবল যে, কেউই তার কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারে না। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মবিদ এবং রাজনীতিবিদদের তাই ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, তারা জনসাধারণকে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধাই প্রদান করতে পারে না। তাই জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উত্তীর্ণ করার জন্য তাদের ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত। সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের বিনীত প্রচেষ্টাই জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণের একমাত্র উপায় এবং তার ফলে জীবনে সুখ এবং শান্তি আসবে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কখনই সুখী হওয়া যায় না (*ত্বদুপেক্ষিতানাম্*)। আমরা যদি আমাদের পরম পিতাকে অসন্তুষ্ট করতে থাকি, তা হলে আমরা এই জড় জগতে উচ্চলোকে অথবা নিম্নলোকে কোথাও সুখী হতে পারব না।

শ্লোক ২০

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্
যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা ।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্স্বভাবঃ
সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ ২০ ॥

যস্মিন্—জীবনের যে কোন অবস্থাতেই; **যতঃ**—কোন কারণে; **যর্হি**—(অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) কোন কালে; **যেন**—কোন কিছুর দ্বারা; **চ**—ও; **যস্য**—কারও সম্পর্কে; **যস্মাৎ**—কোন কারণ থেকে; **যস্মৈ**—কারও প্রতি (স্থান, কাল অথবা পাত্র নির্বিশেষে); **যথা**—কোন উপায়ে; **যৎ**—যাই হোক না কেন; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **যঃ**—যে কেউ; **তু**—কিন্তু; **অপরঃ**—অন্য; **পরঃ**—পরম; **বা**—অথবা; **ভাবঃ**—হয়ে; **করোতি**—করে; **বিকরোতি**—পরিবর্তন করে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্বভাবঃ**—প্রকৃতি (জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বশীভূত হয়ে); **সঞ্চোদিতঃ**—

প্রভাবিত হয়ে; **তৎ**—তা; **অখিলম্**—সমস্ত; **ভবতঃ**—আপনার; **স্বরূপম্**—আপনার বিভিন্ন শক্তিসম্ভূত।

অনুবাদ

হে প্রভু, এই জড় জগতে সকলেই সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই এই গুণের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। তাই এই জড় জগতে সকলেই আপনার প্রকৃতির বশীভূত। যে কারণে তারা কর্ম করে, যে স্থানে তারা কর্ম করে, যে সময়ে তারা কর্ম করে, যে পদার্থ নিয়ে তারা কর্ম করে, তাদের জীবনের যে উদ্দেশ্যকে তারা চরম বলে বিবেচনা করেছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—তা সবই আপনারই শক্তির প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই সেই সবই আপনারই প্রকাশ।

তাৎপর্য

কেউ নিজেকে পিতা-মাতার দ্বারা, সরকারের দ্বারা, কোন স্থান অথবা অন্য কোন কারণের দ্বারা রক্ষিত বলে মনে করে, তা সবই ভগবানের বিভিন্ন শক্তিরই অভিব্যক্তি। স্বর্গ, মর্ত্য অথবা পাতালে যা কিছু করা হয় তা সবই ভগবানের তত্ত্বাবধানে অথবা নিয়ন্ত্রণাধীনে হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, *কর্মণা দৈবনেত্রেণজন্তুর্দেহোপপত্তয়ে*। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান জীবের মনোবৃত্তি অনুসারে কর্ম করার প্রেরণা প্রদান করেন। জীবের কর্ম করার জন্য এই সমস্ত মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—সকলেই পরমাত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে কর্ম করে। যেহেতু সকলের জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে, তাই সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে কর্ম করে।

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাৎ শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত কার্যকলাপ, তা যাই হোক না কেন, তা ভগবানের বিভিন্ন রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেই সবই জীবদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে চরিতার্থ হয়। যদিও এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান থেকে অভিন্ন, তবুও ভগবান নির্দেশ দেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও।" আমরা যখন ভগবানের এই নির্দেশ গ্রহণ করি, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে পারি। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় অনুসারে আমরা যতক্ষণ কর্ম করি, ততক্ষণ আমরা জড়-জাগতিক জীবনে থাকি, কিন্তু যখনই আমরা

ভগবানের বাস্তবিক দিব্য আদেশ অনুসারে কর্ম করি, তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হই। ভক্তির কার্যকলাপ সরাসরিভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

"কেউ যখন সমস্ত জড়-জাগতিক উপাধি পরিত্যাগ করে ভগবানের অধীনে কর্ম করেন, তখন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন পুনর্জাগরিত হয়। সেই স্থিতিকে বলা হয় *স্বরূপেণ অবস্থিতি*। এটিই মুক্তির প্রকৃত বর্ণনা।

শ্লোক ২১

মায়া মনঃ সৃজতি কর্মময়ং বলীয়ঃ
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং
সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ ॥ ২১ ॥

মায়া—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি; **মনঃ**—মন;* **সৃজতি**—সৃষ্টি করে; **কর্ম-ময়ম্**—শত-সহস্র বাসনার সৃষ্টি করে এবং সেই অনুসারে আচরণ করে; **বলীয়ঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী, দুর্জয়; **কালেন**—কালের দ্বারা; **চোদিত-গুণ**—যার তিনটি গুণ বিক্ষুব্ধ হয়; **অনুমতেন**—কৃপাদৃষ্টির দ্বারা (কালের দ্বারা) অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে; **পুংসঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ শ্রীবিষ্ণুর; **ছন্দোময়ম্**—বেদের নির্দেশের দ্বারা প্রভাবিত; **যৎ**—যা; **অজয়া**—অজ্ঞানের অন্ধকারের ফলে; **অর্পিত**—নিবেদিত; **ষোড়শ**—ষোল; **অরম্**—অর; **সংসার-চক্রম্**—বিভিন্ন যোনিতে বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **অজ**—হে জন্মরহিত ভগবান; **কঃ**—কে (রয়েছে); **অতিতরেৎ**—বের হতে সক্ষম; **ত্বৎ-অন্যঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ না করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরম শাশ্বত, আপনার স্বীয় অংশ বিস্তার করে কালের দ্বারা ক্ষোভিত আপনার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে আপনি জীবের সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি

---

*মন সর্বদাই পরিকল্পনা করে কিভাবে এই জড় জগতে থাকা যায় এবং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করা যায়। সেটিই মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরের মুখ্য অঙ্গ।

করেছেন। এইভাবে মন বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের নির্দেশ এবং ষোলটি উপাদানের দ্বারা অন্তহীন বাসনার বন্ধনে জীবকে বেঁধে রাখে। আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ বিনা এই বন্ধন থেকে কে মুক্ত হতে পারে?

তাৎপর্য

সব কিছুতেই যদি ভগবানের হাত থাকে, তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দময় জীবনে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কি করে? প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ যে সব কিছুর উৎস তা বাস্তব সত্য। সেই কথা আমরা *ভগবদ্গীতায়* স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জানতে পেরেছি (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*)। চিৎ-জগৎ এবং জড় জগৎ, উভয় জগতেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় জড়া প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতির মাধ্যমে ভগবানের আদেশে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—ভগবানের নির্দেশ ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কোন কিছুই করতে পারে না; তা স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না। তাই, প্রথমে জীব জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চেয়েছিল, এবং জীবকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং জীবকে তার মনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণা ও পরিকল্পনা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়েছেন। জীবকে ভগবান যে এই সুযোগ দিয়েছেন তার ষোলটি বিকৃত তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত। জন্ম-মৃত্যুর চক্র সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের দ্বারা, কিন্তু বিভ্রান্ত জীবদের উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি বেদে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন (*ছন্দোময়ম্*)। কেউ যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তা হলে তিনি বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।" বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করা, কিন্তু জীব তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, কখনও এখানে কখনও ওখানে কিছু না কিছু করতে থাকে। এইভাবে সে বিভিন্ন যোনিতে বন্দী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে থাকে, এবং এমন কার্যে প্রবৃত্ত হয় যার ফলে তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ

করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)

অধঃপতিত বদ্ধ জীবেরা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড় জগতে ভ্রমণ করে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে যদি ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করে, যিনি তাকে ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রদান করেন, এবং সে যদি সেই প্রকার গুরু বা ভগবানের প্রতিনিধির সান্নিধ্য লাভের সেই সুযোগ গ্রহণ করে, তা হলে সে ভক্তিলতা-বীজ লাভ করে। সে যদি যথাযথভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করে, তা হলে সে ক্রমশ চিৎ-জগতে উন্নীত হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তা হলে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করা যাবে। অন্য কোন পন্থায় জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ২২

স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না
কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ ।
চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে
নিষ্পীড্যমানমুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্ ॥ ২২ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি (সেই পরম স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে মন সৃষ্টি করেছেন, যা এই জড় জগতে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ); **ত্বম্**—আপনি (হন); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নিত্য**—নিত্য; **বিজিত-আত্ম**—বিজিত; **গুণঃ**—যার বুদ্ধির গুণ; **স্ব-ধাম্না**—আপনার নিজের চিৎ-শক্তির দ্বারা; **কালঃ**—কাল (যা সৃষ্টি করে এবং সংহার করে); **বশীকৃত**—আপনার অধীন; **বিসৃজ্য**—যে সমস্ত প্রভাবের দ্বারা; **বিসর্গ**—এবং সমস্ত কারণ; **শক্তিঃ**—সমস্ত শক্তি; **চক্রে**—কালচক্রে (জন্ম-মৃত্যুর চক্রে); **বিসৃষ্টম্**—প্রক্ষিপ্ত হয়ে; **অজয়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা, তমোগুণের দ্বারা; **ঈশ্বর**—হে পরম নিয়ন্তা; **ষোড়শ-অরে**—ষোলটি অর সমন্বিত (পঞ্চ মহাভূত, দশেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন); **নিষ্পীড্যমানম্**—(চাকার নিচে) নিষ্পেষিত হয়ে; **উপকর্ষ**—দয়া করে আমাকে গ্রহণ করুন (আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে); **বিভো**—হে মহত্তম; **প্রপন্নম্**—সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে বিভো, আপনি ষোলটি উপাদানের দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আপনি তাদের জড় গুণের অতীত। অর্থাৎ, এই জড় গুণগুলি সর্বতোভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং আপনি কখনও তাদের দ্বারা পরাভূত হন না। তাই, কাল আপনার প্রতিনিধিত্ব করে। হে প্রভু, হে পরমেশ্বর, হে অজেয়, আমি কালচক্রে নিষ্পেষিত এবং তাই আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হয়েছি, এখন দয়া করে আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে গ্রহণ করুন।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার চক্রও ভগবানের সৃষ্টি, কিন্তু ভগবান জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নন। পক্ষান্তরে তিনিই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা। কিন্তু আমরা জীবসমূহ জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা যখন আমাদের স্বরূপ পরিত্যাগ করি (*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*), তখন ভগবান এই জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করেন এবং বদ্ধ জীবদের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার আয়োজন করেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, এবং তিনিই কেবল বদ্ধ জীবদের জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া বদ্ধ জীবদের ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা নিরন্তর জর্জরিত করে। তাই, পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "হে প্রভু, আপনি ছাড়া আর কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারে না।" প্রহ্লাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করেছেন যে, একটি শিশুর রক্ষক তার পিতামাতা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না, ঔষধ এবং চিকিৎসক মৃত্যুর হাত থেকে রোগীকে রক্ষা করতে পারে না। সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে নৌকা রক্ষা করতে পারে না, কারণ সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া কর্তব্য, এবং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অন্তিম উপদেশে দাবি করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" সমস্ত মানব-সমাজের কর্তব্য এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, কালচক্রে নিষ্পেষিত

হওয়ার থেকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় উদ্ধার লাভ করা।

নিষ্পীড্যমানম্ ('নিষ্পেষিত হয়ে') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জড় জগতে প্রতিটি জীবই বার বার নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁকে অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হওয়া কর্তব্য। তার ফলে সে সুখী হবে। *প্রপন্নম্* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত না হলে, এইভাবে কালচক্রে পিষ্ট হওয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। সরকার একটি কয়েদিকে কারাগারে দণ্ডদান করে, কিন্তু সেই সরকারই ইচ্ছা করলে সেই কয়েদিকে তার কারাগারের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। তেমনই, আমাদের যথাযথভাবে জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের এই দুঃখময় অবস্থা ভগবানেরই দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, এবং আমরা যদি এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভ করতে চাই, তা হলে নিয়ন্তার কাছে আমাদের আবেদন করতে হবে। তার ফলে আমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব।

শ্লোক ২৩

দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানা-
মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যাঞ্জনোঽয়ম্ ।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জিতেন লুলিতাঃ স তু তে নিরস্তঃ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্টাঃ—ব্যবহারিকভাবে দর্শন করে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **বিভো**—হে ভগবান; **অখিল**—সমগ্র; **ধিষ্ণ্য-পানাম্**—বিভিন্ন রাষ্ট্রের পালকদের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **শ্রিয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **বিভবঃ**—মহিমা, প্রভাব; **ইচ্ছতি**—বাসনা করে; **যান্**—যে সব; **জনঃ অয়ম্**—এই সমস্ত জনসাধারণ; **যে**—যে সব (আয়ু, ঐশ্বর্য ইত্যাদি); **অস্মৎ পিতুঃ**—আমার পিতা হিরণ্যকশিপুর; **কুপিত-হাস**—ক্রুদ্ধ হাস্যের দ্বারা; **বিজৃম্ভিত**—বিস্ফারিত; **ভ্রূ**—ভ্রূর; **বিস্ফূর্জিতেন**—কেবল তার দর্শনের দ্বারা; **লুলিতাঃ**—বিধ্বস্ত; **সঃ**—তিনি (আমার পিতা); **তু**—কিন্তু; **তে**—আপনার দ্বারা; **নিরস্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে।

অনুবাদ

হে ভগবান, মানুষ সাধারণত দীর্ঘ আয়ু, ঐশ্বর্য এবং সুখভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু আমার পিতার কার্যকলাপের দ্বারা আমি তা দেখেছি।

আমার পিতা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যঙ্গভরে অট্টহাস্য করত, তখন তার ভ্রূকুটি দর্শন করে দেবতারা বিনষ্ট হত। কিন্তু আমার সেই পিতা, যিনি এত শক্তিশালী ছিলেন, তিনি এখন নিমেষের মধ্যে আপনার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা জড় ঐশ্বর্য, দীর্ঘ আয়ু এবং কর্তৃত্বের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। আমরা দেখেছি যে এই পৃথিবীতে নেপোলিয়ান, হিটলার, সুভাষ চন্দ্র বোস, গান্ধী আদি বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং সেনানায়ক এসেছে, কিন্তু তাদের জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জনপ্রিয়তা, প্রভাব এবং অন্য সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্বে প্রহ্লাদ মহারাজও তাঁর ক্ষমতাশালী পিতা হিরণ্যকশিপুর কার্যকলাপ দর্শন করে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এই জড় জগতের কোন কিছুরই গুরুত্ব দেননি। এই জড় জগতে কেউই তার শরীর অথবা জাগতিক সাফল্য চিরকালের জন্য বজায় রাখতে পারে না। বৈষ্ণব বুঝতে পারেন যে, এই জড় জগতে যা অত্যন্ত শক্তিশালী, ঐশ্বর্যবান এবং প্রভাবশালী, তাও চিরস্থায়ী হতে পারে না। যে কোন মুহূর্তে তা সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আর কে তাদের বিনাশ করতে পারেন? পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, পরম ঈশ্বর ভগবানের থেকে মহান কেউ নেই। তাই সেই পরম ঈশ্বর যখন দাবি করেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, তখন প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের তাঁর সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়া উচিত। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে হলে ভগবানের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২৪

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অমূঃ**—সেই সমস্ত (ঐশ্বর্য); **তনু-ভৃতাম্**—জড় দেহধারী জীবের প্রসঙ্গে; **অহম্**—আমি; **আশিষঃ অজ্ঞঃ**—এই প্রকার আশীর্বাদের ফল সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে; **আয়ুঃ**—দীর্ঘ আয়ু; **শ্রিয়ম্**—জড় ঐশ্বর্য; **বিভবম্**—প্রভাব এবং

মহিমা; **ঐন্দ্রিয়ম্**—সব কিছুই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; **আবিরিঞ্চ্যাৎ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে (ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত); **ন**—না; **ইচ্ছামি**—আমি চাই; **তে**—আপনার দ্বারা; **বিলুলিতান্**—বিনাশশীল; **উরু-বিক্রমেণ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কাল-আত্মনা**—কালের প্রভুরূপে; **উপনয়**—দয়া করে নিয়ে যান; **মাম্**—আমাকে; **নিজ-ভৃত্য-পার্শ্বম্**—আপনার অত্যন্ত অনুগত ভক্তদের সঙ্গে।

অনুবাদ

হে ভগবান, এখন আমি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের জড় ঐশ্বর্য, যোগশক্তি, দীর্ঘ আয়ু এবং অন্যান্য জড় সুখের পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মহাকাল রূপে আপনি এই সবই ধ্বংস করেন। তাই, আমি সেগুলি চাই না। হে ভগবান, আমি কেবল আপনার কাছে অনুরোধ করি, দয়া করে আমাকে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য প্রদান করুন এবং ঐকান্তিক সেবকরূপে তাঁকে সেবা করতে দিন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করে প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেই মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গ্রন্থে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জড় ঐশ্বর্যের অনিত্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। এমন কি এই দেহটি পর্যন্ত, যার জন্য আমরা কত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টা করি, তাও যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আত্মা নিত্য। *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—দেহের বিনাশ হলেও আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য, দেহের সুখের চেষ্টা না করে, আত্মার সুখের চেষ্টা করা। কেউ যদি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মহান দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু লাভও করেন, তা হলেও তা এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য অবিনশ্বর আত্মা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়া।

নিজেকে রক্ষা করার জন্য শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা।* কেউ যদি জড়া প্রকৃতির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জেনে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।* তত্ত্বত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হবে, এবং তা কেবল শুদ্ধ ভক্তের সেবার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি

যেন তাঁকে জড় ঐশ্বর্য লাভের বর প্রদান করার পরিবর্তে শুদ্ধ ভক্ত এবং তাঁর দাসের সান্নিধ্যে রাখেন। এই জগতে প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই প্রহ্লাদ মহারাজকে অনুসরণ করা উচিত। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতৃদত্ত সম্পত্তি উপভোগ করতে চাননি; পক্ষান্তরে, তিনি কেবল ভগবানের দাসের অনুদাস হতে চেয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ এবং যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরা নিরন্তর জড়-জাগতিক উন্নতির মাধ্যমে সুখের প্রয়াসকারী মায়িক মানব-সভ্যতাকে পরিত্যাগ করেন।

বিভিন্ন প্রকার জড় ঐশ্বর্য রয়েছে, যথা—ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধি। ভুক্তির অর্থ স্বর্গলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে চরম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে জড়সুখ ভোগ করার খুব ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক উন্নতির প্রতি বিরক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা। সিদ্ধির অর্থ হচ্ছে যোগীদের মতো কঠোর যোগসাধনার মাধ্যমে অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করা। যারা ভুক্তি, মুক্তি অথবা সিদ্ধির মাধ্যমে জড় উন্নতি সাধন করতে চায়, তাদের যথাসময়ে দণ্ডভোগ করতে হয় এবং পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই সবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি কেবল শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ
ক্বেদং কলেবরমশেষরুজাং বিরোহঃ ।
নির্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্
কামানলং মধুলবৈঃ শমযন্ দুরাপৈঃ ॥ ২৫ ॥

কুত্র—কোথায়; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **শ্রুতি-সুখাঃ**—শ্রুতিমধুর; **মৃগতৃষ্ণি-রূপাঃ**—মরুভূমিতে মরীচিকার মতো; **ক্ব**—কোথায়; **ইদম্**—এই; **কলেবরম্**—শরীর; **অশেষ**—অন্তহীন; **রুজাম্**—রোগের; **বিরোহঃ**—উদ্ভব স্থান; **নির্বিদ্যতে**—তৃপ্ত হয়; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **জনঃ**—জনসাধারণ; **যৎ অপি**—যদিও; **ইতি**—এই প্রকার; **বিদ্বান্**—তথাকথিত পণ্ডিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদগণ; **কাম-অনলম্**—কামাগ্নি; **মধু-লবৈঃ**—মধুর (সুখের) বিন্দু; **শমযন্**—নিয়ন্ত্রণ করে; **দুরাপৈঃ**—যা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

অনুবাদ

এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভবিষ্যৎ সুখের কামনা করে, যা ঠিক মরুভূমির মরীচিকার মতো। মরুভূমিতে জল কোথায়? ঠিক তেমনই এই জড় জগতে সুখ কোথায়? এই শরীরটির কি মূল্য? এটি কেবল নানা প্রকার রোগের উদ্ভবস্থল। তথাকথিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদেরা সেই কথা ভালভাবেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করে। সুখ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাই তারা জড় জগতের তথাকথিত সুখের পিছনে ধাবিত হয় এবং কখনই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস গেয়েছেন, *সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল*। এই বর্ণনাটি জড় সুখের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করেছে। সকলেই সেই কথা জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ শ্রুতিমধুর বাণী শ্রবণ করার এবং মনোহর ভাবনা-চিন্তার পরিকল্পনা করে। দুর্ভাগ্যবশত যথাসময়ে তার সমস্ত পরিকল্পনাই ধ্বংস হয়ে যায়। বহু রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু যথাসময়ে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সাম্রাজ্য, এমন কি তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা জড় দেহের মাধ্যমে কিভাবে তথাকথিত অনিত্য জড় সুখের প্রয়াসে যুক্ত হই, প্রহ্লাদ মহারাজের কাছ থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। আমরা সকলেই বার বার পরিকল্পনা করি, এবং বার বার তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তাই মানুষের কর্তব্য এই ধরনের পরিকল্পনা ত্যাগ করা।

অগ্নিতে ঘি ঢেলে যেমন কখনও আগুন নেভানো যায় না, তেমনই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের পরিকল্পনার দ্বারা কখনই তৃপ্ত হওয়া যায় না। এই আগুন হচ্ছে *ভবমহাদাবাগ্নি*, জড় অস্তিত্বের দাবানল। দাবানল কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। এই জড় জগতে আমরা সুখী হতে চাই, কিন্তু তা কখনও সম্ভব হবে না; তার ফলে কেবল আমাদের বাসনার অগ্নিই বর্ধিত হবে। মায়িক চিন্তা এবং পরিকল্পনার দ্বারা কখনও আমাদের বাসনা তৃপ্ত হবে না; পক্ষান্তরে, আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করতে হবে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। তখনই কেবল আমরা সুখী হতে পারব। তা না হলে, সুখের নামে আমাদের কেবল নিরন্তর দুঃখই ভোগ করে যেতে হবে।

শ্লোক ২৬

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা ।
ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥ ২৬ ॥

ক্ব—কোথায়; **অহম্**—আমি হই; **রজঃ-প্রভবঃ**—রজোগুণে পূর্ণ একটি শরীরে জন্মগ্রহণ করে; **ঈশ**—হে ভগবান; **তমঃ**—তমোগুণ; **অধিকে**—অতিক্রম করে; **অস্মিন্**—এই; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **সুর-ইতর-কুলে**—নাস্তিক বা আসুরিক পরিবারে (যা ভক্তদের থেকে নিম্ন স্তরের); **ক্ব**—কোথায়; **তব**—আপনার; **অনুকম্পা**—অহৈতুকী কৃপা; **ন**—না; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ভবস্য**—শিবের; **ন**—না; **বৈ**—এমন কি; **রমায়াঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **যৎ**—যা; **মে**—আমার; **অর্পিতঃ**—অর্পণ করেছেন; **শিরসি**—মস্তকে; **পদ্ম-করঃ**—করকমল; **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহসূচক।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, নারকীয় তম ও রজোগুণাচ্ছন্ন অসুরকুল জাত আমি বা কোথায়? আর ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীকেও যা কখনও প্রদান করা হয়নি, আপনার সেই অহৈতুকী কৃপাই বা কোথায়? আপনি কখনও তাঁদের মস্তকে আপনার করকমল অর্পণ করেননি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপনি তা করেছেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং ভগবান যদিও ইতিপূর্বে ব্রহ্মা, শিব অথবা তাঁর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর মস্তকে তাঁর করকমল স্থাপন করেননি, তবুও ভগবান নৃসিংহদেব কৃপাপূর্বক তাঁর করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপন করেছিলেন। এটিই অহৈতুকী কৃপার অর্থ। এই জড় জগতের স্থিতি নির্বিশেষে, ভগবানের অহৈতুকী কৃপা যে কোনও ব্যক্তির উপর বর্ষিত হতে পারে। জড়-জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেই ভগবানের পূজা করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" যে ব্যক্তি নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তিনি চিৎ-জগতে অবস্থিত, এবং এই জড় জগতের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ নেই।

যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই রজ এবং তমোগুণ জাত তাঁর দেহের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। রজ এবং তমোগুণের লক্ষণ বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৯) বলা হয়েছে, *তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়াশ্চ যে*—রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে কাম, লোভ ইত্যাদির উদ্ভব হয়। মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ মনে করেছিলেন যে, তাঁর পিতার থেকে জাত তাঁর শরীরটি ছিল রজ এবং তমোগুণে পূর্ণ, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর দেহটি জড়-জাগতিক ছিল না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের দেহ এই জীবনেই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন, লৌহশলাকা আগুনের সংস্পর্শে যখন উত্তপ্ত হয়, তখন আর তা লোহা থাকে না, তা আগুন হয়ে যায়। তেমনই, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তের তথাকথিত জড় দেহ নিরন্তর চিন্ময় জীবনরূপ অগ্নিতে থাকার ফলে, জড়ের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না, তা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি ভগবান যে কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, সেই কৃপা জগৎ-জননী লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হন না। কারণ লক্ষ্মীদেবী ভগবানের নিত্য সহচরী হলেও ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুরক্ত। অর্থাৎ ভক্তি এতই মহান যে, নিচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি তা নিবেদন করেন, তা হলে ভগবান তা লক্ষ্মীদেবীর সেবা থেকেও অধিক মূল্যবান বলে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং স্বর্গের অন্যান্য দেবতারা ভিন্ন চেতনায় অবস্থিত, এবং তাই তাঁরা কখনও কখনও অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত হন, কিন্তু ভক্ত নিম্নলোকে অবস্থিত হলেও, সর্ব অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তির আনন্দ উপভোগ করেন। *পরতঃ স্বতঃ কর্মতঃ*—তিনি যেইভাবে কর্ম করেন, যেইভাবে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন অথবা তাঁর জাগতিক কার্যকল্লাপ সম্পাদন করেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মতর্ক* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোক দুটি উল্লেখ করেছেন—

শ্রীব্রহ্মব্রাহ্মীবীন্দ্রাদিত্রিকতৎ স্ত্রীপুরুষ্টুতাঃ ।
তদন্যে চ ক্রমাদেব সদামুক্তৌ স্মৃতাবপি ॥
হরিভক্তৌ চ তজ্জ্ঞানে সুখে চ নিয়মেন তু ।
পরতঃ স্বতঃ কর্মতো বা ন কথঞ্চিত্তদন্যথা ॥

শ্লোক ২৭

নৈষা পরাবরমতির্ভবতো ননু স্যা-
জ্জন্তোর্যথাত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি ।
সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥ ২৭ ॥

ন—না; **এষা**—এই; **পর-অবর**—উচ্চ অথবা নিচ; **মতিঃ**—এই প্রকার ভেদবুদ্ধি; **ভবতঃ**—আপনার; **ননু**—বস্তুতপক্ষে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **জন্তোঃ**—সাধারণ জীবের; **যথা**—যেমন; **আত্ম-সুহৃদঃ**—বন্ধুর; **জগতঃ**—সমগ্র জড় জগতের; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও (অন্তরঙ্গতা অথবা ভেদবুদ্ধির এই প্রকার প্রদর্শন); **সংসেবয়া**—ভক্তের সেবার মাত্রা অনুসারে; **সুরতরোঃ ইব**—বৈকুণ্ঠলোকের কল্পবৃক্ষের মতো (যা ভক্তের বাসনা অনুসারে ফল প্রদান করে); **তে**—আপনার; **প্রসাদঃ**—আশীর্বাদ; **সেবা-অনুরূপম্**—ভগবানের প্রতি সম্পাদিত সেবা অনুসারে; **উদয়ঃ**—প্রকাশ; **ন**—না; **পর-অবরত্বম্**—মহৎ এবং ক্ষুদ্রের ভেদ অনুসারে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সাধারণ জীবের মতো শত্রু ও মিত্রের, এবং অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করেন না, কারণ আপনার মধ্যে উচ্চ এবং নিচ ধারণা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্পবৃক্ষ যেমন মহৎ এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে জীবের বাসনা অনুসারে ফল প্রদান করে, তেমনই আপনি ভক্তের সেবার মাত্রা অনুসারে তাঁকে আপনার আশীর্বাদ প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই অনুসারে আমি তাঁকে পুরস্কৃত করি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের*

'নিত্যদাস'। জীব যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে, সেই অনুসারে সে তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। ভগবান কখনও ভেদ দর্শন করে মনে করেন না, "এই ব্যক্তিটি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, আর এই ব্যক্তিটিকে আমি অপছন্দ করি।" শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শরণাগত হতে (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। জীব যেভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করে, সেই অনুসারে সে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এইভাবে সমগ্র জগতে জীব স্বয়ং উচ্চ অথবা নিম্নপদ বেছে নেয়। কেউ যদি চায় যে ভগবান তাকে কিছু দিক, তা হলে তার বাসনা অনুসারে সে বর প্রাপ্ত হয়। কেউ যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তা হলে সে তার বাসনা অনুসারে সেখানে উন্নীত হতে পারে, এবং কেউ যদি এই পৃথিবীতে একটি শূকর হয়ে থাকতে চায়, তা হলে ভগবান তার বাসনাও পূর্ণ করেন। এইভাবে জীবের বাসনা অনুসারে তার স্থিতি নির্ধারিত হয়; উচ্চ-নিচ স্তরের অস্তিত্বের জন্য ভগবান দায়ী নন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) ভগবান স্বয়ং বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কেউ পিতৃলোকে উন্নীত হতে চায়, এবং অন্য কেউ এই পৃথিবীতে থাকতে চায়, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়, তা হলে সে সেখানেও উন্নীত হতে পারে। ভক্তের বিশেষ বাসনা অনুসারে ভগবানের কৃপায় তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হন। ভগবান কখনও ভেদভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করেন না, "এই ব্যক্তিটি আমার প্রিয় এবং ওই ব্যক্তিটি আমার অপ্রিয়।" পক্ষান্তরে তিনি সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেন। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০) জীব ভক্ত হোক, কর্মী হোক, অথবা জ্ঞানী হোক, তার স্থিতি অনুসারে সে যা কিছু কামনা করে, ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে তার সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে।

শ্লোক ২৮

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ ।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **জনম্**—সাধারণ মানুষ; **নিপতিতম্**—পতিত; **প্রভব**—জড় জগতের; **অহি-কূপে**—সর্পে পূর্ণ অন্ধকূপে; **কাম-অভিকামম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় বাসনা করে; **অনু**—অনুসরণ করে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **প্রপতন্**—(এই অবস্থায়) পতিত হয়ে; **প্রসঙ্গাৎ**—অসৎ সঙ্গের ফলে অথবা জড় বাসনার সংসর্গের ফলে; **কৃত্বা আত্মসাৎ**—আমাকে (নারদ মুনির মতো দিব্য গুণাবলী প্রাপ্ত করতে) বাধ্য করে; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **গৃহীতঃ**—গ্রহণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **বিসৃজে**—ত্যাগ করতে পারে; **তব**—আপনার; **ভৃত্য-সেবাম্**—আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেবা।

অনুবাদ

হে ভগবান, একের পর এক জড় বাসনার সঙ্গ প্রভাবে আমি সাধারণ মানুষদের অনুসরণ করে সর্পপূর্ণ অন্ধকূপে পতিত হয়েছি। আপনার সেবক নারদ মুনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দিব্য স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁর সেবা করা। তাঁর সেবা আমি কি করে পরিত্যাগ করতে পারি?

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব যে, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও তাঁর বাসনা অনুসারে যে কোন বর প্রার্থনা করতে পারতেন, তবুও তিনি ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর সেবক নারদ মুনির সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকতে পারেন। এটিই শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। সর্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করা উচিত। কখনই গুরুদেবকে লঙ্ঘন করে ভগবানের সেবা করার বাসনা করা উচিত নয়। সেটি বৈষ্ণবের আদর্শ নয়। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ ॥

কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন (*গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*)। এটিই ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার বিধি। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে হয়, যাতে তাঁর কৃপায় ভগবানের সেবা করা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। এটিই সাফল্যের রহস্য। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত, এবং তারপর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো*। নিজের মনগড়া উপায়ে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে প্রস্তুত হতে হয় এবং তারপর যোগ্য হলে আপনা থেকেই ভগবানের সেবা করার স্তর লাভ হয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি যেন নারদ মুনির সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তিনি কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব করেননি। এটিই যথার্থ সিদ্ধান্ত। তাই তিনি বলেছেন, *সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্*—"যাঁর কৃপায় আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছি, আমার সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা আমি কিভাবে ত্যাগ করতে পারি? প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর শ্রীগুরুদেব নারদ মুনির সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকতে পারেন।

শ্লোক ২৯

মৎপ্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্বধশ্চ
মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্ ।
খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসু-
স্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি ॥ ২৯ ॥

মৎ-প্রাণ-রক্ষণম্—আমার জীবন রক্ষা করে; **অনন্ত**—হে অনন্ত, অন্তহীন চিন্ময় গুণের উৎস; **পিতুঃ**—আমার পিতার; **বধঃ চ**—এবং হত্যা করে; **মন্যে**—আমি

মনে করি; **স্ব-ভৃত্য**—আপনার ঐকান্তিক সেবক; **ঋষি-বাক্যম্**—দেবর্ষি নারদের বাক্যে; **ঋতম্**—সত্য; **বিধাতুম্**—প্রমাণ করার জন্য; **খড়্গম্**—খড়্গ; **প্রগৃহ্য**—হস্তে ধারণ করে; **যৎ**—যেহেতু; **অবোচৎ**—আমার পিতা বলেছিলেন; **অসৎ-বিধিৎসুঃ**—অত্যন্ত অপবিত্রভাবে আচরণ করার বাসনায়; **ত্বাম্**—আপনি; **ঈশ্বরঃ**—কোন পরম নিয়ন্তা; **মৎ-অপরঃ**—আমি ভিন্ন; **অবতু**—রক্ষা করুক; **কম্**—তোর মস্তক; **হরামি**—এখন আমি ছিন্ন করব।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে চিন্ময় গুণের অন্তহীন উৎস, আপনি আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করে তাঁর খড়্গ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন, "আমি এখন তোর দেহ থেকে তোর মস্তক ছিন্ন করব। আমি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর যদি থাকে তা হলে সে তোকে রক্ষা করুক।" তাই আমি মনে করি যে, আপনার ভক্তের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আমার পিতাকে বধ করেছেন। এই ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান নিঃসন্দেহে সকলেরই প্রতি সমদর্শী। কেউই তাঁর বন্ধু নন অথবা শত্রু নন, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের কামনা করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। জীবের উচ্চ-নিচ স্থিতি তাদের বাসনা অনুসারে হয়ে থাকে, কারণ সকলের প্রতি সমদর্শী ভগবান সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেন। হিরণ্যকশিপুর সংহার এবং প্রহ্লাদ মহারাজের সংরক্ষণও পরম নিয়ন্তার কার্যকলাপের এই নিয়ম অনুসারেই হয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা, অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু যখন নারদ মুনির আশ্রয়ে ছিলেন, তখন তিনি শত্রুর হাত থেকে তাঁর পুত্রের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং নারদ মুনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই শত্রুর হস্ত থেকে রক্ষা পাবেন। তাই হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন

ভগবান *ভগবদ্গীতায়* তাঁর বাণী (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*) এবং তাঁর ভক্ত নারদের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন। ভগবান তাঁর একটি কার্যের দ্বারা বহু উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। তাই হিরণ্যকশিপুর সংহার এবং প্রহ্লাদ মহারাজের রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ভক্তের বাণীর সত্যতা এবং ভগবানের নিজের প্রভুত্ব, এই সমস্ত উদ্দেশ্য একসঙ্গে সাধন হয়েছিল। ভগবান তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য কার্য করেন; তা ছাড়া তাঁর কোন কিছু করার আবশ্যকতা হয় না। বৈদিক ভাষায় বলা হয়েছে, *ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*—ভগবানকে কিছুই করতে হয় না, কারণ সব কিছুই তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। ভগবানের অনন্ত শক্তি, যার দ্বারা তিনি সব কিছু সম্পাদন করেন। তাই তিনি যখন স্বয়ং কোন কিছু করেন, তা কেবল তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। ভগবানের আরেক নাম ভক্তবৎসল, কারণ তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ।

শ্লোক ৩০

একস্ত্বমেব জগদেতমমুষ্য যৎ ত্ব-
মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং
নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

একঃ—এক; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—কেবল; **জগৎ**—জড় জগৎ; **এতম্**—এই; **অমুষ্য**—তার (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের); **যৎ**—যেহেতু; **ত্বম্**—আপনি; **আদি**—শুরুতে; **অন্তয়োঃ**—অন্তে; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **অবস্যসি**—(কারণরূপে) বিরাজ করেন; **মধ্যতঃ চ**—আদি এবং অন্তের মধ্যবর্তী অবস্থায়; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **গুণ-ব্যতিকরম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বিকার; **নিজ-মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই; **নানা ইব**—বিবিধ প্রকার; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা (গুণের দ্বারা); **অবসিতঃ**—প্রতীত; **তৎ**—তা; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি নিজেকে সমগ্র জগৎরূপে প্রকাশিত করেন, কারণ সৃষ্টির পূর্বে আপনি ছিলেন, সৃষ্টির পরে আপনি থাকেন, এবং আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী

অবস্থায় আপনি পালন করেন। তা সবই প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব অন্তরে এবং বাইরে যা কিছু বিরাজ করে, তা সবই আপনি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৫) বলা হয়েছে—

একোঽপসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশের দ্বারা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড ও প্রত্যেক পরমাণুতে প্রবেশ করেন এবং এইভাবে অন্তহীন রূপে সারা সৃষ্টি জুড়ে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেন।" এই জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বিস্তার করেন, এবং এইভাবে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ করেন। এইভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টিতে বিরাজ করেন। তাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের যে কার্য তা জড় নয়, তা চিন্ময়। কার্য এবং কারণরূপে তিনি প্রতিটি বস্তুতে বিরাজমান, তবুও তিনি সব কিছু থেকে ভিন্নভাবে জড়াতীত থাকেন। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

সমগ্র সৃষ্টি ভগবানের শক্তির বিস্তার মাত্র; তাঁকে আশ্রয় করেই সব কিছু বিরাজমান, তবুও তিনি সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের অতীত, পৃথকভাবে বিরাজ করেন। যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই সব কিছুই এক (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*)। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি জড় জগতে প্রকাশিত হয় আর তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি চিৎ-জগতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উভয় শক্তিই ভগবানের এবং তাই উন্নত বিচারে জড় শক্তির কোন প্রদর্শন নেই, কারণ সব কিছুই তাঁর চিৎ-শক্তি। যে শক্তিতে ভগবানের সর্বব্যাপকতার উপলব্ধি হয় না, তাকে বলা হয় জড়। তা না হলে সব কিছুই চিন্ময়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, *একস্ত্বমেব জগদেতম্*—"আপনিই সব কিছু।"

শ্লোক ৩১

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো
মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা ।
যদ্ যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণং চ
তদ্ বৈতদেব বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ ॥ ৩১ ॥

ত্বম্—আপনি; **বা**—অথবা; **ইদম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সৎ-অসৎ**—কার্য এবং কারণ সমন্বিত (আপনি কারণ এবং আপনার শক্তি কার্য); **ঈশ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ভবান্**—আপনি; **ততঃ**—ব্রহ্মাণ্ড থেকে; **অন্যঃ**—পৃথকভাবে অবস্থিত (ভগবান সৃষ্টি করেন, তবুও তিনি সৃষ্টি থেকে ভিন্ন থাকেন); **মায়া**—যে শক্তি ভিন্ন সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়; **যৎ**—যার; **আত্ম-পর-বুদ্ধিঃ**—আপন এবং পরের ধারণা; **ইয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপার্থা**—অর্থহীন (আপনিই সব কিছু, এবং তাই 'আমার' এবং 'তোমার' এই ধারণার কোন অবকাশ নেই); **যৎ**—যে বস্তু থেকে; **যস্য**—যার; **জন্ম**—সৃষ্টি; **নিধনম্**—বিনাশ; **স্থিতিঃ**—পালন; **ঈক্ষণম্**—প্রকাশ; **চ**—এবং; **তৎ**—তা; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বসুকালবৎ**—পৃথিবীর গুণ এবং তার অতীত পৃথিবীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব (গন্ধ); **অষ্টিতর্বোঃ**—বীজ (কারণ) এবং বৃক্ষ (কারণের কার্য)।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, সমগ্র জড় সৃষ্টির কারণ আপনি, এবং এই জড় সৃষ্টি আপনারই শক্তির পরিণাম। যদিও সমগ্র জড় জগৎ আপনার থেকেই প্রকাশিত তবুও আপনি তা থেকে ভিন্ন। 'আমার এবং তোমার' ধারণা তা অবশ্যই মিথ্যা মায়া, কারণ প্রতিটি বস্তুই আপনার থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে আপনার থেকে ভিন্ন নয়। বস্তুতপক্ষে জড় জগৎ আপনার থেকে অভিন্ন, এবং তার বিনাশও আপনারই দ্বারা সাধিত হয়। আপনার সঙ্গে আপনার সৃষ্টির সম্পর্ক বীজ এবং বৃক্ষ, অথবা সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মতো।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১০) ভগবান বলেছেন—

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

"হে পার্থ, জেনে রাখ যে আমিই সর্বভূতের আদি বীজ।" বৈদিক শাস্ত্রে বলা

হয়েছে, *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে* এবং *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। এই সমস্ত বৈদিক তথ্য ইঙ্গিত করে যে, কেবল এক ভগবান রয়েছেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। মায়াবাদীরা তাদের নিজেদের মতে এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তিনিই সব কিছু তবুও সব কিছু থেকে তিনি ভিন্ন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। সব কিছুই এক, পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সব কিছু ভগবান থেকে ভিন্ন। এটিই ভেদ এবং অভেদ তত্ত্ব।

এই সম্পর্কে এখানে *বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ* দৃষ্টান্তটি উপলব্ধি করা খুবই সহজ। সব কিছুই কালে বিরাজ করে, তবুও কালের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ। বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এক। প্রতিদিন আমরা সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যারূপে কালকে অনুভব করি, এবং যদিও সকাল দুপুর থেকে ভিন্ন এবং দুপুর সন্ধ্যা থেকে ভিন্ন, তবুও একত্রে তারা এক। কাল ভগবানেরই শক্তি, কিন্তু ভগবান কাল থেকে ভিন্ন। কালের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, পালন হচ্ছে এবং সংহার হবে, কিন্তু পরম ঈশ্বর ভগবানের আদি নেই এবং অন্ত নেই। তিনি নিত্য শাশ্বত। সব কিছুই বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে দিয়ে যায়, তবুও ভগবান সর্বদাই একই থাকেন। এইভাবে নিঃসন্দেহে ভগবান এবং জড় সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভিন্ন নয়। তাদের ভিন্ন বলে মনে করাকে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

কিন্তু প্রকৃত একত্ব মায়াবাদীদের ধারণার তুল্য নয়। বাস্তবিক জ্ঞান হচ্ছে যে, ভেদ ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। বীজ বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয় যা মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল আদি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *কেশব তুয়া জগত বিচিত্র*—"হে ভগবান, আপনার সৃষ্টি বৈচিত্র্যে পূর্ণ।" বৈচিত্র্য এক এবং ভিন্ন। এটিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বদর্শন। তার সিদ্ধান্ত *ব্রহ্মসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥

"কৃষ্ণ বা গোবিন্দ পরম ঈশ্বর। তাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। তিনি সব কিছুর উৎস কিন্তু তাঁর উৎস নেই, কারণ তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।" ভগবান যেহেতু সর্বকারণের পরম কারণ, তাই সব কিছুই তাঁর সঙ্গে এক, কিন্তু যখন আমরা বিভিন্নতার বিচার করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সব কিছুই পরস্পর থেকে ভিন্ন।

তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোন ভেদ নেই, তবুও তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ভেদ রয়েছে। এই সম্পর্কে মধ্বাচার্য একটি বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষের দহনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যদিও দুটি বৃক্ষই এক কিন্তু কালের প্রভাবে তাদের দেখতে ভিন্ন। কাল ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই ভগবান কাল থেকে ভিন্ন। তার ফলে উন্নত ভক্ত সুখ এবং দুঃখের পার্থক্য দর্শন করেন না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।

ভক্ত যখন তথাকথিত দুঃখময় পরিস্থিতিতে পতিত হন, তখন তিনি তা ভগবানের উপহার বা আশীর্বাদ বলে মনে করেন। ভক্ত যখন এইভাবে জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতেই সর্বদা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ থাকেন, তখন তাঁকে *মুক্তিপদে স দায়ভাক্* অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র বলে বর্ণনা করা হয়। *দায়ভাক্* শব্দটির অর্থ 'উত্তরাধিকার'। পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে তার পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। তেমনই, ভক্ত যখন দ্বৈতভাব মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান, ঠিক যেমন পুত্র তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

শ্লোক ৩২

ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্ বিলয়াম্বুমধ্যে
শেষেত্মনা নিজসুখানুভবো নিরীহঃ ।
যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্র-
স্তুর্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্ক্ষে ॥ ৩২ ॥

ন্যস্য—নিক্ষেপ করে; **ইদম্**—এই; **আত্মনি**—আপনার নিজের মধ্যে; **জগৎ**—আপনার সৃষ্ট জড় জগৎ; **বিলয়-অম্বু-মধ্যে**—কারণ-সমুদ্রে, যেখানে প্রত্যেক বস্তু সুরক্ষিত শক্তিরূপে সংরক্ষিত থাকে; **শেষে**—আপনি নিদ্রিতের মতো থাকেন; **আত্মনা**—আপনার দ্বারা; **নিজ**—আপনার ব্যক্তিগত; **সুখ-অনুভবঃ**—চিন্ময় আনন্দের অনুভূতি; **নিরীহঃ**—মনে হয় যেন কিছুই করেন না; **যোগেন**—যোগশক্তির দ্বারা; **মীলিত-দৃক্**—চক্ষু যেন নিদ্রিত বলে মনে হয়; **আত্ম**—আপনার নিজের প্রকাশের দ্বারা; **নিপীত**—নিরস্ত; **নিদ্রঃ**—যাঁর নিদ্রা; **তুর্যে**—দিব্য অবস্থায়; **স্থিতঃ**—নিজেকে

স্থিত রেখে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **তমঃ**—জড় নিদ্রা; **ন**—না; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **চ**—এবং; **যুঙ্ক্ষে**—আপনি নিজেকে যুক্ত করেন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি প্রলয়ের পর আপনার সৃজনী শক্তিকে আপনার মধ্যে রাখেন এবং তখন মনে হয় যেন আপনি অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধারণ মানুষের মতো নিদ্রা যান না, কারণ আপনি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তুরীয় অবস্থায় আপনি চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আপনি এইভাবে জড়া প্রকৃতিকে স্পর্শ না করে আপনার চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থান করেন। আপনাকে নিদ্রিত বলে মনে হলেও, এই নিদ্রা অবিদ্যাজনিত নিদ্রা থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশ মহাবিষ্ণুরূপে কারণ-সমুদ্রে শয়ন করেন। তাঁর চিন্ময় শরীরের রোমকূপ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। এইভাবে তিনি চির যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন।" আদি পুরুষ গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে মহাবিষ্ণুরূপে বিস্তার করেন। এই জড় সৃষ্টির প্রলয়ের পর তিনি চিন্ময় আনন্দে বিরাজমান থাকেন। ভগবানের এই নিদ্রাকে যোগনিদ্রা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বোঝা উচিত যে, ভগবানের এই নিদ্রা তমোগুণাচ্ছন্ন আমাদের নিদ্রার মতো নয়। ভগবান সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। তিনি *সচ্চিদানন্দ*—নিত্য আনন্দময়—এবং তাই তিনি সাধারণ মানুষের মতো নিদ্রার দ্বারা বিচলিত হন না। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই আনন্দময়। শ্রীল মধ্বাচার্য সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান *তূর্যস্থিতঃ* অর্থাৎ সর্বদা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। চিন্ময় স্তরে জাগরণ-নিদ্রা-সুষুপ্তি বলে কিছু নেই।

যোগের অভ্যাস মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রার মতো। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয় তাদের চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত রাখতে। কিন্তু এই অবস্থা মোটেই নিদ্রা নয়, যদিও ভণ্ড যোগীরা, বিশেষ করে আধুনিক যুগে, নিদ্রার মাধ্যমে তাদের তথাকথিত যোগ

প্রদর্শন করে। শাস্ত্রে যোগকে *ধ্যানাবস্থিত* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণরূপে ধ্যানস্থ অবস্থা, এবং এই ধ্যান পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান। *ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা*—মনকে সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত রাখা উচিত। যোগ অভ্যাসের অর্থ নিদ্রা নয়। মন সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকবে। তখনই যোগের অভ্যাস সফল হয়।

শ্লোক ৩৩

তস্যৈব তে বপুরিদং নিজকালশক্ত্যা
সঞ্চোদিতপ্রকৃতিধর্মণ আত্মগূঢ়ম্ ।
অম্ভস্যনন্তশয়নাদ্ বিরমৎসমাধে-
র্নাভেরভূৎ স্বকণিকাবটবন্মহাব্জম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্য—সেই পরমেশ্বর ভগবানের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তে**—আপনার; **বপুঃ**—জগৎরূপ শরীর; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **নিজ-কাল-শক্ত্যা**—শক্তিশালী কালের দ্বারা; **সঞ্চোদিত**—ক্ষুব্ধ; **প্রকৃতি-ধর্মণঃ**—তাঁর তিন গুণের দ্বারা; **আত্ম-গূঢ়ম্**—আপনার মধ্যে সুপ্ত; **অম্ভসি**—কারণার্ণব জলে; **অনন্ত-শয়নাৎ**—আপনারই অন্য আর একটি রূপ অনন্ত নামক শয্যা থেকে; **বিরমৎ-সমাধেঃ**—সমাধি থেকে জেগে উঠে; **নাভেঃ**—নাভি থেকে; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছে; **স্ব-কণিকা**—বীজ থেকে; **বটবৎ**—বিশাল বটবৃক্ষ সদৃশ; **মহা-অব্জম্**—বিশ্বরূপী মহাপদ্ম (যুগপৎ উদ্ভূত হয়েছে)।

অনুবাদ

এই বিশাল জড় জগৎ আপনারই শরীর। আপনার কাল শক্তির দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হয়, এবং তার ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। আপনি তখন অনন্তশেষের শয্যা থেকে জেগে ওঠেন এবং আপনার নাভি থেকে একটি চিন্ময় বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী পদ্ম উদ্ভূত হয়, ঠিক যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে এক বিশাল বটবৃক্ষের জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জগতের সৃষ্টি এবং পালনকর্তা বিষ্ণুর তিনটি রূপ হচ্ছে—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়; এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে যথাক্রমে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়। এইভাবে মহাবিষ্ণু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর আদি কারণ, এবং

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয় যাতে ব্রহ্মার প্রকাশ হয়। এইভাবে সব কিছুর আদি কারণ হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং তাই জড় সৃষ্টি বিষ্ণু থেকে অভিন্ন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমিই সমস্ত চিৎ এবং অচিৎ বস্তুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রকাশিত হয়।" সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ হচ্ছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ উভয়কেই পরমেশ্বর ভগবানের শরীর বলে মনে করা হয়। আমরা বুঝতে পারি যে, জড় দেহের কারণ হচ্ছে চিন্ময় শরীর এবং তাই তা চিন্ময় শরীরের অংশ। এইভাবে জীব যখন চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন তার জড় দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তেমনই, এই জড় জগতে যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হয়, তখন সমগ্র জড় জগৎ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যতক্ষণ সেই কথা উপলব্ধি করতে পারি না, ততক্ষণ আমরা জড় জগতে থাকি। কিন্তু যখন আমরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হই, তখন আমরা আর জড় জগতে না থেকে চিৎ-জগতে অবস্থান করি।

শ্লোক ৩৪

তৎসম্ভবঃ কবিরতোঽন্যদপশ্যমান-
স্ত্বাং বীজমাত্মনি ততং স বহির্বিচিন্ত্য ।
নাবিন্দদব্দশতমপ্সু নিমজ্জমানো
জাতেঽঙ্কুরে কথমুহোপলভেত বীজম্ ॥ ৩৪ ॥

তৎ-সম্ভবঃ—যিনি সেই কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছেন; **কবিঃ**—যিনি সৃষ্টির সূক্ষ্ম কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন (ব্রহ্মা); **অতঃ**—সেই (কমল) থেকে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **অপশ্যমানঃ**—দেখতে অক্ষম; **ত্বাম্**—আপনি; **বীজম্**—সেই পদ্মের কারণ; **আত্মনি**—আপনাতে; **ততম্**—ব্যাপ্ত; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **বহিঃ-বিচিন্ত্য**—বাহ্য বলে মনে করে; **ন**—না; **অবিন্দৎ**—(আপনাকে) বুঝিয়েছিল; **অব্দশতম্**—দেবতাদের গণনায় এক শত বৎসর;* **অপ্সু**—জলে; **নিমজ্জমানঃ**—মগ্ন থেকে; **জাতে অঙ্কুরে**—বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়; **কথম্**—কিভাবে; **উহ**—হে ভগবান; **উপলভেত**—দেখতে পায়; **বীজম্**—বীজকে।

*আমাদের ছয় মাসে দেবতাদের এক দিন হয়।

অনুবাদ

সেই মহাপদ্ম থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা সেই পদ্ম ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাননি। তাই, আপনাকে বাইরে অবস্থিত বলে মনে করে, ব্রহ্মা সেই জলে নিমগ্ন হয়ে শতবর্ষব্যাপী সেই পদ্মের উৎসের অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে খুঁজে পাননি, কারণ বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আর সেই বীজ দেখা যায় না।

তাৎপর্য

এটিই জগতের বর্ণনা। এই জগতের বিকাশ বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার মতো। তুলা যখন সুতায় রূপান্তরিত হয়, তখন আর তুলা দেখা যায় না, এবং সে সুতা দিয়ে যখন কাপড় বোনা হয়, তখন সেই সুতাও দেখা যায় না। তেমনই, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপন্ন বীজ যখন জগৎরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আর কেউ বুঝতে পারে না, জগতের কারণ কোথায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জড় জগতের কারণ স্বরূপ 'চাঙ্ক থিওরি' সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ একটি বিশাল বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না যে, সেই বিশাল বস্তুপিণ্ডটি কোথা থেকে এল এবং কিভাবে তার বিস্ফোরণ হল। বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতি তিন গুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়। অর্থাৎ, 'চাঙ্ক থিওরির' পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সেই বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণের কারণ ভগবান। এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণু যে, সর্বকারণের পরম কারণ তা বোঝা যায়।

শ্লোক ৩৫

স ত্বাত্মযোনিরতিবিস্মিত আশ্রিতোঽব্জং
কালেন তীব্রতপসা পরিশুদ্ধভাবঃ ।
ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততং দদর্শ ॥ ৩৫ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **তু**—কিন্তু; **আত্মযোনিঃ**—যিনি মাতা ব্যতীত উৎপন্ন হয়েছিলেন (সরাসরিভাবে পিতা বিষ্ণুর থেকে উৎপন্ন); **অতি-বিস্মিতঃ**—(তাঁর জন্মের উৎস না খুঁজে পেয়ে) অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন; **আশ্রিতঃ**—অবস্থিত; **অব্জম্**—

পদ্ম; **কালেন**—যথাসময়ে; **তীব্র-তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **পরিশুদ্ধ-ভাবঃ**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে; **ত্বাম্**—আপনি; **আত্মনি**—তাঁর শরীরে এবং অস্তিত্বে; **ঈশ**—হে ভগবান; **ভুবি**—ভূমিতে; **গন্ধম্**—গন্ধ; **ইব**—সদৃশ; **অতি-সূক্ষ্মম্**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; **ভূত-ইন্দ্রিয়**—উপাদান এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রচিত; **আশয়-ময়ে**—এবং যা বাসনায় (মনে) পূর্ণ; **বিততম্**—বিস্তৃত; **দদর্শ**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

সেই আত্মযোনি ব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, সেই পদ্মকে আশ্রয় করে বহু শত বৎসর কঠোর তপস্যা করার ফলে পবিত্র হয়ে, সর্বকারণের পরম কারণস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পৃথিবীতে যেমন গন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই তাঁর নিজের শরীরে এবং ইন্দ্রিয়ে তিনি ভগবানকে ব্যাপ্ত দেখেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *অহং ব্রহ্মাস্মি,* আত্ম-উপলব্ধির এই তত্ত্বটি, যেটি মায়াবাদীরা 'আমি পরমেশ্বর ভগবান' বলে বর্ণনা করে, তাঁর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান সব কিছুর আদি বীজ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ। অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*)। এইভাবে ভগবান সর্বব্যাপ্ত, এমন কি আমাদের শরীরেও, কারণ আমাদের শরীর জড়া প্রকৃতি দ্বারা রচিত, যা ভগবানের ভিন্না প্রকৃতি। তাই মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবান যেহেতু জীবের শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যেহেতু আত্মা ভগবানের অংশ, তাই সব কিছুই ব্রহ্ম (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*)। ব্রহ্মা শুদ্ধ হওয়ার পর তা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং এই উপলব্ধি সকলের পক্ষেই সম্ভব। কেউ যখন পূর্ণরূপে *অহং ব্রহ্মাস্মি,* এই জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি মনে করেন, "আমি পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, আমার শরীর তাঁর জড়া প্রকৃতির দ্বারা রচিত, এবং তাই আমার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তবুও ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি আমার থেকে ভিন্ন।" এটিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব দর্শন। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীতে গন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে গন্ধ এবং রঙ রয়েছে, কিন্তু কেউই তা দেখতে পায় না। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে যখন ফুল ফোটে, তখন বিভিন্ন রঙ এবং গন্ধ প্রকাশিত হয়, যা অবশ্যই পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যদিও পৃথিবীতে আমরা তা দেখতে পাই না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা জীবের শরীর এবং আত্মায় বিস্তৃত, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। কিন্তু বুদ্ধিমান

মানুষ সর্বত্র ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন করেন। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে রয়েছেন এবং প্রতিটি পরমাণুতেও রয়েছেন। এটিই বুদ্ধিমান ব্যক্তির যথাযথভাবে ভগবানকে দর্শন। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর তপস্যার দ্বারা সব চাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি এই উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। তাই আমাদের কর্তব্য তপস্যার প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ ব্রহ্মার কাছ থেকে সমস্ত জ্ঞান গ্রহণ করা।

শ্লোক ৩৬

এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রিশিরঃকরোরু-
নাসাদ্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্ ।
মায়াময়ং সদুপলক্ষিতসন্নিবেশং
দৃষ্ট্বা মহাপুরুষমাপ মুদং বিরিঞ্চঃ ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **সহস্র**—হাজার হাজার; **বদন**—মুখ; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **শিরঃ**—মস্তক; **কর**—হাত; **উরু**—উরু; **নাসাদ্য**—নাক ইত্যাদি; **কর্ণ**—কান; **নয়ন**—চক্ষু; **আভরণ**—বিবিধ অলঙ্কার; **আয়ুধ**—বিবিধ অস্ত্র; **আঢ্যম্**—সমন্বিত; **মায়া-ময়ম্**—অনন্ত শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত; **সৎ-উপলক্ষিত**—বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে; **সন্নিবেশম্**—একত্রে সমাবেশ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **আপ**—লাভ করেছিলেন; **মুদম্**—দিব্য আনন্দ; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তখন সহস্র সহস্র বদন, চরণ, মস্তক, হস্ত, উরু, নাসিকা, কর্ণ ও নয়ন সমন্বিত আপনাকে দেখেছিলেন। আপনি সুন্দর অলঙ্কার এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন। পাতাললোকে বিস্তৃত পদ সমন্বিত, চিন্ময় লক্ষণযুক্ত আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে ব্রহ্মা দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার ফলে হাজার হাজার বদন এবং রূপ সমন্বিত ভগবানকে তাঁর মূল বিষ্ণুরূপে দর্শন করেছিলেন। এই পন্থাকে বলা হয় আত্ম-উপলব্ধি। প্রকৃত আত্ম-উপলব্ধি নির্বিশেষ জ্যোতি দর্শনের মাধ্যমে হয় না, তা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শনের মাধ্যমে হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ

করা হয়েছে, ব্রহ্মা মহাপুরুষ রূপে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে দর্শন করেছিলেন। তাই তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্*—"আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পাবন, পরম সত্য এবং শাশ্বত দিব্য পুরুষ।" ভগবান পরম পুরুষ, তিনি পরম রূপ সমন্বিত। *পুরুষং শাশ্বতম্*—তিনি নিত্য শাশ্বত পরম ভোক্তা। এমন নয় যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম একটি রূপ ধারণ করে; পক্ষান্তরে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের পরম রূপের প্রকাশ। পবিত্র হওয়ার ফলে ব্রহ্মা ভগবানের পরম রূপ দর্শন করেছিলেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মের মস্তক, নাক, কান, হাত এবং পা থাকতে পারে না। তা সম্ভব নয়, কারণ এগুলি ভগবানের রূপের লক্ষণ।

মায়াময়ম্ শব্দটির অর্থ 'দিব্য জ্ঞান'। শ্রীল মধ্বাচার্য তার বিশ্লেষণ করে বলেছেন *মায়াময়ং জ্ঞানস্বরূপম্*। ভগবানের রূপ বর্ণনাকারী এই *মায়াময়ম্* শব্দটির অর্থ মোহ নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানের রূপ বাস্তব, এবং এই রূপের দর্শন পূর্ণ জ্ঞানের ফলেই হয়ে থাকে। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*। *জ্ঞানবান* শব্দটির অর্থ পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি। এই প্রকার ব্যক্তি ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি ভগবানের শরণাগত হন। মুখ, নাক, কান আদি সমন্বিত ভগবান নিত্য। এই প্রকার রূপ ব্যতীত কেউই আনন্দময় হতে পারে না। ভগবান কিন্তু *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*, যে সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। কেউ যখন পূর্ণ চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ভগবানের রূপ (*বিগ্রহ*) দর্শন করতে পারেন। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

গন্ধাখ্যা দেবতা যদ্বৎ পৃথিবীং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
এবং ব্যাপ্তং জগদ্বিষ্ণুং ব্রহ্মাত্মস্থং দদর্শ হ ॥

ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, গন্ধ এবং রঙ যেমন পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত, তেমনই ভগবান সূক্ষ্মরূপে সারা জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত।

শ্লোক ৩৭

তস্মৈ ভবান্ হয়শিরস্তনুবং হি বিভ্রদ্
বেদদ্রুহাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ।
হত্বানয়চ্ছ্রুতিগণাংশ্চ রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং তব প্রিয়তমাং তনুমামনন্তি ॥ ৩৭ ॥

তস্মৈ—ব্রহ্মাকে; **ভবান্**—আপনি; **হয়শিরঃ**—হয়গ্রীব; **তনুবম্**—অবতার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **বেদদ্রুহৌ**—বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধী দুই অসুরকে; **অতি-বলৌ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মধু-কৈটভ-আখ্যৌ**—মধু এবং কৈটভ নামক; **হত্বা**—বধ করে; **অনয়ৎ**—উদ্ধার করেছিলেন; **শ্রুতি-গণান্**—সমস্ত বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব); **চ**—এবং; **রজঃ তমঃ চ**—রজ এবং তমোগুণের প্রতীক; **সত্ত্বম্**—শুদ্ধ সত্ত্ব; **তব**—আপনার; **প্রিয়-তমাম্**—সর্বাধিক প্রিয়; **তনুম্**—(হয়গ্রীব) রূপ; **আমনন্তি**—তাঁরা সম্মান করেন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি হয়গ্রীবরূপে আবির্ভূত হয়ে রজ এবং তমোগুণের প্রতীক মধু এবং কৈটভ নামক অসুরদের সংহার করে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই কারণে সমস্ত ঋষিরা আপনার রূপকে জড়াতীত শুদ্ধ সত্ত্বময় বলে বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর চিন্ময়রূপে তাঁর ভক্তদের সর্বদা পরিত্রাণ করতে প্রস্তুত থাকেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধু এবং কৈটভ নামক দুই দৈত্য যখন ব্রহ্মাকে আক্রমণ করেছিল, তখন ভগবান হয়গ্রীবরূপে তাদের সংহার করেছিলেন। আধুনিক যুগের অসুরেরা মনে করে সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবন ছিল না, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা জানতে পারি ভগবানের সৃষ্ট প্রথম জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, যাদের উপর বৈদিক জ্ঞান বিতরণ করার ভার অর্পণ করা হয়েছে, সেই ভক্তেরা কখনও কখনও কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার সময় অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত হন, কিন্তু তাঁদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সেই সমস্ত আসুরিক আক্রমণ তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ ভগবান সর্বদাই তাঁদের রক্ষা করছেন। বেদ ভগবানকে জানার জ্ঞান প্রদান করে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করতে প্রস্তুত থাকেন, যার দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, কিন্তু রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন অসুরেরা ভগবানকে জানতে অক্ষম। তাই চিন্ময় রূপ সমন্বিত ভগবান সর্বদাই অসুরদের সংহার করতে প্রস্তুত থাকেন। সত্ত্বগুণের অনুশীলনের ফলে ভগবানের চিন্ময় স্থিতি এবং তাঁকে জানার পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কিভাবে তিনি প্রস্তুত থাকেন, তা জানা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর আদি চিন্ময় রূপে প্রকট হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" এই কথা মনে করা নিতান্তই মূর্খতা যে, ভগবান মূলত নির্বিশেষ কিন্তু যখন তিনি সবিশেষ রূপে অবতরণ করেন, তখন তিনি একটি জড় শরীর ধারণ করেন। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর আদি চিন্ময় রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর সেই রূপ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু মায়াবাদীদের মতো মূর্খ মানুষেরা ভগবানের চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তাই তাদের নিন্দা করে ভগবান বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।" ভগবান যখনই আবির্ভূত হন, তা মীনরূপে হোক, কূর্মরূপে হোক, বরাহরূপে হোক অথবা অন্য যে কোন রূপেই হোক না কেন, মানুষের বোঝা উচিত যে, তিনি চিন্ময় স্থিতিতে থাকেন এবং তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে অসুরদের হত্যা করা, যে কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) আবির্ভূত হন। যেহেতু অসুরেরা সর্বদাই বৈদিক সভ্যতার বিরোধিতা করে, তাই তারা অবধারিতভাবে ভগবানের চিন্ময় রূপের দ্বারা নিহত হবে।

শ্লোক ৩৮

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ ৩৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **নৃ**—নররূপে (শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্ররূপে); **তির্যক্**—পশুরূপে (যেমন বরাহদেব); **ঋষি**—ঋষিরূপে (পরশুরাম); **দেব**—দেবতারূপে; **ঝষ**—জলচর রূপে (যেমন মৎস্য এবং কূর্ম); **অবতারৈঃ**—এই প্রকার বিভিন্ন অবতারের দ্বারা; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহলোকের; **বিভাবয়সি**—রক্ষা করেন; **হংসি**—আপনি (কখনও

কখনও) হত্যা করেন; **জগৎ প্রতীপান্**—যারা এই জগতে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **মহা-পুরুষ**—হে মহাপুরুষ; **পাসি**—আপনি রক্ষা করেন; **যুগ-অনুবৃত্তম্**—বিভিন্ন যুগ অনুসারে; **ছন্নঃ**—প্রচ্ছন্ন; **কলৌ**—কলিযুগে; **যৎ**—যেহেতু; **অভবঃ**—হয়েছে (এবং ভবিষ্যতে হবে); **ত্রিযুগঃ**—ত্রিযুগ নামক; **অথ**—অতএব; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি।

অনুবাদ

হে ভগবান্, এইভাবে আপনি নর, পশু, ঋষি, দেবতা, মৎস্য অথবা কূর্মরূপে অবতরণ করে সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং অসুরদের সংহার করেন। হে ভগবান, আপনি যুগ অনুসারে ধর্মকে রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি আপনার ভগবত্তা প্রকাশ করেন না, তাই আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয়।

তাৎপর্য

ভগবান যেভাবে মধু-কৈটভের আক্রমণ থেকে ব্রহ্মাকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি তাঁর পরম ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করার জন্যও আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক সেইভাবে, কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারটি যুগ রয়েছে। কলিযুগ ছাড়া অন্য তিনটি যুগে ভগবান তাঁর ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবতরণ করেন, কিন্তু কলিযুগে যদিও তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তিনি তাঁর ভগবত্তা প্রকাশ করেন না। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে সম্বোধন করা হত, তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে কান ঢেকে সেই কথা অস্বীকার করতেন, কারণ তিনি ভক্তরূপে লীলা করছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন যে, কলিযুগে বহু ভণ্ড নিজেদেরকে ভগবান বলে প্রচার করার চেষ্টা করবে, এবং তাই তিনি নিজেকে ভগবান বলে প্রকাশ করেননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান, সেই কথা বহু বৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

কলিযুগে বুদ্ধিমান মানুষেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপী ভগবানের আরাধনা করবেন, যিনি সর্বদা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস আদি পার্ষদ পরিবৃত হয়ে থাকেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই সংকীর্তন যজ্ঞের উপর সমগ্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। তাই যিনি সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার চেষ্টা করেন, তিনি সব কিছুই যথাযথভাবে অবগত হন, তিনি *সুমেধসঃ*, অর্থাৎ অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

শ্লোক ৩৯

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্ ।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥ ৩৯ ॥

ন—অবশ্যই নয়; **এতৎ**—এই; **মনঃ**—মন; **তব**—আপনার; **কথাসু**—আপনার দিব্য কথায়; **বিকুণ্ঠনাথ**—হে বৈকুণ্ঠনাথ; **সম্প্রীয়তে**—শান্ত হয় বা আগ্রহশীল হয়; **দুরিত**—পাপকর্মের দ্বারা; **দুষ্টম্**—কলুষিত; **অসাধু**—অসৎ; **তীব্রম্**—বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন; **কাম-আতুরম্**—সর্বদা কামবাসনায় পূর্ণ; **হর্ষ-শোক**—কখনও হর্ষের দ্বারা এবং কখনও শোকের দ্বারা; **ভয়**—এবং কখনও ভয়ের দ্বারা; **এষণা**—এবং বাসনার দ্বারা; **আর্তম্**—পীড়িত; **তস্মিন্**—সেই মানসিক অবস্থায়; **কথম্**—কিভাবে; **তব**—আপনার; **গতিম্**—চিন্ময় কার্যকলাপ; **বিমৃশামি**—আমি বিবেচনা করব এবং বুঝতে চেষ্টা করব; **দীনঃ**—অত্যন্ত পতিত এবং দরিদ্র।

অনুবাদ

হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার পাপপূর্ণ কামাতুর মন হর্ষ, শোক, ভয় এবং ধন লাভের বাসনায় পূর্ণ। তার ফলে তা অত্যন্ত কলুষিত এবং আপনার কথায় প্রীতি লাভ করে না। সুতরাং দীন এবং পতিত আমি কিভাবে আপনার তত্ত্ব আলোচনা করতে সক্ষম হব?

তাৎপর্য

এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, যদিও এই জড় জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই চিৎ-জগতের বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিত, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে তিনি

জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁর মন যখন সর্বদা জড়-জাগতিক বিষয়ের চিন্তায় বিচলিত, তখন তিনি কিভাবে ভগবানের চিন্ময় স্থিতির আলোচনা করবেন। পাপকর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে মন পাপপূর্ণ হয়। যা কিছু কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তা-ই পাপপূর্ণ বলে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন। তাই যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত নয়, তাকে তার আসুরিক মনোবৃত্তির ফলে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে পাপী, মূর্খ এবং অধঃপতিত বলে বুঝতে হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

অতএব, বিশেষ করে এই কলিযুগে মনকে অবশ্যই নির্মল করতে হবে, এবং তা সম্ভব কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে। *চেতোদর্পণমার্জনম্*। এই যুগে, পাপপূর্ণ মনকে নির্মল করার একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন। মন যখন সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়, তখন মানব-জীবনের কর্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপপূর্ণ মানুষদের শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে পুণ্যবান হতে পারে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কলিযুগে বিচক্ষণ এবং জ্ঞানবান হওয়ার উদ্দেশ্যে মনকে নির্মল করার জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্তী শ্লোকে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। *ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ*। প্রহ্লাদ মহারাজ আরও প্রতিপন্ন করেছেন যে, মন যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তা হলে সেই গুণটি মানুষকে শুদ্ধ করবে এবং সে সর্বদা পবিত্র থাকবে। ভগবান এবং তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য মানুষের কর্তব্য তার মনকে সমস্ত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত করা। তা সম্ভব কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে। এইভাবে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪০

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ৪০ ॥

জিহ্বা—জিহ্বা; **একতঃ**—একদিকে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত ভগবান; **বিকর্ষতি**—আকর্ষণ করে; **মা**—আমাকে; **অবিতৃপ্তা**—তৃপ্ত না হয়ে; **শিশ্নঃ**—উপস্থ; **অন্যতঃ**—অন্যদিকে; **ত্বক্**—ত্বক (কোমল বস্তু স্পর্শ করার জন্য); **উদরম্**—উদর (বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের জন্য); **শ্রবণম্**—কর্ণ (মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্য); **কুতশ্চিৎ**—অন্য কোন দিকে; **ঘ্রাণঃ**—নাক (ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য); **অন্যতঃ**—অন্য আরেক দিকে; **চপলদৃক্**—চঞ্চল চক্ষু; **ক্ব চ**—কোথাও; **কর্ম-শক্তিঃ**—সক্রিয় ইন্দ্রিয়; **বহ্ব্যঃ**—বহু; **সপত্ন্যঃ**—সতীন; **ইব**—সদৃশ; **গেহ-পতিম্**—গৃহস্থ; **লুনন্তি**—বিনাশ করে।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, আমার অবস্থা বহু সপত্নীর স্বামীর মতো, যারা তাকে তাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। জিহ্বা সুস্বাদু আহারের প্রতি, উপস্থ সুন্দরী রমণীর প্রতি, ত্বক কোমল বস্তুর প্রতি, উদর ভোজনের প্রতি, এবং কর্ণ গ্রাম্য সঙ্গীতের প্রতি, নাক ঘ্রাণের প্রতি, চঞ্চল দৃষ্টি ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক সুন্দর দৃশ্যের প্রতি, এবং কর্মেন্দ্রিয় বিভিন্ন কর্মের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করছে। এইভাবে বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়ে আমি বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছি।

তাৎপর্য

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করা। কিন্তু *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* মাধ্যমে আরম্ভ হয় এই যে বিধি, তা অনুশীলন সম্ভব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাই ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করা। বদ্ধ অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জড় ইন্দ্রিয়সুখের বাসনায় আবৃত থাকে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করার শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে ভক্ত হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে তাই আমরা শুরু থেকেই উপদেশ দিই ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সংযত করার জন্য, বিশেষ করে জিহ্বার, যাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

লোভময় এবং সুদুর্জয় বলে বর্ণনা করেছেন। জিহ্বার এই আকর্ষণের নিবৃত্তি সাধনের জন্য আমিষ আহার বর্জন করতে হয় এবং সুরাপান ও ধূমপান ত্যাগ করতে হয়। এমন কি চা এবং কফিও বর্জন করতে হয়। তেমনই, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ থেকে উপস্থকে নিরস্ত করতে হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়-সংযম না করলে, কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় সংযমের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করা; তা না হলে মন সর্বদাই বিচলিত থাকবে এবং বহু সপত্নীর স্বামীর মতো বিভিন্ন পত্নীর দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ৪১

এবং স্বকর্মপতিতং ভববৈতরণ্যা-
মন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্ ।
পশ্যঞ্জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং
হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য ॥ ৪১ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব-কর্ম-পতিতম্**—স্বীয় কার্যকলাপের ফলে অধঃপতিত; **ভব**—অজ্ঞান জগৎ (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি); **বৈতরণ্যাম্**—বৈতরণী নদীতে (যা যমালয়ের দ্বারে প্রবাহিত হয়); **অন্যঃ অন্য**—একের পর এক; **জন্ম**—জন্ম; **মরণ**—মৃত্যু; **আশন**—বিভিন্ন প্রকার আহার্য; **ভীত-ভীতম্**—অত্যন্ত ভীত হয়ে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **জনম্**—জীব; **স্ব**—নিজের; **পর**—অন্যের; **বিগ্রহ**—শরীরে; **বৈর-মৈত্রম্**—শত্রুতা এবং মিত্রতা; **হন্ত**—হায়; **ইতি**—এইভাবে; **পারচর**—মৃত্যুর নদীর অপর পারে স্থিত আপনি; **পীপৃহি**—দয়া করে আমাদের (এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে) রক্ষা করুন; **মূঢ়ম্**—আমরা সকলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত অত্যন্ত মূর্খ; **অদ্য**—আজ (যেহেতু আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন)।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সর্বদাই মৃত্যুনদীর অপর পারে চিন্ময়ভাবে অবস্থিত, কিন্তু আমরা আমাদের পাপকর্মের ফলে সেই নদীর এই পারে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই নদীতে পতিত হয়ে বার বার জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছি এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তুসমূহ আহার করছি। দয়া করে আপনি আমাদের

প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—কেবল আমার প্রতিই নয়, অন্য যারা কষ্টভোগ করছে তাদের প্রতিও—এবং আপনার অহৈতুকী কৃপা ও অনুকম্পার প্রভাবে আমাদের উদ্ধার করুন এবং পালন করুন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ বৈষ্ণব প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল নিজেরই জন্য নয়, অন্য সমস্ত জীবদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। দুই শ্রেণীর বৈষ্ণব রয়েছে—ভজনানন্দী এবং গোষ্ঠ্যানন্দী। ভজনানন্দীরা কেবল তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন, কিন্তু গোষ্ঠ্যানন্দীরা অন্য সকলকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করেন যাতে তারা রক্ষা পেতে পারে। যে সমস্ত মূর্খেরা জড়-জাগতিক জীবনের জন্ম, মৃত্যু এবং অন্যান্য দুঃখকষ্ট দর্শন করতে পারে না, তারা জানে না পরবর্তী জীবনে তাদের কি হবে। প্রকৃতপক্ষে, জড় বিষয়াসক্ত এই সমস্ত মূর্খেরা পরবর্তী জীবনের কথা বিবেচনা না করে, এক দায়িত্বহীন জীবন-দর্শন তৈরি করেছে। তারা জানে না যে, তাদের কর্ম অনুসারে তারা চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির কোন একটি যোনি প্রাপ্ত হবে। এই সমস্ত মূর্খদের *ভগবদ্‌গীতায় দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা কৃষ্ণভাবনাময় নয়, সেই সমস্ত অভক্তদের পাপপূর্ণ কার্যকলাপে যুক্ত হতে হয়, এবং তাই তারা মূঢ়। তারা এতই মূঢ় যে, তারা জানে না পরবর্তী জীবনে তাদের কি হবে। যদিও তারা দেখে যে, বিভিন্ন জীবেরা নানা প্রকার কদর্য বস্তু ভক্ষণ করছে—শূকরেরা বিষ্ঠা আহার করছে, কুমির সব রকমের মাংস আহার করছে—তবুও তারা বুঝতে পারে না যে, এই জীবনে সব রকম কদর্য ভক্ষণ করার ফলে, তাদের পরবর্তী জীবনে সব চাইতে ঘৃণ্য সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করতে হবে। বৈষ্ণব সর্বদাই এই প্রকার জঘন্য জীবনের ভয়ে ভীত থাকেন, এবং এই প্রকার ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং তাই তাঁদের মঙ্গলের জন্য তিনি আবির্ভূত হন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/৭) ভগবান সর্বদাই অধঃপতিত জীবদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু যেহেতু তারা মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারী, তাই তারা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে না এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ

পালন করে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি ভক্তরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার জন্য এসেছিলেন। *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*। তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবক হওয়া মানুষের কর্তব্য। *আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)। প্রত্যেকের গুরু হয়ে *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রচার করে, সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করতে হবে।

শ্লোক ৪২

কো ন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস
উত্তারণেঽস্য ভবসম্ভবলোপহেতোঃ ।
মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আর্তবন্ধো
কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ ॥ ৪২ ॥

কঃ—তা কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অত্র**—এই বিষয়ে; **তে**—আপনার; **অখিল-গুরো**—হে সমগ্র জগতের পরম গুরু; **ভগবন্**—হে ভগবান; **প্রয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **উত্তারণে**—বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের জন্য; **অস্য**—এর; **ভব-সম্ভব**—সৃষ্টি এবং পালনের; **লোপ**—এবং প্রলয়ের; **হেতোঃ**—কারণের; **মূঢ়েষু**—এই জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত মূর্খ মানুষেরা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মহৎ-অনুগ্রহঃ**—ভগবানের কৃপা; **আর্ত-বন্ধোঃ**—হে আর্ত জীবদের বন্ধু; **কিম্**—কি অসুবিধা; **তেন**—তার দ্বারা; **তে**—আপনার; **প্রিয়জনান্**—প্রিয়জনদের (ভক্তদের); **অনুসেবতাম্**—যাঁরা সর্বদা সেবাপরায়ণ; **নঃ**—আমাদের মতো (যারা এইভাবে যুক্ত)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, হে সমগ্র জগতের আদি গুরু, আপনি সারা জগতের সমস্ত কার্যের পরিচালক, অতএব আপনার পক্ষে আপনার সেবায় যুক্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা এমন কি পরিশ্রম? আপনি সমস্ত আর্তদের বন্ধু, এবং মহতের কর্তব্য হচ্ছে মূর্খদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা। তাই আমি মনে করি যে, আপনার সেবায় যুক্ত আমাদের মতো ব্যক্তিদের প্রতি আপনি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করবেন।

তাৎপর্য

এখানে *প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে আচরণকারী ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল। অর্থাৎ, ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়া উচিত। কেউ যদি সরাসরিভাবে ভগবানের দাস হতে চায়, তা হলে তা ভগবানের দাসের সেবায় যুক্ত হওয়ার মতো লাভপ্রদ নয়। সেই নির্দেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*। সরাসরিভাবে ভগবানের সেবক হওয়ার গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের অন্বেষণ করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। যতই দাসের অনুদাস হওয়া যায়, ততই ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করা যায়। *সেটি ভগবদ্গীতারও* নির্দেশ—*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*। পরম্পরার মাধ্যমেই কেবল ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস/জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ*। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে, জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়ার অভিলাষ করা উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গেয়েছেন, *তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে*। শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের কুকুর হওয়া কর্তব্য। কারণ শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। *কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার*। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সম্পত্তি, এবং আমরা যদি শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভক্তের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান, দয়া করে আপনি আমাকে আপনার প্রিয় ভক্তের আশ্রয় প্রদান করুন, যাতে আমি তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি এবং তার ফলে আপনার প্রসন্নতা বিধান করতে পারি।" *মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৯/২১)। ভগবান বলেছেন, "আমার ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়া আমার সেবায় যুক্ত হওয়ার থেকেও শ্রেষ্ঠ।"

এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল তাঁর নিজের মঙ্গল কামনা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের কাছে এই জড় জগতের সমস্ত অধঃপতিত জীবদের জন্য প্রার্থনা করেছেন, যাতে তারা ভগবানের কৃপায় ভগবানের সেবকের সেবায় যুক্ত হয়ে উদ্ধার লাভ করতে পারে। ভগবানের পক্ষে তাঁর কৃপা প্রদান করা মোটেই কঠিন নয়, এবং তাই প্রহ্লাদ মহারাজ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার দ্বারা সারা জগৎকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন।

শ্লোক ৪৩

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥ ৪৩ ॥

ন—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদ্বিজে**—আমি উদ্বিগ্ন অথবা ভীত; **পর**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **দুরত্যয়**—দুরতিক্রম্য; **বৈতরণ্যাঃ**—বৈতরণী নদীর; **ত্বৎ-বীর্য**—আপনার মহিমার এবং কার্যকলাপের; **গায়ন**—কীর্তন বা বিতরণ করার ফলে; **মহা-অমৃত**—চিন্ময় আনন্দামৃতের মহা সমুদ্রে; **মগ্ন-চিত্তঃ**—যার চেতনা মগ্ন; **শোচে**—আমি শোক করি; **ততঃ**—তা থেকে; **বিমুখ-চেতসঃ**—কৃষ্ণভক্তি বিহীন মূঢ় ব্যক্তিরা; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে; **মায়া-সুখায়**—অনিত্য জড় সুখের জন্য; **ভরম্**—অনর্থক বোঝা বা দায়িত্ব (পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির প্রতিপালনের জন্য বিশাল আয়োজন); **উদ্বহতঃ**—যারা বহন করছে (সেই আয়োজনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে); **বিমূঢ়ান্**—যদিও তারা মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর কিছু নয় (তবুও আমি তাদের জন্য চিন্তা করি)।

অনুবাদ

হে সর্বোত্তম, আপনার গুণগান এবং কার্যকলাপের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার ফলে আমি সংসার ভয়ে ভীত নই। আমার একমাত্র চিন্তা কেবল সেই সমস্ত মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য, যারা জড় সুখ ভোগের জন্য এবং তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিপালনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে।

তাৎপর্য

সারা পৃথিবী জুড়ে সকলেই জড়-জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বড় বড় পরিকল্পনা করে। তা বর্তমানে, অতীতে এবং ভবিষ্যতে সত্য। মানুষেরা যদিও বড় বড় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এখানে *বিমূঢ়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* জড় জগৎকে *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*—অনিত্য এবং দুঃখময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত মূর্খেরা জড়া প্রকৃতির আয়োজনে সব কিছু যে কিভাবে কার্য করে, সেই কথা না জেনে,

এই জড় জগৎকে সুখালয়ে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করছে। জড়া প্রকৃতি তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৩/২৭)

অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য দুর্গা নামক জড়া প্রকৃতির একটি পরিকল্পনা রয়েছে। ভগবদ্বিমুখ অসুরেরা যদিও বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে, তবুও তাদের দণ্ডদান করার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা দশভুজা দুর্গার দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়। তিনি সিংহবাহিনী অথবা রজ এবং তমোগুণে আরূঢ়া। সকলেই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করে জড়া প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে প্রকৃতির নিয়মে তাদের বিনাশ প্রাপ্ত হতে হয়।

জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের মধ্যে বৈতরণী নামক একটি নদী রয়েছে, এবং চিৎ-জগতে যেতে হলে এই নদী পার হতে হয়। তা একটি অত্যন্ত দুরূহ কার্য। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—"আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী প্রকৃতিকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।" এই শ্লোকেও এই *দুরত্যয়া,* অর্থাৎ 'অত্যন্ত কঠিন' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। অতএব ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদিও তাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়, তবুও তারা এই জড় জগতে সুখী হওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করতে থাকে। তাই তাদের *বিমূঢ়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ মোটেই অসুখী ছিলেন না। কারণ জড় জগতে থাকলেও তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন। যাঁরা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন, তাঁরা কখনও অসুখী নন। কিন্তু যাদের কাছে কৃষ্ণভক্তিরূপ সম্পদ নেই এবং যারা বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে, তারা কেবল মূর্খই নয়, তারা অত্যন্ত অসুখীও। প্রহ্লাদ মহারাজ যুগপৎ সুখী এবং অসুখী ছিলেন। কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হওয়ার ফলে তিনি দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যে সমস্ত মূঢ় এবং দুষ্কৃতকারীরা এই জড় জগতে সুখী হওয়ার জন্য বড় বড় পরিকল্পনা করছে, তাদের জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ ৪৪ ॥

প্রায়েণ—সাধারণত, প্রায় সকল ক্ষেত্রে; **দেব**—হে ভগবান; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **স্ব**—নিজের; **বিমুক্তি-কামাঃ**—জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের অভিলাষী; **মৌনম্**—নীরবে; **চরন্তি**—বিচরণ করেন (হিমালয়ের অরণ্যের মতো স্থানে, যেখানে বিষয়ী ব্যক্তিদের কার্যকলাপের কোন সংস্পর্শ নেই); **বিজনে**—নির্জন স্থানে; **ন**—না; **পর-অর্থ-নিষ্ঠাঃ**—অন্যদের কৃষ্ণভক্তি প্রদান করার জন্য যারা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার কার্যে নিষ্ঠাপরায়ণ; **ন**—না; **এতান্**—এই সমস্ত; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **কৃপণান্**—মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীরা (যারা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত); **বিমুমুক্ষে**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাসনা; **একঃ**—একা; **ন**—না; **অন্যম্**—অন্য; **ত্বৎ**—কেবল আপনারই জন্য; **অস্য**—এর; **শরণম্**—আশ্রয়; **ভ্রমতঃ**—ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণশীল জীবের; **অনুপশ্যে**—আমি দেখি।

অনুবাদ

হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুনিরা কেবল তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিত্যাগপূর্বক মৌন ব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করার জন্য হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত, এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনও সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের মনোভাব। তাঁর নিজের কোন সমস্যা নেই, এমন কি তাঁকে যদি এই জড় জগতেও থাকতে হয়, কারণ তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকা। কৃষ্ণভক্ত যদি নরকেও যান, তা হলে সেখানেও

তিনি সুখী থাকেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যাঃ*—"হে সর্বোত্তম, আমি সংসার ভয়ে ভীত নই।" শুদ্ধ ভক্ত কোন অবস্থাতেই কখনও অসুখী হন না। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৭/২৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চনবিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।"

ভক্তের কাছে স্বর্গলোকে থাকা এবং নরকে থাকা একই কথা, কারণ ভক্ত স্বর্গেও থাকেন না, নরকেও থাকেন না, তিনি চিৎ-জগতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন। ভক্তের সাফল্যের মর্ম কর্মী এবং জ্ঞানীরা বুঝতে পারে না। কর্মীরা তাই জড়-জাগতিক আয়োজনের মাধ্যমে সুখী হওয়ার চেষ্টা করে এবং জ্ঞানীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সুখী হতে চায়। ভক্তের কিন্তু এই প্রকার কোন বাসনা নেই। তিনি হিমালয়ে অথবা অরণ্যে তথাকথিতভাবে ধ্যান করতে আগ্রহী নন, পক্ষান্তরে তিনি পৃথিবীর সব চাইতে কর্মবহুল স্থানে গিয়ে মানুষকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিতে আগ্রহী। সব রকম অর্থহীন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত লোক-দেখানো ধ্যানের উন্নতি সাধনের গর্বে গর্বিত হওয়ার জন্য মানুষকে আমরা নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করার শিক্ষা দিই না। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে এই ধরনের কপটতায় আগ্রহী নন। পক্ষান্তরে তিনি মানুষকে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রদানে আগ্রহী, কারণ সেটিই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়। প্রহ্লাদ মহারাজ স্পষ্টভাবে বলেছেন, *নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে*—"আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত, এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কেউ কখনও সুখী হতে পারে না।" জীব জন্ম-জন্মান্তরে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক বা ভক্তের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তির সন্ধান পেতে পারে, এবং তখন সে কেবল এই জগতেই সুখী হয় না, অধিকন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। সেটিই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা হিমালয়ে অথবা বনে গিয়ে ধ্যান করতে মোটেই আগ্রহী নন। এই ধরনের ধ্যান কেবল লোক-দেখানো কপটতা মাত্র। এমন কি তাঁরা শহরে যোগ এবং ধ্যানের স্কুল খোলার ব্যাপারেও আগ্রহী নন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি সদস্য মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা করতে আগ্রহী। সেটিই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। এইভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্ত সর্বপ্রকার ভণ্ড অধ্যাত্মবাদী, ধ্যানী, মুনি, দার্শনিক এবং পরোপকারীদের থেকে দূরে থাকেন।

শ্লোক ৪৫

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ ৪৫ ॥

যৎ—যা (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত); **মৈথুনাদি**—(গৃহে অথবা বাইরে) যৌন বিষয়ের আলোচনা, যৌন বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ অথবা স্ত্রীসম্ভোগ; **গৃহমেধি-সুখম্**—পরিবার, সমাজ, বন্ধুত্ব ইত্যাদির আসক্তির ভিত্তিতে সর্বপ্রকার জড় সুখ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তুচ্ছম্**—তুচ্ছ; **কণ্ডূয়নেন**—চুলকানি; **করয়োঃ**—দুই হাতের; **ইব**—সদৃশ; **দুঃখ-দুঃখম্**—(এই প্রকার চুলকানির ফলে) বিভিন্ন প্রকার দুঃখ; **তৃপ্যন্তি**—তৃপ্ত হয়; **ন**—কখনই না; **ইহ**—জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **কৃপণাঃ**—মূর্খ ব্যক্তিরা; **বহু-দুঃখ-ভাজঃ**—বিভিন্ন প্রকার জড় দুঃখ ভোগ করে; **কণ্ডূতিবৎ**—এই প্রকার চুলকানি থেকে যদি শিখতে পারে; **মনসিজম্**—যা কেবল মানসিক কল্পনা (প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন সুখ নেই); **বিষহেত**—এবং (এই প্রকার চুলকানি) সহ্য করে; **ধীরঃ**—তিনি তখন অত্যন্ত পূর্ণ এবং ধীর হতে পারেন।

অনুবাদ

চুলকানির উপশমের জন্য দুই হাতের ঘর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত তথাকথিত গৃহস্থেরা মনে করে যে, এই চুলকানিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত দুঃখের উৎস। কৃপণ অথবা মূর্খেরা, যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, বার বার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলেও তারা কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁরা ধীর, তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন এবং তার ফলে তাঁদের মূঢ়দের মতো দুঃখভোগ করতে হয় না।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মনে করে যে, মৈথুন হচ্ছে এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, এবং তাই তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের সুখভোগের জন্য, বিশেষ করে জননেন্দ্রিয়ের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা করে। পৃথিবীর সর্বত্রই তা দেখা গেলেও, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিভিন্নভাবে মৈথুন সুখভোগের নানা রকম আয়োজন রয়েছে। কিন্তু তার ফলে প্রকৃতপক্ষে কেউই সুখী হতে পারেনি। এমন কি হিপ্পীরা, যারা তাদের পিতৃ-পিতামহের সমস্ত জড়-জাগতিক সুখের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেছে, তারাও মৈথুনসুখ ত্যাগ করতে পারেনি। এই প্রকার ব্যক্তিদের এখানে কৃপণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মনুষ্য-জীবন একটি মহা সম্পদ। কারণ এই জন্মেই জীবনের চরম লক্ষ্য চরিতার্থ করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অভাবে মানুষেরা মৈথুন-ক্রিয়ার মিথ্যা সুখের শিকার হচ্ছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন ইন্দ্রিয়সুখের এই সভ্যতার দ্বারা, বিশেষ করে যৌন জীবনের দ্বারা বিপথগামী না হতে। পক্ষান্তরে ধীর হয়ে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হওয়া উচিত। কামুক ব্যক্তিরা, যাদের তুলনা করা হয় মূর্খ কৃপণের সঙ্গে, তারা কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের দ্বারা সুখী হতে পারে না। জড়া প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তা হলে তিনি অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন।

যৌন জীবনের অতি নিকৃষ্ট স্তরের সুখ সম্বন্ধে শ্রীল যামুনাচার্য বলেছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনং চ ॥

"যখন থেকে আমি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে তার মধ্যে নিত্য নতুন আনন্দ উপলব্ধি করছি, তখন থেকেই মৈথুনসুখের কথা মনে হলেই ঘৃণায় আমার মুখবিকার হয় এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুথু ফেলি।" যামুনাচার্য পূর্বে ছিলেন একজন মহান রাজা, যিনি নানাভাবে মৈথুনসুখ উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু তারপর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছেন এবং যৌন জীবনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তার ফলে মৈথুনের কথা মনে হলেই তিনি সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে ঘৃণায় থুথু ফেলেছেন।

শ্লোক ৪৬

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥ ৪৬ ॥

মৌন—মৌন; **ব্রত**—ব্রত; **শ্রুত**—বৈদিক জ্ঞান; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অধ্যয়ন**—শাস্ত্র অধ্যয়ন; **স্ব-ধর্ম**—বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ; **ব্যাখ্যা**—শাস্ত্র ব্যাখ্যা; **রহঃ**—নির্জন স্থানে বাস; **জপ**—মন্ত্র উচ্চারণ; **সমাধয়ঃ**—সমাধিস্থ হওয়া; **আপবর্গ্যাঃ**—মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার এই দশটি কার্য; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **পরম্**—একমাত্র উপায়; **পুরুষ**—হে ভগবান; **তে**—সেই সব; **তু**—কিন্তু; **অজিত-ইন্দ্রিয়াণাম্**—যারা তাদের ইন্দ্রিয় সংযত করতে পারে না তাদের; **বার্তাঃ**—জীবিকা; **ভবন্তি**—হয়; **উত**—বলা হয়; **ন**—না; **বা**—অথবা; **অত্র**—এই সম্পর্কে; **তু**—কিন্তু; **দাম্ভিকানাম্**—দাম্ভিক ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, মুক্তির মার্গে দশটি উপায়—মৌন, ব্রত, বৈদিক জ্ঞান আহরণ, তপস্যা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ, ধর্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, নির্জন স্থানে বাস, মন্ত্র জপ এবং সমাধি। মুক্তির এই সমস্ত উপায়গুলি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের পেশাদারি অভ্যাস এবং জীবিকা। যেহেতু এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত দাম্ভিক, তাই এই উপায়গুলি সফল নাও হতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥

"যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন এবং সেই আগাছাগুলির পুনরুদ্‌গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।" মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

এই প্রকার মুক্তি বিভিন্ন উপায়ে লাভ করা যেতে পারে (*তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ*), কিন্তু তা নির্ভর করে ব্রহ্মচর্য থেকে শুরু হয় যে তপস্যা তার দ্বারা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, যাঁরা বাসুদেব-পরায়ণা, যাঁরা ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে আপনা থেকেই মৌন, ব্রত, ইত্যাদি পন্থার ফল লাভ করেন। এই পন্থাগুলি বিশেষ শক্তিশালী নয়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে এই সবই অনায়াসে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, *মৌন* শব্দটির অর্থ কেবল কথা না বলাই নয়। জিহ্বার ধর্মই হচ্ছে কথা বলা, যদিও কখনও কখনও লোক-দেখানোর জন্য কোন কোন মানুষ কথা না বলে নীরব থাকে। অনেক মানুষ রয়েছে যারা সপ্তাহে একদিন নীরব থাকার ব্রত অবলম্বন করে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু এই ধরনের ব্রত পালন করেন না। *মৌন* শব্দের অর্থ হচ্ছে মূর্খের মতো কথা না বলা। সভা-সমিতিতে বক্তারা ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে তাদের মূর্খতা প্রকাশ করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী এটিকে *বাচো বেগম্* বলে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি কিছু বলতে চায়, সে নিজেকে একজন মহান বক্তারূপে জাহির করতে চায়, কিন্তু অর্থহীন কতকগুলি কথা বলার থেকে তাদের পক্ষে মৌন থাকাই শ্রেয়। তাই যারা অনর্থক প্রলাপ বকার প্রতি আসক্ত, তাদের জন্য এই মৌন থাকার পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। যারা ভক্ত নয়, তারা অর্থহীন প্রলাপ না বকে থাকতে পারে না, কারণ তাদের শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করার শক্তি নেই। তাই তারা যা কিছু বলে তা সবই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং তাই ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তাঁর মৌন থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করা উচিত। তাঁর পক্ষে মৌন থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মুক্তির দশটি পন্থা বা মুক্তির পথের উন্নতি সাধনে যে দশটি পন্থার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি ভগবদ্ভক্তদের জন্য নয়। *কেবলয়া ভক্ত্যা*—কেউ যদি কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে মুক্তির দশটি উপায় আপনা থেকেই সাধিত হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ নিবেদন করেছেন যে, এই সমস্ত পন্থা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের জন্য হতে পারে, কিন্তু সংযত ইন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তদের সেগুলি অনুশীলন করার প্রয়োজন হয় না। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব' ॥

অনেকেই নির্জন স্থানে নীরবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে চায়, কিন্তু তারা যদি প্রচারকার্যে আগ্রহী না হয়, অভক্তদের কাছে নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন না করে, তা হলে তার পক্ষে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই কৃষ্ণভক্তির পথে অত্যন্ত উন্নত না হলে, হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করা উচিত নয়। হরিদাস ঠাকুর দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের নাম কীর্তন করতেন, এবং এ ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ ছিল না। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই পন্থার নিন্দা করছেন না, তিনি তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু ভগবানের সক্রিয় সেবা ব্যতীত, কেবল এই পন্থার দ্বারা সাধারণত মুক্তি লাভ করা যায় না। কেবল দম্ভের দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না।

শ্লোক ৪৭

রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য ।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচক্ষন্তে ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

রূপে—রূপে; **ইমে**—এই দুই; **সৎ-অসতী**—কার্য এবং কারণ; **তব**—আপনার; **বেদ-সৃষ্টে**—বেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; **বীজ-অঙ্কুরৌ**—বীজ এবং অঙ্কুর; **ইব**—সদৃশ; **ন**—কখনই না; **চ**—ও; **অন্যৎ**—অন্য কোন; **অরূপকস্য**—জড় রূপবিহীন আপনার; **যুক্তাঃ**—যারা আপনার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত; **সমক্ষম্**—চক্ষুর সম্মুখে; **উভয়ত্র**—দুইভাবেই (আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক); **বিচক্ষন্তে**—প্রকৃতপক্ষে দেখতে পারে; **ত্বাম্**—আপনি; **যোগেন**—কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **দারুষু**—কাঠে; **ন**—না; **অন্যতঃ**—অন্য কোন উপায়ে; **স্যাৎ**—সম্ভব।

অনুবাদ

প্রামাণিক বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা দেখা যায় যে, জড় জগতে কার্য এবং কারণের রূপ ভগবানেরই রূপ, কারণ জড় জগৎ তাঁরই শক্তি। কার্য এবং কারণ উভয়ই

ভগবানের শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই, হে ভগবান, জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন কার্য এবং কারণের বিচার করে দেখতে পান কিভাবে কাঠের মধ্যে অগ্নি ব্যাপ্ত, তেমনই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, আপনিই কার্য এবং কারণ।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক পন্থার তথাকথিত অনুগামীরা *মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়ন-স্বধর্ম-ব্যাখ্যা-রহো-জপ-সমাধয়ঃ* নামক বিভিন্ন পন্থার অনুশীলন করেন। এই পন্থাগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত পন্থা অনুসরণ করে প্রকৃত কার্য ও কারণ এবং সব কিছুর আদি কারণ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সব কিছুর আদি উৎস হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং (*সর্বকারণকারণম্*)। সব কিছুর এই মূল উৎস হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। তাঁর রূপ নিত্য চিন্ময়। বস্তুতপক্ষে তিনিই সব কিছুর মূল (*বীজং মাং সর্বভূতানাম্*)। যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে, সেই সবেরই কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তথাকথিত মৌন অথবা অন্য সমস্ত আজেবাজে উপায়ের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম কারণকে জানা যায়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/২১) পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*—সর্বকারণের মূল কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়। লোক-দেখানো কোন কপট উপায়ের দ্বারা কখনও তা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৪৮

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ ।
সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

ত্বম্—আপনি (হন); **বায়ুঃ**—বায়ু; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **অবনিঃ**—পৃথিবী; **বিয়ৎ**—আকাশ; **অম্বু**—জল; **মাত্রাঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **হৃদয়ম্**—মন; **চিৎ**—চেতনা; **অনুগ্রহঃ চ**—অহঙ্কার বা দেবতাগণ; **সর্বম্**—সব কিছু;

ত্বম্—আপনি; **এব**—কেবল; **স-গুণঃ**—ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতি; **বিগুণঃ**—জড়া প্রকৃতির অতীত চিৎ-স্ফুলিঙ্গ এবং পরমাত্মা; **চ**—এবং; **ভূমন্**—হে ভগবান; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **অস্তি**—আছে; **অপি**—যদিও; **মনঃ-বচসা**—মন এবং বাণীর দ্বারা; **নিরুক্তম্**—সব কিছু প্রকাশিত।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি বায়ু, পৃথিবী, আগুন, আকাশ, জল, তন্মাত্র, প্রাণবায়ু, পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, চেতনা এবং অহঙ্কার। বস্তুতপক্ষে, সূক্ষ্ম এবং স্থূল, সব কিছুই আপনি। মন এবং বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই আপনার থেকে ভিন্ন নয়।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের সর্ব-ব্যাপকত্বের ধারণা, যা বিশ্লেষণ করে তিনি কিভাবে সর্বব্যাপ্ত। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।* সব কিছুই ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে দর্শন করা যায়। *তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ*—ভগবান বলেছেন যে, যেখানে তাঁর ভক্তেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি কেবল সেখানেই থাকেন।

শ্লোক ৪৯

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ ॥ ৪৯ ॥

ন—নয়; **এতে**—এই সমস্ত; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **ন**—না; **গুণিনঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রধান দেবতা (যথা, রজোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা

ব্রহ্মা, এবং তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শিব); **মহৎ-আদয়ঃ**—পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র; **যে**—যা; **সর্বে**—সমস্ত; **মনঃ**—মন; **প্রভৃতয়ঃ**—ইত্যাদি; **সহদেব-মর্ত্যাঃ**—স্বর্গের দেবতা এবং মর্ত্যলোকের মানুষেরা; **আদি-অন্ত-বন্তঃ**—যাদের আদি এবং অন্ত রয়েছে; **উরুগায়**—মহাত্মাদের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান; **বিদন্তি**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ত্বাম্**—আপনি; **এবম্**—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **সুধিয়ঃ**—সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা; **বিরমন্তি**—বিরত হন; **শব্দাৎ**—বেদ অধ্যয়ন এবং বেদের মর্ম উপলব্ধি করার থেকে।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ), এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, পঞ্চ স্থূল তত্ত্ব, মন, দেবতা, মানুষ, কেউই আপনাকে জানতে পারে না, কারণ তারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সেই কথা বিবেচনা করে, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বেদ অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। ছেচল্লিশ শ্লোকে যে সমস্ত অনুশীলনের উল্লেখ করা হয়েছে (*মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোহধ্যয়ন-স্বধর্ম*), সেই সম্বন্ধে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তেরা কোন রকম গুরুত্ব দেন না। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পর, এই প্রকার ভক্তেরা আর *বেদ* অধ্যয়নে আগ্রহী থাকেন না। বস্তুতপক্ষে সেই কথা *বেদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *বেদে* বলা হয়েছে, *কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ম্ বক্ষ্যামহে*। এত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করার কি প্রয়োজন? বিভিন্নভাবে সেগুলির ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন? *বয়ম্ বক্ষ্যামহে*। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের আর কোন প্রয়োজন নেই, এমন কি মনোধর্মী দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার বর্ণনা করারও কোন প্রয়োজন নেই। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৫২) বলা হয়েছে—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি বেদ অধ্যয়ন থেকে বিরত হন। অন্যত্রও বলা হয়েছে, *আরাধিতো*

যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্—কেউ যদি ভগবানকে জানতে পেরে তাঁর সেবায় যুক্ত হন, তা হলে আর তপস্যা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু, কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠানের পর কেউ যদি ভগবানকে জানতে না পারে, তা হলে তার সেই সমস্ত অনুশীলন বৃথা।

শ্লোক ৫০

তৎ তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্ ।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৫০ ॥

তৎ—অতএব; **তে**—আপনাকে; **অর্হত্তম**—হে পূজ্যতম; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **স্তুতি-কর্ম-পূজাঃ**—স্তব আদি ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা আপনার পূজা; **কর্ম**—আপনাতে অর্পিত কর্ম; **স্মৃতিঃ**—নিরন্তর স্মরণ; **চরণয়োঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের; **শ্রবণম্**—সর্বদা শ্রবণ করে; **কথায়াম্**—আপনার বিষয়ে কথায়; **সংসেবয়া**—এই প্রকার ভক্তি; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **বিনা**—ব্যতীত; **ইতি**—এইভাবে; **ষড়ঙ্গয়া**—ছয়টি বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বিত; **কিম্**—কিভাবে; **ভক্তিম্**—ভক্তি ; **জনঃ**—মানুষ; **পরমহংস-গতৌ**—পরমহংসগণের লভ্য; **লভেত**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

অতএব, হে পূজ্যতম ভগবান, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ স্তব, কর্মফল অর্পণ, পূজা, কর্ম-সমর্পণ, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত কে পরমহংসগণের প্রাপ্য আপনার প্রতি ভক্তি লাভ করতে পারে?

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—*নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।* কেবল বেদ অধ্যয়ন এবং প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল তাঁকে জানা যায়। তাই ভগবানকে জানার পন্থা হচ্ছে ভক্তি। ভক্তি বিনা কেবল বৈদিক নির্দেশ পালন করার ফলে পরম তত্ত্বকে জানা যায়

না। সারগ্রাহী পরমহংসেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভক্তির ফল এই পরমহংসদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে, এবং সেই স্তর ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বৈদিক পন্থার দ্বারা লাভ করা যায় না। জ্ঞান, যোগ আদি অন্যান্য পন্থা তখনই সার্থক হয়, যখন তা ভক্তিযুক্ত হয়। আমরা যখন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদির কথা বলি, তখন যোগ শব্দে ভক্তিকেই বোঝায়। পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সম্পাদিত ভক্তিযোগ বা বুদ্ধিযোগই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পন্থা। কেউ যদি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

শ্লোক ৫১

শ্রীনারদ উবাচ

এতাবদ্বর্ণিতগুণো ভক্ত্যা ভক্তেন নির্গুণঃ ।
প্রহ্লাদং প্রণতং প্রীতো যতমন্যুরভাষত ॥ ৫১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রী নারদ মুনি বললেন; **এতাবৎ**—এই পর্যন্ত; **বর্ণিত**—বর্ণিত; **গুণঃ**—দিব্য গুণাবলী; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **ভক্তেন**—ভক্ত (প্রহ্লাদ মহারাজের) দ্বারা; **নির্গুণঃ**—গুণাতীত ভগবান; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **প্রণতম্**—যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছিলেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **যতমন্যুঃ**—তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—এইভাবে ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের অপ্রাকৃত প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করেছিলেন, এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *নির্গুণ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মায়াবাদীরা পরম সত্যকে নির্গুণ বা নিরাকার বলে স্বীকার করে। *নির্গুণ* শব্দটির অর্থ জড় গুণরহিত। ভগবান চিন্ময় গুণে পূর্ণ হওয়ার ফলে, তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করে প্রহ্লাদকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৫২

শ্রীভগবানুবাচ

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম ।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্ ॥ ৫২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রহ্লাদ**—হে প্রিয় প্রহ্লাদ; **ভদ্র**—তুমি অত্যন্ত স্নিগ্ধ; **ভদ্রম্**—সমস্ত সৌভাগ্য; **তে**—তোমার; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **অহম্**—আমি (হই); **তে**—তোমাকে; **অসুর-উত্তম**—হে অসুর-কুলোদ্ভূত শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **বরম্**—বর; **বৃণীষ্ব**—আমার কাছে প্রার্থনা কর; **অভিমতম্**—ঈপ্সিত; **কাম-পূরঃ**—যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। হে অসুরোত্তম, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি সমস্ত মানুষের বাসনা পূর্ণ করি, সুতরাং তুমি আমার কাছে তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

তাৎপর্য

ভগবান ভক্তবৎসল। ভগবান যে তাঁর ভক্তকে সমস্ত বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তা অস্বাভাবিক নয়। সেই সম্পর্কে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের বাসনা পূর্ণ করি। যেহেতু তুমি আমার ভক্ত, তাই তুমি যা চাও তাই তুমি পাবে। কিন্তু তুমি যদি অন্যের হয়ে কিছু প্রার্থনা কর, তা হলে তোমার সেই প্রার্থনাও পূর্ণ হবে।" এইভাবে আমরা যদি ভগবান কিংবা তাঁর ভক্তের শরণাগত হই, অথবা আমরা ভক্তের আশীর্বাদ লাভ করি, তা হলে আমরা স্বভাবতই ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করব। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি বৈষ্ণব গুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৫৩

মামপ্রীণত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্লভং হি মে ।
দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি ॥ ৫৩ ॥

মাম্—আমাকে; **অপ্রীণতঃ**—প্রসন্ন না করে; **আয়ুষ্মন্**—হে দীর্ঘজীবী প্রহ্লাদ; **দর্শনম্**—দর্শন করে; **দুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মাম্**—আমাকে; **ন**—না; **পুনঃ**—পুনরায়; **জন্তুঃ**—জীব; **আত্মানম্**—নিজের জন্য; **তপ্তুম্**—শোক করার জন্য; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

হে প্রহ্লাদ, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমাকে প্রসন্ন না করে কেউই আমাকে জানতে পারে না বা উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু যে আমাকে দর্শন করেছে অথবা আমাকে প্রসন্ন করেছে, তাকে আর তার নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য শোক করতে হয় না।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রসন্নতা বিধান না করে কোন অবস্থাতেই সুখী হওয়া যায় না, কিন্তু যিনি জানেন কিভাবে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে হয়, তাঁকে আর তাঁর জাগতিক অবস্থার জন্য শোক করতে হয় না।

শ্লোক ৫৪

প্রীণন্তি হ্যথ মাং ধীরাঃ সর্বভাবেন সাধবঃ ।
শ্রেয়স্কামা মহাভাগ সর্বাসামাশিষাং পতিম্ ॥ ৫৪ ॥

প্রীণন্তি—প্রসন্ন করার চেষ্টা করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অথ**—এই কারণে; **মাম্**—আমাকে; **ধীরাঃ**—যাঁরা ধীর এবং পরম বুদ্ধিমান; **সর্ব-ভাবেন**—সর্বতোভাবে, ভক্তির বিভিন্ন উপায়ে; **সাধবঃ**—সদাচারী ব্যক্তিগণ (যাঁরা সর্বতোভাবে সিদ্ধ); **শ্রেয়স্কামাঃ**—জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভের বাসনা করে; **মহা-ভাগ**—হে পরম ভাগ্যবান; **সর্বাসাম্**—সমস্ত; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **পতিম্**—পতি (আমাকে)।

অনুবাদ

হে প্রহ্লাদ, তুমি মহা-ভাগ্যবান। যাঁরা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং উন্নত, তাঁরা সর্বতোভাবে আমার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেন, কারণ আমিই সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারি।

তাৎপর্য

ধীরাঃ সর্বভাবেন শব্দগুলির অর্থ 'আপনি যেইভাবে চান' তা নয়। *ভাব* হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা—

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/৪/১৬)

ভগবৎ প্রেম লাভের পূর্বে ভাব হচ্ছে চরম অবস্থা। *সর্বভাব* শব্দটির অর্থ ভগবানকে বিভিন্ন দিব্য রসে সেবা করা যায়, যথা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। শান্ত রসটি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার শুরুর সীমা। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম শুরু হয় দাস্য থেকে এবং তা বিকশিত হয় সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্যে। তবুও এই পাঁচটি রসের যে কোন একটিতে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা যায়। যেহেতু আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, তাই উপরোক্ত রসের যে কোন একটিতে সেই সেবা সম্পাদন করা যায়।

শ্লোক ৫৫

শ্রীনারদ উবাচ

এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ ।
একান্তিত্বাদ্ ভগবতি নৈচ্ছৎ তানসুরোত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রলোভ্যমানঃ**—প্রলোভিত হয়ে; **অপি**—যদিও; **বরৈঃ**—বরের দ্বারা; **লোক**—জগতের; **প্রলোভনৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার প্রলোভনের দ্বারা; **একান্তিত্বাৎ**—সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়ার ফলে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ন ঐচ্ছৎ**—তিনি চাননি; **তান্**—সেই সমস্ত বর; **অসুর-উত্তমঃ**—অসুর-কুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন অসুরকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অসুরেরা সর্বদা জড় সুখের বাসনা করে। কিন্তু ভগবান যদিও এই জগতের সমস্ত সুখ ভোগ করার বর প্রদান করে তাঁকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুই গ্রহণ করতে চাননি।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ এবং ধ্রুব মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্তেরা ভক্তির কোন স্তরেই জড়-জাগতিক লাভের অভিলাষ করেন না। ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ ভগবানের কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের কামনা করেননি। তিনি বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।* শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি ভগবানের কাছে কোন জড়-জাগতিক বর প্রার্থনা করেননি। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের উপদেশ দিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে জগদীশ, আমি জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য, যশ অথবা সুন্দরী রমণী কামনা করি না। আমার একমাত্র বাসনা যেন জন্ম-জন্মান্তরে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আপনার সেবা করে যেতে পারি।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজকে আনন্দ দান করে ভগবান নৃসিংহদেব অন্তর্ধান করেছিলেন। রুদ্রপতি ভগবান শিবের অনুগ্রহও এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে একের পর এক বহু বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ সেগুলিকে পারমার্থিক উন্নতির প্রতিবন্ধক বলে মনে করে তার একটিও গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে আত্মেন্দ্রিয় সুখের কামনা করে, তা হলে তাকে শুদ্ধ ভক্ত এমন কি ভক্ত বলেও সম্বোধন করা যায় না। সে ব্যবসায়ী বণিক মাত্র। তেমনই, যে প্রভু তার ভৃত্যের সেবা গ্রহণ করার পর তাকে ভোগ আদি বিষয় প্রদান করেন, তিনিও প্রকৃত প্রভু নন।" প্রহ্লাদ মহারাজ তাই ভগবানের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি বলেছিলেন যদি ভগবান তাঁকে বর দিতে চান, তা হলে তিনি যেন প্রহ্লাদকে এই বর প্রদান করেন, যেন তাঁর হৃদয়ে কখনও জড় বাসনার উদয় না হয়। কাম অত্যন্ত অনিষ্টকর। তার উদয়ে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, স্মৃতি, সত্য—সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে যায়। হৃদয়ে যখন আর কোন জড় বাসনা থাকে না, তখনই কেবল শুদ্ধ ভক্তিতে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা যায়।

প্রহ্লাদের ঐকান্তিক ভক্তিতে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ ভগবানের কাছে কোন বর না চাইলেও ভগবান তাঁকে একটি বর প্রদান করেছিলেন—তিনি এই জগতে পূর্ণরূপে সুখী হবেন এবং তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে নিবাস করবেন। ভগবান তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তিনি মন্বন্তর কাল পর্যন্ত এই জড় জগতের রাজা হবেন, এবং এই জড় জগতে থাকলেও তিনি ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ পাবেন এবং নিষ্কাম ভক্তিযোগ অবলম্বনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করে সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করবেন। ভগবান প্রহ্লাদ

মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে, কারণ সেটি রাজার কর্তব্য।

প্রহ্লাদ মহারাজ তা স্বীকার করে তাঁর পিতার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় ভগবান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কেবল তাঁর পিতাই নয়, তাঁর মতো ভক্ত যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই বংশের একুশ পুরুষ মুক্ত হয়ে যাবে। ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য সম্পাদন করার উপদেশও প্রদান করেছিলেন।

তখন, সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মাও প্রহ্লাদ মহারাজকে বর দান করার জন্য, ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বহু স্তব করেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরদের আর বর দান না করতে, কারণ এই প্রকার বর লাভ করে তারা প্রশ্রয় পায়। তারপর ভগবান নৃসিংহদেব অন্তর্ধান করেছিলেন। সেইদিন, ব্রহ্মা এবং শুক্রাচার্য প্রহ্লাদ মহারাজকে বিশ্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

এইভাবে নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন। তারপর তিনি রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধ এবং দ্বাপর যুগে শিশুপাল ও দন্তবক্র বধের কথা বর্ণনা করেছিলেন। শিশুপাল ভগবানের শরীরে লীন হয়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশংসা করেছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু, এবং তিনি প্রায় সর্বদাই তাঁদের গৃহে অবস্থান করতেন। তাই পাণ্ডবদের সৌভাগ্য ছিল প্রহ্লাদ মহারাজের থেকেও অধিক।

তারপর নারদ মুনি বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে ময়দানব অসুরদের জন্য ত্রিপুর নির্মাণ করেছিলেন। তার ফলে অসুরেরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে দেবতাদের পরাস্ত করেছিল। এই পরাজয়ের ফলে রুদ্রদেব বা শিব ত্রিপুর ধ্বংস করে ত্রিপুরারি নামে বিখ্যাত হন এবং সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পূজিত হন। এই অধ্যায়ের শেষে এই আখ্যায়িকাটি বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

ভক্তিযোগস্য তৎ সর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ভক্তি-যোগস্য**—ভগবদ্ভক্তির; **তৎ**—সেই সমস্ত (ভগবান নৃসিংহদেব প্রদত্ত আশীর্বাদ এবং বর); **সর্বম্**—তার প্রত্যেকটি; **অন্তরায়তয়া**—(ভক্তিযোগের পথে) প্রতিবন্ধক হওয়ার ফলে; **অর্ভকঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ নিতান্ত বালক হওয়া সত্ত্বেও; **মন্যমানঃ**—বিবেচনা করে; **হৃষীকেশম্**—ভগবান নৃসিংহদেবকে; **স্ময়মানঃ**—ঈষৎ হাস্য সহকারে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ নিতান্ত বালক হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান নৃসিংহদেবের দ্বারা প্রদত্ত সেই সমস্ত বরগুলিকে ভক্তিযোগের প্রতিবন্ধক বলে মনে করে, ঈষৎ হাস্য সহকারে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক লাভ ভগবদ্ভক্তির চরম লক্ষ্য নয়। ভক্তির চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবৎ প্রেম। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজ, যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং অন্য বহু ভগবদ্ভক্ত রাজারা অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান হলেও তাঁদের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁরা ভগবানের সেবার জন্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়। জড় ঐশ্বর্য সমন্বিত হওয়া অবশ্য সর্বদাই ভীতিজনক, কারণ জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্* হওয়ার ফলে, কখনও জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। পক্ষান্তরে, তাঁর সমস্ত সম্পদ তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। কেউ যখন জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হন, তখন সেই ঐশ্বর্য মায়া প্রদত্ত বলে মনে করতে হবে, কিন্তু যখন তা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তা ভগবানের দান বা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২

শ্রীপ্রহ্রাদ উবাচ

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যা সক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ (পরমেশ্বর ভগবানকে) বললেন; **মা**—করবেন না; **মাম্**—আমাকে; **প্রলোভয়**—প্রলোভিত; **উৎপত্ত্যা**—(অসুরকুলে) আমার জন্ম হওয়ার জন্য; **সক্তম্**—(আমি ইতিমধ্যেই) আসক্ত; **কামেষু**—জড়সুখ ভোগের প্রতি; **তৈঃ**—সেই সবের দ্বারা; **বরৈঃ**—জড় সম্পদ লাভের বর; **তৎ-সঙ্গ-ভীতঃ**—এই প্রকার সঙ্গের ভয়ে ভীত; **নির্বিণ্ণঃ**—জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত; **মুমুক্ষুঃ**—বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে; **ত্বাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; **উপাশ্রিতঃ**—আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে ভগবান, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত। তাই, দয়া করে আমাকে এই সমস্ত বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করবেন না। আমি ভৌতিক অবস্থার ভয়ে অত্যন্ত ভীত, এবং তাই আমি এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাই। সেই জন্যই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

তাৎপর্য

সংসার-জীবন মানে দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর প্রতি আসক্তি। এই আসক্তির ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা, বিশেষ করে কাম ভোগ। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কেউ যখন জড় সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন তার জ্ঞান অপহৃত হয় (*হৃতজ্ঞানাঃ*)। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যারা জড় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তারা জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তারা বিশেষ করে দুর্গা এবং শিবের পূজার প্রতি আসক্ত, কারণ এই দিব্য দম্পতি তাঁদের ভক্তদের সমস্ত জড় ঐশ্বর্য প্রদান করতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু সমস্ত জড় ভোগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তাই তিনি কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ না করে, ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তা থেকে বুঝতে হবে যে, কেউ যদি সত্য সত্যই এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, এবং ত্রিতাপ দুঃখ ও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করতে হবে। কারণ ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি দান করতে পারেন না। নাস্তিকেরা জড় সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা জড় সুখ ভোগের যতই সুযোগ পায়, ততই

তারা তা গ্রহণ করতে চায়। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু সেই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। বিষয়াসক্ত পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেও যেহেতু তিনি ছিলেন ভক্ত, তাই তাঁর কোন জড় বাসনা ছিল না (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*)।

শ্লোক ৩

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো ॥ ৩ ॥

ভৃত্য-লক্ষণ-জিজ্ঞাসুঃ—শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শনে অভিলাষী; **ভক্তম্**—ভক্ত; **কামেষু**—কাম-বাসনাপ্রধান জড় জগতে; **অচোদয়ৎ**—প্রেরণ করেছেন; **ভবান্**—আপনি; **সংসার-বীজেষু**—এই জড় জগতে উপস্থিত থাকার মূল কারণ; **হৃদয়-গ্রন্থিষু**—সমস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয়ে রয়েছে যে জড় সুখ ভোগের বাসনা; **প্রভো**—হে পরমারাধ্য ভগবান।

অনুবাদ

হে পরমারাধ্য ভগবান, যেহেতু সকলের হৃদয়ে ভববন্ধনের মূল কারণরূপ কাম-বাসনার বীজ রয়েছে, তাই আপনি আমাকে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করার জন্য এই জড় জগতে প্রেরণ করেছেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তদের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের নিজেদের আচরণের দ্বারা ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বৈকুণ্ঠলোক থেকে এই জগতে আসেন। এই জড় জগতের জীবেরা এই প্রকার নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী হন। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ভগবানের আদেশে বৈকুণ্ঠলোক থেকে আসেন এবং তাঁর আচরণের দ্বারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন। এই জড় জগতে আসা সত্ত্বেও নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরা কখনও জড় সুখ ভোগের প্রলোভনের দ্বারা প্রলোভিত হন না। এই প্রকার নিত্যসিদ্ধ ভক্তের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বংশে জন্মগ্রহণ করলেও কোন প্রকার জড় সুখ ভোগের প্রতি কখনও আসক্ত ছিলেন না। শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করার জন্য ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে বৈষয়িক বর দানের দ্বারা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন,

কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ সেগুলি গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ, ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এই জড় জগতে প্রেরণ করতে চান না, এবং ভক্তেরও এখানে আসার কোন জড় উদ্দেশ্য থাকে না। ভগবান স্বয়ং যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন; তখন তিনি জড় পরিবেশের দ্বারা প্রলুব্ধ হন না, এবং এই জড় জগতে তাঁর করণীয় কিছুই থাকে না, তবুও তিনি তাঁর দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধারণ মানুষদের ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেন। তেমনই ভক্তও ভগবানের আদেশ অনুসারে, তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে আসেন। তাই শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত জীবের, এমন কি ব্রহ্মারও আদর্শস্বরূপ হন।

শ্লোক ৪

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥ ৪ ॥

ন—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **তে**—আপনার; **অখিল-গুরো**—হে সমস্ত সৃষ্টির পরম গুরু; **ঘটেত**—এমন হতে পারে; **করুণাত্মনঃ**—ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত করুণাময় ভগবান; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তে**—আপনার থেকে; **আশিষঃ**—জড়-জাগতিক লাভ; **আশাস্তে**—বাসনা করে (আপনার সেবার বিনিময়ে); **ন**—না; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ভৃত্যঃ**—সেবক; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বণিক্**—ব্যবসাদার (যে তার ব্যবসা থেকে লাভ করতে চায়)।

অনুবাদ

অন্যথা, হে ভগবান, হে সমগ্র জগতের গুরু, আপনি আপনার ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে, তাঁর পক্ষে অহিতকর কোন কিছু তাঁকে আপনি করতে দেন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আপনার সেবার বিনিময়ে কোন জাগতিক লাভ কামনা করে, সে আপনার শুদ্ধ ভক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে একটি বণিক যে তার সেবার বিনিময়ে লাভ চায়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও দেখা যায় যে, কেউ ভক্তের কাছে অথবা মন্দিরে ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক লাভের জন্য আসে। সেই প্রকার ব্যক্তিদের এখানে বণিক বলে

বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর কথা বলা হয়েছে। আর্ত হচ্ছে তারা যারা শারীরিক দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, এবং অর্থার্থীরা ধন-সম্পদ চায়। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের আশীর্বাদে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তির জন্য অথবা টাকা-পয়সা লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। *ভগবদ্গীতায়* তাদের সুকৃতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাদের আর্ত এবং অর্থার্থী হওয়ার ফলে তারা ভগবানের শরণাগত হয়েছে। সুকৃতিসম্পন্ন না হলে ভগবানের শরণাগত হওয়া যায় না। কিন্তু, কোন ব্যক্তি পুণ্যবান হওয়ার ফলে জাগতিক বস্তু লাভ করতে পারে, কিন্তু জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। শুদ্ধ ভক্ত যখন জড় ঐশ্বর্য লাভ করেন, সেটি তাঁর পুণ্যকর্মের ফল নয়, পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তির ফল। কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই পুণ্যবান হন। তাই, শুদ্ধ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। তাঁর জড়-জাগতিক লাভের কোন বাসনা নেই, এবং ভগবানও তাঁকে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন না। ভক্তের যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন ভগবান তা সরবরাহ করেন (*যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*)।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও কখনও মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে কিছু ফল এবং ফুল নিবেদন করে, কারণ তারা *ভগবদ্গীতা* থেকে জানতে পেরেছে, ভক্ত যদি কিছু ফল এবং ফুল ভগবানকে নিবেদন করেন, তা হলে ভগবান তা গ্রহণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" এইভাবে বণিকের মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ মনে করে যে, সে যদি কেবল একটি ফল এবং ফুল নিবেদন করে তার বিনিময়ে অনেক ধন সম্পদ লাভ করতে পারে, তা হলে সেটি খুব ভাল ব্যবসা। এই প্রকার মানুষেরা শুদ্ধ ভক্ত নয়। যেহেতু তাদের বাসনা শুদ্ধ নয়, তাই তারা মন্দিরে গিয়ে ভগবদ্ভক্তির অভিনয় করলেও তারা বণিক মাত্র। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখনই কেবল তিনি শুদ্ধ হতে পারেন, এবং সেই শুদ্ধ অবস্থাতেই কেবল ভগবানের সেবা করা সম্ভব। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* এটিই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তর।

শ্লোক ৫

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥ ৫ ॥

আশাসানঃ—(সেবার বিনিময়ে) কোন কিছু কামনা করে; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভৃত্যঃ**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা যোগ্য সেবক; **স্বামিনি**—প্রভুর থেকে; **আশিষঃ**—জাগতিক লাভ; **আত্মনঃ**—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **ন**—না; **স্বামী**—প্রভু; **ভৃত্যতঃ**—সেবক থেকে; **স্বাম্যম্**—প্রভু হওয়ার মর্যাদা সমন্বিত পদ; **ইচ্ছন্**—বাসনা করে; **যঃ**—এই প্রকার যে প্রভু; **রাতি**—প্রদান করেন; **চ**—ও; **আশিষঃ**—জড়-জাগতিক লাভ।

অনুবাদ

যে ভৃত্য তার সেবার বিনিময়ে প্রভুর কাছ থেকে কোন রকম জাগতিক লাভের বাসনা করে, সে যোগ্য সেবক বা শুদ্ধ ভক্ত নয়। তেমনই, যে প্রভু তার প্রভুত্বের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তার ভৃত্যকে জড়-জাগতিক লাভ প্রদান করেন, তিনিও শুদ্ধ প্রভু নন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) উল্লেখ করা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—"যাদের মনোবৃত্তি কামের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, তারা দেবতাদের শরণাগত হয়।" দেবতারা কখনও প্রভু হতে পারেন না, কারণ প্রকৃত প্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। দেবতারা তাদের প্রভুত্ব বজার রাখার জন্য তাঁদের পূজকদের বাসনা অনুসারে বর প্রদান করেন। যেমন, এক সময় এক অসুর শিবের কাছ থেকে বর লাভ করেছিল যে, যারই মাথায় সে হাত রাখবে, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। দেবতাদের কাছ থেকে এই রকম বর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে ভগবান তাঁকে কখনও এই প্রকার নিন্দনীয় বর প্রদান করবেন না। পক্ষান্তরে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৮/৮) বলা হয়েছে, *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।* কেউ যদি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হন অথচ সেই সঙ্গে ভগবানের সেবক হতে চান, তা হলে ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অসীম করুণাবশত তার সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে নেন এবং তাকে শুদ্ধ ভক্ত হতে বাধ্য করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ শুদ্ধ ভক্ত এবং শুদ্ধ প্রভুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

ভগবান হচ্ছেন শুদ্ধ প্রভু—পরম প্রভু, এবং তাঁর জড় বাসনা রহিত অনন্য ভক্ত হচ্ছেন তাঁর শুদ্ধ ভৃত্য। জড় বাসনা সমন্বিত ব্যক্তি কখনও ভৃত্য হতে পারে না, এবং যিনি তাঁর পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্য অনর্থক তাঁর ভৃত্যকে আশীর্বাদ প্রদান করেন, তিনিও প্রকৃত প্রভু নন।

শ্লোক ৬

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ৬ ॥

অহম্—আমি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অকামঃ**—নিষ্কাম; **ত্বৎ-ভক্তঃ**—নিষ্কামভাবে আপনার প্রতি পূর্ণরূপে আসক্ত; **ত্বম্ চ**—আপনিও; **স্বামী**—প্রকৃত প্রভু; **অনপাশ্রয়ঃ**—নিষ্কামভাবে (আপনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রভু হন না); **ন**—না; **অন্যথা**—প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বিনা; **ইহ**—এখানে; **আবয়োঃ**—আমাদের; **অর্থঃ**—কোন স্বার্থ (ভগবান শুদ্ধ প্রভু এবং প্রহ্লাদ মহারাজ নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত); **রাজ**—রাজার; **সেবকয়োঃ**—এবং সেবকের; **ইব**—সদৃশ (ঠিক যেমন রাজা সেবকের লাভের জন্য কর গ্রহণ করেন অথবা রাজার লাভের জন্য প্রজারা কর প্রদান করেন)।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমি আপনার নিষ্কাম সেবক, এবং আপনি আমার নিত্য প্রভু। আমাদের প্রভু এবং ভৃত্য হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি প্রকৃতই আমার প্রভু এবং আমি স্বভাবতই আপনার সেবক। আমাদের আর অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—"আমি সমস্ত লোকের ঈশ্বর, এবং আমিই পরম ভোক্তা।" এটিই ভগবানের স্বাভাবিক স্থিতি, এবং জীবের স্বাভাবিক স্থিতি হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এই সম্পর্ক যদি বজায় থাকে, তা হলে প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে বাস্তবিক সুখ নিত্য বিরাজ করে। দুর্ভাগ্যবশত, সেই নিত্য সম্পর্ক যখন ব্যাহত হয়, তখন সে পৃথকভাবে সুখী হতে চায় এবং তার প্রভুকে তার আজ্ঞাবাহক

বলে মনে করে। এইভাবে সে কখনও সুখী হতে পারে না, এবং প্রভুরও কর্তব্য নয় তাঁর ভৃত্যের আদেশ পালন করা। তিনি যদি তা করেন, তা হলে তিনি প্রকৃত প্রভু নন। প্রকৃত প্রভু আদেশ দেন, "তোমাকে এটা করতেই হবে," এবং প্রকৃত সেবক তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করেন। ভগবান এবং তাঁর অধীনস্থ জীবের মধ্যে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলে, প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জীব *আশ্রয়* বা অধীন তত্ত্ব, এবং ভগবান *বিষয়* বা জীবনের চরম লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত যারা এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ আছে, তারা সেই কথা জানে না। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—জড়া প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে এই জড় জগতে সকলেই ভুলে গেছে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হওয়া।

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

পদ্মপুরাণে শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেছেন যে, জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধান করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই শিক্ষা দিয়েছেন, *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।* দাসের অনুদাস হওয়াই কর্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজও ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাঁকে তাঁর সেবায় যুক্ত করেন। এটিই ভগবদ্ভক্তির পন্থা। ভক্ত যখন ভগবানকে তাঁর আজ্ঞাবাহক বানাতে চায়, তখনও ভগবান সেই স্বার্থপর ভক্তের প্রভু হতে অস্বীকার করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"মানুষ যেভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি সেইভাবে তাকে পুরস্কৃত করি।" বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী। মানুষ যতক্ষণ এই প্রকার কলুষিত অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না।

শ্লোক ৭

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥ ৭ ॥

যদি—যদি; **দাস্যসি**—দান করতে চান; **মে**—আমাকে; **কামান্**—ঈপ্সিত বস্তু; **বরান্**—আপনার আশীর্বাদরূপে; **ত্বম্**—আপনি; **বরদ-ঋষভ**— যে কোন বর প্রদানে

সক্ষম ভগবান; **কামানাম্**—জড় সুখের সমস্ত বাসনার; **হৃদি**—আমার হৃদয়ে; **অসংরোহম্**—অনুৎপত্তি; **ভবতঃ**—আপনার থেকে; **তু**—তা হলে; **বৃণে**—আমি প্রার্থনা করি; **বরম্**—এই প্রকার বর।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করতে চান, তা হলে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার হৃদয়ে কোন জড় বাসনার উদয় না হয়।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করতে হয়, সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে ভগবান, আমি আপনার কাছে ধন চাই না, কোন অনুগামী চাই না, সুন্দরী স্ত্রী চাই না, কারণ এই সবই জড় বাসনা। আমি কেবল আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন জন্ম-জন্মান্তরে, সমস্ত পরিস্থিতিতেই, আমি আপনার দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে কখনও বঞ্চিত না হই।" ভক্তেরা মায়াবাদীদের মতো ভ্রান্ত স্থিতিতে অবস্থান করেন না, তাঁরা বাস্তবিক স্থিতিতে অধিষ্ঠিত। মায়াবাদীরা মনে করে যে, সব কিছুই নির্বিশেষ অথবা শূন্য, কিন্তু ভক্তদের দৃষ্টিতে সব কিছুই পূর্ণ। কেউই শূন্যে থাকতে পারে না; পক্ষান্তরে, সকলকেই কিছু না কিছুতে যুক্ত হতে হয়। তাই ভক্ত কিছু না কিছু চান, এবং ভক্তের এই সম্পদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "আমাকে যদি আপনার কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতেই হয়, তা হলে আমি প্রার্থনা করি যে, আমার হৃদয়ে যেন কোন জড় বাসনা না থাকে।" ভগবানকে সেবা করার বাসনা মোটেই জড় নয়।

শ্লোক ৮

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্মো ধৃতির্মতিঃ ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **আত্মা**—দেহ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ধৃতিঃ**—ধৈর্য; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **হ্রীঃ**—লজ্জা; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **তেজঃ**—বল; **স্মৃতিঃ**—স্মরণশক্তি; **সত্যম্**—সত্য; **যস্য**—যে সমস্ত কাম-বাসনার; **নশ্যন্তি**—বিনষ্ট হয়; **জন্মনা**—জন্ম থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, জন্ম থেকেই কাম-বাসনার ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, ঐশ্বর্য, বল, স্মৃতি এবং সত্য, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে *কামং হৃদ্‌রোগম্*। বৈষয়িক জীবনের অর্থ, কাম নামক এক ভয়ঙ্কর রোগের দ্বারা আক্রান্ত জীবন। মুক্তির অর্থ হচ্ছে কামবাসনা থেকে মুক্ত হওয়া, কারণ এই বাসনার ফলেই বার বার জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কামবাসনা অতৃপ্ত থাকে, ততক্ষণ জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাই জড় বাসনার ফলে মানুষ নানা প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে তার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। এই রোগের একমাত্র ঔষধ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, যার শুরু হয় সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর থেকে। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। *অন্যাভিলাষিতা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জড় বাসনা,' এবং *শূন্যম্* শব্দের অর্থ 'মুক্ত হওয়া'। জীবাত্মার চিন্ময় কার্যকলাপ এবং চিন্ময় বাসনা রয়েছে, যার বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*। শুদ্ধ ভক্তিতে ভগবানের সেবা করাই একমাত্র চিন্ময় বাসনা। কিন্তু এই চিন্ময় বাসনা পূর্ণ করতে হলে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয়। বাসনা রহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। তার বর্ণনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। জড় বাসনার উদয় হওয়া মাত্রই জীব তার চিন্ময় স্বরূপ হারিয়ে ফেলে। তখন তার ইন্দ্রিয়, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, সব কিছুই তার মূল কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়। জড় বাসনার উদয় হওয়া মাত্রই জীব আর তার ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন ইত্যাদি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে না। মায়াবাদীরা নির্বিশেষ, ইন্দ্রিয়হীন, মনহীন হতে চায়, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। জীবের ধর্মই হচ্ছে বাসনা, অভিলাষ ইত্যাদি নিয়ে সর্বদা জীবিত থাকা। কিন্তু, সেগুলিকে পবিত্র করতে হয়, যাতে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে

চিন্ময় বাসনা এবং চিন্ময় অভিলাষ করা যায়। প্রতিটি জীবের মধ্যেই এই প্রবণতাগুলি রয়েছে, কারণ সে হচ্ছে জীব। কিন্তু জীব যখন জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাকে জড়া প্রকৃতির হস্তে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখভোগ করতে হয়। কেউ যদি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

"ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। জীবাত্মা যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তার দুটি লাভ হয়—এক, সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্তি, এবং দুই, ইন্দ্রিয়ের নির্মলত্ব।"

শ্লোক ৯

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্ ।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

বিমুঞ্চতি—ত্যাগ করেন; **যদা**—যখনই; **কামান্**—সমস্ত জড় বাসনা; **মানবঃ**—মানব-সমাজ; **মনসি**—মনের ভিতর; **স্থিতান্**—অবস্থিত; **তর্হি**—তখনই কেবল; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুণ্ডরীকাক্ষ**—হে কমলনয়ন ভগবান; **ভগবত্ত্বায়**—ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্যশালী হতে; **কল্পতে**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান, মানুষ যখন তার মনের সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়, তখন সে আপনারই মতো ঐশ্বর্য লাভ করার যোগ্য হয়।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা কখনও কখনও ভক্তদের সমালোচনা করে বলে, "যদি আপনারা ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতে না চান এবং যদি ভগবানের সেবক ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্যশালী হন, তা হলে আপনারা ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার বর প্রার্থনা করেন কেন?" শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায়

লিখেছেন—*ভগবত্ত্বায় ভগবৎসমান্ ঐশ্বর্যায়*। *ভগবত্ত্ব অর্থাৎ* ভগবানের মতো হওয়ার অর্থ ভগবানের সঙ্গে এক হওয়া বা ভগবানের সমান হওয়া নয়, যদিও চিৎ-জগতে ভৃত্য প্রভুরই মতো সমান ঐশ্বর্য সমন্বিত। ভগবানের সেবক ভগবানের দাস, সখা, পিতা, মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁরা সকলেই ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্য সমন্বিত। এটি *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব*। প্রভু এবং ভৃত্য ভিন্ন কিন্তু তাঁরা সমান ঐশ্বর্য সমন্বিত। এটিই যুগপৎ ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন হওয়ার অর্থ।

শ্লোক ১০

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ১০ ॥

ওঁ—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বরকে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **মহাত্মনে**—পরমাত্মাকে; **হরয়ে**—ভক্তের সমস্ত দুঃখ দূরকারী শ্রীহরিকে; **অদ্ভুত-সিংহায়**—অদ্ভুত সিংহরূপী ভগবান নৃসিংহদেবকে; **ব্রহ্মণে**—পরব্রহ্মকে; **পরমাত্মনে**—পরমাত্মাকে।

অনুবাদ

হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান! হে পরমাত্মা, সকল দুঃখহন্তা! হে অদ্ভুত নরসিংহ রূপধারী পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্ত ভগবত্ত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভক্ত আর তখন দাস থাকে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্য সমন্বিত হলেও ভগবানের উদ্দেশ্যে সর্বদাই তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন এবং তাঁর সেবা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে শান্ত করছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করেছিলেন। তিনি দাসরূপে তাঁর স্থিতি বর্ণনা করেছেন এবং ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ
আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ ।
তথাপি মন্বন্তরমেতদত্র
দৈত্যেশ্বরাণামনুভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ন**—না; **একান্তিনঃ**—অনন্য ভক্তি ব্যতীত অন্য বাসনা বিহীন; **মে**—আমার থেকে; **ময়ি**—আমাকে; **জাতু**—যে কোন সময়ে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আশাসতে**—ঐকান্তিক ইচ্ছা; **অমুত্র**—পরজন্মে; **চ**—এবং; **যে**—এই প্রকার যে সমস্ত ভক্ত; **ভবৎ-বিধাঃ**—তোমার মতো; **তথাপি**—তবুও, **মন্বন্তরম্**—এক মনুর জীবনের অন্ত পর্যন্ত; **এতৎ**—এই; **অত্র**—এই জড় জগতে; **দৈত্য-ঈশ্বরাণাম্**—জড়বাদী ব্যক্তিদের ঐশ্বর্যের; **অনুভুঙ্‌ক্ষ্ব**—তুমি ভোগ করতে পার; **ভোগান্**—সমস্ত জড় ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে প্রিয় প্রহ্লাদ, তোমার মতো ভক্ত ইহলোকে অথবা পরলোকে, কোন প্রকার জড় ঐশ্বর্য বাসনা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি যে, তুমি এই মন্বন্তর পর্যন্ত এখানে দৈত্যদের অধীশ্বর হয়ে, এই জড় জগতে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য উপভোগ কর।

তাৎপর্য

এক মনুর আয়ু একাত্তর চতুর্যুগ। প্রতিটি চতুর্যুগের স্থিতি ৪৩,০০,০০০ বৎসর। নাস্তিকেরা যদিও জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার জন্য বহু চেষ্টা এবং বহু শক্তি ব্যয় করে বড় বড় বাড়ি, রাস্তা, নগরী এবং কলকারখানা বানায়, তবুও দুর্ভাগ্যবশত তারা আশি, নব্বই অথবা বড় জোর একশ বছরেরও বেশি বাঁচে না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদিও কঠোর পরিশ্রম করে এক অলীক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে, তবুও তারা কয়েক বছরের বেশি তা উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু, প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবান তাঁকে দৈত্যদের রাজারূপে জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ জড়বাদী হিরণ্যকশিপুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন তাঁর পিতার

ন্যায্য উত্তরাধিকারী, তাই ভগবান তাঁকে তাঁর পিতার রাজ্য এত দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যে, কোন জড়বাদী ব্যক্তি তা হিসাব পর্যন্ত করতে পারে না। ভক্তকে জড় ঐশ্বর্যের বাসনা করতে হয় না, কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তা হলে বিনা প্রচেষ্টায় তিনি অপরিসীম জড় সুখ ভোগ করার সুযোগ পান। তাই সর্ব অবস্থাতেই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার জন্য সকলকেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি জড় ঐশ্বর্যও কামনা করেন, তা হলেও তিনি শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন এবং তার বাসনা পূর্ণ হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।"

শ্লোক ১২

কথা মদীয়া জুষমাণঃ প্রিয়াস্ত্ব-
মাবেশ্য মামাত্মনি সন্তমেকম্ ।
সর্বেষু ভূতেষ্বধিযজ্ঞমীশং
যজস্ব যোগেন চ কর্ম হিন্বন্ ॥ ১২ ॥

কথাঃ—বাণী অথবা উপদেশ; **মদীয়াঃ**—আমার দ্বারা প্রদত্ত; **জুষমাণঃ**—সর্বদা শুনে অথবা বিচার করে; **প্রিয়াঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ত্বম্**—তুমি; **আবেশ্য**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **মাম্**—আমাকে; **আত্মনি**—তোমার অন্তরের অন্তঃস্তলে; **সন্তম্**—বিদ্যমান থেকে; **একম্**—এক (সেই পরমাত্মা); **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবদের; **অধিযজ্ঞম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **ঈশম্**—ভগবানকে; **যজস্ব**—আরাধনা করেন; **যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **চ**—ও; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **হিন্বন্**—পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

তুমি যে জড় জগতে রয়েছ তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি সর্বদা আমার উপদেশ এবং বাণী শ্রবণ করে আমার চিন্তায় মগ্ন থেকো, কারণ আমিই

সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে আমার আরাধনা কর।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন জাগতিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান হন, তখন মনে করা উচিত নয় যে, তিনি তাঁর সকাম কর্মের ফল ভোগ করছেন। ভক্ত এই জড় জগতে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের সেবায় ব্যবহার করেন, কারণ তিনি সর্বদা পরিকল্পনা করেন কিভাবে তাঁর ঐশ্বর্য দিয়ে তিনি ভগবানের সেবা করবেন, যে উপদেশ ভগবান স্বয়ং দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের মহিমা প্রচারে এবং ভগবানের সেবায় ব্যবহার করেন। ভক্ত কর্মফল ভোগ করার জন্য কখনও সকাম কর্ম বা বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন না। পক্ষান্তরে, ভক্ত জানেন যে কর্মকাণ্ড অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের জন্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়* বলেছেন, *কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড*—কর্মকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাণ্ড, দুটি বিষের ভাণ্ডের মতো। যারা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাদের মানবজন্ম ব্যর্থ হয়। তাই ভগবদ্ভক্ত কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি কখনই আগ্রহী না হয়ে, ভগবানের অনুকূল সেবাতে (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*), অথবা ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় কার্যকলাপের অনুশীলনেই কেবল আগ্রহশীল হন।

শ্লোক ১৩

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা ।
কীর্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

ভোগেন—জড় সুখ অনুভবের দ্বারা; **পুণ্যম্**—পুণ্যকর্ম অথবা তার ফল; **কুশলেন**—পুণ্য আচরণের দ্বারা (সমস্ত পুণ্যকর্মের মধ্যে ভগবদ্ভক্তিই শ্রেষ্ঠ); **পাপম্**—সর্ব প্রকার পাপ; **কলেবরম্**—জড় দেহ; **কাল-জবেন**—পরম শক্তিশালী কালের দ্বারা; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **কীর্তিম্**—যশ; **বিশুদ্ধাম্**—দিব্য বা পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **সুরলোক-গীতাম্**—দেবলোকেও বন্দনীয়; **বিতায়**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করে; **মাম্**—আমাকে; **এষ্যসি**—তুমি ফিরে আসবে; **মুক্ত-বন্ধঃ**—সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রহ্লাদ, এই জড় জগতে অবস্থানকালে তুমি তোমার সুখ অনুভবের দ্বারা পুণ্যকর্মের ফল এবং পুণ্য আচরণের দ্বারা পাপকর্মের ফল ক্ষয় করবে। শক্তিশালী কালের প্রভাবে তুমি তোমার দেহ ত্যাগ করবে, কিন্তু তোমার যশ স্বর্গলোকেও কীর্তিত হবে, এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত হয়ে তুমি ভগবদ্ধামে আমার কাছে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*এবং প্রহ্লাদস্যাংশেন সাধনসিদ্ধত্বং নিত্যসিদ্ধত্বং চ নারদাদিবজ্‌জ্ঞেয়ম্‌*। দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন— *সাধনসিদ্ধ* এবং *নিত্যসিদ্ধ*। প্রহ্লাদ মহারাজ *মিশ্রসিদ্ধ*, অর্থাৎ, তিনি অংশত ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের প্রভাবে এবং অংশত তাঁর নিত্য-সিদ্ধত্বের ফলে সিদ্ধ। তার ফলে তাঁকে নারদ মুনির মতো ভক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পূর্বে নারদ মুনি ছিলেন দাসীপুত্র, এবং তাই তিনি তাঁর পরবর্তী জন্মে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন (*সাধনসিদ্ধি*)। তথাপি তিনিও *নিত্যসিদ্ধ*, কারণ তিনি কখনও ভগবানকে ভুলে যাননি।

কুশলেন শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জড় জগতে অত্যন্ত কৌশলে বাস করতে হয়। এই জড় জগৎকে দ্বৈতভাবের জগৎ বলা হয়, কারণ এখানে কখনও কখনও পাপাচরণ করতে হয় এবং কখনও পুণ্য আচরণ করতে হয়। মানুষ যদিও পাপাচরণ করতে চায় না, তবুও এই জগৎ এমনই যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপাচরণ হয়ে যায়। তাই এই জগৎ সর্বদাই অত্যন্ত বিপজ্জনক (*পদম্ পদম্ যদ্‌বিপদাম্*)। তাই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময়েও ভক্তের অনেক শত্রু হয়ে যায়। প্রহ্লাদ মহারাজের সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ তাঁর পিতা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। ভক্তের কর্তব্য অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করা, যার ফলে কোন রকম দুঃখ তাঁকে স্পর্শ না করতে পারে। এটিই দক্ষতা সহকারে পাপ-পুণ্যের নিয়ন্ত্রণ করার উপায়। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহান ভক্ত সর্বদাই জীবন্মুক্ত; অর্থাৎ, তিনি এই জীবনেই, জড় শরীরে অবস্থানকালেও মুক্ত।

শ্লোক ১৪

য এতৎ কীর্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ ।
ত্বাং চ মাং চ স্মরন্ কালে কর্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই কার্য; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করে; **মহ্যম্**—আমাকে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **গীতম্**—স্তোত্র; **ইদম্**—এই; **নরঃ**—মানুষ; **ত্বাম্**—তুমি; **চ**—এবং; **মাম্ চ**—আমাকেও; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **কালে**—যথাসময়ে; **কর্ম-বন্ধাৎ**—কর্মের বন্ধন থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সর্বদা তোমার কার্যকলাপ স্মরণ করে এবং আমার কার্যকলাপও স্মরণ করে, এবং তোমার দ্বারা গীত এই স্তোত্র কীর্তন করে, সে যথাসময়ে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ, এবং প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নৃসিংহদেবের কার্যকলাপ স্মরণ করেন, তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। সেই সম্পর্কে *ভগবদ্‌গীতায়* (২/১৫, ২/৫৬) বলা হয়েছে—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারি।"

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

"ত্রিতাপ দুঃখ উপস্থিত হলেও যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখ উপস্থিত হলেও যাঁর স্পৃহা হয় না, এবং যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।" ভগবদ্ভক্তের বিষম পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, এবং ঐশ্বর্য লাভে অত্যধিক প্রসন্ন হওয়া উচিত নয়। এটিই দক্ষতা সহকারে জড়-জাগতিক জীবন নির্বাহ করার পন্থা। ভক্ত যেহেতু জানেন কিভাবে দক্ষতা সহকারে তাঁর জীবন পরিচালিত করতে হয়, তাই তাঁকে বলা হয় জীবন্মুক্ত। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি (অথবা কৃষ্ণসেবায় যুক্ত ব্যক্তি) তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। তাই এই জগতে অবস্থানকালেও তথাকথিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছেন বলে মনে হলেও, তিনি মুক্ত।" ভগবদ্ভক্ত যেহেতু সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তাই জীবনের যে কোন অবস্থাতেই তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ।

"শ্বপচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তিনিও পবিত্র হয়ে যান।" (*ভাগবত* ১১/১৪/২১) প্রহ্লাদ মহারাজের শুদ্ধ জীবন এবং কার্যকলাপ কীর্তন করার ফলে, যে কোন ব্যক্তি তার কর্মফলের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে পারেন, তার সমর্থনে শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

শ্লোক ১৫-১৭

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

বরং বরয় এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বর ।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥
বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্বলোকগুরুং প্রভুম্ ।
ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্ত্বদ্ভক্তে ময়ি চাঘবান্ ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্ দুস্তরাদঘাৎ ।
পূতস্তেহপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল ॥ ১৭ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **বরম্**—বর; **বরয়ে**—আমি প্রার্থনা করি; **এতৎ**—এই; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **বরদ-ঈশাৎ**—ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতাদেরও যিনি বর প্রদান করেন, সেই ভগবানকে; **মহা-ঈশ্বর**—হে পরমেশ্বর; **যৎ**—যা; **অনিন্দৎ**—নিন্দিত; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **ত্বাম্**—আপনি; **অবিদ্বান্**—জ্ঞানহীন; **তেজঃ**—বল; **ঐশ্বরম্**—শ্রেষ্ঠত্ব; **বিদ্ধ**—কলুষিত হয়ে; **অমর্ষ**—ক্রোধ সহকারে; **আশয়ঃ**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সর্ব-লোক-গুরুম্**—সমস্ত জীবের পরম গুরুকে; **প্রভুম্**—পরম প্রভুকে; **ভ্রাতৃহা**—ভ্রাতৃঘাতী; **ইতি**—এইভাবে; **মৃষা-দৃষ্টিঃ**—ভ্রান্ত ধারণার ফলে মাৎসর্য পরায়ণ; **ত্বৎ-ভক্তে**—আপনার ভক্তকে; **ময়ি**—আমাকে; **চ**—এবং; **অঘবান্**—মহাপাপী;

তস্মাৎ—তা থেকে; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **পূয়েত**—পবিত্র হতে পারে; **দুরন্তাৎ**—অতি মহান; **দুস্তরাৎ**—দুস্তর; **অঘাৎ**—সমস্ত পাপকর্ম থেকে; **পূতঃ**—পবিত্র; **তে**—আপনার; **অপাঙ্গ**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সংদৃষ্টঃ**—দৃষ্ট হয়ে; **তদা**—তখন; **কৃপণ-বৎসল**—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে পরমেশ্বর, আপনি যেহেতু অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই আমি আপনার কাছে কেবল একটি বর প্রার্থনা করি। আমি জানি যে আমার পিতা মৃত্যুর সময় আপনার দৃষ্টিপাতের প্রভাবে পবিত্র হয়েছেন, কিন্তু আপনার অপূর্ব শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে তিনি ভ্রান্তভাবে আপনাকে তাঁর ভ্রাতৃঘাতী বলে মনে করে অনর্থক আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সমস্ত জীবের পরম গুরু আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে নিন্দা করেছেন এবং আপনার ভক্ত আমার প্রতি পাপাচরণ করেছেন। সেই সমস্ত দুস্তর পাপ থেকে আপনি তাঁকে পবিত্র করুন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু যদিও ভগবানের অঙ্কের সংস্পর্শে আসা মাত্রই এবং ভগবানের দৃষ্টিপাত লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়েছিলেন, তবুও প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের শ্রীমুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে পবিত্র হয়েছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার জন্য ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। তাঁর পিতা যদিও নানাভাবে তাঁকে নির্যাতন করেছিল, তবুও বৈষ্ণব হওয়ার ফলে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রতি তাঁর পিতার বাৎসল্য ভুলতে পারেননি।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ত্রিঃ-সপ্তভিঃ**—সাতের তিন গুণ অর্থাৎ একুশ; **পিতা**—পিতা; **পূতঃ**—পবিত্র; **পিতৃভিঃ**—তোমার পূর্বপুরুষগণ; **সহ**—সহ; **তে**—

তোমার; **অনঘ**— হে নিষ্পাপ (প্রহ্লাদ মহারাজ); **যৎ**— যেহেতু; **সাধো**— হে পরম সাধু; **অস্য**— এই ব্যক্তির; **কুলে**— বংশে; **জাতঃ**— জন্মগ্রহণ করে; **ভবান্**— তুমি; **বৈ**— বস্তুতপক্ষে; **কুল-পাবনঃ**— সমগ্র বংশ পবিত্রকারী।

অনুবাদ

ভগবান বললেন— হে প্রহ্লাদ, হে পরম পবিত্র সাধু, তোমার পিতা পূর্বতন একবিংশতি পুরুষ সহ পবিত্র হয়েছে। যেহেতু তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই সমস্ত কুল পবিত্র হয়েছে।

তাৎপর্য

ত্রিঃসপ্তভিঃ শব্দের অর্থ তিন গুণ সাত। এক পরিবারে মানুষ তার বিগত চার-পাঁচ পুরুষের নাম গণনা করতে পারে—প্রপিতামহ অথবা প্রপিতামহের পিতা পর্যন্ত—কিন্তু যেহেতু ভগবান এখানে একবিংশতি পূর্বপুরুষদের উল্লেখ করেছেন, তা ইঙ্গিত করে যে, সেই বর অন্য পরিবার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। বর্তমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে মানুষ নিশ্চয়ই অন্যান্য পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেছিল। এইভাবে যখন কোন বৈষ্ণব কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভগবানের কৃপায় তিনি কেবল সেই কুলকেই পবিত্র করেন না, তাঁর পূর্ববর্তী জন্মসমূহের কুলগুলিকেও পবিত্র করেন।

শ্লোক ১৯

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥ ১৯ ॥

যত্র যত্র— যেখানে যেখানে; **চ**— ও; **মদ্ভক্তাঃ**— আমার ভক্তগণ; **প্রশান্তাঃ**— অত্যন্ত শান্ত; **সম-দর্শিনঃ**— সমদর্শী; **সাধবঃ**— সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত; **সমুদাচারাঃ**— সমানভাবে উদার; **তে**— তারা সকলে; **পূয়ন্তে**— পবিত্র হয়; **অপি**— ও; **কীকটাঃ**— অধঃপতিত দেশ অথবা সেই স্থানের অধিবাসীরা।

অনুবাদ

যেখানে যেখানে প্রশান্ত, সমদর্শী, সদাচার যুক্ত এবং সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত আমার ভক্তেরা বাস করে, অত্যন্ত অধঃপতিত হলেও সেই স্থানের এবং সেই বংশের মানুষেরা পবিত্র হয়ে যায়।

তাৎপর্য

যেখানে মহাভাগবত বাস করেন, সেখানে তাঁর কুলই কেবল পবিত্র হয় না, সমগ্র দেশ পবিত্র হয়ে যায়।

শ্লোক ২০

সর্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূতগ্রামেষু কিঞ্চন ।
উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভাববিগতস্পৃহাঃ ॥ ২০ ॥

সর্ব-আত্মনা—সর্বতোভাবে, এমন কি ক্রোধ এবং ঈর্ষাপরায়ণ হলেও; **ন**—কখনই না; **হিংসন্তি**—হিংসা করেন; **ভূত-গ্রামেষু**—সমস্ত যোনিতে; **কিঞ্চন**—তাদের কারও প্রতি; **উচ্চ-অবচেষু**—উচ্চ এবং নিচ জীবদের; **দৈত্য-ইন্দ্র**—হে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ; **মৎ-ভাব**—আমার প্রতি ভক্তির ফলে; **বিগত**—পরিত্যক্ত; **স্পৃহাঃ**—ক্রোধ, হিংসা আদি জড়-জাগতিক প্রবৃত্তি।

অনুবাদ

হে দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ, আমার প্রতি ভক্তি হেতু আমার ভক্তেরা উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট জীবদের মধ্যে ভেদ দর্শন করে না। তারা কখনও কাউকে হিংসা করে না।

শ্লোক ২১

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥ ২১ ॥

ভবন্তি—হয়; **পুরুষাঃ**—মানুষ; **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **মৎ-ভক্তাঃ**—আমার শুদ্ধ ভক্তগণ; **ত্বাম্**—তুমি; **অনুব্রতাঃ**—তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **ভবান্**—তুমি; **মে**—আমার; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **ভক্তানাম্**—সমস্ত ভক্তদের; **সর্বেষাম্**—বিভিন্ন রসে; **প্রতিরূপ-ধৃক্**—যথার্থ দৃষ্টান্ত।

অনুবাদ

যারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারা স্বাভাবিকভাবেই আমার শুদ্ধ ভক্ত হবে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং অন্যদের কর্তব্য তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দ পুরাণ* থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

ঋতে তু তাত্ত্বিকান্ দেবান্ নারদাদীংস্তথৈব চ ।
প্রহ্লাদাদ্ উত্তমঃ কো নু বিষ্ণুভক্তৌ জগত্রয়ে ॥

ভগবানের বহু ভক্ত রয়েছেন, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৩/২০) এইভাবে তাঁদের গণনা করা হয়েছে—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

দ্বাদশ মহাজন হচ্ছেন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল, মনু ইত্যাদি—তাঁদের মধ্যে প্রহ্লাদ মহারাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২২

কুরু ত্বং প্রেতকৃত্যানি পিতুঃ পূতস্য সর্বশঃ ।
মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ ॥ ২২ ॥

কুরু—অনুষ্ঠান কর; **ত্বম্**—তুমি; **প্রেত-কৃত্যানি**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **পিতুঃ**—তোমার পিতার; **পূতস্য**—ইতিমধ্যে পবিত্র; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে; **মৎ-অঙ্গ**—আমার দেহের; **স্পর্শনেন**—স্পর্শের দ্বারা; **অঙ্গ**—হে বৎস; **লোকান্**—গ্রহলোকে; **যাস্যতি**—সে উন্নীত হবে; **সু-প্রজাঃ**—সৎ ভক্ত-প্রজা হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে বৎস, তোমার পিতা তার মৃত্যুকালে আমার অঙ্গের স্পর্শে ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়েছে। তা সত্ত্বেও, পুত্রের কর্তব্য পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা, যার ফলে তার পিতা সৎ প্রজা এবং ভক্ত হওয়ার জন্য উচ্চলোকে গমন করতে পারে।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, হিরণ্যকশিপু যদিও ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে গিয়েছিল, তবুও পুনরায় ভক্ত হওয়ার জন্য তার উচ্চতর

লোকে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবান সদাচাররূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ কোন অবস্থাতেই ভগবান বিধিবিধান বন্ধ করতে চান না। সেই সম্পর্কে মধ্ব মুনি উপদেশ দিয়েছেন—

মধুকৈটভৌ ভক্তাভাবা দূরৌ ভগবতো মৃতৌ ।
তম এব ক্রমাদাপ্তৌ ভক্ত্যা চেদ্ যো হরিং যযৌ ॥

যখন মধু এবং কৈটভ অসুরদ্বয় ভগবান কর্তৃক নিহত হয়েছিল, তখন তাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিল, যাতে সেই দুই দৈত্য পুনরায় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৩

পিত্র্যং চ স্থানমাতিষ্ঠ যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্মাণি মৎপরঃ ॥ ২৩ ॥

পিত্র্যম্—পৈত্রিক; **চ**—ও; **স্থানম্**—স্থান, সিংহাসন; **আতিষ্ঠ**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **যথা-উক্তম্**—উপদেশ অনুসারে; **ব্রহ্মবাদিভিঃ**—বেদজ্ঞগণের দ্বারা; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশ্য**—পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে; **মনঃ**—মন; **তাত**—হে বৎস; **কুরু**—সম্পাদন কর; **কর্মাণি**—কর্তব্য কর্ম; **মৎ-পরঃ**—কেবল আমারই উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করার পর তুমি তোমার পিতার রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ কর। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও এবং বৈষয়িক কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে আমাতে মনোনিবেশ কর। বেদের নির্দেশ লঙ্ঘন না করে, তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর বৈদিক বিধি-নিষেধের প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য থাকে না। মানুষের করণীয় বহু কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর তাঁর সেগুলি পালন করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪১) বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন, তাঁকে আর পিতৃদের কাছে, ঋষিদের কাছে, মানব-সমাজের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে অথবা অন্য কোন জীবের কাছে ঋণী থাকতে হয় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবান উপদেশ দিয়েছেন বৈদিক বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে, কারণ যেহেতু তিনি রাজা হতে যাচ্ছেন, তাই অন্যেরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। এইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর রাজনৈতিক কর্তব্যে এমনভাবে যুক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন, যাতে মানুষেরা ভগবানের ভক্ত হয়।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরাও তার অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তারই অনুসরণ করে।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৩/২১) কোন জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ভক্ত সাধারণ মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এমনভাবে কার্য করতে পারেন, যার ফলে মানুষ বৈদিক নির্দেশ থেকে ভ্রষ্ট না হয়।

শ্লোক ২৪

শ্রীনারদ উবাচ

প্রহ্লাদোঽপি তথা চক্রে পিতুর্যৎ সাম্পরায়িকম্ ।
যথাহ ভগবান্ রাজন্নভিষিক্তো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **অপি**—ও; **তথা**—সেইভাবে; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **যৎ**—যা কিছু; **সাম্পরায়িকম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **যথা**—যেই প্রকার; **আহ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অভিষিক্তঃ**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; **দ্বি-জাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন— হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিনি হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, তবুও তিনি বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদনকারী ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তাই সমাজে বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী অত্যন্ত বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ থাকা উচিত, যাতে তাঁরা সমগ্র সমাজকে বৈদিক নীতি পালন করতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং এইভাবে মানুষ ক্রমশ পূর্ণতা লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হয়।

শ্লোক ২৫

প্রসাদসুমুখং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা নরহরিং হরিম্ ।
স্তুত্বা বাগ্‌ভিঃ পবিত্রাভিঃ প্রাহ দেবাদিভির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥

প্রসাদ-সুমুখম্—ভগবান প্রসন্ন হওয়ার ফলে যাঁর মুখ উজ্জ্বল; **দৃষ্ট্বা**—এই পরিস্থিতি দর্শন করে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **নর-হরিম্**—ভগবান নৃসিংহদেবকে; **হরিম্**—ভগবান; **স্তুত্বা**—স্তব করে; **বাগ্‌ভিঃ**—দিব্য বাণীর দ্বারা; **পবিত্রাভিঃ**—সর্বতোভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **প্রাহ**—বলেছিলেন (ভগবানকে); **দেব-আদিভিঃ**—অন্য দেবতাদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

ভগবান প্রসন্ন হওয়ার ফলে ব্রহ্মার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছিল। দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তিনি তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে দিব্য বাণীর দ্বারা প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীব্রহ্মোবাচ

দেবদেবাখিলাধ্যক্ষ ভূতভাবন পূর্বজ ।
দিষ্ট্যা তে নিহতঃ পাপো লোকসন্তাপনোঽসুরঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ভগবান ব্রহ্মা বললেন; **দেব-দেব**—সমস্ত দেবতাদের প্রভু; **অখিল-অধ্যক্ষ**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর; **ভূত-ভাবন**—সমস্ত জীবের কারণ; **পূর্বজ**—হে আদিপুরুষ; **দিষ্ট্যা**—আপনার দৃষ্টান্তের দ্বারা অথবা আপনার সৌভাগ্যের ফলে; **তে**—আপনার দ্বারা; **নিহতঃ**—হত; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **লোক-সন্তাপনঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সন্তাপ সৃষ্টিকারী; **অসুরঃ**—অসুর হিরণ্যকশিপু।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে দেবদেব, হে অখিল অধ্যক্ষ, হে ভূতভাবন, হে পূর্বজ (আদিপুরুষ), আমাদের সৌভাগ্যের ফলে আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সন্তাপ প্রদানকারী মহাপাপী অসুরকে সংহার করেছেন।

তাৎপর্য

পূর্বজ শব্দের বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।* ব্রহ্মা আদি দেবতারাও ভগবান থেকেই প্রকাশিত হয়েছেন। তাই আদিপুরুষ, অর্থাৎ সর্ব-কারণের পরম কারণ হচ্ছেন গোবিন্দ।

শ্লোক ২৭

যোঽসৌ লব্ধবরো মত্তো ন বধ্যো মম সৃষ্টিভিঃ ।
তপোযোগবলোন্নদ্ধঃ সমস্তনিগমানহন্ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **অসৌ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **লব্ধ-বরঃ**—অসাধারণ বর লাভ করে; **মত্তঃ**—আমার কাছ থেকে; **ন বধ্যঃ**—অবধ্য; **মম সৃষ্টিভিঃ**—আমার সৃষ্ট কোন জীবের দ্বারা; **তপঃ-যোগ-বল**—তপস্যা, যোগশক্তি এবং বলের দ্বারা; **উন্নদ্ধঃ**—তার ফলে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **সমস্ত**—সমস্ত; **নিগমান্**—বৈদিক নির্দেশ; **অহন্**—লঙ্ঘন করেছিল।

অনুবাদ

এই অসুর হিরণ্যকশিপু আমার কাছ থেকে বর লাভ করেছিল যে, আমার সৃষ্ট কোন জীবের দ্বারা সে নিহত হবে না। এই প্রতিশ্রুতি এবং তার তপস্যা ও যোগশক্তির বলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল।

শ্লোক ২৮

দিষ্ট্যা তত্তনয়ঃ সাধুর্মহাভাগবতোঽর্ভকঃ ।
ত্বয়া বিমোচিতো মৃত্যোর্দিষ্ট্যা ত্বাং সমিতোঽধুনা ॥ ২৮ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **তৎ-তনয়ঃ**—তার পুত্র; **সাধুঃ**—সাধু; **মহা-ভাগবতঃ**—মহাভাগবত; **অর্ভকঃ**—একটি শিশু হওয়া সত্ত্বেও; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **বিমোচিতঃ**—পরিত্রাণ লাভ করেছে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে; **দিষ্ট্যা**—মহা-সৌভাগ্যের ফলে; **ত্বাম্ সমিতঃ**—পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত; **অধুনা**—এখন।

অনুবাদ

ভাগ্যক্রমে হিরণ্যকশিপুর পুত্র মহাভাগবত সাধু বালক প্রহ্লাদ মহারাজ মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণে রয়েছে।

শ্লোক ২৯

এতদ্ বপুস্তে ভগবন্ ধ্যায়তঃ পরমাত্মনঃ ।
সর্বতো গোপ্তৃ সন্ত্রাসান্মৃত্যোরপি জিঘাংসতঃ ॥ ২৯ ॥

এতৎ—এই; **বপুঃ**—শরীর; **তে**—আপনার; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ধ্যায়তঃ**—যাঁরা ধ্যান করেন; **পরমাত্মনঃ**—পরম পুরুষের; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **গোপ্তৃ**—রক্ষক; **সন্ত্রাসাৎ**—সব রকম ভয় থেকে; **মৃত্যোঃ অপি**—এমন কি মৃত্যুভয় থেকেও; **জিঘাংসতঃ**—এমন কি শত্রুও যদি তাকে হিংসা করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা। যদি কেউ আপনার চিন্ময় শরীরের ধ্যান করেন, তা হলে আপনি তাঁকে সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করেন, এমন কি আসন্ন মৃত্যুভয় থেকেও।

তাৎপর্য

সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কারণ মৃত্যুর হাত থেকে কেউই রক্ষা পায় না। এই মৃত্যু ভগবানেরই একটি রূপ (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর তাঁকে তাঁর সীমিত আয়ু অনুসারে মৃত্যুবরণ করতে হয় না। সকলেরই আয়ু সীমিত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভক্তের আয়ু বর্ধিত হতে পারে, কারণ ভগবান কর্মের ফল নিরস্ত করতে পারেন। *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং*। এটি *ব্রহ্মসংহিতার* (৫/৫৪) বাণী। ভগবদ্ভক্ত কর্মের অধীন নন। তাই ভক্তের মৃত্যু আসন্ন হলেও ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় তিনি রক্ষা পেতে পারেন। ভগবান তাঁর ভক্তকে মৃত্যুভয় থেকেও রক্ষা করেন।

শ্লোক ৩০

শ্রীভগবানুবাচ

মৈবং বিভোঽসুরাণাং তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভব ।
বরঃ ক্রূরনিসর্গাণামহীনামমৃতং যথা ॥ ৩০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান উত্তর দিলেন (ব্রহ্মাকে); **মা**—করো না; **এবম্**—এই প্রকার; **বিভো**—হে মহাপুরুষ; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **তে**—তোমার দ্বারা; **প্রদেয়ঃ**—প্রদত্ত বর; **পদ্ম-সম্ভব**—হে পদ্মযোনি ব্রহ্মা; **বরঃ**—বর; **ক্রূর-নিসর্গাণাম্**—যারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং ঈর্ষাপরায়ণ; **অহীনাম্**—সর্পদের; **অমৃতম্**—অমৃত বা দুধ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভগবান উত্তর দিলেন—হে ব্রহ্মা, হে পদ্মসম্ভব, সর্পদের দুধ প্রদান করা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব এবং ঈর্ষাপরায়ণ অসুরদের বরদান করাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অসুরদের আর কখনও এই প্রকার বর দান করো না।

শ্লোক ৩১

শ্রীনারদ উবাচ

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রাজংস্ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ ।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ইতি উক্ত্বা**—এইভাবে বলে; **ভগবান্**—ভগবান; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ততঃ**—সেই স্থান থেকে; **চ**—ও; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান; **অদৃশ্যঃ**—অদৃশ্য; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **পরমেষ্ঠিনা**—ব্রহ্মার দ্বারা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সাধারণ জীবদের অগোচর ভগবান এইভাবে ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিয়ে, ব্রহ্মা কর্তৃক পূজিত হয়ে সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্ ।
ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ—তারপর; **সম্পূজ্য**—পূজা করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তক অবনত করে; **ববন্দে**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **পরমেষ্ঠিনম্**—ব্রহ্মাকে; **ভবম্**—শিবকে; **প্রজাপতীন্**—প্রজাপতিদের; **দেবান্**—মহান দেবতাদের; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **ভগবৎ-কলাঃ**—ভগবানের অংশ।

অনুবাদ

তারপর প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের অংশ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি আদি সমস্ত দেবতাদের পূজা করে বন্দনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ততঃ কাব্যাদিভিঃ সার্ধং মুনিভিঃ কমলাসনঃ ।
দৈত্যানাং দানবানাং চ প্রহ্লাদমকরোৎ পতিম্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; **কাব্য-আদিভিঃ**—শুক্রাচার্য আদি গুরুজনদের; **সার্ধম্**—সহ; **মুনিভিঃ**—মুনিদের; **কমল-আসনঃ**—ব্রহ্মা; **দৈত্যানাম্**—সমস্ত দৈত্যদের; **দানবানাম্**—দানবদের; **চ**—এবং; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **অকরোৎ**—বানিয়েছিলেন; **পতিম্**—প্রভু বা রাজা।

অনুবাদ

তারপর কমলাসন ব্রহ্মা শুক্রাচার্য প্রভৃতি মুনিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য এবং দানবদের অধিপতি করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান নৃসিংহদেবের কৃপায় প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর থেকেও বড় রাজা হয়েছিলেন। অন্যান্য ঋষি এবং দেবতাদের সমক্ষে ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

প্রতিনন্দ্য ততো দেবাঃ প্রযুজ্য পরমাশিষঃ ।
স্বধামানি যযূ রাজন্ ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রতিপূজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিনন্দ্য—প্রশংসিত হয়ে; **ততঃ**—তারপর; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতাগণ; **প্রযুজ্য**—নিবেদন করে; **পরম-আশিষঃ**—মহা-আশীর্বাদ; **স্ব-ধামানি**—তাঁদের নিজেদের ধামে; **যযুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ব্রহ্ম-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **প্রতিপূজিতাঃ**—(প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা) যথাযথভাবে পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তারপর ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ প্রহ্লাদ মহারাজ কর্তৃক যথাযথভাবে পূজিত হয়ে, প্রহ্লাদকে চরম আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁদের স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

এবং চ পার্ষদৌ বিষ্ণোঃ পুত্রত্বং প্রাপিতৌ দিতেঃ ।
হৃদি স্থিতেন হরিণা বৈরভাবেন তৌ হতৌ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **চ**—ও; **পার্ষদৌ**—পার্ষদদ্বয়; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পুত্রত্বম্**—পুত্রত্ব; **প্রাপিতৌ**—প্রাপ্ত হয়ে; **দিতেঃ**—দিতির; **হৃদি**—হৃদয় অভ্যন্তরে;

স্থিতেন—অবস্থিত; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **বৈর-ভাবেন**—শত্রুভাবাপন্ন হয়ে; **তৌ**—তাঁরা উভয়ে; **হতৌ**—নিহত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই পার্ষদ হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুরূপে দিতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে, ভ্রান্তিবশত সকলের হৃদয়স্থিত ভগবানকে তাঁদের শত্রু বলে মনে করে, নিহত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেব এবং প্রহ্লাদ মহারাজ সম্বন্ধীয় আলোচনাটি শুরু হয়েছিল যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শিশুপাল কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হয়েছিল। শিশুপাল এবং দন্তবক্র ছিল পূর্বে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ। এখানে নারদ মুনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই পার্ষদ তিন জন্মে ভগবান কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষরূপে দুই অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

পুনশ্চ বিপ্রশাপেন রাক্ষসৌ তৌ বভূবতুঃ ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ হতৌ তৌ রামবিক্রমৈঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—ও; **বিপ্র-শাপেন**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপে; **রাক্ষসৌ**—দুই রাক্ষস; **তৌ**—তারা উভয়ে; **বভূবতুঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **কুম্ভকর্ণ-দশ-গ্রীবৌ**—(পরবর্তী জন্মে) কুম্ভকর্ণ এবং দশানন রাবণ নামে পরিচিত; **হতৌ**—তারাও নিহত হয়েছিল; **তৌ**—তারা উভয়ে; **রাম-বিক্রমৈঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অসাধারণ বিক্রমে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভগবানের সেই দুই পার্ষদ পুনরায় কুম্ভকর্ণ এবং দশানন রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই দুই রাক্ষস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অসাধারণ পরাক্রমে নিহত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৭

শয়ানৌ যুধি নির্ভিন্নহৃদয়ৌ রামশায়কৈঃ ।
তচ্চিত্তৌ জহতুর্দেহং যথা প্রাক্তনজন্মনি ॥ ৩৭ ॥

শয়ানৌ—শায়িত হয়ে; **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ হয়ে; **হৃদয়ৌ**—হৃদয়ে; **রাম-শায়কৈঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাণের দ্বারা; **তৎ-চিত্তৌ**—ভগবান রামচন্দ্রের চিন্তা করে; **জহতুঃ**—ত্যাগ করেছিল; **দেহম্**—দেহ; **যথা**—যেমন; **প্রাক্তন-জন্মনি**—তাদের পূর্বজন্মে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ এবং রাবণ উভয়েই রণক্ষেত্রে শায়িত হয়েছিল এবং হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে তাদের পূর্বজন্মের মতোই পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ৩৮

তাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপালকরূষজৌ ।
হরৌ বৈরানুবন্ধেন পশ্যতস্তে সমীয়তুঃ ॥ ৩৮ ॥

তৌ—তারা উভয়ে; **ইহ**—এই মানব-সমাজে; **অথ**—এইভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **জাতৌ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **শিশুপাল**—শিশুপাল; **করূষ-জৌ**—দন্তবক্র; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বৈর-অনুবন্ধেন**—ভগবানকে শত্রু বলে মনে করার বন্ধনের দ্বারা; **পশ্যতঃ**—সমক্ষে; **তে**—তোমার; **সমীয়তুঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে লীন হয়েছিল অথবা প্রবেশ করেছিল।

অনুবাদ

তারা পুনরায় মনুষ্য-সমাজে শিশুপাল এবং দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেছিল, এবং তোমার সমক্ষে ভগবানের শরীরে লীন হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈরানুবন্ধেন—ভগবানের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করলেও জীবের লাভ হয়। *কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্* । শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে কাম, দ্বেষ,

ভয় অথবা স্নেহের বশবর্তী হয়ে কোন না কোনভাবে (*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন*) ভগবানের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত এবং তার ফলে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। তা হলে দাস, সখা, পিতা, মাতা অথবা প্রেমিকারূপে ভগবানের সঙ্গে যিনি সম্পর্কিত হয়েছেন, তার আর কি কথা?

শ্লোক ৩৯

এনঃ পূর্বকৃতং যৎ তদ্ রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা ॥ ৩৯ ॥

এনঃ—(ভগবানের নিন্দারূপ) এই পাপকর্ম; **পূর্ব-কৃতম্**—পূর্ব জন্মকৃত; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **কৃষ্ণ-বৈরিণঃ**—সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরূপে আচরণ করে; **জহুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **তে**—তারা সকলে; **অন্তে**—মৃত্যুর সময়ে; **তৎ-আত্মানঃ**—সেই প্রকার চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে; **কীটঃ**—কীট; **পেশস্কৃতঃ**—কৃষ্ণ ভ্রমরের দ্বারা বন্দী হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

কেবল শিশুপাল এবং দন্তবক্রই নয়, অন্য বহু রাজারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করে মৃত্যুর সময় মুক্তি লাভ করেছিল। যেহেতু তারা ভগবানের কথা চিন্তা করেছিল, তাই তারা ভগবানেরই মতো চিন্ময় দেহ এবং রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল, ঠিক যেমন ভ্রমরের দ্বারা বন্দী কীট ভ্রমরের কথা চিন্তা করতে করতে ভ্রমরেরই মতো রূপ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে যৌগিক ধ্যানের রহস্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকৃত যোগী সর্বদা তাঁর হৃদয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করেন। তার ফলে, দেহত্যাগ করার সময় শ্রীবিষ্ণুর রূপ স্মরণ করে তাঁরা বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ স্কন্ধে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, অজামিলকে উদ্ধার করার জন্য বৈকুণ্ঠলোক থেকে যে বিষ্ণুদূতেরা এসেছিলেন, তাঁদের রূপ ছিল ঠিক বিষ্ণুর মতো। তাঁরাও ছিলেন চতুর্ভুজ এবং তাঁদের অবয়ব ছিল ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো। তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কেউ যদি শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করার অভ্যাস করেন এবং মৃত্যুর সময় তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করেন, তা

হলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরাও যারা ভয়বশত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, যেমন রাজা কংস, তিনিও ভগবানেরই মতো চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

যথা যথা ভগবতো ভক্ত্যা পরময়াভিদা ।
নৃপাশ্চৈদ্যাদয়ঃ সাত্ম্যং হরেস্তচ্চিন্তয়া যযুঃ ॥ ৪০ ॥

যথা যথা—ঠিক যেমন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **পরময়া**—পরম; **অভিদা**—এই প্রকার কার্যকলাপের নিরন্তর চিন্তা করে; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **চৈদ্যঃ-আদয়ঃ**—শিশুপাল, দন্তবক্র এবং অন্যেরা; **সাত্ম্যম্**—সেই রূপ; **হরেঃ**—ভগবানের; **তৎ-চিন্তয়া**—নিরন্তর তাঁর কথা চিন্তা করে; **যযুঃ**—ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

যে শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তাঁরা ভগবানেরই মতো শরীর প্রাপ্ত হন। তাকে বলা হয় সারূপ্য-মুক্তি। যদিও শিশুপাল, দন্তবক্র এবং অন্যান্য রাজারা শত্রুরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেছিল, তারাও সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দান করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্তের কর্তব্য বাহ্যিকভাবে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি পালন করা এবং অন্তরে যে বিশেষ রসে তিনি ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট, সেই রসের চিন্তা করা। এই নিরন্তর ভগবৎ চিন্তার ফলে ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—ভগবদ্ভক্ত তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর আর পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের যে নিত্য পার্ষদের কার্যকলাপের অনুগমন করেছেন, তাঁর মতো চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। কিন্তু ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করতে চান, তা হলে তিনি নিরন্তর গোপসখা, গোপী, ভগবানের পিতা-মাতা, ভৃত্য আদি ভগবানের পার্ষদদের এবং ভগবদ্ধামের বৃক্ষ, ভূমি, পশু, গুল্ম, জল আদির কথা নিরন্তর চিন্তা

করতে পারেন। নিরন্তর এঁদের কথা চিন্তা করার ফলে ভগবদ্ধামে চিন্ময় স্থিতি লাভ করা যায়। শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, পৌণ্ড্রক, নরকাসুর, শাল্ব আদি রাজারা সকলেই এইভাবে মুক্তি লাভ করেছিল। সেই কথা প্রতিপন্ন করে মধ্বাচার্য বলেছেন—

পৌণ্ড্রকে নরকে চৈব শাল্বে কংসে চ রুক্মিণি।
আবিষ্টাস্তু হরের্ভক্তাস্তদ্ভক্ত্যা হরিমাপিরে ॥

পৌণ্ড্রক, নরকাসুর, শাল্ব ও কংস, এরা সকলে ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু এই সমস্ত রাজারা যেহেতু নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেছিল, তাই তারা সেই সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। জ্ঞানমার্গের অনুগামী জ্ঞানী ভক্তেরাও এই গতি প্রাপ্ত হয়। ভগবানের শত্রুরাও যদি নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করে, তা হলে ভগবানের যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদা সর্ব কার্যের মাধ্যমে নিরন্তর ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকেন, তাঁদের আর কি কথা?

শ্লোক ৪১

আখ্যাতং সর্বমেতৎ তে যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্ ।
দমঘোষসুতাদীনাং হরেঃ সাত্ম্যমপি দ্বিষাম্ ॥ ৪১ ॥

আখ্যাতম্—বর্ণিত; **সর্বম্**—সব কিছু; **এতৎ**—এই; **তে**—তোমাকে; **যৎ**—যা কিছু; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—তুমি; **পরিপৃষ্টবান্**—জিজ্ঞাসা করেছিলে; **দমঘোষ-সুত-আদীনাম্**—দমঘোষের পুত্র (শিশুপাল) এবং অন্যেরা; **হরেঃ**—ভগবানের; **সাত্ম্যম্**—একই রূপ; **অপি**—ও; **দ্বিষাম্**—বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

শিশুপাল এবং অন্যেরা ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে মুক্তি লাভ করেছিল, সেই সম্বন্ধে তুমি আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিলে, তার বিশ্লেষণ আমি করলাম।

শ্লোক ৪২

এষা ব্রহ্মণ্যদেবস্য কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ ।
অবতারকথা পুণ্যা বধো যত্রাদিদৈত্যয়োঃ ॥ ৪২ ॥

এষা—এই সমস্ত; **ব্রহ্মণ্য-দেবস্য**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃষ্ণস্য**—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **চ**—ও; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **অবতার-কথাঃ**—তাঁর অবতারদের বর্ণনা; **পুণ্যা**—পবিত্র; **বধঃ**—নিহত; **যত্র**—যেখানে; **আদি**—সৃষ্টির আদিতে; **দৈত্যয়োঃ**—দৈত্যদের (হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু)।

অনুবাদ

ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের এই বর্ণনায় ভগবানের বিভিন্ন অবতারের কথা এবং হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামক দুই দৈত্য কিভাবে নিহত হয়েছিল, তার বর্ণনা করা হল।

তাৎপর্য

অবতারেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের অংশ।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত এবং অনাদি। যদিও তিনি অনন্ত রূপে প্রকাশিত হন, তবুও তিনি আদি পুরাণ পুরুষ এবং নিত্য নব যৌবন-সম্পন্ন। তাঁর এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারাও দুর্লভ, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে তা সর্বদাই প্রকাশিত।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৩) *ব্রহ্মসংহিতায়* অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রামাণিক শাস্ত্রে সমস্ত অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ অবতার হতে পারে না, যদিও এই কলিযুগে সেটি একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। প্রামাণিক শাস্ত্রে অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তাই কোন ভণ্ডকে অবতার বলে স্বীকার করার পূর্বে শাস্ত্রের মাধ্যমে বিচার করে দেখা উচিত। শাস্ত্রে সর্বত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অসংখ্য অবতার রয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে, *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*—রাম, নৃসিংহ, বরাহ এবং বহু অবতারেরা ভগবানের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বলরাম, বলরাম থেকে সঙ্কর্ষণ, তারপর অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, নারায়ণ এবং তারপর পুরুষাবতার—মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। এঁরা সকলেই অবতার।

অবতারদের কথা শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার অবতারদের বর্ণনাকে বলা হয় *অবতার-কথা*। এই সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ এবং কীর্তন করা অত্যন্ত পুণ্যকর্ম। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*। যিনি ভগবানের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যাত্মা হন।

যেখানে অবতারদের বর্ণনা রয়েছে, সেখানেই দেখা যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তখন ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরেরা নিহত হয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে—শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সমস্ত ভণ্ড নিজেদের অবতার বলে প্রচার করছে তাদের বিনাশ করা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে এই সমস্ত অসুরদের সংহার করার উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে, যারা নানাভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুৎসা করে। আমরা যদি নৃসিংহদেব এবং প্রহ্লাদ মহারাজের শরণ গ্রহণ করি, তা হলে এই সমস্ত কৃষ্ণবিদ্বেষী অসুরদের সংহার করা সহজ হবে, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের গুরু, এবং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আরাধ্য ভগবান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*। আমরা যদি প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপা লাভ করতে পারি এবং শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা লাভ করতে পারি, তা হলে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সর্বতোভাবে সফল হবে।

অসুর হিরণ্যকশিপু নানাভাবে ভগবান হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী আসুরিক পিতাকে ভগবান বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমাদেরও এই সমস্ত ভণ্ড ভগবানদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমাদের কর্তব্য কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অবতারদেরই স্বীকার করা, অন্য কাউকে নয়।

শ্লোক ৪৩-৪৪

প্রহ্লাদস্যানুচরিতং মহাভাগবতস্য চ ।
ভক্তির্জ্ঞানং বিরক্তিশ্চ যাথার্থ্যং চাস্য বৈ হরেঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্গস্থিত্যপ্যয়েশস্য গুণকর্মানুবর্ণনম্ ।
পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো মহান্ ॥ ৪৪ ॥

প্রহ্লাদস্য—প্রহ্লাদ মহারাজের; **অনুচরিতম্**—(অধ্যয়ন অথবা তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনার মাধ্যমে উপলব্ধ) চরিত্র; **মহা-ভাগবতস্য**—মহাভাগবতের; **চ**—ও; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **জ্ঞানম্**—পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান); **বিরক্তিঃ**—সংসার-বৈরাগ্য; **চ**—ও; **যাথার্থ্যম্**—যথাযথভাবে তা বোঝার জন্য; **চ**—এবং; **অস্য**—এর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হরেঃ**—সর্বদা ভগবান সম্পর্কে; **সর্গ**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **অপ্যয়**—এবং সংহার; **ঈশস্য**—প্রভুর (ভগবানের); **গুণ**—দিব্য গুণাবলী এবং ঐশ্বর্যের; **কর্ম**—এবং কার্যকলাপ; **অনুবর্ণনম্**—গুরু-শিষ্যের পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণিত;* **পর-অবরেষাম্**—সুর এবং অসুর নামক বিভিন্ন প্রকার জীবদের; **স্থানানাম্**—বিভিন্ন গ্রহলোক অথবা বাসস্থানের; **কালেন**—যথাসময়ে; **ব্যত্যয়ঃ**—সব কিছু সংহার; **মহান্**—অতি মহান হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

এই কাহিনী মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র, তাঁর দৃঢ় ভক্তি, পূর্ণ জ্ঞান, ও তাঁর পূর্ণ বৈরাগ্য বর্ণনা করেছে। এখানে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের কারণরূপেও ভগবানের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রার্থনায় ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং সেই সঙ্গে কিভাবে দেবতা ও অসুরদের আবাস, তা যতই ঐশ্বর্যশালী হোক না কেন, ভগবানের নির্দেশ মাত্রই ধ্বংস হয়, তারও বর্ণনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সেবাপরায়ণ ভক্তদের চরিত্রের বর্ণনায় পূর্ণ। এই বৈদিক শাস্ত্রকে বলা হয় *ভাগবত,* কারণ তা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সম্পর্কে বর্ণনা। সদ্গুরুর নির্দেশনায় *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করার ফলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান, জড় ও চিৎ-জগৎ এবং জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতম্ অমলং পুরাণম্।* *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে নির্মল বৈদিক শাস্ত্র, যে কথা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই আলোচনা করেছি। তাই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে আমরা ভগবদ্ভক্তের কার্যকলাপের বিজ্ঞান, অসুরদের কার্যকলাপ, নিত্যধাম এবং অনিত্য জগৎ সম্বন্ধে জানতে পারি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে সব কিছুই পূর্ণরূপে জানা যায়।

---

*অনু শব্দটির অর্থ 'পশ্চাৎ'। মহাজনেরা কোন নতুন মতবাদ সৃষ্টি করেন না; পক্ষান্তরে, তাঁরা পূর্ববর্তী আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

শ্লোক ৪৫

ধর্মো ভাগবতানাং চ ভগবান্ যেন গম্যতে ।
আখ্যানেঽস্মিন্ সমাম্নাতমাধ্যাত্মিকমশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **ভাগবতানাম্**—ভগবদ্ভক্তদের; **চ**—এবং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যেন**—যার দ্বারা; **গম্যতে**—বুঝতে পারে; **আখ্যানে**—বর্ণনায়; **অস্মিন্**—এই; **সমাম্নাতম্**—পূর্ণরূপে বর্ণিত; **আধ্যাত্মিকম্**—আধ্যাত্মিক; **অশেষতঃ**—বিশেষভাবে।

অনুবাদ

যে ধর্মের দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, তাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। তাই এই আখ্যানে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ধর্মের মাধ্যমে ভগবান, পরমাত্মা এবং ব্রহ্মকে জানা যায়। কেউ যখন এই তিনটি তত্ত্ব ভালভাবে অবগত হন, তখন তিনি ভগবানের ভক্ত হয়ে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করেন। পরম্পরার ধারায় আচার্য প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, জীবনের শুরু থেকেই ভাগবত-ধর্মের শিক্ষা দেওয়া উচিত (*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতান্ ইহ*)। ভাগবত-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন অবতারের বিষয়ে কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এবং নৃসিংহদেব সম্বন্ধে এই আখ্যানটিতে চিন্ময় আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

য এতৎ পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোর্বীর্যোপবৃংহিতম্ ।
কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কর্মপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **আখ্যানম্**—আখ্যান; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বীর্য**—পরম শক্তি; **উপবৃংহিতম্**—যাতে বর্ণনা করা হয়েছে; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করে বা উচ্চারণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শ্রুত্বা**—(যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে) যথাযথভাবে শ্রবণ করার পর; **কর্ম-পাশৈঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এই আখ্যানে বর্ণিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সর্ব-শক্তিমত্তার কথা শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৪৭

এতদ্ য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং
দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রয়তঃ পঠেত ।
দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং
শ্রুত্বানুভাবমকুতোভয়মেতি লোকম্ ॥ ৪৭ ॥

এতৎ—এই আখ্যান; **যঃ**—যিনি; **আদি-পুরুষস্য**—আদি পুরুষ ভগবানের; **মৃগেন্দ্র-লীলাম্**—নরসিংহরূপী লীলা; **দৈত্য-ইন্দ্র**—দৈত্যদের রাজার; **যূথ-প**—হস্তীর মতো বলিষ্ঠ; **বধম্**—বধ; **প্রয়তঃ**—সমাহিত চিত্তে; **পঠেত**—পাঠ করেন; **দৈত্য-আত্মজস্য**—দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদের; **চ**—ও; **সতাম্**—ভক্তদের মধ্যে; **প্রবরস্য**—শ্রেষ্ঠ; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অনুভাবম্**—কার্যকলাপ; **অকুতঃ-ভয়ম্**—যেখানে কখনও কোন ভয় নেই; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **লোকম্**—চিৎ-জগৎ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ, হিরণ্যকশিপু বধ এবং ভগবান নৃসিংহদেবের লীলা যিনি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে অকুতোভয় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৪৮

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি ।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ ৪৮ ॥

যূয়ম্—তোমরা সকলে (পাণ্ডবেরা); **নৃ-লোকে**—এই জড় জগতে; **বত**—অধিকন্তু; **ভূরি-ভাগাঃ**—অত্যন্ত সৌভাগ্যবান; **লোকম্**—সমস্ত গ্রহলোকে; **পুনানাঃ**—যাঁরা

পবিত্র করতে পারে; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অভিয়ন্তি**—প্রায় সর্বদা আসেন; **যেষাম্**—যাঁদের; **গৃহান্**—গৃহে; **আবসতি**—বাস করেন; **ইতি**—এইভাবে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **গূঢ়ম্**—অতি গোপনীয়; **পরম্ ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **মনুষ্য-লিঙ্গম্**—মনুষ্যরূপী।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তোমরা সকলে (পাণ্ডবেরা) অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে তোমাদের প্রাসাদে বাস করেন। মহর্ষিগণ সেই কথা জানেন, এবং তাই তাঁরা সর্বদা তোমাদের গৃহে গমন করেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ শ্রবণ করার পর, শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উৎসুক হবেন। কিন্তু সেই ভক্ত এই মনে করে নিরাশ হতে পারেন যে, প্রত্যেক ভক্তের পক্ষে প্রহ্লাদ মহারাজের স্তর প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এটিই শুদ্ধ ভক্তের স্বভাব; তিনি সর্বদাই নিজেকে নিকৃষ্টতম, অযোগ্য এবং অক্ষম বলে মনে করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজের আখ্যান শ্রবণ করার পর, প্রহ্লাদ মহারাজেরই সমস্তরের ভক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজেকে নিতান্তই অযোগ্য বলে মনে করতে পারেন বলে নারদ মুনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে উৎসাহ প্রদান করে বলেছিলেন যে, পাণ্ডবদের সৌভাগ্যও প্রহ্লাদ মহারাজের থেকে কোন অংশে কম নয়; তাঁরা প্রহ্লাদ মহারাজের মতোই ভাগ্যবান, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের ক্ষেত্রে নৃসিংহদেবরূপে আবির্ভূত হলেও, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আদি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে সর্বদা পাণ্ডবদের গৃহে বাস করছেন। পাণ্ডবেরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাবে তাঁদের সেই সৌভাগ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি, কিন্তু নারদ মুনি আদি মহর্ষিরা সেই কথা জানতেন, এবং তাই তাঁরা নিরন্তর যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে আসতেন।

যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত, তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত ভাগ্যবান। *নৃলোকে*, অর্থাৎ 'জড় জগতে' শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পাণ্ডবের পূর্বে যদুগণ, বশিষ্ঠ, মরীচি, কশ্যপ, ব্রহ্মা, শিব আদি বহু ভক্ত ছিলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁদের সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। নারদ মুনি তাই বিশেষভাবে এই জড় জগতে (*নৃলোকে*) পাণ্ডবেরা সব চাইতে সৌভাগ্যবান বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৯

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্ গুরুশ্চ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—সেই (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); **বা**—ও; **অয়ম্**—এই; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম (যা শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত জ্যোতি); **মহৎ**—মহাপুরুষদের দ্বারা; **বিমৃগ্য**—অন্বেষণীয়; **কৈবল্য**—একত্ব; **নির্বাণ-সুখ**—নির্বাণের সুখ; **অনুভূতিঃ**—অনুভবের উৎস; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **বঃ**—তোমাদের; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **মাতুলেয়ঃ**—মাতুলপুত্র; **আত্মা**—আত্মসদৃশ; **অর্হণীয়ঃ**—পূজনীয় (কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান); **বিধিকৃৎ**—আজ্ঞাবাহক রূপে (তিনি তোমাদের সেবা করেন); **গুরুঃ**—তোমাদের পরম উপদেষ্টা; **চ**—ও।

অনুবাদ

নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কারণ শ্রীকৃষ্ণই নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস। তিনিই মহাপুরুষদের অন্বেষণীয় পরমানন্দের উৎস, তবুও সেই পরমেশ্বর ভগবান তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু, সুহৃদ এবং মাতুলপুত্র রূপে তোমাদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ ভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তোমাদের আত্মাস্বরূপ। তিনি তোমাদের পূজনীয়, তবুও তিনি কখনও কখনও তোমাদের সেবকরূপে এবং কখনও আবার গুরুরূপে আচরণ করেন।

তাৎপর্য

পরম সত্যের বিষয়ে সর্বদাই মতভেদ রয়েছে। এক শ্রেণীর পরমার্থবাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরম সত্য নির্বিশেষ, এবং অন্য শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরম সত্য সবিশেষ। *ভগবদ্‌গীতায়* পরম সত্য পরম পুরুষ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—"নির্বিশেষ ব্রহ্ম আমার আংশিক প্রকাশ, এবং আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই।" সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পরম বন্ধু এবং আত্মীয়রূপে আচরণ করেছেন, এবং কখনও কখনও তিনি তাঁদের সেবকরূপেও তাঁদের পত্র বহন করে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের কাছে নিয়ে গেছেন।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের সুহৃদ, তাই তিনি অর্জুনের গুরু-রূপেও আচরণ করেছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন (*শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্*), এবং শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁকে তিরস্কার করেছেন। যেমন, ভগবান বলেছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*—"তুমি পণ্ডিতের মতো কথা বললেও অশোচ্য বিষয়ে শোক করছ।" ভগবান আরও বলেছেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্*—"হে অর্জুন, এই কলুষ তোমার মধ্যে এল কি করে?" পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এমনই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই সুখে-দুঃখে ভগবানের সঙ্গে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনস্বরূপ। এটিই মহাজন শ্রীনারদ মুনির বাণী।

শ্লোক ৫০

ন যস্য সাক্ষাদ্ ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্ ।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৫০ ॥

ন—না; **যস্য**—যাঁর; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভব**—শিব; **পদ্মজ**—ব্রহ্মা (পদ্ম থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল); **আদিভিঃ**—তাঁদের এবং অন্যদের দ্বারা; **রূপম্**—রূপ; **ধিয়া**—ধ্যানের দ্বারাও; **বস্তুতয়া**—যথার্থরূপে; **উপবর্ণিতম্**—উপলব্ধ এবং বর্ণিত; **মৌনেন**—সমাধি বা গভীর ধ্যানের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **উপশমেন**—ত্যাগের দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত; **প্রসীদতাম্**—তিনি প্রসন্ন হোন; **এষঃ**—এই; **সঃ**—তিনি; **সাত্বতাম্**—মহান ভক্তদের; **পতিঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

শিব, ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব যথার্থভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। যিনি মহাপুরুষদের মৌনব্রত, ধ্যান, ভক্তি এবং ত্যাগের দ্বারা ভক্তরক্ষক-রূপে পূজিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

পরম সত্যকে যদিও বিভিন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে অন্বেষণ করেন, তবুও তিনি অচিন্ত্যই থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাণ্ডব, গোপী, গোপবালক, মা যশোদা,

নন্দমহারাজ এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ধ্যান করতে হয় না, কারণ তিনি সুখে-দুঃখে সর্বদাই তাঁদের সঙ্গে থাকেন। তাই নারদ মুনির মতো মহাত্মা, অধ্যাত্মবাদী এবং শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে ভগবানের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।

শ্লোক ৫১

স এষ ভগবান্ রাজন্ ব্যতনোদ্ বিহতং যশঃ ।
পুরা রুদ্রস্য দেবস্য ময়েনানন্তমায়িনা ॥ ৫১ ॥

সঃ এষঃ ভগবান্—সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন পরব্রহ্ম; **রাজন্**—হে রাজন্; **ব্যতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন; **বিহতম্**—বিনষ্ট; **যশঃ**—কীর্তি; **পুরা**—পূর্বে; **রুদ্রস্য**—শিবের (দেবতাদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী); **দেবস্য**—দেবতা; **ময়েন**—ময়দানবের দ্বারা; **অনন্ত**—অন্তহীন; **মায়িনা**—মায়িক জ্ঞান সমন্বিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহুকাল পূর্বে অনন্ত মায়াধারী ময়দানব যখন দেবাদিদেব মহাদেবের যশ খর্ব করেছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের যশ উদ্ধার করে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শিবকে বলা হয় মহাদেব, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ব্রহ্মা ভগবানের মহিমা না জানলেও শিব তা জানেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, শিব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ থেকে তাঁর শক্তি প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৫২

রাজোবাচ

কস্মিন্ কর্মণি দেবস্য ময়োঽহঞ্জগদীশিতুঃ ।
যথা চোপচিতা কীর্তিঃ কৃষ্ণেনানেন কথ্যতাম্ ॥ ৫২ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কস্মিন্**—কি কারণে; **কর্মণি**—কোন কর্মের দ্বারা; **দেবস্য**—মহাদেব শিবের; **ময়ঃ**—ময়দানব; **অহন্**—বিনষ্ট করেছিল; **জগৎ-ঈশিতুঃ**—দুর্গাদেবীর পতি এবং জড় শক্তির নিয়ন্তা শিব; **যথা**—যেমন; **চ**—এবং; **উপচিতা**—পুনরায় বিস্তৃত হয়েছিল; **কীর্তিঃ**—যশ; **কৃষ্ণেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অনেন**—এই; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—কি কারণে ময়দানব শিবের যশ বিনষ্ট করেছিল? কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবকে রক্ষা করে পুনরায় তাঁর যশ বিস্তার করেছিলেন? সেই কথা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৫৩

শ্রীনারদ উবাচ

নির্জিতা অসুরা দেবৈর্যুধ্যনেনোপবৃংহিতৈঃ ।
মায়িনাং পরমাচার্যং ময়ং শরণমাযযুঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **নির্জিতাঃ**—পরাজিত হয়ে; **অসুরাঃ**—সমস্ত অসুরেরা; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **যুধি**—যুদ্ধে; **অনেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **উপবৃংহিতৈঃ**—শক্তি বর্ধিত হওয়ায়; **মায়িনাম্**—সমস্ত অসুরদের; **পরম-আচার্যম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম; **ময়ম্**—ময়দানবের; **শরণম্**—শরণ; **আযযুঃ**—গ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সর্বদা পরম শক্তিসম্পন্ন দেবতারা যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। তখন অসুরেরা মায়াবীশ্রেষ্ঠ ময়দানবের শরণ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৫৪-৫৫

স নির্মায় পুরস্তিস্রো হৈমীরৌপ্যায়সীর্বিভুঃ ।
দুর্লক্ষ্যাপায়সংযোগা দুর্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৪ ॥

তাভিস্তেঽসুরসেনান্যো লোকাংস্ত্রীন্ সেশ্বরান্ নৃপ ।
স্মরন্তো নাশয়াঞ্চক্রুঃ পূর্ববৈরমলক্ষিতাঃ ॥ ৫৫ ॥

সঃ—সেই (ময়দানব); **নির্মায়**—নির্মাণ করে; **পুরঃ**—বিশাল বাসস্থান; **তিস্রঃ**—তিন; **হৈমী**—স্বর্ণনির্মিত; **রৌপ্য**—রৌপ্যনির্মিত; **আয়সীঃ**—লৌহনির্মিত; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **দুর্লক্ষ্য**—অপরিমেয়; **অপায়-সংযোগা**—গমনাগমন; **দুর্বিতর্ক্য**—অসাধারণ; **পরিচ্ছদাঃ**—উপকরণ সমন্বিত; **তাভিঃ**—সেই তিনটি পুরীর দ্বারা (যেগুলি ছিল বিমানের মতো অন্তরীক্ষে গতিশীল); **তে**—তারা; **অসুর-সেনা-অন্যঃ**—অসুর সেনাপতিগণ; **লোকান্ ত্রীন্**—ত্রিভুবন; **স-ঈশ্বরান্**—তাদের পালকগণ সহ; **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **নাশয়াম্ চক্রুঃ**—বিনাশ করতে শুরু করেছিল; **পূর্ব**—পূর্বের; **বৈরম্**—শত্রুতা; **অলক্ষিতাঃ**—সকলের অলক্ষ্যে।

অনুবাদ

অসুরদের মহান নায়ক ময়দানব তিনটি অদৃশ্য পুরী নির্মাণ করে অসুরদের সেগুলি দিয়েছিল। সেই পুরীগুলি ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহ নির্মিত, এবং সেগুলি বিমানের মতো অন্তরীক্ষে গমনশীল ছিল, এবং সেগুলি অসাধারণ উপকরণে পূর্ণ ছিল। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই তিনটি পুরীতে দেবতাদের অগোচর থেকে অসুর সেনাপতিরা দেবতাদের সঙ্গে তাদের পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে ত্রিলোক বিনাশ করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৫৬

ততস্তে সেশ্বরা লোকা উপাসাদ্যেশ্বরং নতাঃ ।
ত্রাহি নস্তাবকান্ দেব বিনষ্টাংস্ত্রিপুরালয়ৈঃ ॥ ৫৬ ॥

ততঃ—তারপর; **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **স-ঈশ্বরাঃ**—তাঁদের অধিপতিগণ সহ; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **উপাসাদ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **ঈশ্বরম্**—শিবের; **নতাঃ**—প্রণত হয়েছিলেন; **ত্রাহি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **তাবকান্**—ভীতত্রস্ত আপনার আপনজনদের; **দেব**—হে দেব; **বিনষ্টান্**—প্রায় বিনষ্ট হয়েছে; **ত্রিপুর-আলয়ৈঃ**—তিনটি পুরীতে নিবাসকারী অসুরদের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট স্বর্গলোকের দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়ে প্রণত হয়ে বলেছিলেন—হে প্রভু, আমরা দেবতারা ত্রিপুরবাসী অসুরদের দ্বারা বিনষ্টপ্রায় হয়েছি। আমরা আপনার অনুগামী। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ৫৭

অথানুগৃহ্য ভগবান্মা ভৈষ্টেতি সুরান্ বিভুঃ ।
শরং ধনুষি সন্ধায় পুরেষ্বস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ॥ ৫৭ ॥

অথ—তারপর; **অনুগৃহ্য**—তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **মা**—করো না; **ভৈষ্ট**—ভয়; **ইতি**—এইভাবে; **সুরান্**—দেবতাদের; **বিভুঃ**—মহাদেব; **শরম্**—বাণ; **ধনুষি**—তাঁর ধনুকে; **সন্ধায়**—যোজন করে; **পুরেষু**—অসুরদের সেই তিনটি পুরীতে; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **ব্যমুঞ্চত**—নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন পরম শক্তিমান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় করো না।" তারপর তিনি তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করে অসুরদের সেই তিনটি পুরীতে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

ততোঽগ্নিবর্ণা ইষব উৎপেতুঃ সূর্যমণ্ডলাৎ ।
যথা ময়ূখসন্দোহা নাদৃশ্যন্ত পুরো যতঃ ॥ ৫৮ ॥

ততঃ—তারপর; **অগ্নিবর্ণাঃ**—অগ্নির মতো উজ্জ্বল; **ইষবঃ**—বাণসমূহ; **উৎপেতুঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; **সূর্য-মণ্ডলাৎ**—সূর্যমণ্ডল থেকে; **যথা**—যেমন; **ময়ূখ-সন্দোহাঃ**—আলোকরশ্মি; **ন অদৃশ্যন্ত**—দেখা যায়নি; **পুরঃ**—তিনটি পুরী; **যতঃ**—তার ফলে (মহাদেবের বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে)।

অনুবাদ

সূর্যমণ্ডল থেকে রশ্মিসমূহের মতো মহাদেবের ধনুক থেকে আগুনের মতো উজ্জ্বল বাণসমূহ নিক্ষিপ্ত হয়ে, সেই তিনটি পুরী আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দৃষ্টির অগোচর হয়েছিল।

শ্লোক ৫৯

তৈঃ স্পৃষ্টা ব্যসবঃ সর্বে নিপেতুঃ স্ম পুরৌকসঃ ।
তানানীয় মহাযোগী ময়ঃ কূপরসেঽক্ষিপৎ ॥ ৫৯ ॥

তৈঃ—তাদের (অগ্নিময় বাণসমূহের) দ্বারা; **স্পৃষ্টাঃ**—স্পৃষ্ট হয়ে বা আক্রান্ত হয়ে; **ব্যসবঃ**—প্রাণহীন; **সর্বে**—সমস্ত অসুরেরা; **নিপেতুঃ**—নিপতিত হয়েছিল; **স্ম**—পূর্বে; **পুর-ওকসঃ**—সেই তিনটি পুরীর অধিবাসী; **তান্**—তারা সকলে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **ময়ঃ**—ময়দানব; **কূপরসে**—অমৃতের কূপে (মহাযোগী ময় কর্তৃক নির্মিত); **অক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিল।

অনুবাদ

মহাদেবের স্বর্ণনির্মিত বাণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, সেই পুরী তিনটির অধিবাসী অসুরেরা প্রাণ হারিয়ে পতিত হয়েছিল। তখন মহাযোগী ময়দানব তার নির্মিত অমৃতের কূপে তাদের নিক্ষেপ করেছিল।

তাৎপর্য

অসুরেরা সাধারণত তাদের যোগশক্তির প্রভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু, *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রীভূত করা এবং সর্বদা তাঁকে চিন্তা করা (*মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা*)। এই সিদ্ধি লাভ করতে হলে হঠযোগ অভ্যাস করতে হয়, এবং এই যোগের প্রভাবে যোগ অনুষ্ঠানকারীর কিছু অলৌকিক শক্তি লাভ

হয়। কিন্তু অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে এই শক্তির অপব্যবহার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, এই শ্লোকে ময়দানবকে মহাযোগী বলা হয়েছে, কিন্তু তার কাজ ছিল অসুরদের সাহায্য করা। বর্তমান সময়েও আমরা কিছু যোগীদের দেখতে পাই, যারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে সাহায্য করে এবং নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে। ময়দানব ছিল তাদের মতো—অসুরদের ভগবান, এবং সে কিছু অলৌকিক কার্য সম্পাদন করতে পারত, যার একটি বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে—সে একটি অমৃতের কূপ নির্মাণ করেছিল এবং মৃত অসুরদের সেই কূপে সে নিক্ষেপ করেছিল। এই অমৃতকে বলা হয় *মৃতসঞ্জীবয়িতরি*, কারণ তার প্রভাবে মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হত। *মৃতসঞ্জীবয়িতরি* একটি আয়ুর্বেদিক ঔষধও। এটি এক প্রকার আসব যা মরণাপন্ন ব্যক্তিকে বলোদ্দীপ্ত করে তোলে।

শ্লোক ৬০

সিদ্ধামৃতরসস্পৃষ্টা বজ্রসারা মহৌজসঃ ।
উত্তস্থুর্মেঘদলনা বৈদ্যুতা ইব বহ্নয়ঃ ॥ ৬০ ॥

সিদ্ধ-অমৃত-রস-স্পৃষ্টাঃ—সেই অত্যন্ত শক্তিশালী সিদ্ধ অমৃত রসের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে অসুরেরা; **বজ্রসারাঃ**—বজ্রের মতো কঠিন যাদের শরীর; **মহা-ওজসঃ**—মহা বলবান; **উত্তস্থু**—পুনরায় উত্থিত হয়েছিল; **মেঘ-দলনাঃ**—মেঘ ভেদকারী; **বৈদ্যুতাঃ**—বিদ্যুৎ (যা মেঘকে ভেদ করে); **ইব**—সদৃশ; **বহ্নয়ঃ**—অগ্নিময়।

অনুবাদ

সেই অমৃতের স্পর্শে অসুরদের মৃতদেহ বজ্রের মতো দুর্ভেদ্য হয়েছিল। মহা বলে বলীয়ান হয়ে, তারা তখন মেঘভেদী বিদ্যুতের মতো উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬১

বিলোক্য ভগ্নসঙ্কল্পং বিমনস্কং বৃষধ্বজম্ ।
তদায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রোপায়মকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **ভগ্ন-সঙ্কল্পম্**—নিরাশ; **বিমনস্কম্**—অত্যন্ত দুঃখিত; **বৃষ-ধ্বজম্**—শিবকে; **তদা**—তখন; **অয়ম্**—এই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান;

বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; **তত্র**—সেই অমৃতকূপে; **উপায়ম্**—(কিভাবে তা বন্ধ করা যায়) তার উপায়; **অকল্পয়ৎ**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাদেবকে অত্যন্ত নিরাশ এবং অসুখী দর্শন করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ময়দানবের সেই উৎপাত কিভাবে নিবারণ করা যায়, তার উপায় বিবেচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৬২

বৎসশ্চাসীৎ তদা ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুরয়ং হি গৌঃ ।
প্রবিশ্য ত্রিপুরং কালে রসকূপামৃতং পপৌ ॥ ৬২ ॥

বৎসঃ—গোবৎস; **চ**—ও; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **তদা**—তখন; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **গৌঃ**—গাভী; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **ত্রিপুরম্**—ত্রিপুরে; **কালে**—মধ্যাহ্ন সময়ে; **রসকূপ-অমৃতম্**—অমৃতের কূপ; **পপৌ**—পান করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মা গোবৎস এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু গাভী হয়ে পুরীতে প্রবেশ করে কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

তেঽসুরা হ্যপি পশ্যন্তো ন ন্যষেধন্ বিমোহিতাঃ ।
তদ্ বিজ্ঞায় মহাযোগী রসপালানিদং জগৌ ।
স্ময়ন্ বিশোকঃ শোকার্তান্ স্মরন্ দৈবগতিং চ তাম্ ॥ ৬৩ ॥

তে—তারা; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপি**—যদিও; **পশ্যন্তঃ**—(সেই গোবৎস এবং গাভীকে অমৃত পান করতে) দেখে; **ন**—না; **ন্যষেধন্**—নিষেধ করা; **বিমোহিতাঃ**—মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে; **তৎ বিজ্ঞায়**—তা জানতে পেরে; **মহা-যোগী**—মহাযোগী ময়দানব; **রস-পালান্**—যে সমস্ত অসুরেরা সেই অমৃতের কূপটি

রক্ষা করছিল তাদের; **ইদম্**—এই; **জগৌ**—বলেছিল; **স্ময়ন্**—বিমোহিত হয়ে; **বিশোকঃ**—শোকহীন; **শোকার্তান্**—শোকার্ত; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **দৈবগতিম্**—ভগবানের শক্তি; **চ**—ও; **তাম্**—তা।

অনুবাদ

অসুরেরা গোবৎস এবং গাভীটিকে দেখেছিল, কিন্তু ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে, তারা তাদের নিষেধ করতে পারেনি। মহাযোগী ময়দানব যখন জানতে পেরেছিল যে, একটি গোবৎস এবং গাভী সেই কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছে, তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে, দৈবের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই তা হয়েছে। তখন সে শোকার্ত অসুরদের বলেছিল।

শ্লোক ৬৪

দেবোঽসুরো নরোঽন্যো বা নেশ্বরোঽস্তীহ কশ্চন ।
আত্মনোঽন্যস্য বা দিষ্টং দৈবেনাপোহিতুং দ্বয়োঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবঃ—দেবতাগণ; **অসুরঃ**—অসুরগণ; **নরঃ**—মানবগণ; **অন্যঃ**—অথবা অন্য কেউ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অস্তি**—হয়; **ইহ**—এই জগতে; **কশ্চন**—কেউ; **আত্মনঃ**—নিজের; **অন্যস্য**—অন্যের; **বা**—অথবা; **দিষ্টম্**—ভাগ্য; **দৈবেন**—দৈবের দ্বারা; **অপোহিতুম্**—দূর করা; **দ্বয়োঃ**—উভয়ের।

অনুবাদ

ময় দানব বলল—যা হয়েছে তা নিজের, অপরের, অথবা নিজের এবং অপরের উভয়ের প্রতি দৈবনির্দিষ্ট ভাগ্য এবং দেবতা, অসুর, মানুষ অথবা অন্য কারও পক্ষে কখনই তার অন্যথা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

ভগবান এক—কৃষ্ণ, যিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। কৃষ্ণ নিজেকে বিষ্ণুতত্ত্বরূপে তাঁর স্বাংশ সমূহ বিস্তার করেন, যাঁরা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। ময়দানব বলেছিল, "যেভাবেই আমি পরিকল্পনা করি, তুমি পরিকল্পনা কর অথবা আমরা উভয়েই পরিকল্পনা করি, যা ঘটবার তা ভগবানই পরিকল্পনা করে থাকেন। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কারোরই

পরিকল্পনা সফল হয় না।" আমরা নানা রকম পরিকল্পনা করতে পারি, কিন্তু তা যদি ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তা হলে তা কখনই সফল হবে না। বিভিন্ন জীব লক্ষ-কোটি পরিকল্পনা করে, কিন্তু ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত সেগুলি সবই নিরর্থক।

শ্লোক ৬৫-৬৬

অথাসৌ শক্তিভিঃ স্বাভিঃ শম্ভোঃ প্রাধানিকং ব্যধাৎ ।
ধর্মজ্ঞানবিরক্ত্যদ্ধিতপোবিদ্যাক্রিয়াদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥
রথং সূতং ধ্বজং বাহান্ ধনুর্বর্ম শরাদি যৎ ।
সন্নদ্ধো রথমাস্থায় শরং ধনুরুপাদদে ॥ ৬৬ ॥

অথ—তারপর; **অসৌ**—তিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); **শক্তিভিঃ**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **স্বাভিঃ**—নিজের; **শম্ভোঃ**—শিবের; **প্রাধানিকম্**—উপকরণ; **ব্যধাৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিরক্তি**—বৈরাগ্য; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্য; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি চিন্ময় ঐশ্বর্যের দ্বারা; **রথম্**—রথ; **সূতম্**—সারথি; **ধ্বজম্**—পতাকা; **বাহান্**—হাতি এবং ঘোড়া; **ধনুঃ**—ধনুক; **বর্ম**—বর্ম; **শরাদি**—বাণ প্রভৃতি; **যৎ**—প্রয়োজনীয় সব কিছু; **সন্নদ্ধঃ**—সজ্জিত হয়ে; **রথম্**—রথে; **আস্থায়**—উপবেশন করে; **শরম্**—বাণ; **ধনুঃ**—ধনুকে; **উপাদদে**—যুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, বিদ্যা এবং ক্রিয়া সমন্বিত স্বীয় শক্তির দ্বারা রথ, সারথি, ধ্বজা, অশ্ব, হস্তী, ধনুক, বর্ম, বাণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টি করে মহাদেবকে সজ্জিত করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়ে মহাদেব তখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রথে আরোহণ করে ধনুর্বাণ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/১৩/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম (*স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমার কপিলো মনুঃ* ইত্যাদি)। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই সর্বতোভাবে

মহাজন এবং ভক্তদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। মহাদেব যদিও অত্যন্ত শক্তিশালী, তবুও তিনি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি বিষণ্ণ ও নিরাশ হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের প্রধান ভক্তদের অন্যতম, তাই ভগবান স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণে সজ্জিত করেছিলেন। অতএব ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করা, এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা আড়ালে থেকে তাঁকে রক্ষা করেন, এবং প্রয়োজন হলে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্বয়ং তাঁকে সজ্জিত করেন। ভক্তের তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারের জন্য জ্ঞান অথবা ভৌতিক উপকরণের অভাব হয় না।

শ্লোক ৬৭

শরং ধনুষি সন্ধায় মুহূর্তেঽভিজিতীশ্বরঃ।
দদাহ তেন দুর্ভেদ্যা হরোঽথ ত্রিপুরো নৃপ ॥ ৬৭ ॥

শরম্—বাণ; **ধনুষি**—ধনুকে; **সন্ধায়**—সংযোজন করে; **মুহূর্তে অভিজিতি**—মধ্যাহ্ন সময়ে; **ঈশ্বরঃ**—মহাদেব; **দদাহ**—দগ্ধ করেছিলেন; **তেন**—তাদের দ্বারা (বাণ); **দুর্ভেদ্যাঃ**—দুর্ভেদ্য; **হরঃ**—মহাদেব; **অথ**—এইভাবে; **ত্রিপুরঃ**—অসুরদের তিনটি পুরী; **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, পরম শক্তিমান মহাদেব তাঁর ধনুকে শর সংযোজন করে, দ্বিপ্রহরে অসুরদের তিনটি পুরীতে আগুন জ্বালিয়ে সেগুলি ভস্মসাৎ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৮

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্বিমানশতসঙ্কুলাঃ।
দেবর্ষিপিতৃসিদ্ধেশা জয়েতি কুসুমোৎকরৈঃ।
অবাকিরন্ জগুর্হৃষ্টা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৬৮ ॥

দিবি—আকাশে; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—বেজেছিল; **বিমান**—বিমানের; **শত**—শত-সহস্র; **সঙ্কুলাঃ**—সমন্বিত; **দেব-ঋষি**—সমস্ত দেবতা এবং ঋষিগণ; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধগণ; **ঈশাঃ**—সমস্ত মহান ব্যক্তিগণ; **জয় ইতি**—

'জয় হোক' বলে; **কুসুম-উৎকরৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার ফুল; **অবাকিরন্**—মহাদেবের মস্তকে বর্ষণ করেছিলেন; **জগুঃ**—কীর্তন করেছিলেন; **হৃষ্টাঃ**—মহা আনন্দে; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিলেন; **চ**—এবং; **অপ্সরঃ-গণাঃ**—স্বর্গের অপ্সরাগণ।

অনুবাদ

স্বর্গের দেবতারা তাঁদের বিমানে চড়ে দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণ জয়ধ্বনি দিয়ে শিবের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন এবং অপ্সরাগণ মহা আনন্দে গান ও নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৬৯

এবং দগ্ধ্বা পুরস্তিস্রো ভগবান্ পুরহা নৃপ।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানঃ স্বংধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৬৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **দগ্ধ্বা**—দগ্ধ করে; **পুরঃ তিস্রঃ**—অসুরদের তিনটি পুরী; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পুরহা**—অসুরদের পুরী বিনাশকারী; **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ব্রহ্ম-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **ধাম**—ধামে; **প্রত্যপদ্যত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এইভাবে অসুরদের তিনটি পুরী ভস্মীভূত করার ফলে শিব ত্রিপুরারি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে মহাদেব তখন তাঁর নিজের ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৭০

এবংবিধান্যস্য হরেঃ স্বমায়য়া
বিড়ম্বমানস্য নৃলোকমাত্মনঃ।
বীর্যাণি গীতান্যৃষিভির্জগদ্গুরো-
র্লোকং পুনানান্যপরং বদামি কিম্ ॥ ৭০ ॥

এবম্ বিধানি—এইভাবে; **অস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **বিড়ম্বমানস্য**—একজন সাধারণ মানুষের মতো

আচরণ করে; **নৃ-লোকম্**—মানব-সমাজে; **আত্মনঃ**—নিজের; **বীর্যাণি**—দিব্য কার্যকলাপ; **গীতানি**—বর্ণনা; **ঋষিভিঃ**—মহান ঋষিদের দ্বারা; **জগদ্গুরোঃ**—জগদ্গুরুর; **লোকম্**—সমস্ত গ্রহলোক; **পুনানানি**—পবিত্র করে; **অপরম্**—আর কি; **বদামি কিম্**—আমি কি বলতে পারি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা তিনি অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক বহু লীলাবিলাস করেছিলেন। মহর্ষিগণ তাঁর কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন, তার অতিরিক্ত আমি আর কি বলতে পারি? যথাযথ সূত্রে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা কেবল শ্রবণ করার ফলেই সকলে পবিত্র হতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব-সমাজে একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হলেও সারা জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি অসাধারণ সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন। কারও ভগবানের মায়ায় বশীভূত হওয়া উচিত নয় এবং কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। যারা সত্যি সত্যিই পরম সত্যের অন্বেষণ করেন, তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*)। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি *ভগবদ্গীতা যথাযথ* অধ্যয়ন করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারবেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষকে জানাবার চেষ্টা করছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। মানুষ যদি এই আন্দোলনকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করে, তা হলে তাদের জীবন সফল হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চাতুর্বর্ণ্য

এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে মানুষের ধর্ম, যা আচরণ করে মানুষ বিশেষ করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভে আগ্রহী হয়ে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, তা বর্ণিত হয়েছে।

প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নারদ মুনির কাছে মানুষের প্রকৃত ধর্ম এবং মানব-সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরের বিকাশ স্বরূপ যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ নারদ মুনিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে, নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য না করে ভগবান নারায়ণের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন ধর্মের চরম প্রণেতা (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*)। প্রতিটি মানুষের ত্রিশটি গুণ অর্জন করা কর্তব্য, যেমন—সত্য, দয়া এবং তপস্যা। ধর্মনীতি অনুশীলনের পন্থাকে বলা হয় সনাতন-ধর্ম বা নিত্য ধর্ম।

বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করে। তাতে সংস্কারের বিধিও প্রবর্তিত হয়েছে। সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের, যাদের দ্বিজ বলা হয়, তাদের সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভাধান সংস্কার পালন করতে হয়। যাঁরা গর্ভাধান আদি সংস্কার পালন করেন, তাঁদের বলা হয় দ্বিজ, কিন্তু যারা তা করে না, যারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের নিয়ম থেকে ভ্রষ্ট, তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। ব্রাহ্মণদের মূল বৃত্তি হচ্ছে শ্রীবিগ্রহের পূজা করা, অন্যদের পূজা করার বিধি শিক্ষা দেওয়া, বেদ অধ্যয়ন করা, বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষাদান করা, অন্যদের থেকে দান গ্রহণ করা এবং অন্যদের দান প্রদান করা। এই ছয়টি বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম প্রজাদের রক্ষা করা এবং তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করা। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। সরকারের তাই কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যদের থেকে কর গ্রহণ না করা। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকলের কাছ থেকে ক্ষত্রিয়রা কর সংগ্রহ করতে পারেন। বৈশ্যদের ধর্ম কৃষি, গোরক্ষা আর বাণিজ্য। আর শূদ্রেরা, যারা

গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হতে পারে না, তাদের কর্তব্য উচ্চ তিনটি বর্ণের সেবা করে সন্তুষ্ট থাকা। ব্রাহ্মণদের অন্যান্য বৃত্তির বর্ণনাও করা হয়েছে, যথা—শালীন, যাযাবর, শীল এবং উঞ্ছন। এই চারটি বৃত্তির মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী বৃত্তি শ্রেষ্ঠতর।

নিম্ন বর্ণের ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন না হলে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তির বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নয়। আপৎকালে, ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকল বর্ণই অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। ঋত (*শিলোঞ্ছন*), অমৃত (*অযাচিত*), মৃত (*যাচ্ঞা*), প্রমৃত (*কর্ষণ*), এবং *সত্যানৃত* (*বাণিজ্য*)—এর যে কোন উপায়ে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকলে জীবন ধারণ করতে পারে। ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বৈশ্য এবং শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করাকে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুকুরের মতো পশুবৃত্তি বলে মনে করা হয়।

নারদ মুনি তারপর বর্ণনা করেছেন যে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ ইন্দ্রিয়-সংযম, ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ শৌর্য ও বীর্য, বৈশ্যের লক্ষণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সেবা এবং শূদ্রের লক্ষণ তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবা। স্ত্রীর ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পতির সেবা করা। এইভাবে নারদ মুনি উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের লক্ষণ বর্ণনা করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকলেই যেন তাদের কুল-পরম্পরা প্রাপ্ত বৃত্তি অনুসরণ করে। মানুষ সহসা তার স্বভাবজ বৃত্তি ত্যাগ করতে পারে না, এবং তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন ধীরে ধীরে নির্গুণতা প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই সেই সমস্ত লক্ষণ অনুসারেই মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হবে, জন্ম অনুসারে নয়। নারদ মুনি এবং অন্যান্য সমস্ত মহাজনেরা জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ধারণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

শ্রুত্বেহিতং সাধুসভাসভাজিতং
মহত্তমাগ্রণ্য উরুক্রমাত্মনঃ ।
যুধিষ্ঠিরো দৈত্যপতের্মুদান্বিতঃ
পপ্রচ্ছ ভূয়স্তনয়ং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ঈহিতম্**—চরিত্র; **সাধু সভা-সভাজিতম্**—যা ব্রহ্মা, শিব আদি মহান ভক্তদের সভায় আলোচনা

করা হয়; **মহত্তম-অগ্রণ্যঃ**—শ্রেষ্ঠ মহাত্মা (যুধিষ্ঠির); **উরুক্রম-আত্মনঃ**—যাঁর (প্রহ্লাদ মহারাজের) মন সর্বদা উরুক্রম ভগবানের ভাবনায় মগ্ন থাকে; **যুধিষ্ঠিরঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **দৈত্য-পতেঃ**—দৈত্যপতির; **মুদা-অন্বিতঃ**—প্রীত হয়ে; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তনয়ম্**—পুত্রকে; **স্বয়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মা, শিব আদি মহাজনদের আদরণীয় প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে, মহাত্মাদের অগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হয়ে পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ২

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্মং সনাতনম্ ।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন; **ভগবন্**—হে প্রভু; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ধর্মম্**—ধর্ম; **সনাতনম্**—সকলের পক্ষে পালনীয় নিত্য ধর্ম; **বর্ণ-আশ্রম-আচার-যুতম্**—যা চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; **যৎ**—যা থেকে; **পুমান্**—মানুষ; **বিন্দতে**—শান্তিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে; **পরম্**—পরম জ্ঞান (যার দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়)।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে প্রভু, যে ধর্ম থেকে মানুষ জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়, আমি আপনার কাছে সেই ধর্মের কথা শুনতে চাই। মানুষের বৃত্তি অনুসারে মানব-সমাজকে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম, সেই সম্বন্ধে আমি শুনতে চাই।

তাৎপর্য

সনাতন-ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। *সনাতন* শব্দটির অর্থ নিত্য, অর্থাৎ যা সমস্ত পরিস্থিতিতেই অপরিবর্তিত থাকে। আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার জীবের নিত্যবৃত্তি

সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যদি তার সেই স্বরূপ থেকে ভ্রষ্টও হয়, তবুও সর্ব অবস্থাতেই সে ভগবানের সেবকই থাকে, কারণ সেটি তার নিত্য স্থিতি; তবে ভগবানের সেবা করার পরিবর্তে সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দাসত্ব করে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অনর্থক মায়ার দাসত্ব করার পরিবর্তে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা মানব-সমাজকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি মানুষ, পশু, পক্ষী—প্রতিটি জীবই কারও না কারও সেবায় যুক্ত। দেহের পরিবর্তন হলেও অথবা ধর্মের পরিবর্তন হলেও প্রতিটি জীব সর্বদাই কারও না কারও সেবায় যুক্ত থাকে। তাই এই সেবা করার বৃত্তিকে বলা হয় সনাতন-ধর্ম। এই নিত্য ধর্মটি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারটি আশ্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত করা যায়। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য নারদ মুনির কাছে সনাতন-ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন।

শ্লোক ৩

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষাদাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
সুতানাং সম্মতো ব্রহ্মংস্তপোযোগসমাধিভিঃ ॥ ৩ ॥

ভবান্—আপনি; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতি ব্রহ্মার; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **পরমেষ্ঠিনঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (ব্রহ্মা); **সুতানাম্**—সমস্ত পুত্রদের মধ্যে; **সম্মতঃ**—শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত; **ব্রহ্মন্**—হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **যোগ**—যোগের দ্বারা; **সমাধিভিঃ**—এবং সমাধির দ্বারা (সর্বতোভাবে আপনি শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ

হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ পুত্র। আপনার তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রভাবে পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার সমস্ত পুত্রদের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৪

নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্মং গুহ্যং পরং বিদুঃ ।
করুণাঃ সাধবঃ শান্তাস্ত্বদ্বিধা ন তথাপরে ॥ ৪ ॥

নারায়ণ-পরাঃ—যারা সর্বদাই পরমেশ্বর নারায়ণের ভক্ত; **বিপ্রাঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ধর্মম্**—ধর্ম; **গুহ্যম্**—অতি গুহ্য; **পরম্**—পরম; **বিদুঃ**—জানেন; **করুণাঃ**—এই ধরনের ব্যক্তিরা (ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে) অত্যন্ত দয়ালু; **সাধবঃ**—যাঁদের আচরণ অত্যন্ত উন্নত; **শান্তাঃ**—শান্ত; **ত্বৎ-বিধাঃ**—আপনার মতো; **ন**—না; **তথা**—এইভাবে; **অপরে**—অন্যেরা (ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য পন্থার অনুগামীগণ)।

অনুবাদ

আপনার মতো শান্ত এবং দয়ালু আর কেউ নেই, এবং কিভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হতে হয়, সেই সম্বন্ধে আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউই জানেন না। তাই, আপনি ধর্মের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অবগত আছেন, এবং তা আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউ জানেন না।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজ জানতেন যে, নারদ মুনি হচ্ছেন মানব-সমাজের পরম গুরু, যিনি ভগবানকে জানার পারমার্থিক মুক্তির পন্থা শিক্ষা দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই উদ্দেশ্যেই নারদ মুনি তাঁর *ভক্তিসূত্র* প্রণয়ন করেছেন এবং *নারদ-পঞ্চরাত্রে* নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব এবং সিদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে হলে নারদ মুনির পরম্পরায় উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সরাসরিভাবে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নারদ মুনি ব্রহ্মার কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং সেই জ্ঞান তিনি ব্যাসদেবকে প্রদান করেছিলেন। ব্যাসদেব সেই জ্ঞান তাঁর পুত্র *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা হচ্ছেন শুকদেব গোস্বামী এবং *ভগবদ্গীতার* বক্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে পরম্পরার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করি, তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হব অথবা ভগবানের নিত্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হব।

শ্লোক ৫

শ্রীনারদ উবাচ

নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্মসেতবে ।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **নত্বা**—আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অজায়**—অজ; **লোকানাম্**—সমগ্র জগৎ জুড়ে; **ধর্ম-সেতবে**—যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন; **বক্ষ্যে**—আমি বর্ণনা করব; **সনাতনম্**—নিত্য; **ধর্মম্**—ধর্ম; **নারায়ণ-মুখাৎ**—নারায়ণের শ্রীমুখ থেকে; **শ্রুতম্**—যা আমি শ্রবণ করেছি।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—সর্বপ্রথমে আমি সমস্ত জীবের ধর্মরক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে, নারায়ণের মুখ থেকে শ্রুত সনাতন ধর্ম বিশ্লেষণ করছি।

তাৎপর্য

অজ শব্দটি শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করে, যিনি *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৬) বলেছেন, *অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা*—"আমি নিত্য বিরাজমান, এবং তাই আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি না। আমার অস্তিত্বের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না।"

শ্লোক ৬

যোঽবতীর্যাত্মনোঽংশেন দাক্ষায়ণ্যাং তু ধর্মতঃ ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥

যঃ—যিনি (ভগবান নারায়ণ); **অবতীর্য**—অবতীর্ণ হয়ে; **আত্মনঃ**—নিজের; **অংশেন**—অংশ (নর) সহ; **দাক্ষায়ণ্যাম্**—মহারাজ দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণীর গর্ভে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ধর্মতঃ**—ধর্মরাজ থেকে; **লোকানাম্**—সমস্ত প্রাণীদের; **স্বস্তয়ে**—মঙ্গলের জন্য; **অধ্যাস্তে**—সম্পাদন করেন; **তপঃ**—তপস্যা; **বদরিকাশ্রমে**—বদরিকাশ্রম নামক স্থানে।

অনুবাদ

ভগবান নারায়ণ তাঁর অংশ নর সহ ধর্মের ঔরসে দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখনও তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য বদরিকাশ্রমে তপস্যা করছেন।

শ্লোক ৭

ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ ।
স্মৃতং চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

ধর্ম-মূলম্—ধর্মের মূল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান; **সর্ব-বেদ-ময়ঃ**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার; **হরিঃ**—ভগবান; **স্মৃতম্ চ**—এবং শাস্ত্র; **তৎ-বিদাম্**—যাঁরা ভগবানকে জানেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **যেন**—যার দ্বারা (ধর্মতত্ত্ব); **চ**—ও; **আত্মা**—আত্মা, মন, দেহ এবং সব কিছু; **প্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ

সর্ববেদময় ভগবান শ্রীহরিই ধর্মের মূল এবং বেদবেত্তা মহাত্মাদের স্মৃতি। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ধর্মই প্রমাণস্বরূপ। এই ধর্মের ভিত্তিতেই মন, আত্মা, দেহ ইত্যাদি সব কিছুই প্রসন্ন হয়।

তাৎপর্য

যমরাজ বলেছেন, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*। যমরাজ হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, যিনি জীবের মৃত্যুর পর স্থির করেন কখন এবং কিভাবে জীব তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হবে। তিনি হচ্ছেন মহাজন, এবং তিনি বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। কেউই ধর্ম তৈরি করতে পারে না, এবং তাই মানুষের তৈরি ধর্ম বেদের অনুগামীরা বর্জন করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। তাই বেদ, শাস্ত্র, ধর্ম অথবা কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়, তা সবেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

অর্থাৎ, ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার শিক্ষা লাভ করা। সেই সেবা অহৈতুকী এবং জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা অপ্রতিহতা হওয়া উচিত। তা হলে মানব-সমাজ সর্বতোভাবে সুখী হবে।

বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুগামী *স্মৃতি* শাস্ত্রকে বৈদিক প্রমাণ বলে বিবেচনা করা হয়। ধর্মতত্ত্ব অনুসরণ করার কুড়িটি *স্মৃতি* রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে *মনুস্মৃতি*

এবং *যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি* সর্বমান্য। *যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে* বলা হয়েছে—

শ্রুতিস্মৃতিসদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্ ॥

শ্রুতি অর্থাৎ *বেদ* এবং *স্মৃতি* থেকে মনুষ্যোচিত আচরণ শিক্ষা লাভ করা মানুষের কর্তব্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত হতে হলে *শ্রুতি* এবং *স্মৃতির* নিয়মগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য। *পুরাণের* নির্দেশ এবং *পঞ্চরাত্রিকী-বিধি* অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রুতি* ও *স্মৃতি* অনুসরণ না করে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না, এবং ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত *শ্রুতি* ও *স্মৃতি* সিদ্ধি প্রদান করতে পারে না।

তাই, সমস্ত প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত ধর্মতত্ত্ব সম্ভব নয়। ভগবান হচ্ছেন ধর্ম অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে ধর্মের নামে যা কিছু হচ্ছে তা সবই ভক্তিবিহীন, তাই সেগুলি *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্জিত হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত তথাকথিত ধর্ম কেবল প্রতারণা মাত্র।

শ্লোক ৮-১২

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্যং চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্ ॥ ৮ ॥
সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ ।
নৃণাং বিপর্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥ ১০ ॥
শ্রবণং কীর্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ১১ ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্মঃ সর্বেষাং সমুদাহৃতঃ ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥ ১২ ॥

সত্যম্—বিকৃত না করে এবং অর্থের পরিবর্তন না করে যথার্থ সত্যভাষণ; **দয়া**—দুঃখিত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি; **তপঃ**—তপস্যা (যেমন মাসে দুই দিন একাদশী-ব্রত পালন করা); **শৌচম্**—শুচিতা (সকালে এবং সন্ধ্যায়, দিনে অন্তত দুবার স্নান করা, এবং ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্তন করা); **তিতিক্ষা**—সহনশীলতা (ঋতুর পরিবর্তন অথবা অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে অবিচলিত থাকা); **ঈক্ষা**—সৎ এবং অসতের পার্থক্য নিরূপণ করা; **শমঃ**—মনঃসংযম (মনকে খেয়ালখুশি মতো আচরণ করতে না দেওয়া); **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম (ইন্দ্রিয়গুলিকে অসংযতভাবে আচরণ করতে না দেওয়া); **অহিংসা**—অহিংসা (কোন জীবকে ত্রিতাপ দুঃখ না দেওয়া); **ব্রহ্মচর্যম্**—বীর্যপাত নিষেধ (বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীসম্ভোগ না করা এবং নিষিদ্ধ সময়ে, যথা রজঃস্বলা অবস্থায়, নিজের স্ত্রীকেও সম্ভোগ না করা); **চ**—এবং; **ত্যাগঃ**—নিজের আয়ের অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দান করা; **স্বাধ্যায়ঃ**—*ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত* (অথবা, যারা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী নয়, তাদের বাইবেল অথবা কোরাণ) আদি গ্রন্থ নিয়মিতভাবে পাঠ করা; **আর্জবম্**—সরলতা (নিষ্কপটতা); **সন্তোষঃ**—কঠিন প্রয়াস ব্যতীত অনায়াসে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা; **সমদৃক্-সেবা**—সেই সাধুদের সেবা করা, যাঁরা সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী (*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*); **গ্রাম্য-ঈহা-উপরমঃ**—তথাকথিত জনহিতকর কার্যে অংশ গ্রহণ না করা; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নৃণাম্**—মানব-সমাজে; **বিপর্যয়-ঈহা**—অনাবশ্যক কার্য; **ঈক্ষা**—বিচার-বিবেচনা; **মৌনম্**—গম্ভীর এবং মৌন হওয়া; **আত্ম**—আত্মায়; **বিমর্শনম্**—(মানুষ তার স্বরূপে দেহ না আত্মা সেই সম্বন্ধে) গবেষণা; **অন্ন-আদ্য-আদেঃ**—অন্ন, পানীয় ইত্যাদির; **সংবিভাগঃ**—সমানভাবে বিতরণ; **ভূতেভ্যঃ**—বিভিন্ন জীবদের; **চ**—ও; **যথা-অর্হতঃ**—উপযুক্ত; **তেষু**—সমস্ত জীবে; **আত্ম-দেবতা-বুদ্ধিঃ**—আত্মা অথবা দেবতা বলে মনে করা; **সুতরাম্**—প্রারম্ভিকরূপে; **নৃষু**—সমস্ত মানুষদের মধ্যে; **পাণ্ডব**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **শ্রবণম্**—শ্রবণ; **কীর্তনম্**—কীর্তন; **চ**—ও; **অস্য**—তাঁর (ভগবানের); **স্মরণম্**—স্মরণ (তাঁর বাণী এবং কার্যকলাপ); **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **গতেঃ**—যিনি আশ্রয়স্বরূপ; **সেবা**—সেবা; **ইজ্যা**—পূজা; **অবনতিঃ**—প্রণতি নিবেদন করা; **দাস্যম্**—সেবা গ্রহণ; **সখ্যম্**—বন্ধু বলে মনে করা; **আত্ম-সমর্পণম্**—নিজেকে সর্বতোভাবে নিবেদন করা; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষদের; **অয়ম্**—এই; **পরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সর্বেষাম্**—সকলের; **সমুদাহৃতঃ**—পূর্ণরূপে বর্ণিত; **ত্রিংশৎ-লক্ষণ-বান্**—ত্রিশটি লক্ষণ সমন্বিত; **রাজন্**—হে রাজন্; **সর্ব-আত্মা**—সকলের পরমাত্মা; **যেন**—যার দ্বারা; **তুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

সমস্ত মানুষেরই যে সাধারণ নীতিগুলি মেনে চলা উচিত সেগুলি হচ্ছে—সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপবাস), শৌচ (দিনে অন্তত দুবার স্নান), সহনশীলতা, ভাল-মন্দের বিচার, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দান, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সরলতা, সন্তোষ, সাধুসেবা, অনাবশ্যক কার্য থেকে ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ, মানব-সমাজের অনাবশ্যক কার্যকলাপের নিরর্থকতা দর্শন, মৌন এবং গম্ভীর হয়ে বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, জীব তার স্বরূপে দেহ না আত্মা তার বিচার, সমস্ত জীবকে (মানুষ এবং পশু উভয়কে) সমভাবে খাদ্য বিতরণ, প্রতিটি আত্মাকে (বিশেষ করে মনুষ্যরূপে) ভগবানের অংশরূপে দর্শন, (সাধুদের আশ্রয়) পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ এবং উপদেশ শ্রবণ, এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের মহিমা কীর্তন, সর্বদা এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের কথা স্মরণ, ভগবানের সেবা করার চেষ্টা, ভগবানের পূজা, ভগবানকে প্রণতি নিবেদন, ভগবানের দাস হওয়া, ভগবানের সখা হওয়া, এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ত্রিশটি গুণ অর্জন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেবল এই গুণগুলি অর্জন করার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়।

তাৎপর্য

পশুদের থেকে মানুষের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ যেন উপরোক্ত ত্রিশটি গুণের শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অর্থাৎ কেবলমাত্র জাগতিক কার্যকলাপে আগ্রহী রাষ্ট্রের বহুল প্রচার হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকদের যদি উপরোক্ত সদ্‌গুণগুলির শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে তারা সুখী হবে কি করে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সমস্ত জনগণ যদি মিথ্যাভাষী হয়, তা হলে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা সুখী হবে কি করে? তাই হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ আদি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তেমনই, দয়ালু হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং সকলকেই মাসের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে উপবাস করা উচিত। প্রত্যেকেরই দিনে দু'বার স্নান করা উচিত। বাহ্যিকভাবে দাঁত এবং দেহ পরিষ্কার করা উচিত, এবং ভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করে আভ্যন্তরীণভাবে মনকে পবিত্র রাখা উচিত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলেরই ভগবান এক। তাই, ভাষা এবং উচ্চারণের পার্থক্য নির্বিশেষে সকলেরই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত। অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত যাতে অনর্থক বীর্যক্ষয় না হয়। সমস্ত

মানুষদের জন্যই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনর্থক বীর্যক্ষয় না হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, শারীরিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। প্রতিটি মানুষেরই চিন্তা এবং অনুভূতি সরল রাখার এবং দেহ ও মনে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেওয়া উচিত। এগুলি মানুষের সাধারণ গুণ। ধর্ম-নিরপেক্ষ অথবা ধার্মিক রাজ্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ যদি উপরোক্ত এই ত্রিশটি গুণের শিক্ষা লাভ না করে, তা হলে মানব-সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। চরমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যম্ আত্মসমর্পণম্ ॥

সকলেরই কর্তব্য ভগবানের ভক্ত হওয়া, কারণ ভগবানের ভক্ত হলে আপনা থেকেই অন্য সব কটি গুণ অর্জন করা যায়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই আহ্বান করে। মানব-সমাজের কর্তব্য সারা পৃথিবীর শান্তির জন্য এই আন্দোলনটিকে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে গ্রহণ করা এবং এর নীতিগুলি অনুশীলন করা।

শ্লোক ১৩

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্ ।
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্ ।
জন্মকর্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

সংস্কারা—সংস্কার বা শুদ্ধ হওয়ার বিধি; **যত্র**—যেখানে; **অবিচ্ছিন্নাঃ**—অব্যাহত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **দ্বিজঃ**—দ্বিজ; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **জগাদ**—অনুমোদন করেছেন; **যম্**—যিনি; **ইজ্যা**—পূজা; **অধ্যয়ন**—বেদ অধ্যয়ন; **দানানি**—এবং দান; **বিহিতানি**—বিহিত হয়েছে; **দ্বি-জন্মানাম্**—যাঁদের দ্বিজ বলা হয় তাঁদের; **জন্ম**—জন্ম অনুসারে; **কর্ম**—এবং কর্ম; **অবদাতানাম্**—পবিত্র; **ক্রিয়াঃ**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **আশ্রম-চোদিতাঃ**—চতুরাশ্রমের জন্য উপদিষ্ট হয়েছে।

অনুবাদ

যাঁরা অবিচ্ছিন্নরূপে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত গর্ভাধান এবং অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন, এবং ব্রহ্মা যাঁদের অনুমোদন করেছেন, তাঁরা দ্বিজ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যাঁরা তাঁদের কুল-পরম্পরা এবং আচরণের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য ভগবানের পূজা করা, বেদ অধ্যয়ন করা, এবং দান করা। এই পদ্ধতিতে তাঁদের চতুরাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) নিয়ম পালন করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

মানুষের আচরণীয় ত্রিশটি গুণের সাধারণ তালিকা প্রদান করার পর নারদ মুনি এখন চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের বিধি বর্ণনা করছেন। উপরোক্ত ত্রিশটি গুণ অর্জনের শিক্ষা লাভ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়। তারপর, এই প্রকার উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্ণাশ্রম পদ্ধতি প্রচলন করা উচিত। বর্ণাশ্রম পদ্ধতিতে প্রথম সংস্কার হচ্ছে গর্ভাধান যা মৈথুনের সময় সুসন্তান উৎপাদনের জন্য মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়। যে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যৌন জীবনে লিপ্ত না হয়ে, কেবল সংস্কার অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীসঙ্গ করেন, তিনিও ব্রহ্মচারী। বৈদিক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য বীর্যক্ষয় করা উচিত নয়। মানুষ যখন উপরোক্ত ত্রিশটি গুণে শিক্ষিত হন, তখনই কেবল তাঁর পক্ষে মৈথুন থেকে বিরত হওয়া সম্ভব; তা না হলে কখনই তা সম্ভব নয়। এমন কি দ্বিজ পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি এই সংস্কারগুলি পালন করা না হয়, তা হলে তাকে বলা হয় দ্বিজবন্ধু। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ-নাগরিক সৃষ্টি করা। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকেরা যখন কলুষিত হয়ে যায়, তখন বর্ণসঙ্কর হয়, এবং অধিকাংশ মানুষই যখন বর্ণসঙ্কর হয়, তখন সারা পৃথিবী জুড়ে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের সম্বন্ধে কঠোরভাবে সাবধান বাণী প্রদান করা হয়েছে।

যখন বর্ণসঙ্কর হয়, তখন শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যত বড় বড় বিধানসভা, রাজ্যসভা, সংসদ এবং অন্যান্য সংস্থা তৈরি করা হোক না কেন, তাতে কোন কাজ হয় না।

শ্লোক ১৪

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্ বা করাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

বিপ্রস্য—ব্রাহ্মণের; **অধ্যয়ন-আদীনি**—বেদ অধ্যয়ন ইত্যাদি; **ষট্**—ছয়টি (বেদ অধ্যয়ন, বেদ অধ্যাপনা, শ্রীবিগ্রহের পূজা, অন্যদের পূজা করতে শিক্ষা দেওয়া, দান গ্রহণ এবং দান প্রদান); **অন্যস্য**—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যদের (ক্ষত্রিয়দের); **অপ্রতিগ্রহঃ**—অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ না করে (ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের অন্য পাঁচটি বৃত্তি সম্পাদন করতে পারেন); **রাজ্ঞঃ**—ক্ষত্রিয়দের; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা নির্বাহের উপায়; **প্রজা-গোপ্তুঃ**—প্রজাপালক; **অবিপ্রাৎ**—যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁদের কাছ থেকে; **বা**—অথবা; **কর-আদিভিঃ**—কর, শুল্ক, দণ্ড ইত্যাদি আদায় করা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন আদি ছয়টি কর্ম। ক্ষত্রিয় দান গ্রহণ ব্যতীত অন্য পাঁচটি কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারেন। রাজা অথবা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের উপর কর ধার্য করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা প্রজাদের উপর ন্যূনতম কর, শুল্ক, দণ্ড ধার্য করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের স্থিতি বর্ণনা করে বলেছেন—ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্মের মধ্যে তিনটি অপরিহার্য—যথা, বেদ অধ্যয়ন, শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং দান গ্রহণ। অধ্যাপনা, অন্যদের পূজা করতে অনুপ্রাণিত করা এবং দান গ্রহণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরা জীবিকা নির্বাহ করেন। সেই কথা *মনুসংহিতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—

ষণ্ণাং তু কর্মণামস্য ত্রীণি কর্মাণি জীবিকা ।
যজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥

ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্মের মধ্যে তিনটি বাধ্যতামূলক—যথা, শ্রীবিগ্রহের পূজা, বেদ

অধ্যয়ন এবং দান। তার বিনিময়ে ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করেন এবং সেটিই তাঁদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন না। শাস্ত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন, তা হলে তিনি অন্য কারও সেবায় যুক্ত হতে পারেন না; অন্যথায় তিনি তৎক্ষণাৎ শূদ্রে পরিণত হবেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা নবাব হুসেন শাহের রাজকার্যে যুক্ত হয়েছিলেন—তাও একজন সাধারণ কেরানিরূপে নয়, মন্ত্রীরূপে—তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা মুসলমানদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ যদি অত্যন্ত শুদ্ধ না হন, তা হলে তিনি অন্যের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে পারেন না। দান কেবল তাঁদেরই দেওয়া উচিত যাঁরা শুদ্ধ। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও কেউ যদি শূদ্রের মতো আচরণ করেন, তা হলে তিনি দান গ্রহণ করতে পারেন না। তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়েরা যদিও প্রায় ব্রাহ্মণদেরই মতো যোগ্যতাসম্পন্ন, তবুও তাঁরা দান গ্রহণ করতে পারেন না। তা কঠোরভাবে নিষেধ করে এই শ্লোকে *অপ্রতিগ্রহ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সমাজের নিম্ন বর্ণের কি কথা, ক্ষত্রিয়েরা পর্যন্ত দান গ্রহণ করতে পারেন না। রাজা অথবা সরকার প্রজাদের উপর খাজনা, শুল্ক, দণ্ড ইত্যাদিরূপে নানাভাবে কর ধার্য করতে পারেন, যদি সেই রাজা তাঁর প্রজাদের জীবন এবং সম্পত্তির পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করতে পারেন। প্রজাদের রক্ষা করতে না পারলে রাজা কর সংগ্রহ করতে পারেন না। রাজা কোন অবস্থাতেই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের উপর কর ধার্য করতে পারেন না।

শ্লোক ১৫

বৈশ্যস্তু বার্তাবৃত্তিঃ স্যান্ নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

বৈশ্যঃ—বণিক সম্প্রদায়; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বার্তা-বৃত্তিঃ**—কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্যে নিযুক্ত; **স্যাৎ**—অবশ্য কর্তব্য; **নিত্যম্**—সর্বদা; **ব্রহ্ম-কুল-অনুগঃ**—ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসরণ করে; **শূদ্রস্য**—শূদ্র বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের; **দ্বিজ-শুশ্রূষা**—উচ্চতর বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যদের) সেবা করা; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা নির্বাহের উপায়; **চ**—এবং; **স্বামিনঃ**—প্রভুর; **ভবেৎ**—তার হওয়া উচিত।

অনুবাদ

বৈশ্যদের কর্তব্য সর্বদা ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা এবং কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে উচ্চ বর্ণের সেবা করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা।

শ্লোক ১৬

বার্তা বিচিত্রা শালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্ ।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥ ১৬ ॥

বার্তা—বৈশ্যের জীবিকা (কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য); **বিচিত্রা**—বিভিন্ন প্রকার; **শালীন**—বিনা প্রয়াসে প্রাপ্ত জীবিকা; **যাযাবর**—কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে কিছু ধান ভিক্ষা করা; **শিল**—ক্ষেত্রস্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করা; **উঞ্ছনম্**—দোকানে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ; **বিপ্র-বৃত্তিঃ**—ব্রাহ্মণের জীবিকা; **চতুর্ধা**—চার প্রকার; **ইয়ম্**—এই; **শ্রেয়সী**—শ্রেষ্ঠ; **চ**—ও; **উত্তর-উত্তরা**—পূর্ববর্তীর তুলনায় পরবর্তী।

অনুবাদ

প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণও বৈশ্যের বৃত্তি—কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য গ্রহণ করতে পারেন। অযাচিতভাবে যা পাওয়া যায় তার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। তিনি প্রতিদিন ক্ষেত্রে ধান ভিক্ষা করতে পারেন, ক্ষেত্রস্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত ধান সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা দোকানে পরিত্যক্ত শস্যকণা সংগ্রহ করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তিও ব্রাহ্মণ অবলম্বন করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তির মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী বৃত্তি শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণকে কখনও কখনও জমি এবং গাভী দান করা হয়, এবং তার ফলে তাঁকে কখনও কখনও বৈশ্যের মতো কৃষি, গোরক্ষা এবং উদ্বৃত্ত বিনিময় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হতে পারে। কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ পন্থা ভিক্ষা না করে, শস্যক্ষেত্রে বা দোকানে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ করা।

শ্লোক ১৭

জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ ।
ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্বেষামপি সর্বশঃ ॥ ১৭ ॥

জঘন্যঃ—নিচ ব্যক্তি; **ন**—না; **উত্তমাম্**—উত্তম; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **অনাপদি**—সামাজিক উৎপাত না হলে; **ভজেৎ**—গ্রহণ করতে পারে; **নরঃ**—মানুষ; **ঋতে**—ব্যতীত; **রাজন্যম্**—ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি; **আপৎসু**—আপৎকালে; **সর্বেষাম্**—জীবনের সর্বস্তরের প্রত্যেক ব্যক্তির; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বশঃ**—সমস্ত বৃত্তির।

অনুবাদ

বিপদ উপস্থিত না হলে, নিম্নস্তরের মানুষ শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করবে না। আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকলেই অন্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

নিম্নস্তরের মানুষদের, বিশেষ করে বৈশ্য এবং শূদ্রদের ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। যেমন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু বিপদ উপস্থিত না হলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রদের সেই বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। এমন কি ক্ষত্রিয়ও বিপদকাল ব্যতীত, ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে না, এবং তিনি যদি তা করেনও, তার পক্ষে অন্য কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করা উচিত নয়। কখনও কখনও ব্রাহ্মণেরা আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা ইউরোপীয়ান বা ম্লেচ্ছ এবং যবনদের ব্রাহ্মণে পরিণত করছি। এই আন্দোলন কিন্তু এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সমর্থিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে সমাজ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, এবং সকলেই পারমার্থিক জীবনের অনুশীলন বর্জন করেছে, যা বিশেষ করে ব্রাহ্মণের বৃত্তি। যেহেতু সারা পৃথিবী জুড়ে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে, তাই এটি একটি সঙ্কটময় পরিস্থিতি, এবং তাই এখন নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষাদান করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজন হয়েছে, যাতে তারা পারমার্থিক প্রগতির কার্য চালিয়ে যেতে পারে। মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি স্তব্ধ হয়েছে, এবং এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এখানে নারদ মুনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ১৮-২০

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা ।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ১৮ ॥
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্ ।
মৃতং তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥ ১৯ ॥
সত্যানৃতং চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্ ।
বর্জয়েৎ তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্ ।
সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

ঋত-অমৃতাভ্যাম্—ঋত এবং অমৃত নামক বৃত্তির; **জীবেত**—জীবন ধারণ করতে পারে; **মৃতেন**—মৃত বৃত্তির দ্বারা; **প্রমৃতেন বা**—অথবা *প্রমৃত* নামক বৃত্তির দ্বারা; **সত্যানৃতাভ্যাম্ অপি**—এমন কি *সত্যানৃত* নামক বৃত্তির দ্বারা; **বা**—অথবা; **ন**—কখনই না; **শ্ব-বৃত্ত্যা**—কুকুরের বৃত্তির দ্বারা; **কদাচন**—কখনও; **ঋতম্**—ঋত; **উঞ্ছশিলম্**—শস্যক্ষেত্রে অথবা বাজারে পতিত শস্যকণা সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ; **প্রোক্তম্**—বলা হয়; **অমৃতম্**—অমৃত বৃত্তি; **যৎ**—যা; **অযাচিতম্**—কারও কাছ থেকে ভিক্ষা না করে লব্ধ; **মৃতম্**—মৃত বৃত্তি; **তু**—কিন্তু; **নিত্যযাচ্ঞা**—কৃষকের কাছ থেকে প্রতিদিন শস্য ভিক্ষা করে; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **প্রমৃতম্**—প্রমৃত বৃত্তি; **কর্ষণম্**—কৃষিকার্য; **স্মৃতম্**—এইভাবে স্মরণ করা হয়; **সত্যানৃতম্**—*সত্যানৃত* বৃত্তি; **চ**—এবং; **বাণিজ্যম্**—বাণিজ্য; **শ্ব-বৃত্তিঃ**—কুকুরের বৃত্তি; **নীচ-সেবনম্**—নিচ ব্যক্তির (বৈশ্য এবং শূদ্রের) সেবা; **বর্জয়েৎ**—বর্জন করা উচিত; **তাম্**—তা (কুকুরের বৃত্তি); **সদা**—সর্বদা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **রাজন্যঃ চ**—এবং ক্ষত্রিয়; **জুগুপ্সিতাম্**—অত্যন্ত জঘন্য; **সর্ব-বেদ-ময়ঃ**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **সর্ব-দেব-ময়ঃ**—সাক্ষাৎ সমস্ত দেবতা; **নৃপঃ**—ক্ষত্রিয় অথবা রাজা।

অনুবাদ

আপৎকালে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানৃত নামক বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও শ্ব-বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। উঞ্ছশীল বৃত্তি, অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র থেকে পতিত শস্য সংগ্রহ করাকে বলা হয় ঋত। অযাচিত বৃত্তিকে বলা হয় অমৃত, শস্য ভিক্ষা করাকে বলা হয় মৃত, কৃষিকার্যকে বলা হয় প্রমৃত, এবং বাণিজ্যকে বলা হয় সত্যানৃত। নিচ ব্যক্তির

সেবাকে বলা হয় শ্ব-বৃত্তি বা কুকুরের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কখনও এই নিন্দিত এবং ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব-বেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্ব-দেবময়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—মানব-সমাজের চারটি বর্ণ প্রকৃতির গুণ এবং নির্ধারিত কর্ম অনুসারে ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট। পূর্বে সমাজের চারটি বর্ণবিভাগ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হত, কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথার অবহেলা করার ফলে ক্রমশ বর্ণসঙ্কর হয়েছে, এবং তার ফলে আজ বর্ণাশ্রম প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। কলিযুগে প্রায় সকলেই শূদ্র (*কলৌ শূদ্রসম্ভবাঃ*), এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যদিও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের আন্দোলন, তবুও তা দৈব-বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপন করার চেষ্টা করছে, কারণ এই ব্যবস্থা ব্যতীত কোথাও শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করা অসম্ভব।

শ্লোক ২১

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যং চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২১ ॥

শমঃ—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **তপঃ**—তপস্যা; **শৌচম্**—শৌচ; **সন্তোষঃ**—সন্তোষ; **ক্ষান্তিঃ**—ক্ষমা (ক্রোধের দ্বারা উত্তেজিত না হওয়া); **আর্জবম্**—সরলতা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **দয়া**—দয়া; **অচ্যুত-আত্মত্বম্**—নিজেকে ভগবানের নিত্য দাস বলে মনে করা; **সত্যম্**—সত্য; **চ**—ও; **ব্রহ্ম-লক্ষণম্**—ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

অনুবাদ

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, সত্যভাষণ এবং ভগবানের কাছে সর্বতোভাবে নিজেকে সমর্পণ—এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য *অচ্যুতাত্মত্বম্*—

সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর বিষয়ে চিন্তা করা। কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভের জন্য উপরোক্ত গুণ সমন্বিত ব্রাহ্মণ হতে হয়।

শ্লোক ২২

শৌর্যং বীর্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা ।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যং চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

শৌর্যম্—যুদ্ধে পরাক্রম; **বীর্যম্**—অন্যের দ্বারা পরাভূত না হওয়া; **ধৃতিঃ**—ধৈর্য (ক্ষত্রিয় বিপদেও অবিচলিত থাকেন); **তেজঃ**—অন্যদের পরাভূত করার ক্ষমতা; **ত্যাগঃ**—দান; **চ**—এবং; **আত্মজয়ঃ**—শারীরিক আবশ্যকতাগুলির দ্বারা অভিভূত না হওয়া; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **ব্রহ্মণ্যতা**—ব্রহ্মণ্য নীতিপরায়ণতা; **প্রসাদঃ**—জীবনের যে কোন অবস্থায় উৎফুল্ল থাকা; **চ**—এবং; **সত্যম্ চ**—এবং সত্যবাদিতা; **ক্ষত্র-লক্ষণম্**—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।

অনুবাদ

যুদ্ধে পরাক্রম, অন্যের দ্বারা পরাভূত না হওয়া, ধৈর্য, তেজ, দান, দৈহিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত না হওয়া, ক্ষমাশীলতা, ব্রাহ্মণ-পরায়ণতা, প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।

শ্লোক ২৩

দেবগুর্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্ ।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥ ২৩ ॥

দেব-গুরু-অচ্যুতে—দেবতা, গুরুদেব এবং ভগবান বিষ্ণুর প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ত্রি-বর্গ**—পবিত্র জীবনের তিনটি বর্গ (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **পরিপোষণম্**—অনুষ্ঠান; **আস্তিক্যম্**—শাস্ত্র, গুরু এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা; **উদ্যমঃ**—উৎসাহী; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **নৈপুণ্যম্**—দক্ষতা; **বৈশ্য-লক্ষণম্**—বৈশ্যের লক্ষণ।

অনুবাদ

দেবতা, গুরু এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রি-বর্গের অনুষ্ঠান, শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের বাণীতে শ্রদ্ধা, এবং সর্বদা অর্থ উপার্জনের জন্য উদ্যম এবং নিপুণতা—এইগুলি বৈশ্যের লক্ষণ।

শ্লোক ২৪

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া ।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

শূদ্রস্য—শূদ্রের (সমাজের চতুর্থ বর্ণ—শ্রমিক); **সন্নতিঃ**—উচ্চ বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) আনুগত্য; **শৌচম্**—শৌচ; **সেবা**—সেবা; **স্বামিনি**—তার প্রভুর প্রতি; **অমায়য়া**—নিষ্কপটভাবে; **অমন্ত্র-যজ্ঞঃ**—(বিনা মন্ত্রে) কেবল প্রণতি নিবেদন করার দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অস্তেয়ম্**—চুরি না করা; **সত্যম্**—সত্যভাষণ; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **রক্ষণম্**—রক্ষা।

অনুবাদ

সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) প্রণতি নিবেদন করা, শৌচ, নিষ্কপটতা, প্রভুর সেবা, মন্ত্রবিহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা, চুরি না করা, সর্বদা সত্যভাষণ এবং গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা—এইগুলি শূদ্রের লক্ষণ।

তাৎপর্য

আমরা দেখতে পাই যে, শ্রমিক অথবা চাকরদের সাধারণত চুরি করার প্রবণতা থাকে। উত্তম ভৃত্য হচ্ছে সে, যে চুরি করে না। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, উত্তম শূদ্র সর্বদা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কখনও চুরি করে না অথবা মিথ্যা কথা বলে না, এবং সর্বদা তার প্রভুর সেবা করে। শূদ্র তার প্রভুর সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারে, কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ করা তার উচিত নয়, কারণ মন্ত্র কেবল উচ্চ বর্ণের সদস্যরাই উচ্চারণ করতে পারেন। সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হলে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের স্তর প্রাপ্ত না হলে অর্থাৎ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত—মন্ত্র উচ্চারণ ফলপ্রসূ হয় না।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীণাং চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা ।
তদ্বন্ধুষ্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণম্ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীদের; **চ**—ও; **পতি-দেবানাম্**—যাঁরা তাঁদের পতিদের পূজনীয় বলে মনে করেন; **তৎ-শুশ্রূষা**—তাঁদের পতিদের সেবা করতে তৎপর; **অনুকূলতা**—তাঁদের পতির প্রতি অনুকূল ভাব; **তৎ-বন্ধুষু**—পতির বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনদের

প্রতি; **অনুবৃত্তিঃ**—সেই প্রকার অনুকূলতা (পতির সন্তোষের জন্য তাঁদের প্রতিও সদ্ব্যবহার করা); **চ**—এবং; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **তৎব্রত-ধারণম্**—পতির ব্রত স্বীকার করা অথবা ঠিক পতির মতো আচরণ করা।

অনুবাদ

পতির সেবা করা, সর্বদা পতির প্রতি অনুকূল থাকা, পতির আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও সমানভাবে অনুকূল থাকা এবং পতির ব্রত পালন করা—এই চারটি পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ।

তাৎপর্য

শান্তিপূর্ণ গৃহস্থ-জীবনের জন্য স্ত্রীর পক্ষে পতির ব্রত পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পতির ব্রতের সঙ্গে যদি স্ত্রীর মতভেদ হয়, তা হলে পারিবারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হবে। এই প্রসঙ্গে চাণক্য পণ্ডিত একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, *দাম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতাঃ*—যখন পতি এবং পত্নীর মধ্যে কলহ না হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সেই গৃহে আগমন করেন। এই শ্লোক অনুসারে স্ত্রীদের শিক্ষা হওয়া উচিত। পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম হচ্ছে সর্বদা তাঁর পতির প্রতি অনুকূল থাকা। *ভগবদ্গীতায়* (১/৪০) বলা হয়েছে, *স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ*—স্ত্রী যদি দুষ্ট হয়ে যায়, তা হলে বর্ণসঙ্কর সন্তান হবে। আধুনিক ভাষায়, বর্ণসঙ্কর হচ্ছে হিপিরা, যারা বিধি-বিধান মানে না। আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, যখন সমাজে বর্ণসঙ্কর হয়, তখন বোঝা যায় না কে কোন্ স্তরে রয়েছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম সমাজকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত করে। কিন্তু, বর্ণসঙ্কর সমাজে এই ধরনের কোন বিভাগ নেই এবং কেউই বুঝতে পারে না কার পরিচয় কি। এই প্রকার সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। জড় জগতে সুখ এবং শান্তির জন্য বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের কার্যকলাপের লক্ষণ সুস্পষ্ট হওয়া উচিত এবং সেই অনুসারে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। তা হলে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি স্বভাবিকভাবে সম্ভব হবে।

শ্লোক ২৬-২৭

সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্তনৈঃ ।
স্বয়ং চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা ॥ ২৬ ॥

কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্ণা কালে কালে ভজেৎ পতিম্ ॥ ২৭ ॥

সম্মার্জন—পরিষ্কার করার দ্বারা; **উপলেপাভ্যাম্**—জল, গোময়, ইত্যাদির দ্বারা লেপন; **গৃহ**—গৃহ; **মণ্ডন**—সাজিয়ে; **বর্তনৈঃ**—গৃহে থেকে এই সমস্ত কার্যে যুক্ত থাকা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **মণ্ডিতা**—সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিতা; **নিত্যম্**—সর্বদা; **পরিমৃষ্ট**—পরিষ্কার; **পরিচ্ছদা**—বসন এবং গৃহস্থালির উপকরণ; **কামৈঃ**—পতির ইচ্ছা অনুসারে; **উচ্চ-অবচৈঃ**—ছোট এবং বড় উভয়েই; **সাধ্বী**—পতিব্রতা স্ত্রী; **প্রশ্রয়েণ**—বিনয়পূর্বক; **দমেন**—ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা; **চ**—ও; **বাক্যৈঃ**—বাণীর দ্বারা; **সত্যৈঃ**—সত্য; **প্রিয়ৈঃ**—অত্যন্ত প্রীতিজনক; **প্রেম্ণা**—প্রেমপূর্বক; **কালে কালে**—যথোচিত সময়ে; **ভজেৎ**—পূজা করবে; **পতিম্**—তাঁর পতির।

অনুবাদ

সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য পতির প্রসন্নতার জন্য সুন্দর বসন এবং স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিতা হওয়া, এবং সর্বদা পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় বস্ত্র পরিধান করে, সম্মার্জন এবং অনুলেপনের দ্বারা গৃহকে সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র রাখা। তাঁর কর্তব্য গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা, এবং ধূপ ও ফুলের দ্বারা গৃহকে সর্বদা সুরভিত রাখা, এবং সর্বদা পতির বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। বিনীত এবং সত্যনিষ্ঠ হয়ে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে এবং মধুর বাক্যে কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য প্রেম দ্বারা তাঁর পতির সেবা করা।

শ্লোক ২৮

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্ ।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ২৮ ॥

সন্তুষ্টা—সর্বদা তুষ্ট; **অলোলুপা**—নির্লোভ; **দক্ষা**—সেবাকার্যে অত্যন্ত নিপুণ; **ধর্ম-জ্ঞা**—ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **প্রিয়**—প্রিয়; **সত্য**—সত্য; **বাক্**—বাদিনী; **অপ্রমত্তা**—পতির সেবায় অত্যন্ত যত্নবান; **শুচিঃ**—সর্বদা পবিত্র এবং নির্মল; **স্নিগ্ধা**—স্নেহশীলা; **পতিম্**—পতিকে; **তু**—কিন্তু; **অপতিতম্**—যিনি পতিত নন; **ভজেৎ**—ভজনা করবে।

অনুবাদ

পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য লোভী না হওয়া এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। গৃহকার্যে তিনি অত্যন্ত নিপুণা এবং ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগতা। তিনি প্রিয়ভাষিণী এবং সত্যবাক্, পবিত্র ও নির্মল। এইভাবে সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা সতর্ক এবং স্নেহযুক্তা হয়ে সেই পতির সেবা করবেন, যিনি পতিত নন।

তাৎপর্য

ধর্মতত্ত্ববিদ যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দেশ অনুসারে—*অশুদ্ধেঃ সম্প্রতিক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ।* যে মানুষ দশবিধা সংস্কার অনুসারে শুদ্ধ হয়নি, তাকে মহা-পাতকির দ্বারা কলুষিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ*—"যে সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা আমার শরণাগত হয় না, তারা নরাধম।" *নরাধম* মানে 'অভক্ত'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন—*যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।* যিনি ভগবানের ভক্ত, তিনি নিষ্পাপ। কিন্তু যে ভগবানের ভক্ত নয়, সে অত্যন্ত পাপী এবং পতিত। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সাধ্বী স্ত্রীর পতিত পতির সঙ্গ করা উচিত নয়। পতিত পতি হচ্ছে সে যে, চারটি পাপকর্মে আসক্ত—যথা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদক দ্রব্য সেবন। বিশেষ করে কেউ যদি ভগবানের শরণাগত না হয়, তা হলে তাঁকে কলুষিত বলে মনে করা হয়। তাই পতিব্রতা স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই প্রকার পতির সেবা না করতে। এমন নয় যে সাধ্বী স্ত্রীকে নরাধম পতির দাসী হতে হবে। যদিও স্ত্রীর কর্তব্য পুরুষ থেকে পৃথক, তবুও পতিব্রতা স্ত্রীর পতিত পতির সেবা করা উচিত নয়। যদি পতি পতিত হয়, তা হলে স্ত্রীকে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পতির সঙ্গ পরিত্যাগ করার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, পত্নী পুনরায় বিবাহ করে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হবে। সাধ্বী স্ত্রীর যদি দুর্ভাগ্যবশত পতিত পতির সঙ্গে বিবাহ হয়, তা হলে তাঁর কর্তব্য তার থেকে আলাদা হয়ে থাকা। তেমনই, পত্নী যদি শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে সাধ্বী না হয়, তা হলে পতিও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সিদ্ধান্ত এই যে, পতির কর্তব্য শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া এবং স্ত্রীর কর্তব্য শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে সমস্ত লক্ষণযুক্ত হয়ে সাধ্বী স্ত্রী হওয়া। তা হলে উভয়েই সুখী হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারবেন।

শ্লোক ২৯

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা ।
হর্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥ ২৯ ॥

যা—যে নারী; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **হরি-ভাবেন**—তাঁর পতিকে ভগবান শ্রীহরির মতো মনে করে; **ভজেৎ**—ভজনা করে অথবা সেবা করে; **শ্রীঃ ইব**—লক্ষ্মীদেবীর মতো; **তৎপরা**—অনুরক্ত হয়ে; **হরি-আত্মনা**—ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **হরের্লোকে**—বৈকুণ্ঠলোকে; **পত্যা**—তাঁর পতি সহ; **শ্রীঃ ইব**—লক্ষ্মীদেবীর মতো; **মোদতে**—নিত্য চিন্ময় জীবন উপভোগ করেন।

অনুবাদ

যে নারী লক্ষ্মীদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতির সেবা করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর পতি সহ বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়ে মহাসুখে সেখানে বাস করেন।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্য হচ্ছে সাধ্বী স্ত্রীর আদর্শ। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে, *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্*—বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন, এবং গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শত-সহস্র গোপীদের দ্বারা নিরন্তর সেবিত হন, যাঁরা হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী। নারীর কর্তব্য লক্ষ্মীদেবীর মতো নিষ্ঠা সহকারে পতির সেবা করা। পুরুষের কর্তব্য ভগবানের আদর্শ সেবক হওয়া, এবং নারীর কর্তব্য লক্ষ্মীদেবীর মতো আদর্শ পত্নী হওয়া। তা হলে পতি এবং পত্নী উভয়েই পরস্পরের প্রতি এত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হবেন যে, তাঁরা একত্রে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

হরিরস্মিন্ স্থিত ইতি স্ত্রীণাং ভর্তরি ভাবনা ।
শিষ্যাণাং চ গুরৌ নিত্যং শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণাদিষু ।
ভৃত্যানাং স্বামিনি তথা হরিভাবে উদীরিতঃ ॥

পত্নীর কর্তব্য তাঁর পতিকে ভগবানের মতো বলে মনে করা। তেমনই শিষ্যের কর্তব্য তাঁর গুরুদেবকে ভগবানের মতো বলে মনে করা। শূদ্রের কর্তব্য ব্রাহ্মণকে

ভগবানের মতো বলে মনে করা, এবং ভৃত্যের কর্তব্য তার প্রভুকে ভগবানের মতো বলে মনে করা। এইভাবে, তাঁরা সকলে আপনা থেকেই ভগবানের ভক্ত হবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এইভাবে চিন্তা করার ফলে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবেন।

শ্লোক ৩০

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৩০ ॥

বৃত্তিঃ—বৃত্তি; **সঙ্কর-জাতীনাম্**—মিশ্রিত বর্ণের মানুষদের (যারা চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত); **তত্তৎ**—তাদের; **কুল-কৃতা**—কুল-পরম্পরা; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **অচৌরাণাম্**—চৌর্যবৃত্তি যাদের পেশা নয়; **অপাপানাম্**—যারা পাপী নয়; **অন্ত্যজ**—নিম্ন বর্ণের; **অন্তেবসায়িনাম্**—*অন্তেবসায়ী* বা চণ্ডাল নামক।

অনুবাদ

সঙ্কর বর্ণের মধ্যে যারা চোর নয়, তাদের বলা হয় অন্তেবসায়ী বা চণ্ডাল (শ্বপচঃ), এবং তাদেরও কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি রয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সমাজের এই চারটি প্রধান বর্ণের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে, এবং এখন অন্ত্যজ বা সঙ্কর বর্ণের বর্ণনা করা হচ্ছে। সঙ্কর বর্ণের মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে—প্রতিলোমজ এবং অনুলোমজ। উচ্চ বর্ণের স্ত্রী যদি নিম্ন বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করে, তা হলে তাদের মিলনকে বলা হয় প্রতিলোম। কিন্তু নিম্ন বর্ণের স্ত্রী যদি উচ্চ বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করে, তা হলে তাদের মিলনকে বলা হয় অনুলোম। এই বংশোদ্ভূত পুরুষদের কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি রয়েছে, যেমন, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি। অন্ত্যজদের মধ্যে যারা কিছুটা পবিত্র, যেমন যারা চুরি করে না, এবং মাংস আহার, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়ার প্রতি আসক্ত নয়, তাদের বলা হয় অন্তেবসায়ী। নিম্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ এবং আসব পানের অনুমতি রয়েছে, কারণ তারা এই সমস্ত কার্যকে পাপাচরণ বলে মনে করে না ।

শ্লোক ৩১

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্মো যুগে যুগে ।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্মকৃৎ ॥ ৩১ ॥

প্রায়ঃ—সাধারণত; **স্ব-ভাব-বিহিতঃ**—প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিহিত; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে; **বেদ-দৃগ্‌ভিঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **স্মৃতঃ**—স্বীকৃত; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে (এই শরীরে); **শর্মকৃৎ**—মঙ্গলজনক।

অনুবাদ

হে রাজন্, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যুগে যুগে, জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের আচরণকেই ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলজনক বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৩৫) বলা হয়েছে, *শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ*—"স্বধর্ম আচরণ যদি ত্রুটিপূর্ণও হয়, তবুও তা পরধর্ম আচরণ থেকে শ্রেয়।" অন্ত্যজ বা নিম্ন বর্ণের মানুষেরা চৌর্যবৃত্তি, সুরাপান এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে অভ্যস্ত, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এগুলি পাপাচরণ বলে মনে করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাঘ যদি কোন মানুষকে মারে, তা হলে তা পাপাচরণ নয়, কিন্তু একজন মানুষ যদি অন্য আর একজন মানুষকে হত্যা করে, তা হলে সেটি পাপ এবং সেই জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। পশুদের যা দৈনন্দিন কর্ম, মানুষের ক্ষেত্রে তা পাপ। এইভাবে সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের লক্ষণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি নির্ধারিত হয়েছে। বৈদিক জ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা যুগ অনুসারে সেই কর্তব্য নির্ধারণ করেন।

শ্লোক ৩২

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ ৩২ ॥

বৃত্ত্যা—বৃত্তির দ্বারা; **স্বভাব-কৃতয়া**—নিজের স্বভাব অনুসারে অনুষ্ঠিত; **বর্তমানঃ**—বিদ্যমান; **স্ব-কর্মকৃৎ**—স্বীয় কর্ম অনুষ্ঠান করে; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **স্বভাবজম্**—

স্বীয় স্বভাব থেকে উৎপন্ন; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নির্গুণতাম্**—দিব্য স্থিতি; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হতে পারে।

অনুবাদ

যদি কেউ তাঁর স্বভাবজাত বৃত্তি অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগ করে নিষ্কাম ভাব প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যদি কেউ তাঁর কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি ধীরে ধীরে ত্যাগ করে ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি ক্রমশ সেই সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্কাম ভাব প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্যতামিয়াৎ ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজং চ নশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া ।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

উপ্যমানম্—অনুশীলন করার ফলে; **মুহুঃ**—বার বার; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নির্বীর্যতাম্**—নির্বীর্যত্ব; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হতে পারে; **ন কল্পতে**—উপযুক্ত নয়; **পুনঃ**—পুনরায়; **সূত্যৈ**—শস্য উৎপাদনে; **উপ্তম্**—বপন; **বীজম্**—বীজ; **চ**—এবং; **নশ্যতি**—নষ্ট হয়; **এবম্**—এইভাবে; **কাম-আশয়ম্**—কাম-বাসনায় পূর্ণ; **চিত্তম্**—হৃদয়; **কামানাম্**—বাঞ্ছিত বস্তু; **অতি-সেবয়া**—বার বার উপভোগের দ্বারা; **বিরজ্যেত**—অনাসক্ত হতে পারে; **যথা**—যেমন; **রাজন্**—হে রাজন্; **অগ্নিবৎ**—অগ্নি; **কাম-বিন্দুভিঃ**—ঘৃতবিন্দুর দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, কৃষিক্ষেত্রে বার বার বীজ বপন করা হলে ক্ষেত নির্বীর্য হয়ে পড়ে, এবং তখন বীজ বপন করা হলেও সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক যেমন বিন্দু বিন্দু ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত না হলেও প্রচুর ঘি নিক্ষেপের ফলে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনই কাম-বাসনায় অত্যন্ত লিপ্ত হওয়ার ফলে সেই সমস্ত বাসনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি অগ্নিতে নিরন্তর বিন্দু বিন্দু ঘি নিক্ষেপ করে, তা হলে সেই অগ্নি কখনও নির্বাপিত হবে না, কিন্তু কেউ যদি হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে ঘি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, তা হলে সেই আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হতে পারে। তেমনই, যারা অত্যন্ত পাপী এবং তার ফলে নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের পূর্ণরূপে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সেই সমস্ত আচরণের প্রতি বিরক্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

শ্লোক ৩৫

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ ৩৫ ॥

যস্য—যাঁর; **যৎ**—যে; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **প্রোক্তম্**—(পূর্বে) বর্ণিত হয়েছে; **পুংসঃ**—মানুষের; **বর্ণ-অভিব্যঞ্জকম্**—বর্ণ প্রকাশক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি); **যৎ**—যদি; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **অপি**—ও; **দৃশ্যেত**—দেখা যায়; **তৎ**—তার; **তেন**—সেই লক্ষণের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিনির্দিশেৎ**—নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

অনুবাদ

যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেন, তা হলে তাঁকে ভিন্ন বর্ণের বলে মনে হলেও এই লক্ষণ অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্দিষ্ট হবে।

তাৎপর্য

এখানে নারদ মুনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বর্ণ নির্ধারণ করা উচিত নয়। অথচ এখন সেটিই হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারটি বর্ণ গুণ এবং কর্ম অনুসারে ভগবান সৃষ্টি করেছেন। কারও যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় এবং তিনি যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হবে; তা না হলে তাঁকে ব্রহ্মবন্ধু বলে বিবেচনা করা হবে। তেমনই, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গুণ অর্জন করে, তা হলে শূদ্রকুলে জন্ম হলেও সে

শূদ্র নয়; যেহেতু সে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছে, তাই তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করার শিক্ষা দেওয়া। যে কুলেই মানুষের জন্ম হোক না কেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে, এবং তারপর তাঁকে সন্ন্যাস আশ্রম প্রদান করা যেতে পারে। কেউ যদি গুণগতভাবে ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমন্বিত না হয়, তা হলে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, মানুষের এই বর্ণ নির্ধারণে জন্ম অনিবার্য লক্ষণ নয়। এটি জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নারদ মুনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, উপযুক্ত গুণাবলী থাকলেই কেবল জন্ম অনুসারে বর্ণ স্বীকৃত হতে পারে, অন্যথায় নয়। যিনি ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেছেন, যে কুলেই তাঁর জন্ম হোক না কেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে। তেমনই, কেউ যদি শূদ্র অথবা চণ্ডালের গুণ অর্জন করে থাকে, তা হলে যে কুলেই তার জন্ম হোক না কেন, তার লক্ষণ অনুসারে তার বর্ণ নির্ধারিত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'আদর্শ সমাজ—চাতুর্বর্ণ্য' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের সাধারণ বর্ণনা সহ ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থ আশ্রমের বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ সমাজের বর্ণবিভাগের বর্ণনা করেছেন, এবং এখন এই অধ্যায়ে তিনি ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস নামক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চারটি আশ্রমের বর্ণনা করেছেন।

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং প্রণতি সহকারে দীনহীন দাস রূপে তাঁর সেবা করে, সর্বদা তাঁর আদেশ পালন করা। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকা এবং সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। ব্রহ্মচর্যের প্রথা অনুসারেই তাঁর মেখলা, অজিন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধারণ করা উচিত। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তার ভিক্ষা করা উচিত, এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা উচিত। শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে তার প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত, এবং শ্রীগুরুদেব যদি কখনও তাকে আহার করার নির্দেশ দিতে ভুলে যান, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য নিজের উদ্যোগে প্রসাদ গ্রহণ না করে উপবাস থাকা। নিতান্ত প্রয়োজন যতটুকু, ততটুকু আহার করেই সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা ব্রহ্মচারীদের গ্রহণ করা উচিত, দায়িত্ব পালনে তার অত্যন্ত দক্ষ হওয়া উচিত, এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং যতদূর সম্ভব স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার চেষ্টা করা ব্রহ্মচারীর অবশ্য কর্তব্য। তার কর্তব্য অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে স্ত্রীসঙ্গ, গৃহস্থ-সান্নিধ্য এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বর্জন করা। স্ত্রীলোকের সঙ্গে নির্জন স্থানে আলাপ ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

এইভাবে ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ব্রহ্মচারীর গুরুদক্ষিণা দান করা উচিত, এবং তারপর শ্রীগুরুদেবের আদেশ নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য-ব্রত অবলম্বন করা অথবা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তী আশ্রম—গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ-

আশ্রম, ব্রহ্মচর্য-আশ্রম এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের কর্তব্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। গৃহস্থ-আশ্রম অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন জীবন উপভোগ করার জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৈথুন আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া। বৈদিক সংস্কৃতিতে প্রতিটি আশ্রমই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, এবং যদিও গৃহস্থ-আশ্রমে কিছু সময়ের জন্য মৈথুন-জীবনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবুও তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। তাই গৃহস্থ-জীবনেও অবৈধ মৈথুনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। গৃহস্থের স্ত্রীগ্রহণ মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য নয়। বীর্যক্ষয়ও অবৈধ মৈথুন।

গৃহস্থ-আশ্রমের পর বানপ্রস্থ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যবর্তী আশ্রম। বানপ্রস্থ-আশ্রমে অন্ন আহারে বাধা রয়েছে এবং যে ফল গাছে পাকেনি সেই ফল আহারে নিষেধ রয়েছে। আগুনে পাক করা খাদ্য তাঁর ভোজন করা উচিত নয়, যদিও তিনি *চরু* অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত শস্য আহার করতে পারেন। যে ফল এবং শস্য স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে তা তিনি খেতে পারেন। বানপ্রস্থ-আশ্রমে পর্ণকুটিরে বাস করে তিনি শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করবেন। তাঁর কর্তব্য নখ অথবা চুল না কাটা এবং দন্তধাবন ও গাত্রসম্মার্জন ত্যাগ। তাঁর কর্তব্য বৃক্ষের বল্কল পরিধান করা, দণ্ডগ্রহণ করা, এবং বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুই বছর অথবা ন্যূনপক্ষে এক বছর প্রতিজ্ঞাপূর্বক বনে বাস করা। অবশেষে বৃদ্ধ অবস্থার ফলে যখন তিনি আর বানপ্রস্থ-আশ্রমের কার্য করতে পারেন না, তখন ধীরে ধীরে সব কিছু বন্ধ করে তাঁর শরীর ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্ ।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ব্রহ্মচারী**—গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ব্রহ্মচারী; **গুরু-কুলে**—শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে; **বসন্**—বাস করে; **দান্তঃ**—নিরন্তর ইন্দ্রিয়-সংযমের অভ্যাস করে; **গুরোঃ হিতম্**—কেবল শ্রীগুরুদেবের লাভের জন্য (নিজের লাভের জন্য নয়); **আচরন্**—অভ্যাস করে; **দাসবৎ**—দাসের মতো অত্যন্ত বিনীত হয়ে; **নীচঃ**—বিনীত; **গুরৌ**—শ্রীগুরুদেবকে; **সুদৃঢ়**—দৃঢ়তাপূর্বক; **সৌহৃদঃ**—বন্ধুত্ব অথবা শুভ ইচ্ছা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—বিদ্যার্থীর কর্তব্য পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-সংযম করার অভ্যাস করা। তার কর্তব্য বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ণ হওয়া, এবং দাসবৎ আচরণ করা। এইভাবে মহান ব্রত সহকারে, কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাস করা উচিত।

শ্লোক ২

সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্ ।
সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সমাহিতঃ ॥ ২ ॥

সায়ম্—সন্ধ্যাবেলায়; **প্রাতঃ**—সকালে; **উপাসীত**—উপাসনা করা উচিত; **গুরু**—শ্রীগুরুদেবের; **অগ্নি**—অগ্নির (যজ্ঞের দ্বারা); **অর্ক**—সূর্যের; **সুর-উত্তমান্**—এবং পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **সন্ধ্যে**—সকালে এবং সন্ধ্যায়; **উভে**—উভয়; **চ**—ও; **যত-বাক্**—মৌন হয়ে; **জপন্**—জপ করে; **ব্রহ্ম**—গায়ত্রী মন্ত্র; **সমাহিতঃ**—পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত চিত্তে মৌন হয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে গুরু, অগ্নি, সূর্য এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য।

শ্লোক ৩

ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহূতশ্চেৎ সুযন্ত্রিতঃ ।
উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ ॥ ৩ ॥

ছন্দাংসি—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র আদি বৈদিক মন্ত্র; **অধীয়ীত**—নিয়মিতভাবে জপ করা উচিত অথবা পাঠ করা উচিত; **গুরোঃ**—শ্রীগুরুদেব থেকে; **আহূতঃ**—তিনি ডাকলে; **চেৎ**—যদি; **সুযন্ত্রিতঃ**—সাবধান হয়ে; **উপক্রমে**—প্রথমে; **অবসানে**—শেষে (বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার পর); **চ**—ও; **চরণৌ**—শ্রীপাদপদ্মে; **শিরসা**—মস্তক দ্বারা; **নমেৎ**—প্রণতি নিবেদন করা উচিত।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেব আহ্বান করলে, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, এবং প্রতিদিন অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীগুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা শিষ্যের কর্তব্য।

শ্লোক ৪

মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্ ।
বিভৃয়াদুপবীতং চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্ ॥ ৪ ॥

মেখলা—মেখলা; **অজিন-বাসাংসি**—মৃগচর্মের বসন; **জটা**—জটা; **দণ্ড**—দণ্ড; **কমণ্ডলূন্**—এবং কমণ্ডলু; **বিভৃয়াৎ**—তার (ব্রহ্মচারীর) কর্তব্য নিয়মিতভাবে তা বহন করা অথবা ধারণ করা; **উপবীতম্ চ**—এবং যজ্ঞ-উপবীত; **দর্ভ-পাণিঃ**—হস্তে পবিত্র কুশঘাস ধারণ করে; **যথা উদিতম্**—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হস্তে কুশঘাস ধারণ করে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেখলা, মৃগচর্মের বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধারণ করা।

শ্লোক ৫

সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ।
ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

সায়ম্—সন্ধ্যাবেলায়; **প্রাতঃ**—সকালে; **চরেৎ**—বাইরে যাওয়া উচিত; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য; **গুরবে**—শ্রীগুরুদেবকে; **তৎ**—সে যা কিছু সংগ্রহ করে; **নিবেদয়েৎ**—নিবেদন করা উচিত; **ভুঞ্জীত**—আহার করা উচিত; **যদি**—যদি; **অনুজ্ঞাতঃ**—(শ্রীগুরুদেবের দ্বারা) আদিষ্ট হলে; **নো**—অন্যথা; **চেৎ**—যদি; **উপবসেৎ**—উপবাস করা উচিত; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা সংগ্রহ করা এবং ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু শ্রীগুরুদেবকে দান করা। গুরুদেব যদি আদেশ দেন, তা হলেই কেবল তার

আহার করা উচিত; শ্রীগুরুদেব যদি তাকে আদেশ না দেন, তা হলে কখনও-বা তার উপবাস করা উচিত।

শ্লোক ৬

সুশীলো মিতভুগ্ দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জিতেষু চ ॥ ৬ ॥

সুশীলঃ—অত্যন্ত নম্র এবং সুন্দর স্বভাব; **মিতভুক**—যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আহার করে, প্রয়োজনের অধিক অথবা প্রয়োজন থেকে কম আহার না করে; **দক্ষঃ**—নিপুণ অথবা অনলস; **শ্রদ্দধানঃ**—শাস্ত্র এবং শ্রীগুরুদেবের বাণীতে পূর্ণ শ্রদ্ধা সমন্বিত; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—সর্বতোভাবে সংযত ইন্দ্রিয়; **যাবৎ-অর্থম্**—যতটুকু প্রয়োজন; **ব্যবহরেৎ**—বাহ্যরূপে আচরণ করা উচিত; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকদের; **স্ত্রীনির্জিতেষু**—স্ত্রৈণ ব্যক্তিদের সঙ্গে; **চ**—ও।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সুশীল এবং নম্র হওয়া, পরিমিত আহার করা, অনলস এবং দক্ষ হওয়া, শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্রের নির্দেশে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া, জিতেন্দ্রিয় হওয়া এবং স্ত্রী ও স্ত্রৈণদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্ত্রী অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বর্জন করা। যদিও ভিক্ষা করতে গেলে কখনও কখনও তাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবুও কেবল ভিক্ষা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই কথা বলা উচিত এবং অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য স্ত্রীলোকদের প্রতি যারা অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা।

শ্লোক ৭

বর্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ ॥ ৭ ॥

বর্জয়েৎ—বর্জন করা উচিত; **প্রমদা-গাথাম্**—স্ত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন; **অগৃহস্থঃ**—যিনি গৃহস্থ-আশ্রম স্বীকার করেননি (ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী); **বৃহৎ-ব্রতঃ**—ব্রহ্মচর্য ব্রতপরায়ণ; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **প্রমাথীনি**—অত্যন্ত বলবান; **হরন্তি**—হরণ করে; **অপি**—ও; **যতেঃ**—সন্ন্যাসীর; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারী অথবা যারা গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেননি, তাঁদের কর্তব্য অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্বক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথোপকথন অথবা স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কথোপকথন পরিত্যাগ করা, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তা সন্ন্যাসীর মনকেও বিচলিত করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্যের অর্থ কেবল বিবাহ না করার ব্রত গ্রহণ করাই নয়, অধিকন্তু ব্রহ্মচর্য (*বৃহদ্ব্রত*) নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসীর কর্তব্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বার্তালাপ না করা এবং স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ না করা। স্ত্রীসঙ্গ বর্জনের ভিত্তিতেই আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। কোন বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীসঙ্গ করার অথবা তাদের সঙ্গে অনর্থক কথোপকথনের উপদেশ কখনও দেওয়া হয়নি। সমস্ত বৈদিক প্রথা যৌন জীবন বর্জনের শিক্ষা দেয়, যার ফলে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচর্য থেকে গৃহস্থ, গৃহস্থ থেকে বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ থেকে সন্ন্যাস-আশ্রমে ক্রমশ উন্নতি লাভ করে জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ জড় সুখভোগ পরিত্যাগ করতে পারা যায়। *বৃহদ্ব্রত* শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে যিনি বিবাহ না করতে মনস্থ করেছেন, অথবা যিনি আজীবন যৌন জীবনে লিপ্ত না হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ৮

কেশপ্রসাধনোন্মর্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্ ।
গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা ॥ ৮ ॥

কেশ-প্রসাধন—চুল আঁচড়ানো; **উন্মর্দ**—গাত্র মর্দন; **স্নপন**—স্নান; **অভ্যঞ্জন-আদিকম্**—তৈল মর্দন ইত্যাদি; **গুরু-স্ত্রীভিঃ**—শ্রীগুরুদেবের পত্নীর দ্বারা; **যুবতিভিঃ**—যুবতী; **কারয়েৎ**—করতে অনুমতি দেওয়া; **ন**—না; **আত্মনঃ**—নিজের সেবার জন্য; **যুবা**—বিদ্যার্থী যদি যুবক হয়।

অনুবাদ

গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রহ্মচারী তাঁর দ্বারা আপনার কেশ প্রসাধন, গাত্র মর্দন, স্নান এবং তৈল মর্দন আদি কার্য করাবে না।

তাৎপর্য

শিষ্য এবং গুরুপত্নীর সম্পর্ক মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। মা কখনও কখনও তাঁর পুত্রের কেশ প্রসাধন করেন, দেহে তৈল মর্দন করেন অথবা স্নান করান। তেমনই, গুরুপত্নীও মাতার মতো শিষ্যের লালন-পালন করতে পারেন। কিন্তু গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সেই মাতাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেওয়া। তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সাত প্রকার মাতা রয়েছেন—

আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা ।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥

গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, রাজার পত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং পৃথিবী, এঁরা সকলেই মাতা। অনর্থক স্ত্রীসঙ্গ, এমন কি মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটিই হচ্ছে মানব-সভ্যতা। যে সভ্যতা পুরুষদের অবাধে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি দেয়, তা পশুর সভ্যতা। কলিযুগে মানুষেরা অত্যন্ত উদার, কিন্তু স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা এবং কথা বলা অসভ্য জীবনের ভিত্তি।

শ্লোক ৯

নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্ ।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ ॥ ৯ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **প্রমদা**—স্ত্রী (যে পুরুষের মন মোহিত করে); **নাম**—নামী; **ঘৃত-কুম্ভ**—ঘৃতের কলস; **সমঃ**—সদৃশ; **পুমান্**—পুরুষ; **সুতাম্ অপি**—নিজের কন্যাও; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **জহ্যাৎ**—সঙ্গ করা উচিত নয়; **অন্যদা**—অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও; **যাবৎ**—যতখানি; **অর্থকৃৎ**—প্রয়োজন।

অনুবাদ

যুবতী স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভের মতো। তাই নিজের কন্যার সঙ্গেও নির্জনে অবস্থান করা উচিত নয়। তেমনই, অনির্জন স্থানে অন্য সময়ে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তাদের সাথে সঙ্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

ঘি-এর পাত্র এবং আগুন যদি একসঙ্গে রাখা হয়, তা হলে ঘি অবশ্যই গলে যাবে। স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতপাত্রের মতো। মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন এবং যতই সংযত হোক না কেন, পুরুষের পক্ষে নারীর উপস্থিতিতে নিজেকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব, এমন কি সেই নারী যদি নিজের কন্যা, মা অথবা ভগ্নীও হন। প্রকৃতপক্ষে, সন্ন্যাসীরও মন বিচলিত থাকে। তাই, বৈদিক সভ্যতায় স্ত্রী এবং পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ যদি স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে নিষেধের এই মৌলিক কারণ বুঝতে না পারে, তা হলে সে একটি পশুর তুল্য। সেটিই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্লোক ১০

কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততো হ্যস্য বিপর্যয়ঃ ॥ ১০ ॥

কল্পয়িত্বা—নিশ্চয় করে; **আত্মনা**—আত্ম উপলব্ধির দ্বারা; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **আভাসম্**—প্রতিবিম্ব (মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের); **ইদম্**—এই (শরীর এবং ইন্দ্রিয়); **ঈশ্বরঃ**—সর্বতোভাবে মোহমুক্ত; **দ্বৈতম্**—দ্বন্দ্বভাব; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—করে না; **বিরমেৎ**—দেখে; **ততঃ**—সেই দ্বৈত ভাবের দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—এই ব্যক্তির; **বিপর্যয়ঃ**—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে তার স্বরূপ উপলব্ধি না করে—যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহাত্মবুদ্ধির যে ভ্রান্ত ধারণা, যা তার মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র, তা থেকে মুক্ত না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী এবং পুরুষরূপে যে দ্বৈতভাব প্রতিভাত হয়, তা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এইভাবে তার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলে অধঃপতনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

তাৎপর্য

স্ত্রীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার কর্তব্য সম্বন্ধে পুরুষদের প্রতি এটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বরূপ উপলব্ধি লাভ করে পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ স্ত্রী এবং পুরুষের দ্বৈতভাব থাকতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের যখন প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তখন আর সেই পার্থক্য থাকে না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।" (*ভগবদ্গীতা* ৫/১৮) চিন্ময় স্তরে বিদ্বান ব্যক্তি কেবল স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতভাবই পরিত্যাগ করেন না, অধিকন্তু তিনি মানুষ এবং পশুর দ্বৈতভাবও পরিত্যাগ করেন। এটিই স্বরূপ উপলব্ধির পরীক্ষা। মানুষ তখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, জীব তার স্বরূপে চিন্ময় আত্মা, কিন্তু সে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরের স্বাদ গ্রহণ করছে। মানুষ তত্ত্বগতভাবে তা জানতে পারে, কিন্তু যখন ব্যবহারিকভাবে তার উপলব্ধি হয়, তখনই কেবল তিনি পণ্ডিত হন। সেই উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত দ্বৈতভাব থাকে, এবং স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বোধ থাকে। এই স্তরে মানুষের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। কারোরই নিজেকে সিদ্ধপুরুষ বলে মনে করে শাস্ত্রের নির্দেশ বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে নিজের কন্যা, মাতা এবং ভগ্নীর সঙ্গেও সঙ্গ করার সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, সুতরাং অন্য রমণীদের আর কি কথা। শ্রীল মধ্বাচার্য সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

বহুত্বেনৈব বস্তূনাং যথার্থজ্ঞানমুচ্যতে ।
অদ্বৈতজ্ঞানমিত্যেতদ্ দ্বৈতজ্ঞানং তদন্যথা ॥
যথা জ্ঞানং তথা বস্তু যথা বস্তুস্তথা মতিঃ ।
নৈব জ্ঞানার্থয়োর্ভেদস্তত একত্ববেদনম্ ॥

বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করাই প্রকৃত জ্ঞান, এবং তাই কৃত্রিমভাবে বৈচিত্র্য পরিত্যাগ করা পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক নয়—যা অদ্বৈতবাদীরা করে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন অনুসারে বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু সেই সব একত্রে একটি একক। এই জ্ঞানই পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞান।

শ্লোক ১১

এতৎ সর্বং গৃহস্থস্য সমাম্নাতং যতেরপি ।
গুরুবৃত্তির্বিকল্পেন গৃহস্থস্যর্তুগামিনঃ ॥ ১১ ॥

এতৎ—এই; **সর্বম্**—সব; **গৃহস্থস্য**—গৃহস্থের; **সমাম্নাতম্**—বর্ণিত; **যতেঃ অপি**—সন্ন্যাসীরও; **গুরু-বৃত্তিঃ বিকল্পেন**—শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য; **গৃহস্থস্য**—গৃহস্থের; **ঋতু-গামিনঃ**—সন্তান উৎপাদনের জন্য কেবল ঋতুকালেই মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া।

অনুবাদ

সমস্ত বিধি-বিধানগুলি গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই পালনীয়। তবে, গৃহস্থের পক্ষে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুকূল সময়ে গুরুদেব মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেন।

তাৎপর্য

মানুষ কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, গৃহস্থ-আশ্রমে যে কোন সময় মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। এটি গৃহস্থ-জীবন সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা। আধ্যাত্মিক জীবনে, তা সে গৃহস্থই হোক অথবা বানপ্রস্থই হোক, সন্ন্যাসী হোক অথবা ব্রহ্মচারী হোক, সকলেই শ্রীগুরুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে মৈথুন সম্বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তেমনই, গৃহস্থদের ক্ষেত্রেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গৃহস্থের কর্তব্য কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ অনুসারে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুরুদেবের আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য (*গুরুবৃত্তির্বিকল্পেন*)। শ্রীগুরুদেব যখন আদেশ দেন, গৃহস্থ তখনই কেবল মৈথুনে লিপ্ত হতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—ধর্ম-বিরুদ্ধ নয় যে মৈথুন-জীবন, তাও ধর্ম। গৃহস্থদের শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের অনুকূল সময়ে মৈথুন-জীবনে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। শ্রীগুরুদেব যদি গৃহস্থকে কোন বিশেষ সময়ে মৈথুন-জীবনে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দেন, তখন গৃহস্থ তা করতে পারেন; তা না হলে শ্রীগুরুদেব যদি নিষেধ করেন, তা হলে গৃহস্থের বিরত থাকা উচিত। গৃহস্থের কর্তব্য গর্ভাধান সংস্কার পালন করার জন্য শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হওয়া। তখন তিনি সন্তান

উৎপাদনের জন্য তাঁর পত্নীতে গমন করতে পারেন, অন্যথায় নয়। ব্রাহ্মণ সাধারণত আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি কখনও গৃহস্থ হয়ে যৌন জীবন আচরণ করেন, তবুও তা সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীনেই সম্পন্ন হয়। ক্ষত্রিয়ের একাধিক পত্নী বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তাও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত হয়। এমন নয় যে, গৃহস্থ বলে মানুষ যতবার ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে এবং যখন খুশি যৌন জীবনে লিপ্ত হতে পারবে। সেটি আধ্যাত্মিক জীবন নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বতোভাবে আজীবন গুরুর পরিচালনাধীনে থাকতে হয়। যিনি তাঁর গুরুর নির্দেশ অনুসারে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারেন। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*। কেউ যদি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চায়, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ না করে, নিজের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করতে চায়, তা হলে সে নিরাশ্রয়। *যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি*—শ্রীগুরুদেবের আদেশ ব্যতীত এমন কি গৃহস্থও যৌন জীবনে লিপ্ত হবেন না।

শ্লোক ১২

অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দস্ত্র্যবলেখামিষং মধু।
স্রগ্‌গন্ধলেপালঙ্কারাংস্ত্যজেয়ুর্যে বৃহদ্‌ব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

অঞ্জন—চোখে দেওয়া কাজল; **অভ্যঞ্জন**—মস্তক মর্দন; **উন্মর্দ**—শরীর-মর্দন; **স্ত্রী-অবলেখ**—স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অথবা স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন করা; **আমিষম্**—মাংসাহার; **মধু**—সুরা অথবা মধুপান; **স্রক্**—পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করা; **গন্ধলেপ**—শরীরে সুগন্ধলেপন; **অলঙ্কারান্**—অলঙ্কারের দ্বারা দেহ সজ্জিত করা; **ত্যজেয়ুঃ**—ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য; **যে**—যারা; **বৃহৎব্রতাঃ**—ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণকারী।

অনুবাদ

উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণকারী ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থদের অঞ্জন, তৈললেপন, গাত্রমর্দন, স্ত্রীদর্শন, স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন, আমিষ আহার, সুরাপান, পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহসজ্জা, গন্ধ অনুলেপন অথবা অলঙ্কার ধারণ ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১৩-১৪

উষিত্বৈবং গুরুকুলে দ্বিজোঽধীত্যাববুধ্য চ।
ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্ ॥ ১৩ ॥
দত্ত্বা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্বরঃ।
গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেৎ তত্র বা বসেৎ ॥ ১৪ ॥

উষিত্বা—বাস করে; **এবম্**—এইভাবে; **গুরু-কুলে**—শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যাঁদের দুবার জন্ম হয়েছে; **অধীত্য**—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে; **অববুধ্য**—তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; **চ**—এবং; **ত্রয়ীম্**—বৈদিক শাস্ত্র; **স-অঙ্গ**—সহায়ক অংশ সহ; **উপনিষদম্**—এবং উপনিষদ; **যাবৎ-অর্থম্**—যতখানি সম্ভব; **যথা-বলম্**—যথাশক্তি; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **বরম্**—দক্ষিণা; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি গ্রহণ করে; **গুরোঃ**—শ্রীগুরুদেবের; **কামম্**—বাসনা; **যদি**—যদি; **ঈশ্বরঃ**—সমর্থ; **গৃহম্**—গৃহস্থ-জীবন; **বনম্**—অবসর জীবন; **বা**—অথবা; **প্রবিশেৎ**—প্রবেশ করা উচিত; **প্রব্রজেৎ**—অথবা বেরিয়ে যাওয়া উচিত; **তত্র**—সেখানে; **বা**—অথবা; **বসেৎ**—বাস করা উচিত।

অনুবাদ

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের কর্তব্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে গুরুকুলে বাস করে বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ সহ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ যথাশক্তি এবং ক্ষমতা অনুসারে অধ্যয়ন করা। যদি সম্ভব হয়, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে, নিজের বাসনা অনুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

বেদ অধ্যয়ন করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে অবশ্যই বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজের তিনটি উচ্চবর্ণ—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শূদ্র এবং অন্ত্যজ ব্যতীত সকলের পক্ষে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক। বৈদিক শাস্ত্র পরম তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, অথবা ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার জ্ঞান প্রদান করে। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্যই গুরুকুলের মতো সংস্কারধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে জাগতিক

শিক্ষা লাভের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানের দ্বারা পরম তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রযুক্তিবিদ্যা তাই শূদ্রদের জন্য, আর বেদ দ্বিজদের জন্য। সেই জন্য এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *দ্বিজোঽধীত্যাববুধ্য চ ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদম্*। বর্তমান সময়ে, কলিযুগে প্রায় সকলেই শূদ্র, এবং কেউই দ্বিজ নয়। তাই সমাজের অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়।

এই শ্লোকে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সন্ন্যাস-আশ্রম, বানপ্রস্থ-আশ্রম এবং গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা যায়। এমন নয় যে, ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থ হতেই হবে। যেহেতু জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করা, তাই সমস্ত আশ্রমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সরাসরিভাবে সন্ন্যাস-আশ্রমে যাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সরাসরিভাবে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৃহস্থ-আশ্রম অথবা বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে করেননি।

শ্লোক ১৫

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষ্বধোক্ষজম্ ।
ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ ॥ ১৫ ॥

অগ্নৌ—অগ্নিতে; **গুরৌ**—গুরুতে; **আত্মনি**—আত্মায়; **চ**—ও; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **অধোক্ষজম্**—জড় চক্ষু অথবা অন্যান্য জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উপলব্ধ নন, সেই ভগবানকে; **ভূতৈঃ**—সমস্ত জীব সহ; **স্ব-ধামভিঃ**—ভগবানের উপকরণ সহ; **পশ্যেৎ**—দর্শন করা উচিত; **অপ্রবিষ্টম্**—প্রবেশ না করে; **প্রবিষ্টবৎ**—প্রবিষ্ট হওয়ার মতো।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য অগ্নি, গুরুদেব, আত্মা এবং সমস্ত জীবে সর্ব অবস্থাতেই অধোক্ষজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যুগপৎ প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টরূপে দর্শন করা। তিনি সব কিছুর পূর্ণ নিয়ন্তারূপে অন্তরে এবং বাইরে অবস্থিত।

তাৎপর্য

ভগবানের সর্বব্যাপকতার উপলব্ধি পরম তত্ত্বের পূর্ণ উপলব্ধি, যা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে লাভ হয়। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে,

অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্—ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতেও অবস্থিত। আমাদের বোঝা উচিত যে, ভগবান যেখানেই উপস্থিত থাকেন, তিনি তাঁর নাম, রূপ, পার্ষদ এবং সেবক আদি সমস্ত উপকরণ সহ উপস্থিত থাকেন। জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, ভগবান যেহেতু প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ করেছেন, তাই জীবেরাও সেখানে রয়েছে। ভগবানের অচিন্ত্য গুণ স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ ভগবান যে কিভাবে তাঁর ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও সর্বব্যাপ্ত, তা জড়-জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেই উপলব্ধি তখনই সম্ভব, যখন মানুষ নিষ্ঠা সহকারে আশ্রমধর্ম (ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) পালন করেন। শ্রীল মধ্বাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

অপ্রবিষ্টঃ সর্বগতঃ প্রবিষ্টস্ত্বনুরূপবান্ ।
এবং দ্বিরূপো ভগবান্ হরিরেকো জনার্দনঃ ॥

ভগবান তাঁর স্বরূপে সব কিছুতে প্রবেশ করেননি (*অপ্রবিষ্টঃ*), কিন্তু তাঁর নির্বিশেষ রূপে তিনি প্রবেশ করেছেন (*প্রবিষ্টঃ*)। এইভাবে তিনি যুগপৎ প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" ভগবান নিজের বিরোধিতা করতে পারেন। তাই একত্বের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে (*একত্বং বহুত্বম্*)।

শ্লোক ১৬

এবংবিধো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো যতির্গৃহী ।
চরন্ বিদিতবিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৬ ॥

এবম্ বিধঃ—এইভাবে; **ব্রহ্মচারী**—সে ব্রহ্মচারীই হোক; **বানপ্রস্থঃ**—অথবা বানপ্রস্থ হোক; **যতিঃ**—অথবা সন্ন্যাসী হোক; **গৃহী**—অথবা গৃহস্থ হোক; **চরন্**—স্বরূপ উপলব্ধির পন্থা অনুশীলন করে এবং পরম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে; **বিদিত-বিজ্ঞানঃ**—পরম তত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞান পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **অধিগচ্ছতি**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অনুবাদ

এইভাবে অনুশীলন করার ফলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

এটিই অধ্যাত্ম উপলব্ধির সূচনা। প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় ব্রহ্ম কিভাবে সর্বত্র উপস্থিত এবং কিভাবে তিনি কার্য করেন। এই শিক্ষাকে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* এবং সেটিই মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান ব্যতীত মানুষ হওয়ার দাবি করা যায় না; পক্ষান্তরে, সেই ব্যক্তি পশুর স্তরেই থাকে। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স এব গোখরঃ*—এই জ্ঞান ব্যতীত মানুষ গরু অথবা গাধার থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ১৭

বানপ্রস্থস্য বক্ষ্যামি নিয়মান্ মুনিসম্মতান্ ।
যানাস্থায় মুনির্গচ্ছেদৃষিলোকমুহাঞ্জসা ॥ ১৭ ॥

বানপ্রস্থস্য—বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বী ব্যক্তি; **বক্ষ্যামি**—আমি এখন বিশ্লেষণ করব; **নিয়মান্**—বিধি-বিধান; **মুনি-সম্মতান্**—যা মুনি-ঋষিদের দ্বারা স্বীকৃত; **যান্**—যা; **আস্থায়**—অবস্থিত হয়ে বা অনুশীলন করে; **মুনিঃ**—মুনি; **গচ্ছেৎ**—উন্নীত হন; **ঋষি-লোকম্**—মুনি এবং ঋষিরা যেই লোকে গমন করেন (মহর্লোক); **উহ**—হে রাজন্; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি এখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর গুণাবলী বর্ণনা করব। নিষ্ঠা সহকারে বানপ্রস্থ-আশ্রমের এই বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে, মানুষ মুনিদের উচ্চতর গ্রহলোক মহর্লোক প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৮

ন কৃষ্টপচ্যমশ্নীয়াদকৃষ্টং চাপ্যকালতঃ ।
অগ্নিপক্কমথামং বা অর্কপক্কমুতাহরেৎ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **কৃষ্ট-পচ্যম্**—ভূমি কর্ষণের ফলে জাত শস্য; **অশ্নীয়াৎ**—আহার করা উচিত; **অকৃষ্টম্**—ভূমি কর্ষণ না করে যে শস্য উৎপন্ন হয়েছে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **অকালতঃ**—অকালপক্ক; **অগ্নি-পক্কম্**—অগ্নিতে পক্ক শস্য; **অথ**—এবং; **আমম্**—আম; **বা**—অথবা; **অর্ক-পক্কম্**—স্বাভাবিকভাবে সূর্যকিরণের দ্বারা পক্ক; **উত**—নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; **আহরেৎ**—বানপ্রস্থ-আশ্রমীর আহার করা উচিত।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমীর ভূমি কর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন শস্য আহার করা উচিত নয়। অকর্ষণোৎপন্ন অপক্ক শস্যও আহার করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অগ্নিপক্ক শস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে, সূর্যকিরণের দ্বারা পক্ক ফলই কেবল তাঁর আহার্য।

শ্লোক ১৯

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশান্ নির্বপেৎ কালচোদিতান্ ।
লব্ধে নবে নবেঽন্নাদ্যে পুরাণং চ পরিত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥

বন্যৈঃ—কর্ষণহীন জঙ্গলে উৎপন্ন ফল এবং অন্নের দ্বারা; **চরু**—যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত শস্য; **পুরোডাশান্**—সেই চরু থেকে তৈরি পিষ্টক; **নির্বপেৎ**—সম্পাদন করা উচিত; **কাল-চোদিতান্**—যা স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে; **লব্ধে**—প্রাপ্ত হয়ে; **নবে**—নতুন; **নবে অন্ন-আদ্যে**—নতুন নতুন অন্ন আদি; **পুরাণম্**—পুরাতন সংগৃহীত অন্ন; **চ**—এবং; **পরিত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

বানপ্রস্থীর কর্তব্য জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে যে ফল এবং অন্ন, তা দিয়ে তৈরি পুরোডাশ (পিষ্টক) যজ্ঞে নিবেদন করা। নতুন নতুন অন্ন প্রাপ্ত হলে, তাঁর কর্তব্য সংগৃহীত পুরাতন অন্ন পরিত্যাগ করা।

শ্লোক ২০

অগ্ন্যর্থমেব শরণমুটজং বাদ্রিকন্দরম্ ।
শ্রয়েত হিমবায়্বগ্নিবর্ষার্কাতপষাট্ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥

অগ্নি—অগ্নি; **অর্থম্**—রাখার জন্য; **এব**—কেবল; **শরণম্**—কুটির; **উটজম্**—ঘাসের তৈরি; **বা**—অথবা; **অদ্রি-কন্দরম্**—পর্বতের গুহায়; **শ্রয়েত**—বানপ্রস্থাবলম্বীর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত; **হিম**—তুষার; **বায়ু**—বায়ু; **অগ্নি**—আগুন; **বর্ষ**—বৃষ্টি; **অর্ক**—সূর্যের; **আতপ**—কিরণ; **ষাট্**—সহ্য করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

বানপ্রস্থাবলম্বীর কর্তব্য, কেবল পবিত্র অগ্নি রাখার জন্য পর্ণ কুটির অথবা পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা এবং সূর্যকিরণ সহ্য করবেন।

শ্লোক ২১

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি জটিলো দধৎ।
কমণ্ডল্বজিনে দণ্ডবল্কলাগ্নিপরিচ্ছদান্ ॥ ২১ ॥

কেশ—মাথার চুল; **রোম**—শরীরের রোম; **নখ**—নখ; **শ্মশ্রু**—দাড়ি; **মলানি**—এবং দেহের মল; **জটিলঃ**—জটা; **দধৎ**—রাখা উচিত; **কমণ্ডলু**—কমণ্ডলু; **অজিনে**—এবং মৃগচর্ম; **দণ্ড**—দণ্ড; **বল্কল**—গাছের বাকল; **অগ্নি**—আগুন; **পরিচ্ছদান্**—বসন।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর কর্তব্য জটাধারী হয়ে কেশ, রোম, শ্মশ্রু বর্ধিত হতে দেওয়া। তাঁর শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত নয়। তাঁর উচিত, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম, দণ্ড, বল্কল এবং অগ্নিবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করা।

শ্লোক ২২

চরেদ্ বনে দ্বাদশাব্দানষ্টৌ বা চতুরো মুনিঃ।
দ্বাবেকং বা যথা বুদ্ধির্ন বিপদ্যেত কৃচ্ছ্রতঃ ॥ ২২ ॥

চরেৎ—থাকা উচিত; **বনে**—অরণ্যে; **দ্বাদশ-অব্দান্**—বারো বছর; **অষ্টৌ**—আট বছর; **বা**—অথবা; **চতুরঃ**—চার বছর; **মুনিঃ**—মননশীল সাধু ব্যক্তি; **দ্বৌ**—দুই;

একম্—এক; **বা**—অথবা; **যথা**—ও; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **ন**—না; **বিপদ্যেত**—মোহগ্রস্ত; **কৃচ্ছ্রতঃ**—কঠোর তপস্যার ফলে।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ-আশ্রমের কর্তব্য অত্যন্ত মননশীল হয়ে বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুবছর, অথবা অন্ততপক্ষে এক বছর বনে থাকা। তাঁর এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তিনি অত্যধিক তপস্যার ফলে বিচলিত অথবা ক্লিষ্ট না হন।

শ্লোক ২৩

যদাকল্পঃ স্বক্রিয়ায়াং ব্যাধিভির্জরয়াথবা ।
আন্বীক্ষিক্যাং বা বিদ্যায়াং কুর্যাদনশনাদিকম্ ॥ ২৩ ॥

যদা—যখন; **অকল্পঃ**—আচরণ করতে অক্ষম; **স্ব-ক্রিয়ায়াম্**—তাঁর কর্তব্য কর্ম; **ব্যাধিভিঃ**—ব্যাধিবশত; **জরয়া**—অথবা বার্ধক্যবশত; **অথবা**—অথবা; **আন্বীক্ষিক্যাম্**—আধ্যাত্মিক উন্নতিতে; **বা**—অথবা; **বিদ্যায়াম্**—জ্ঞানের প্রগতিতে; **কুর্যাৎ**—করা কর্তব্য; **অনশন-আদিকম্**—অনশন আদি আচরণ করা।

অনুবাদ

যখন তিনি ব্যাধি অথবা বার্ধক্যবশত আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধনের জন্য নিজের কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানে অথবা বেদ অধ্যয়নে অক্ষম হবেন, তখন কোন আহার গ্রহণ না করে তাঁর অনশন করা উচিত।

শ্লোক ২৪

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য সন্ন্যস্যাহংমমাত্মতাম্ ।
কারণেষু ন্যসেৎ সম্যক্ সংঘাতং তু যথার্হতঃ ॥ ২৪ ॥

আত্মনি—আত্মায়; **অগ্নীন্**—দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি; **সমারোপ্য**—যথাযথভাবে স্থাপন করে; **সন্ন্যস্য**—ত্যাগ করে; **অহম্**—অহঙ্কার; **মম**—ভ্রান্ত ধারণা; **আত্মতাম্**—দেহাত্মবুদ্ধির; **কারণেষু**—পাঁচটি উপাদান যা জড় শরীরের কারণ; **ন্যসেৎ**—বিলীন করবেন; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **সংঘাতম্**—সমন্বয়; **তু**—কিন্তু; **যথা-অর্হতঃ**—যথাযোগ্য।

অনুবাদ

তাঁর কর্তব্য আত্মাতে অগ্নি যথাযথভাবে স্থাপন করে, দেহাত্মবুদ্ধির কারণ দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্বক জড় দেহকে ধীরে ধীরে পঞ্চ-মহাভূতে (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে) লীন করে দেওয়া।

তাৎপর্য

পঞ্চ-মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) দেহের কারণ এবং দেহটি হচ্ছে কার্য। অর্থাৎ, মানুষের খুব ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, জড় দেহটি পঞ্চ-মহাভূতের সমন্বয় ব্যতীত আর কিছু নয়। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই জড় দেহের পঞ্চ-মহাভূতে লয় হয়। পূর্ণ জ্ঞান সহকারে ব্রহ্মে লীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জীব যে তার স্বরূপে তার দেহ নয়, তার আত্মা, সেই কথা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা।

শ্লোক ২৫

খে খানি বায়ৌ নিশ্বাসাংস্তেজঃসূষ্মাণমাত্মবান্ ।
অপ্স্বসৃক্‌শ্লেষ্মপূয়ানি ক্ষিতৌ শেষং যথোদ্ভবম্ ॥ ২৫ ॥

খে—আকাশে; **খানি**—দেহের সমস্ত ছিদ্র; **বায়ৌ**—বায়ুতে; **নিশ্বাসান্**—(প্রাণ, অপান আদি) দেহাভ্যন্তরে বিচরণশীল সমস্ত বায়ু; **তেজঃসু**—অগ্নিতে; **উষ্মাণম্**—দেহের তাপ; **আত্মবান্**— যে ব্যক্তি আত্মাকে জানেন; **অপ্সু**—জলে; **অসৃক্**—রক্ত; **শ্লেষ্ম**—শ্লেষ্মা; **পূয়ানি**—এবং মূত্র; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীতে; **শেষম্**—অবশিষ্ট (যথা ত্বক, অস্থি, এবং দেহের অন্যান্য কঠিন বস্তু); **যথা-উদ্ভবম্**—যা থেকে সেই সব উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সংযত এবং পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির কর্তব্য, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তাদের মূল উৎসে বিলীন করে দেওয়া। দেহের ছিদ্রগুলি আকাশ থেকে, নিঃশ্বাস বায়ু থেকে, দেহের তাপ অগ্নি থেকে, শুক্র, শোণিত ও শ্লেষ্মা জল থেকে, এবং ত্বক, পেশী, অস্থি আদি কঠিন বস্তুগুলি মাটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অবয়ব বিভিন্ন উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং তাই তাদের পুনরায় সেই উপাদানগুলিতে বিলীন করে দেওয়া উচিত।

তাৎপর্য

আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে, দেহের বিভিন্ন উপাদানগুলির মূল উৎস সম্বন্ধে অবগত হওয়া। দেহ হচ্ছে ত্বক, অস্থি, পেশী, রক্ত, শুক্র, মল, মূত্র, তাপ, নিশ্বাস ইত্যাদির সমন্বয়, যেগুলি মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের কর্তব্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির উৎস সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া। তখন তিনি *আত্মবান্* হন, অর্থাৎ তিনি তখন তাঁর আত্মাকে জানতে পারেন।

শ্লোক ২৬-২৮

বাচমগ্নৌ সবক্তব্যামিন্দ্রে শিল্পং করাবপি ।
পদানি গত্যা বয়সি রত্যোপস্থং প্রজাপতৌ ॥ ২৬ ॥
মৃত্যৌ পায়ুং বিসর্গং চ যথাস্থানং বিনির্দিশেৎ ।
দিক্ষু শ্রোত্রং সনাদেন স্পর্শেনাধ্যাত্মনি ত্বচম্ ॥ ২৭ ॥
রূপাণি চক্ষুষা রাজন্ জ্যোতিষ্যভিনিবেশয়েৎ ।
অপ্সু প্রচেতসা জিহ্বাং ঘ্রেয়ৈর্ঘ্রাণং ক্ষিতৌ ন্যসেৎ ॥ ২৮ ॥

বাচম্—বাণী; **অগ্নৌ**—অগ্নিদেবকে; **সবক্তব্যাম্**—বাণীর বিষয়বস্তু সহ; **ইন্দ্রে**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **শিল্পম্**—শিল্পকলা বা হাত দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা; **করৌ**—হস্তদ্বয়; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **পদানি**—পদদ্বয়; **গত্যা**—গমনাগমন করার ক্ষমতা; **বয়সি**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **রত্যা**—যৌন বাসনা; **উপস্থম্**—উপস্থ সহ; **প্রজাপতৌ**—প্রজাপতিকে; **মৃত্যৌ**—মৃত্যু-দেবতাকে; **পায়ুম্**—পায়ু; **বিসর্গম্**—তার মলত্যাগ কার্য সহ; **চ**—ও; **যথা-স্থানম্**—যথাস্থানে; **বিনির্দিশেৎ**—নির্দিষ্ট করা উচিত; **দিক্ষু**—বিভিন্ন দিকে; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে; **স-নাদেন**—নাদ সহ; **স্পর্শেন**—স্পর্শ সহ; **অধ্যাত্মনি**—বায়ু দেবতাকে; **ত্বচম্**—স্পর্শেন্দ্রিয়; **রূপাণি**—রূপ; **চক্ষুষা**—দৃষ্টিশক্তি সহ; **রাজন্**—হে রাজন; **জ্যোতিষি**—সূর্যকে; **অভিনিবেশয়েৎ**—বিলীন করে দেওয়া উচিত; **অপ্সু**—জলে; **প্রচেতসা**—বরুণ দেবতা সহ; **জিহ্বাম্**—জিহ্বাকে; **ঘ্রেয়ৈঃ**—ঘ্রাণের বিষয়; **ঘ্রাণম্**—ঘ্রাণশক্তি; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীতে; **ন্যসেৎ**—বিলীন করে দেওয়া উচিত।

অনুবাদ

তারপর, বাক্যের সঙ্গে বাক্ ইন্দ্রিয়কে (জিহ্বা) অগ্নিতে সমর্পণ করা উচিত। শিল্প সহ হস্তদ্বয় ইন্দ্রদেবকে অর্পণ করা উচিত। গতি সহ পদদ্বয় বিষ্ণুকে নিবেদন

করা উচিত। রতি সহ উপস্থ প্রজাপতিকে নিবেদন করা উচিত। বিসর্গ সহ পায়ুকে মৃত্যুতে অর্পণ করা উচিত। শব্দসহ শ্রবণেন্দ্রিয়কে দিক সমূহের অধিপতি দেবতাদের নিবেদন করা উচিত। স্পর্শ সহ ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ুকে অর্পণ করা উচিত। দৃষ্টিশক্তি সহ রূপ সূর্যকে অর্পণ করা উচিত। বরুণ সহ জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহ ঘ্রাণকে ভূমিতে অর্পণ করা উচিত।

শ্লোক ২৯-৩০

মনো মনোরথৈশ্চন্দ্রে বুদ্ধিং বোধ্যৈঃ কবৌ পরে।
কর্মাণ্যধ্যাত্মনা রুদ্রে যদহংমমতাক্রিয়া।
সত্ত্বেন চিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞে গুণৈর্বৈকারিকং পরে ॥ ২৯ ॥
অপ্সু ক্ষিতিমপো জ্যোতিষ্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্।
কূটস্থে তচ্চ মহতি তদব্যক্তেঽক্ষরে চ তৎ ॥ ৩০ ॥

মনঃ—মন; **মনোরথৈঃ**—বিষয়-বাসনা সহ; **চন্দ্রে**—চন্দ্রদেবকে; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধিকে; **বোধ্যৈঃ**—বুদ্ধির বিষয় সহ; **কবৌ পরে**—পরম জ্ঞানী ব্রহ্মাকে; **কর্মাণি**—জড় কার্যকলাপ; **অধ্যাত্মনা**—অহঙ্কার সহ; **রুদ্রে**—রুদ্রদেবকে; **যৎ**—যেখানে; **অহম্**—আমি আমার জড় দেহ; **মমতা**—জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু আমার; **ক্রিয়া**—এই প্রকার কার্যকলাপ; **সত্ত্বেন**—চেতনা সহ; **চিত্তম্**—চিত্তকে; **ক্ষেত্রজ্ঞে**—জীবাত্মাকে; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা সম্পাদিত জড় কার্যকলাপ সহ; **বৈকারিকম্**—গুণের অধীন জীবকে; **পরে**—পরমেশ্বরে; **অপ্সু**—জলে; **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **অপঃ**—জল; **জ্যোতিষি**—জ্যোতিষ্কে, বিশেষ করে সূর্যে; **অদঃ**—জ্যোতি; **বায়ৌ**—বায়ুতে; **নভসি**—আকাশে; **অমুম্**—তা; **কূটস্থে**—অহং তত্ত্বে; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **মহতি**—মহত্তত্ত্বে; **তৎ**—তা; **অব্যক্তে**—অব্যক্ততে; **অক্ষরে**—পরমাত্মায়; **চ**—ও; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

জড় বাসনা সহ মনকে চন্দ্রদেবে লীন করা উচিত। বৌধ্য বিষয় সহ বুদ্ধি ব্রহ্মাকে অর্পণ করা উচিত। দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে মমতা উৎপাদনকারী অহঙ্কার সহ কর্মসমূহকে অহঙ্কারের দেবতা রুদ্রদেবে লীন করে দেওয়া উচিত। চেতনা সহ চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে লীন করে দেওয়া উচিত, এবং বিকার প্রাপ্ত

জীব সহ প্রকৃতির গুণের অধীন দেবতাদের পরম পুরুষে লীন করে দেওয়া উচিত। পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে সমগ্র জড় শক্তি স্বরূপ আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রধানে, এবং অবশেষে প্রধানকে পরমাত্মায় লীন করে দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৩১

ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্ ।
জ্ঞাত্বাদ্বয়োঽথ বিরমেদ্ দগ্ধযোনিরিবানলঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; **অক্ষরতয়া**—চিন্ময় হওয়ার ফলে; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **চিন্মাত্রম্**—পূর্ণরূপে চিন্ময়; **অবশেষিতম্**—অবশিষ্ট (একে একে সমস্ত জড় উপাদান পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়ার পর); **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে; **অদ্বয়ঃ**—অদ্বয় অথবা পরমাত্মার গুণ সমন্বিত; **অথ**—এইভাবে; **বিরমেৎ**—জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হওয়া উচিত; **দগ্ধ-যোনিঃ**—যার উৎস (কাষ্ঠ) দগ্ধ হয়েছে; **ইব**—সদৃশ; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

এইভাবে যখন সমস্ত জড় উপাধি তাদের জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন পূর্ণ চিন্ময় জীব পরম পুরুষের সঙ্গে গুণগতভাবে এক হওয়ার ফলে তার জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হবে, ঠিক যেমন কাঠ দগ্ধ হয়ে গেলে আর তখন অগ্নিশিখা থাকে না। জড় দেহ যখন বিভিন্ন জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন কেবল চিন্ময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। এই চিন্ময় জীব হচ্ছে ব্রহ্ম, এবং সে পরব্রহ্মের সঙ্গে গুণগতভাবে এক।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সিদ্ধ পুরুষের আচরণ

এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাসীর ধর্ম এবং এক অবধূতের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। চরমে সাধকের সিদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীনারদ মুনি বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এখন, এই অধ্যায়ে তিনি বিশেষভাবে সন্ন্যাসীর ধর্ম বর্ণনা করেছেন। গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করার পর বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা উচিত, যে আশ্রমে মানুষ প্রথমে দেহকে অস্তিত্বের উপায় স্বরূপ মনে করে, কিন্তু ধীরে ধীরে দেহের প্রয়োজনগুলি বিস্মৃত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমের পর গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাসীরূপে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা উচিত। দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে এবং দেহের প্রয়োজনের জন্য কারও উপর নির্ভর না করে, প্রায় নগ্ন হয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করা উচিত। সাধারণ মানব-সমাজের সঙ্গ না করে ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক সর্বদা আত্মতৃপ্ত থাকা উচিত। তাঁর কর্তব্য সমস্ত জীবের সুহৃদ হওয়া এবং কৃষ্ণভাবনামৃতে অত্যন্ত শান্তচিত্ত থাকা। সন্ন্যাসীর কর্তব্য এইভাবে জীবন অথবা মৃত্যুর পরোয়া না করে, জড় দেহত্যাগের সময়ের প্রতীক্ষা করে, একাকী বিচরণ করা। তাঁর অনাবশ্যক গ্রন্থ পাঠ করা অথবা জ্যোতিষ আদি বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নয়, এবং বাগ্মী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য অনর্থক তর্ক-বিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করা এবং কোন অবস্থাতেই কারও উপর নির্ভর না করা। মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। জীবিকা অর্জনের জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করার অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত, এবং বহু মঠ-মন্দির স্থাপন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী যখন এইভাবে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, শান্ত এবং সমচিত্ত হন, তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাঞ্ছিত লক্ষ্য স্থির করে সেই গন্তব্য প্রাপ্ত হতে পারেন। যদিও তিনি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞ, তবুও তাঁর কর্তব্য মূক ব্যক্তির মতো নীরব থেকে অশান্ত শিশুর মতো বিচরণ করা।

এই প্রসঙ্গে নারদ মুনি আজগর বৃত্তিপরায়ণ এক মহাত্মার সঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজের সাক্ষাতের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। এইভাবে তিনি পরমহংসের লক্ষণ বর্ণনা

করেছেন। যে ব্যক্তি পরমহংস স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার পার্থক্য খুব ভালভাবে অবগত। তিনি কখনই জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে আগ্রহী হন না, কারণ তিনি সর্বদাই ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হওয়ার ফলে আনন্দময়। তিনি কখনই তাঁর জড় শরীর রক্ষার চেষ্টা করেন না। ভগবানের কৃপায় তিনি যা প্রাপ্ত হন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সর্বতোভাবে জড় সুখ এবং দুঃখ থেকে স্বতন্ত্র থাকেন, এবং তাই তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত। কখনও কখনও তিনি কঠোর তপস্যা-পরায়ণ হন, এবং কখনও তিনি জড় ঐশ্বর্য স্বীকার করেন। তাঁর একমাত্র চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং সেই জন্য তিনি বিধি-নিষেধের অপেক্ষা না করে যে কোন কর্ম করতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁকে কখনও একজন সাধারণ জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়, এবং তিনি সেই প্রকার ব্যক্তিদের বিচারের বিষয়ীভূত নন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

কল্পস্ত্বেবং পরিব্রজ্য দেহমাত্রাবশেষিতঃ ।
গ্রামৈকরাত্রবিধিনা নিরপেক্ষশ্চরেন্মহীম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **কল্পঃ**—যে ব্যক্তি সন্ন্যাস-আশ্রমের তপস্যা অথবা দিব্য জ্ঞানের অনুশীলনে সমর্থ; **তু**—কিন্তু; **এবম্**—এইভাবে (পূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে); **পরিব্রজ্য**—পূর্ণরূপে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণশীল; **দেহমাত্র**—কেবল দেহটি রেখে; **অবশেষিতঃ**—অবশিষ্ট; **গ্রাম**—একটি গ্রামে; **এক**—কেবল একটি; **রাত্র**—রাত্রি; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **নিরপেক্ষঃ**—কোন জড় বস্তুর উপর নির্ভর না করে; **চরেৎ**—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা উচিত; **মহীম্**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলনে সমর্থ ব্যক্তির কর্তব্য, সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক কেবল তাঁর দেহটি মাত্র অবশিষ্ট রেখে, প্রতি গ্রামে কেবল এক রাত্রি অবস্থান করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা। এইভাবে, সন্ন্যাসীর কর্তব্য দেহের প্রয়োজনের জন্য কারও উপর নির্ভর না করে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করা।

শ্লোক ২

বিভৃয়াদ্ যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্ ।
ত্যক্তং ন লিঙ্গাদ্ দণ্ডাদেরন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥ ২ ॥

বিভৃয়াৎ—ব্যবহার করা উচিত; **যদি**—যদি; **অসৌ**—সন্ন্যাসী; **বাসঃ**—বসন বা আচ্ছাদন; **কৌপীন**—কৌপীন (কেবল গোপন অঙ্গ আচ্ছাদন করার জন্য); **আচ্ছাদনম্**—আচ্ছাদন করার জন্য; **পরম্**—কেবল ততটুকু; **ত্যক্তম্**—ত্যাগ করে; **ন**—না; **লিঙ্গাৎ**—সন্ন্যাসীর চিহ্ন থেকে; **দণ্ড-আদেঃ**—ত্রিদণ্ড আদি; **অন্যৎ**—অন্য; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **অনাপদি**—আপদ ব্যতিরেকে সাধারণ সময়ে।

অনুবাদ

সন্ন্যাসীর কেবল দেহ আচ্ছাদনের জন্যও বসন পরিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি যদি কোন কিছু পরিধান করেনও, তা হলে কেবলমাত্র কৌপীনই পরিধান করা উচিত, এবং প্রয়োজন না হলে দণ্ডও গ্রহণ করা উচিত নয়। কেবল দণ্ড এবং কমণ্ডলু ছাড়া সন্ন্যাসীর অন্য কিছু বহন করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩

এক এব চরেদ্ ভিক্ষুরাত্মারামোঽনপাশ্রয়ঃ ।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৩ ॥

একঃ—একলা; **এব**—কেবল; **চরেৎ**—বিচরণ করতে পারেন; **ভিক্ষুঃ**—ভিক্ষা গ্রহণকারী সন্ন্যাসী; **আত্ম-আরামঃ**—পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত; **অনপাশ্রয়ঃ**—কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ**—সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে; **শান্তঃ**—পূর্ণরূপে শান্ত; **নারায়ণ-পরায়ণঃ**—নারায়ণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং তাঁর ভক্ত হয়ে।

অনুবাদ

সন্ন্যাসী আত্মারাম, ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা, তিনি কোন স্থান অথবা ব্যক্তির উপর নির্ভর করেন না, তিনি সমস্ত জীবের সুহৃদ, শান্ত এবং নারায়ণের অনন্য ভক্ত। সন্ন্যাসীর কর্তব্য, এইভাবে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা।

শ্লোক ৪

পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসতোঽব্যয়ে ।
আত্মানং চ পরং ব্রহ্ম সর্বত্র সদসন্ময়ে ॥ ৪ ॥

পশ্যেৎ—দেখা উচিত; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **অদঃ**—এই; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **পরে**—অতীত; **সৎ-অসতঃ**—সৃষ্টি বা সৃষ্টির কারণ; **অব্যয়ে**—অব্যয় পরম ব্রহ্মে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সৎ-অসৎ**—কারণ এবং কার্যে; **ময়ে**—সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

সন্ন্যাসীর কর্তব্য পরম ব্রহ্মকে প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্তরূপে দর্শন করার চেষ্টা করা এবং ব্রহ্মাণ্ড সহ সমস্ত বস্তুকে পরব্রহ্মে আশ্রিতরূপে দর্শন করা।

শ্লোক ৫

সুপ্তিপ্রবোধয়োঃ সন্ধাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্ ।
পশ্যন্ বন্ধং চ মোক্ষং চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ ॥ ৫ ॥

সুপ্তি—অচেতন অবস্থায়; **প্রবোধয়োঃ**—এবং চেতন অবস্থায়; **সন্ধৌ**—সন্ধি সময়ে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—গতি; **আত্ম-দৃক্**—যিনি প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে দর্শন করতে পারেন; **পশ্যন্**—সর্বদা দর্শন করার অথবা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে; **বন্ধম্**—বদ্ধ জীবন; **চ**—এবং; **মোক্ষম্**—জীবনের মুক্ত অবস্থা; **চ**—ও; **মায়া-মাত্রম্**—কেবলমাত্র মায়া; **ন**—না; **বস্তুতঃ**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

অচেতন, চেতন এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়, সন্ন্যাসীর কর্তব্য আত্মাতে অবস্থিত হয়ে, আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, বন্ধন এবং মুক্তিকে মায়ামাত্র ও অবাস্তব বলে বিবেচনা করা। এই প্রকার উন্নত উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়ে, পরম ব্রহ্মকে সর্ব-ব্যাপ্তরূপে দর্শন করা উচিত।

তাৎপর্য

সুষুপ্তি অজ্ঞান, অন্ধকার অথবা জড় জগতের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়, এবং চেতন অবস্থা হচ্ছে জাগরণ। এই সুষুপ্তি এবং জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থার কোন স্থায়ী

অস্তিত্ব নেই। তাই যিনি আত্ম-তত্ত্ববেত্তা তিনি জানেন যে, সুষুপ্তি এবং জাগরণ উভয়ই মায়া মাত্র, কারণ মূলত তাদের অস্তিত্ব নেই। পরম ব্রহ্মেরই কেবল অস্তিত্ব রয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপে সব কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভক্ত সর্বদাই মোহমুক্ত হয়ে ভগবানকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৬

নাভিনন্দেদ্ ধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতম্ ।
কালং পরং প্রতীক্ষেত ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৬ ॥

ন—না; **অভিনন্দেৎ**—অভিনন্দন করা উচিত; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিত; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অধ্রুবম্**—অনিশ্চিত; **বা**—অথবা; **অস্য**—এই দেহের; **জীবিতম্**—জীবনকে; **কালম্**—নিত্য কাল; **পরম্**—পরম; **প্রতীক্ষেত**—প্রতীক্ষা করা কর্তব্য; **ভূতানাম্**—জীবদের; **প্রভব**—প্রকাশ; **অপ্যয়ম্**—তিরোধান।

অনুবাদ

যেহেতু জড় দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং জীবন অনিশ্চিত, তাই জীবন অথবা মৃত্যু কোনটিরই অভিনন্দন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, নিত্য কালকে অবলোকন করা উচিত, যাতে জীবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সমস্ত জীব কেবল বর্তমান সময়েই নয়, অতীতেও জন্ম-মৃত্যুর সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। কেউ মৃত্যুর উপর গুরুত্ব দিয়ে সব কিছুকে মায়িক বলে বর্ণনা করে; আর যারা জীবনের ওপর গুরুত্ব দেয়, তারা জীবনকে চিরকাল আঁকড়ে ধরে রেখে এই জড় জগৎকে যথাসাধ্য ভোগ করার প্রচেষ্টা করে। তারা উভয়েই মূর্খ। জড় দেহের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের কারণ কালকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে, এবং কালের প্রভাবে জীবের বন্ধন দর্শন করতে মানুষকে

উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই *গীতাবলীতে* গেয়েছেন—

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।

জন্ম ও মৃত্যুর কারণস্বরূপ কালের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করা উচিত। এই সৃষ্টির পূর্বে জীবেরা কালের অধীন ছিল, এবং কালের মধ্যে জড় জগতের প্রকাশ হয় এবং লয় হয়। *ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*। কালের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার ফলে ,জন্ম-জন্মান্তরে জীবের আবির্ভাব হয় এবং তিরোধান হয়। এই কাল ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ, যিনি জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন।

শ্লোক ৭

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্ ।
বাদবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কং চ ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥

ন—না; **অসৎ-শাস্ত্রেষু**—খবরের কাগজ, উপন্যাস, নাটক, গল্প আদি সাহিত্য; **সজ্জেত**—আসক্ত হওয়া বা পাঠ করা উচিত; **ন**—না; **উপজীবেত**—জীবন ধারণ করার চেষ্টা করা উচিত; **জীবিকাম্**—জীবিকার দ্বারা; **বাদ-বাদান্**—দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা করা; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **তর্কান্**—তর্ক-বিতর্ক; **পক্ষম্**—পক্ষ; **কং চ**—কোন; **ন**—না; **সংশ্রয়েৎ**—আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

অনুবাদ

যে সমস্ত সাহিত্য কেবল অনর্থক সময়ের অপচয়ের জন্য পাঠ করা হয়, অর্থাৎ, যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক লাভ হয় না, সেই সমস্ত গ্রন্থ ত্যাগ করা উচিত। জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশাদারি শিক্ষক হওয়া উচিত নয়, এবং বৃথা তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কোন পক্ষ আশ্রয় করাও উচিত নয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অভিলাষী, তার সাধারণ গল্প, উপন্যাস পাঠ করা উচিত নয়। এই পৃথিবী এই ধরনের গ্রাম্য সাহিত্যে পূর্ণ, যা অনর্থক মনকে বিচলিত করে। খবরের কাগজ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি সাহিত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের

উন্নতি সাধনের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সেগুলিকে কাকের আনন্দ উপভোগের স্থান (*তদ্বায়সং তীর্থম্*) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁর অবশ্য কর্তব্য এই ধরনের সাহিত্য বর্জন করা। বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা তর্ক-বিতর্কেও লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যারা ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তাঁদের অবশ্য কখনও কখনও বিরুদ্ধ পক্ষকে পরাস্ত করার জন্য তর্ক-বিতর্ক করতে হয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব তার্কিক মনোভাব বর্জন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

অপ্রয়োজনপক্ষং ন সংশ্রয়েৎ ।
নাপ্রয়োজনপক্ষী স্যান্ন বৃথা শিষ্যবন্ধকৃৎ ।
ন চোদাসীনঃ শাস্ত্রাণি ন বিরুদ্ধানি চাভ্যসেৎ ॥
ন ব্যাখ্যয়োপজীবেত ন নিষিদ্ধান্ সমাচরেৎ ।
এবম্ভূতো যতির্যাতি তদেকশরণো হরিম্ ॥

"অপ্রয়োজনীয় শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নয় অথবা তথাকথিত দার্শনিক এবং মননশীল ব্যক্তিরা যারা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনে কোন রকম সাহায্য করতে পারে না, তাদের শরণ গ্রহণ করা উচিত নয়। জনপ্রিয়তা লাভের জন্য বহু শিষ্য সংগ্রহ করা উচিত নয়। এই ধরনের তথাকথিত শাস্ত্রের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বন না করে উদাসীন থাকা উচিত, এবং শাস্ত্র বিশ্লেষণ করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সর্বদা নিরপেক্ষ থেকে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উপায় অন্বেষণ করা।

শ্লোক ৮

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্ ।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥

ন—না; **শিষ্যান্**—শিষ্য; **অনুবধ্নীত**—প্রলোভনের দ্বারা সংগ্রহ করা; **গ্রন্থান্**—অর্থহীন সাহিত্য; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভ্যসেৎ**—বুঝতে অথবা অনুশীলন করতে চেষ্টা করা; **বহূন্**—বহু; **ন**—না; **ব্যাখ্যাম্**—ব্যাখ্যা; **উপযুঞ্জীত**—জীবিকা উপার্জনের উপায় স্বরূপ; **ন**—না; **আরম্ভান্**—অনাবশ্যক ঐশ্বর্য; **আরভেৎ**—বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা উচিত; **ক্বচিৎ**—কোন সময়ে।

অনুবাদ

প্রলোভন আদির দ্বারা বহু শিষ্য সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর উচিত নয়, অনর্থক বহু গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অনর্থক জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কোন প্রয়াস করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

তথাকথিত স্বামী এবং যোগীরা সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে শিষ্য সংগ্রহ করে। তথাকথিত বহু গুরু রয়েছে, যারা রোগ সারাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা একটু-আধটু সোনা তৈরি করে জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করার প্রলোভন দেখিয়ে শিষ্যদের আকৃষ্ট করে। এই ধরনের টাকা-পয়সার প্রলোভন বুদ্ধিহীন মূর্খ মানুষদের জন্য। এই ধরনের জড়-জাগতিক প্রলোভনের দ্বারা শিষ্য সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জিত। সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও অনর্থক বহু মঠ-মন্দির নির্মাণ করার চেষ্টা করে জড় ঐশ্বর্যে লিপ্ত হয়, কিন্তু এই ধরনের প্রয়াস বর্জন করা উচিত। আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্যই কেবল মঠ-মন্দির তৈরি করা উচিত, জড়-জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই অপদার্থ ব্যক্তিদের বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার হোটেল তৈরি করার জন্য নয়। মন্দির এবং মঠগুলি যাতে উন্মাদ ব্যক্তিদের আড্ডাখানায় পরিণত না হয়, সেই সম্পর্কে সচেতন থাকা কর্তব্য। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা সকলকে আহ্বান করি যদি তারা অন্ততপক্ষে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া বর্জন করতে সম্মত থাকে। মন্দিরে এবং মঠে অকর্মণ্য, পরিত্যক্ত এবং অলস ব্যক্তিদের সমাবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মঠ-মন্দিরগুলির ব্যবহার কেবল কৃষ্ণভাবনায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তদের জন্যই হওয়া উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *আরম্ভান্* শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন *মঠাদিব্যাপারান্*, অর্থাৎ 'মঠ-মন্দির নির্মাণ করার চেষ্টা'। সন্ন্যাসীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যদি সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়, তা হলে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে আগ্রহী সাধকদের আশ্রয় প্রদান করার জন্য মঠ-মন্দির তৈরি করা যেতে পারে। তা না হলে এই ধরনের মঠ-মন্দিরের কোন প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৯

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্মহেতুর্মহাত্মনঃ ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ ॥ ৯ ॥

ন—না; **যতেঃ**—সন্ন্যাসীর; **আশ্রমঃ**—আশ্রমের চিহ্ন সমন্বিত বেশ (দণ্ড এবং কমণ্ডলু সহ); **প্রায়ঃ**—প্রায় সর্বদা; **ধর্মহেতুঃ**—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কারণ; **মহা-আত্মনঃ**—যে ব্যক্তি প্রকৃতই মহাত্মা; **শান্তস্য**—শান্ত; **সম-চিত্তস্য**—সমদর্শী; **বিভৃয়াৎ**—(এই ধরনের চিহ্ন) গ্রহণ করতে পারেন; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করতে পারেন।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রকৃতই উন্নত, শান্ত এবং সমদর্শী ব্যক্তির ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু আদি সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। আবশ্যকতা অনুসারে তিনি কখনও কখনও সেই চিহ্নগুলি ধারণ করতে পারেন এবং কখনও বর্জন করতে পারেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি স্তর রয়েছে—কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজকাচার্য এবং পরমহংস। এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে*, সন্ন্যাসীদের মধ্যে পরমহংস স্তরের বিচার করা হয়েছে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও পরমহংস স্তর লাভ করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের নির্বিশেষ ধারণা। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*। অদ্বয়তত্ত্ব তিনটি স্তরে উপলব্ধ হয়, যার মধ্যে ভগবৎ উপলব্ধি পরমহংসদের জন্য। বস্তুতপক্ষে, *শ্রীমদ্ভাগবত* পরমহংসদের জন্য (*পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্*)। পরমহংস না হলে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য হওয়া যায় না। পরমহংস বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের বাণী প্রচার করা। এই বাণী প্রচারের জন্য সন্ন্যাসীদের কখনও কখনও সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন, যেমন দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ করতে হয়, আবার কখনও তারা তা ধারণ নাও করতে পারেন। সাধারণত পরমহংস হওয়ার ফলে, বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদের বাবাজী বলা হয়, এবং তাদের দণ্ড ও কমণ্ডলু বহন করতে হয় না। এই প্রকার সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন গ্রহণ করার অথবা বর্জন করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার একমাত্র চিন্তা, "কোথায় কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার সুযোগ

রয়েছে?" কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তার প্রতিনিধি সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন দেশে পাঠায়, যেখানে দণ্ড এবং কমণ্ডলু লোকেরা পছন্দ করে না। তাই তারা আমাদের গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য এবং দর্শন প্রচার করার জন্য সাধারণ পোশাকে সেখানে যায়। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পথে মানুষকে আকৃষ্ট করা। তা আমরা সন্ন্যাসীর পোশাক পরে অথবা সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাক পরে করতে পারি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা।

শ্লোক ১০

অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্তবালবৎ ।
কবির্মূকবদাত্মানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্ ॥ ১০ ॥

অব্যক্ত-লিঙ্গঃ—যাঁর সন্ন্যাসের চিহ্নগুলি ব্যক্ত নয়; **ব্যক্ত-অর্থঃ**—যাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত; **মনীষী**—এই প্রকার মহাপুরুষ; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **বালবৎ**—একটি বালকের মতো; **কবিঃ**—মহান কবি অথবা বাগ্মী; **মূকবৎ**—মূক ব্যক্তির মতো; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সঃ**—তিনি; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টান্তের দ্বারা; **দর্শয়েৎ**—প্রদর্শন করবেন; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের কাছে।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তি মানব-সমাজের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করলেও, তাঁর আচরণের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। তিনি মনীষী হলেও উন্মত্ত বালকের মতো এবং বাগ্মী হলেও মূকবৎ মানব-সমাজের কাছে নিজেকে প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অত্যন্ত উন্নত মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর চিহ্নের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ নাও করতে পারেন। তাঁর পরিচয় গোপন রাখার জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী এবং বাগ্মী হওয়া সত্ত্বেও, উন্মত্ত শিশুর মতো অথবা মূক ব্যক্তির মতো আচরণ করেন।

শ্লোক ১১

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং মুনেরাজগরস্য চ ॥ ১১ ॥

অত্র—এখানে; **অপি**—জনসাধারণের চক্ষে প্রকট না হলেও; **উদাহরন্তি**—পণ্ডিতেরা একটি উদাহরণ দেন; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ঐতিহাসিক ঘটনা; **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **চ**—ও; **সংবাদম্**—কথোপকথন; **মুনেঃ**—এক মহান সাধু পুরুষের; **আজগরস্য**—যিনি অজগরের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন; **চ**—ও।

অনুবাদ

এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ মহারাজ এবং আজগর বৃত্তি অবলম্বনকারী এক মহাত্মার আলোচনা বিষয়ক একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে থাকেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গে আজগর বৃত্তি অবলম্বনকারী এক মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি কোন স্থানে না গিয়ে এক স্থানে বছরের পর বছর বসেছিলেন এবং আপনা থেকেই যা লাভ হত তাই তিনি আহার করতেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর অনুচরগণ সহ এই মহাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এইভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২-১৩

তং শয়ানং ধরোপস্থে কাবের্যাং সহ্যসানুনি ।
রজস্বলৈস্তনূদেশৈর্নিগূঢ়ামলতেজসম্ ॥ ১২ ॥
দদর্শ লোকান্ বিচরন্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ।
বৃতোঽমাত্যৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তম্—সেই (মহাত্মা); **শয়ানম্**—শায়িত; **ধরা-উপস্থে**—মাটিতে; **কাবের্যাম্**—কাবেরী নদীর তীরে; **সহ্য-সানুনি**—সহ্য পর্বতের তটে; **রজঃ-বলৈঃ**—ধূলিধূসরিত; **তনূ-দেশৈঃ**—তার সারা দেহ; **নিগূঢ়**—অত্যন্ত গভীর; **অমল**—নির্মল; **তেজসম্**—আধ্যাত্মিক শক্তি; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **লোকান্**—বিভিন্ন লোকে; **বিচরণ**—ভ্রমণ করে; **লোক-তত্ত্ব**—জীবের প্রকৃতি (বিশেষ করে যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনে চেষ্টাশীল); **বিবিৎসয়া**—বোঝার চেষ্টা করে; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **অমাত্যৈঃ**—রাজকীয় পার্ষদদের দ্বারা; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকজন; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

ভগবানের পরম প্রিয় সেবক প্রহ্লাদ মহারাজ এক সময় তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরিবৃত হয়ে, মহাত্মাদের প্রকৃতি অধ্যয়ন করার বাসনায় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি কাবেরী নদীর তীরে সহ্য পর্বতের ধরাপৃষ্ঠে এসে উপনীত হন। সেখানে তিনি শায়িত এক মহাত্মাকে দর্শন করেন, যাঁর দেহ ধূলি-ধূসরিত হলেও আধ্যাত্মিক চেতনায় যিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত।

শ্লোক ১৪

কর্মণাকৃতিভির্বাচা লিঙ্গৈর্বর্ণাশ্রমাদিভিঃ ।
ন বিদন্তি জনা যং বৈ সোঽসাবিতি নবেতি চ ॥ ১৪ ॥

কর্মণা—কার্যকলাপের দ্বারা; **আকৃতিভিঃ**—আকৃতির দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা; **বর্ণাশ্রম**—বর্ণ এবং আশ্রম সম্পর্কিত; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা; **ন বিদন্তি**—জানা যায় না; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **যম্**—যাঁকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি কি না; **অসৌ**—এই ব্যক্তি; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—না; **বা**—অথবা; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—ও।

অনুবাদ

সেই মহাত্মার কার্যকলাপ, দেহের আকৃতি, বাক্য এবং বর্ণাশ্রম আদির চিহ্ন দ্বারা মানুষ বুঝতে পারেনি ইনিই তাদের সেই পরিচিত ব্যক্তিটি কি না।

তাৎপর্য

সহ্যাদ্রির উপত্যকায় কাবেরী নদীর তীরে সেই বিশেষ স্থানটির অধিবাসীরা বুঝতে পারেনি সেই মহাপুরুষটি তাদের পরিচিত সেই ব্যক্তিটি কি না। তাই বলা হয়, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*। অতি উন্নত স্তরের বৈষ্ণব এমনভাবে থাকেন যে, কেউই বুঝতে পারে না তিনি কে অথবা তিনি কি। বৈষ্ণবের অতীত বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই মহাত্মার বিগত জীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং নত্বাভ্যর্চ্য বিধিবৎ পাদয়োঃ শিরসা স্পৃশন্ ।
বিবিৎসুরিদমপ্রাক্ষীন্মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে (মহাত্মাকে); **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **অভ্যর্চ্য**—এবং পূজা করে; **বিধিবৎ**—শিষ্টাচারের নিয়ম অনুসারে; **পাদয়োঃ**—সেই মহাত্মার চরণকমল; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **বিবিৎসুঃ**—সেই মহাত্মা সম্বন্ধে জানবার বাসনায়; **ইদম্**—এই; **অপ্রাক্ষীৎ**—প্রশ্ন করেছিলেন; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের মহান ভক্ত; **অসুরঃ**—অসুরকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ আজগর বৃত্তিপরায়ণ সেই মহাত্মাকে পূজা করেছিলেন, এবং তাঁর মস্তক দ্বারা তাঁর চরণকমল স্পর্শপূর্বক প্রণতি নিবেদন করে, তাঁকে জানার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিনীতভাবে এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন।

শ্লোক ১৬-১৭

বিভর্ষি কায়ং পীবানং সোদ্যমো ভোগবান্ যথা ॥ ১৬ ॥
বিত্তং চৈবোদ্যমবতাং ভোগো বিত্তবতামিহ ।
ভোগিনাং খলু দেহোঽয়ং পীবা ভবতি নান্যথা ॥ ১৭ ॥

বিভর্ষি—আপনি ধারণ করছেন; **কায়ম্**—দেহ; **পীবানম্**—স্থূল; **স-উদ্যমঃ**—উদ্যমশীল; **ভোগবান্**—ভোগী; **যথা**—যেমন; **বিত্তম্**—ধন; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদ্যমবতাম্**—আর্থিক উন্নতি সাধনে লিপ্ত ব্যক্তির মতো; **ভোগঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন; **বিত্তবতাম্**—ধনী ব্যক্তির মতো; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **ভোগিনাম্**—ভোগীদের, কর্মীদের; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **দেহঃ**—দেহ; **অয়ম্**—এই; **পীবা**—অত্যন্ত স্থূল; **ভবতি**—হয়; **ন**—না; **অন্যথা**—নতুবা।

অনুবাদ

সেই মহাত্মাকে স্থূলকায় দর্শন করে প্রহ্লাদ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে মহাশয়, আপনি আপনার জীবিকা অর্জনের কোন চেষ্টা করেন না অথচ আপনি ভোগী ব্যক্তির মতো স্থূল দেহ ধারণ করেছেন। আমি জানি যে, যারা অত্যন্ত

ধনবান এবং যাদের কিছুই করার নেই, তারাই খেয়ে এবং ঘুমিয়ে অত্যন্ত স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

কালক্রমে শিষ্য অত্যন্ত মোটা হলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তা পছন্দ করতেন না। তাঁর স্থূল শিষ্যদের ভোগী হতে দেখে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন। প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেও সেই মনোভাব প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি আজগর বৃত্তিপরায়ণ মহাত্মাকে অত্যন্ত স্থূলকায় দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। জড় জগতেও আমরা সাধারণত দেখতে পাই, কৃশকায় দরিদ্র ব্যক্তি ব্যবসা এবং অন্য কোন উপায়ে যখন ধন সংগ্রহ করে, তখন সে প্রাণভরে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করে এবং তার ফলে স্থূলকায় হয়ে যায়। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পক্ষে স্থূলকায় হওয়া মোটেই সন্তোষজনক নয়।

শ্লোক ১৮

ন তে শয়ানস্য নিরুদ্যমস্য
ব্রহ্মন্ নু হার্থো যত এব ভোগঃ ।
অভোগিনোঽয়ং তব বিপ্র দেহঃ
পীবা যতস্তদ্বদ নঃ ক্ষমং চেৎ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **তে**—আপনার; **শয়ানস্য**—শায়িত; **নিরুদ্যমস্য**—নিরুদ্যম; **ব্রহ্মন্**—হে মহাত্মা; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **হ**—স্পষ্ট; **অর্থঃ**—ধন; **যতঃ**—যা থেকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ভোগঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **অভোগিনঃ**—যে ব্যক্তি ভোগপরায়ণ নন; **অয়ম্**—এই; **তব**—আপনার; **বিপ্র**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ; **দেহঃ**—দেহ; **পীবা**—স্থূল; **যতঃ**—কিভাবে; **তৎ**—এই তথ্য; **বদ**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষমম্**—ক্ষমা করুন; **চেৎ**—আমি যদি কোন অশালীন প্রশ্ন করে থাকি।

অনুবাদ

হে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণ, আপনার কিছুই করণীয় নেই এবং তাই আপনি শায়িত। আপনার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থও নেই। তা হলে ভোগরহিত আপনার দেহ এত স্থূল হল কি করে? আমার এই প্রশ্ন যদি অশালীন না হয়ে থাকে, তা হলে আপনি দয়া করে আমাকে বলুন তা হল কি করে।

তাৎপর্য

যাঁরা সাধারণত পারমার্থিক উন্নতি সাধনে যত্নবান, তাঁরা কেবল একবারই আহার করেন, দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায়। কেউ যদি কেবলমাত্র একবার আহার করেন, তা হলে তিনি স্বভাবতই স্থূল হতে পারেন না। কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি বেশ স্থূলকায় ছিলেন এবং তাই প্রহ্লাদ মহারাজ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ফলে অধ্যাত্মবাদীর মুখমণ্ডল স্বভাবতই তেজোদ্দীপ্ত হয়, এবং যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা অবশ্যই ব্রাহ্মণের শরীর সমন্বিত বলে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু সেই জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল সমন্বিত মহাত্মা কোন কর্ম না করে ভূমিতে শায়িত থাকা সত্ত্বেও স্থূলকায় ছিলেন, তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বিস্ময়ান্বিত হয়ে তাঁকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

কবিঃ কল্পো নিপুণদৃক্ চিত্রপ্রিয়কথঃ সমঃ ।
লোকস্য কুর্বতঃ কর্ম শেষে তদ্বীক্ষিতাপি বা ॥ ১৯ ॥

কবিঃ—অত্যন্ত বিদ্বান; **কল্পঃ**—দক্ষ; **নিপুণদৃক্**—বুদ্ধিমান; **চিত্র-প্রিয়-কথঃ**—হৃদয়ের প্রসন্নতা বিধানকারী মধুর বাণী বলতে সক্ষম; **সমঃ**—সমদর্শী; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **কুর্বতঃ**—যুক্ত; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **শেষে**—আপনি শয়ন করেন; **তৎ-বীক্ষিতা**—তাদের দেখে; **অপি**—যদিও; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

আপনি বিদ্বান, দক্ষ, বুদ্ধিমান এবং হৃদয়ের প্রসন্নতা বিধানকারী প্রিয়বাদী। সাধারণ মানুষদের সকাম কর্মে লিপ্ত থাকতে দেখেও আপনি নিরুদ্যম হয়ে শয়ান রয়েছেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ সেই মহাত্মার শারীরিক লক্ষণ বিচার করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে শায়িত থাকলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দক্ষ। প্রহ্লাদ মহারাজ স্বাভাবিকভাবে জানতে উৎসুক ছিলেন কেন তিনি নিরুদ্যম হয়ে সেখানে শয়ান আছেন।

শ্লোক ২০

শ্রীনারদ উবাচ

স ইত্থং দৈত্যপতিনা পরিপৃষ্টো মহামুনিঃ ।
স্ময়মানস্তমভ্যাহ তদ্বাগমৃতযন্ত্রিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **সঃ**—সেই মহাত্মা (যিনি শয়ান ছিলেন); **ইত্থম্**—এইভাবে; **দৈত্য-পতিনা**—দৈত্যরাজ (প্রহ্লাদ মহারাজের) দ্বারা; **পরিপৃষ্টঃ**—যথেষ্টভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে; **মহা-মুনিঃ**—সেই মহাপুরুষ; **স্ময়মানঃ**—স্মিত হেসে; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **অভ্যাহ**—উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন; **তৎ-বাক্**—তাঁর বাণী; **অমৃত-যন্ত্রিতঃ**—অমৃতের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত এবং তাঁর বাক্যামৃতে বশীভূত হয়ে, সেই মহাত্মা ঈষৎ হাস্য সহকারে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

বেদেদমসুরশ্রেষ্ঠ ভবান্ নন্বার্যসম্মতঃ ।
ঈহো পরময়োর্নৃণাং পদান্যধ্যাত্মচক্ষুষা ॥ ২১ ॥

শ্রী-ব্রাহ্মণঃ উবাচ—সেই ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন; **বেদ**—ভালভাবে জেনে রাখুন; **ইদম্**—এই সমস্ত বস্তু; **অসুর-শ্রেষ্ঠ**—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; **ভবান্**—আপনি; **ননু**—বস্তুতপক্ষে; **আর্য-সম্মতঃ**—যাঁর কার্যকলাপ সভ্য মানুষদের দ্বারা অনুমোদিত; **ঈহা**—প্রবণতার; **উপরময়োঃ**—হ্রাসের; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষদের; **পদানি**—বিভিন্ন অবস্থা; **অধ্যাত্ম-চক্ষুষা**—দিব্য চক্ষুর দ্বারা।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ মহাত্মা বললেন—হে অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ, আপনি সুসভ্য মানুষদের পূজ্য, আপনি জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, কারণ আপনি

দিব্য চক্ষু লাভ করেছেন, যার দ্বারা আপনি মানুষের চরিত্র দর্শন করতে পারেন এবং মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ দৃষ্টির প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত অন্যদের চরিত্র অনায়াসে বুঝতে পারেন।

শ্লোক ২২

যস্য নারায়ণো দেবো ভগবান্ হৃদ্‌গতঃ সদা ।
ভক্ত্যা কেবলয়াজ্ঞানং ধুনোতি ধ্বান্তমর্কবৎ ॥ ২২ ॥

যস্য—যাঁর; **নারায়ণঃ দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **ভগবান্**—ভগবান; **হৃৎ-গতঃ**—হৃদয়ে; **সদা**—সর্বদা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **কেবলয়া**—কেবল; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **ধুনোতি**—নির্মল করেন; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **অর্কবৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নারায়ণ আপনার হৃদয়ে বিরাজ করেন, কারণ আপনি তাঁর শুদ্ধ ভক্ত। সূর্য যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, ঠিক তেমনই তিনিও সর্বদা আপনার অজ্ঞান অন্ধকার দূর করছেন।

তাৎপর্য

ভক্ত্যা কেবলয়া শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জ্ঞানের ঈশ্বর (*ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ*)। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*), এবং ভগবান যখন ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তিনি তাঁকে উপদেশ দেন। কিন্তু ভগবান ভক্তকেই কেবল উপদেশ দেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ভক্তির পথে ক্রমশ উন্নতি সাধন করতে পারেন। অন্যদের, অর্থাৎ অভক্তদের ভগবান তাদের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে উপদেশ দেন। শুদ্ধ ভক্তের বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা কেবলয়া*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, *ভক্ত্যা কেবলয়া*-এর অর্থ *জ্ঞানকর্মাদ্যমিশ্রয়া,* 'সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের মিশ্রণ রহিত।' ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতিই ভক্তের সমস্ত জ্ঞান এবং উপলব্ধির কারণ।

শ্লোক ২৩

তথাপি ব্রূমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্ ।
সম্ভাষণীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥

তথাপি—তবুও; **ব্রূমহে**—আমি উত্তর দেব; **প্রশ্নান্**—সমস্ত প্রশ্নের; **তব**—আপনার; **রাজন্**—হে রাজন্; **যথা-শ্রুতম্**—মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি; **সম্ভাষণীয়ঃ**—সম্ভাষণযোগ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবান্**—আপনার; **আত্মনঃ**—আত্মার; **শুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **ইচ্ছতা**—আকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও আপনি সব কিছুই জানেন, তবুও আপনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে আমি নীরব থাকতে পারি না, কারণ আপনার মতো আত্ম-শুদ্ধকামী ব্যক্তি আমার সম্ভাষণের যোগ্য।

তাৎপর্য

সাধু সকলের সঙ্গে কথা বলতে চান না, এবং তাই তিনি গম্ভীর ও মৌন। সাধারণত মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। বলা হয় যে, উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে সাধু সম্ভাষণ করেন না; যদিও কখনও কখনও অসীম করুণাবশত সাধু সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু, প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাই যে প্রশ্ন তিনি করেছিলেন তা মহাপুরুষেরও উত্তর দানের যোগ্য ছিল। তাই সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ নীরব না থেকে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন। সেই সমস্ত উত্তর কিন্তু তাঁর কল্পনাপ্রসূত ছিল না। তাই সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন *যথাশ্রুতম্*, অর্থাৎ 'যেভাবে আমি মহাজনদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছি।' পরম্পরার প্রথায় প্রশ্ন যখন প্রামাণিক হয়, তখন তার উত্তরও প্রামাণিক হয়। কখনও মনগড়া উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর দেওয়া উচিত। *যথাশ্রুতম্* শব্দটি বৈদিক জ্ঞানকে ইঙ্গিত করে। *বেদকে* বলা হয় *শ্রুতি*, কারণ সেই জ্ঞান মহাজনদের কাছ থেকে লব্ধ। *বেদের* বাণীকে শ্রুতি-প্রমাণ বলা হয়। মানুষের কর্তব্য *শ্রুতি* বা *বেদ* থেকে প্রমাণের উদ্ধৃতি দেওয়া, এবং তা হলে সেই উক্তি সঠিক হবে। তা না হলে তার উক্তি মনের কল্পনাপ্রসূত হবে।

শ্লোক ২৩

তথাপি ক্রমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্ ।
সম্ভাষণীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥

তথাপি—তবুও; **ক্রমহে**—আমি উত্তর দেব; **প্রশ্নান্**—সমস্ত প্রশ্নের; **তব**—আপনার; **রাজন্**—হে রাজন্; **যথা-শ্রুতম্**—মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি; **সম্ভাষণীয়ঃ**—সম্ভাষণযোগ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবান্**—আপনার; **আত্মনঃ**—আত্মার; **শুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **ইচ্ছতা**—আকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও আপনি সব কিছুই জানেন, তবুও আপনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে আমি নীরব থাকতে পারি না, কারণ আপনার মতো আত্ম-শুদ্ধকামী ব্যক্তি আমার সম্ভাষণের যোগ্য।

তাৎপর্য

সাধু সকলের সঙ্গে কথা বলতে চান না, এবং তাই তিনি গম্ভীর ও মৌন। সাধারণত মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। বলা হয় যে, উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে সাধু সম্ভাষণ করেন না; যদিও কখনও কখনও অসীম করুণাবশত সাধু সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু, প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাই যে প্রশ্ন তিনি করেছিলেন তা মহাপুরুষেরও উত্তর দানের যোগ্য ছিল। তাই সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ নীরব না থেকে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন। সেই সমস্ত উত্তর কিন্তু তাঁর কল্পনাপ্রসূত ছিল না। তাই সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন *যথাশ্রুতম্*, অর্থাৎ 'যেভাবে আমি মহাজনদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছি।' পরম্পরার প্রথায় প্রশ্ন যখন প্রামাণিক হয়, তখন তার উত্তরও প্রামাণিক হয়। কখনও মনগড়া উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর দেওয়া উচিত। *যথাশ্রুতম্* শব্দটি বৈদিক জ্ঞানকে ইঙ্গিত করে। *বেদকে* বলা হয় *শ্রুতি*, কারণ সেই জ্ঞান মহাজনদের কাছ থেকে লব্ধ। *বেদের* বাণীকে শ্রুতি-প্রমাণ বলা হয়। মানুষের কর্তব্য *শ্রুতি* বা *বেদ* থেকে প্রমাণের উদ্ধৃতি দেওয়া, এবং তা হলে সেই উক্তি সঠিক হবে। তা না হলে তার উক্তি মনের কল্পনাপ্রসূত হবে।

জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১০*)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"মানুষের কর্তব্য সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে জাগতিক লাভের বাসনা ত্যাগ করে, অনুকূলভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা। তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১/১১*)

শ্লোক ২৫

যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্মভির্ভ্রমন্ ।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ ॥ ২৫ ॥

যদৃচ্ছয়া—সংসার প্রবাহে প্রবাহিত; **লোকম্**—মনুষ্যরূপ; **ইমম্**—এই; **প্রাপিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **কর্মভিঃ**—বিভিন্ন সকাম কর্মের প্রভাবের দ্বারা; **ভ্রমন্**—এক জীবন থেকে আর এক জীবনে ভ্রমণ করতে করতে; **স্বর্গ**—স্বর্গলোকে; **অপবর্গয়োঃ**—মুক্তির; **দ্বারম্**—দ্বার; **তিরশ্চাম্**—নিম্ন স্তরের যোনি; **পুনঃ**—পুনরায়; **অস্য**—মানুষের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

অবাঞ্ছিত জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাজনিত সকাম কর্মের ফলে, বিবর্তনের পন্থায় আমি এই মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছি, যা স্বর্গ, মুক্তি, নিম্ন স্তরের যোনি অথবা পুনরায় মনুষ্যজন্ম প্রদান করতে পারে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সমস্ত জীব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর এই সংগ্রামকে বিবর্তনের পন্থা বলা যেতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তার বিশ্লেষণ ভ্রান্তভাবে করা হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলে যে, পশু থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে; কিন্তু এই মতবাদ ভ্রান্ত, কারণ তাতে বিপরীত অবস্থার কথা বলা হয়নি, অর্থাৎ মানুষ যে পশুতে পরিণত হতে পারে, সেই বিবর্তনের কথা বলা হয়নি। কিন্তু এই শ্লোকে বৈদিক

প্রমাণের ভিত্তিতে বিবর্তনের পন্থা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিবর্তনের পন্থায় লব্ধ মনুষ্য-জীবন হচ্ছে উন্নতি সাধনের (*স্বর্গাপবর্গ*) অথবা অবনতি সাধনের (*তিরশ্চাম্ পুনরস্য চ*) একটি সুযোগ। কেউ যদি যথাযথভাবে এই মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার করে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে, যেখানে জড় সুখ এই পৃথিবীর সুখের থেকে হাজার হাজার গুণ অধিক, অথবা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা সে সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হয়ে তার স্বাভাবিক চিন্ময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাকে বলা হয় *অপবর্গ* বা মুক্তি।

জড়জাগতিক জীবনকে বলা হয় প-বর্গ, কারণ এখানে আমাদের পাঁচ প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এই পাঁচটি ক্লেশ প-বর্গের পাঁচটি অক্ষর—প ফ ব ভ এবং ম-এর দ্বারা সূচিত হয়। প-এর অর্থ পরিশ্রম, ফ-এর অর্থ ফেনা, যেমন আমরা কখনও কখনও দেখতে পাই যে, কঠোর পরিশ্রমের ফলে ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোয়। ব-এর অর্থ ব্যর্থতা। কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও চরমে দেখা যায় যে, সব কিছুই ব্যর্থ। ভ-এর অর্থ ভয়। জড় জগতে সংসার-দাবানলে দগ্ধ জীব সর্বদাই ভীত, কারণ এখানে কেউই জানে না এরপর কি হবে। অবশেষে ম-এর অর্থ মৃত্যু। কেউ যখন জীবনের এই পাঁচটি অবস্থার নিরসন করার চেষ্টা করে, তখন তাকে বলা হয় *অপবর্গ* বা সংসার জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি।

তিরশ্চাম্ শব্দটির অর্থ নিকৃষ্ট স্তরের জীবন। মনুষ্য-জীবন নিঃসন্দেহে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার সুযোগ প্রদান করে। পাশ্চাত্যের মানুষেরা মনে করে যে, মানুষ বানর থেকে এসেছে এবং এখন তারা অধিক সুখে অবস্থিত। কিন্তু কেউ যদি স্বর্গ বা অপবর্গের জন্য মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে সে পুনরায় কুকুর অথবা শূকরের মতো পশুজীবনে অধঃপতিত হবে। তাই বুদ্ধিমান মানুষের বিবেচনা করা উচিত যে, তিনি কি স্বর্গলোকে উন্নীত হবেন, অথবা সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন, না কি বিবর্তনের পন্থায় পুনরায় নিম্ন যোনিতে অধঃপতিত হবেন। কেউ যদি পুণ্যকর্ম করেন, তা হলে তিনি উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারেন অথবা মুক্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু তা না হলে কুকুর, শূকর আদি নিম্ন স্তরের যোনিতে অধঃপতিত হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*। যাঁরা উচ্চতর লোকে (দেবলোক বা স্বর্গলোকে) উন্নীত হওয়ার অভিলাষী তাঁদের সেই জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তেমনই, কেউ যদি মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলেও তাঁকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

তাই আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কারণ এই আন্দোলন মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার জীবন লাভ হয় (*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু*)। এই জীবনে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গ অনুসারে জীব তার পরবর্তী জন্মে উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। আধুনিক সভ্যতা জানে না যে, জীব নিত্য হওয়া সত্ত্বেও, প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন রুগ্ন পরিস্থিতিরূপ বিভিন্ন প্রকার যোনি প্রাপ্ত হয়। আধুনিক সভ্যতা জড়া প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অবগত নয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭) প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু মূর্খেরা নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা কখনই স্বাধীন হতে পারে না। এটিই হচ্ছে মূর্খতা। মূর্খের সভ্যতা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এবং তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, তারা সর্বতোভাবে প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। এইভাবে এই আন্দোলন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রবল প্রভাব থেকে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। জড়া প্রকৃতির নিয়মের পিছনে রয়েছেন পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। তাই কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*), তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বহিরঙ্গা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারেন (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। সেটিই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৬

তত্রাপি দম্পতীনাং চ সুখায়ান্যাপনুত্তয়ে ।
কর্মাণি কুর্বতাং দৃষ্ট্বা নিবৃত্তোঽস্মি বিপর্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

তত্র—সেখানে; **অপি**—ও; **দম্পতীনাম্**—বিবাহের মাধ্যমে যুক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীর; **চ**—এবং; **সুখায়**—সুখের জন্য, বিশেষ করে মৈথুনসুখ; **অন্য-অপনুত্তয়ে**—দুঃখ

নিবৃত্তির জন্য; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **কুর্বতাম্**—সর্বদা লিপ্ত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **নিবৃত্তঃ অস্মি**—আমি নিবৃত্ত হয়েছি (সেই প্রকার কর্ম থেকে); **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত।

অনুবাদ

মনুষ্য-জীবনে স্ত্রী এবং পুরুষ মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য যুক্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে, তারা কেউই সুখী নয়। তাই, বিপরীত ফল দর্শন করে আমি জড়-জাগতিক কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই যৌন সুখ উপভোগের অন্বেষণ করে, এবং তারা যখন বিবাহ অনুষ্ঠানের দ্বারা যুক্ত হয়, তখন কিছু কালের জন্য তারা সুখী হয়, কিন্তু অবশেষে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং অনেক সময় বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। যদিও প্রতিটি স্ত্রী এবং পুরুষ মৈথুনের মাধ্যমে সুখ উপভোগ করতে চায়, কিন্তু পরিণামে কলহ এবং ক্লেশই কেবল প্রাপ্তি হয়। বিবাহের প্রথা পুরুষ এবং স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রিত যৌনজীবনের অনুমতি প্রদান করে, যা *ভগবদ্গীতাতেও* ভগবানের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—যে যৌন জীবন ধর্মবিরুদ্ধ নয়, তা শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিটি জীব সর্বদা মৈথুনসুখের জন্য উৎসুক, কারণ আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন নিয়েই জড়-জাগতিক জীবন। পশুজীবনে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কিন্তু মানব-সমাজে যে সমস্ত মানুষ পশুর মতো তাদের আহার, নিদ্রা, এবং মৈথুনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে এবং ভয় থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে, তাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য। আহারের জন্য বৈদিক পরিকল্পনায় শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত খাদ্য অর্থাৎ প্রসাদ বা *যজ্ঞশিষ্ট* গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ*—"ভগবদ্ভক্ত সব রকম পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তিনি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৩) জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ নানা রকম পাপকর্ম করে, বিশেষ করে খাওয়ার ব্যাপারে, এবং এই পাপকর্মের ফলে মানুষকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে দণ্ডস্বরূপ অন্য শরীর গ্রহণ করতে হয়। মৈথুন এবং আহার আবশ্যক, এবং তাই সেগুলি বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীনে মানব-সমাজে প্রদান করা হয়েছে, যাতে মানুষ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আহার, নিদ্রা, মৈথুনসুখ ও ভয়ভীতির জীবন থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে এবং ক্রমশ জড় জগতের দণ্ডভোগ থেকে

মুক্ত হয়ে উন্নত জীবন লাভ করতে পারে। এইভাবে মানব-সমাজে বিবাহের বৈদিক প্রথা রয়েছে, যাতে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিতভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে এই যুগে, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে মৈথুনসুখে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের এই অন্যায় আচরণের ফলে, তাদের এই পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পুনরায় তাদের পশুরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাই বৈদিক নির্দেশে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, *নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে*—শূকরের মতো মৈথুনসুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং সব কিছু খাওয়া, এমন কি বিষ্ঠা পর্যন্ত খাওয়া মানুষের পক্ষে উচিত নয়। মানুষের কর্তব্য ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়া। তার কর্তব্য কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে ভয়ঙ্কর জড়-জাগতিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়া, এবং কেবল কঠোর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য নিদ্রা যাওয়া।

বিদ্বান ব্রাহ্মণ বলেছিলেন যে, যেহেতু সকাম কর্মীদের দ্বারা সব কিছুরই অপব্যবহার হচ্ছে, তাই তিনি সব রকম সকাম-কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন।

শ্লোক ২৭

সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্বেহোপরতিস্তনুঃ ।
মনঃসংস্পর্শজান্ দৃষ্ট্বা ভোগান্ স্বপ্স্যামি সংবিশন্ ॥ ২৭ ॥

সুখম্—সুখ; **অস্য**—তার; **আত্মনঃ**—জীবের; **রূপম্**—স্বাভাবিক স্থিতি; **সর্ব**—সমস্ত; **ঈহ**—জড় কার্যকলাপ; **উপরতিঃ**—সর্বতোভাবে নিবৃত্তি; **তনুঃ**—প্রকাশের মাধ্যম; **মনঃ-সংস্পর্শজান্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চাহিদা থেকে উৎপন্ন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভোগান্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **স্বপ্স্যামি**—এই সমস্ত জড় কার্যকলাপের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, আমি নীরবে বসে রয়েছি; **সংবিশন্**—এই প্রকার কার্যকলাপে প্রবেশ করে।

অনুবাদ

জীব তার প্রকৃত স্বরূপে আনন্দময়। এই আনন্দ তখনই লাভ হয়, যখন সে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়। জড় সুখভোগ কল্পনা মাত্র। তাই সেই বিষয়ে বিবেচনা করে আমি সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছি এবং এখানে শায়িত রয়েছি।

তাৎপর্য

মায়াবাদ দর্শন এবং বৈষ্ণব দর্শনের পার্থক্য এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মায়াবাদী এবং বৈষ্ণব উভয়েই জানেন যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপে কোন সুখ নেই। মায়াবাদীরা তাই *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা* বলে মিথ্যা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। তারা সমস্ত কার্যকলাপের নিবৃত্তি সাধন করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিরস্ত হলেও বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা যায় না, এবং তাই সকলেরই আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া উচিত, যা এই জড় জগতের দুঃখ-দুদর্শারূপ সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে। তাই বলা হয়, মায়াবাদীরা যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে ব্রহ্মে লীন হতে চায়, এবং তারা যদি সত্যি-সত্যিই ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়ও, তবুও সক্রিয় না হওয়ার ফলে তারা পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অধঃপতিত হয় (*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ*)। এইভাবে তথাকথিত ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হতে না পারার ফলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে এসে হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি খোলে। তাই, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ফলে সুখ প্রাপ্তি হয় না—কেবল এই জ্ঞানের অনুশীলন করে সেই প্রকার কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ গ্রহণ করতে হয়। তখন সেই সমস্যার সমাধান লাভ হয়। আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*)। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন, তা হলে তাঁর সেই কার্যকলাপ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন তাঁর সেই কার্য জড়-জাগতিক ছিল না। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যুদ্ধ করা জাগতিক কর্ম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করা চিন্ময় কর্ম। চিন্ময় কর্মের প্রভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় এবং তখন নিত্য আনন্দ লাভ করা যায়। এই জড় জগতে সব কিছুই মনের কল্পনা, যা কখনই আমাদের প্রকৃত সুখ প্রদান করতে পারবে না। তাই যথার্থ সমাধান হচ্ছে, সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্ম করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। কিন্তু কেউ যদি তা করতে না পারে, তা হলে তাকে বদ্ধ জীবনে থাকতে হয়।

শ্লোক ২৮

**ইত্যেতদাত্মনঃ স্বার্থং সন্তং বিস্মৃত্য বৈ পুমান্ ।
বিচিত্রামসতি দ্বৈতে ঘোরামাপ্নোতি সংসৃতিম্ ॥ ২৮ ॥**

ইতি—এইভাবে; **এতৎ**—জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি; **আত্মনঃ**—নিজের; **স্ব-অর্থম্**—স্বার্থ; **সন্তম্**—নিজের ভিতর অবস্থান করে; **বিস্মৃত্য**—বিস্মৃত হয়ে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুমান্**—জীব; **বিচিত্রাম্**—আকর্ষণীয় মিথ্যা বৈচিত্র্য; **অসতি**—জড় জগতে; **দ্বৈতে**—অনাত্মে; **ঘোরাম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর (জন্ম এবং মৃত্যু স্বীকার করার ফলে); **আপ্নোতি**—বদ্ধ হয়; **সংসৃতিম্**—সংসারে।

অনুবাদ

এইভাবে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবাত্মা তার স্বার্থ বিস্মৃত হয় কারণ সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যেহেতু তার এই দেহ জড় তাই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে জড় জগতের বৈচিত্র্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া। তার ফলে জীব সংসার-দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

সকলেই সুখী হতে চায়, কারণ পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, *সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্বেহোপরতিস্তনুঃ*—জীব যখন তার চিন্ময় স্বরূপে থাকে, তখন সে স্বভাবতই আনন্দময়। চিন্ময় জীবের দুঃখের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বদাই আনন্দময়, তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবেরাও তেমনই স্বভাবতই আনন্দময়, কিন্তু এই জড় জগতে আসার ফলে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, তারা তাদের প্রকৃত স্বভাব ভুলে গেছে। যেহেতু আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই তাঁর সঙ্গে আমাদের এক অতি নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি এবং আমাদের দেহকে আমাদের আত্মা বলে মনে করছি, তাই আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত হচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা উপলব্ধি করতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসার-জীবনের এই ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান থাকে। বদ্ধ জীব যে সুখের অন্বেষণ করে, তা অবশ্যই মায়িক, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

জলং তদুদ্ভবৈশ্ছন্নং হিত্বাজ্ঞো জলকাম্যয়া ।
মৃগতৃষ্ণামুপাধাবেৎ তথান্যত্রার্থদৃক্ স্বতঃ ॥ ২৯ ॥

জলম্—জল; **তৎ-উদ্ভবৈঃ**—সেই জল থেকে উৎপন্ন ঘাসের দ্বারা; **ছন্নম্**—আচ্ছাদিত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ পশু; **জল-কাময়া**—জল পানের বাসনায়; **মৃগতৃষ্ণাম্**—মরীচিকা; **উপাধাবেৎ**—ধাবিত হয়; **তথা**—তেমনই; **অন্যত্র**—অন্য কোনখানে; **অর্থ-দৃক্**—স্বার্থপরায়ণ; **স্বতঃ**—নিজের মধ্যে।

অনুবাদ

হরিণ যেমন অজ্ঞানবশত তৃণাচ্ছন্ন জলাশয় দর্শন না করে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়, জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবও তেমনই তার নিজের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা দর্শন না করে, জড় সুখের প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

জীব যে জ্ঞানের অভাবে কিভাবে তার আত্মার বাইরে সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয়, এটি তার একটি সঠিক দৃষ্টান্ত। কেউ যখন চিন্ময় আত্মারূপে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তিনি পরম চিন্ময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, এবং তাঁদের মধ্যে তখন প্রকৃত আনন্দের আদান-প্রদান হয়। এইখানে লক্ষ্যণীয় যে, কিভাবে চিন্ময় আত্মা থেকে দেহের বিকাশ সাধন হয়, তার ইঙ্গিত এই শ্লোকে করা হয়েছে। আধুনিক যুগের জড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবন থেকে জড় পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে। জীবন বা জীবাত্মাকে এখানে জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা থেকে ঘাসরূপী জড় পদার্থের বিকাশ হয়। যার আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান নেই, সে দেহের ভিতরে আত্মায় সুখের অন্বেষণ করে না; পক্ষান্তরে, সে বাইরে সুখের অন্বেষণ করে, ঠিক যেমন একটি হরিণ ঘাসের নিচে জল রয়েছে তা না জেনে, মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়ে জলের অন্বেষণ করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অনাত্ম বিষয়ে আনন্দের অন্বেষণে বিভ্রান্ত মানুষদের অজ্ঞান দূর করার চেষ্টা করছে। *রসো বৈ সঃ, রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়।* জলের স্বাদ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের দ্বারা আমাদের অবশ্যই সেই স্বাদ পেতে হবে। সেটিই বৈদিক নির্দেশ।

শ্লোক ৩০

দেহাদিভির্দৈবতন্ত্রৈরাত্মনঃ সুখমীহতঃ ।
দুঃখাত্যয়ং চানীশস্য ক্রিয়া মোঘাঃ কৃতাঃ কৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

দেহ-আদিভিঃ—দেহ, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির দ্বারা; **দৈব-তন্ত্রৈঃ**—পরা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **সুখম্**—সুখ; **ঈহতঃ**—অন্বেষণ করে; **দুঃখ-অত্যয়ম্**—দুঃখ নিবারণের জন্য; **চ**—ও; **অনীশস্য**—সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন জীবের; **ক্রিয়াঃ**—পরিকল্পনা এবং কার্যকলাপ; **মোঘাঃ কৃতাঃ কৃতাঃ**—বার বার ব্যর্থ হয়।

অনুবাদ

জীব সুখভোগের এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন জীবদেহ সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই বিভিন্ন শরীরে তার সমস্ত পরিকল্পনা চরমে ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সকাম কর্মের ফল অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিয়ম কিভাবে তার উপর ক্রিয়া করে, সেই বিষয়ে যেহেতু সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই সে তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি, পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নতি আদি বহু উপায়ে ভ্রান্তভাবে দেহসুখ ভোগ করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সে তার সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" জীবের বাসনা এবং কার্যকলাপ পরমাত্মা উপদ্রষ্টারূপে দর্শন করেন, এবং তিনি প্রকৃতিকে জীবের বিভিন্ন বাসনা পূর্ণ করার আদেশ দেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীবের বাসনা অনুসারে ভগবান তাদের বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করেন, যা ঠিক যন্ত্রের মতো। সেই যন্ত্রে

আরোহণ করে, এবং প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে জীব ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। তাই জীব স্বাধীন নয়, সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং জড়া প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জীব যখনই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার শিকার হয়, তখনই সে মায়ার অধীন হয়, এবং পরমাত্মা তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। তার ফলে জীব বার বার পরিকল্পনা করে এবং তার সেই সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, কিন্তু মূর্খতাবশত সে তার সেই ব্যর্থতার কারণ দর্শন করতে পারে না। সেই কারণ স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—যেহেতু সে ভগবানের শরণাগত হয়নি, তাই তাকে জড়া প্রকৃতি এবং তার কঠোর আইনের অধীনে কর্ম করতে হয় (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ভগবানের শরণাগত হওয়া। মনুষ্য-জীবনে জীবকে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। "সুখভোগের এবং দুঃখ নিবৃত্তির কোন পরিকল্পনা করো না। তুমি কখনই সফল হতে পারবে না। কেবল আমার শরণাগত হও।" কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, জীব *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের দেওয়া এই স্পষ্ট উপদেশটি গ্রহণ করতে পারে না, এবং তার ফলে সে নিরন্তর জড়া প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ—জীব যদি বিষ্ণু বা যজ্ঞ নামে পরিচিত শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য কর্ম না করে, তা হলে তাকে অবশ্যই সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। কর্মের এই প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় পাপ এবং পুণ্য। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নতি হয় এবং পাপকর্মের ফলে জড়া প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করার জন্য নিম্নতর যোনিতে অধঃপতন হয়। নিম্নতর যোনিতে বিবর্তনের পন্থা রয়েছে, এবং যখন নিম্নতর যোনিতে জীবের বন্ধন বা দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়, তখন সে পুনরায় মনুষ্য-জীবন লাভ করে এবং কিভাবে সে পরিকল্পনা করবে তা স্থির করার সুযোগ পায়। সে যদি আবার সেই সুযোগটি হারায়, তা হলে আবার পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়ে কখনও ঊর্ধ্বে এবং কখনও নিম্নে সে গমন করে। এই চক্রকে বলা হয় সংসারচক্র। চাকা যেমন কখনও উপরে যায় এবং কখনও নিচে নামে, জড়া প্রকৃতির নিয়মে জীব তেমনই কখনও সুখী এবং কখনও দুঃখী হয়। কিভাবে সে সুখ-দুঃখের চক্রে ক্লেশ ভোগ করে, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

আধ্যাত্মিকাদিভির্দুঃখৈরবিমুক্তস্য কর্হিচিৎ ।
মর্ত্যস্য কৃচ্ছ্রোপনতৈরর্থৈঃ কামৈঃ ক্রিয়েত কিম্ ॥ ৩১ ॥

আধ্যাত্মিক-আদিভিঃ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক; **দুঃখৈঃ**—ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা; **অবিমুক্তস্য**—যে ব্যক্তি এই দুঃখময় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত নয় (অথবা যে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অধীন); **কর্হিচিৎ**—কখনও কখনও; **মর্ত্যস্য**—মরণশীল জীবের; **কৃচ্ছ্র-উপনতৈঃ**—কঠোর দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা লব্ধ; **অর্থৈঃ**—কোন লাভ হলেও; **কামৈঃ**—যা মানুষের জড় বাসনা চরিতার্থ করতে পারে; **ক্রিয়েত**—তারা কি করে; **কিম্**—এবং এই সুখে কি লাভ।

অনুবাদ

জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সর্বদাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ দুঃখ মিশ্রিত। তাই, এই প্রকার কার্য সফল হলেও, তাতে কি লাভ? তা সত্ত্বেও তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং তার সকাম কর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবনে কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে তার জীবনের শেষে কিছু লাভ প্রাপ্ত হয়, তা হলে তাকে সফল বলে মনে করা হয়। যদিও তাকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করতে করতে পুনরায় মৃত্যু বরণ করতে হয়। কেউই জড়-জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না—যথা, দেহ এবং মন জাত ক্লেশ, সমাজ, জাতি এবং অন্যান্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত ক্লেশ, এবং ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্লেশ। কেউ যদি কঠোর পরিশ্রম করে, ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে, এবং তারপর অল্প কিছু সাফল্য লাভ করে, তা হলে সেই সাফল্যের কি মূল্য? আর তা ছাড়া, কর্মী যদি কিছু জড় ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে সফলও হয়, তা হলেও সে তা উপভোগ করতে পারে না, কারণ অবশেষে তাকে শোক করতে করতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আমি নিজে এক মরণাপন্ন ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে তার আয়ু চার বছর বাড়ানোর জন্য আকুলভাবে আবেদন করতে দেখেছি, যাতে সে তার জড় পরিকল্পনাগুলি পূর্ণ করতে পারে। নিঃসন্দেহে

সেই ডাক্তার তার আয়ু বাড়াতে পারেনি, এবং তাকে গভীরভাবে শোক করতে করতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এইভাবে সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়, এবং তার মানসিক অবস্থা অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে অন্য আর একটি শরীরে তার বাসনা চরিতার্থ করার আর একটি সুযোগ দেয়। জড় সুখের পরিকল্পনাগুলির কোন মূল্য নেই, কিন্তু মায়ার প্রভাবে আমরা সেগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। বহু রাজনীতিবিদ্, সমাজ-সংস্কারক এবং দার্শনিক অত্যন্ত কষ্টভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের জড়-জাগতিক পরিকল্পনাগুলি থেকে কোন লাভ হয়নি। তাই বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও কেবল নৈরাশ্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করার জন্য ত্রিতাপ দুঃখময় কঠোর পরিশ্রম করার বাসনা করেন না।

শ্লোক ৩২

পশ্যামি ধনিনাং ক্লেশং লুব্ধানামজিতাত্মনাম্ ।
ভয়াদলব্ধনিদ্রাণাং সর্বতোঽভিবিশঙ্কিনাম্ ॥ ৩২ ॥

পশ্যামি—আমি দেখতে পাই; **ধনিনাম্**—অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের; **ক্লেশম্**—কষ্ট; **লুব্ধানাম্**—অত্যন্ত লোভী ব্যক্তিদের; **অজিত-আত্মনাম্**—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের; **ভয়াৎ**—ভয়ের ফলে; **অলব্ধ-নিদ্রাণাম্**—যারা ঘুমাতে পারে না; **সর্বতঃ**—সব দিক থেকে; **অভিবিশঙ্কিনাম্**—অত্যন্ত ভীত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি দেখেছি ধন সংগ্রহে অত্যন্ত লোভী অজিতেন্দ্রিয় ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, সর্বদিক থেকে ভীত হওয়ার ফলে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না।

তাৎপর্য

লোভী পুঁজিপতিরা বহু কষ্ট সহ্য করে ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু যেহেতু তারা নানা রকম অবৈধ উপায়ে সেই ধন সংগ্রহ করে, তাই তাদের মন সর্বদা বিক্ষুব্ধ থাকে। অতএব তারা রাত্রে ঘুমাতে পারে না, এবং সেই জন্য তাদের ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়, এবং অনেক সময় সেই ঘুমের ওষুধগুলিও আর কাজ করে না। তাই এত কঠোর পরিশ্রম করে ধন সংগ্রহ করেও তারা সুখের পরিবর্তে কেবল দুঃখই

ভোগ করে। মন যদি এইভাবে সর্বদা অশান্ত থাকে, তা হলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করে কি লাভ? নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।

লোভী পুঁজিপতিদের অনর্থক ধন সংগ্রহের পরিণাম এই হয় যে, তাদের উৎকণ্ঠার আগুনে দগ্ধ হতে হয় এবং সর্বদা আরও লাভের জন্য তার ধন বিনিয়োগ করার চিন্তায় সর্বদা বিচলিত থাকতে হয়। এই প্রকার জীবন অবশ্যই সুখের নয়। কিন্তু মায়ার প্রভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত হয়।

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ভগবানের কৃপায় আমাদের গ্রন্থাবলী বিক্রি করে, স্বাভাবিকভাবেই টাকা উপার্জন করছি। এই গ্রন্থগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য বিক্রি করছি না; কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজন, এবং সেই জন্য আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন তা শ্রীকৃষ্ণ সরবরাহ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে, সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার হোক, এবং সেই জন্য স্বভাবতই আমাদের যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে, যে অর্থের দ্বারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হতে পারে, সেই অর্থ আমরা বিষয় বলে ত্যাগ করি না। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৫৬) বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"মুক্তিকামী ব্যক্তিরা যে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বলে মনে করে পরিত্যাগ করে, তাকে বলা হয় ফল্গু বৈরাগ্য বা অসম্পূর্ণ বৈরাগ্য।" যে ধন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে সহায়ক তা এই জড় জগতের বস্তু নয়, এবং তা জড় বিষয় বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

"কেউ যখন অনাসক্ত হয়ে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে গ্রহণ করেন, তাকে বলা হয় যুক্ত বৈরাগ্য।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৫) নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ আসছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সেই ধনের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। তার প্রতিটি পয়সা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য ব্যয়

করা উচিত, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়। যখন প্রচুর পরিমাণে ধন লাভ হয়, তখন তা প্রচারকের পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ তার একটি পয়সাও যদি তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যয় করেন, তা হলে তাঁর অধঃপতন হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, যাতে এই আন্দোলন প্রচারের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তার অপব্যয় তাঁরা যেন না করেন। আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণের জন্য যেন আমরা অর্থ সংগ্রহ না করি; শ্রীকৃষ্ণের জন্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং তার ফলে আমরা নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারব। ধন হচ্ছে লক্ষ্মী। নারায়ণের নিত্য সহচরী লক্ষ্মীজী যেন সর্বদা নারায়ণের সঙ্গে থাকেন, তা হলে আর অধঃপতনের কোন ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৩৩

রাজতশ্চৌরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ ।
অর্থিভ্যঃ কালতঃ স্বস্মান্নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

রাজতঃ—রাজার থেকে; **চৌরতঃ**—চোর এবং তস্কর থেকে; **শত্রোঃ**—শত্রু থেকে; **স্বজনাৎ**—আত্মীয়-স্বজনদের থেকে; **পশু-পক্ষিতঃ**—পশু-পক্ষী থেকে; **অর্থিভ্যঃ**—ভিক্ষুক এবং দানপ্রার্থীদের থেকে; **কালতঃ**—কাল থেকে; **স্বস্মাৎ**—এবং নিজের থেকে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **প্রাণ-অর্থ-বৎ**—প্রাণবান এবং ধনবানের জন্য; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

যারা বলবান এবং ধনবান তারা সর্বদাই রাষ্ট্রের আইন, দস্যু-তস্কর, শত্রু, আত্মীয়স্বজন, পশু-পক্ষী, দানপ্রার্থী, কাল, এমন কি নিজের কাছ থেকেও সর্বদা ভীত থাকে।

তাৎপর্য

স্বস্মাৎ শব্দটির অর্থ 'নিজের কাছ থেকে'। ধনের প্রতি আসক্তির ফলে, সব চাইতে ধনী ব্যক্তিরাও নিজের কাছ থেকে পর্যন্ত ভয়ভীত থাকে। তারা ভয় পায় যে, হয়তো তারা তাদের টাকা কোন অসুরক্ষিত স্থানে রেখেছে অথবা কোন ভুল করেছে। সরকারের করের ভয় ছাড়াও চোরের ভয়, এমন কি আত্মীয়-স্বজনদের ভয়ে তারা ভীত থাকে। ধনী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা তার কাছ থেকে টাকা-

পয়সা নেওয়ার সুযোগে থাকে। কখনও কখনও এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের *স্বজনকদস্যু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আত্মীয়-স্বজনের বেশে তারা হচ্ছে দস্যু-তস্কর।' তাই, অনর্থক ধন সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, "কে আমি?" এই প্রশ্ন করা এবং আত্মাকে উপলব্ধি করা। মানুষের কর্তব্য এই জড় জগতে জীবের স্থিতি উপলব্ধি করা এবং কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় সেই চেষ্টা করা।

শ্লোক ৩৪

শোকমোহভয়ক্রোধরাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ ।
যন্মূলাঃ স্যুর্নৃণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োর্বুধঃ ॥ ৩৪ ॥

শোক—শোক; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—ভয়; **ক্রোধ**—ক্রোধ; **রাগ**—আসক্তি; **ক্লৈব্য**—দৈন্য; **শ্রম**—শ্রম; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **যৎ-মূলাঃ**—এই সবের মূল কারণ; **স্যুঃ**—হয়; **নৃণাম্**—মানুষের; **জহ্যাৎ**—পরিত্যাগ করা উচিত; **স্পৃহাম্**—বাসনা; **প্রাণ**—দেহের বল এবং প্রতিষ্ঠার জন্য; **অর্থয়োঃ**—এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

অনুবাদ

মানব-সমাজে যারা বুদ্ধিমান তাঁদের কর্তব্য শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তি, দৈন্য, শ্রম প্রভৃতির মূল কারণ বল এবং অর্থের স্পৃহা পরিত্যাগ করা।

তাৎপর্য

এটিই বৈদিক সভ্যতা এবং আধুনিক আসুরিক সভ্যতার পার্থক্য। বৈদিক সভ্যতায় বিচার করা হয় কিভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবিকা নির্বাহের জন্য অধিক অর্থ উপার্জন না করার উপদেশ দেওয়া হয়। সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হত, এবং সমাজের সদস্যেরা তাঁদের জীবনের প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য ন্যূনতম প্রয়াস করতেন। বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কোন জড় বাসনা থাকত না। ক্ষত্রিয়দের যেহেতু প্রজা শাসন করতে হত তাই তাঁদের ধন এবং প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হত। কিন্তু বৈশ্যেরা শস্য উৎপাদন করে এবং গোপালন করে সন্তুষ্ট থাকতেন, এবং

যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, তা হলে তার বিনিময় করে বাণিজ্য করার অনুমোদন ছিল। শূদ্রেরাও সুখী ছিল, কারণ উচ্চ তিনটি বর্ণ তাদের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। আধুনিক যুগের আসুরিক সভ্যতায় কিন্তু ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় নেই; রয়েছে কেবল তথাকথিত শ্রমিক এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই।

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে জীবনের চরম সিদ্ধি হচ্ছে সন্ন্যাস গ্রহণ করা, কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষ জানে না সন্ন্যাস কেন গ্রহণ করা হয়। তা না জানার ফলে তারা মনে করে যে, সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় না। সাধারণত আধ্যাত্মিক জীবনের চতুর্থ স্তরে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ, এবং চরমে জীবনের বাকি সময় আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করা সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু, যেহেতু কলিযুগে মানুষ ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ, তাই অপরিণত অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীউপদেশামৃতে* (২) লিখেছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

"(১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করা; (২) জড় বিষয় লাভের জন্য অত্যধিক প্রয়াস করা; (৩) জড় বিষয় সম্বন্ধে অনর্থক প্রজল্প করা; (৪) আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য শাস্ত্রবিধি অনুশীলন না করে, কেবল সেগুলির অনুসরণ করার জন্যই সেগুলির অনুশীলন করা, অথবা শাস্ত্রবিধি বর্জন করে স্বতন্ত্রভাবে বা খেয়ালখুশি মতো কার্য করা; (৫) কৃষ্ণভক্তি বিমুখ বিষয়ী ব্যক্তিদের সঙ্গ করা; এবং (৬) জড়-জাগতিক লাভের জন্য লোভী হওয়া—এই ছয়টি কার্যে অত্যধিক আসক্ত হলে, ভগবদ্ভক্তি বিনষ্ট হয়।" কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য সন্ন্যাসী কোন সংস্থা গঠন করতে পারেন; কিন্তু নিজের জন্য তার অর্থ সংগ্রহ করা উচিত নয়। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তার অর্ধাংশ গ্রন্থ ছাপাবার জন্য এবং বাকি অর্ধাংশ অন্যান্য প্রয়োজনে, বিশেষ করে সারা পৃথিবী জুড়ে এই সংস্থার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যয় করা হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পরিচালকদের এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকা উচিত। তা না হলে ধনই শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তি,

দারিদ্র্য এবং অনর্থক কঠোর পরিশ্রমের কারণ হবে। আমি যখন একা বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন আমি মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রচেষ্টা করিনি; পক্ষান্তরে, *'ব্যাক টু গডহেড'* পত্রিকা বিক্রি করে যে কয়েকটি টাকা আমি সংগ্রহ করতাম, তা নিয়েই আমি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ছিলাম, এবং এইভাবে আমার নিজের ভরণপোষণ করতাম এবং গ্রন্থও ছাপাতাম। বিদেশে গিয়েও আমি সেভাবেই জীবন-যাপন করছিলাম, কিন্তু ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা যখন আমাকে প্রচুর ধন দিতে শুরু করল, তখন আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করতে শুরু করি। সেই নীতি যেন সব সময় অনুসরণ করা হয়। যে ধন সংগ্রহ হবে, তা শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করতে হবে এবং একটি পয়সাও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যয় করা উচিত নয়। এটিই ভাগবত নীতি।

শ্লোক ৩৫

মধুকারমহাসর্পৌ লোকেঽস্মিন্নো গুরূত্তমৌ ।
বৈরাগ্যং পরিতোষং চ প্রাপ্তা যচ্ছিক্ষয়া বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

মধুকার—ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছি; **মহা-সর্পৌ**—বিশাল সর্প (অজগর, যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় না); **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **অস্মিন্**—এই; **নঃ**—আমাদের; **গুরু**—গুরু; **উত্তমৌ**—উত্তম; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য; **পরিতোষম্ চ**—এবং সন্তোষ; **প্রাপ্তাঃ**—লাভ করে; **যৎ-শিক্ষয়া**—যার উপদেশ অনসারে; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

মৌমাছি এবং অজগর, এই দুজন আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরু, যারা আমাদের স্বল্প সংগ্রহে সন্তুষ্ট থাকার এবং এক স্থানে অবস্থান করার আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

শ্লোক ৩৬

বিরাগঃ সর্বকামেভ্যঃ শিক্ষিতো মে মধুব্রতাৎ ।
কৃচ্ছ্রাপ্তং মধুবদ্ বিত্তং হত্বাপ্যন্যো হরেৎ পতিম্ ॥ ৩৬ ॥

বিরাগঃ—অনাসক্তি; **সর্ব-কামেভ্যঃ**—সমস্ত জড় বাসনা থেকে; **শিক্ষিতঃ**—শিক্ষা লাভ করেছি; **মে**—আমাকে; **মধু-ব্রতাৎ**—মৌমাছি থেকে; **কৃচ্ছ্র**—বহু কষ্টে; **আপ্তম্**—লব্ধ; **মধুবৎ**—মধুর মতো; **বিত্তম্**—ধন; **হত্বা**—হত্যা করে; **অপি**—ও; **অন্যঃ**—অন্য; **হরেৎ**—হরণ করে; **পতিম্**—স্বামীকে।

অনুবাদ

মৌমাছির কাছ থেকে আমি সঞ্চিত ধনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছি, কারণ ধন যদিও মধুর মতোই মধুর, যে কোন ব্যক্তি ধনপতিকে হত্যা করে সেই ধন হরণ করতে পারে।

তাৎপর্য

মৌমাছি যে মধু সংগ্রহ করে তা বলপূর্বক হরণ করে নেওয়া হয়। অতএব কেউ যখন ধন সংগ্রহ করে, তখন তার বোঝা উচিত যে, সরকার অথবা চোরেরা তার ধনের জন্য তাকে উপদ্রব করবে। এমন কি তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। বলা হয়েছে যে, বিশেষ করে এই কলিযুগে, সরকার নাগরিকদের ধন রক্ষা করার পরিবর্তে, আইনের বলে তাদের থেকে ধন ছিনিয়ে নেবে। সেই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাই বিবেচনা করেছিলেন যে, তিনি ধন সংগ্রহ করবেন না। মানুষের কর্তব্য তার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা। প্রচুর ধন সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তার ফলে সরকার এবং দস্যু-তস্করদের দ্বারা ধন লুণ্ঠিত হওয়ার ভয় থাকে।

শ্লোক ৩৭

অনীহঃ পরিতুষ্টাত্মা যদৃচ্ছোপনতাদহম্ ।
নো চেচ্ছয়ে বহ্বহানি মহাহিরিব সত্ত্ববান্ ॥ ৩৭ ॥

অনীহঃ—অধিক সংগ্রহ করার বাসনা-রহিত; **পরিতুষ্ট**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; **আত্মা**—আত্মা; **যদৃচ্ছা**—বিনা প্রচেষ্টায়; **উপনতাৎ**—লব্ধ বস্তুর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **শয়ে**—আমি শয়ন করি; **বহু**—বহু; **অহানি**—দিন; **মহা-অহিঃ**—অজগর; **ইব**—সদৃশ; **সত্ত্ববান্**—ধৈর্যশীল।

অনুবাদ

আমি কোন কিছু লাভ করার প্রয়াস করি না, আপনা থেকেই যা কিছু আমার কাছে আসে তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকি। আমি যদি বহুদিন কিছু না পাই, তা হলেও আমি অবিচলিত থেকে অজগরের মতো ধৈর্যশীল হয়ে শায়িত থাকি।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য মৌমাছির কাছে অনাসক্তি শিক্ষা লাভ করা, কারণ তারা বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে তা সঞ্চয় করে, কিন্তু তারপর কেউ এসে বলপূর্বক সেই মধু হরণ করে নেয়। এইভাবে মৌমাছি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই মৌমাছির কাছ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় না করার শিক্ষা লাভ করা উচিত। তেমনই, অজগরের কাছে বহুদিন অনাহারে এক স্থানে থাকার এবং যখন আপনা থেকেই কিছু আসে, তখন তা আহার করার শিক্ষা লাভ করা উচিত। এইভাবে বিদ্বান ব্রাহ্মণ মৌমাছি ও অজগর নামক দুই প্রাণীর কাছে লব্ধ শিক্ষা প্রদান করেন।

শ্লোক ৩৮

ক্বচিদল্পং ক্বচিদ্ ভূরি ভুঞ্জেঽন্নং স্বাদ্বস্বাদু বা ।
ক্বচিদ্ ভূরিগুণোপেতং গুণহীনমুত ক্বচিৎ ।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ক্বাপি কদাচিন্মানবর্জিতম্ ।
ভুঞ্জে ভুক্ত্বাথ কস্মিংশ্চিদ্ দিবা নক্তং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **অল্পম্**—অতি অল্প; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ভূরি**—প্রচুর; **ভুঞ্জে**—আমি আহার করি; **অন্নম্**—খাদ্য; **স্বাদু**—সুস্বাদু; **অস্বাদু**—বিস্বাদ; **বা**—অথবা; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ভূরি**—প্রচুর; **গুণ-উপেতম্**—সুগন্ধ; **গুণ-হীনম্**—গন্ধহীন; **উত**—অথবা; **ক্বচিৎ**—কখনও; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপহৃতম্**—কারও দ্বারা আনীত; **ক্বাপি**—কখনও; **কদাচিৎ**—কখনও; **মান-বর্জিতম্**—অশ্রদ্ধা সহকারে প্রদত্ত; **ভুঞ্জে**—আমি আহার করি; **ভুক্ত্বা**—আহার করার পর; **অথ**—এইভাবে; **কস্মিন্ চিৎ**—কখনও, কোনও স্থানে; **দিবা**—দিনের বেলা; **নক্তম্**—অথবা রাত্রে; **যদৃচ্ছয়া**—যা লাভ হয়।

অনুবাদ

কখনও আমি অতি অল্প আহার করি এবং কখনও প্রচুর আহার করি। কখনও সেই খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু, এবং কখনও তা বিস্বাদ। কখনও গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সেই খাদ্য আমাকে দেওয়া হয় এবং কখনও অত্যন্ত অবহেলাভরে তা দেওয়া হয়। কখনও আমি দিনের বেলা আহার করি এবং কখনও রাত্রে। এইভাবে অনায়াসে আমি যা পাই তাই আহার করি।

শ্লোক ৩৯

ক্ষৌমং দুকূলমজিনং চীরং বল্কলমেব বা ।
বসেঽন্যদপি সম্প্রাপ্তং দিষ্টভুক্ তুষ্টধীরহম্ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষৌমম্—ক্ষৌম বস্ত্র; **দুকূলম্**—রেশম অথবা সুতীর বস্ত্র; **অজিনম্**—মৃগচর্ম; **চীরম্**—কৌপীন; **বল্কলম্**—বাকল; **এব**—যথারূপ; **বা**—অথবা; **বসে**—আমি পরিধান করি; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **অপি**—যদিও; **সম্প্রাপ্তম্**—যেমন পাওয়া যায়; **দিষ্ট-ভুক্**—ভাগ্যবশত; **তুষ্ট**—সন্তুষ্ট; **ধীঃ**—মন; **অহম্**—আমি হই।

অনুবাদ

আমার দেহ আচ্ছাদন করার জন্য আমি ক্ষৌম বসন, রেশম, সুতী, বল্কল, মৃগচর্ম আদি ভাগ্যবশত যা কিছু পাই, তা নিয়েই পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকি।

শ্লোক ৪০

ক্বচিচ্ছয়ে ধরোপস্থে তৃণপর্ণাশ্মভস্মসু ।
ক্বচিৎ প্রাসাদপর্যঙ্কে কশিপৌ বা পরেচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **শয়ে**—আমি শয়ন করি; **ধর-উপস্থে**—ভূপৃষ্ঠে; **তৃণ**—ঘাস; **পর্ণ**—পাতা; **অশ্ম**—পাথর; **ভস্মসু**—অথবা ছাইয়ের গাদার উপর; **ক্বচিৎ**—কখনও; **প্রাসাদ**—প্রাসাদে; **পর্যঙ্কে**—উত্তম পালঙ্কে; **কশিপৌ**—বালিশের উপর; **বা**—অথবা; **পর**—অন্যের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা।

অনুবাদ

কখনও আমি ধরাপৃষ্ঠে, কখনও পাতার উপর, কখনও ঘাস বা পাথরের উপর, কখনও বা ভস্মস্তূপে, আবার কখনও অন্যের ইচ্ছাক্রমে প্রাসাদে উত্তম পালঙ্কে বালিশের উপর শয়ন করি।

তাৎপর্য

বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার জন্মের ইঙ্গিত করছে, কারণ জীব তার দেহ অনুসারে শয়ন করে। জীব কখনও পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে, আবার কখনও রাজারূপে। সে যখন পশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করে, এবং সে যখন রাজারূপে অথবা অত্যন্ত ধনীরূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে বিশাল প্রাসাদে পালঙ্ক আদি আসবাবে সুসজ্জিত কক্ষে শয়ন করে। এই সমস্ত সুযোগগুলি অবশ্য জীবের ইচ্ছাক্রমে লাভ হয় না; পক্ষান্তরে, ভগবানের ইচ্ছাক্রমে (*পরেচ্ছয়া*), অথবা মায়ার আয়োজন অনুসারে লাভ হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" জীব তার জড় বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, যা ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবানের ইচ্ছায় জীবকে বিভিন্নভাবে শয়ন করার উপায় সমন্বিত বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়।

শ্লোক ৪১

ক্বচিৎ স্নাতোঽনুলিপ্তাঙ্গঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ ।
রথেভাশ্বৈশ্চরে ক্বাপি দিগ্বাসা গ্রহবদ্ বিভো ॥ ৪১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **স্নাতঃ**—সুন্দরভাবে স্নান করে; **অনুলিপ্ত-অঙ্গঃ**—সারা শরীরে চন্দন লেপন করে; **সু-বাসাঃ**—অতি সুন্দর বসন পরিধান করে; **স্রগ্বী**—ফুলমালায় সজ্জিত হয়ে; **অলঙ্কৃতঃ**—বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত হয়ে; **রথ**—রথে; **ইভ**—হাতির উপর; **অশ্বৈঃ**—অথবা ঘোড়ার পিঠে; **চরে**—আমি বিচরণ করি; **ক্বাপি**—কখনও; **দিক্-বাসাঃ**—সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; **গ্রহবৎ**—পিশাচগ্রস্ত; **বিভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, কখনও কখনও আমি সুন্দরভাবে স্নান করে, সারা শরীরে চন্দন লেপন করে, এবং ফুলমালা, মনোহর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে রাজার মতো রথে, হস্তীতে অথবা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করি। কখনও আবার পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির মতো দিগম্বর হয়ে ভ্রমণ করি।

শ্লোক ৪২

নাহং নিন্দে ন চ স্তৌমি স্বভাববিষমং জনম্ ।
এতেষাং শ্রেয় আশাসে উতৈকাত্ম্যং মহাত্মনি ॥ ৪২ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **নিন্দে**—নিন্দা করি; **ন**—কখনই না; **চ**—ও; **স্তৌমি**—প্রশংসা করি; **স্ব-ভাব**—যার প্রকৃতি; **বিষমম্**—বিপরীত; **জনম্**—জীব বা মানুষ; **এতেষাম্**—তাদের সকলের; **শ্রেয়ঃ**—চরম লাভ; **আশাসে**—আমি প্রার্থনা করি; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **ঐকাত্ম্যম্**—একত্ব; **মহা-আত্মনি**—পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে।

অনুবাদ

বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব বিভিন্ন। তাই আমি তাদের প্রশংসাও করি না অথবা নিন্দাও করি না। আমি কেবল এই আশা করে তাদের মঙ্গল কামনা করি যে, তারা যেন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকতা লাভ করে।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের স্তরে আসা মাত্রই মানুষ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। এটিই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। জড়-জাগতিক যোগ্যতার জন্য কারও প্রশংসা করা অথবা জড়-জাগতিক অযোগ্যতার জন্য কাউকে নিন্দা করে কোন লাভ হয় না। জড় জগতে ভাল এবং মন্দের প্রকৃত কোন অর্থ নেই, কারণ কেউ যদি ভাল হয়, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে এবং কেউ যদি খারাপ হয়, তা হলে সে নিম্নলোকে অধঃপতিত হতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ। বিভিন্ন মনোভাব সমন্বিত ব্যক্তিরা কখনও উচ্চলোকে উন্নীত হয়

আবার কখনও নিম্নলোকে অধঃপতিত হয়, কিন্তু তার কোনটিই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই উন্নতি এবং অবনতি থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা। তাই সাধু কখনও তথাকথিত ভাল এবং মন্দের ভেদ দর্শন না করে, কামনা করেন যে, সকলেই যেন কৃষ্ণভক্তিতে সুখী হয়, যা হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৪৩

বিকল্পং জুহুয়াচ্চিত্তৌ তাং মনস্যর্থবিভ্রমে ।
মনো বৈকারিকে হুত্বা তং মায়ায়াং জুহোত্যনু ॥ ৪৩ ॥

বিকল্পম্—ভেদভাব (ভাল এবং মন্দ, এক ব্যক্তির সঙ্গে আরেক ব্যক্তির, এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির মধ্যে পরস্পরে বিভেদ); **জুহুয়াৎ**—আহুতিস্বরূপ নিবেদন করা উচিত; **চিত্তৌ**—চিত্তরূপ অগ্নিতে; **তাম্**—সেই চেতনা; **মনসি**—মনে; **অর্থ-বিভ্রমে**—সমস্ত সঙ্কল্প এবং বিকল্পের মূল; **মনঃ**—মন; **বৈকারিকে**—অহঙ্কারে; **হুত্বা**—আহুতিরূপে নিবেদন করে; **তম্**—সেই অহঙ্কার; **মায়ায়াম্**—মহত্তত্ত্বে; **জুহোতি**—আহুতিরূপে নিবেদন; **অনু**—এই নীতি অনুসারে।

অনুবাদ

ভাল এবং মন্দের যে মনোধর্মপ্রসূত ভেদভাব তার ঐক্য চিন্তা করে, তারপর তাদের মনে অর্পণ করতে হবে। তারপর মনকে অহঙ্কারে, এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করা কর্তব্য। এটিই মিথ্যা ভেদভাব জয় করার পন্থা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যোগী কিভাবে জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন। জড় আকর্ষণের ফলে কর্মীরা নিজেদের দর্শন করতে পারে না। জ্ঞানীরা জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, কিন্তু যোগীরা, যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ভক্তিযোগী, তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান। কর্মীরা সম্পূর্ণরূপে মায়াচ্ছন্ন, জ্ঞানীরা মায়াচ্ছন্ন নয় আবার তাদের বাস্তবিক জ্ঞানও নেই, কিন্তু যোগীরা, বিশেষ করে ভক্তিযোগীরা, সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" এইভাবে ভক্তের পদ সুরক্ষিত। ভক্ত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা মাত্রই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। জ্ঞানী, হঠযোগী আদি অন্যেরা মনোধর্ম ও অহঙ্কার নিবৃত্তির স্তরে জড় ভেদভাব ত্যাগ করে, "আমি জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত এই শরীরটি নই" এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারেন। মানুষের কর্তব্য অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে পরম শক্তিমানে বিলীন করে দেওয়া। এটিই জড় আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা।

শ্লোক ৪৪

আত্মানুভূতৌ তাং মায়াং জুহুয়াৎ সত্যদৃঙ্মুনিঃ ।
ততো নিরীহো বিরমেৎ স্বানুভূত্যাত্মনি স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥

আত্ম-অনুভূতৌ—আত্ম-উপলব্ধিতে; **তাম্**—তা; **মায়াম্**—অহঙ্কারকে; **জুহুয়াৎ**—আহুতিরূপে নিবেদন করা উচিত; **সত্য-দৃক্**—যিনি প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন; **মুনিঃ**—এই প্রকার মননশীল ব্যক্তি; **ততঃ**—এই আত্ম-উপলব্ধির ফলে; **নিরীহঃ**—জড় বাসনাশূন্য; **বিরমেৎ**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হওয়া কর্তব্য; **স্ব-অনুভূতি-আত্মনি**—আত্ম-উপলব্ধিতে; **স্থিতঃ**—এইভাবে অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

বিজ্ঞ মননশীল ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য সংসারকে মায়া বলে উপলব্ধি করা। আত্ম-উপলব্ধির ফলেই কেবল তা সম্ভব। সত্যদ্রষ্টা আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য আত্ম-উপলব্ধিতে অবস্থিত হয়ে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া।

তাৎপর্য

দেহের উপাদান বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মাটি, জল, আগুন, বায়ু আদি দেহের উপাদানগুলি থেকে আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এইভাবে মনীষী বা মুনি দেহ এবং আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি

করতে পারেন, এবং আত্মার এই উপলব্ধির পর তিনি অনায়াসে পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কেউ যদি এইভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অধীন, তখন তিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। *ভগবদ্গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দেহের ভিতরে দুটি আত্মা রয়েছে। দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রে নিবাসকারী দুজন ক্ষেত্রজ্ঞ রয়েছেন—পরমাত্মা এবং জীবাত্মা। একই বৃক্ষে (জড় দেহে) দুটি পাখির মতো পরমাত্মা এবং জীবাত্মা বসে রয়েছেন। জীবাত্মা একটি স্বরূপ-বিস্মৃত পাখির মতো, অন্য পাখিটির উপদেশের অপেক্ষা না করে সেই গাছের ফল খাচ্ছে, আর অন্য পাখিটি কেবল তার সখারূপ পাখিটির কার্যকলাপ সাক্ষীরূপে দর্শন করছে। স্বরূপ-বিস্মৃত পাখিটি যখন তার পরম বন্ধুকে চিনতে পারে, যে সর্বদা তার সঙ্গে থেকে তাকে বিভিন্ন শরীরে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে, তখন সে সেই পরম পক্ষীটির শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়। যোগের পন্থায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *ধ্যানবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*। কেউ যখন সিদ্ধ যোগী হন, তখন তিনি ধ্যানের দ্বারা তাঁর পরম বন্ধুকে দর্শন করতে পেরে তাঁর শরণাগত হন। এটিই ভক্তিযোগের শুরু বা প্রকৃত কৃষ্ণভাবনাময় জীবন।

শ্লোক ৪৫

স্বাত্মবৃত্তং ময়েত্থং তে সুগুপ্তমপি বর্ণিতম্ ।
ব্যপেতং লোকশাস্ত্রাভ্যাং ভবান্ হি ভগবৎপরঃ ॥ ৪৫ ॥

স্ব-আত্ম-বৃত্তম্—আত্ম-উপলব্ধির বৃত্তান্ত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইত্থম্**—এইভাবে; **তে**—আপনাকে; **সুগুপ্তম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **অপি**—যদিও; **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **ব্যপেতম্**—রহিত; **লোক-শাস্ত্রাভ্যাম্**—সাধারণ মানুষ অথবা সাধারণ গ্রন্থের অভিমত; **ভবান্**—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবৎ-পরঃ**—ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ, আপনি অবশ্যই একজন আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্ত। আপনি সাধারণ মানুষের অথবা তথাকথিত শাস্ত্রের অভিমতের অপেক্ষা করেন না। তাই আমি নিঃসঙ্কোচে আমার আত্ম-উপলব্ধির ইতিহাস আপনার কাছে বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি প্রকৃতই কৃষ্ণভক্ত, তিনি তথাকথিত জনসাধারণের মতামত এবং বৈদিক ও দার্শনিক গ্রন্থের অপেক্ষা করেন না। সেই প্রকার ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই তাঁর পিতার এবং তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেই তথাকথিত গুরুর ভ্রান্ত উপদেশ উপেক্ষা করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি কেবল তাঁর গুরু শ্রীনারদ মুনির উপদেশ অনুসরণ করেছিলেন, এবং তাই সর্বদাই তিনি ছিলেন মহাভাগবত। এটিই বুদ্ধিমান ভক্তের স্বভাব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*। যে ব্যক্তি যথার্থই বুদ্ধিমান, তাঁর কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে নিজের পরিচয় উপলব্ধি করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা এবং নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** জপ করা।

শ্লোক ৪৬

শ্রীনারদ উবাচ

ধর্মং পারমহংস্যং বৈ মুনেঃ শ্রুত্বাসুরেশ্বরঃ ।
পূজয়িত্বা ততঃ প্রীত আমন্ত্র্য প্রযযৌ গৃহম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ধর্মম্**—ধর্ম; **পারমহংস্যম্**—পরমহংস বা সিদ্ধ পুরুষদের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মুনেঃ**—মুনির কাছে; **শ্রুত্বা**—এইভাবে শ্রবণ করে; **অসুর-ঈশ্বরঃ**—অসুররাজ প্রহ্লাদ মহারাজ; **পূজয়িত্বা**—সেই মহাত্মাকে পূজা করে; **ততঃ**—তারপর; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **প্রযযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **গৃহম্**—গৃহের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ মহারাজ সেই মহাত্মার উপদেশ শ্রবণ করে পারমহংস্য-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তারপর সেই মহাত্মাকে পূজা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ৮/১২৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয় ॥

যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু হতে পারেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও ছিলেন অসুরদের রাজা এবং গৃহস্থ, তবুও তিনি ছিলেন নরশ্রেষ্ঠ পরমহংস, এবং তাই তিনি আমাদের গুরু। সেই জন্য গুরু বা মহাজনদের তালিকায় প্রহ্লাদ মহারাজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/২০)

সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, পরমহংস হচ্ছেন ভগবৎ-প্রিয় মহাভাগবত। এই পরমহংস ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস—জীবনের যে স্তরেই থাকুন না কেন, তিনি সমভাবে মুক্ত এবং উন্নত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'সিদ্ধ পুরুষের আচরণ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন

এই অধ্যায়ে দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে গৃহস্থের ধর্ম বর্ণিত হয়েছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন গৃহস্থের ধর্ম সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত উৎসুক হন, তখন নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দেন যে, গৃহস্থের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা এবং যথাবিহিত ভক্তিপরায়ণ কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা। এই ভক্তি মহাজনদের উপদেশ অনুসারে ভগবানের সেবাপরায়ণ ভক্তদের সঙ্গে সম্পাদন করা কর্তব্য। ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় শ্রবণের মাধ্যমে। মানুষের কর্তব্য আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সাধুর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা। তার ফলে গৃহস্থের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি ক্রমশ হ্রাস পাবে।

গৃহস্থের কর্তব্য পরিবার প্রতিপালনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু অর্থই কেবল অর্জন করা। ধন সংগ্রহ এবং অনর্থক জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। গৃহস্থ যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁর জীবিকা অর্জনে অত্যন্ত উদ্যমশীল হবেন, কিন্তু অন্তরে পূর্ণরূপে আত্মাকে উপলব্ধি করে বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আদান প্রদান এবং মৈত্রী কেবল সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি আচরণ করবেন; সেই সম্পর্কে অত্যধিক লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের উপদেশ উপর-উপরেই কেবল গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু অন্তরে শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে যুক্ত থাকা উচিত। অর্থ উপার্জনের জন্য গৃহস্থের কৃষিকার্যে যুক্ত থাকা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) উল্লেখ করা হয়েছে, *কৃষি-গোরক্ষ্যবাণিজ্যম্*—গৃহস্থের বিশেষ কর্তব্য। যদি দৈবাৎ অধিক ধন প্রাপ্তি হয়, তা হলে তা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অধিক অর্থ উপার্জনে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। গৃহস্থের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করার প্রয়াস চুরি করারই সামিল এবং সেই জন্য প্রকৃতির নিয়মে তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

গৃহস্থের কর্তব্য পশু, পক্ষী এবং মৌমাছির প্রতি পিতার মতো স্নেহপরায়ণ হওয়া। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গৃহস্থের পশু-পক্ষী হত্যা করা উচিত নয়। কুকুর ও অধম প্রাণীদেরও জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করা এবং নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্যদের শোষণ না করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি গৃহস্থ এক-একজন মহান সাম্যবাদী, যাঁরা সকলের জীবিকা প্রদান করেন। গৃহস্থের কর্তব্য তাঁর কাছে যা কিছু রয়েছে, তা সবই সমস্ত জীবের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করা। বিতরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রসাদ বিতরণ।

গৃহস্থের কর্তব্য তাঁর স্ত্রীর প্রতি অধিক আসক্ত না হয়ে, তাঁকে অতিথি সেবায় নিযুক্ত করা। ভগবানের কৃপায় গৃহস্থ যে ধন সংগ্রহ করেন, তা পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ ভগবানের পূজায়, বৈষ্ণব এবং ঋষিদের সেবায়, মানুষ এবং অন্যান্য জীবদের প্রসাদ বিতরণে, পিতৃপুরুষদের প্রসাদ অর্পণে এবং নিজেও প্রসাদ গ্রহণ করে ব্যয় করা উচিত। গৃহস্থের কর্তব্য সর্বদা উপরোক্ত সকলের পূজা করা। ভগবানকে নিবেদন না করে গৃহস্থের কোন কিছুই আহার করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ* —"ভগবদ্ভক্ত সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তাঁরা যজ্ঞে ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদই কেবল সেবা করেন।" *পুরাণে* উল্লেখিত তীর্থস্থানে ভ্রমণ করাও গৃহস্থের কর্তব্য। এইভাবে তাঁর পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়াই গৃহস্থের কর্তব্য।

শ্লোক ১

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা ।
যায়াদ্দেবঋষে ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধীঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন; **গৃহস্থঃ**—গৃহস্থ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাস করেন; **এতাম্**—এই (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত পন্থা); **পদবীম্**—মুক্তিপদ; **বিধিনা**—বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **যেন**—যার দ্বারা; **চ**—ও; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **যায়াৎ**—পেতে পারে; **দেব-ঋষে**—হে দেবর্ষি; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **মাদৃশঃ**—আমার মতো; **গৃহ-মূঢ়ধীঃ**—জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে দেবর্ষি, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ আমাদের মতো গৃহব্রত ব্যক্তিরাও যে বৈদিক বিধি অনুসারে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ করতে পারে, দয়া করে আমাকে তা বলুন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নারদ মুনি বলেছেন কিভাবে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর আচরণ করা উচিত। প্রথমে তিনি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর আচরণ বর্ণনা করেছেন, কারণ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই তিনটি আশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস-আশ্রমে যৌন জীবনের কোন অবকাশ নেই, কিন্তু গৃহস্থ-জীবনে বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণাধীনে মৈথুন অনুমোদন করা হয়েছে। নারদ মুনি তাই প্রথমে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মৈথুনের কোন আবশ্যকতা নেই। আর যদি তার একান্তই প্রয়োজন থাকে, তা হলে শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করা যেতে পারে। যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই সব ভালভাবেই জানতেন। তাই, একজন গৃহস্থরূপে তিনি নিজেকে একজন *গৃহমূঢ়ধীঃ*, অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ বলে উপস্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ; তাঁর বুদ্ধি খুব একটা উন্নত নয়। তাই যত শীঘ্র সম্ভব গৃহস্থ-জীবনের তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ পরিত্যাগ করে, তপস্যা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। *তপো দিব্যং পুত্রকা*। নিজের পুত্রদের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ উপলব্ধি করে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা না করে, তপস্যা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হওয়া। জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের এইভাবে জীবন-যাপন করা উচিত।

শ্লোক ২

শ্রীনারদ উবাচ

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ॥ ২ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি উত্তর দিলেন; **গৃহেষু**—গৃহে; **অবস্থিতঃ**—অবস্থান করে (গৃহস্থ সাধারণত তাঁর স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে বাস করেন); **রাজন্**—হে রাজন্; **ক্রিয়াঃ**—কার্যকলাপ; **কুর্বন্**—অনুষ্ঠান করে; **যথোচিতাঃ**—উপযুক্ত (গুরু এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে); **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেবকে; **অর্পণম্**—অর্পণ করে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **উপাসীত**—উপাসনা করা উচিত; **মহা-মুনীন্**—মহান ভক্তগণ।

অনুবাদ

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—হে রাজন্, যাঁরা গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তাঁদের কর্মের ফল ভোগ করার চেষ্টা না করে, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা যা অর্জন করেন, তা সবই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা। ভগবানের মহান ভক্তদের সঙ্গ করার মাধ্যমে এই জীবনেই বাসুদেবকে সন্তুষ্ট করার পন্থা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাৎপর্য

গৃহস্থ-জীবন ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত হওয়া উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (৬/১) বলা হয়েছে—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

"যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন, তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন; যিনি কোন রকম ফলের আশা না করে তাঁর কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী।" ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীর যেভাবেই জীবন-যাপন করা হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য কেবল বসুদেব-তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই হওয়া উচিত। সেটিই সকলের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। নারদ মুনি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর জীবনের লক্ষ্য ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন, এবং এখন তিনি বর্ণনা করছেন গৃহস্থ কিভাবে তার জীবন-যাপন করবে। সকলেরই জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা।

ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের বিধি বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে—*সাক্ষাদ্ উপাসিত মহামুনীন্*। *মহামুনীন্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহাত্মা বা ভক্ত। সাধুদের সাধারণত বলা হয় মুনি বা চিন্তাশীল দার্শনিক, যাঁরা চিন্ময় বিষয়ে আগ্রহশীল, এবং *মহামুনীন্* শব্দে তাঁদের বোঝানো হয়েছে, যাঁরা কেবল জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে অধ্যয়নই করেননি, অধিকন্তু ভগবান বাসুদেবের সন্তুষ্টি বিধানে

প্রকৃতপক্ষে যুক্ত। তাঁদের বলা হয় ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত *বাসুদেবার্পণ* বা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের কাছে জীবন উৎসর্গ করার বিধি শেখা যায় না।

ভারতবর্ষে এই বিধি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হত। এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও আমি দেখেছি বাংলার গ্রামে এবং কলকাতার শহরের বহির্ভাগে মানুষেরা দিনান্তে অথবা অন্ততপক্ষে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করত। প্রত্যেকেই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করত। প্রতিটি গ্রামে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ হত, এবং তার ফলে মানুষেরা *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার সুযোগ পেত, যাতে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সব কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। তা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৩-৪

শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্ ।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ ॥ ৩ ॥
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু ।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥ ৪ ॥

শৃণ্বন্—শ্রবণ করে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **অবতার**—অবতারের; **কথা**—বর্ণনা; **অমৃতম্**—অমৃত; **শ্রদ্দধানঃ**—ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল; **যথা-কালম্**—কাল অনুসারে (সাধারণত গৃহস্থ সন্ধ্যাবেলায় অথবা বিকেলে সময় পান); **উপশান্ত**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের অবসানে; **জন**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **সৎ-সঙ্গাৎ**—এই প্রকার সৎসঙ্গ থেকে; **শনকৈঃ**—ক্রমশ; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **আত্ম**—দেহে; **জায়া**—পত্নী; **আত্ম-জ-আদিষু**—এবং সন্তানেও; **বিমুঞ্চেৎ**—এই প্রকার সঙ্গের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত; **মুচ্যমানেষু**—মুক্ত হয়ে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **স্বপ্ন-বৎ**—স্বপ্নের মতো; **উত্থিতঃ**—জাগ্রত।

অনুবাদ

গৃহস্থের কর্তব্য বার বার সাধুসঙ্গ করা, এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে ভগবান ও তাঁর অবতারদের কার্যকলাপের যে অমৃতময় বর্ণনা করা হয়েছে তা শ্রবণ করা। এইভাবে মানুষ ধীরে ধীরে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন, ঠিক যেভাবে মানুষ স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে।

তাৎপর্য

সারা পৃথিবী জুড়ে গৃহস্থদের বিশেষভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন স্থাপিত হয়েছে। এই পন্থাটি হচ্ছে শ্রবণ এবং কীর্তন করার পন্থা (*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*)। সকলকেই, বিশেষ করে গৃহস্থদের, যারা *মূঢ়ধী,* অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্রে, যেখানে *ভগবদ্‌গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনার মাধ্যমে কৃষ্ণকথা হয়, তা শ্রবণ করে তারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং দ্যূতক্রীড়া আদি পাপকর্মে নিরন্তর লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবে। এইভাবে তারা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে। *পুণ্যশ্রবণ-কীর্তনঃ*। কেবল **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্রের কীর্তনে যোগদান করে এবং *ভগবদ্‌গীতা* থেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রবণ করে মানুষ পবিত্র হতে পারে, বিশেষ করে তারা যদি প্রসাদও গ্রহণ করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই সবই হচ্ছে।

এখানে আর একটি বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে—*শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণম্ অবতার-কথামৃতম্*। এমন নয় যে, কেউ যদি একবার *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করে থাকে, তা হলে তাকে আর শ্রবণ করতে হবে না। *অভীক্ষ্ণম্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বার বার শ্রবণ করা উচিত। বন্ধ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না—এই সমস্ত বিষয়ে যদি বহুবার পাঠ করা হয়ে থাকে, তবুও তা বার বার পাঠ করা উচিত, কারণ ভগবৎ-কথা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী এবং কৃষ্ণভক্তদের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কথা হচ্ছে অমৃত। এই অমৃত মানুষ যতই পান করে, ততই সে নিত্য জীবনে অগ্রসর হয়।

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবে, প্রতিদিন গৃহস্থেরা গর্দভের মতো কঠোর পরিশ্রম করছে। খুব ভোরে উঠে তারা তাদের অন্নের সংস্থানের জন্য শত শত মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আমি দেখেছি যে, মানুষ পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে অফিসে এবং ফ্যাক্টরীতে যায় তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য। কলকাতা, বোম্বে আদি শহরেও মানুষ প্রতিদিন তাই করছে। তারা অফিস অথবা ফ্যাক্টরীতে কঠোর পরিশ্রম করে, তারপর পরিবহণে তিন-চার ঘণ্টা সময় ব্যয় করে ঘরে ফেরে। তারপর তারা দশটার সময় ঘুমোতে যায় এবং অফিসে বা ফ্যাক্টরীতে যাবার জন্য আবার খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে। এই প্রকার কঠোর পরিশ্রমের জীবনকে

শাস্ত্রে শূকর এবং বিষ্ঠাভোজীদের জীবন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে*—"যারা এই জগতে জড় শরীর ধারণ করেছে, সেই সমস্ত জীবদের মধ্যে যারা মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়, যা কুকুর এবং বিষ্ঠাভোজী শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১) মানুষের কর্তব্য *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার জন্য কিছু সময় করে নেওয়া। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতি। জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহস্থদের বড় জোর আট ঘণ্টা কাজ করা উচিত, এবং বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অবতারের কার্যকলাপ শ্রবণ করার জন্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা উচিত। এইভাবে ধীরে ধীরে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার জন্য সময় বরাদ্দ না করে, অফিসে এবং কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করার পর, গৃহস্থেরা রেস্টুরেন্ট অথবা ক্লাবে গিয়ে কৃষ্ণকথার পরিবর্তে অসুর এবং অভক্তদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং যৌনসঙ্গ, মদ, মেয়েমানুষ ও মাংস আহার উপভোগ করে তাদের সময় নষ্ট করে। এটি গৃহস্থ জীবন নয়, এটি আসুরিক জীবন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে তার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, এই প্রকার অধঃপতিত এবং নিন্দিত ব্যক্তিদের শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দিচ্ছে।

স্বপ্নে আমরা সমাজ, সখ্য এবং প্রেম গড়ে তুলি, এবং যখন আমরা জেগে উঠি, তখন দেখি যে তার কোন অস্তিত্ব নেই। তেমনই মানুষের স্থূল সমাজ, পরিবার, প্রেম আদিও স্বপ্ন, এবং আমাদের মৃত্যুর সময় এই স্বপ্নটি শেষ হয়ে যাবে। অতএব, সূক্ষ্ম স্বপ্নই হোক অথবা স্থূল স্বপ্নই হোক, এই স্বপ্নগুলি মিথ্যা এবং অনিত্য। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে আত্মারূপী নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) এবং তাই তার কার্যকলাপ ভিন্ন হওয়া উচিত, তা হলে সে সুখী হতে পারবে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪) যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি অনায়াসে জড়-জাগতিক জীবনের স্বপ্ন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৫

যাবদর্থমুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ ।
বিরক্তো রক্তবৎ তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ ॥ ৫ ॥

যাবৎ-অর্থম্—জীবিকা নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রচেষ্টার প্রয়োজন; **উপাসীনঃ**—অর্জন করে; **দেহে**—দেহে; **গেহে**—পারিবারিক ব্যাপারে; **চ**—ও; **পণ্ডিতঃ**—বিদ্বান; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত; **রক্ত-বৎ**—যেন অত্যন্ত আসক্ত; **তত্র**—তাতে; **নৃ-লোকে**—মানব-সমাজে; **নরতাম্**—মনুষ্য-জীবন; **ন্যসেৎ**—প্রকাশ করা উচিত।

অনুবাদ

প্রকৃতই যিনি পণ্ডিত তাঁর কর্তব্য, দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উপার্জন করার জন্য কার্য করা এবং পারিবারিক বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে মানব-সমাজে বসবাস করা, এবং এমনভাবে আচরণ করা যাতে বাইরে থেকে তাঁকে অত্যন্ত আসক্ত বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

এটিই আদর্শ পারিবারিক জীবনের চিত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রামানন্দ রায়কে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন রামানন্দ রায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন বিধির বর্ণনা করেছিলেন, এবং চরমে তিনি বলেছিলেন ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সন্ন্যাসী অথবা তিনি যা কিছুই হোন না কেন, মানুষকে তার স্বীয় স্থিতিতে অবস্থান করে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে (*অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*)। সেটিই মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার। মানুষ যখন আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও আত্মরক্ষার পশু-প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার জন্য অনর্থক লিপ্ত হয়ে মনুষ্য-জীবনরূপী অনুপম উপহারটির অপব্যবহার করে, এবং মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা না করে, বারংবার জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অধীন হয়, তখন প্রকৃতির নিয়মে তাকে পুনরায় নিম্নস্তরে পশুজীবনে অধঃপতিত হয়ে দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হতে হয়। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, মনুষ্য-জীবন লাভ না করা পর্যন্ত প্রত্যেক জীবকে বিবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় নিম্নস্তরের যোনি থেকে উচ্চস্তরের যোনিতে উন্নীত হতে হয়। সে যখন মনুষ্য শরীর লাভ করে, তখন সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু শাস্ত্র এবং

গুরু থেকে জানতে পারেন যে জীব নিত্য, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে বিভিন্ন গুণের সঙ্গ প্রভাবে তাঁকে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করতে হয়। তাই তিনি স্থির করেন যে, মনুষ্য-জীবনে অনর্থক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য প্রয়াস করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে কেবল প্রাণ ধারণের জন্য সরল জীবন যাপন করা উচিত। মানুষের অবশ্যই জীবিকা উপার্জনের কোন উপায়ের প্রয়োজন, এবং শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে এই জীবিকা নির্বাহের উপায়ের বর্ণনা করা হয়েছে। তা নিয়েই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাই নিষ্ঠাপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত অধিক থেকে অধিকতর ধনের আকাঙ্ক্ষা না করে জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেন, এবং তিনি যখন তা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তখন তাঁকে সাহায্য করেন। তাই জীবিকা উপার্জন কোন সমস্যা নয়। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে কিভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে মুক্তি লাভ করা, এবং অনর্থক আবশ্যকতা সৃষ্টি না করা বৈদিক সভ্যতার মূল নীতি। আপনা থেকেই জীবিকা নির্বাহের যে উপায় লাভ হয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আধুনিক জড় সভ্যতা সেই আদর্শ সভ্যতার ঠিক বিপরীত। আধুনিক সমাজের তথাকথিত নেতারা প্রতিদিন নতুন কিছু উদ্ভাবন করছে, যার ফলে মানুষের জীবন জটিল হয়ে উঠছে এবং তারা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্রে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছে।

শ্লোক ৬

জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ পুত্রা ভ্রাতরঃ সুহৃদোঽপরে ।
যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্মমঃ ॥ ৬ ॥

জ্ঞাতয়ঃ—আত্মীয়-স্বজন; **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **পুত্রাঃ**—সন্তান; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **অপরে**—এবং অন্যেরা; **যৎ**—যা কিছু; **বদন্তি**—বলে (জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্বন্ধে); **যৎ**—যা কিছু; **ইচ্ছন্তি**—তারা ইচ্ছা করে; **চ**—এবং; **অনুমোদেত**—তার অনুমোদন করা উচিত; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য হয়ে।

অনুবাদ

মানব-সমাজে বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত সহজ-সরল রাখা। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা, পুত্র, ভাই এবং অন্যেরা যদি তাঁকে কোন প্রস্তাব

দেয়, তা হলে বাইরে "হ্যাঁ তা ঠিকই," বলে সম্মতি প্রদর্শন করে অন্তরে যে জটিল পরিস্থিতি জীবনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করবে না, সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি না করতে তাঁর বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

শ্লোক ৭

দিব্যং ভৌমং চান্তরীক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্মিতম্ ।
তৎ সর্বমুপযুঞ্জান এতৎ কুর্যাৎ স্বতো বুধঃ ॥ ৭ ॥

দিব্যম্—বৃষ্টি হওয়ার ফলে সহজেই লভ্য; **ভৌমম্**—খনি এবং সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত; **চ**—এবং; **আন্তরীক্ষম্**—অকস্মাৎ প্রাপ্ত; **বিত্তম্**—সমস্ত সম্পদ; **অচ্যুত-নির্মিতম্**—ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট; **তৎ**—সেই বস্তু; **সর্বম্**—সমস্ত; **উপযুঞ্জান**—(সমগ্র মানব-সমাজ বা সমস্ত প্রাণীদের) ব্যবহারের জন্য; **এতৎ**—এই (প্রাণ ধারণের জন্য); **কুর্যাৎ**—করা কর্তব্য; **স্বতঃ**—অতিরিক্ত পরিশ্রম বিনা আপনা থেকেই প্রাপ্ত; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক উপাদানগুলি জীবের প্রাণ ধারণের জন্য উপযোগ করা উচিত। জীবন ধারণের প্রয়োজন তিন প্রকার—আকাশ থেকে উৎপন্ন (বৃষ্টি থেকে), ভূমি থেকে উৎপন্ন (খনি, সমুদ্র অথবা ক্ষেত্র থেকে), এবং বায়ুমণ্ডল থেকে যা (অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে) পাওয়া যায়।

তাৎপর্য

আমরা বিভিন্ন জীবেরা সকলেই ভগবানের সন্তান, যে কথা ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) প্রতিপন্ন করেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যোনিসম্ভূত সমস্ত জীবের পিতা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখতে পান যে, ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন দেহসম্পন্ন জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাঁর সন্তান। জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি (*ঈশাবাস্যমিদং*

সর্বম্), এবং তাই সব কিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বলে মনে করে মুক্তি লাভের আশায় সেগুলি ত্যাগ করে, তার সেই বৈরাগ্য ফল্গু বৈরাগ্য।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৬) মায়াবাদীরা যদিও বলে যে জড় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা নয়; তা বাস্তব। কিন্তু সব কিছু মানব-সমাজের সম্পত্তি বলে যে ধারণা, সেটি মিথ্যা। সব কিছুই ভগবানের, কারণ তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবেরা ভগবানের সন্তান হওয়ার ফলে, ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তাদের পিতার সম্পত্তির উপর স্বাভাবিক দাবি রয়েছে। *উপনিষদে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্*। ভগবান যে বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন তা নিয়েই প্রতিটি জীবের সন্তুষ্ট থাকা উচিত; অন্যের অধিকারে বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে; বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়; শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৪) যখন যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন হয়, তখন পশু এবং মানুষের অনায়াসে ভরণ-পোষণ হয়। সেটি প্রকৃতির আয়োজন। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, এবং মূর্খেরাই কেবল মনে করে যে, তারা ভগবানের সৃষ্ট বস্তু সংশোধন করতে পারে। গৃহস্থদের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের মধ্যে, জাতির মধ্যে, সমাজের মধ্যে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে কোন রকম সংঘর্ষ বিনা ভগবানের আইন পালন করা হয় তা দেখা। মানব সমাজের কর্তব্য ভগবানের দেওয়া উপহারগুলি, বিশেষ করে আকাশ থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, সেগুলির সদুপযোগ করা। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*। অতএব যাতে নিয়মিতভাবে বৃষ্টি হয়, সেই জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। পূর্বে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হত অগ্নিতে ঘি এবং শস্য আহুতি দেওয়ার

মাধ্যমে, কিন্তু এই যুগে তা সম্ভব নয়, কারণ মানুষের পাপের জন্য ঘি এবং শস্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু, মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির সুযোগ নিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, যা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে (*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অবলম্বন করে ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা সমন্বিত এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে বৃষ্টির অভাব হবে না, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য, ফল, ফুল আদি উৎপন্ন হবে, এবং তার ফলে জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাবে। গৃহস্থদের কর্তব্য এই সমস্ত প্রাকৃতিক উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। তাই বলা হয়েছে, *তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদঃ*। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা, এবং তা হলে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি আপনা থেকেই লাভ করা যাবে।

শ্লোক ৮

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্ ।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥ ৮ ॥

যাবৎ—যতখানি; **ভ্রিয়েত**—পূর্ণ করা যায়; **জঠরম্**—উদর; **তাবৎ**—ততখানি; **স্বত্বম্**—মালিকানা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দেহিনাম্**—জীবের; **অধিকম্**—তার থেকে অধিক; **যঃ**—যে; **অভিমন্যেত**—গ্রহণ করে; **সঃ**—সে; **স্তেনঃ**—চোর; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **অর্হতি**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

প্রাণ ধারণের জন্য যত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তত পরিমাণ অর্থই কেবল অধিকার করা উচিত, তার অধিক অধিকার করা হলে চুরি করা হয়, এবং সে তখন প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডনীয় হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপায় আমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হই অথবা অকস্মাৎ প্রচুর দান প্রাপ্ত হই অথবা ব্যবসায় অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ হয়। এইভাবে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হতে পারি। অতএব, এই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা উচিত? সেই ধন পুঁজি বাড়াবার জন্য ব্যাঙ্কে জমানো উচিত নয়।

ভগবদ্‌গীতায় (১৬/১৩) সেই মনোভাবকে আসুরিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥

"অসুরেরা মনে করে, 'আজ আমার এত ধন রয়েছে, এবং আমার পরিকল্পনা অনুসারে আমি আরও ধন লাভ করব। আমার এখন এত রয়েছে, এবং ভবিষ্যতে তা আরও বর্ধিত হবে।' " অসুরদের চিন্তা, ব্যাঙ্কে আজ তার এত টাকা রয়েছে এবং কাল কিভাবে তা আরও বর্ধিত হবে, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে ধন-সংগ্রহ শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি অথবা আধুনিক যুগে সরকারের দ্বারাও অনুমোদিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, কারও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন থাকে, তা হলে সেই উদ্বৃত্ত ধন শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করা উচিত। বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, তা সবই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে দান করা উচিত। সেই নির্দেশ দিয়ে *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" গৃহস্থের কর্তব্য, অতিরিক্ত ধন কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের জন্যই ব্যয় করা।

গৃহস্থদের কর্তব্য, ভগবানের মন্দির তৈরি করার জন্য এবং সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* অথবা কৃষ্ণভক্তির বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে দান করা। *শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্*। *শাস্ত্রে— পুরাণ* এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের বহু বর্ণনা রয়েছে, সকলেরই কর্তব্য সেগুলি বার বার শ্রবণ করা। যেমন, আমরা যদি প্রতিদিন সমগ্র *ভগবদ্‌গীতার* আঠারোটি অধ্যায়ই পাঠ করি, তা হলে প্রতিটি পাঠে নতুন নতুন অর্থ প্রকাশিত হবে। সেটিই দিব্য শাস্ত্রের গুণ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এইভাবে মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের দ্বারা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার সুযোগ দেয়। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মন্দির রয়েছে যেগুলি সমাজের ধনী ব্যক্তিরা তৈরি করেছেন, যাঁরা চোর বলে গণ্য হয়ে দণ্ডভোগ করতে চাননি।

এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করে তা হলে সে চোর, এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করে,

সে অধিক থেকে অধিকতর জড় সুখ ভোগ করার অভিলাষী হয়। জড়বাদীরা বহু কৃত্রিম প্রয়োজনের উদ্ভাবন করছে, এবং যাদের টাকা রয়েছে, তারা এই সমস্ত কৃত্রিম প্রলোভনের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে আরও ধন সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। এটিই আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতির আদর্শ। সকলেই অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত, এবং সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখা হচ্ছে, এবং ব্যাঙ্ক আবার সেই টাকা জনসাধারণকে ধার দিচ্ছে। এই চক্রের সকলেই টাকার পিছনে ছুটছে, এবং তার ফলে মানব-জীবনের আসল উদ্দেশ্য মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই সভ্যতায় সকলেই চোর এবং তাই দণ্ডনীয়। প্রকৃতির নিয়মে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মাধ্যমে দণ্ডভোগ হয়। কেউই তার জড় বাসনা চরিতার্থ করে পূর্ণ সন্তোষ সহকারে মৃত্যুবরণ করে না। কারণ তা কখনই সম্ভব নয়। তাই মৃত্যুর সময় তাদের বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে, তারা অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। তখন তার অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতির নিয়মে সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং এইভাবে জন্মগ্রহণ করার পর আর একটি জড় শরীর ধারণ করে তাকে স্বেচ্ছায় বার বার ত্রিতাপ দুঃখ বরণ করতে হয়।

শ্লোক ৯

মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্‌খগমক্ষিকাঃ ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ ॥ ৯ ॥

মৃগ—হরিণ; **উষ্ট্র**—উট; **খর**—গর্দভ; **মর্ক**—বানর; **আখু**—ইঁদুর; **সরীসৃপ্**—সাপ; **খগ**—পক্ষী; **মক্ষিকাঃ**—মাছি; **আত্মনঃ**—নিজের; **পুত্র-বৎ**—পুত্রের মতো; **পশ্যেৎ**—দর্শন করা উচিত; **তৈঃ**—সেই পুত্রদের থেকে; **এষাম্**—এই পশুদের; **অন্তরম্**—পার্থক্য; **কিয়ৎ**—কত কম।

অনুবাদ

হরিণ, উট, গাধা, বানর, ইঁদুর, সাপ, পাখি এবং মাছি, এদের নিজের পুত্রের মতো দর্শন করা উচিত। পুত্র এবং এই সমস্ত নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, তাঁর গৃহে পশু এবং পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এমন কি সাধারণ মানুষের জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে, গৃহপালিত কুকুর-

বিড়ালকেও পুত্রবৎ লালন-পালন করা হয়। পুত্রের মতো নির্বোধ পশুরাও ভগবানের সন্তান, এবং তাই কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ হলেও তাঁর পুত্র এবং অসহায় পশুদের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক সমাজ বিভিন্ন যোনির পশুদের হত্যা করার বহু উপায় উদ্ভাবন করেছে। যেমন, শস্যক্ষেত্রে ইঁদুর, মাছি এবং অন্যান্য প্রাণীরা উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এবং অনেক সময় তাদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। কিন্তু এই শ্লোকে সেই প্রকার হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ভগবানের দেওয়া অন্নে প্রতিটি জীবেরই পুষ্টিসাধন করা উচিত। মানব-সমাজের মনে করা উচিত নয় যে, তারাই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তির একমাত্র ভোক্তা; পক্ষান্তরে মানুষের বোঝা উচিত যে, অন্য সমস্ত প্রাণীদেরও ভগবানের সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে। এই শ্লোকে সাপের পর্যন্ত উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, গৃহস্থের সাপের প্রতিও হিংসা করা উচিত নয়। সকলেই যদি ভগবানের উপহার-স্বরূপ অন্ন আহার করে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে জীবদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব থাকবে কেন? আধুনিক যুগে মানুষেরা সাম্যবাদের অত্যন্ত পক্ষপাতী, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকে যে সাম্যবাদের কথা বলা হয়েছে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সাম্যবাদ থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও অসহায় পশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়, যদিও তাদেরও বরাদ্দ অন্ন আহার করে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

শ্লোক ১০

ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি ।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্ ॥ ১০ ॥

ত্রি-বর্গম্—ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ এবং কাম; **ন**—না; **অতি-কৃচ্ছ্রেণ**—কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা; **ভজেত**—সম্পাদন করা উচিত; **গৃহমেধী**—গৃহাসক্ত ব্যক্তি; **অপি**—যদিও; **যথা-দেশম্**—স্থান অনুসারে; **যথা-কালম্**—কাল অনুসারে; **যাবৎ**—যতখানি; **দৈব**—ভগবানের কৃপায়; **উপপাদিতম্**—প্রাপ্ত।

অনুবাদ

কেউ যদি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী অথবা বানপ্রস্থ না হয়ে কেবল গৃহস্থও হয়, তবুও তাঁর ধর্ম, অর্থ এবং কামের জন্য কঠোর প্রয়াস করা উচিত নয়। গৃহস্থ-জীবনেও

স্থান এবং কাল অনুসারে ভগবানের কৃপায় ন্যূনতম প্রয়াসের দ্বারা যা লাভ হয়, তা দিয়েই জীবন-যাপন করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। উগ্রকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

মনুষ্য-জীবনে চারটি উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। প্রথমে বিধিবিধান পালন করে ধর্মপরায়ণ হতে হয়, এবং তারপর পরিবার প্রতিপালনের জন্য ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কিছু অর্থ উপার্জন করতে হয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হচ্ছে বিবাহ, কারণ মৈথুন জড় দেহের মুখ্য প্রয়োজনের অন্যতম। *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*। মৈথুন যদিও জীবনের অত্যন্ত উন্নত মানের আবশ্যকতা নয়, তবুও জড় প্রবৃত্তির ফলে পশু এবং মানুষ উভয়েরই কিছু না কিছু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আবশ্যকতা হয়। বিবাহিত জীবনেই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে অথবা যৌন জীবনে শক্তিক্ষয় করা উচিত নয়।

অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দায়িত্ব প্রধানত বৈশ্য এবং গৃহস্থদের উপর ন্যস্ত করা উচিত। মানব-সমাজকে বর্ণ এবং আশ্রমে বিভক্ত করা কর্তব্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। গৃহস্থদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন এবং যাজন করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাঁর শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞান অর্জন, অন্যদের শিক্ষা দান, কিভাবে ভগবানের আরাধনা করতে হয় সেই শিক্ষা গ্রহণ এবং অন্যদের বিষ্ণুর আরাধনা, এমন কি দেব-দেবীদের আরাধনারও শিক্ষা দান করে জীবন-যাপন করা উচিত। ব্রাহ্মণ এই সমস্ত কর্ম করবেন কোন রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে, কিন্তু যাদের তিনি মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেন, তাদের কাছ থেকে তিনি দান গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়দের কার্য পৃথিবী শাসন করা, এবং কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য বৈশ্যদের মধ্যে সেই ভূমি বণ্টন করা। শূদ্রদের কাজ দৈহিক পরিশ্রম করা; তাঁতি, কামার, কুমোর, স্বর্ণকার আদি বৃত্তিতে তারা যুক্ত হতে পারে অথবা তারা শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত হতে পারে।

মানুষের জীবন ধারণ করার বিভিন্ন বৃত্তি রয়েছে, এবং এইভাবে মানব-সমাজ সহজ-সরল হওয়া উচিত। বর্তমান সময়ে কিন্তু সকলেই যান্ত্রিক প্রগতি সাধনে ব্যস্ত, যাকে *ভগবদ্গীতায়* উগ্রকর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উগ্রকর্ম মানব-সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ। মানুষ বহু পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে এবং কসাইখানা,

চোলাই মদের কারখানা, সিগারেটের কারখানা, নাইট ক্লাব ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রতিষ্ঠান খুলে অধঃপতিত হচ্ছে। এইভাবে তারা তাদের সর্বনাশ করছে। এই সমস্ত কার্যকলাপে গৃহস্থেরা অবশ্যই লিপ্ত, এবং তাই এখানে *অপি* শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহস্থ হলেও কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় অত্যন্ত সহজ-সরল হওয়া উচিত। যারা গৃহস্থ নয়—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই। অর্থাৎ সমাজের তিন-চতুর্থাংশ মানুষেরই কর্তব্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রয়াস ত্যাগ করে, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের চেষ্টায় যুক্ত হওয়া। সমাজের এক-চতুর্থাংশ গৃহস্থেরাই কেবল শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হতে পারে। গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী, সকলেরই কর্তব্য তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে যৌথভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার চেষ্টা করা। এই প্রকার সভ্যতাকে বলা হয় দৈব-বর্ণাশ্রম। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দৈব-বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা, তথাকথিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণাশ্রম, যা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়, সেই ব্যবস্থায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করা নয়।

শ্লোক ১১

আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা ।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ ॥ ১১ ॥

আ—এমন কি তাদের পর্যন্ত; **শ্ব**—কুকুর; **অঘ**—পতিত পশু বা জীব; **অন্তে অবসায়িভ্যঃ**—চণ্ডাল প্রভৃতিকে (যারা কুকুর এবং শূকরের মাংস খায়); **কামান্**—জীবনের আবশ্যকতাগুলি; **সংবিভজেৎ**—বিভক্ত করা উচিত; **যথা**—যতখানি (প্রয়োজন); **অপি**—ও; **একাম্**—এক; **আত্মনঃ**—নিজের; **দারাম্**—পত্নী; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষের; **স্বত্ব-গ্রহঃ**—পত্নীকে আত্মসদৃশ বলে স্বীকার করা হয়; **যতঃ**—যে কারণে।

অনুবাদ

কুকুর, পতিত মানুষ এবং চণ্ডাল প্রভৃতি অস্পৃশ্যদেরও গৃহস্থেরা যথাযোগ্য ভোগ্য বস্তু দিয়ে পালন করবেন। এমন কি অত্যন্ত মমতাস্পদ পত্নীকেও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করা উচিত।

তাৎপর্য

যদিও আধুনিক সমাজে কুকুরকে গৃহের সামগ্রীরূপে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বৈদিক প্রথায় কুকুর অস্পৃশ্য; যে কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কুকুরকে যথাযোগ্য আহার দিয়ে পালন করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া যেতে পারে না, শয়ন কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। অস্পৃশ্য চণ্ডালদেরও জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করা উচিত। সেই প্রসঙ্গে এখানে *যথা* অর্থাৎ 'যতখানি প্রয়োজন' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। অন্ত্যজদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তা হলে তার অপব্যবহার করবে। যেমন, বর্তমান সময়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সাধারণত প্রচুর বেতন দেওয়া হচ্ছে, এবং তারা সেই অর্থ জ্ঞান অর্জনে ও জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার না করে, সুরা পান ইত্যাদি পাপপূর্ণ কার্যে ব্যয় করছে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—মানব-সমাজে গুণ এবং কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণবিভাগ করা আবশ্যক। সর্ব নিম্ন স্তরের মানুষেরা উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন কাজ করতে পারে না। কিন্তু, যদিও গুণ এবং কর্ম অনুসারে এই শ্রেণীর মানুষেরা থাকবেই, কিন্তু এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলি যেন অবশ্যই সরবরাহ করা হয়। বর্তমান যুগের সাম্যবাদীরা সকলকে জীবনের আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করার অনুকূলে, কিন্তু তারা কেবল মানুষদের কথা বিবেচনা করে, নিম্নস্তরের পশুদের কথা বিবেচনা করে না। কিন্তু *ভাগবতের* নীতি এতই উদার যে, তাতে মানুষ অথবা পশুর, সৎ অথবা অসৎ গুণ নির্বিশেষে, সকলেরই জীবনের আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতিথি সেবায় স্ত্রীকেও নিয়োজিত করার আদর্শটির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি ধীরে ধীরে ত্যাগ করা, কারণ এই আসক্তির ফলে মানুষ পত্নীকে তার অর্ধাঙ্গিনী অথবা নিজের থেকে অভিন্ন বলে মনে করে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রভুত্ব করার বাসনা, এমন কি নিজের পরিবারের উপর প্রভুত্ব করার বাসনাও পরিত্যাগ করা কর্তব্য। জাগতিক জীবনের স্বপ্নই সংসার-চক্রে বন্ধনের কারণ, এবং তাই সেই স্বপ্ন পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তার ফলে মনুষ্য-জীবনে পত্নীর প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করা উচিত, যা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

**জহ্যাদ্ যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্ বা পিতরং গুরুম্ ।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্ যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ ॥ ১২ ॥**

জহ্যাৎ—ত্যাগ করতে পারে; **যৎ-অর্থে**—যার জন্য; **স্বান্**—নিজের; **প্রাণান্**—জীবন; **হন্যাৎ**—হত্যা করতে পারে; **বা**—অথবা; **পিতরম্**—পিতা; **গুরুম্**—গুরু; **তস্যাম্**—তার; **স্বত্বম্**—অধিকার; **স্ত্রিয়াম্**—স্ত্রীকে; **জহ্যাৎ**—পরিত্যাগ করা কর্তব্য; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **তেন**—তার দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অজিতঃ**—জয় করা যায় না; **জিতঃ**—বিজিত।

অনুবাদ

মানুষ তার পত্নীকে তার এতই আপন বলে মনে করে যে, তার জন্য সে নিজেকে হত্যা করতে পারে অথবা পিতা এবং গুরুকেও হত্যা করতে পারে। অতএব কেউ যদি সেই পত্নীর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, তা হলে তার দ্বারা অজিত ভগবানও বিজিত হন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক পতি তার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবার জন্য তা ত্যাগ করেন, তা হলে অজিত ভগবানও তাঁর বশীভূত হন। আর ভগবান যদি ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, তা হলে তাঁর অলভ্য কি থাকতে পারে? সুতরাং, মানুষ কেন তাঁর পত্নী এবং সন্তানের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হবে না? তার ফলে কি ক্ষতি হয়? গৃহস্থ-জীবন মানেই হচ্ছে পত্নীর প্রতি আসক্তি, আর সন্ন্যাস-জীবনের অর্থ হচ্ছে সেই আসক্তি ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া।

শ্লোক ১৩

**কৃমিবিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্ ।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ ॥ ১৩ ॥**

কৃমি—কৃমি; **বিট্**—বিষ্ঠা; **ভস্ম**—ভস্ম; **নিষ্ঠা**—আসক্তি; **অন্তম্**—শেষে; **ক্ব**—কি; **ইদম্**—এই (শরীর); **তুচ্ছম্**—অতি নগণ্য; **কলেবরম্**—জড় দেহ; **ক্ব**—তা

কি; **তদীয়-রতিঃ**—দেহের প্রতি আকর্ষণ; **ভার্যা**—পত্নী; **ক অয়ম্**—এই শরীরের কি মূল্য; **আত্মা**—পরমাত্মা; **নভঃ-ছদিঃ**—আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

যথাযথভাবে বিবেচনা করে পত্নীর শরীরের প্রতি আকর্ষণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য, কারণ সেই শরীর অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। এই তুচ্ছ শরীরের কি মূল্য? আর পরম পুরুষ ভগবান কত মহান, যিনি আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত!

তাৎপর্য

এখানেও সেই বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে—মানুষের কর্তব্য পত্নীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা, অর্থাৎ মৈথুনাসক্তি পরিত্যাগ করা। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি তাঁর পত্নীর দেহকে একটি জড় পদার্থের পিণ্ডের অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করেন না, যা অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। কোন কোন সমাজে দেহটি শকুনদের খেতে দেওয়া হয়, এবং তাই দেহটি অন্তে শকুনের বিষ্ঠায় পরিণত হয়। কখনও কখনও দেহটি ফেলে দেওয়া হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে দেহটি কৃমি-কীটদের দ্বারা ভক্ষ্য হয়। কোন সমাজে মৃত্যুর পরে দেহটি পুড়িয়ে ফেলা হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে তা ভস্মে পরিণত হয়। প্রত্যেক অবস্থাতেই কেউ যদি বুদ্ধিমত্তা সহকারে দেহের উপাদান এবং তার অতীত আত্মার কথা বিবেচনা করেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, দেহটির প্রকৃতপক্ষে কোনই মূল্য নেই। *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*—যে কোন মুহূর্তে শরীরের বিনাশ হতে পারে, কিন্তু আত্মা নিত্য। কেউ যদি দেহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে আত্মার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। এটি কেবল বিচার করার বিষয়।

শ্লোক ১৪

সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ ।
শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধৈঃ—ভগবানের কৃপায় লব্ধ বস্তু; **যজ্ঞা-অবশিষ্ট-অর্থৈঃ**—পঞ্চসূনা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর অথবা ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবশিষ্ট; **কল্পয়েৎ**—বিবেচনা করা উচিত; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **শেষে**—অন্তে;

স্বত্বম্—পত্নী, পুত্র, গৃহ, ব্যবসা আদির উপর তথাকথিত আধিপত্য; **ত্যজন্**—পরিত্যাগ করে; **প্রাজ্ঞঃ**—যাঁরা বিজ্ঞ; **পদবীম্**—পদ; **মহতাম্**—আধ্যাত্মিক চেতনায় পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট মহাপুরুষদের; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভগবৎ-প্রসাদ অথবা পঞ্চসূনা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাবশিষ্ট আহার করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার ফলে দেহের প্রতি আসক্তি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি তথাকথিত মমতা পরিত্যাগ করা যায়। কেউ যখন তা করতে সক্ষম হন, তখন তিনি মহাত্মার পদ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

প্রকৃতি ইতিপূর্বেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে রেখেছে। ভগবানের আদেশে ৮৪,০০,০০০ যোনির প্রতিটি জীবের জন্য আহারের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*। প্রতিটি জীবকেই আহার করতে হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে জীবনের আবশ্যকতাগুলি ভগবান ইতিমধ্যেই আয়োজন করে রেখেছেন। হাতি এবং পিঁপড়ে উভয়ের জন্য ভগবান আহারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই প্রতিটি জীব জীবন ধারণ করছে, এবং তাই বুদ্ধিমান মানুষের জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের জন্য তার শক্তির সদ্ব্যবহার করা উচিত। আকাশে, বায়ুতে, মাটিতে এবং জলে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই ভগবানের, এবং ভগবান প্রতিটি জীবেরই আহারের ব্যবস্থা করেছেন। তাই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে, সংসার-চক্রে পুনরায় অধঃপতিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে, অনর্থক সময় এবং শক্তির অপচয় করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৄনাত্মানমন্বহম্ ।
স্ববৃত্ত্যাগতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্ ॥ ১৫ ॥

দেবান্—দেবতাদের; **ঋষীন্**—মহর্ষিদের; **নৃ**—মানুষদের; **ভূতানি**—জীবদের; **পিতৄন্**—পূর্বপুরুষদের; **আত্মানম্**—আত্মা বা পরমাত্মার; **অন্বহম্**—প্রতিদিন;

স্ব-বৃত্ত্যা—নিজের বৃত্তির দ্বারা; **আগত-বিত্তেন**—আপনা থেকেই যে ধন আসে; **যজেত**—পূজা করা উচিত; **পুরুষম্**—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পুরুষকে; **পৃথক্**—পৃথকভাবে।

অনুবাদ

প্রতিদিন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরম পুরুষের আরাধনা করা উচিত, এবং তার ভিত্তিতে পৃথকভাবে দেবতাদের, ঋষিদের, মানুষদের, জীবদের, পিতৃদের ও নিজের আত্মাকে পূজা করা কর্তব্য। এইভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরম পুরুষকে পূজা করা যায়।

শ্লোক ১৬

যর্হ্যাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ ।
বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ ॥ ১৬ ॥

যর্হি—যখন; **আত্মনঃ**—নিজের; **অধিকার-আদ্যাঃ**—সম্পূর্ণ অধিকারের অন্তর্গত বস্তু; **সর্বাঃ**—সব কিছু; **স্যুঃ**—হয়; **যজ্ঞ-সম্পদঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সামগ্রী বা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের উপায়; **বৈতানিকেন**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি বর্ণনাকারী প্রামাণিক গ্রন্থ; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **অগ্নি-হোত্র-আদিনা**—অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যজ্ঞের দ্বারা; **যজেৎ**—ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

অনুবাদ

যখন মানুষ ধন এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়, তখন তার কর্তব্য শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

গৃহস্থ যখন যথেষ্ট বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন এবং ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পূজা করার মতো যথেষ্ট সম্পদশালী হন, তখন তাঁর অবশ্য কর্তব্য প্রামাণিক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—সকলেই তার বৃত্তি অনুসারে কর্ম করতে পারে, কিন্তু সেই কর্মের ফল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের

জন্য যজ্ঞে উৎসর্গ করা উচিত। সৌভাগ্যবশত কারও যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মতো ধন থাকে, তা হলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ করা তার অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫২) বলা হয়েছে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

সমস্ত বৈদিক সভ্যতার লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। সত্যযুগে তা সম্ভব অন্তরে ভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে ব্যয়বহুল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, দ্বাপর যুগে মন্দিরে ভগবানের অর্চনার দ্বারা, এবং এই কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা। তাই যারা বিদ্বান এবং ধনবান, তাদের সেই বিদ্যা এবং ধন সংকীর্তন আন্দোলন বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে সাহায্য করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। সমস্ত শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তিদের এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত, কারণ ধন এবং বিদ্যা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করার মাধ্যমেই সার্থক হয়। ধন এবং বিদ্যা যদি ভগবানের সেবায় প্রয়োগ না করা হয়, তা হলে সেই মূল্যবান সম্পদ দুটি মায়ার সেবায় যুক্ত হতে বাধ্য। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং কবিদের শিক্ষা এখন মায়ার সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে, এবং ধনীদের ধনও মায়ার সেবায় ব্যয় করা হচ্ছে। এই মায়ার সেবার ফলে সারা জগৎ জুড়ে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই ধনবান এবং বিদ্বান মানুষদের কর্তব্য, তাদের জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য উৎসর্গ করে এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করা (*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)।

শ্লোক ১৭

ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্বযজ্ঞভুক্ ।
ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ ॥ ১৭ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অগ্নি**—অগ্নি; **মুখতঃ**—মুখ থেকে বা অগ্নিশিখা থেকে; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সর্ব-যজ্ঞ-ভুক্**—সর্বপ্রকার যজ্ঞফলের ভোক্তা; **ইজ্যেত**—পূজিত; **হবিষা**—ঘৃত আহুতির দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **যথা**—যতখানি; **বিপ্র-মুখে**—ব্রাহ্মণদের মুখের মাধ্যমে; **হুতৈঃ**—শ্রেষ্ঠ অন্ন নিবেদনের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। ভগবান যদিও যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি ভক্ষণ করেন, তবুও হে রাজন্, অন্ন এবং ঘি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু আহার্য যখন যোগ্য ব্রাহ্মণের মুখের মাধ্যমে তাঁকে নিবেদন করা হয়, তখন তিনি অধিক প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—সমস্ত সকাম কর্ম যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা উচিত, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা। *ভগবদ্‌গীতায়* অন্যত্র (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*। তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং সব কিছুর ভোক্তা। কিন্তু, যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলেও, শস্য এবং ঘি যখন আগুনে আহুতি দেওয়ার পরিবর্তে প্রসাদ তৈরি করে প্রথমে ব্রাহ্মণদের এবং তারপর অন্যদের তা বিতরণ করা হয়, তখন ভগবান অধিক প্রসন্ন হন। অধিকন্তু, বর্তমান সময়ে অগ্নিতে শস্য এবং ঘি আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করার সুযোগ খুবই কম। বিশেষ করে ভারতবর্ষে ঘি প্রায় নেই বললেই চলে; তাই ঘি-এর পরিবর্তে মানুষ তেল ব্যবহার করছে। যজ্ঞে কিন্তু কখনও তেল আহুতি দেওয়ার কথা বলা হয়নি। কলিযুগে শস্য এবং ঘি-এর পরিমাণের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঘি এবং অন্ন উৎপাদন করতে না পারার ফলে মানুষ চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*—এই যুগে যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। সকলেরই কর্তব্য এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করা, এবং এই আন্দোলনের অগ্নিতে তাদের জ্ঞান এবং ধন আহুতি দেওয়া। আমাদের সংকীর্তন আন্দোলনে বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে, আমরা ভগবানকে প্রচুর পরিমাণে ভোগ নিবেদন করি, এবং তারপর তাঁর সেই প্রসাদ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং তারপর জনসাধারণকে বিতরণ করি। কৃষ্ণপ্রসাদ প্রথমে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের নিবেদন করা হয়, এবং তারপর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের প্রসাদ জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়। এই প্রকার যজ্ঞ—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণ—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর আনন্দ বিধানের জন্য যজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ এবং প্রামাণিক বিধি।

শ্লোক ১৮

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্যাদিষু যথার্হতঃ ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণাননু ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ব্রাহ্মণ-দেবেষু**—ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের মাধ্যমে; **মর্ত্য-আদিষু**—সাধারণ মানুষ এবং অন্য জীবদের মাধ্যমে; **যথা-অর্হতঃ**—তোমার সামর্থ্য অনুসারে; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সব; **কামৈঃ**—অন্ন, ফুলমালা, চন্দন ইত্যাদি ভোগের বিবিধ উপকরণের দ্বারা; **যজস্ব**—পূজা করা উচিত; **এনম্**—এই; **ক্ষেত্রজ্ঞম্**—সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণ; **অনু**—অনন্তর।

অনুবাদ

সুতরাং, হে রাজন্, প্রথমে ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রসাদ প্রদান কর, এবং তাঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করানোর পর, সেই প্রসাদ তোমার যোগ্যতা অনুসারে অন্য জীবদের মধ্যে বিতরণ কর। এইভাবে তুমি সমস্ত জীবের অথবা সমস্ত জীবের অন্তরে যে পরমাত্মা রয়েছেন তাঁর আরাধনা করতে সমর্থ হবে।

তাৎপর্য

সমস্ত জীবকে প্রসাদ বিতরণ করতে হলে, প্রথমে সেই প্রসাদ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের নিবেদন করতে হবে, কারণ ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন দেবতাদের প্রতিনিধি। তার ফলে সকলের অন্তর্যামী ভগবান পূজিত হবেন। এটিই প্রসাদ নিবেদন করার বৈদিক বিধি। যখনই প্রসাদ বিতরণের মহোৎসব হয়, সেই প্রসাদ প্রথমে ব্রাহ্মণদের, তারপর শিশুদের ও বৃদ্ধদের, তারপর জনসাধারণকে ও স্ত্রীলোকদের, এবং তারপর কুকুর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের বিতরণ করতে হয়। যখন বলা হয় যে , পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই নারায়ণ অথবা কোন বিশেষ দরিদ্র ব্যক্তি হচ্ছেন নারায়ণ। এই প্রকার অপসিদ্ধান্ত এখানে বর্জিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯

কুর্যাদপরপক্ষীয়ং মাসি প্রৌষ্ঠপদে দ্বিজঃ ।
শ্রাদ্ধং পিত্রোর্যথাবিত্তং তদ্বন্ধূনাং চ বিত্তবান্ ॥ ১৯ ॥

কুর্যাৎ—অনুষ্ঠান করা উচিত; **অপর-পক্ষীয়ম্**—কৃষ্ণপক্ষে; **মাসি**—আশ্বিন মাসে; **প্রৌষ্ঠ-পদে**—ভাদ্র মাসে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **শ্রাদ্ধম্**—শ্রাদ্ধ; **পিত্রোঃ**—পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে; **যথা-বিত্তম্**—আয় অনুসারে; **তৎ-বন্ধূনাম্ চ**—এবং পূর্বপুরুষদের আত্মীয়-স্বজনদেরও; **বিত্তবান্**—ধনবান।

অনুবাদ

ধনবান ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ নিবেদন করবেন। তেমনই আশ্বিন মাসের মহালয়ার সময় পূর্বপুরুষদের আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করবেন।

শ্লোক ২০-২৩

অয়নে বিষুবে কুর্যাদ্ ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে ।
চন্দ্রাদিত্যোপরাগে চ দ্বাদশ্যাং শ্রবণেষু চ ॥ ২০ ॥
তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে নবম্যামথ কার্তিকে ।
চতসৃষ্বপ্যষ্টকাসু হেমন্তে শিশিরে তথা ॥ ২১ ॥
মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে ।
রাকয়া চানুমত্যা চ মাসর্ক্ষাণি যুতান্যপি ॥ ২২ ॥
দ্বাদশ্যামনুরাধা স্যাচ্ছ্রবণস্তিস্র উত্তরাঃ ।
তিসৃষ্বেকাদশী বাসু জন্মর্ক্ষশ্রোণযোগযুক্ ॥ ২৩ ॥

অয়নে—মকর সংক্রান্তির দিন, যখন সূর্য উত্তরায়ণে ভ্রমণ করতে শুরু করে, এবং কর্কট সংক্রান্তির দিন, যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে; **বিষুবে**—মেষ সংক্রান্তি এবং তুলা সংক্রান্তিতে; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **ব্যতীপাতে**—ব্যতীপাত যোগে; **দিন-ক্ষয়ে**—যে দিন তিনটি তিথির মিলন হয়, ত্র্যহস্পর্শে; **চন্দ্র-আদিত্য-উপরাগে**—চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণের সময়; **চ**—এবং; **দ্বাদশ্যাম্ শ্রবণেষু**—শ্রবণ নক্ষত্রের দ্বাদশীতে; **চ**—এবং; **তৃতীয়ায়াম্**—অক্ষয় তৃতীয়ার দিন; **শুক্ল-পক্ষে**—শুক্লপক্ষে; **নবম্যাম্**—নবমী তিথিতে; **অথ**—ও; **কার্তিকে**—কার্তিক মাসে; **চতসৃষু**—চতুর্থীতে; **অপি**—ও; **অষ্টকাসু**—অষ্টকাতে; **হেমন্তে**—হেমন্তকালে; **শিশিরে**—শীতকালে; **তথা**—এবং; **মাঘে**—মাঘ মাসে; **চ**—এবং; **সিত-সপ্তম্যাম্**—শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে; **মঘা-রাকা-সমাগমে**—মঘা নক্ষত্র এবং

পূর্ণিমার সংযোগের সময়; **রাকয়া**—পূর্ণিমার দিন; **চ**—এবং; **অনুমত্যা**—পূর্ণিমার অল্পকাল পূর্বে যখন চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়নি; **চ**—এবং; **মাস-ঋক্ষাণি**—বিভিন্ন মাসের উৎস সদৃশ নক্ষত্র; **যুতানি**—একত্রে মিলিত; **অপি**—ও; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশীর দিন; **অনুরাধা**—অনুরাধা নামক নক্ষত্র; **স্যাৎ**—হতে পারে; **শ্রবণঃ**—শ্রবণ নামক নক্ষত্র; **তিস্রঃ**—তিনটি (নক্ষত্র); **উত্তরাঃ**—উত্তরা নক্ষত্র (উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া এবং উত্তর ভাদ্রপদা); **তিসৃষু**—তিনে; **একাদশী**—একাদশী; **বা**—অথবা; **আসু**—এইগুলিতে; **জন্ম-ঋক্ষ**—নিজের জন্ম-নক্ষত্রে; **শ্রোণ**—শ্রবণ নক্ষত্রে; **যোগ**—সংযোগের দ্বারা; **যুক্**—যুক্ত।

অনুবাদ

মকর সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য উত্তরায়ণে ভ্রমণ করতে শুরু করে) অথবা কর্কট সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে), শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত। মেষ সংক্রান্তিতে, তুলা সংক্রান্তিতে ব্যতীপাত যোগে, ত্র্যহস্পর্শে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণের সময়, দ্বাদশীতে, শ্রবণ নক্ষত্রে, অক্ষয় তৃতীয়ায়, কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষের নবমী তিথিতে, এবং শীত ঋতুর চারটি অষ্টকায়, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে, মঘাযুক্ত পূর্ণিমায়, পূর্ণ পূর্ণিমায় অথবা চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ পূর্ণ নয় সেই সময়, মাসনাম নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমায়, দ্বাদশী তিথিযুক্ত অনুরাধা, শ্রবণ, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্রে অথবা উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া অথবা উত্তর ভাদ্রপদা একাদশীতে, এবং নিজের জন্ম-নক্ষত্রে অথবা শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত দিনে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

অয়ন শব্দটির অর্থ 'পথ' অথবা 'গমন'। বছরের যে ছয় মাস সূর্য উত্তর দিকে ভ্রমণ করে, তাকে বলা হয় উত্তরায়ণ, এবং যে ছয় মাসে দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৮/২৪-২৫) উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্য যে দিন উত্তরায়ণে গমন করতে শুরু করে এবং মকর রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনটিকে বলা হয় মকর সংক্রান্তি, এবং সূর্য যখন দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে এবং কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনটিকে বলা হয় কর্কট সংক্রান্তি। বছরের এই দুটি দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত।

বিষুব বা বিষুব সংক্রান্তির অর্থ হচ্ছে মেষ সংক্রান্তি, বা যে দিনটিতে সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে। সূর্য যে দিন তুলা রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনটিকে বলা হয় তুলা সংক্রান্তি। এই দুটি দিন বছরে একবারই হয়। *যোগ* শব্দটির

অর্থ সূর্য এবং চন্দ্রের নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করার সময় বিশেষ সম্পর্ক। সাতাশটি বিভিন্ন যোগ রয়েছে, তার মধ্যে সপ্তদশ যোগটিকে বলা হয় ব্যতীপাত। সেই দিনটিতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত। তিথি বা চন্দ্রের দিন সূর্য এবং চন্দ্রের দূরত্ব অনুসারে বর্ণনা হয়ে থাকে। কখনও কখনও তিথি চব্বিশ ঘণ্টার কম হয়। যখন সূর্যোদয়ের পরে তিথি শুরু হয় এবং পরের দিন সূর্যাস্তের পূর্বে তিথি শেষ হয়, তখন উভয় সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিথিটি পূর্বের তিথি এবং পরবর্তী তিথিটিকে স্পর্শ করে। তাকে বলা হয় ত্র্যহস্পর্শ বা তিনটি তিথির স্পর্শ।

শ্রীল জীব গোস্বামী শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, একাদশী তিথিতে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। যখন মৃত্যুবার্ষিকী একাদশীর দিন পড়ে, তখন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান একাদশীর দিন না করে দ্বাদশীর দিন করা উচিত। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* বলা হয়েছে—

যে কুর্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা চ প্রেরকঃ ॥

একাদশীর দিন পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করা হলে, সেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠাতা এবং যার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে সেই পূর্বপুরুষ, এবং শ্রাদ্ধের পুরোহিত, সকলেই নরকে গমন করে।

শ্লোক ২৪

ত এতে শ্রেয়সঃ কালা নৃণাং শ্রেয়োবিবর্ধনাঃ।
কুর্যাৎ সর্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ ॥ ২৪ ॥

তে—অতএব; **এতে**—এই সমস্ত (জ্যোতিষ গণনার বর্ণনা); **শ্রেয়সঃ**—কল্যাণের; **কালাঃ**—সময়; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **বিবর্ধনাঃ**—বৃদ্ধি করে; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **সর্ব-আত্মনা**—অন্য কার্যকলাপের দ্বারা (কেবল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানই নয়); **এতেষু**—এই সমস্ত (ঋতু); **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণকারী; **অমোঘম্**—এবং সাফল্য; **তৎ**—মানুষের; **আয়ুষঃ**—আয়ুর।

অনুবাদ

এই সমস্ত কাল মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে সমস্ত মঙ্গলজনক কার্য অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ সেই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে মানুষ তার অল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে সাফল্য অর্জন করে।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে আরও অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা সেই সেই দেবতাদের লোকে উন্নীত হতে পারে। *যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্*—আর কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। তাই মনুষ্য-জীবনে এমনভাবে কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি কিন্তু কোন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না। *অহৈতুক্যপ্রতিহতা*। অবশ্য, যারা জাগতিক স্তরে সকাম কর্মে যুক্ত, তাদের জন্য উপরোক্ত কাল এবং ঋতু অত্যন্ত অনুকূল।

শ্লোক ২৫

এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজার্চনম্ ।
পিতৃদেবনৃভূতেভ্যো যদ্ দত্তং তদ্ধ্যনশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥

এষু—এই সমস্ত কালে; **স্নানম্**—গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদীতে স্নান; **জপঃ**—জপ; **হোমঃ**—হোম; **ব্রতম্**—ব্রত; **দেব**—ভগবান; **দ্বিজ-অর্চনম্**—ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবদের অর্চনা; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষদের; **দেব**—দেবতাদের; **নৃ**—মানুষদের; **ভূতেভ্যঃ**—এবং অন্যান্য জীবদের; **যৎ**—যা কিছু; **দত্তম্**—নিবেদন করা হয়; **তৎ**—তা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনশ্বরম্**—অক্ষয় ফল প্রদান করে।

অনুবাদ

এই সমস্ত ঋতুর পরিবর্তনের সময় কেউ যদি গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদীতে স্নান করে, জপ করে, হোম করে, ব্রত করে, ভগবান, ব্রাহ্মণ, পিতৃ, দেবতা এবং অন্য সমস্ত জীবদের পূজা করে, এবং দান করে, তা হলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।

শ্লোক ২৬

সংস্কারকালো জায়ায়া অপত্যস্যাত্মনস্তথা ।
প্রেতসংস্থা মৃতাহশ্চ কর্মণ্যভ্যুদয়ে নৃপ ॥ ২৬ ॥

সংস্কার-কালঃ—বৈদিক সংস্কারের উপযুক্ত সময়; **জায়ায়াঃ**—পত্নীর জন্য; **অপত্যস্য**—সন্তানের জন্য; **আত্মনঃ**—এবং নিজের জন্য; **তথা**—এবং; **প্রেত সংস্থা**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **মৃত-অহঃ**—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ; **চ**—এবং; **কর্মণি**—সকাম কর্মের; **অভ্যুদয়ে**—অগ্রগতির জন্য; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পত্নীর, পুত্রের, এবং নিজের সংস্কার কালে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে, সকাম কর্মের উন্নতি সাধনের জন্য উপরোক্ত মাঙ্গলিক কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

বেদে সন্তানের জন্মদিনে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, এবং দীক্ষা আদি ব্যক্তিগত সংস্কারে নিজের পত্নীসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত অনুষ্ঠান কাল, পরিস্থিতি এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পালন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তম্*—সব কিছুই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠান করা উচিত। কলিযুগে শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে সর্বদা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*। সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম সংকীর্তনের মাধ্যমে শুরু এবং শেষ করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্মাদিশ্রেয়আবহান্ ।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥ ২৭ ॥
বিম্বং ভগবতো যত্র সর্বমেতচ্চরাচরম্ ।
যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতম্ ॥ ২৮ ॥

অথ—তারপর; **দেশান্**—স্থান; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **ধর্ম-আদি**—ধর্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠান; **শ্রেয়**—মঙ্গল; **আবহান্**—যা আনতে পারে; **সঃ**—তা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুণ্যতমঃ**—পরম পবিত্র; **দেশঃ**—স্থান; **সৎ-পাত্রম্**—বৈষ্ণব; **যত্র**—যেখানে; **লভ্যতে**—পাওয়া যায়; **বিম্বম্**—(মন্দিরে) শ্রীবিগ্রহ; **ভগবতঃ**—ভগবানের

(যিনি আশ্রয়-স্বরূপ); **যত্র**—যেখানে; **সর্বম্ এতৎ**—এই সমগ্র জগৎ; **চরাচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত প্রাণী সহ; **যত্র**—যেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রাহ্মণ-কুলম্**—ব্রাহ্মণদের সঙ্গ; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **দয়া**—দয়া; **অন্বিতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—আমি এখন যেখানে ধর্ম অনুষ্ঠান সুন্দররূপে সম্পাদন করা যায়, সেই স্থানের বর্ণনা করব। যে স্থানে বৈষ্ণব পাওয়া যায়, সেই স্থান সমস্ত মঙ্গলজনক কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম। সমগ্র চরাচর বিশ্বের আধার ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান পুণ্যতম। অধিকন্তু, যেখানে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, বিদ্যা এবং দয়ার দ্বারা বৈদিক নিয়ম পালন করেন, সেই স্থানও পুণ্যতম।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে বৈষ্ণব মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন, এবং যেখানে বৈষ্ণবেরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, সেই জায়গাটি যে কোন ধর্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র স্থান। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে বড় বড় শহরে মানুষেরা ছোট ছোট বাসগৃহে থাকে এবং তাদের পক্ষে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। তাই, প্রসারণশীল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরগুলি ধর্ম অনুষ্ঠানের সব চাইতে পবিত্র স্থান। যদিও সাধারণ মানুষেরা ধর্ম অনুষ্ঠানে অথবা শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় আগ্রহী নয়, তবুও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ দিচ্ছে।

শ্লোক ২৯

যত্র যত্র হরেরর্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্ ।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥ ২৯ ॥

যত্র যত্র—যে যে স্থানে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **অর্চা**—শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়; **সঃ**—সেই; **দেশঃ**—স্থান, দেশ অথবা অঞ্চল; **শ্রেয়সাম্**—সমস্ত কল্যাণের; **পদম্**—স্থান; **যত্র**—যেখানে; **গঙ্গা-আদয়ঃ**—গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কাবেরী আদি; **নদ্যঃ**—পবিত্র নদী; **পুরাণেষু**—পুরাণে; **চ**—ও; **বিশ্রুতাঃ**—প্রসিদ্ধ।

অনুবাদ

যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহ বিধিবৎ পূজিত হয়, সেই স্থান অবশ্যই পবিত্র, এবং যে স্থানে পুরাণ-প্রসিদ্ধ গঙ্গা আদি পবিত্র নদী প্রবাহিত হয়, সেই স্থানও প্রসিদ্ধ। সেখানে যা কিছু আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদন হয়, তা অবশ্যই অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

তাৎপর্য

অনেক নাস্তিক রয়েছে যারা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার বিরোধী। কিন্তু এই শ্লোকে প্রামাণিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যে স্থানে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়, সেই স্থান জড়াতীত চিন্ময়। আরও বলা হয়েছে যে, অরণ্য সত্ত্বগুণাত্মক, এবং তাই যারা আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করতে চায়, তাদের অরণ্যে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*)। কিন্তু বানরের মতো জীবন-যাপন করার জন্য অরণ্যে যাওয়া উচিত নয়। বানর এবং অন্যান্য হিংস্র পশুরাও বনে বাস করে, কিন্তু যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য বনে যান, তাঁর কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা (*বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*)। কেবল বনে গিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; সেখানে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। এই যুগে যেহেতু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য বনে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই মন্দিরে ভক্তদের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে এবং শাস্ত্রের বিধি অনুশীলন করে, বৈকুণ্ঠ পরিবেশে বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন সত্ত্বগুণাত্মক, নগর ও গ্রাম রজোগুণাত্মক এবং বেশ্যালয়, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট তমোগুণাত্মক, কিন্তু ভগবানের মন্দির বৈকুণ্ঠ। তাই এখানে বলা হয়েছে, *শ্রেয়সাং পদম্*—তা হচ্ছে সব চাইতে পবিত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

সারা পৃথিবী জুড়ে বহু স্থানে আমরা ভক্তদের আশ্রয় দান করার জন্য এবং ভগবানের আরাধনা করার জন্য মঠ-মন্দির স্থাপন করছি। ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ ভগবানের অর্চাবিগ্রহ পূজা করতে পারে না। যে সমস্ত পূজারীরা ভক্তের গুরুত্ব দেয় না, তারা পারমার্থিক জীবনের সর্ব নিম্নস্তরের কনিষ্ঠ অধিকারী। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৭) বলা হয়েছে—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

"যে ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে অথবা অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানে না,

তাকে বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী।" তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ থাকা অবশ্য কর্তব্য, এবং সেখানে ভক্তের দ্বারা ভগবানের পূজা হওয়া উচিত। ভক্ত এবং শ্রীবিগ্রহের এই সমন্বয় সর্বোচ্চ স্তরের দিব্য স্থান সৃষ্টি করে।

তা ছাড়া গৃহস্থ ভক্ত যদি গৃহে শালগ্রাম শিলা বা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, তা হলে তাঁর গৃহ তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিনটি উচ্চ বর্ণের মানুষদের শালগ্রাম শিলা অথবা রাধাকৃষ্ণ কিংবা সীতারামের ছোট বিগ্রহ পূজা করার প্রথা রয়েছে। তার ফলে সব কিছুই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন তারা শ্রীবিগ্রহের পূজা বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষেরা আধুনিক হয়ে গেছে এবং নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, এবং তার ফলে তারা সকলেই অত্যন্ত অসুখী।

বৈদিক সভ্যতায় তাই তীর্থস্থানগুলিকে সব চাইতে পবিত্র বলে মনে করা হয়, এবং জগন্নাথপুরী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, রামেশ্বর, প্রয়াগ, মথুরা আদি হাজার হাজার তীর্থস্থান রয়েছে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলনের এবং ভগবানের আরাধনা করার স্থান। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তার কেন্দ্রগুলিতে এসে আদর্শ আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলন করার জন্য।

শ্লোক ৩০-৩৩

সরাংসি পুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত ।
কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ ॥ ৩০ ॥
নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী ।
বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥ ৩১ ॥
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ ।
সর্বে কুলাচলা রাজন্ মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ ॥ ৩২ ॥
এতে পুণ্যতমা দেশা হরেরর্চাশ্রিতাশ্চ যে ।
এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামো হ্যভীক্ষ্ণশঃ ।
ধর্মো হ্যত্রেহিতঃ পুংসাং সহস্রাধিফলোদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সরাংসি—সরোবর; **পুষ্কর-আদীনি**—পুষ্কর আদি; **ক্ষেত্রাণি**—পবিত্র স্থান (যেমন কুরুক্ষেত্র, গয়াক্ষেত্র এবং জগন্নাথ পুরী); **অর্হ**—পূজনীয়, সাধু পুরুষ; **আশ্রিতানি**—

আশ্রয়স্থল; **উত**—প্রসিদ্ধ; **কুরুক্ষেত্রম্**—বিশেষ পবিত্র স্থান (ধর্মক্ষেত্র); **গয়শিরঃ**—গয়া নামক স্থান, যেখানে গয়াসুর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **প্রয়াগঃ**—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে পবিত্র স্থান; **পুলহ-আশ্রমঃ**—পুলহ মুনির আশ্রম; **নৈমিষম্**—নৈমিষারণ্য নামক স্থান (লক্ষ্ণৌর নিকটে); **ফাল্গুনম্**—যে স্থানে ফল্গু নদী প্রবাহিত হয়; **সেতুঃ**—সেতুবন্ধ, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষ এবং লঙ্কার সংযোগ স্থাপন করে সেতুবন্ধন করেছিলেন; **প্রভাসঃ**—প্রভাসক্ষেত্র; **অথ**—ও; **কুশ-স্থলী**—দ্বারাবতী বা দ্বারকা; **বারাণসী**—বারাণসী; **মধু-পুরী**—মথুরা; **পম্পা**—যেখানে পম্পা নামক সরোবর রয়েছে; **বিন্দু-সরঃ**—যে স্থানে বিন্দুসরোবর অবস্থিত; **তথা**—সেখানে; **নারায়ণ-আশ্রমঃ**—বদরিকাশ্রম; **নন্দা**—যেখানে নন্দা নদী প্রবাহিত হয়; **সীতা-রাম**—শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর; **আশ্রম-আদয়ঃ**—চিত্রকূট আদি আশ্রয়স্থল; **সর্বে**—এই সমস্ত স্থান; **কুলাচলাঃ**—পার্বত্য অঞ্চল; **রাজন্**—হে রাজন্; **মহেন্দ্র**—মহেন্দ্র নামক; **মলয়-আদয়ঃ**—মলয়াচল আদি স্থান; **এতে**—সেই সব; **পুণ্য-তমাঃ**—অত্যন্ত পবিত্র; **দেশাঃ**—স্থান; **হরেঃ**—ভগবানের; **অর্চ-আশ্রিতাঃ**—যেখানে রাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয় (যেমন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, স্যান ফ্রানসিসকো, এবং ইউরোপের লন্ডন, প্যারিস আদি বড় বড় শহরে, যেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দির রয়েছে); **চ**—ও; **যে**—যে সমস্ত; **এতান্ দেশান্**—এই সমস্ত দেশে; **নিষেবেত**—পূজা করা অথবা দেখতে যাওয়া উচিত; **শ্রেয়ঃ-কামঃ**—যিনি মঙ্গল কামনা করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভীক্ষ্ণশঃ**—বার বার; **ধর্মঃ**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **হি**—যার থেকে; **অত্র**—এই সমস্ত স্থানে; **ঈহিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **পুংসাম্**—মানুষদের; **সহস্র-অধি**—এক হাজার গুণেরও অধিক; **ফল-উদয়ঃ**—ফল উৎপাদন করে।

অনুবাদ

পুষ্কর আদি পবিত্র সরোবর এবং যে সমস্ত স্থানে মহাত্মারা বাস করেন, যেমন কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গু নদী, সেতুবন্ধ, প্রভাস, দ্বারকা, বারাণসী, মথুরা, পম্পা, বিন্দুসরোবর, বদরিকাশ্রম (নারায়ণ আশ্রম), নন্দা নদী, এবং যে সমস্ত স্থানে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, যেমন চিত্রকেতু, মহেন্দ্র এবং মলয় আদি পর্বত—এই সমস্ত স্থান অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যতীর্থ বলে মনে করা হয়। তেমনই, ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত স্থানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্র রয়েছে এবং যেখানে রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়, পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অভিলাষী ব্যক্তির সেই সমস্ত স্থানে গমন

করে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এই সমস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত কর্ম হাজার হাজার গুণ অধিক ফল উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলিতে এবং ঊনত্রিংশতি শ্লোকে একই তত্ত্ব দৃঢ়তাপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—*হরেরর্চাশ্রিতাশ্চ যে* বা *হরেরর্চা*। অর্থাৎ, যে স্থানে ভক্তের দ্বারা ভগবান পূজিত হন, সেই স্থান সব চাইতে মহত্ত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীর মানুষকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার সুযোগ প্রদান করছে, যেখানে তারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে কেবল সুফলই লাভ করছে না, অধিকন্তু সেই ফল সহস্রগুণে বর্ধিত হচ্ছে। সেটিই মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য। এটিই ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য, এবং তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* (*অন্ত্যলীলা* ৪/১২৬) বলা হয়েছে—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে প্রচারিত হবে, যার ফলে এই পৃথিবীর সকলেই এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে পরম মঙ্গলময় আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে। আধ্যাত্মিক জীবন ব্যতীত কোন কিছুই মঙ্গলময় নয়। *মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ* (*গীতা* ৯/১২)। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সকাম কর্মের দ্বারা অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা কেউই কখনও সফল হতে পারে না। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকলেরই কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অংশ গ্রহণ করা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা।

শ্লোক ৩৪

পাত্রং ত্বত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ ।
হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥ ৩৪ ॥

পাত্রম্—দান প্রদানের যোগ্য ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **অত্র**—এই জগতে; **নিরুক্তম্**—নিশ্চিত; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কবিভিঃ**—বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা; **পাত্র-বিত্তমৈঃ**—যাঁরা

দান প্রদানের যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে দক্ষ; **হরিঃ**—ভগবান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **একঃ**—একমাত্র; **উর্বী-ঈশ**—হে পৃথিবীপতি; **যৎ-ময়ম্**—যাতে সব কিছু আশ্রিত; **বৈ**—যাঁর থেকে সব কিছু আসছে; **চরাচরম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু।

অনুবাদ

হে পৃথিবীনাথ! দক্ষ বিদ্বানগণ বিবেচনা করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর এবং জঙ্গম, সব কিছুর আশ্রয় এবং উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁকে সব কিছু দান করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

আমরা যখন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ বিষয়ক কোন ধর্ম অনুষ্ঠান করি, তখন তা কাল, দেশ এবং পাত্র অনুসারে অনুষ্ঠান করতে হয়। নারদ মুনি ইতিপূর্বে দেশ এবং কাল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। কুড়ি থেকে চব্বিশ শ্লোকে, *অয়নে বিষুবে কুর্যাদ্ ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে* উক্তিটি দিয়ে শুরু করে তিনি কাল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন এবং দান ও ধর্ম অনুষ্ঠানের স্থান ত্রিশ থেকে তেত্রিশ শ্লোকে, *সরাংসি পুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত* দিয়ে শুরু করে বর্ণনা করেছেন। এখন, কাকে সব কিছু নিবেদন করা কর্তব্য তা এই শ্লোকে নির্দিষ্ট হয়েছে। *হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর মূল, এবং তাই তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র, অর্থাৎ তাঁকেই সব কিছু প্রদান করা কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

কেউ যদি প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি উপভোগ করতে চান, তা হলে তাঁর সব কিছু প্রকৃত ভোক্তা, প্রকৃত বন্ধু এবং প্রকৃত মালিক শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা উচিত। তাই বলা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩১/১৪)

অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করার দ্বারা অথবা সন্তুষ্ট করার দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করা যায়। ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখা-প্রশাখা, পাতা এবং ফুল, সব কিছুতেই জল দেওয়া হয়ে যায়, অথবা উদরকে খাদ্য দিলে দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। তাই ভগবদ্ভক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করার জন্য কেবল ভগবানকেই সব কিছু নিবেদন করেন।

শ্লোক ৩৫

দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু।
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥ ৩৫ ॥

দেবর্ষি—নারদ মুনি আদি দেবর্ষিদের মধ্যে; **অর্হৎসু**—সব চাইতে শ্রদ্ধেয় এবং পূজনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সৎসু**—মহান ভক্তগণ; **তত্র**—সেখানে (রাজসূয় যজ্ঞে); **ব্রহ্ম-আত্মজাদিষু**—(সনক, সনন্দন, সনৎ এবং সনাতন আদি) ব্রহ্মার পুত্রগণ; **রাজন্**—হে রাজন্; **যৎ**—যাঁর থেকে; **অগ্র-পূজায়াম্**—সর্বপ্রথমে যিনি পূজনীয়; **মতঃ**—নির্ধারিত; **পাত্রতয়া**—রাজসূয় যজ্ঞের সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনার রাজসূয় যজ্ঞে বহু দেবতা, বহু মুনি-ঋষি, এমন কি ব্রহ্মার চারপুত্র এবং আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল কে অগ্রপূজা লাভ করবে, তখন সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে। সেই সভায় অগ্রপূজা কে লাভ করবে তা নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করেছিলেন। একমাত্র শিশুপালই সেই নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিল এবং তার ঘোর বিরোধের ফলে সে ভগবান কর্তৃক নিহত হয়।

শ্লোক ৩৬

জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোশাঙ্ঘ্রিপো মহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥ ৩৬ ॥

জীব-রাশিভিঃ— কোটি কোটি জীব; **আকীর্ণঃ**— পূর্ণ বা ব্যাপ্ত; **অণ্ড-কোশ**— সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **অঙ্ঘ্রিপঃ**—বৃক্ষের মতো; **মহান্**—অত্যন্ত মহান; **তৎ-মূলত্বাৎ**— সেই বৃক্ষের মূল হওয়ার ফলে; **অচ্যুত-ইজ্যা**— ভগবানের পূজা; **সর্ব**— সকলের; **জীব-আত্ম**— জীব; **তর্পণম্**— সন্তুষ্টি।

অনুবাদ

জীবরাশিতে পূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড একটি বৃক্ষের মতো, যার মূল হচ্ছেন ভগবান অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)। তাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলেই সমস্ত জীবের তৃপ্তি হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৮) ভগবান বলেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকে প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।" মানুষেরা অন্য জীবদের, বিশেষ করে গরীবদের সেবা করতে অত্যন্ত আগ্রহী। যদিও তারা এই সেবা করার বহু পন্থা উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অসহায় জীবদের হত্যা করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এই ধরনের সেবা বা দয়া *বেদে* অনুমোদিত হয়নি। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অভিজ্ঞ মহাত্মাগণ নির্ণয় করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর মূল, এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলে সকলেরই পূজা করা হয়ে যায়, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের সমস্ত শাখা-প্রশাখা তৃপ্ত হয়।

এখানে আর একটি তথ্য হচ্ছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব কয়টি গ্রহলোক জীবে পূর্ণ (*জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ*)। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এবং তথাকথিত পণ্ডিতেরা মনে করে যে, এই পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন লোকে জীব নেই। সম্প্রতি তারা বলেছে যে, তারা চাঁদে গিয়েছে কিন্তু সেখানে তারা কোন জীব দেখতে পায়নি। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে সেই মূর্খ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা হয়নি। সর্বত্র জীব রয়েছে, কেবল একটি দুটি জীব নয়, *বরং জীবরাশিভিঃ*— কোটি কোটি জীবে পূর্ণ। এমন কি সূর্যলোকেও জীব রয়েছে, যদিও সেটি হচ্ছে একটি অগ্নিময় লোক। সূর্যলোকের লোকপাল হচ্ছে বিবস্বান (*ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্*)। জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে,

সমস্ত গ্রহলোকই বিভিন্ন প্রকার জীবে পূর্ণ। কেউ যখন বলে যে, এই পৃথিবীই কেবল জীবে পূর্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহগুলি একেবারে ফাঁকা, সেটি নিতান্ত মূর্খের উক্তি। তাদের এই উক্তিতে তাদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই সিদ্ধ হয়।

শ্লোক ৩৭

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্যগৃষিদেবতাঃ ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥ ৩৭ ॥

পুরাণি—বাসস্থান বা দেহ; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সৃষ্টানি**—সেই সৃষ্টিতে; **নৃ**—মানুষ; **তির্যক্**—মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী (পশু, পক্ষী, ইত্যাদি); **ঋষি**—ঋষি; **দেবতাঃ**—এবং দেবতাগণ; **শেতে**—শয়ন করেন; **জীবেন**—জীব সহ; **রূপেণ**—পরমাত্মারূপে; **পুরেষু**—এই সমস্ত স্থানে বা দেহে, **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান)।

অনুবাদ

ভগবান মানুষ, পশু, পক্ষী, ঋষি, দেবতা ইত্যাদি বহু প্রকার শরীররূপী বাসস্থান সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত অসংখ্য শরীরে ভগবান পরমাত্মারূপে বাস করেন, তার ফলে তিনি পুরুষাবতার নামে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব তার অস্তিত্বের জন্য ভগবানের কৃপার উপর আশ্রিত, এবং যে শরীরেই জীব থাকুক না কেন, ভগবান সর্বদা তার সঙ্গে থাকেন। জীব বিশেষ প্রকার জড়সুখ ভোগ করতে চায়, এবং তার ফলে ভগবান তাকে শরীর প্রদান করেন, যা ঠিক একটি যন্ত্রের মতো। সেই শরীরে তাকে জীবিত রাখার জন্য ভগবান তার সঙ্গে পুরুষরূপে (ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে) থাকেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৩৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ করেন, এবং এইভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেন।" জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। জীবকে জড়সুখ ভোগ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবান পুরুষরূপে তার সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ৩৮

তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ততে ।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥ ৩৮ ॥

তেষু—(দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি) বিভিন্ন প্রকার শরীরের মধ্যে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান তাঁর পরমাত্মারূপে; **রাজন্**—হে রাজন্; **তারতম্যেন**—তুলনামূলকভাবে, ন্যূনাধিক; **বর্ততে**—অবস্থিত; **তস্মাৎ**—অতএব; **পাত্রম্**—পরম পুরুষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষঃ**—পরমাত্মা; **যাবান্**—যতখানি; **আত্মা**—উপলব্ধির মাত্রা; **যথা**—তপস্যার বিকাশ; **ঈয়তে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রতিটি শরীরে পরমাত্মা জীবকে তার উপলব্ধির ক্ষমতা অনুসারে বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই শরীরে পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রধান। জীবের জ্ঞান, তপস্যা, ইত্যাদির তুলনামূলক বিকাশ অনুসারে জীবাত্মার কাছে পরমাত্মা প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—অন্তর্যামীরূপে ভগবান জীবাত্মার ক্ষমতা অনুসারে তাকে বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই আমরা উচ্চ এবং নিচ বিভিন্ন স্তরে জীবকে দেখতে পাই। পশু অথবা পক্ষীর শরীরে জীবাত্মা উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষের মতো পরমাত্মার উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। তাই বিভিন্ন স্তরের দেহ রয়েছে। মানব-সমাজে, আদর্শ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অধ্যাত্ম

চেতনায় সব চাইতে উন্নত, এবং ব্রাহ্মণের থেকেও উন্নত হচ্ছেন বৈষ্ণব। তাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন বৈষ্ণব এবং বিষ্ণু। দান করার সময় *ভগবদ্গীতার* (১৭/২০) নির্দেশ গ্রহণ করা উচিত—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥

"দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।" ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদেরই দান করা উচিত, কারণ তার ফলে ভগবানের পূজা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ন বিশেষো হরেঃ ক্বচিৎ ।
ব্যক্তিমাত্রবিশেষেণ তারতম্যং বদন্তি চ ॥

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের ফলে, বিশেষ ব্যক্তিকে মহৎ বলে বিবেচনা করা হয়। তাই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হচ্ছেন মহৎ, এবং সর্বোপরি ভগবান পরমাত্মা হচ্ছেন মহত্তম।

শ্লোক ৩৯

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ৩৯ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তেষাম্**—ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **অবজ্ঞান-আত্মতাম্**—পরস্পরের মধ্যে অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার; **নৃপ**—হে রাজন্; **ত্রেতা-আদিষু**—ত্রেতাযুগ থেকে শুরু করে; **হরেঃ**—ভগবানের; **অর্চা**—(মন্দিরে) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা; **ক্রিয়ায়ৈ**—পূজার বিধি প্রচলন করার উদ্দেশ্যে; **কবিভিঃ**—জ্ঞানবান ব্যক্তিদের দ্বারা; **কৃতা**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

হে রাজন্, ত্রেতাযুগের শুরুতে ঋষিরা যখন মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ দর্শন করলেন, তখন তাঁরা মন্দিরে নানা উপচারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনার প্রচলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫২) বলা হয়েছে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

"সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এবং দ্বাপরযুগে ভগবানের অর্চনা করে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা সেই ফল লাভ করা যায়।" সত্যযুগে প্রতিটি ব্যক্তি আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কোন রকম বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু, ক্রমশ, কালের অগ্রগতির ফলে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে উত্তম বৈষ্ণবকে বিষ্ণুর থেকে অধিক শ্রদ্ধা করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে, *আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্*—সমস্ত আরাধনার মধ্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। *তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্*—কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বৈষ্ণবের আরাধনা করা।

পূর্বে সমস্ত কার্যকলাপই বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত, কিন্তু সত্যযুগের পর বৈষ্ণবদের মধ্যে অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যিনি অন্যদের বৈষ্ণব হতে সাহায্য করেন। বহু জীবকে বৈষ্ণবে পরিণত করার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নারদ মুনি। যে মহাভাগবত বৈষ্ণব অন্যদের বৈষ্ণবে পরিণত করেন, তিনি পূজনীয়, কিন্তু জড় কলুষের ফলে, কখনও কখনও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা সেই মহান বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। যখন মহাত্মারা এই কলুষ দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার প্রথা প্রচলন করেছিলেন। তা শুরু হয়েছিল ত্রেতাযুগে এবং দ্বাপরযুগে তা বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে (*দ্বাপরে পরিচর্যায়াম্*)। কিন্তু কলিযুগে ভগবানের অর্চনার অবহেলা হচ্ছে। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন শ্রীবিগ্রহ আরাধনার থেকেও অধিক শক্তিশালী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন মন্দির বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা না করে, সংকীর্তন আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার দ্বারা তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। তাই কৃষ্ণভাবনাময় প্রচারকদের সংকীর্তন আন্দোলনে, বিশেষ করে, দিব্য গ্রন্থাবলী বিতরণে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তার ফলে সংকীর্তন আন্দোলনের সাহায্য হয়। যখন শ্রীবিগ্রহ আরাধনার সম্ভাবনা থাকে, তখন আমরা মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারি, কিন্তু

সাধারণত চিন্ময় গ্রন্থাবলী বিতরণে আমাদের অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তার ফলে মানুষকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করা যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪৭) বলা হয়েছে—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

"যে ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে ভগবানের অর্চনায় যুক্ত, কিন্তু ভক্তদের প্রতি অথবা অন্য মানুষদের প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানে না, তাকে বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ ভক্ত।" প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছে। সে অবশ্যই ভগবানের পূজা করে, কিন্তু সে শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ বুঝতে পারে না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, কৃষ্ণভক্তি প্রচারকারী ভগবানের সেবারত মহাভাগবতকেও কনিষ্ঠ ভক্তেরা সমালোচনা করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রকার কনিষ্ঠ ভক্তদের বর্ণনা করে বলেছেন— *সর্বপ্রাণিসম্মাননাসমর্থানামবজ্ঞা স্পর্ধাদিমতাং তু ভগবৎপ্রতিমৈব পাত্রমিত্যাহ*। যারা মহান ভক্তদের কার্যকলাপ যথাযথভাবে বুঝতে পারে না, শ্রীবিগ্রহের আরাধনাই তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র উপায়। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (*অন্ত্য-লীলা* ৭/১১) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন*—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদিত না হলে, সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের পবিত্র নাম প্রচার করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তেরা, যারা ভগবদ্ভক্তির নিম্নস্তরে রয়েছে, তারা সেই ভক্তের নিন্দা করে। তাদের জন্য শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করার বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪০

ততোহর্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্যয়া ।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥ ৪০ ॥

ততঃ—তারপর; **অর্চায়াম্**—শ্রীবিগ্রহ; **হরিম্**—স্বয়ং ভগবান (ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন); **কেচিৎ**—কেউ; **সংশ্রদ্ধায়**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **সপর্যয়া**—পূজার উপকরণ সহ; **উপাসতে**—আরাধনা করে; **উপাস্তা অপি**—(শ্রদ্ধা সহকারে নিয়মিতভাবে) শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করলেও; **ন**—না; **অর্থদা**—লাভপ্রদ; **পুরুষ-দ্বিষাম্**—যারা ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

অনুবাদ

কখনও কখনও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত পূজার সমস্ত উপকরণ নিবেদন করে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের ভক্তের প্রতি বিদ্বেষী, তাই ভগবান তার দ্বারা পূজিত হলেও তার প্রতি প্রসন্ন হন না।

তাৎপর্য

শ্রীবিগ্রহের অর্চনা বিশেষ করে কনিষ্ঠ ভক্তের বিশুদ্ধিকরণের জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রচার করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৯) বলা হয়েছে, *ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*—কেউ যদি ভগবানের প্রিয় হতে চান, তা হলে ভগবানের মহিমা প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, প্রচারকদের প্রতি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া উচিত; তা না হলে কেবল শ্রীবিগ্রহের পূজা করে সে কেবল কনিষ্ঠ অধিকারের স্তরেই থাকবে।

শ্লোক ৪১

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥ ৪১ ॥

পুরুষেষু—মানুষদের মধ্যে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে নৃপশ্রেষ্ঠ; **সু-পাত্রম্**—শ্রেষ্ঠ পাত্র; **ব্রাহ্মণম্**—যোগ্য ব্রাহ্মণকে; **বিদুঃ**—জানা উচিত; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **তুষ্ট্যা**—এবং প্রসন্নতা; **ধত্তে**—ধারণ করেন; **বেদম্**—বেদের দিব্য জ্ঞান; **হরেঃ**—ভগবানের; **তনুম্**—শরীর বা প্রতিনিধি।

অনুবাদ

হে রাজন্, সমস্ত মানুষদের মধ্যে যোগ্য ব্রাহ্মণকেই এই জগতে সর্বোত্তম বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং সন্তোষের দ্বারা ভগবানের শরীরস্বরূপ হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। প্রতিটি জীবই এক-একজন পুরুষ, এবং ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী

এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ণরূপে অবগত ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তাই এই প্রকার ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের পূজা করা উচিত। ব্রাহ্মণ থেকে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ কারণ ব্রাহ্মণ যদিও জানেন তিনি জড় পদার্থ নন, তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু বৈষ্ণব জানেন যে, তিনি কেবল ব্রহ্মই নন, তিনি পরম ব্রহ্মের নিত্য দাস। তাই বৈষ্ণবের পূজা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজার থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ*—সমস্ত শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির মতো বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বৈষ্ণব নিজেকে ভগবান বলে মনে করেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ। যদিও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব ভগবানেরই মতো পূজনীয়, তবুও ভক্ত সর্বদাই ভগবানের অনুগত দাসই থাকেন, এবং ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করার ফলে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করেন তা কখনও উপভোগ করার চেষ্টা করেন না।

শ্লোক ৪২

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥ ৪২ ॥

ননু—কিন্তু; **অস্য**—তাঁর দ্বারা; **ব্রাহ্মণাঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **রাজন্**—হে রাজন্; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **জগৎ-আত্মনঃ**—যিনি সমগ্র জগতের আত্মাস্বরূপ; **পুনন্তঃ**—পবিত্র করে; **পাদ-রজসা**—তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিলোক; **দৈবতম্**—পূজ্য; **মহৎ**—অত্যন্ত মহান।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচারে রত, তাঁরা জগদাত্মা ভগবানেরও পূজ্য। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রচারের দ্বারা, তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, এবং তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*। ব্রাহ্মণেরা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, এবং তাই,

যদিও তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, ভগবানও তাঁদের পূজ্য বলে মনে করেন। এই সম্পর্ক পরস্পরের প্রতি প্রেমের সম্পর্ক। ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে চান, এবং শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণদের পূজা করতে চান। তাই ভগবানের মহিমা প্রচারে রত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের পূজা করা ধর্মবিৎ, দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষের কর্তব্য। যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে শত-সহস্র ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, তবুও অগ্রপূজার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করা হয়েছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই পরম পুরুষ, কিন্তু তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মণদের তাঁর প্রিয়তম বলে মনে করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'আদর্শ গৃহস্থ-জীবন' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এখানে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নারদ মুনি সমাজে ব্রাহ্মণের গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। এখন, এই অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন স্তরের ব্রাহ্মণের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ গৃহস্থ এবং অধিকাংশই সকাম কর্মের প্রতি ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রতি আসক্ত। তাদের থেকে উন্নততর ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রতি আসক্ত বানপ্রস্থ। অন্য কিছু ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন এবং বেদার্থ ব্যাখ্যায় নিপুণ—এই প্রকার ব্রাহ্মণদের বলা হয় ব্রহ্মচারী, এবং আরও এক ধরনের ব্রাহ্মণ রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন প্রকার যোগ, বিশেষ করে ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁরা হচ্ছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

গৃহস্থেরা বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ এবং অন্য ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের সামগ্রী দান ইত্যাদি কর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ। দান সাধারণত সন্ন্যাসীদের দেওয়া হয়। এই প্রকার সন্ন্যাসী যদি না পাওয়া যায়, তা হলে সকাম কর্মপরায়ণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের দান প্রদান করা উচিত।

পিতা আদির শ্রাদ্ধে বিশাল আয়োজন করা উচিত নয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পিতৃপুরুষদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের ভগবৎ প্রসাদ প্রদান করা। সেটিই সর্বোত্তম শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধে আমিষ প্রদান করা অথবা আমিষ ভোজন করা নিষিদ্ধ। অনর্থক পশুহত্যা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরাই কেবল পশুহত্যা করে যজ্ঞ করতে চায়। কিন্তু যারা উত্তম অধিকারি জ্ঞানী, তাঁদের পক্ষে প্রাণীহিংসা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

ব্রাহ্মণের উচিত প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করা। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম—এই পঞ্চবিধ অধর্ম অবশ্য পরিত্যজ্য। স্বভাব অনুসারে ধর্ম আচরণ করাই কর্তব্য; এমন নয় যে, সকলকেই এক ধরনের ধর্ম অনুষ্ঠান করতে হবে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে অনর্থক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই ধরনের প্রয়াস ত্যাগ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনিই সর্বতোভাবে মঙ্গলময়।

যে ব্যক্তির চিত্ত অসন্তুষ্ট, তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, গ্রাম্যকথা, হিংসা, চার প্রকার ক্লেশ এবং প্রকৃতির তিনগুণ জয় করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, সে কখনই শাস্ত্র পাঠ করে কোন সুফল লাভ করতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করলেও, শিষ্যের পক্ষে কখনই শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। ধ্যান এবং তপস্যার অন্যান্য পন্থা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের সহায়ক হলেই কেবল সার্থক হয়, তা না হলে তা কেবল সময় এবং পরিশ্রমের অপচয় মাত্র। যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তাদের পক্ষে এই প্রকার ধ্যান এবং তপস্যা অধঃপতনের কারণ হয়।

প্রত্যেক গৃহস্থের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ গৃহস্থ ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টা করলেও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ প্রভাবে অধঃপতিত হতে পারে। তাই গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী হয়ে নির্জন স্থানে বাস করে, দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করে সন্তুষ্ট থাকা। তার পক্ষে ওঁকার বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্তব্য এবং তার ফলে তিনি তার অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর কেউ যদি গৃহস্থ-জীবনে ফিরে আসে, তা হলে তাকে বলা হয় বান্তাশী, অর্থাৎ 'যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে'। এই প্রকার ব্যক্তি নির্লজ্জ। গৃহস্থের পক্ষে কৃত্য কর্ম অনুষ্ঠান ত্যাগ করা উচিত নয়, এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে সমাজে বাস করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী যদি তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচলিত হয়, তা হলে সে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত প্রতারক। কেউ যখন সত্ত্বগুণের ভূমিকা অবলম্বন করে লোকহিতকর কর্ম অনুষ্ঠান করতে শুরু করে, তার সেই কর্ম ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক হয়।

ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা, কারণ শ্রীগুরুদেবের নির্দেশের ফলেই ইন্দ্রিয় জয় করা যায়। সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য, কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠানেও প্রতিপদে বহু বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সকাম কর্ম দুই প্রকার। সকাম কর্মের অনুষ্ঠান, যাকে বলা হয় *ধূম্রমার্গ*, তারফলে মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র স্বীকার করতে হয়, কিন্তু মানুষ যখন মোক্ষের পথ অবলম্বন করে, *ভগবদ্গীতায়* যাকে *অর্চনা-মার্গ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। *বেদে* এই দুটি পথকে *পিতৃযান* এবং *দেবযান* নামে অভিহিত করা হয়েছে। যাঁরা *পিতৃযান* এবং *দেবযানের* পথ

অনুসরণ করেন, তাঁরা এই জড় জগতে অবস্থান কালেও মোহিত হন না। মননশীল মুনি ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় বশ করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, সমস্ত আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি। মানুষের কর্তব্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করা।

কেউ যদি বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করে ভগবদ্ভক্ত হন, তিনি গৃহস্থ হলেও শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা লাভ করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। এই প্রকার ভক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করলেও ভগবানের ইচ্ছায় তার আধ্যাত্মিক চেতনা বিকশিত হয়। ভক্তের কৃপায় আধ্যাত্মিক চেতনায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে, আবার ভক্তের প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হওয়ার ফলে, আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে অধঃপতন হতে পারে। এই প্রসঙ্গে নারদ মুনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে তিনি গন্ধর্বলোক থেকে পতিত হয়ে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং মহান ব্রাহ্মণদের সেবা করার ফলে, কিভাবে তিনি ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় তাঁর দিব্য পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কাহিনী বর্ণনা করার পর নারদ মুনি ভগবানের কৃপা লাভের জন্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করেছিলেন। নারদ মুনির বাণী শ্রবণ করার পর যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়েছিলেন। তারপর নারদ মুনি স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী দক্ষকন্যাদের বংশধরদের কথা বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

কর্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে ।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **কর্ম-নিষ্ঠাঃ**—(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বর্ণ অনুসারে) কর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত; **দ্বিজাঃ**—দ্বিজ (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ); **কেচিৎ**—কিছু; **তপঃ-নিষ্ঠাঃ**—তপস্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **নৃপ**—হে রাজন্; **অপরে**—অন্যেরা; **স্বাধ্যায়ে**—বেদ অধ্যয়নে; **অন্যে**—অন্যেরা; **প্রবচনে**—বৈদিক বাণী প্রচারে; **কেচন**—কেউ; **জ্ঞান-যোগয়োঃ**—জ্ঞানের অনুশীলন এবং ভক্তিযোগের অভ্যাস।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্, কোন কোন ব্রাহ্মণেরা সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কোন ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রতি আসক্ত, এবং অন্য অনেকে বেদ অধ্যয়নে

আসক্ত, কিন্তু কয়েকজন, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা জ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং বিভিন্ন যোগের, বিশেষ করে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন।

শ্লোক ২

জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা ।
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞান-নিষ্ঠায়—নির্বিশেষবাদী অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার অভিলাষী অধ্যাত্মবাদী; **দেয়ানি**—দান করা উচিত; **কব্যানি**—পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু; **আনন্ত্যম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্তি; **ইচ্ছতা**—ইচ্ছুক; **দৈবে**—দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু; **চ**—ও; **তৎ-অভাবে**—এই প্রকার উন্নত অধ্যাত্মবাদীর অনুপস্থিতিতে; **স্যাৎ**—করা উচিত; **ইতরেভ্যঃ**—অন্যদের (যথা, কর্মকাণ্ডে অনুরক্তদের); **যথা-অর্হতঃ**—তুলনামূলকভাবে অথবা বিচার-বিবেচনা করে।

অনুবাদ

পিতৃপুরুষদের মুক্তিকামী ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দান করবেন। এই প্রকার উন্নত ব্রাহ্মণের অভাবে কর্মনিষ্ঠ (কর্মকাণ্ড পরায়ণ) ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দুটি পন্থা রয়েছে। তার একটি হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড এবং অন্যটি উপাসনাকাণ্ড। বৈষ্ণবেরা কখনও ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান না; বরং তাঁরা ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর প্রেমময়ী সেবা করতে চান। এই শ্লোকে *আনন্ত্যম্ ইচ্ছতা* শব্দ দুটি তাদের ইঙ্গিত করে, যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু যে ভক্তদের লক্ষ্য ভগবানের সাক্ষাৎ সঙ্গলাভ করা, তাদের কর্মকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ডের পন্থা অবলম্বন করার কোন বাসনা থাকে না, কারণ শুদ্ধ ভক্তি কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের অতীত। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে জ্ঞান অথবা কর্মের লেশ মাত্রও থাকে না। তাই বৈষ্ণব যখন দান করেন, তখন তাঁদের জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্মকাণ্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যিনি তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করার পর শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাস ঠাকুরকে দান করেছিলেন, যদিও সকলেই জানত

যে, হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেননি, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুসলমান পরিবারে, এবং তিনি জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আগ্রহী ছিলেন না।

অতএব দান সর্বোচ্চ স্তরের পরমার্থবাদী ভগবদ্ভক্তকে প্রদান করা উচিত, কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

"হে মহর্ষি, কোটি কোটি মুক্ত এবং সিদ্ধদের মধ্যে একজন নারায়ণ-ভক্ত বা কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যেতে পারে। পূর্ণরূপে প্রশান্ত এই প্রকার ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৪/৫) বৈষ্ণবের পদ জ্ঞানীরও ঊর্ধ্বে, এবং তাই অদ্বৈত আচার্য দান প্রদান করার জন্য হরিদাস ঠাকুরকে উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানও বলেছেন—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥

"কেউ সংস্কৃত বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পণ্ডিত হলেও সে যদি আমার শুদ্ধ ভক্ত না হয়, তা হলে আমি তাকে আমার ভক্ত বলে অঙ্গীকার করি না। কিন্তু *শ্বপচ* বা চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের অভিলাষ রহিত শুদ্ধ ভক্ত হয়, তা হলে সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে, সেই ভক্তকে সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত, এবং তিনি যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করা উচিত। এই প্রকার ভক্ত আমারই মতো পূজনীয়।" (*হরিভক্তিবিলাস* ১০/১২৭) অতএব, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করেও কেউ যদি ভগবানের ভক্ত হন, তাঁর ভক্তির প্রভাবে তিনি কর্মকাণ্ডীয় অথবা জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত ব্রাহ্মণদের ঊর্ধ্বে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবনের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় আমাদের মন্দিরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না, কারণ আমাদের মন্দির 'ইংরেজদের মন্দির' বলে পরিচিত। কিন্তু শাস্ত্র-প্রমাণ অনুসারে এবং অদ্বৈত আচার্যের দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা ভারতীয়, ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান নির্বিশেষে সকল ভক্তকেই প্রসাদ দিই। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বহু জ্ঞানকাণ্ডী অথবা কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর পরিবর্তে একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবকে প্রসাদ সেবা করানো শ্রেয়, তা তিনি যে বংশ থেকেই আসুন না কেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/৩০) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" অতএব ভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার থেকেই আসুন অথবা অব্রাহ্মণ পরিবার থেকেই আসুন, তাতে কিছু যায় আসে না; তিনি যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তিনি সাধু।

শ্লোক ৩

দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা ।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি শ্রাদ্ধে কুর্যান্ন বিস্তরম্ ॥ ৩ ॥

দ্বৌ—দুই; **দৈবে**—যে সময়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়; **পিতৃ-কার্যে**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে, যেখানে পিতৃদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়; **ত্রীন্**—তিন; **এক**—এক; **একম্**—এক; **উভয়ত্র**—উভয় অনুষ্ঠানে; **বা**—অথবা; **ভোজয়েৎ**—ভোজন করানো উচিত; **সুসমৃদ্ধঃ অপি**—অত্যন্ত ধনী হলেও; **শ্রাদ্ধে**—পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **ন**—না; **বিস্তরম্**—অত্যন্ত ব্যয়বহুল আয়োজন।

অনুবাদ

দেবপক্ষে কেবল দুজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত, এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। অথবা, উভয় পক্ষেই কেবল একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোই যথেষ্ট। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হলেও এই অনুষ্ঠানে ব্যয়বহুল আয়োজন করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রীল অদ্বৈত আচার্য তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে কেবল হরিদাস ঠাকুরকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি *ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ*—এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ভগবান বলেছেন, "আমার ভক্ত হতে হলে বৈদিক জ্ঞানে মহা পণ্ডিত হতে হয় না, চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও আমার ভক্ত হতে পারে এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় হতে পারে। তাই দান আমার

ভক্তকেই দেওয়া উচিত, এবং আমার ভক্ত যা প্রদান করে তা গ্রহণ করা উচিত।" এই নীতি অনুসারে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব মহাত্মাকে পিতৃশ্রাদ্ধে ভোজন করানো উচিত।

শ্লোক ৪

দেশকালোচিতশ্রদ্ধাদ্রব্যপাত্রার্হণানি চ ।
সম্যগ্ ভবন্তি নৈতানি বিস্তরাৎ স্বজনার্পণাৎ ॥ ৪ ॥

দেশ—স্থান; **কাল**—সময়; **উচিত**—উপযোগী; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দ্রব্য**—সামগ্রী; **পাত্র**—উপযুক্ত পাত্র; **অর্হণানি**—পূজার উপকরণ; **চ**—এবং; **সম্যক্**—যথাযোগ্য; **ভবন্তি**—হয়; **ন**—না; **এতানি**—এই সমস্ত; **বিস্তরাৎ**—বিস্তারের ফলে; **স্ব-জন-অর্পণাৎ**—অথবা আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করার ফলে।

অনুবাদ

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সময় যদি অনেক ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের ভোজন করানোর ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে দেশ-কালোচিত শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র এবং অর্চনা যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

তাৎপর্য

নারদ মুনি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন অথবা ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর বিশাল আয়োজন করতে নিষেধ করেছেন। যারা ঐশ্বর্যশালী, তারা এই অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ভারতীয়রা বিশেষ করে সন্তানের জন্ম, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ—এই তিনটি অনুষ্ঠানে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু শাস্ত্র বহু ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে অত্যধিক ব্যয় করতে নিষেধ করেছে, বিশেষ করে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে।

শ্লোক ৫

দেশে কালে চ সম্প্রাপ্তে মুন্যন্নং হরিদৈবতম্ ।
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে ন্যস্তং কামধুগক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥

দেশে—উপযুক্ত স্থানে, যথা পবিত্র তীর্থস্থানে; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **চ**—ও; **সম্প্রাপ্তে**—প্রাপ্ত হলে; **মুনি-অন্নম্**—ঘি দিয়ে তৈরি মুনিদের উপযুক্ত আহার; **হরি-**

দৈবতম্—ভগবান শ্রীহরিকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **বিধি-বৎ**—শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **পাত্রে**—উপযুক্ত পাত্রে; **ন্যস্তম্**—যদি এইভাবে নিবেদিত হয়; **কামধুক্**—সমৃদ্ধির কারণ হয়; **অক্ষয়ম্**—অক্ষয়।

অনুবাদ

শুভ কাল এবং স্থান প্রাপ্ত হলে, শ্রদ্ধা সহকারে ঘি দিয়ে তৈরি অন্ন ভগবানকে নিবেদন করে, তারপর সেই প্রসাদ বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা উচিত। তার ফলে অক্ষয় সমৃদ্ধি লাভ হয়।

শ্লোক ৬

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ ।
অন্নং সংবিভজন্ পশ্যেৎ সর্বং তৎপুরুষাত্মকম্ ॥ ৬ ॥

দেব—দেবতাদের; **ঋষি**—ঋষিদের; **পিতৃ**—পিতৃদের; **ভূতেভ্যঃ**—সমস্ত প্রাণীদের; **আত্মনে**—আত্মীয়দের; **স্বজনায়**—স্বজনদের; **চ**—এবং; **অন্নম্**—আহার্য (প্রসাদ); **সংবিভজন্**—নিবেদন করে; **পশ্যেৎ**—দর্শন করা উচিত; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ**—তাঁদের; **পুরুষ-আত্মকম্**—ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অনুবাদ

দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধারণ মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, এবং বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই ভগবানের ভক্তরূপে দর্শন করে, প্রসাদ নিবেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত জীবদের ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করে প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। এমন কি দরিদ্রদের ভোজন করানোর সময়ও প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। কলিযুগে প্রায় প্রত্যেক বছরই দুর্ভিক্ষ হয়, এবং তার ফলে লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা বহু অর্থ ব্যয় করে দরিদ্রদের ভোজন করায়। সেই উদ্দেশ্যে তারা দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা শব্দটি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সেটি নিষিদ্ধ। সকলকেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে মনে করে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা উচিত এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের নারায়ণ সাজাবার অপচেষ্টা করা উচিত নয়। সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই ভগবান

বা নারায়ণ। এই ধরনের মায়াবাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে ভক্তদের পক্ষে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই মায়াবাদীদের সঙ্গ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। *মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ*—কেউ যদি মায়াবাদীদের সঙ্গ করে তা হলে তার ভক্তি-জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ৭

ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ ধর্মতত্ত্ববিৎ।
মুন্যন্নৈঃ স্যাৎ পরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া ॥ ৭ ॥

ন—কখনই নয়; **দদ্যাৎ**—নিবেদন করা উচিত; **আমিষম্**—মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি; **শ্রাদ্ধে**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে; **ন**—না; **চ**—ও; **অদ্যাৎ**—স্বয়ং ভোজন করা উচিত; **ধর্ম-তত্ত্ববিৎ**—যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতই অবগত; **মুনি-অন্নৈঃ**—সাধুদের জন্য ঘি দিয়ে তৈরি খাদ্য; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **পরা**—প্রথম শ্রেণীর; **প্রীতিঃ**—সন্তোষ; **যথা**—ভগবান এবং পূর্বপুরুষদের জন্য; **ন**—না; **পশু-হিংসয়া**—পশু হত্যা করার দ্বারা।

অনুবাদ

ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কখনও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ নিবেদন করবেন না, এবং তিনি যদি ক্ষত্রিয়ও হন, তা হলেও স্বয়ং আমিষ আহার করবেন না। যখন ঘি দিয়ে তৈরি উপযুক্ত খাদ্য সাধুদের নিবেদন করা হয়, তখন পিতৃপুরুষ এবং ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। যজ্ঞের নামে পশুহিংসা করা হলে তাঁরা কখনও প্রসন্ন হন না।

শ্লোক ৮

নৈতাদৃশঃ পরো ধর্মো নৃণাং সদ্ধর্মমিচ্ছতাম্।
ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্কায়জস্য যঃ ॥ ৮ ॥

ন—কখনই না; **এতাদৃশঃ**—এই প্রকার; **পরঃ**—পরম বা শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **নৃণাম্**—মানুষদের; **সদ্ধর্মম্**—শ্রেষ্ঠ ধর্ম; **ইচ্ছতাম্**—ইচ্ছুক হয়ে; **ন্যাসঃ**—ত্যাগ করে; **দণ্ডস্য**—হিংসার ফলে কষ্ট দিয়ে; **ভূতেষু**—জীবদের; **মনঃ**—মন; **বাক্**—বাণী; **কায়-জস্য**—এবং দেহের জন্য; **যঃ**—যা।

অনুবাদ

যাঁরা শ্রেষ্ঠ ধর্মের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি কায়, মন, এবং বাক্যের দ্বারা হিংসা না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই।

শ্লোক ৯

একে কর্মময়ান্ যজ্ঞান্ জ্ঞানিনো যজ্ঞবিত্তমাঃ ।
আত্মসংযমনেঽনীহা জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ৯ ॥

একে—কেউ; **কর্ম-ময়ান্**—কর্মফল উৎপাদনকারী (যেমন পশুবধ); **যজ্ঞান্**—যজ্ঞ; **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানবান ব্যক্তি; **যজ্ঞ-বিত্তমাঃ**—যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **আত্ম-সংযমনে**—আত্ম-সংযমের দ্বারা; **অনীহাঃ**—জড় বাসনা রহিত; **জুহ্বতি**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন; **জ্ঞান-দীপিতে**—পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের ফলে, যাঁরা যজ্ঞ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত, যাঁরা যথার্থই ধর্মতত্ত্ববিদ এবং যাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা পরম তত্ত্বজ্ঞানের অগ্নিতে আত্মাকে সংযত করেন। তাঁরা কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে পারেন।

তাৎপর্য

মানুষ সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকার উন্নতি সাধনের প্রতি উদাসীন হয়ে, জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য পূর্ণরূপে জ্ঞানযজ্ঞে যুক্ত হয়। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশের নিবৃত্তি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্যে কেউ যখন জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তখন তিনি কর্মযজ্ঞ বা সকাম কর্মে রত ব্যক্তির থেকে উন্নততর স্তরে অবস্থিত হন।

শ্লোক ১০

দ্রব্যযজ্ঞৈর্যক্ষ্যমাণং দৃষ্ট্বা ভূতানি বিভ্যতি ।
এষ মাকরুণো হন্যাদতজ্জ্ঞো হ্যসুতৃপ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥

দ্রব্য-যজ্ঞৈঃ—পশু এবং অন্যান্য আহার্য দ্রব্যের দ্বারা; **যক্ষ্য-মাণম্**—এই প্রকার যজ্ঞে লিপ্ত ব্যক্তি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভূতানি**—জীবদের (পশুদের); **বিভ্যতি**—ভীত হয়; **এষঃ**—এই ব্যক্তি (যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা); **মা**—আমাদের; **অকরুণঃ**—নির্দয়; **হন্যাৎ**—হত্যা করবে; **অ-তৎ-জ্ঞঃ**—অত্যন্ত অজ্ঞানী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসু-তৃপ্**—যে অন্যদের হত্যা করে তৃপ্ত হয়; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

দ্রব্যময় যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে দর্শন করে যজ্ঞের পশুরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে মনে করে, "এই নির্দয় যজ্ঞকর্তা যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। সে অন্যদের বধ করে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়। এখন সে নিশ্চয়ই আমাদের হত্যা করবে।"

তাৎপর্য

এখন প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিটি ধর্মেই ধর্মের নামে পশুহত্যা হচ্ছে। কথিত আছে যে, যিশুখ্রিস্টের বয়স যখন বারো বছর, তখন তিনি ইহুদিদের মন্দিরে পশু এবং পাখি বলি দিতে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি ইহুদিধর্ম ত্যাগ করে ওল্ড টেস্টামেন্টের নির্দেশ "তুমি কাউকে হত্যা করবে না" এর ভিত্তিতে খ্রিস্টধর্ম শুরু করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে কেবল ধর্মের নামেই পশুহত্যা হচ্ছে না, কসাইখানাগুলিতে অসংখ্য পশুহত্যা হচ্ছে। ধর্মের নামে অথবা আহারের জন্য পশুহত্যা অত্যন্ত জঘন্য কার্য এবং এখানে তার নিন্দা করা হয়েছে। নির্দয় না হলে, মানুষ ধর্মের নামেই হোক অথবা আহারের জন্যই হোক, পশুহত্যা করতে পারে না।

শ্লোক ১১

তস্মাদ্ দৈবোপপন্নেন মুন্যন্নেনাপি ধর্মবিৎ ।
সন্তুষ্টোঽহরহঃ কুর্যান্নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **দৈব-উপপন্নেন**—ভগবানের কৃপায় অনায়াসে লভ্য; **মুনি-অন্নেন**—(ঘি দিয়ে তৈরি এবং ভগবানকে নিবেদিত) অন্নের দ্বারা; **অপি**—বস্তুতপক্ষে;

ধর্মবিৎ—ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি যথার্থই অবগত; **সন্তুষ্টঃ**—অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে; **অহঃ অহঃ**—প্রতিদিন; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **নিত্য-নৈমিত্তিকীঃ**—নিত্য নৈমিত্তিক; **ক্রিয়াঃ**—কর্তব্য।

অনুবাদ

অতএব, যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি নিরীহ পশুদের প্রতি হিংসা-পরায়ণ না হয়ে, ভগবানের কৃপায় অনায়াসে যে খাদ্য লাভ হয়, তা দিয়েই প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য নির্বাহ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে *ধর্মবিৎ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। যিনি সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি ভগবদ্ভক্তিতে অর্চনা করেন। গৃহস্থ, সন্ন্যাসী নির্বিশেষে সকলেই ভগবানের ছোট বিগ্রহ রাখতে পারেন, এবং সম্ভব হলে তাদের প্রতিষ্ঠা করে, ঘি দিয়ে তৈরি খাদ্য নিবেদন করে রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ, জগন্নাথ অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা করতে পারেন। তাঁদের নিবেদন করার পর সেই প্রসাদ পিতৃ, দেবতা এবং অন্যান্য জীবদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যরূপে দান করতে পারেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি মন্দিরেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ খুব সুন্দরভাবে পূজিত হচ্ছেন এবং তাঁদের নিবেদন করার পর তাঁদের প্রসাদ সর্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের এবং জনসাধারণকে বিতরণ করা হচ্ছে। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সকলেই সর্বতোভাবে তৃপ্ত হচ্ছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা প্রতিদিন এই ধরনের দিব্য কার্যকলাপে রত থাকেন। এইভাবে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে পশু-হিংসার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ১২

বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমা ছলঃ ।
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবৎ ত্যজেৎ ॥ ১২ ॥

বিধর্মঃ—বিধর্ম; **পর-ধর্মঃ**—অন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম; **চ**—এবং; **আভাসঃ**—লোক-দেখানো ধর্ম; **উপমা**—যা আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম

নয়; **ছলঃ**—ধর্মের নামে প্রতারণা; **অধর্ম-শাখাঃ**—যেগুলি অধর্মের বিভিন্ন শাখা; **পঞ্চ**—পাঁচ; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **ধর্মজ্ঞঃ**—যিনি ধর্মতত্ত্ববিদ্; **অধর্মবৎ**—অধর্মরূপে; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

অধর্মের পাঁচটি শাখা—বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য এগুলি ত্যাগ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

যে ধর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণের বিরোধী, তা অধর্ম বা ধর্মের নামে কপটতা। ধর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তির সেগুলি ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে তাঁর শরণাগত হওয়া। তা করতে হলে অবশ্য অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, যা বহু জন্ম-জন্মান্তরে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের ফলে উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট ধর্ম—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—ব্যতীত অন্য সব কিছু অধর্মরূপে পরিত্যজ্য।

শ্লোক ১৩

ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্যাৎ পরধর্মোঽন্যচোদিতঃ ।
উপধর্মস্তু পাখণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্ম-বাধঃ—স্বধর্ম অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক; **বিধর্মঃ**—ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **পর-ধর্মঃ**—অনুশীলনের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ধর্মের অনুকরণ করা হয়; **অন্য-চোদিতঃ**—যা অন্য কারও দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে; **উপধর্মঃ**—মনগড়া ধর্ম; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **পাখণ্ডঃ**—যা বৈদিক নীতি এবং প্রামাণিক শাস্ত্রবিরুদ্ধ; **দম্ভঃ**—দাম্ভিক; **বা**—অথবা; **শব্দ-ভিৎ**—বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা; **ছলঃ**—ছলধর্ম।

অনুবাদ

যে ধর্ম স্ব-ধর্মের প্রতিবন্ধক, তাকে বলা হয় বিধর্ম। অন্যের বিহিত ধর্মকে বলা হয় পরধর্ম। বেদের বিরুদ্ধাচরণকারী দাম্ভিক ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট ধর্মকে বলা হয় উপধর্ম, এবং বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা অন্যথা ব্যাখ্যাকে বলা হয় ছলধর্ম।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করা একটা প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাকথিত স্বামী এবং যোগীরা বলে যে, মানুষ তার নিজের মত অনুসারে যে কোন প্রকার ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সমস্ত পথই চরমে এক। *শ্রীমদ্ভাগবতে* কিন্তু এই ধরনের মনগড়া মতকে বিধর্ম বলা হয়েছে। কারণ তা স্বধর্মের বিরোধী। প্রকৃত ধর্মের বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উদ্ধার প্রসঙ্গে যমরাজ বলেছেন, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*—ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত ধর্মই প্রকৃত ধর্ম, ঠিক যেমন সরকারের দেওয়া আইনই হচ্ছে প্রকৃত আইন। কেউই তার ঘরে বসে মনগড়া আইন তৈরি করতে পারে না, ঠিক তেমনই কেউই ধর্মও তৈরি করতে পারে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, *স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে*—প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা মানুষকে ভগবানের ভক্তে পরিণত করে। অতএব কৃষ্ণভক্তিরূপ ধর্মের প্রতিবন্ধক যা কিছু তা-ই *বিধর্ম, পরধর্ম, উপধর্ম* বা *ছলধর্ম*। *ভগবদ্গীতার* কদর্থ করা ছলধর্ম। কতকগুলি মূর্খ পাষণ্ডী যখন শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট বাণীর কদর্থ করে, সেটিও ছলধর্ম বা *শব্দভিৎ* অর্থাৎ শব্দবিন্যাস। মানুষের কর্তব্য, এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার প্রতারণাপূর্ণ ধর্ম থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকা।

শ্লোক ১৪

যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুম্ভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্ ।
স্বভাববিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥

যঃ—যা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ইচ্ছয়া**—খেয়ালখুশি মতো; **কৃতঃ**—অনুষ্ঠিত; **পুম্ভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **আভাসঃ**—অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আশ্রমাৎ**—জীবনের আশ্রম থেকে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্ব-ভাব**—নিজের প্রকৃতি অনুসারে; **বিহিতঃ**—নিয়ন্ত্রিত; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কস্য**—কার; **ন**—না; **ইষ্টঃ**—সক্ষম; **প্রশান্তয়ে**—সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত করতে।

অনুবাদ

মানুষের মনগড়া যে ধর্ম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার কর্তব্য কর্মের অবহেলা করে, তাকে বলা হয় আভাস। মানুষ যদি তার আশ্রম অথবা বর্ণ অনুসারে তার ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তা হলে তার সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তা যথেষ্ট হবে না কেন?

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকলেরই কর্তব্য নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রবিহিত বর্ণ এবং আশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করা। *বিষ্ণু পুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তিরূপ চরম উদ্দেশ্য সাধনে লক্ষ্য স্থির রাখা। সেটিই সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের চরম লক্ষ্য। কিন্তু, যদি বিষ্ণুর আরাধনা না করা হয়, তা হলে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুগামীরা কতকগুলি মনগড়া ভগবান তৈরি করে। তার ফলে কতকগুলি মূর্খ পাষণ্ডীকে ভগবান বলে মনোনীত করার একটা প্রথা আজকাল প্রচলিত হয়েছে, এবং বহু ধর্মপ্রচারক প্রকৃত ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করে তাদের মনগড়া ভগবান তৈরি করেছে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দেব-দেবীর পূজা করে, সে তার বুদ্ধি হারিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, একেবারে বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত একটি মূর্খকে ভগবান বলে নির্বাচন করা হয়েছে, এবং যদিও সে মন্দির বানিয়েছে, কিন্তু সেই মন্দিরের সন্ন্যাসীরা মাছ-মাংস খায় এবং নানা রকম অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই ধরনের ধর্ম, যা সেই ধর্মের হতভাগ্য অনুসরণকারীদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। এই ধরনের ছলধর্ম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা উচিত।

মূল পন্থাটি হচ্ছে ব্রাহ্মণদের যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া কর্তব্য। কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। আর, কেউ যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করেও ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করতে হবে। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে এই পন্থা অনুসরণ করলে, অন্য কোন অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ছাড়াই মানুষ সুখী হতে পারে। *স্বভাববিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে।* জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি সাধন, এবং শাস্ত্রবিধি অনুশীলনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধন করা সম্ভব।

শ্লোক ১৫

ধর্মার্থমপি নেহেত যাত্রার্থং বাধনো ধনম্ ।
অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদা ॥ ১৫ ॥

ধর্ম-অর্থম্—ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ন**—না; **ঈহেত**—লাভের চেষ্টা করা উচিত; **যাত্রা-অর্থম্**—জীবন ধারণের জন্য; **বা**—অথবা; **অধনঃ**—যার কোন ধন নেই; **ধনম্**—ধন; **অনীহা**—বাসনাশূন্য; **অনীহমানস্য**—যে ব্যক্তি তার জীবন ধারণের জন্য চেষ্টা করে না; **মহা-অহেঃ**—অজগর; **ইব**—সদৃশ; **বৃত্তিদা**—বিনা প্রচেষ্টায় জীবিকা প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মানুষ দরিদ্র হলেও, জীবন ধারণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত নয় অথবা বিখ্যাত ধর্মবিৎ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অজগর যেমন এক স্থানে অবস্থান করে, জীবন ধারণের চেষ্টা না করেও আহার প্রাপ্ত হয়, তেমনই নিষ্কাম ব্যক্তিও বিনা প্রচেষ্টায় তাঁর জীবিকা প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন করা। জীবন ধারণের জন্যও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়। অজগরের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এখানে তা বোঝানো হয়েছে। অজগর এক স্থানে পড়ে থাকে, কোথাও যায় না এবং তার জীবন ধারণের জন্য সে কোন চেষ্টাও করে না, তবুও ভগবানের কৃপায় তার জীবিকা নির্বাহ হয়। নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮), *তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদঃ*—মানুষের কর্তব্য কেবল কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস করা। অন্য কিছু করার বাসনা করা উচিত নয়, এমন কি জীবিকা অর্জনের জন্যও নয়। এই মনোভাবের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, মাধবেন্দ্র পুরী কারও কাছে অন্ন ভিক্ষা করতেন না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলেছেন, *কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্*। ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে মানুষ কেন ভিক্ষা করতে যাবে? পক্ষান্তরে, মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা, এবং তিনি সব কিছু দেবেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের, তা তিনি গৃহস্থ হোন বা সন্ন্যাসীই হোন, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের চেষ্টা করা, তা হলে তাঁর সমস্ত আবশ্যকতাগুলি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ করবেন। এই সম্পর্কে আজগর-বৃত্তি অত্যন্ত অনুকূল। কেউ যদি অত্যন্ত দরিদ্রও হন, তবুও তাঁর কর্তব্য হচ্ছে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা না করে, কেবল কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৬

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্ ।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ ॥ ১৬ ॥

সন্তুষ্টস্য—কৃষ্ণভাবনায় যিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **নিরীহস্য**—যিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা করেন না; **স্ব**—নিজের; **আত্মারামস্য**—আত্মারামের; **যৎ**—যা; **সুখম্**—সুখ; **কুতঃ**—কোথায়; **তৎ**—সেই প্রকার সুখ; **কাম-লোভেন**—কাম এবং লোভের দ্বারা প্রভাবিত; **ধাবতঃ**—যে ব্যক্তি ইতস্তত ধাবিত হয়; **অর্থ-ঈহয়া**—ধন সংগ্রহের বাসনায়; **দিশঃ**—সর্বদিকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, এবং যিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বান্তর্যামী ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তিনি জীবিকা অর্জনের কোন রকম প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। কাম এবং লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে ব্যক্তি ধন সংগ্রহের বাসনায় ইতস্তত ধাবিত হয়, সে কি কখনও সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে?

শ্লোক ১৭

সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ শিবময়া দিশঃ ।
শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎপদঃ শিবম্ ॥ ১৭ ॥

সদা—সর্বদা; **সন্তুষ্ট-মনসঃ**—আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির; **সর্বাঃ**—সব কিছু; **শিব-ময়াঃ**—মঙ্গলময়; **দিশঃ**—সর্বদিকে; **শর্করা**—পাথরকুচি থেকে; **কণ্টক-আদিভ্যঃ**—এবং কাঁটা ইত্যাদি থেকে; **যথা**—যেমন; **উপানৎ-পদঃ**—পাদুকা পরিহিত ব্যক্তির; **শিবম্**—নিরাপদ (মঙ্গলময়)।

অনুবাদ

পাদুকা পরিহিত ব্যক্তির যেমন পাথরকুচি এবং কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির কোন ক্লেশ হয় না; বস্তুতপক্ষে তিনি সর্বদাই সুখ অনুভব করেন।

শ্লোক ১৮

**সন্তুষ্টঃ কেন বা রাজন্ ন বর্তেতাপি বারিণা ।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যকার্পণ্যাদ্ গৃহপালায়তে জনঃ ॥ ১৮ ॥**

সন্তুষ্টঃ—যিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত; **কেন**—কেন; **বা**—অথবা; **রাজন্**—হে রাজন্; **ন**—না; **বর্তেত**—সুখে বাস করা উচিত; **অপি**—ও; **বারিণা**—জল পান করে; **ঔপস্থ্য**—উপস্থের ফলে; **জৈহ্ব্য**—এবং জিহ্বা; **কার্পণ্যাৎ**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার ফলে; **গৃহ-পালায়তে**—সে একটি গৃহপালিত কুকুরের মতো হয়ে যায়; **জনঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে রাজন্, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি কেবল একটু জল পান করেই সুখে থাকতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়, বিশেষ করে জিহ্বা এবং উপস্থের দ্বারা, তাকে অবশ্যই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গৃহপালিত কুকুরের পদ গ্রহণ করতে হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ বা সংস্কৃতি-সম্পন্ন কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি তাঁর জীবন ধারণের জন্য, বিশেষ করে তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কখনও অন্য কারও দাসত্ব গ্রহণ করেন না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁর যদি আহার্য না থাকে, তা হলে তিনি কেবল একটু জল পান করেই সন্তুষ্ট থাকেন। এটি অভ্যাসের ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশত, আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে কিভাবে সন্তুষ্ট হতে হয়, সেই শিক্ষা কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভক্ত সর্বদাই সন্তুষ্ট, কারণ তিনি তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করেন এবং দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কথা চিন্তা করেন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সন্তোষ। ভক্ত কখনও জিহ্বা এবং উপস্থের বেগের দ্বারা পরিচালিত হন না, এবং তাই তিনি জড়া প্রকৃতির আইনের দ্বারা দণ্ডিত হন না।

শ্লোক ১৯

**অসন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য তেজো বিদ্যা তপো যশঃ ।
স্রবন্তীন্দ্রিয়লৌল্যেন জ্ঞানং চৈবাবকীর্যতে ॥ ১৯ ॥**

অসন্তুষ্টস্য—অসন্তুষ্ট ব্যক্তির; **বিপ্রস্য**—এই প্রকার ব্রাহ্মণের; **তেজঃ**—তেজ; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তপঃ**—তপস্যা; **যশঃ**—যশ; **স্রবন্তি**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **লৌল্যেন**—লোভের ফলে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবকীর্যতে**—ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

যে ভক্ত বা ব্রাহ্মণ আত্মতৃপ্ত নয়, তার আধ্যাত্মিক বল, বিদ্যা, তপস্যা এবং যশ ইন্দ্রিয় লোলুপতার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তার জ্ঞানও ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ২০

কামস্যান্তং হি ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াৎ ।
জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বা ভুক্ত্বা দিশো ভুবঃ ॥ ২০ ॥

কামস্য—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অথবা দেহের জরুরী প্রয়োজনের বাসনার; **অন্তম্**—শেষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষুৎ-তৃড্‌ভ্যাম্**—যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অথবা তৃষ্ণার্ত; **ক্রোধস্য**—ক্রোধের; **এতৎ**—এই; **ফল-উদয়াৎ**—তিরস্কার করার ফলে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **যাতি**—অতিক্রম করেন; **ন**—না; **লোভস্য**—লোভ; **জিত্বা**—জয় করে; **ভুক্ত্বা**—উপভোগ করে; **দিশঃ**—সর্বদিক; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি যখন আহার করে, তখন তার দেহের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন অবশ্যই তৃপ্ত হয়। তেমনই, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ তিরস্কার এবং তার ফলের দ্বারা শান্ত হয়। কিন্তু লোভী সকল দিক জয় করে অথবা সারা পৃথিবী ভোগ করেও তুষ্ট হতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/৩৭) বলা হয়েছে যে কাম, ক্রোধ এবং লোভ বদ্ধ জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। *কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।* ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবল বাসনা যখন পূর্ণ না হয়, তখন মানুষ ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের শান্তি হয় শত্রুকে দণ্ডদান করার মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের পরম শত্রু রজোগুণোদ্ভূত লোভ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে পারে না। কেউ

যদি কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অত্যন্ত লোভী হয়, সেটি অবশ্য একটি মস্ত বড় আশীর্বাদ। *তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্*। সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

শ্লোক ২১

পণ্ডিতা বহবো রাজন্ বহুজ্ঞাঃ সংশয়চ্ছিদঃ ।
সদসস্পতয়োঽপ্যেকে অসন্তোষাৎ পতন্ত্যধঃ ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ; **বহবঃ**—বহু; **রাজন্**—হে রাজন্ (যুধিষ্ঠির); **বহুজ্ঞাঃ**—বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ; **সংশয়চ্ছিদঃ**—আইন সংক্রান্ত উপদেশ প্রদানে দক্ষ; **সদসঃ পতয়ঃ**—বিদ্বৎ সভায় সভাপতিত্ব করার যোগ্য; **অপি**—ও; **একে**—একটি অযোগ্যতার ফলে; **অসন্তোষাৎ**—কেবল অসন্তোষ বা লোভের ফলে; **পতন্তি**—অধঃপতিত হয়; **অধঃ**—নরকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পণ্ডিত, সংশয়চ্ছেত্তা, বিদ্বান এবং বিদ্বৎ সভায় সভাপতিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তিও তাঁদের নিজেদের পদে সন্তুষ্ট না হওয়ার ফলে নারকীয় জীবনে অধঃপতিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানুষের জাগতিক দিক দিয়েও সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ কেউ যদি জাগতিক দিক দিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তা হলে জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য লোভের ফলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হবে। দুটি দোষ সমস্ত সদ্‌গুণকে নষ্ট করে দেয়। একটি হচ্ছে দারিদ্র্য এবং অন্যটি হচ্ছে লোভ। *দরিদ্রদোষো গুণরাশিনাশী*—দারিদ্র্য সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট করে দেয়। তেমনই, কেউ যদি অত্যন্ত লোভী হয়, তা হলেও তার সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব তার সমাধান হচ্ছে, দারিদ্র্যগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং কখনও লোভী হওয়া উচিত নয়। অতএব ভক্তের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ হচ্ছে, জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলি পূর্ণ করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাই ভক্তিমার্গের মহাজনেরা অধিক মঠ-মন্দির না বানাবার উপদেশ দেন। এই প্রকার কার্যকলাপ কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে অভিজ্ঞ ভক্তদেরই গ্রহণ করা

উচিত। দক্ষিণ ভারতের সমস্ত আচার্যেরা, বিশেষ করে শ্রীরামানুজাচার্য বহু বড় বড় মন্দির তৈরি করেছেন, এবং উত্তর ভারতে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও গৌড়ীয় মঠ নামক বড় বড় মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে দোষ নেই, যদি কৃষ্ণভক্তির প্রচারকার্য যথাযথভাবে চলতে থাকে। যদিও এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে লালসাপূর্ণ বলে মনে করাও হয়, কিন্তু এই লোভ শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, এবং তাই এগুলি চিন্ময় কার্যকলাপ।

শ্লোক ২২

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥ ২২ ॥

অসঙ্কল্পাৎ—সঙ্কল্পের দ্বারা; **জয়েৎ**—জয় করা উচিত; **কামম্**—কামবাসনা; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **কাম-বিবর্জনাৎ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ করার দ্বারা; **অর্থ**—ধন-সংগ্রহ; **অনর্থ**—দুঃখের কারণ; **ঈক্ষয়া**—বিবেচনা করার দ্বারা; **লোভম্**—লোভ; **ভয়ম্**—ভয়; **তত্ত্ব**—সত্য; **অবমর্শনাৎ**—বিচার করার দ্বারা।

অনুবাদ

সঙ্কল্পপূর্বক পরিকল্পনা করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। তেমনই, হিংসা বর্জনের দ্বারা ক্রোধ, ধন সঞ্চয়ের অনর্থতা দর্শনের দ্বারা লোভ এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভয় বর্জন করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কামবাসনা জয় করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, মানুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের চিন্তা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কারণ সেই চিন্তা স্বাভাবিক; এমন কি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বহু স্ত্রীলোকের দর্শন হয়, এবং তখন তাদের কথা চিন্তা না করে থাকা যায় না। কিন্তু, কেউ যদি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস না করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে স্ত্রীদর্শন হলেও কামের উদয় হবে না। কেউ যদি মৈথুন ত্যাগ করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই কামবাসনা জয় করতে পারবেন। সেই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কোন বিশেষ দিনে উপবাস করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে ক্ষুধার্ত হলেও তিনি

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার কাতরতা জয় করতে পারেন। কেউ যদি কারও প্রতি হিংসা না করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই ক্রোধ জয় করতে পারেন। তেমনই, ধন রক্ষা করা যে কত কঠিন, তা বিচার করার দ্বারা ধন সংগ্রহের বাসনা বর্জন করা সম্ভব। কারও কাছে যদি অনেক নগদ টাকা থাকে, তা হলে সেই টাকা সামলে রাখার জন্য তার সর্বদা উদ্বেগ হয়। এইভাবে কেউ যদি ধন সঞ্চয়ের অসুবিধা বিবেচনা করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর ব্যবসা ত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ২৩

আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া ।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥ ২৩ ॥

আন্বীক্ষিক্যা—জড়-জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিবেচনা করার দ্বারা; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—এবং মোহ; **দম্ভম্**—দম্ভ; **মহৎ**—বৈষ্ণব; **উপাসয়া**—সেবার দ্বারা; **যোগ-অন্তরায়ান্**—যোগমার্গের অন্তরায়; **মৌনেন**—মৌন অবলম্বনের দ্বারা; **হিংসাম্**—হিংসা; **কাম-আদি**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; **অনীহয়া**—প্রচেষ্টা ত্যাগ করার দ্বারা।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা শোক এবং মোহ, মহান ভক্তদের সেবার দ্বারা দম্ভ, মৌন অবলম্বনের দ্বারা যোগের অন্তরায়, এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা পরিত্যাগের দ্বারা হিংসা জয় করা যায়।

তাৎপর্য

পুত্রের মৃত্যু হলে শোক এবং মোহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃত পুত্রের জন্য ক্রন্দন করা স্বাভাবিক। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* শ্লোক বিবেচনা করার দ্বারা সেই শোক জয় করা যায়।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।

আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, সুতরাং যার জন্ম হয়েছে তাকে কোন না কোন সময় তার বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করতে হবে, এবং তারপর তাকে আবার অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে হবে। অতএব শোক করার

কোন কারণ নেই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*—যিনি ধীর, যিনি তত্ত্বদর্শন করার ফলে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি কখনও আত্মার দেহান্তরে শোকগ্রস্ত হন না।

শ্লোক ২৪

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা ।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥ ২৪ ॥

কৃপয়া—অন্য জীবদের প্রতি দয়ালু হওয়ার দ্বারা; **ভূতজম্**—অন্য জীবদের কারণে; **দুঃখম্**—দুঃখ; **দৈবম্**—দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করা প্রয়োজন; **সমাধিনা**—ধ্যান অথবা সমাধির দ্বারা; **আত্মজম্**—দেহ এবং মন জাত দুঃখ; **যোগ-বীর্যেণ**—হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **সত্ত্ব-নিষেবয়া**—সাত্ত্বিক বা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর বিকাশের দ্বারা।

অনুবাদ

সদাচার এবং অহিংসার দ্বারা অন্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ জয় করা উচিত। ধ্যান ও সমাধির দ্বারা দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ, এবং হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা দেহ ও মন জনিত দুঃখ জয় করা উচিত। তেমনই, সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা, বিশেষ করে আহারের মাধ্যমে নিদ্রা জয় করা উচিত।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য এমনভাবে আহার করা, যাতে অন্য জীবদের দুঃখ এবং বেদনা না হয়। কেউ আমাকে আঘাত করলে অথবা হত্যা করলে যেহেতু আমার কষ্ট হয়, তাই আমারও কর্তব্য অন্য জীবদের আঘাত না দেওয়া অথবা হত্যা না করা। মানুষ জানে না যে, অসহায় প্রাণীদের হত্যা করার ফলে, জড়া প্রকৃতির নিয়মে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যে সমস্ত দেশে মানুষেরা অকারণে পশুহত্যা করছে, তাদের জড়া প্রকৃতির নিয়মে যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী আদির প্রভাবে দুঃখভোগ করতে হবে। তাই নিজের কষ্টের সঙ্গে অন্য জীবদের কষ্টের তুলনা করে সমস্ত জীবদের প্রতি দয়ালু হওয়া মানুষের কর্তব্য। দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখকে এড়ানো যায় না, তাই সেই প্রকার দুঃখ যখন আসে, তখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হওয়া উচিত। দেহ এবং মন জাত দুঃখ হঠযোগ অভ্যাসের দ্বারা জয় করা যায়।

শ্লোক ২৫

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বং চোপশমেন চ ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥ ২৫ ॥

রজঃ তমঃ—রজ এবং তমোগুণ; **চ**—এবং; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **চ**—ও; **উপশমেন**—আসক্তি ত্যাগ করার দ্বারা; **চ**—এবং; **এতৎ**—এই সব; **সর্বম্**—সমস্ত; **গুরৌ**—শ্রীগুরুদেবকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে সেবা করার দ্বারা; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **জয়েৎ**—জয় করতে পারে।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা রজ এবং তমোগুণকে জয় করা কর্তব্য, এবং তারপর ঔদাসীন্যের দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করে, শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার দ্বারা তা অনায়াসে সম্ভব হয়। এইভাবে প্রকৃতির গুণের প্রভাব জয় করা যায়।

তাৎপর্য

রোগের মূল কারণের শুশ্রূষা করার দ্বারা যেমন দৈহিক বেদনা এবং ক্লেশ জয় করা যায়, তেমনই, কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগুরুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তিনি অনায়াসে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রভাব জয় করতে পারেন। যোগী এবং জ্ঞানীরা নানাভাবে ইন্দ্রিয় জয় করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ ভগবানের কৃপা লাভ করেন। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো।* শ্রীগুরুদেব যদি প্রসন্ন হন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের কৃপা লাভ হবে, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতের সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রভাব জয় করে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্ত হয়ে শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬

যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ২৬ ॥

যস্য—যাঁর; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবতি**—ভগবান; **জ্ঞান-দীপ-প্রদে**—জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা যিনি আলোক প্রদান করেন; **গুরৌ**—শ্রীগুরুদেবকে; **মর্ত্য-অসৎ-ধীঃ**—শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে প্রতিকূল মনোবৃত্তি পোষণ করে; **শ্রুতম্**—বৈদিক জ্ঞান; **তস্য**—তার জন্য; **সর্বম্**—সব কিছু; **কুঞ্জর-শৌচ-বৎ**—হস্তীস্নানের মতো।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি দিব্য জ্ঞানরূপ দীপের আলো প্রদান করেন। তাই, যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, তার সর্বনাশ হয়। তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং জ্ঞান হস্তীস্নানের মতো ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ।* সমস্ত শাস্ত্রে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ।* আচার্যকে ভগবানেরই সমান বলে মনে করা উচিত। এই সমস্ত উপদেশ সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তা হলে তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য *বেদ* অধ্যয়ন এবং তপস্যা হস্তীস্নানের মতোই অর্থহীন। হাতি সরোবরে খুব ভাল করে স্নান করে, কিন্তু জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসা মাত্রই সে তার সারা শরীরে ধুলো ছিটায়। এইভাবে হস্তীস্নান অর্থহীন। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, যেহেতু গুরুদেবের আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, সুতরাং শিষ্যও যদি গুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তা হলে তাতে কি দোষ? তার উত্তর অবশ্য পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রনির্দেশ হচ্ছে যে, শ্রীগুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ পালন করা উচিত, কারণ তিনি প্রসন্ন হলে ভগবানও প্রসন্ন হন। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।*

শ্লোক ২৭

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ॥ ২৭ ॥

এষঃ—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **প্রধান**—প্রকৃতির মুখ্য কারণ; **পুরুষ**—সমস্ত জীবের অথবা পুরুষ অবতার শ্রীবিষ্ণুর; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—মহান যোগীদের দ্বারা; **বিমৃগ্য-অঙ্ঘ্রিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম, যা অন্বেষণীয়; **লোকঃ**—সাধারণ মানুষ; **যম্**—তাঁকে; **মন্যতে**—মনে করে; **নরম্**—একজন মানুষ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধান এবং পুরুষের ঈশ্বর। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ব্যাসদেব আদি যোগেশ্বরদেরও অন্বেষণীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে।

তাৎপর্য

শ্রীগুরুদেবকে জানার প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উদাহরণটি উপযুক্ত। শ্রীগুরুদেবকে বলা হয় *সেবক-ভগবান* এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *সেব্য-ভগবান*। শ্রীগুরুদেব উপাসক ভগবান, আর শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য ভগবান। শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এটিই পার্থক্য।

আর একটি তথ্য—*ভগবদ্‌গীতা* হচ্ছে ভগবানের বাণী, এবং শ্রীগুরুদেব তার কোন রকম পরিবর্তন না করে যথাযথভাবে তা প্রদান করেন। তাই পরমতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবে বর্তমান। ষড়বিংশতি শ্লোকে সেই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—*জ্ঞানদীপপ্রদে*। ভগবান সারা জগৎকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, এবং শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রতিনিধিরূপে সেই জ্ঞান সারা জগতে বহন করেন। অতএব, চিন্ময় স্তরে শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যান। তেমনই, ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের আত্মীয়-স্বজনেরা শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যান। শ্রীগুরুদেব ভগবানেরই সমান, এবং তাই যে ব্যক্তি পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁর অবশ্য কর্তব্য শ্রীগুরুদেবকে এইভাবে শ্রদ্ধা করা। এই উপলব্ধি থেকে যদি স্বল্পমাত্রায়ও বিচ্যুতি ঘটে, তা হলে শিষ্যের *বেদ* অধ্যয়ন এবং তপস্যার সর্বনাশ হতে পারে।

শ্লোক ২৮

ষড়্‌বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্বা নিয়মচোদনাঃ ।
তদন্তা যদি নো যোগানাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥ ২৮ ॥

ষট্‌-বর্গ—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই ছয়টি বর্গ; **সংযম-একান্তাঃ**—সংযমের চরম লক্ষ্য; **সর্বাঃ**—এই প্রকার সমস্ত কার্যকলাপ; **নিয়ম-চোদনাঃ**—ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করার অন্য সমস্ত বিধি; **তৎ-অন্তাঃ**—এই সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য; **যদি**—যদি; **নো**—না; **যোগান্**—ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থা; **আবহেয়ুঃ**—পরিচালিত করে; **শ্রম-আবহাঃ**—সময় এবং শ্রমের অপচয়।

অনুবাদ

ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, তপস্যা এবং যোগ সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, কিন্তু মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার পরেও সে যদি ভগবানের ধ্যান-ধারণা করতে না পারে, তা হলে তার এই সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে যে, গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ না হয়েও কেউ যোগ অভ্যাসের দ্বারা এবং বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, যোগ অভ্যাসের দ্বারা ভগবানের ধ্যানের স্তরে উন্নীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*—যোগের সিদ্ধি তখনই লাভ হয়, যখন ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করা যায়। বিভিন্ন অনুশীলনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম করা যেতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের ফলেই কেবল চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু, শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়-সংযমই নয়, ভগবানকেও উপলব্ধি করা যায়।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে মহাত্মাগণ ভগবান এবং শ্রীগুরুদেব উভয়ের প্রতিই পরম শ্রদ্ধা সমন্বিত, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/২৩) আরও বলা হয়েছে, *তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া* এবং *তরন্ত্যজ্ঞো*

ভবার্ণবম্। কেবল শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্বারা অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। তখন তিনি ভগবানকে দর্শন করে, তাঁর সান্নিধ্যে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হন। যোগের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা। সেই উদ্দেশ্য যদি সাধিত না হয়, তা হলে তথাকথিত যোগ অভ্যাস কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

শ্লোক ২৯

যথা বার্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি ।
অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পূর্তমিষ্টং তথাসতঃ ॥ ২৯ ॥

যথা—যেমন; **বার্তা-আদয়ঃ**—বৃত্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থাঃ**—(এই প্রকার বৃত্তি থেকে) আয়; **যোগস্য**—আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যোগশক্তির; **অর্থম্**—লাভ; **ন**—না; **বিভ্রতি**—সাহায্য করে; **অনর্থায়**—অর্থহীন (জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বেঁধে রাখে); **ভবেয়ুঃ**—তারা হয়; **স্ম**—সর্ব সময়ে; **পূর্তমিষ্টম্**—বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান; **তথা**—তেমনই; **অসতঃ**—অভক্তের।

অনুবাদ

পেশাদারি কার্যকলাপ অথবা ব্যবসা যেমন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে সাহায্য না করে কেবল জড় বন্ধনের কারণ হয়, তেমনই বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে ভগবদ্বিমুখ অভক্তের কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

কেউ যদি তার পেশার দ্বারা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অনেক ধন উপার্জন করে, তার অর্থ এই নয় যে, সে আধ্যাত্মিক উন্নতি করছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ধন-সম্পদ অর্জন থেকে ভিন্ন। যদিও জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক ধনে ধনী হওয়া, তবুও দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা বিপথে পরিচালিত হয়ে, সর্বদা জড়-জাগতিক ধনে ধনী হওয়ার চেষ্টা করছে। এই ধরনের বৈষয়িক কার্যকলাপ কিন্তু মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে না। পক্ষান্তরে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ মানুষকে বহু অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে, যার ফলে পুনরায় অধঃপতিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন অর্থাৎ উচ্চতর লোকে গমন করেন; রাজসিক ব্যক্তিগণ নরলোকে অবস্থান করেন; এবং তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করেন।" বিশেষ করে এই কলিযুগে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের অর্থ হচ্ছে অধঃপতিত হওয়া এবং নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি সৃষ্টিকারী অনর্থক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তাই, *জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা*—যেহেতু মানুষেরা জঘন্য গুণের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তাই পরবর্তী জীবনে তাদের পশু আদি অধঃপতিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন লোক-দেখানো ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্বোধ মানুষের বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে এই ধরনের লোক-দেখানো কার্যকলাপের ফলে কোন লাভ হয় না। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩০

যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ ॥ ৩০ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **চিত্ত-বিজয়ে**—মনকে জয় করে; **যত্তঃ**—যুক্ত; **স্যাৎ**—অবশ্যই হয়; **নিঃসঙ্গঃ**—দূষিত সঙ্গরহিত; **অপরিগ্রহঃ**—পরিবারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে; **একঃ**—একাকী; **বিবিক্ত-শরণঃ**—নির্জন স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করে; **ভিক্ষুঃ**—সন্ন্যাসী; **ভৈক্ষ্য**—কেবল দেহ ধারণের জন্য ভিক্ষা করে; **মিত-অশনঃ**—মিতাহারী।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তাঁর মনকে জয় করতে ইচ্ছুক, তাঁর অবশ্য কর্তব্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ ত্যাগ করে, দূষিত সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে নির্জন স্থানে বাস করা, এবং কেবল দেহ ধারণের জন্য মিতাহারী হয়ে, যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু ভিক্ষা করা।

তাৎপর্য

চিত্ত-চাঞ্চল্য জয় করার এটিই পন্থা। মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পরিবার ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বাস করতে, এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে দেহ ধারণের জন্য কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার করতে। এই পন্থা ব্যতীত কাম

জয় করা যায় না। সন্ন্যাস মানে হচ্ছে ভিক্ষুকের জীবন, যার ফলে মানুষ আপনা থেকেই কামবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে বিনীত এবং নম্র হয়। এই প্রসঙ্গে *স্মৃতিশাস্ত্রে* নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

দ্বন্দ্বাহতস্য গার্হস্থ্যং ধ্যানভঙ্গাদিকারণম্ ।
লক্ষয়িত্বা গৃহী স্পষ্টং সন্ন্যসেদবিচারয়ন্ ॥

দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জড় জগতে গৃহস্থ-জীবন ধ্যান ভঙ্গের বা আধ্যাত্মিক জীবন নাশের কারণ হয়। মানুষের কর্তব্য সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে নিঃসঙ্কোচে সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

শ্লোক ৩১

দেশে শুচৌ সমে রাজন্ সংস্থাপ্যাসনমাত্মনঃ ।
স্থিরং সুখং সমং তস্মিন্নাসীতর্জ্বঙ্গ ওমিতি ॥ ৩১ ॥

দেশে—স্থানে; **শুচৌ**—অত্যন্ত পবিত্র; **সমে**—সমতল; **রাজন্**—হে রাজন; **সংস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **আসনম্**—আসনের উপর; **আত্মনঃ**—নিজেকে; **স্থিরম্**—অত্যন্ত স্থির হয়ে; **সুখম্**—সুখে; **সমম্**—সমদর্শী হয়ে; **তস্মিন্**—সেই আসনে; **আসীতঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **ঋজু-অঙ্গঃ**—ঋজুকায় হয়ে; **ওঁ**—বৈদিক প্রণব মন্ত্র; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, যোগ অভ্যাস করার জন্য পবিত্র তীর্থস্থানে সমতল ক্ষেত্রে আসন স্থাপন করা উচিত, এবং ঋজুভাবে সুখে সেই আসনে উপবেশন-পূর্বক, চিত্ত স্থির করে বৈদিক প্রণব মন্ত্র জপ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

সাধারণত ওঁকার জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, কারণ মানুষ প্রথমে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত তত্ত্বজ্ঞানীরা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবান বলে সম্বোধন করেন।" যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে

বিশ্বাসের উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বিশেষবাদী যোগী হয়ে হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করার প্রবণতা থাকে (*ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*)। এখানে ওঁকার জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শুরুতে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার পরিবর্তে ওঁকার (প্রণব) জপ করা যেতে পারে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এবং ওঁকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ উভয়েই শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র শুরু হয় ওঁকার দিয়ে—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*। ওঁকার জপ করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র স্থান, আসন ইত্যাদির বিবেচনা না করে জপ করা যায়। স্থান এবং আসন সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/১১) বলা হয়েছে—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥

"যোগ অভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনের উপর মৃগচর্মের আসন, তার উপরে বস্ত্রাসন রেখে অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নিচ না করে, সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপনপূর্বক তাতে আসীন হবেন।" হরেকৃষ্ণ মন্ত্র স্থান, আসনের পন্থা ইত্যাদি নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি জপ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—*নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ*। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপে উপবেশনের স্থান সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। *নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ* বলতে বোঝায় দেশ, কাল, এবং পাত্র সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই স্থান, কাল এবং পাত্রের বিবেচনা না করে, যে কোন ব্যক্তি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারেন। বিশেষ করে এই কলিযুগে *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ অনুসারে উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে জপ করা যেতে পারে, এবং তার ফলে অচিরেই ফল লাভ করা যায়। এমন কি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা যায়। আসনে বসে জপ করার সময় দেহ ঋজু রাখা উচিত, তার ফলে জপ করতে সুবিধা হয়, তা না হলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৩২-৩৩

প্রাণাপানৌ সন্নিরুন্ধ্যাৎ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ।
যাবন্মনস্ত্যজেৎ কামান্ স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

যতো যতো নিঃসরতি মনঃ কামহতং ভ্রমৎ ।
ততস্তত উপাহৃত্য হৃদি রুন্ধ্যাচ্ছনৈর্বুধঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণ—যে বায়ু শরীরে প্রবেশ করে; **অপানৌ**—যে বায়ু শরীর থেকে নির্গত হয়; **সন্নিরুন্ধ্যাৎ**—নিরোধ করা উচিত; **পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ**—প্রশ্বাস, শ্বাস ধারণ এবং নিঃশ্বাসের দ্বারা, যা যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক এবং রেচক নামে পরিচিত; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **মনঃ**—মন; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা কর্তব্য; **কামান্**—সমস্ত জড় বাসনা; **স্ব**—নিজস্ব; **নাস-অগ্র**—নাসিকার অগ্রভাগ; **নিরীক্ষণঃ**—দৃষ্টিপাত করে; **যতঃ যতঃ**—যেখান থেকে যা কিছু; **নিঃসরতি**—প্রত্যাহার করে; **মনঃ**—মন; **কাম-হতম্**—কামের দ্বারা পরাভূত হয়ে; **ভ্রমৎ**—ভ্রমণ করে; **ততঃ ততঃ**—সেই স্থান থেকে; **উপাহৃত্য**—ফিরিয়ে নিয়ে এসে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **রুন্ধ্যাৎ**—(মনকে) অবরুদ্ধ করা উচিত; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারা; **বুধঃ**—বিজ্ঞ যোগী।

অনুবাদ

নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে অভিজ্ঞ যোগী পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে মনের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করবেন। মন যখনই কামের দ্বারা পরাভূত হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি ধাবিত হয়, যোগী তৎক্ষণাৎ তাকে আহরণ করে হৃদয়ের মধ্যে নিরুদ্ধ করবেন।

তাৎপর্য

যোগ অভ্যাসের পন্থা এখানে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যখন যথাযথভাবে এই যোগ অনুশীলন হয়, তখন হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানকে দর্শন হয়। কিন্তু, *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" ভক্ত ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা মাত্রই সিদ্ধ যোগী হয়ে যান, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে দর্শন করে ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন। এটি অনায়াসে যোগ অভ্যাস করার আর একটি পন্থা। ভগবান বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৬৫) কেউ যদি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে (*মন্মনা*) ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বোত্তম যোগীতে পরিণত হন। অধিকন্তু, ভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করা কঠিন নয়। দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ সাধারণ মানুষের পক্ষে যোগ অভ্যাস সহায়ক হতে পারে, কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অনায়াসে সিদ্ধ যোগীতে পরিণত হন।

শ্লোক ৩৪

এবমভ্যস্যতশ্চিত্তং কালেনাল্পীয়সা যতেঃ ।
অনিশং তস্য নির্বাণং যাত্যনিন্ধনবহ্নিবৎ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **অভ্যস্যতঃ**—এই যোগ অনুশীলনকারী ব্যক্তির; **চিত্তম্**—হৃদয়; **কালেন**—যথাসময়ে; **অল্পীয়সা**—অচিরে; **যতেঃ**—যোগ অভ্যাসকারী ব্যক্তির; **অনিশম্**—নিরন্তর; **তস্য**—তাঁর; **নির্বাণম্**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে নির্মল হওয়া; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **অনিন্ধন**—কাষ্ঠ এবং ধোঁয়াবিহীন; **বহ্নিবৎ**—অগ্নির মতো।

অনুবাদ

এইভাবে নিয়ত অভ্যাস করার ফলে যোগীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই ধূম্রবিহীন অগ্নির মতো স্থির এবং অবিচল হয়।

তাৎপর্য

নির্বাণ শব্দটির অর্থ সমস্ত জড় বাসনার নিবৃত্তি। কখনও কখনও এই বাসনাশূন্যতাকে মনের ক্রিয়ার সমাপ্তি বলে মনে করা হয়, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। জীবের ইন্দ্রিয় রয়েছে এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে জীব আর জীব থাকবে না; সে কাঠ বা পাথরের মতো হয়ে যাবে। সেটি কখনই সম্ভব নয়। জীব নিত্য এবং চেতন। যারা উন্নত চেতনা সমন্বিত নয়, তাদের জড় বাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ মনকে সংযত করার জন্য যোগ অভ্যাসের উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু কেউ যদি তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করেন, তা হলে অতি শীঘ্রই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন শান্ত হয়ে যায়। এই শান্তির বর্ণনা করে *ভগবদ্‌গীতায়* (৫/২৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরম ভোক্তা, সব কিছুর পরম ঈশ্বর এবং সকলের পরম বন্ধু বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তিনি সমস্ত জড় বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন। কিন্তু, যারা ভগবানকে জানতে পারে না, তাদের জন্যই যোগ অভ্যাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ ।
চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ ॥ ৩৫ ॥

কাম-আদিভিঃ—বিভিন্ন কাম-বাসনার দ্বারা; **অনাবিদ্ধম্**—প্রভাবিত না হয়ে; **প্রশান্ত**—শান্ত; **অখিল-বৃত্তি**—সর্বতোভাবে অথবা সমস্ত কার্যকলাপে; **যৎ**—যা; **চিত্তম্**—চেতনা; **ব্রহ্ম-সুখ-স্পৃষ্টম্**—নিত্য আনন্দের চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উত্তিষ্ঠেত**—বেরিয়ে আসতে পারে; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

চেতনা যখন আর কাম-বাসনার দ্বারা কলুষিত হয় না, তখন তা সমস্ত কার্যকলাপে প্রশান্ত হয়, কারণ তখন নিত্য আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। একবার সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টম্ ভগবদ্‌গীতাতেও (১৮/৫৪) বর্ণিত হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" সাধারণত, ব্রহ্মসুখের চিন্ময় স্তরে একবার উন্নীত হলে, আর জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হতে হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে রত

না হয়, তা হলে জড়-জাগতিক স্তরে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*—কেউ ব্রহ্ম-সুখের স্তরে উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে, সেই স্তর থেকেও জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৩৬

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ ॥ ৩৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **প্রব্রজ্য**—(চিন্ময় আনন্দে অধিষ্ঠিত হয়ে) চিরতরে বৈষয়িক জীবনের সমাপ্তি সাধন করে বনে গিয়ে; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **পূর্বম্**—প্রথমে; **ত্রি-বর্গ**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম; **আবপনাৎ**—যে ক্ষেত্রে তাদের বপন করা হয়েছে সেখান থেকে; **পুনঃ**—পুনরায়; **যদি**—যদি; **সেবেত**—গ্রহণ করে; **তান্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপ; **ভিক্ষুঃ**—সন্ন্যাসী; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বান্তাশী**—যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে; **অপত্রপঃ**—নির্লজ্জ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ভিত্তিস্বরূপ ধর্ম, অর্থ এবং কাম, এই ত্রিবর্গের ক্ষেত্র গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসে, তাকে বলা হয় বান্তাশী, বা যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে। সে অবশ্যই নির্লজ্জ।

তাৎপর্য

জড় কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ হয় বর্ণাশ্রম-ধর্মের দ্বারা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম ব্যতীত জড় কার্যকলাপ পাশবিক আচরণে পর্যবসিত হয়। মনুষ্য-জীবনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই বর্ণ এবং আশ্রমের বিধি পালন করার সময়েও মানুষকে চরমে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়, কারণ সন্ন্যাস-আশ্রমের দ্বারাই ব্রহ্মসুখে বা দিব্য আনন্দে অবস্থিত হওয়া যায়। ব্রহ্মসুখে আর কামের আকর্ষণ থাকে না। বস্তুতপক্ষে, যখন আর চিত্তের চাঞ্চল্য থাকে না, বিশেষ করে মৈথুনের বাসনা, তখন মানুষ সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্য হন। অন্যথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ যদি অপরিণত অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তা হলে তার নারীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কাম-বাসনার বশবর্তী হয়ে পুনরায় তথাকথিত গৃহস্থ হওয়ার

বা স্ত্রীলোকের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকার ব্যক্তি অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং তাকে বলা হয় বান্তাশী, অর্থাৎ যে নিজের বমি খায়। সে অবশ্যই এক অতি নিন্দনীয় জীবন-যাপন করে। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা উপদেশ দিই, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা যেন স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থাকে, যাতে পুনরায় কাম-বাসনার বশবর্তী হয়ে অধঃপতনের সম্ভাবনা না থাকে।

শ্লোক ৩৭

যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতোঽনাত্মা মর্ত্যো বিট্‌কৃমিভস্মবৎ ।
ত এনমাত্মসাৎ কৃত্বা শ্লাঘয়ন্তি হ্যসত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥

যৈঃ—যে সন্ন্যাসীদের দ্বারা; **স্ব-দেহঃ**—নিজের দেহ; **স্মৃতঃ**—বিবেচনা করে; **অনাত্মা**—আত্মা থেকে ভিন্ন; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল; **বিট্**—বিষ্ঠা; **কৃমি**—কৃমি; **ভস্মবৎ**—অথবা ভস্ম হয়ে; **তে**—সেই ব্যক্তিরা; **এনম্**—এই দেহ; **আত্মসাৎ কৃত্বা**—পুনরায় আত্মা বলে মনে করে; **শ্লাঘয়ন্তি**—অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ বলে তাঁর মহিমা কীর্তন করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসত্তমাঃ**—অত্যন্ত অসৎ ব্যক্তি।

অনুবাদ

যে সমস্ত সন্ন্যাসী দেহকে মরণশীল মনে করে, এবং চরমে দেহটি বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্মে পরিণত হবে বলে মনে করে, কিন্তু পুনরায় দেহের গুরুত্ব দিয়ে তাকে আত্মা বলে তার মহিমা কীর্তন করে, তারা সব চাইতে মূর্খ।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি, যিনি জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ব্রহ্ম হচ্ছে স্বয়ং আত্মা, দেহটি নয়। যিনি তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন, কারণ তিনি *অহং ব্রহ্মাস্মি* স্তরে স্থিত। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*। যিনি তাঁর দেহের প্রতিপালনের জন্য শোক করেন না অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি সমস্ত জীবকে আত্মারূপে দর্শন করেন, তিনি ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করতে পারেন। কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ না হয় এবং আত্মার ও দেহের পার্থক্য না বুঝে কৃত্রিমভাবে নিজেকে ব্রহ্ম বা নারায়ণ বলে মনে করে, তার পতন অবশ্যম্ভাবী (*পতন্ত্যধঃ*)। এই প্রকার ব্যক্তি পুনরায় দেহের প্রতি গুরুত্ব দেয়। ভারতবর্ষে বহু সন্ন্যাসী রয়েছে যারা দেহের অধিক গুরুত্ব দেয়, এবং তাদের কেউ কেউ দরিদ্রদের দেহের উপর বিশেষ

গুরুত্ব প্রদান করে তাদের দরিদ্র-নারায়ণ বলে মনে করে, যেন নারায়ণের দেহটি জড়। অন্য বহু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে দেহের সামাজিক স্থিতির গুরুত্ব দেয়। এই প্রকার সন্ন্যাসীরা সব চাইতে বড় মূর্খ (*অসত্তমাঃ*)। তারা নির্লজ্জ কারণ তারা জড় দেহ এবং চিন্ময় আত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি এবং তার পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শরীরকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করে। ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর। ব্রাহ্মণের শরীর ব্রাহ্মণ নয়, তেমনই দেহ ধনী নয়, দরিদ্রও নয়। দরিদ্র মানুষের শরীর যদি দরিদ্র-নারায়ণ হত, তা হলে ধনী ব্যক্তির শরীরও ধনী-নারায়ণ। তাই যে সন্ন্যাসীরা নারায়ণের অর্থ জানে না, যারা শরীরকে ব্রহ্ম বা নারায়ণ বলে মনে করে, তাদের এখানে *অসত্তমাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এই প্রকার সন্ন্যাসীরা দেহের সেবার বিবিধ কার্যক্রম তৈরি করে। তারা মানব-সমাজকে বিপথে চালিত করার জন্য তথাকথিত ধর্মীয় কার্যকলাপের কপট প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের এখানে *অপত্রপঃ* এবং *অসত্তমাঃ*—নির্লজ্জ এবং আধ্যাত্মিক জীবন থেকে অধঃপতিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৮-৩৯

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি ।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা ॥ ৩৮ ॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া ॥ ৩৯ ॥

গৃহস্থস্য—গৃহস্থের; **ক্রিয়া-ত্যাগঃ**—কর্তব্য কর্ম ত্যাগ; **ব্রত-ত্যাগঃ**—ব্রত এবং তপস্যা ত্যাগ; **বটোঃ**—ব্রহ্মচারীর; **অপি**—ও; **তপস্বিনঃ**—তপস্বীর জীবন অবলম্বনকারী বানপ্রস্থীর; **গ্রাম-সেবা**—গ্রামে বাস করে সেখানকার মানুষদের সেবা করা; **ভিক্ষোঃ**—ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণকারী সন্ন্যাসীর; **ইন্দ্রিয়-লোলতা**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি; **আশ্রম**—আধ্যাত্মিক জীবনের বিভাগ-রূপ আশ্রমের; **অপসদাঃ**—অত্যন্ত গর্হিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সমস্ত; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **আশ্রম-বিড়ম্বনাঃ**—বিভিন্ন আশ্রমের অনুকরণ করা এবং তার ফলে প্রতারণা; **দেব-মায়া-বিমূঢ়ান্**—যারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত; **তান্**—তাদের; **উপেক্ষেত**—বাস্তবিক নয় বলে বর্জন করা উচিত; **অনুকম্পয়া**—অনুকম্পার ফলে (প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দেওয়া)।

অনুবাদ

গৃহস্থের শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া ত্যাগ, গুরুর তত্ত্বাবধানে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন না করা, বানপ্রস্থাশ্রমীর গ্রামে বাস করে তথাকথিত সমাজ-সেবার কাজে যুক্ত হওয়া, এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে, সে আশ্রমের কলঙ্ক এবং আশ্রমস্থ অন্যের বিড়ম্বনাকারী। এই সমস্ত প্রতারকেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত, এবং তাদের যে কোন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত অথবা তাদের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক সম্ভব হলে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের মূল পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

তাৎপর্য

আমরা বার বার দৃঢ়তাপূর্বক বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্ম গ্রহণ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানব-সভ্যতা শুরু হয় না। যদিও গৃহস্থ-জীবনে যৌন সুখভোগের অনুমোদন রয়েছে, তবুও গৃহস্থ-জীবনের বিধিবিধান পালন না করে তা উপভোগ করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে বাস করা—*ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্‌*। ব্রহ্মচারী যদি শ্রীগুরুর তত্ত্বাবধানে না থাকে, বানপ্রস্থী যদি সামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত হয় অথবা সন্ন্যাসী যদি লোভী হয়ে তার রসনা তৃপ্তির জন্য মাছ, মাংস, ডিম আদি কুখাদ্য খায়, তা হলে তারা তাদের আশ্রমের কলঙ্ক এবং তাদের সঙ্গ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই প্রকার ব্যক্তিদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত, এবং যদি যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, তা হলে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা সেইভাবে ভ্রান্ত আচরণ না করে। তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে তাদের উপেক্ষা করাই শ্রেয়।

শ্লোক ৪০

আত্মানং চেদ্‌ বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ ।
কিমিচ্ছন্‌ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ ॥ ৪০ ॥

আত্মানম্‌—আত্মা এবং পরমাত্মা; **চেৎ**—যদি; **বিজানীয়াৎ**—জানতে পারে; **পরম্‌**—যাঁরা জড়া প্রকৃতির অতীত; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **ধুত-আশয়ঃ**—যিনি তাঁর চেতনাকে নির্মল করেছেন; **কিম্‌**—কি; **ইচ্ছন্‌**—জড় সুখ-সুবিধা বাসনা করে; **কস্য**—কার

জন্য; **বা**—অথবা; **হেতোঃ**—কি কারণে; **দেহম্**—জড় দেহ; **পুষ্ণাতি**—পালন-পোষণ করেন; **লম্পটঃ**—অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে।

অনুবাদ

মনুষ্য-শরীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবানকে জানা। তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে নির্মল হলে তাঁদের উভয়কেই জানা যায়। অতএব মূর্খ এবং লোভী ব্যক্তি কি কারণে এবং কার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তার দেহ ধারণ করছে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে, নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য দেহের পালন-পোষণে যত্নশীল, কিন্তু জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, দেহটি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই এই জড়া প্রকৃতির অতীত। মনুষ্য-জীবনে তা হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, বিশেষ করে সন্ন্যাসীর পক্ষে। যে সন্ন্যাসী আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কর্তব্য পরমাত্মার সঙ্গ করার মাধ্যমে আত্মার উন্নতি সাধনে রত হওয়া। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য জীবের উন্নতি সাধনের সহায়তা করে তাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা মানুষের কর্তব্য। কেউ যদি তার কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান না করে, তা হলে তার দেহ ধারণ করে কি লাভ? বিশেষ করে সন্ন্যাসী যদি কেবল সাধারণ উপায়ের দ্বারা দেহ ধারণের চেষ্টা না করে, অধিকন্তু মাংস এবং অন্যান্য জঘন্য বস্তু আহার করে, তবে সে একটি লম্পট—ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ লোভী। সন্ন্যাসীর জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের বেগ দমন করা অবশ্য কর্তব্য, যা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত জীবকে বিব্রত করে।

শ্লোক ৪১

আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি
হয়ানভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্ ।
বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণাং চ সূতং
সত্ত্বং বৃহদ্ বন্ধুরমীশসৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

আহুঃ—বলা হয়; **শরীরম্**—শরীর; **রথম্**—রথ; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **হয়ান্**—অশ্ব; **অভীষূন্**—লাগাম; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ঈশম্**—প্রভু; **বর্ত্মানি**—গন্তব্যস্থল; **মাত্রাঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ধিষণাম্**—বুদ্ধি; **চ**—এবং; **সূতম্**—সারথি; **সত্ত্বম্**—চেতনা; **বৃহৎ**—মহান; **বন্ধুরম্**—বন্ধন; **ঈশ**—ভগবানের দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

অধ্যাত্মবাদী জ্ঞানীরা ভগবানের সৃষ্ট শরীরটিকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করেন। ইন্দ্রিয়গুলি তার অশ্ব; ইন্দ্রিয়াধিপতি মন তার লাগাম; ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্তব্যস্থল; বুদ্ধি হচ্ছে সারথি; এবং সারা শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত চেতনা এই বন্ধনের কারণ।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে রত তার দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয় বার বার জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধনের কারণ। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত তার জন্য সেই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন মুক্তির কারণ হয়। সেই কথা *কঠোপনিষদে* (১/৩/৩-৪, ৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

আত্মা দেহরূপ রথের রথী, এবং এই রথের সারথি হচ্ছে বুদ্ধি। মন গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে অশ্ব, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিও এই কার্যের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে মানুষ *পরমং পদম্* অর্থাৎ জীবনের পরম লক্ষ্য শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হতে পারেন। বদ্ধ জীবনে দেহের চেতনা বন্ধনের কারণ, কিন্তু সেই চেতনাই যখন শ্রীকৃষ্ণ-চেতনায় রূপান্তরিত হয়, তখন তা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কারণ হয়।

অতএব মনুষ্য-শরীর দুভাবে ব্যবহার করা যায়—অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে অধঃপতিত হওয়ার জন্য অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথটি হচ্ছে *মহৎসেবা*—কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণ গ্রহণ করা। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ।* মুক্তির জন্য ভগবদ্ভক্তের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হয়, কারণ তিনি পূর্ণজ্ঞান প্রদান করতে পারেন। অন্যথায় *তমোদ্বারং যোষিতাং*

সঙ্গিসঙ্গম্—কেউ যদি সংসারের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে যেতে চায়, তা হলে সে স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করতে পারে (*যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্*)। *যোষিত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্ত্রী। যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, তারা স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত।

তাই বলা হয়েছে, *আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ*। দেহটি ঠিক রথ বা গাড়ির মতো যাতে করে জীব যে কোন স্থানে যেতে পারে। কেউ গাড়িটি খুব ভালভাবে চালাতে পারে, অথবা খেয়ালখুশি মতো চালাতে পারে, যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কেউ যদি অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন; তা না হলে তাকে আবার সংসার-চক্রে ফিরে আসতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যদি তাঁর সেই উপদেশ না শোনে, তা হলে সে কখনই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবে না—তাকে জড় জগতের দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)।

তাই অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবাদীর উপদেশ হচ্ছে যে, দেহটিকে যেন সর্বদা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয় (*স্বার্থগতিম্*)। প্রকৃত স্বার্থ বা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য *বেদান্তসূত্র, উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত, রামায়ণ* আদি বহু বৈদিক শাস্ত্র রয়েছে। এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিবৃত্তিমার্গ অনুশীলন করা কর্তব্য। তা হলে জীবন সার্থক হবে। দেহে যতক্ষণ চেতনা থাকে, ততক্ষণই তার গুরুত্ব। চেতনাবিহীন দেহ একটি জড় পিণ্ড মাত্র। তাই, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে চেতনাকে জড় চেতনা থেকে কৃষ্ণ-চেতনায় পরিবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের চেতনাই হচ্ছে তার জড় বন্ধনের কারণ, কিন্তু এই চেতনা যদি ভক্তিযোগের দ্বারা শুদ্ধ করা যায়, তখন সে ভারতীয়, আমেরিকান, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান আদি উপাধির নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*। মানুষের কর্তব্য এই সমস্ত উপাধি থেকে

মুক্ত হয়ে তার চেতনাকে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। তাই, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে, তখন তার জীবন নিশ্চিতরূপে সফল হয়।

শ্লোক ৪২

অক্ষং দশপ্রাণধর্মধর্মৌ
চক্রেঽভিমানং রথিনং চ জীবম্ ।
ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি
শরং তু জীবং পরমেব লক্ষ্যম্ ॥ ৪২ ॥

অক্ষম্—(রথের চাকার) অক্ষ; **দশ**—দশ; **প্রাণম্**—দেহাভ্যন্তরে প্রবাহিত দশ প্রকার বায়ু; **অধর্ম**—অধর্ম; **ধর্মৌ**—ধর্ম (চাকার উপর এবং নিচের দুই দিক); **চক্রে**—চক্রে; **অভিমানম্**—ভ্রান্ত পরিচয়; **রথিনম্**—রথী বা দেহী; **চ**—ও; **জীবম্**—জীব; **ধনুঃ**—ধনুক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **প্রণবম্**—বৈদিক মন্ত্র ওঁকার; **পঠন্তি**—বলা হয়; **শরম্**—তীর; **তু**—কিন্তু; **জীবম্**—জীব; **পরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **লক্ষ্যম্**—লক্ষ্য।

অনুবাদ

দেহাভ্যন্তরস্থ দশটি বায়ু সেই রথের চাকার অক্ষ, সেই চাকার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ ধর্ম এবং অধর্ম, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত জীব সেই রথের রথী, বৈদিক মন্ত্র প্রণব হচ্ছে ধনুক, শুদ্ধ জীব স্বয়ং বাণ এবং ভগবান হচ্ছেন লক্ষ্য।

তাৎপর্য

জড় দেহের অভ্যন্তরে সর্বদা দশটি বায়ু প্রবাহিত হয়। সেগুলি প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। এখানে রথের চাকার অক্ষের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে। প্রাণবায়ু সমস্ত জীবের কার্যকলাপের শক্তি, এবং এই কার্যকলাপ কখনও ধর্ম ও কখনও অধর্ম। তাই ধর্ম এবং অধর্ম সেই চাকার উপরিভাগ এবং নিম্নভাগ। জীব যখন ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, তখন তার লক্ষ্য হয় ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বদ্ধ জীবনে মানুষ বুঝতে পারে না যে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*। জীব তার জীবনের লক্ষ্য না জেনে, এই জড় জগতে সুখী হতে চায়। কিন্তু সে যখন শুদ্ধ হয়, তখন সে তার দেহাত্মবুদ্ধি এবং কোন বিশেষ

সম্প্রদায়, জাতি, সমাজ, পরিবার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভ্রান্ত উপাধি ত্যাগ করে (*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। তখন সে তার শুদ্ধ জীবনরূপ তীর গ্রহণ করে প্রণব বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ ধনুকের সাহায্যে নিজেকে ভগবানের প্রতি নিক্ষেপ করে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, 'ধনুক' এবং 'তীর' শব্দ দুটি যেহেতু এই শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে জীব ভগবানের শত্রু হয়েছে। কিন্তু, ভগবান যদি জীবের তথাকথিত শত্রুও হন, সেটি বীর রসের সম্পর্ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান যখন অর্জুনের রথের সারথ্য করছিলেন এবং ভীষ্মের বাণ যখন ভগবানের দেহ বিদ্ধ করছিল, সেটি বারোটি রসের একটি রস বা সম্পর্ক। বদ্ধ জীব যখন ভগবানের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, ভগবান তখন আনন্দিত হন, এবং জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, আধার-মীন বা চক্রের অভ্যন্তরস্থ মৎস্য অর্জুন যখন বিদ্ধ করেছিলেন, তখন তার ফলস্বরূপ তিনি দ্রৌপদীরূপ অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তেমনই, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ ধনুকের দ্বারা কেউ যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম বিদ্ধ করেন, তা হলে তাঁর সেই বীরত্বপূর্ণ ভক্তিময় কার্যের ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মহা সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্লোক ৪৩-৪৪

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোকমোহৌ ভয়ং মদঃ ।
মানোঽবমানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ ॥ ৪৩ ॥
রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্ত্বেবমাদয়ঃ ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৪ ॥

রাগঃ—আসক্তি; **দ্বেষঃ**—শত্রুতা; **চ**—ও; **লোভঃ**—লোভ; **চ**—ও; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—মোহ; **ভয়ম্**—ভয়; **মদঃ**—মদ; **মানঃ**—মান; **অবমানঃ**—অপমান; **অসূয়া**—পরদোষ-দর্শিতা; **চ**—ও; **মায়া**—প্রতারণা; **হিংসা**—হিংসা; **চ**—ও; **মৎসরঃ**—অসহিষ্ণুতা; **রজঃ**—রজোগুণ; **প্রমাদঃ**—প্রমাদ; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **শত্রবঃ**—শত্রু; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **এবম্ আদয়ঃ**—জীবনের এই প্রকার ধারণা; **রজঃ -তমঃ**—রজ এবং তমোগুণের ফলে; **প্রকৃতয়ঃ**—কারণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের ফলে; **প্রকৃতয়ঃ**—কারণ; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

বদ্ধ অবস্থায় মানুষের জীবন কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয়, এবং তার প্রকাশ হয় রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য, অসহিষ্ণুতা, প্রমাদ, ক্ষুধা ও নিদ্রার মাধ্যমে। এগুলি জীবের শত্রু। কখনও কখনও মানুষের ধারণা সত্ত্বগুণের দ্বারাও কলুষিত হয়।

তাৎপর্য

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, কিন্তু জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা বহু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়—কখনও রজোগুণ ও তমোগুণের মিশ্র প্রভাবের দ্বারা এবং কখনও সত্ত্বগুণের দ্বারা। জড় জগতে মানুষ লোকহিতৈষী, জাতীয়তাবাদী এবং জড়-জাগতিক বিচারে ভাল মানুষ হলেও, জীবনের এই সমস্ত ধারণাগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তা হলে শত্রুতা, লোভ, মোহ, শোক এবং জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি না জানি কত বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমাদের প্রকৃত স্বার্থ শ্রীবিষ্ণুরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হলে, এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অথবা শত্রুদের জয় করার জন্য আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই জড় জগতে ভাল মানুষ বা খারাপ মানুষ হওয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

এই জড় জগতে ভাল এবং মন্দ দুই-ই সমান, কারণ সেগুলি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত। এই জড় জগৎকে অতিক্রম করা অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।" (*ভগবদ্‌গীতা* ২/৪৫) *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান আরও বলেছেন, *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ*—কেউ যদি খুব ভাল মানুষ হয় অর্থাৎ কেউ যদি সত্ত্বগুণে অবস্থান করে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে। তেমনই, কেউ যদি রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা হলে সে এই পৃথিবীতে থাকতে পারে অথবা পশুজীবনে অধঃপতিত হতে পারে। কিন্তু

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" এটিই জীবনের চরম সিদ্ধি, এবং মনুষ্য-শরীর এই উদ্দেশ্য সাধনেরই জন্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/১৭) বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

মনুষ্য-শরীর একটি অত্যন্ত মূল্যবান নৌকা, এবং অজ্ঞান সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন সেই নৌকার কর্ণধার। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুকূল বায়ু। অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কর্ণধার, তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করা কর্তব্য, যাতে তাঁর কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়।

এখানে *অচ্যুতবলঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীগুরুদেব অবশ্যই তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ এবং তার ফলে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে শক্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*—প্রথমে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তারপর আপনা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার বল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে যথেষ্ট বল প্রাপ্ত হতে হবে। কারণ তার ফলে শত্রুকে জয় করার অস্ত্র লাভ করা যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল জ্ঞানরূপ তরবারি প্রাপ্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্বারা এবং তাঁর উপদেশ পালন করার দ্বারা সেই অস্ত্রটিকে শাণিয়ে নেওয়া কর্তব্য। তখন ভক্ত ভগবানের কৃপা লাভ করেন। সাধারণ যুদ্ধে শত্রুকে জয় করার জন্য মানুষকে তার রথ এবং অশ্বের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, এবং শত্রুকে জয় করার পর সে তার রথটি

ত্যাগ করে। তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য-শরীরটি রয়েছে, ততক্ষণ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করার জন্য সর্বতোভাবে তার ব্যবহার করা উচিত।

জ্ঞানের সিদ্ধি হচ্ছে চিন্ময় বা *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" নির্বিশেষবাদীদের মতো কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করার দ্বারা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫) ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত না হলে এবং শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ না হলে, পুনরায় অধঃপতিত হয়ে জড় শরীর ধারণ করার সম্ভাবনা থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

এখানে *তত্ত্বতঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'যথার্থভাবে'। *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা*। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে না পারলে, জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*—কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবার অবহেলা করে, তা হলে সে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতের

বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কেউ যদি ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ব্রহ্মপদও প্রাপ্ত হয়, তবুও ভক্তিবিহীন হওয়ার ফলে তার অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। পুনরায় জড় জগতের বন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার বিপদ সম্বন্ধে মানুষকে সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। তাঁর একমাত্র নিরাপত্তা হচ্ছে ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া, যেখান থেকে আর পতন হয় না। তখন মানুষ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পরম্পরায় সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া, কারণ তাঁর কৃপা এবং উপদেশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বল লাভ করা যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে রত হয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা যায়।

এই শ্লোকে *জ্ঞানাসিম্ অচ্যুতবলঃ* পদটি গুরুত্বপূর্ণ। *জ্ঞানাসিম্* অর্থাৎ জ্ঞানরূপ তরবারি যা শ্রীকৃষ্ণ দান করেন, এবং কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশরূপ তরবারিটি ধারণ করার জন্য শ্রীগুরুদেব এবং কৃষ্ণের সেবা করেন, তখন বলরাম তাঁকে বল প্রদান করেন। বলরাম হচ্ছেন নিত্যানন্দ। *ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হৈল নিতাই*। এই বল অর্থাৎ বলরাম—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আসেন এবং তাঁরা উভয়ে এতই কৃপাময় যে, এই কলিযুগে মানুষ অনায়াসে তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। তাঁরা আসেন বিশেষ করে এই কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য। *পাপী তাপী যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল*। তাঁদের অস্ত্র হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ করে বলরামের কৃপায় বল লাভ করা উচিত। তাই আমরা বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরামের পূজা করি। মুণ্ডক *উপনিষদে* (৩/২/৪) বলা হয়েছে—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্যাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

বলরামের কৃপা ব্যতীত জীবনের লক্ষ্য সাধন করা যায় না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন। *নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে*—কেউ যখন শ্রীবলরাম বা নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি অনায়াসে রাধা-কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করতে পারেন।

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ।

কেউ যদি নিতাই বলরামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়, তা হলে মহাপণ্ডিত অথবা জ্ঞানী অথবা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সেই সমস্ত সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বলরামের কাছে শক্তি সঞ্চয় করে কৃষ্ণভাবনামৃতের শত্রুদের জয় করা।

শ্লোক ৪৬

নোচেৎ প্রমত্তমসদিন্দ্রিয়বাজিসূতা
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিক্ষিপন্তি ।
তে দস্যবঃ সহয়সূতমমুং তমোঽন্ধে
সংসারকূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি ॥ ৪৬ ॥

নোচেৎ—যদি আমরা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ না করি, এবং বলরামের আশ্রয় গ্রহণ না করি; **প্রমত্তম্**—বেপরোয়া, অসাবধান; **অসৎ**—যা সর্বদা জড় চেতনার প্রতি উন্মুখ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়গুলি; **বাজি**—ঘোড়ার মতো; **সূতা**—সারথি (বুদ্ধি); **নীত্বা**—আনয়ন করে; **উৎপথম্**—জড় বাসনারূপী পথে; **বিষয়**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **দস্যুষু**—দস্যুদের হাতে; **নিক্ষিপন্তি**—নিক্ষিপ্ত হয়; **তে**—তারা; **দস্যবঃ**—দস্যুরা; **স**—সহ; **হয়-সূতম্**—অশ্ব এবং সারথি; **অমুম্**—তারা সকলে; **তমঃ**—অন্ধকার; **অন্ধে**—অন্ধ; **সংসার-কূপে**—সংসাররূপী কূপে; **উরু**—বিশাল; **মৃত্যু-ভয়ে**—মৃত্যুর ভয়; **ক্ষিপন্তি**—নিক্ষিপ্ত হয়।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে, কেউ যদি অচ্যুত এবং বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তা হলে তার অশ্বসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি এবং সারথিরূপী বুদ্ধি, উভয়েই জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হওয়ার প্রবণতার ফলে, অসাবধান দেহরূপ রথটিকে প্রবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাবে। এইভাবে যখন সে আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনরূপ বিষয়-দস্যুর দ্বারা পুনরায় আকৃষ্ট হয়, তখন সেই দস্যুরা অশ্ব এবং সারথি সহ তাকে সংসাররূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে, এবং সে তখন পুনরায় অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়।

তাৎপর্য

গৌর-নিতাই বা কৃষ্ণ-বলরামের কৃপা ছাড়া সংসারের অজ্ঞানরূপী অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব নয়। সেই তত্ত্বটি এখানে *নোচেৎ* শব্দটির দ্বারা

সূচিত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সর্বদাই সংসাররূপী অন্ধকূপে তাকে থাকতে হবে। জীবের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গৌর-নিতাই বা কৃষ্ণ-বলরামের থেকে বল সংগ্রহ করা। গৌর-নিতাইয়ের কৃপা ব্যতীত অজ্ঞানরূপী অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ১/২) উল্লেখ করা হয়েছে—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

যারা অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে সকলের উপর তাঁদের অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করার জন্য গৌড়ের দিগন্তে চন্দ্র এবং সূর্যের মতো একত্রে উদিত হয়েছেন, "আমি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এই জড় জগৎ অজ্ঞানের অন্ধকূপ। এই অন্ধকূপে পতিত আত্মার অবশ্য কর্তব্য গৌর-নিতাইয়ের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা, কারণ তার ফলে সে অনায়াসে এই জড় জগৎ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবে। তাঁদের শক্তি ব্যতীত, কেবল মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

শ্লোক ৪৭

প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্ ।
আবর্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেহমৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রবৃত্তম্—জড় সুখভোগের প্রবণতা; **চ**—এবং; **নিবৃত্তম্**—জড় সুখভোগ থেকে নিবৃত্তি; **চ**—এবং; **দ্বি-বিধম্**—দুই প্রকার; **কর্ম**—কর্ম; **বৈদিকম্**—বেদবিহিত; **আবর্ততে**—সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়; **প্রবৃত্তেন**—জড় সুখভোগের প্রবৃত্তির দ্বারা; **নিবৃত্তেন**—এই প্রকার কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার দ্বারা; **অশ্নুতে**—ভোগ করে; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন।

অনুবাদ

বেদবিহিত কর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নিম্নস্তরের জীবন থেকে উচ্চস্তরের জীবনে উন্নতি সাধন হয়, আর নিবৃত্তির দ্বারা জড় বাসনার নিবারণ হয়। প্রবৃত্তি কর্মের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন ভোগ করতে হয়, কিন্তু নিবৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৬/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ* —অভক্ত অসুরেরা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির পার্থক্য বুঝতে পারে না। তারা যা ইচ্ছা তাই করে। এই প্রকার মানুষেরা জড় প্রকৃতির কঠোর বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, এবং তাই তারা দায়িত্বহীন ও পুণ্যকর্ম করার পক্ষপাতী নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের পার্থক্য দেখে না। ভক্তি অবশ্য পাপ অথবা পুণ্যকর্মের উপর নির্ভর করে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"সমস্ত মানব-সমাজের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা চিন্ময় ভগবানে প্রেমময়ী সেবা লাভ হয়। এই প্রকার ভক্তি অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা হওয়া উচিত যার ফলে আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।" তা হলেও যারা পুণ্যবান, তাদের ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন*—হে অর্জুন, চার প্রকার পুণ্যবান ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়।" কেউ যদি কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়েও ভগবানের ভক্ত হন, তিনি পুণ্যবান, এবং যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছেন, তাই তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তির স্তর লাভ করবেন। তখন, ধ্রুব মহারাজের মতো তিনি ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন (*স্বামীন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*)। তাই কারও যদি জড় বিষয়ের প্রতি প্রবণতা থাকে, তা হলেও সে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের অথবা গৌর-নিতাইয়ের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে অচিরেই সে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হবে (*ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি*)। পাপ এবং পুণ্যকর্মের প্রতি প্রবণতা থেকে মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য পাত্র হয়।

শ্লোক ৪৮-৪৯

হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্ ।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যং পশুঃ সুতঃ ॥ ৪৮ ॥
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ ।
পূর্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥

হিংস্রম্—যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার প্রথা; **দ্রব্য-ময়ম্**—বহু উপকরণ সমন্বিত; **কাম্যম্**—অন্তহীন জড় বাসনায় পূর্ণ; **অগ্নি-হোত্র-আদি**—অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ; **অশান্তিদম্**—দুঃখপ্রদ; **দর্শঃ**—দর্শ নামক অনুষ্ঠান; **চ**—এবং; **পূর্ণমাসঃ**—পূর্ণমাস অনুষ্ঠান; **চ**—ও; **চাতুর্মাস্যম্**—চার মাস ব্যাপী ব্রত; **পশুঃ**—পশুবলি দেওয়ার প্রথা বা পশুযজ্ঞ; **সুতঃ**—সোমযজ্ঞ; **এতৎ**—এই সমস্ত; **ইষ্টম্**—লক্ষ্য; **প্রবৃত্ত-আখ্যম্**—প্রবৃত্ত নামক; **হুতম্**—বৈশ্বদেব নামক ভগবানের অবতার; **প্রহুতম্**—বলিহরণ নামক অনুষ্ঠান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **পূর্তম্**—জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য; **সুর-আলয়**—দেবতাদের জন্য মন্দির নির্মাণ; **আরাম**—পান্থশালা এবং উদ্যান; **কূপ**—কূপ খনন; **আজীব্য-আদি**—আহার এবং পানীয় বিতরণ; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

অগ্নিহোত্র-যজ্ঞ, দর্শ-যজ্ঞ, পূর্ণমাস-যজ্ঞ, চাতুর্মাস্য-যজ্ঞ, পশু-যজ্ঞ এবং সোম-যজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান পশুহত্যা এবং শস্য আদি মূল্যবান সামগ্রী দহন করার দ্বারা সম্পাদিত হয়, এবং সেই সবই জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এবং তার ফলে অশান্তিরই সৃষ্টি হয়। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈশ্বদেব পূজা এবং বলিহরণ অনুষ্ঠান, যেগুলিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়, এবং দেবালয় নির্মাণ, পান্থশালা এবং উদ্যান নির্মাণ, পানীয় জল বিতরণের জন্য কূপ খনন, খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যের অনুষ্ঠান—এই সবই জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তিরই লক্ষণ।

শ্লোক ৫০-৫১

দ্রব্যসূক্ষ্মবিপাকশ্চ ধূমো রাত্রিরপক্ষয়ঃ ।
অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধিবীরুধঃ ॥ ৫০ ॥
অন্নং রেত ইতি ক্ষ্মেশ পিতৃযানং পুনর্ভবঃ ।
একৈকশ্যেনানুপূর্বং ভূত্বা ভূত্বেহ জায়তে ॥ ৫১ ॥

দ্রব্য-সূক্ষ্ম-বিপাকঃ—অগ্নিতে আহুতি দেওয়া সামগ্রী, যথা ঘি মিশ্রিত শস্য; **চ**—এবং; **ধূমঃ**—ধোঁয়ায় পরিণত হয় বা ধোঁয়ার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **রাত্রিঃ**—রাত্রির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **অপক্ষয়ঃ**—কৃষ্ণপক্ষ; **অয়নম্**—সূর্যের ভ্রমণ পথের অধ্যক্ষ দেবতা; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ দিকে; **সোমম্**—চন্দ্র; **দর্শ**—প্রত্যাবর্তন; **ওষধি**—(ভূপৃষ্ঠে) উদ্ভিদ; **বীরুধঃ**—সাধারণ বনস্পতি (শোকের জন্ম); **অন্নম্**—অন্ন; **রেতঃ**—বীর্য; **ইতি**—এইভাবে; **ক্ষ্ম-ঈশ**—হে পৃথিবীপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পিতৃ-যানম্**—পিতার বীর্য

থেকে জন্ম গ্রহণ করার মার্গ; **পুনঃ-ভবঃ**—বারংবার; **এক-একশ্যেন**—একের পর এক; **অনুপূর্বম্**—ক্রমানুসারে; **ভূত্বা**—জন্মগ্রহণ করে; **ভূত্বা**—পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **জায়তে**—বৈষয়িক জীবন-যাপন করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, কেউ যখন ঘি মিশ্রিত শস্য, যথা যব ও তিল যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিরূপে নিবেদন করে, তখন তা দিব্য ধূমে পরিণত হয়, যা তাকে ধূমা, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চরমে চন্দ্রে নিয়ে যায়। তারপর যজ্ঞকর্তা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ওষধি, লতা এবং শস্যে পরিণত হয়। সেগুলি বিভিন্ন জীব আহার করার ফলে তা তাদের বীর্যে পরিণত হয়, যা স্ত্রীশরীরে প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে বার বার তার জন্ম হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

"প্রবৃত্তি মার্গ অনুসরণকারী স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার পর, পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসে। এইভাবে বৈদিক নিয়মের দ্বারা তারা কেবল ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়।" প্রবৃত্তি মার্গ অনুসরণ করে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী জীব নিয়মিতভাবে যজ্ঞ করে। কিভাবে সে ঊর্ধ্বে উন্নীত হয় এবং নিম্নে অধঃপতিত হয়, এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* এবং *ভগবদ্গীতায়* তার বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ*—"*বেদে* সাধারণত তিন গুণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।" *বেদে* বিশেষ করে *সাম, যজুঃ* এবং *ঋক্*, এই তিনটি *বেদে* উচ্চলোকে উন্নতি এবং সেখান থেকে ফিরে আসার বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ অতিক্রম করা কর্তব্য, তা হলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। তা না হলে, চন্দ্রলোক আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হলেও তাকে আবার ফিরে আসতে হবে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। পুণ্যকর্মের ফলে সুখভোগ করার পর যখন পুণ্যকর্ম শেষ হয়ে যায়, তখন আবার

এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। প্রথমে বৃষ্টির মাধ্যমে বৃক্ষ অথবা লতারূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন পশু এবং মানুষ তা আহার করে, এবং তার ফলে তা বীর্যে পরিণত হয়। এই বীর্য স্ত্রীশরীরে প্রবিষ্ট করানো হয়, এবং তার ফলে জীবের জন্ম হয়। যারা এইভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসে, তারা ব্রাহ্মণ আদি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরাও চাঁদে গিয়ে সেখানে থাকতে পারে না। তাদের গবেষণাগারে ফিরে আসতে হয়। অতএব কেউ আধুনিক যান্ত্রিক আয়োজনের দ্বারা অথবা পুণ্যকর্মের দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করলেও, তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। সেই কথা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং *ভগবদ্‌গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ যদি উচ্চতর লোকেও যায় (*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*), সেখানে তার স্থান স্থায়ী হয় না; তাকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—কেবল চন্দ্রলোকেই নয়, ব্রহ্মলোকে গেলেও তাকে আবার ফিরে আসতে হবে। *যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*—কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, তা হলে তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ৫২

নিষেকাদিশ্মশানান্তৈঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো দ্বিজঃ ।
ইন্দ্রিয়েষু ক্রিয়াযজ্ঞান্ জ্ঞানদীপেষু জুহ্বতি ॥ ৫২ ॥

নিষেক-আদি—জীবনের শুরু থেকে (গর্ভাধান সংস্কার); **শ্মশান-অন্তৈঃ**—মৃত্যুর সময়, যখন শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত করা হয়; **সংস্কারৈঃ**—সংস্কারের দ্বারা; **সংস্কৃতঃ**—পবিত্রীকৃত; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **ইন্দ্রিয়েষু**—ইন্দ্রিয়ে; **ক্রিয়া-যজ্ঞান্**—কার্যকলাপ এবং যজ্ঞ (যা মানুষকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করে); **জ্ঞান-দীপেষু**—প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার দ্বারা; **জুহ্বতি**—নিবেদন করে।

অনুবাদ

গর্ভাধান সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ (দ্বিজ) তাঁর পিতা-মাতার কৃপায় তাঁর দেহ প্রাপ্ত হন। এই গর্ভাধান থেকে শুরু করে জীবনের শেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত মানুষকে পবিত্র করার অন্য আরও সংস্কার রয়েছে। এইভাবে পবিত্র হওয়ার ফলে, যোগ্য ব্রাহ্মণ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হন, এবং পূর্ণজ্ঞানে ইন্দ্রিয়যজ্ঞে জ্ঞানাগ্নির আলোকে উদ্ভাসিত কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আগ্রহী, তাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। প্রবৃত্তি-মার্গ বা বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় জগতে থাকার প্রবণতা পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন, এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পূর্ণ ব্রহ্মণ্য জ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার পন্থা বর্জন করে নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করেন; অর্থাৎ, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। যারা ব্রাহ্মণ নয়, পক্ষান্তরে আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা প্রবৃত্তি-মার্গ অথবা নিবৃত্তি-মার্গ সম্বন্ধে কিছুই জানে না; তারা যে কোন উপায়েই হোক সুখভোগ করতে চায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই ভক্তদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য, প্রবৃত্তি-মার্গ ত্যাগ করে নিবৃত্তি-মার্গ গ্রহণ করার শিক্ষা দিচ্ছে। এটি বোঝা একটু কঠিন, কিন্তু নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করলে তা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কৃষ্ণভক্ত বুঝতে পারেন যে, কর্মকাণ্ডের পন্থা অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অনর্থক সময়ের অপচয় মাত্র, এবং কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে জ্ঞানকাণ্ডের পন্থা অবলম্বন করাও নিরর্থক। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর *প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায়* গেয়েছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

কর্মকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ড একটি বিষের ভাণ্ডের মতো, এবং কেউ যদি তা গ্রহণ করে, তা হলে তার সর্বনাশ হয়। কর্মকাণ্ড অবলম্বন করলে বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। তেমনই জ্ঞানকাণ্ডের পন্থা অবলম্বন করলে, পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়। ভগবানকে আরাধনার পন্থাই কেবল ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

শ্লোক ৫৩

ইন্দ্রিয়াণি মনস্যূর্মৌ বাচি বৈকারিকং মনঃ ।
বাচং বর্ণসমাম্নায়ে তমোঙ্কারে স্বরে ন্যসেৎ ।
ওঙ্কারং বিন্দৌ নাদে তং তং তু প্রাণে মহত্যমুম্ ॥ ৫৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ (কর্ম এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়); **মনসি**—মনে; **ঊর্মৌ**—সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গে; **বাচি**—বাণীতে; **বৈকারিকম্**—বিকারগ্রস্ত; **মনঃ**—মন; **বাচম্**—বাণী; **বর্ণ-সমাম্নায়ে**—বর্ণসমূহে; **তম্**—তা (সমস্ত বর্ণের সমূহ); **ওঙ্কারে**—ওঙ্কারের সংক্ষিপ্ত রূপে; **স্বরে**—শব্দতরঙ্গে; **ন্যসেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **ওঙ্কারম্**—ওঙ্কারকে; **বিন্দৌ**—ওঙ্কারের বিন্দুতে; **নাদে**—শব্দে; **তম্**—তা; **তম্**—তা (নাদ); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাণে**—প্রাণবায়ুতে; **মহতি**—ব্রহ্মে; **অমুম্**—জীব।

অনুবাদ

মন সর্বদা সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। তাই ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ মনকে নিবেদন করা উচিত, তারপর মনকে বাক্যে নিবেদন করা উচিত, বাক্যকে বর্ণসমুদয়ে, বর্ণসমুদয়কে ওঙ্কারে, ওঙ্কারকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাদে, নাদকে প্রাণে, তারপর অবশিষ্ট জীবকে ব্রহ্মে নিবেদন করা উচিত। এটিই যজ্ঞের পন্থা।

তাৎপর্য

মন সর্বদাই সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বারা বিক্ষুব্ধ। এই সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গের আঘাতে মন যেন আন্দোলিত হচ্ছে। জীব ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে জড় জগতের তরঙ্গে ভাসছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই তাঁর *গীতাবলীতে* গেয়েছেন—*মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই*। "হে মন, মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তুমি সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছ। কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও।" *জীব কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস, করলে ত' আর দুঃখ নাই*—আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মকে আমাদের চরম আশ্রয় বলে গ্রহণ করি, তা হলে আমরা এই মায়ার সমুদ্র থেকে রক্ষা পাব, যা নানাবিধ মানসিক এবং ইন্দ্রিয়জাত কার্যকলাপের মাধ্যমে সঙ্কল্প এবং বিকল্পের দ্বারা চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।" তাই আমরা যদি কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেদের সমর্পণ করি এবং সর্বদা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে থাকি, তা হলে

ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের আর কোন আয়োজন করতে হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্লোক ৫৪

অগ্নিঃ সূর্যো দিবা প্রাহ্নঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্ ।
বিশ্বোঽথ তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুর্য আত্মা সমন্বয়াৎ ॥ ৫৪ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; **সূর্যঃ**—সূর্য; **দিবা**—দিন; **প্রাহ্নঃ**—সন্ধ্যা; **শুক্লঃ**—শুক্লপক্ষ; **রাক**—পূর্ণিমা; **উত্তরম্**—সূর্যের উত্তরায়ণ; **স্বরাট্**—পরম ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা; **বিশ্বঃ**—স্থূল উপাধি; **অথ**—ব্রহ্মালোক, জড় ভোগের পরাকাষ্ঠা; **তৈজসঃ**—সূক্ষ্ম উপাধি; **প্রাজ্ঞঃ**—কারণরূপ উপাধির সাক্ষী; **তুর্যঃ**—দিব্য; **আত্মা**—আত্মা; **সমন্বয়াৎ**—প্রাকৃতিক পরিণামরূপে।

অনুবাদ

ঊর্ধ্বগামী জীব ক্রমশ অগ্নি, সূর্য, দিবা, সন্ধ্যা, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা, উত্তরায়ণ এবং তাদের দেবতাদের প্রাপ্ত হন। তারপর জীব যখন ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে তাঁর স্থূল জড় উপাধির সমাপ্তি হয়। তিনি তখন সূক্ষ্ম উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর সেই সূক্ষ্ম উপাধিকে কারণে লয় করে তিনি কারণ উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থা সাক্ষীরূপে দর্শন করেন। সেই কারণ উপাধি লয় করে তিনি তাঁর বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, যে অবস্থায় তিনি পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পরিচয় দর্শন করেন। এইভাবে জীব চিন্ময়ত্ব লাভ করেন।

শ্লোক ৫৫

দেবযানমিদং প্রাহুর্ভূত্বা ভূত্বানুপূর্বশঃ ।
আত্মযাজ্যুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ততে ॥ ৫৫ ॥

দেব-যানম্—দেবযান নামক ঊর্ধ্বগামী হওয়ার পন্থা; **ইদম্**—এই (পন্থায়); **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **ভূত্বা ভূত্বা**—বার বার জন্মগ্রহণ করে; **অনুপূর্বশঃ**—নিরন্তর;

আত্ম-যাজী—আত্ম-উপলব্ধির অভিলাষী; **উপশান্ত-আত্মা**—সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মস্থঃ**—আত্মায় অবস্থিত হয়ে; **ন**—না; **নিবর্ততে**—ফিরে আসে।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের এই পন্থা তাঁদের জন্য, যাঁরা যথার্থই পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। দেবযান নামক এই মার্গে বার বার জন্মগ্রহণ করার পর, মানুষ এই ক্রমোন্নতির স্তরগুলি প্রাপ্ত হন। যিনি আত্মস্থ হওয়ার ফলে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত, তাঁকে বার বার জন্ম-মৃত্যুর মার্গে বিচরণ করতে হয় না।

শ্লোক ৫৬

য এতে পিতৃদেবানাময়নে বেদনির্মিতে ।
শাস্ত্রেণ চক্ষুষা বেদ জনস্থোঽপি ন মুহ্যতি ॥ ৫৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতে**—(উপরোক্ত) এই মার্গে; **পিতৃ-দেবানাম্**—পিতৃযান এবং দেবযান নামক; **অয়নে**—এই মার্গে; **বেদ-নির্মিতে**—বেদে নির্দেশিত; **শাস্ত্রেণ**—নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **চক্ষুষা**—জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত চক্ষুর দ্বারা; **বেদ**—সম্পূর্ণরূপে অবগত; **জনস্থঃ**—দেহস্থ ব্যক্তি; **অপি**—যদিও; **ন**—কখনই না; **মুহ্যতি**—মোহাচ্ছন্ন হন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পিতৃযান এবং দেবযান মার্গ পূর্ণরূপে অবগত এবং বৈদিক জ্ঞানের প্রভাবে যাঁর চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, তিনি জড় শরীরে অবস্থান করলেও কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না।

তাৎপর্য

আচার্যবান্ পুরুষো বেদ—যিনি সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত হন, তিনি *বেদে* বর্ণিত প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত, কারণ তা অচ্যুত জ্ঞানের মান নির্ধারণ করে। *ভগবদ্‌গীতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *আচার্যোপাসনম্*—প্রকৃত জ্ঞানের জন্য আচার্যের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—আচার্যের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, কারণ তার ফলে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। মানুষ যখন শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পরিচালিত হন, তখন তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৫৭

আদাবন্তে জনানাং সদ্ বহিরন্তঃ পরাবরম্ ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচো বাচ্যং তমো জ্যোতিস্ত্বয়ং স্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

আদৌ—আদিতে; **অন্তে**—অন্তে; **জনানাম্**—সমস্ত জীবের; **সৎ**—সর্বদা বিদ্যমান; **বহিঃ**—বাইরে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **পর**—চিন্ময়; **অবরম্**—জড়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **বচঃ**—বাণী; **বাচ্যম্**—বাচ্য; **তমঃ**—অন্ধকার; **জ্যোতিঃ**—আলোক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অয়ম্**—এই (ভগবান); **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

যিনি সব কিছুর এবং সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে, আদিতে এবং অন্তে, ভোগ্য এবং ভোক্তা, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট, তিনিই পরম সত্য। তিনি সর্বদাই জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে, বাচক ও বাচ্যরূপে এবং অন্ধকার ও আলোকরূপে বর্তমান। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু।

তাৎপর্য

এখানে বৈদিক সূত্র *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *চতুঃশ্লোকী ভাগবতেও* এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *অহমেবাসমেবাগ্রে*—পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির শুরুতে ছিলেন। তিনি সৃষ্টির পরে বর্তমান থেকে সব কিছু পালন করেন, এবং প্রলয়ের পরে সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে—*প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্*। এইভাবে ভগবানই হচ্ছেন সব কিছু। বদ্ধ অবস্থায় আমাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু মুক্তির পূর্ণ অবস্থায় আমরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব-কারণের কারণ বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর শরীর সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তিনিই সব কিছুর আদি। তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১) এটিই জ্ঞানের পূর্ণতা।

শ্লোক ৫৮

আবাধিতোঽপি হ্যাভাসো যথা বস্তুতয়া স্মৃতঃ ।
দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তদ্বদর্থবিকল্পিতম্ ॥ ৫৮ ॥

আবাধিতঃ—প্রত্যাখ্যাত; **অপি**—যদিও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আভাসঃ**—প্রতিবিম্ব; **যথা**—যেমন; **বস্তুতয়া**—বাস্তবরূপে; **স্মৃতঃ**—স্বীকৃত; **দুর্ঘটত্বাৎ**—বাস্তবকে প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হওয়ার ফলে; **ঐন্দ্রিয়কম্**—ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান; **তদ্বৎ**—তেমনই; **অর্থ**—বাস্তব; **বিকল্পিতম্**—কল্পিত বা সন্দেহজনক।

অনুবাদ

দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্বকে মিথ্যা বলে মনে করা হলেও যেমন তার প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনই কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের দ্বারা বাস্তব বলে কিছু নেই, সেই কথা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা প্রমাণ করতে চায় যে, মীমাংসকদের বিচিত্রতার দর্শন মিথ্যা। নির্বিশেষবাদীদের বিবর্তবাদ সাধারণ রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত দেয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে, আমাদের দৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য দর্শন হয় তা মিথ্যা, ঠিক যেমন একটি রজ্জুকে সর্প বলে মনে করা মিথ্যা। কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন যে, রজ্জুতে সর্পের ধারণাটি মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু তা বলে সর্প মিথ্যা নয়; বাস্তবে সর্পের অভিজ্ঞতা রয়েছে বলেই রজ্জুতে সর্পের ধারণা মিথ্যা হলেও তিনি জানেন যে, বাস্তবে সর্প রয়েছে। তেমনই, এই বৈচিত্র্যময় জগৎ মিথ্যা নয়। এটি বৈকুণ্ঠলোক বা চিৎ-জগতের প্রতিবিম্ব।

দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্ব অন্ধকারে আলোক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই যথার্থ সূর্যের কিরণ না হলেও সূর্যের কিরণ ব্যতীত এই প্রতিবিম্ব অসম্ভব। তেমনই, চিৎ-জগতে যদি বৈচিত্র্য না থাকত, তা হলে এই জগতে বৈচিত্র্য অসম্ভব হত। মায়াবাদীরা সেই কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকেরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করেন যে, সূর্যকিরণ ব্যতীত আলোকের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মায়াবাদীরা তাদের বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা অনভিজ্ঞ শিশুদের কাছে প্রমাণ করতে পারে যে, এই জগৎ মিথ্যা, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত মানুষ ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই বৈষ্ণব বলেন, যে কোন উপায়েই হোক, শ্রীকৃষ্ণকে যেন স্বীকার করা হয়। (*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ*)।

আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিকভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হই, তখন সব কিছুই প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* (৭/১) বলেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।" কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর উপদেশের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার ফলে, নিঃসন্দেহে বাস্তবকে উপলব্ধি করা যাবে (*অসংশয়ং সমগ্রং মাম্*)। শ্রীকৃষ্ণের জড়া এবং পরা প্রকৃতি কিভাবে কাজ করছে, তা বোঝা যায়, এবং সব কিছু তাঁর মধ্যে বিরাজ করলেও তিনি যে কিভাবে সর্বত্র উপস্থিত, তাও বোঝা যায়। এই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন বৈষ্ণবদের পূর্ণ দর্শন। সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুকেই পূজা করতে হবে। মনোধর্মী জ্ঞান বাস্তব সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিন্দনীয়ভাবে তাদের অপূর্ণতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভগবান নেই এবং সব কিছুই ঘটছে প্রকৃতির নিয়মে, কিন্তু এই জ্ঞান অপূর্ণ, কারণ ভগবানের পরিচালনা ব্যতীত কোন কিছুই কার্যকরী হতে পারে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—*দুর্ঘটত্বাদর্থত্বেন পরমেশ্বরেণৈব কল্পিতম্*। সব কিছুরই পটভূমিতে রয়েছেন ভগবান বাসুদেব। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*। পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত মহাত্মারাই কেবল তা বুঝতে পারেন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

শ্লোক ৫৯

ক্ষিত্যাদীনামিহার্থানাং ছায়া ন কতমাপি হি।
ন সংঘাতো বিকারোঽপি ন পৃথঙ্ নান্বিতো মৃষা ॥ ৫৯ ॥

ক্ষিতি-আদিনাম্—ক্ষিতি আদি পঞ্চ-মহাভূতের; **ইহ**—এই জগতে; **অর্থানাম্**—সেই পঞ্চভূতের; **ছায়া**—প্রতিবিম্ব; **ন**—নয়; **কতমা**—তাদের মধ্যে কোন্‌টি; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **ন**—না; **সংঘাতঃ**—সমন্বয়; **বিকারঃ**—বিকার; **অপি**—যদিও; **ন পৃথক্**—ভিন্ন নয়; **ন অন্বিতঃ**—সমন্বিত নয়; **মৃষা**—এই সমস্ত মতবাদ নিতান্তই নিরর্থক।

অনুবাদ

এই জগতে পাঁচটি উপাদান রয়েছে—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ, কিন্তু শরীর সেগুলির প্রতিবিম্ব নয় অথবা সেগুলির সমন্বয় বা বিকারও নয়। যেহেতু শরীর এবং তার উপাদানগুলি পৃথক নয় অথবা সমন্বিত নয়, তাই এই সমস্ত মতবাদ নিতান্তই ভিত্তিহীন।

তাৎপর্য

অরণ্য অবশ্যই মাটির বিকার, কিন্তু একটি বৃক্ষ অন্য বৃক্ষের উপর নির্ভরশীল নয়; যদি একটি বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়, তার অর্থ এই নয় যে, অন্য বৃক্ষগুলিকেও কেটে ফেলা হল। অতএব অরণ্য বৃক্ষের সমন্বয় নয় এবং বৃক্ষের বিকারও নয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৪) সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিস্তার। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—ভগবানের বিবিধ শক্তি রয়েছে, যা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়। ভগবান এবং তাঁর শক্তি যুগপৎ বিরাজমান। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের শক্তি, তাই তিনি যুগপৎ সব কিছুর থেকে অভিন্ন আবার ভিন্নও। অতএব যে মতবাদ বলে যে, আত্মা জড় পদার্থের সমন্বয়, আত্মা জড় পদার্থের বিকার, অথবা দেহ আত্মার অংশ, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত মতবাদ ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত।

যেহেতু ভগবানের শক্তি যুগপৎ বিরাজমান, তাই ভগবানকে জানা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যদিও তিনি সব কিছু, তবুও তিনি সব কিছুতে উপস্থিত নন। ভগবানকে তাঁর আদি কৃষ্ণস্বরূপে আরাধনা করা উচিত। তিনি তাঁর বিবিধ শক্তির যে কোন একটিতে উপস্থিত থাকতে পারেন। আমরা যখন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের

আরাধনা করি, তখন আপাতদৃষ্টিতে শ্রীবিগ্রহকে পাথর বা কাঠ বলে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু ভগবানের জড় শরীর নেই, তাই তিনি পাথর অথবা কাঠ হতে পারেন না, তবুও পাথর এবং কাঠ তাঁর থেকে অভিন্ন। তাই কাঠ অথবা পাথর পূজা করলে কোন লাভ হয় না, কিন্তু পাথর এবং কাঠ যখন ভগবানের প্রকৃত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তাঁর সেই বিগ্রহ আরাধনা করে আমরা ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনে তা সমর্থিত হয়েছে, যা ব্যাখ্যা করে যে, ভগবান তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁর শক্তিরূপে যে কোন স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন।

শ্লোক ৬০

ধাতবোঽবয়বিত্বাচ্চ তন্মাত্রাবয়বৈর্বিনা ।
ন স্যুর্হ্যসত্যবয়বিন্যসন্নবয়বোঽন্ততঃ ॥ ৬০ ॥

ধাতবঃ—পঞ্চভূত; **অবয়বিত্বাৎ**—দৈহিক অবয়বের কারণ হওয়ার ফলে; **চ**—এবং; **তৎ-মাত্র**—ইন্দ্রিয়ের বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রস ইত্যাদি); **অবয়বৈঃ**—সূক্ষ্ম অবয়ব; **বিনা**—ব্যতীত; **ন**—না; **স্যুঃ**—বিদ্যমান থাকতে পারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসতি**—মিথ্যা; **অবয়বিনি**—শরীরের গঠনে; **অসন্**—অসৎ; **অবয়বঃ**—দেহের অঙ্গ; **অন্ততঃ**—অন্তে।

অনুবাদ

দেহ যেহেতু পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত, তাই সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ অবয়ব ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব যেহেতু দেহ মিথ্যা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিও স্বভাবতই মিথ্যা বা অনিত্য।

শ্লোক ৬১

স্যাৎ সাদৃশ্যভ্রমস্তাবদ্ বিকল্পে সতি বস্তুনঃ ।
জাগ্রৎস্বাপৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা ॥ ৬১ ॥

স্যাৎ—এইভাবে হয়; **সাদৃশ্য**—সাদৃশ্য; **ভ্রমঃ**—ভুল; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **বিকল্পে**—ভেদে; **সতি**—অংশ; **বস্তুনঃ**—বস্তু থেকে; **জাগ্রৎ**—জেগে; **স্বাপৌ**—নিদ্রায়; **যথা**—যেমন; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **তথা**—তেমনই; **বিধি-নিষেধতা**—বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা।

অনুবাদ

যখন কোন বস্তুকে তার অংশ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন তাদের সাদৃশ্য স্বীকার করা হলে তাকে ভ্রম বলা হয়। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সে জাগরণ এবং নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই প্রকার মানসিক অবস্থাতে বিধি-নিষেধ সমন্বিত শাস্ত্র-নির্দেশের ব্যবস্থা হয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগতে বহু বিধি-নিষেধ এবং শিষ্টাচার রয়েছে। জড় অস্তিত্ব যদি নশ্বর অথবা মিথ্যা হয়, তা হলে তার অর্থ এই নয় যে, চিৎ-জগৎও মিথ্যা। মানুষের জড় শরীর মিথ্যা বা নশ্বর বলে, ভগবানের শরীরও নশ্বর বা মিথ্যা নয়। চিন্ময় জগৎ সত্য, এবং জড় জগৎ আপাতদৃষ্টিতে চিৎ-জগতেরই মতো। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়, কিন্তু মরীচিকায় দৃষ্ট জল যদিও মিথ্যা, তার অর্থ এই নয় যে, বস্তুতপক্ষে জলের অস্তিত্ব নেই। জলের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু মরুভূমিতে নয়। তেমনই, এই জড় জগতে কোন কিছুই বাস্তব নয়, বাস্তব হচ্ছে চিৎ-জগৎ। ভগবানের রূপ এবং তাঁর ধাম—বৈকুণ্ঠলোকে গোলোক বৃন্দাবন—বাস্তব।

ভগবদ্‌গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর একটি প্রকৃতি রয়েছে যা বাস্তব। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতার* অষ্টম অধ্যায়ে (৮/১৯-২১) ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

“হে পার্থ, সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয়। আর একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর-জঙ্গম আদি সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না। সেই অব্যক্তকে ‘অক্ষর’ বলে এবং তা-ই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায়, তখন আর তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।” জড় জগৎ চিৎ-জগতের প্রতিবিম্ব। জড় জগৎ অনিত্য অথবা মিথ্যা, কিন্তু চিৎ-জগৎ নিত্য সত্য, বাস্তব।

শ্লোক ৬২

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ ।
বর্তয়ন্ স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ ॥ ৬২ ॥

ভাব-অদ্বৈতম্—জীবনের ধারণার একত্ব; **ক্রিয়া-অদ্বৈতম্**—কার্যকলাপের একত্ব; **দ্রব্য-অদ্বৈতম্**—বিভিন্ন দ্রব্যের একত্ব; **তথা**—এবং; **আত্মনঃ**—আত্মার; **বর্তয়ন্**—বিচার করে; **স্ব**—নিজস্ব; **অনুভূত্যা**—উপলব্ধি অনুসারে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **ত্রীন্**—তিন; **স্বপ্নান্**—জীবনের অবস্থা (জাগরণ, স্বপ্ন এবং নিদ্রা); **ধুনুতে**—ত্যাগ করে; **মুনিঃ**—দার্শনিক বা মননশীল ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভাব, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের অদ্বৈত (একত্ব) বিবেচনা করে এবং আত্মাকে সমস্ত কার্য এবং কারণ থেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করে, মুনি তাঁর উপলব্ধি অনুসারে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা পরিত্যাগ করবেন।

তাৎপর্য

ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত এবং দ্রব্যাদ্বৈত শব্দ তিনটি পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষকে জড় জগতের দার্শনিক জীবনের সমস্ত অদ্বৈততা ত্যাগ করতে হয়, এবং সিদ্ধি লাভের জন্য চিৎ-জগতের বাস্তবিক জীবনে অবস্থিত হতে হয়।

শ্লোক ৬৩

কার্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ ।
অবস্তুত্বাদ্ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

কার্য—কার্য; **কারণ**—কারণ; **বস্তু**—বস্তু; **ঐক্য**—ঐক্য; **দর্শনম্**—দর্শন; **পট**—বস্ত্র; **তন্তু**—সূত্র; **বৎ**—সদৃশ; **অবস্তুত্বাৎ**—চরমে অবাস্তব হওয়ার ফলে; **বিকল্পস্য**—পার্থক্যের; **ভাব-অদ্বৈতম্**—একত্বের ধারণা; **তৎ উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, কার্য ও কারণ এক এবং তাদের ভেদ বস্ত্রের তন্তু ও বস্ত্রকে ভিন্ন বলে মনে করার মতো চরমে অবাস্তব, তখন এই একত্বের বিচারকে বলা হয় ভাবাদ্বৈত।

শ্লোক ৬৪

যদ্ ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্বকর্মসমর্পণম্ ।
মনোবাক্তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

যৎ—যা; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **পরে**—পরম; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সর্ব**—সব কিছুর, **কর্ম**—কার্যকলাপ; **সমর্পণম্**—সমর্পণ; **মনঃ**—মন; **বাক্**—বাক্য; **তনুভিঃ**—এবং দেহের দ্বারা; **পার্থ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ক্রিয়া-অদ্বৈতম্**—ক্রিয়ার একত্ব; **তৎ উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির (পার্থ), যখন মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের সেবায় সমর্পণ করা হয়, তাকে ক্রিয়াদ্বৈত বলে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় সমর্পণ করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" আমরা যা করি, যা খাই, যা চিন্তা করি এবং যা কিছু পরিকল্পনা করি, তা যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারের জন্য হয়, তা হলে তা ক্রিয়াদ্বৈত। কৃষ্ণনাম কীর্তন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য কর্ম, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চিন্ময় স্তরে তা এক। কিন্তু এই অদ্বৈতের বিষয়ে আমাদের শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পরিচালিত হওয়া অবশ্য. কর্তব্য; আমাদের মনগড়া অদ্বৈতবাদ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬৫

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্বদেহিনাম্ ।
যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

আত্ম—নিজের; **জায়া**—পত্নী; **সুত-আদীনাম্**—এবং পুত্র; **অন্বেষাম্**—আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির; **সর্ব-দেহিনাম্**—অন্য সমস্ত জীবের; **যৎ**—যা কিছু; **স্ব-অর্থ-কাময়োঃ**—নিজের চরম স্বার্থ বা লাভের; **ঐক্যম্**—ঐক্য; **দ্রব্য-অদ্বৈতম্**—দ্রব্য অদ্বৈত; **তৎ উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যখন নিজের, পত্নীর, পুত্রের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং অন্য সমস্ত জীবদের স্বার্থ এক হয়, তাকে বলা হয় দ্রব্যাদ্বৈত।

তাৎপর্য

সমস্ত জীবের প্রকৃত স্বার্থ—জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেটিই নিজের, পত্নীর, সন্তানদের, শিষ্যের, বন্ধুর, আত্মীয়-স্বজনদের, দেশবাসীদের এবং সমস্ত মানব-সমাজের প্রকৃত স্বার্থ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজকে পথ প্রদর্শন করতে পারে এবং মানব-সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারে, যার ফলে সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, যাকে বলা হয় *স্বার্থগতিম্*। সকলেরই স্বার্থ হচ্ছেন বিষ্ণু, কিন্তু মানুষ যেহেতু তা জানে না (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*), তাই তারা তাদের মনগড়া সমস্ত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে সেই চরম স্বার্থের স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এই পন্থার নাম ভিন্ন হতে পারে কিন্তু লক্ষ্য এক, এবং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তা অনুসরণ করা। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ বিভিন্ন স্বার্থের কথা চিন্তা করছে, এবং অন্ধ নেতারা তাদের ভুল পথে পরিচালিত করছে। সকলেই নানা প্রকার জাগতিক প্রচেষ্টার দ্বারা পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষ যেহেতু জানে না পূর্ণ সুখ কি, তাই তারা বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি ধাবিত হয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

শ্লোক ৬৬

যদ্ যস্য বানিষিদ্ধং স্যাদ্ যেন যত্র যতো নৃপ ।
স তেনেহেত কার্যাণি নরো নান্যৈরনাপদি ॥ ৬৬ ॥

যৎ—যা কিছু; **যস্য**—মানুষের; **বা**—অথবা; **অনিষিদ্ধম্**—নিষিদ্ধ নয়; **স্যাৎ**—এমন হয়; **যেন**—যে উপায়ের দ্বারা; **যত্র**—যে স্থানে এবং সময়ে; **যতঃ**—যা থেকে;

নৃপ—হে রাজন্; **সঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **তেন**—এই প্রকার উপায়ের দ্বারা; **ঈহেত**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **কার্যাণি**—বিহিত কর্ম; **নরঃ**—মানুষ; **ন**—না; **অন্যৈঃ**—অন্য উপায়ের দ্বারা; **অনাপদি**—বিপদের অনুপস্থিতিতে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সাধারণ অবস্থায়, যখন কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না, তখন মানুষের কর্তব্য তার জীবনের স্তর অনুসারে অনিষিদ্ধ বস্তু, প্রচেষ্টা, উপায় এবং স্থানে তার বিহিত কার্যকলাপ সম্পাদন করা, অন্য কোন উপায়ে নয়।

তাৎপর্য

এই উপদেশ জীবনের সমস্ত স্তরের মানুষদের দেওয়া হয়েছে। সাধারণত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ, এগুলির দ্বারা সমাজ বিভক্ত। সকলেরই কর্তব্য তার পদ অনুসারে কর্ম করে, ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা, কারণ তার ফলে তার জীবন সফল হবে। এই উপদেশ নৈমিষারণ্যে দেওয়া হয়েছিল।

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩) সকলেরই কর্তব্য তার বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা। তখন সকলেই সুখী হবে।

শ্লোক ৬৭

এতৈরন্যৈশ্চ বেদোক্তৈর্বর্তমানঃ স্বকর্মভিঃ ।
গৃহেঽপ্যস্য গতিং যায়াদ্ রাজংস্তদ্ভক্তিভাঙ্ নরঃ ॥ ৬৭ ॥

এতৈঃ—এই পন্থার দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্য পন্থার দ্বারা; **চ**—এবং; **বেদোক্তৈঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **বর্তমানঃ**—পালন করে; **স্ব-কর্মভিঃ**—স্বধর্মের দ্বারা; **গৃহে অপি**—গৃহেও; **অস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **গতিম্**—গতি; **যায়াৎ**—লাভ করা যায়; **রাজন্**—হে রাজন্; **তৎ-ভক্তি-ভাক্**—যিনি ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন; **নরঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই সমস্ত নির্দেশ অনুসারে এবং বেদের অন্যান্য নির্দেশ অনুসারে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া যায়। তার ফলে, গৃহে অবস্থান কালেও জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। তাই বৈদিক বিধির দ্বারাই হোক অথবা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারাই হোক, মানুষ যদি সেই কৃষ্ণরূপ লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। শ্রীকৃষ্ণকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করা উচিত; জীবনের যে কোন স্তর থেকে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সেবা গ্রহণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচবর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" মানুষ কোন্ স্তরে বা কোন্ পদে রয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না; মানুষ যদি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তার স্বধর্ম আচরণ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। এমন নয় যে কেবল সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী এবং ব্রহ্মচারীরাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারবেন। গৃহস্থও যদি জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন, তা হলে তিনিও শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারবেন। তার একটি দৃষ্টান্ত পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

যথা হি যূয়ং নৃপদেব দুস্ত্যজা-
দাপদ্গণাদুত্তরতাত্মনঃ প্রভোঃ ।
যৎপাদপঙ্কেরুহসেবয়া ভবা-
নহারষীন্নির্জিতদিগ্গজঃ ক্রতূন্ ॥ ৬৮ ॥

যথা—যেমন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে (পাণ্ডবেরা); **নৃপ-দেব**—রাজা, মানুষ এবং দেবতাদের প্রভু; **দুস্ত্যজাৎ**—দুরতিক্রম্য; **আপৎ**—বিপজ্জনক পরিস্থিতি; **গণাৎ**—সমূহ থেকে; **উত্তরত**—উদ্ধার লাভ করেছেন; **আত্মনঃ**—নিজের; **প্রভোঃ**—ভগবানের; **যৎ-পাদ-পঙ্কেরুহ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **অহারষীৎ**—অনুষ্ঠান করেছেন; **নির্জিত**—পরাজিত করে; **দিক্-গজঃ**—দিগ্‌হস্তীর মতো অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুদের; **ক্রতূন্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবানের প্রতি আপনাদের সেবার ফলে আপনারা পাণ্ডবেরা, অসংখ্য রাজা এবং দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট মহা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার দ্বারা আপনি দিগ্ হস্তীর মতো মহা বলবান শত্রুদের জয় করে যজ্ঞের উপকরণ আহরণ করেছেন। ভগবানের কৃপায় আপনি ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হোন।

তাৎপর্য

একজন সাধারণ গৃহস্থের ভূমিকা অবলম্বন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির কাছে প্রশ্ন করেছেন কিভাবে একজন *গৃহমূঢ়ধী* (গৃহস্থ-আশ্রমের বন্ধনে আবদ্ধ মূঢ় ব্যক্তি) উদ্ধার লাভ করতে পারে। সেই সম্বন্ধে, নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন, "আপনি নিরাপদ, কারণ সমগ্র পরিবার সহ আপনারা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হয়েছেন।" শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন এবং বহু ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যেগুলি কেবল বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজারাই সৃষ্টি করেনি, অনেক ক্ষেত্রে দেবতারাও সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা লাভ করে কিভাবে জীবন-যাপন করতে হয়, তাঁরা তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। সকলেরই কর্তব্য পাণ্ডবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, যাঁরা ভগবানের কৃপায় কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষ কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে এবং জীবনান্তে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে, তার শিক্ষা দেওয়া। জড় জগতে প্রতি পদে সর্বদাই বিপদ (*পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্*)। কিন্তু, তা হলেও কেউ যদি নির্দ্বিধায় শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর আশ্রয়ে থাকেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবেন। *সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো*

মুরারেঃ। ভক্তের কাছে এই বিশাল সংসার-সমুদ্র গোষ্পদের মতো হয়ে যায়। শুদ্ধ ভক্ত উন্নতি সাধনের নানা প্রকার প্রচেষ্টা না করে, কৃষ্ণদাস হওয়ার নিরাপদ স্থিতিতে অবস্থান করেন, এবং তার ফলে তাঁর জীবন শাশ্বতরূপে নিরাপদ হয়।

শ্লোক ৬৯

অহং পুরাভবং কশ্চিদ্ গন্ধর্ব উপবর্হণঃ ।
নাম্নাতীতে মহাকল্পে গন্ধর্বাণাং সুসম্মতঃ ॥ ৬৯ ॥

অহম্—আমি; **পুরা**—পূর্বে; **অভবম্**—ছিলাম; **কশ্চিৎ গন্ধর্বঃ**—এক গন্ধর্ব; **উপবর্হণঃ**—উপবর্হণ; **নাম্না**—নামক; **অতীতে**—বহুকাল পূর্বে; **মহা-কল্পে**—মহাকল্প নামক ব্রহ্মার জীবনে; **গন্ধর্বাণাম্**—গন্ধর্বদের মধ্যে; **সু-সম্মতঃ**—অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি।

অনুবাদ

বহুকাল পূর্বে, অন্য এক মহাকল্পে (ব্রহ্মার কল্পে), আমি উপবর্হণ নামক এক গন্ধর্ব ছিলাম। অন্য গন্ধর্বেরা আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তাঁর পূর্ব জীবনের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন। পূর্বে, ব্রহ্মার পূর্ব-জীবনকালে, নারদ মুনি ছিলেন গন্ধর্বলোকের একজন অধিবাসী, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি গন্ধর্বলোকে তাঁর অতি উন্নত পদ থেকে অধঃপতিত হয়ে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা পরে বিশ্লেষণ করা হবে। সেখানকার অধিবাসীরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি গন্ধর্বলোক থেকেও অধিক সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যদিও প্রজাপতিরা তাঁকে শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী জন্মে তিনি ব্রহ্মার পুত্র হয়েছিলেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য *মহাকল্পে* শব্দটিকে *অতীতব্রহ্মাকল্পে* রূপে বর্ণনা করেছেন। বহু কোটি কোটি বছরের পর ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মার এক দিনের বর্ণনা *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) করা হয়েছে—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

"মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি বছর পূর্বের ঘটনা মনে রাখতে পারেন। তেমনই, নারদ মুনির মতো শুদ্ধ ভক্তও কোটি কোটি বছর পূর্বে তাঁর পূর্ব-জীবনের ঘটনা মনে রাখতে পারেন।

শ্লোক ৭০

রূপপেশলমাধুর্যসৌগন্ধ্যপ্রিয়দর্শনঃ ।
স্ত্রীণাং প্রিয়তমো নিত্যং মত্তঃ স্বপুরলম্পটঃ ॥ ৭০ ॥

রূপ—সৌন্দর্য; **পেশল**—দেহের গঠন; **মাধুর্য**—আকর্ষণীয়তা; **সৌগন্ধ্য**—বিভিন্ন ফুলমালা এবং চন্দনের দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার ফলে অত্যন্ত সুবাসিত; **প্রিয়-দর্শনঃ**—অতি সুন্দর দর্শন; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **প্রিয়তমঃ**—স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট; **নিত্যম্**—প্রতিদিন; **মত্তঃ**—উন্মাদের মতো গর্বিত; **স্ব-পুর**—তাঁর নগরীতে; **লম্পটঃ**—কাম-বাসনার ফলে রমণীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

অনুবাদ

আমার মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং দেহের গঠন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ফুলমালা এবং চন্দনে অলঙ্কৃত আমি পুর-স্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তার ফলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি সর্বদা কামোন্মত্ত ছিলাম।

তাৎপর্য

যখন নারদ মুনি গন্ধর্বলোকের নিবাসী ছিলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্যের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, গন্ধর্বলোকের সকলেই অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁরা ফুল ও চন্দনের দ্বারা সর্বদা অলঙ্কৃত থাকেন। উপবর্হণ ছিল নারদ মুনির পূর্ব-জীবনের নাম। উপবর্হণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভূষিত হয়ে, রমণীদের চিত্ত আকর্ষণে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন, এবং তাই তিনি লম্পটে পরিণত হয়েছিলেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হবে। স্ত্রী-লম্পট হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কারণ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে, অধঃপতিত হয়ে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। শূদ্রেরা অবাধে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। বর্তমান কলিযুগে মানুষেরা যখন *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ঃ*—শূদ্র মনোভাবের ফলে অত্যন্ত অসৎ হয়ে গেছে, তাই স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা অত্যন্ত প্রকট হয়েছে। উচ্চবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশার সুযোগ

থাকে না। কিন্তু শূদ্র সমাজে এই প্রকার মেলামেশায় কোন বাধা নেই। যেহেতু এই কলিযুগে সাংস্কৃতিক শিক্ষা নেই, তাই সকলেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে অশিক্ষিত, এবং তাই সকলেই শূদ্রবৎ (*অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ*)। মানুষেরা যখন শূদ্রের মতো হয়ে যায়, তখন অবশ্যই তারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় (*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ঃ*)। এইভাবে তারা তাদের নিজেদের জীবনশৈলী তৈরি করে, যার ফলে তারা ক্রমশ ভাগ্যহীন হয়ে যায় (*মন্দভাগ্যাঃ*), এবং তারপর তারা সর্বদা বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দ্বারা উপদ্রুত হয়।

শ্লোক ৭১

একদা দেবসত্রে তু গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ।
উপহূতা বিশ্বসৃগ্‌ভির্হরিগাথোপগায়নে ॥ ৭১ ॥

একদা—এক সময়; **দেব-সত্রে**—দেবতাদের সভায়; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **অপ্সরসাম্**—এবং অপ্সরা; **গণাঃ**—সমূহ; **উপহূতাঃ**—নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন; **বিশ্ব-সৃগ্‌ভিঃ**—প্রজাপতি নামক মহান দেবতাদের দ্বারা; **হরি-গাথ-উপগায়নে**—ভগবানের মহিমা কীর্তন উপলক্ষ্যে।

অনুবাদ

এক সময় দেবতাদের সভায় ভগবানের মহিমা কীর্তনের এক সংকীর্তন উৎসব হয়েছিল, এবং প্রজাপতিরা সেই উৎসবে যোগদান করার জন্য গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সংকীর্তনের অর্থ হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নামকীর্তন। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন কোন নতুন আন্দোলন নয়, যা অনেক সময় মানুষেরা ভুলবশত মনে করে। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন ব্রহ্মার জীবনের প্রতি কল্পে হয়ে থাকে, এবং ভগবানের পবিত্র নাম কেবল গন্ধর্বলোক বা অপ্সরালোকেই নয়, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক আদি উচ্চতর লোকেও কীর্তিত হয়। তাই আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে এই পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা কোন নতুন আন্দোলন নয়। কখনও কখনও, দুর্ভাগ্যবশত, এই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর সেবকেরা সারা পৃথিবীর তথা সারা ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য পুনরায় এই আন্দোলন শুরু করেন।

শ্লোক ৭২

অহং চ গায়ংস্তদ্বিদ্বান্ স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো গতঃ ।
জ্ঞাত্বা বিশ্বসৃজস্তন্মে হেলনং শেপুরোজসা ।
যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ ॥ ৭২ ॥

অহম্—আমি; **চ**—এবং; **গায়ন্**—ভগবানের মহিমা কীর্তন না করে, অন্য দেবতাদের মহিমা কীর্তন করেছিলাম; **তৎ-বিদ্বান্**—সঙ্গীতকলায় অত্যন্ত নিপুণ; **স্ত্রীভিঃ**—নারীদের দ্বারা; **পরিবৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **গতঃ**—সেখানে গিয়েছিলাম; **জ্ঞাত্বা**—ভালভাবে জেনে; **বিশ্ব-সৃজঃ**—প্রজাপতিগণ, যাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে; **তৎ**—আমার গানের প্রবৃত্তি; **মে**—আমার দ্বারা; **হেলনম্**—অবজ্ঞা; **শেপুঃ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **ওজসা**—প্রবল প্রভাবের দ্বারা; **যাহি**—হয়; **ত্বম্**—তুমি; **শূদ্রতাম্**—শূদ্র; **আশুঃ**—এক্ষুণি; **নষ্ট**—রহিত; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **কৃত-হেলনঃ**—সদাচার লঙ্ঘন করার ফলে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে আমিও স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে সেখানে গিয়ে দেবতাদের মহিমা গাইতে শুরু করেছিলাম। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ প্রজাপতিগণ প্রবলভাবে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—"তোমার এই অপরাধের ফলে, তুমি এক্ষুণি তোমার সৌন্দর্য রহিত হয়ে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ কর।"

তাৎপর্য

কীর্তন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—মানুষের কর্তব্য ভগবানের মহিমা এবং তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করা। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—বিষ্ণুর মহিমা কীর্তন করা উচিত, কোন দেব-দেবীর নয়। দুর্ভাগ্যবশত, মূর্খ মানুষেরা দেবতাদের নামের ভিত্তিতে কীর্তনের প্রথা প্রবর্তন করে। সেটি একটি অপরাধ। কীর্তন মানে হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন, কোন দেবতার নয়। কখনও কখনও মানুষেরা কালী-কীর্তন বা শিব-কীর্তন আবিষ্কার করে, এমন কি বড় বড় মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বলে, যে কোন নাম কীর্তন করা যেতে পারে এবং তার ফলে একই ফল লাভ হবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কোটি কোটি বছর আগে, নারদ মুনি যখন একজন গন্ধর্ব ছিলেন, তখন তিনি

ভগবানের মহিমা কীর্তনে অবহেলা করেছিলেন, এবং স্ত্রীসঙ্গ প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে তিনি অন্য কিছু গাইতে শুরু করেছিলেন। তার ফলে তিনি শূদ্র হওয়ার অভিশাপ প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রথম অপরাধ ছিল যে, তিনি কামার্তা কামিনী পরিবৃত হয়ে সংকীর্তনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর অন্য অপরাধ ছিল যে, তিনি সাধারণ গানকে, যেমন সিনেমার গান এবং সেই ধরনের গানকে সংকীর্তনের সমতুল্য বলে মনে করেছিলেন। তাঁর এই অপরাধে তাঁকে শূদ্রযোনি লাভ করার দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ৭৩

তাবদ্দাস্যামহং জজ্ঞে তত্রাপি ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
শুশ্রূষয়ানুষঙ্গেণ প্রাপ্তোঽহং ব্রহ্মপুত্রতাম্ ॥ ৭৩ ॥

তাবৎ—অভিশপ্ত হওয়ার ফলে; **দাস্যাম্**—দাসীর গর্ভে; **অহম্**—আমি; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলাম; **তত্রাপি**—যদিও (শূদ্র হয়ে); **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তিদের; **শুশ্রূষয়া**—সেবা করার দ্বারা; **অনুষঙ্গেণ**—একই সময়ে; **প্রাপ্তঃ**—লাভ করেছিলাম; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্ম-পুত্রতাম্**—(এই জীবনে) ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্ম।

অনুবাদ

যদিও আমি দাসীর গর্ভে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তবুও বেদজ্ঞ বৈষ্ণবদের সেবা করার ফলে আমি এই জন্মে ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচবর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে, অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" শূদ্র, স্ত্রী অথবা বৈশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করলেও কিছু যায় আসে না; মানুষ যদি নিরন্তর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে (*সাধুসঙ্গেন*), তা হলে তিনি

সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন। নারদ মুনি তাঁর নিজের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন। এই সংকীর্তন আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শূদ্র, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন আদি নির্বিশেষে কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করে, তাঁর উপদেশ পালন করে এবং তাঁর সেবা করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হবে। এটিই ভক্তি। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*। অত্যন্ত অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের সেবা করাই হচ্ছে ভক্তি। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। কারও যদি শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন অভিলাষ না থাকে, তা হলে তার জীবন সফল হয়। নারদ মুনি তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৭৪

ধর্মস্তে গৃহমেধীয়ো বর্ণিতঃ পাপনাশনঃ ।
গৃহস্থো যেন পদবীমঞ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ ॥ ৭৪ ॥

ধর্মঃ—সেই ধর্ম; **তে**—আপনাকে; **গৃহ-মেধীয়ঃ**—গৃহস্থ-আশ্রমে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও; **বর্ণিতঃ**—(আমার দ্বারা) বর্ণিত হয়েছে; **পাপ-নাশনঃ**—পাপের ফল বিনাশকারী; **গৃহস্থঃ**—গৃহস্থ; **যেন**—যার দ্বারা; **পদবীম্**—পদ; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **ন্যাসিনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ইয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার পন্থা এমনই শক্তিশালী যে, তার প্রভাবে গৃহস্থেরাও অনায়াসে সেই চরম ফল লাভ করতে পারেন, যা সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আমি এখন আপনার কাছে ধর্মের সেই পন্থা বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

নারদ মুনির এই উক্তিটি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রামাণিকতা প্রতিপাদন করছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, যে কোন ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করে সার্থক সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চরম ফল লাভ করতে পারেন। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে, তিনি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে পারেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির মনে করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি গৃহস্থ তাই তাঁর মুক্ত হওয়ার কোন আশা নেই, এবং তাই তিনি নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিভাবে তিনি

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু নারদ মুনি তাঁর নিজের জীবনের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা যে কোন মানুষ, জীবনের যে কোন অবস্থায়, নিঃসন্দেহে পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৭৫

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি ।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ ৭৫ ॥

যূয়ম্—আপনারা পাণ্ডবগণ; **নৃ-লোকে**—এই জড় জগতে; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **ভূরি-ভাগাঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **লোকম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক; **পুনানাঃ**—যারা পবিত্র করতে পারেন; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অভিযন্তি**—(সাধারণ মানুষের মতো) সাক্ষাৎ করতে আসেন; **যেষাম্**—যাঁদের; **গৃহান্**—পাণ্ডবদের গৃহ; **আবসতি**—বাস করেন; **ইতি**—এইভাবে; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **গূঢ়ম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **পরম্**—চিন্ময়; **ব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ; **মনুষ্য-লিঙ্গম্**—একজন সাধারণ মানুষের মতো।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই জগতে আপনারা পাণ্ডবগণ এতই ভাগ্যবান যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করতে পারেন যে-সমস্ত মহর্ষিগণ, তাঁরা আপনাদের দর্শন করার জন্য আপনাদের গৃহে আসেন। অধিকন্তু, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক আপনার ভাইয়ের মতো আপনাদের গৃহে অত্যন্ত গূঢ়রূপে অবস্থান করছেন।

তাৎপর্য

এটি একজন বৈষ্ণবের প্রশংসাসূচক উক্তি। মানব-সমাজে ব্রাহ্মণেরা সব চাইতে সম্মানীয়। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যিনি ব্রহ্মকে অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন যাঁকে পরম ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ভাগ্যবান হতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডবদের স্থিতি এতই উন্নত ছিল যে, পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের গৃহে একজন সাধারণ মানুষের

মতো বাস করছিলেন। *ভূরিভাগাঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পাণ্ডবদের পদ ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের থেকেও উন্নততর ছিল। পরবর্তী শ্লোকে নারদ মুনি পাণ্ডবদের মহিমা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৭৬

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য
কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্ গুরুশ্চ ॥ ৭৬ ॥

সঃ—সেই ভগবান; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—কৃষ্ণ; **ব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম; **মহৎ-বিমৃগ্য**—মহান ঋষিদের (কৃষ্ণভক্তদের) দ্বারা অন্বেষণীয়; **কৈবল্য-নির্বাণ-সুখ**—মুক্তির এবং দিব্য আনন্দের; **অনুভূতিঃ**—উপলব্ধির জন্য; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **বঃ**—আপনারা পাণ্ডবগণ; **খলু**—প্রসিদ্ধ; **মাতুলেয়ঃ**—মাতুলপুত্র; **আত্মা**—আত্মা; **অর্হণীয়ঃ**—পরম পূজনীয়; **বিধি-কৃৎ**—নির্দেশ প্রদানকারী; **গুরুঃ**—আপনাদের গুরুদেব; **চ**—এবং।

অনুবাদ

আহা কি আশ্চর্যের বিষয়! মহান ঋষিরা মুক্তি এবং চিন্ময় আনন্দ লাভের জন্য যাঁর অন্বেষণ করেন, সেই পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয় পরিচালক এবং গুরুরূপে আচরণ করছেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিচালক এবং গুরু হন। ভগবান শ্রীগুরুদেবকে প্রেরণ করেন ভক্তকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এবং ভক্ত যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয়ে গুরুরূপে আচরণ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পূর্ণরূপে শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ গুরু হন না। তাই, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। প্রতিনিধি গুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যকে ভ্রান্ত জ্ঞান প্রদান করেন না, তিনি তাঁকে কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে অন্তর থেকে এবং বাইর থেকে সাহায্য করেন। বাইরে থেকে তিনি ভক্তকে প্রতিনিধিরূপে সাহায্য করেন, এবং অন্তরে তিনি সাক্ষাদ্ভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে উপদেশ দেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৭৭

ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্ ।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৭৭ ॥

ন—না; **যস্য**—যাঁর (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের); **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভব**—মহাদেবের দ্বারা; **পদ্মজ-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যদের দ্বারা; **রূপম্**—রূপ; **ধিয়া**—ধ্যানের দ্বারা; **বস্তুতয়া**—বস্তুত; **উপবর্ণিতম্**—বর্ণনা করা যেতে পারে; **মৌনেন**—মৌন অবলম্বনের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **উপশমেন**—সমস্ত জড় কার্যকলাপের সমাপ্তির দ্বারা; **পূজিতঃ**—যিনি এইভাবে পূজিত হন; **প্রসীদতাম্**—তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন; **এষঃ**—এই; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের; **পতিঃ**—পালক, প্রভু এবং পরিচালক।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন এখানে উপস্থিত, যাঁর রূপ ব্রহ্মা শিব আদি মহাপুরুষেরাও বুঝতে পারেন না। ভক্তদের নিষ্ঠাপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের জন্য তিনি তাঁদের দ্বারা উপলব্ধ হন। সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের পালক এবং যিনি মৌনতা, ভক্তি এবং জড় কার্যকলাপের নিবৃত্তির দ্বারা পূজিত হন, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা, শিব আদি মহান ব্যক্তিরাও যথাযথভাবে বুঝতে পারেন না, সুতরাং সাধারণ মানুষের কি কথা। কিন্তু তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে, তিনি তাঁর ভক্তের উপর ভক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেন, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারেন (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*)। এই ব্রহ্মাণ্ডে কেউই তত্ত্বত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না, কিন্তু কেউ যদি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারেন। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১) প্রতিপন্ন করেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিক্ষা দেন কিভাবে তাঁকে সন্দেহহীনভাবে পূর্ণরূপে জানা যায়। কেবল পাণ্ডবেরাই নয়, নিষ্ঠা সহকারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানতে পারেন। যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ দেওয়ার পর নারদ মুনি ভগবানের কাছে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হন এবং সকলেই যেন পূর্ণ ভগবৎ-চেতনা লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৭৮

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং নিশম্য ভরতর্ষভঃ ।
পূজয়ামাস সুপ্রীতঃ কৃষ্ণং চ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দেব-ঋষিণা**—দেবর্ষি (নারদ মুনি) দ্বারা; **প্রোক্তম্**—বর্ণিত; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ভরত-ঋষভঃ**—ভরত মহারাজের বংশধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পূজয়াম্ আস**—পূজা করেছিলেন; **সু-প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **চ**—ও; **প্রেম-বিহ্বলঃ**—কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির বর্ণনা থেকে এইভাবে সব কিছু জানতে পেরেছিলেন। তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার পর তিনি অন্তরে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন, এবং ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন জানা যায় যে, পরিবারের কোন সদস্য অত্যন্ত মহান ব্যক্তি, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই মনে করে আনন্দ হয় যে, "আহা, এমন একজন মহান ব্যক্তি আমার আত্মীয়!" পাণ্ডবেরা পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণকে জানতেন, কিন্তু নারদ মুনি যখন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বর্ণনা করেছিলেন, তখন পাণ্ডবেরা স্বাভাবিকভাবেই এই মনে করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন যে, "পরমেশ্বর ভগবান মাতুলপুত্ররূপে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন!" তাঁদের অবশ্যই তখন অস্বাভাবিক আনন্দ হয়েছিল।

শ্লোক ৭৯

কৃষ্ণপার্থাবুপামন্ত্র্য পূজিতঃ প্রযযৌ মুনিঃ ।
শ্রুত্বা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পার্থৌ**—এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির; **উপামন্ত্র্য**—বিদায় জানিয়ে; **পূজিতঃ**—তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে; **প্রযযৌ**—(সেই স্থান থেকে) প্রস্থান করেছিলেন; **মুনিঃ**—নারদ মুনি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করার পর; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে; **পরম্ ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবানরূপে; **পার্থঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পরম-বিস্মিতঃ**—অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূজিত হয়ে, নারদ মুনি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহারাজ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি এবং যুধিষ্ঠির মহারাজের কথোপকথন শ্রবণ করার পর কারও যদি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তা হলে তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা

উচিত। *অসংশয়ং সমগ্রম্‌*। নিঃসন্দেহে এবং নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জেনে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষেরা, সমস্ত বেদের বাণী শ্রবণ করার পরেও তা করে না। কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যবান হন, বহু জন্ম-জন্মান্তরের পরে হলেও, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*)।

শ্লোক ৮০

ইতি দাক্ষায়ণীনাং তে পৃথগ্বংশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যাদ্যা লোকা যত্র চরাচরাঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি—এইভাবে; **দাক্ষায়ণীনাম্‌**—দিতি, অদিতি আদি মহারাজ দক্ষের কন্যাদের; **তে**—আপনার কাছে; **পৃথক্‌**—ভিন্নভাবে; **বংশাঃ**—বংশ; **প্রকীর্তিতাঃ**—(আমার দ্বারা) বর্ণিত হল; **দেব**—দেবতা; **অসুর**—অসুর; **মনুষ্য**—এবং মানুষ; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **লোকাঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোক; **যত্র**—যেখানে; **চর-অচরাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকে দেবতা, অসুর, মনুষ্য আদি চর এবং অচর বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। তারা সকলে মহারাজ দক্ষের কন্যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমি তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের বিভিন্ন বংশ সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

—বৈশাখী শুক্লা একাদশীর রাত্রে ১০ই মে ১৯৭৬ নব-নবদ্বীপের (হোনোলুলু) শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের মন্দিরে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দের কৃপায় সম্পূর্ণ হল। এখন আমরা সুখে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করতে পারি।

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত